কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—৩৩

বেদ-মীমাংসা

দ্বিতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

বেদ-মীমাংসার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বিদ্বৎসমাজে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে পরবর্তী খণ্ডগুলির যথাসম্ভব সত্বরপ্রকাশে আমরা উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু এই খণ্ডখানির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে অনিবার্য ও অপ্রত্যাশিত বিঘ্নের জন্য। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি বর্তমানে অব্যাহত আছে। যথাসময়ে সে খণ্ডখানি পাঠকবর্গের নিকট উপহৃত হবে। সযত্নে সংগৃহীত জ্ঞানরত্নরাশি লোকহিতের জন্য নিঃশেষে বিতরণ করাই যাঁর জীবনব্রত, বরদা বেদমাতার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তাঁর প্রারব্ধকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্ত হবে।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

নিবেদন

বেদমাতার অশেষ প্রসাদে বেদ-মীমাংসার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। অপ্রত্যাশিত নানা বাধাবিঘ্নের জন্য গ্রন্থপ্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হওরায় আগ্রহী পাঠকদের নিকট ক্ষমা চাইছি।

এইখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের আনুমানিক অর্ধাংশের স্থান হল। এতে আছে বৈদিক দেবতাদের সাধারণ পরিচয় এবং 'পৃথিবী' ছাড়া পৃথিবীস্থান দেবতাদের বিস্তৃত বিবৃতি। দেবতাধ্যায়ের বাকী অংশ তৃতীয় খণ্ডে থাকবে।

টীকায় সংহিতা হতে যেসমস্ত প্রমাণমন্ত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে, এবার সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রায় সর্বত্র হয় মূলে না হয় টীকাতেই তাদের অনুবাদ দেওরা হয়েছে এবং প্রয়োজনমত শব্দার্থবিচার ও টিপ্পনীও যোগ করা হয়েছে। এখন থেকে বেদার্থমীমাংসার সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রব্যাখ্যার কাজও এইভাবে কিছুটা অগ্রসর হতে থাকবে।

গতবারের মত এবারও কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রোৎসাহন এবং মুদ্রণব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের, সংস্কৃত মহা-বিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের এবং শেষের দিকে শ্রীমান্ গৌতম ধর্মপালের সক্রিয় সহায়তা আমার কাজকে স্বচ্ছন্দ ও লঘুভার করেছে। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

"হৈমবতী"
শ্রীপঞ্চমী, শকাব্দ ১৮৮৬ — অনির্বাণ

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বৈদিক দেবতা

সঙ্কেত-পরিচয়

Av.	Avesta
অবে.	অবেস্তা
ঐ আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষদ্
কাঠ.	কাঠক সংহিতা
গী.	গীতা
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জৈউব্রা.	জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
টীমূ.	টীকা মূল, টীকা ও মূল
DR	Geldner's Der Rigveda
তা.	তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তু.	তুলনীয়
তৈ আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা.	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘণ্টু
পপা.	পদপাঠ
পা.	পাণিনি সূত্র
পাম.	পাণিনিসূত্র মহাভাষ্য
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্র.	প্রশ্নোপনিষদ্

প্রতিতু.	প্রতিতুলনীয়
বিণ.	বিশেষণ
বিদ্র.	বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য
বৃদে.	বৃহদ্দেবতা
বেমা.	বেঙ্কটমাধব
বৈপ.	বৈদিক পদানুক্রম কোষ
ব্যু.	ব্যুৎপত্তি
ব্রসূ.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মস.	মনুসংহিতা
মহা	মহাভারত
মা.	বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনসংহিতা
মাণ্ডূ	মাণ্ডূক্য উপনিষদ্
মু.	মুণ্ডক উপনিষদ্
মৈস.	মৈত্রায়ণীসংহিতা
ল.	লক্ষণীয়
শ., শব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শৌ.	অথর্ববেদ শৌনকসংহিতা
শ্রৌ.	শ্রৌতসূত্র
সং.	সংস্করণ
সা.	সায়ণ
সাভা.	সায়ণভাষ্য
সিকৌ.	সিদ্ধান্ত কৌমুদী
সূ.	সূক্ত
স্ম	স্মরণীয়

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক দেবতা

ক. ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্য আর্যভাবনার বাহন। গোড়াতেই বলেছি, এ-সাহিত্য বিদগ্ধ মনের সৃষ্টি, ভাব আর ভাষা এর মধ্যে একটা সুসম্বদ্ধ রূপ নিয়েছে অনেক আগেই। কি করে এ গড়ে উঠেছিল, তার প্রাক্তন ইতিহাস আমাদের অজানা। পুরাতত্ত্ব ঘাঁটা-ঘাঁটি করে তা নিয়ে নানা জল্পনা করা চলে, কিন্তু কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না [১]। অথচ এ-সাহিত্যের প্রভব অলক্ষ্য হলেও এর প্রভাব কিন্তু আজও জাগ্রত এবং জীবন্ত। সুতরাং আর্যভাবনার ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে গঙ্গোত্রীর হিমবাহের মত বৈদিক সাহিত্যকেই তার ধ্রুবপদ বলে ধরে নিতে হয়: সেখান থেকে আমরা ভাটিয়েই আসতে পারি, কিন্তু উজিয়ে যেতে পারি না। তার ফলে, বেদার্থ আবিষ্কারের জন্য আমাদের কাছে মুখ্যত দুটি পথ খোলা থাকে—এক, বেদকে স্বতঃপ্রমাণ জেনে তাকে বোঝবার জন্য তারই মধ্যে অবগাহন করা; দ্বিতীয়ত, বেদোত্তর ভাবনার আলোকে তার তাৎপর্যকে উদ্‌ভাসিত করবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে, আন্তর উপলব্ধির উদ্‌বোধক শ্রুতিই এখানে মুখ্য প্রমাণ, স্মৃতি তার অনুগামী, অনুমানের প্রকার শেষবৎ কিনা কার্য থেকে কারণে যাওয়া : আর তার অবধি আপাতত ওই বেদপর্যন্ত, তার উজানে যাওয়ার সমীচীনতা নিঃসংশয় নয়।

আগেই বলেছি, সুসম্বদ্ধ বলেই বৈদিক সাহিত্যকে আদিমানবের অস্পষ্ট মননের সঙ্গে কখনও উপমিত করা চলে না। এ-সাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই দীর্ঘযুগবাহিত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও সাধনার একটা পরিনিষ্ঠিত রূপ, যা বিশ্বমানবের চিৎপ্রকর্ষের কতকগুলি অনতিবর্তনীয় সংকেতের বাহন। প্রাণধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই

---

[১] ইন্দো-ইওরোপীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক দুটি প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়—গ্রীসীয় এবং ইরানীয়। কিন্তু দুটিই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য হতে অর্বাচীন। ইরানীয় অধ্যাত্মভাবনার সঙ্গে বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার অনেক মিল আছে, কিন্তু গ্রীসীয় ভাবনার সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য অতি সহজেই চোখে পড়ে।

সংকেতগুলি বস্তুতই 'সনাতন'। তাই মানুষের অধ্যাত্মপ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের উপযোগিতা এখনও নিঃশেষিত হয়নি, হবারও নয়। এখন এই সনাতন সংকেতগুলিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করাই হবে আমাদের আসল কাজ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেববাদ। তার দুটি অঙ্গ—যজন এবং উপাসনা। দেবতার যজনে ক্রিয়ার প্রাধান্য, উপাসনায় ভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিয়ায় চেতনা বহিরাবৃত্ত, ভাবে অন্তরাবৃত্ত। তবুও ক্রিয়াতে ভাবেরই অভিব্যক্তি, ভাবই তার ধারক এবং পোষক। এই ভাব সংহিতায় 'ধী' বা 'দীধিতি' অর্থাৎ ধ্যানচিন্তা। ধ্যান দেবতার প্রাণ, ধ্যানেই তিনি যজমান বা উপাসকের প্রত্যক্ষ হন [২]। দেবতা সাধ্য—প্রজ্ঞা ও বীর্যরূপে; সাধ্য ও সাধকের মাঝে ধ্যান সেতু। 'নিদিধ্যাসন' বা ধ্যানতন্ময়তার ফলে দেববাদ পর্যবসিত হয় ব্রহ্মবাদে, আত্মা বিশ্ব ও পরমদেবতার সাযুজ্যে—সংহিতার আত্মস্তুতিগুলিতে যার পরিচয় পাই। এই দেবতার স্বরূপ এবং বিভূতি এখন আমাদের অনুধ্যেয়।

খ. সাধারণ পরিচয়

১ দেবতার স্বরূপ

নিরুক্তি দিয়ে দেবতার পরিচয় শুরু করি, কেননা 'দেব' শব্দটি যৌগিক এবং পারিভাষিক। আর বৈদিক সাহিত্যে এমনতর শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর বলে তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ে নিরুক্তি একটা প্রধান অবলম্বন।

'দিব্' থেকে 'দেব'। কিন্তু বেদে প্রাতিপদিকরূপেই দিব্-এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নাই। তার জায়গায় আছে 'দী' ধাতু, অর্থ 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা' [৩]। প্রাতিপদিক 'দিব্' দ্যুলোক, আলোঝলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ

---

[২] নিঘ.তে 'ধী'র দুটি অর্থ—কর্ম (২।১) এবং প্রজ্ঞা (৩।৯)। স্পষ্টতই আর্যভাবনায় এ-দুটি সহচরিত। সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে এই সহচারের পরিচয় আছে: তু. ঋ. তং তে জুহোমি মনসা বষট্কৃতম্ ১০।১৭৯।২, দেবহূতিং...বষট্কৃতিং জুষাণঃ ৭।১৪।৩, বষড্বষল্. ইত্য্ ঊর্ধ্বাসো অনক্ষন্ নমো নম ইত্য্ ঊর্ধ্বাসো অনক্ষন্ ১০।১১৫।৯; ঐব্রা. যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্ গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েদ্ বষট্করিষ্যন্, সাক্ষাদ্ এব তদ্ দেবতাং প্রীণাতি প্রত্যক্ষাদ্ দেবতাং যজতি ৩।৮। অগ্নিতে আহুতি দেবার আগে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করতে হয়, তার শেষে 'বষট্' (=বৌষট্) এই মন্ত্রটি থাকে। অর্থ, 'অগ্নি যেন বহন করেন বা জ্বলে ওঠেন।' এই মন্ত্রের উচ্চারণ হল 'বষট্কার'। এটি কর্মাঙ্গ, অথচ মনন বা ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত। ব্রাহ্মণে বষট্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (তু. ঐব্রা. ৩।৫-৮)। কোথাও-কোথাও মুখ্য তেত্রিশজন দেবতার মধ্যে বষট্কার অন্তিম দেবতা (ঐব্রা. ১।১০, তা. ৬।২।৫)। আবার 'ধী' যাঁর স্বভাব, তিনি 'ধী-র'। উপনিষদে ধীর ধ্যানসিদ্ধের সংজ্ঞা। ঋক্সংহিতায় যিনি ঈশ্বর, বিশ্বভুবনের রক্ষক, তিনিও ধীর—অপ্রাজ্ঞের মধ্যে তিনিই আবিষ্ট হয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটান: ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকম্ অত্রা বিবেশ ১।১৬৪।২১। সুতরাং কর্ম এবং প্রজ্ঞা দুইই তুল্যভাবে দেবতার বৈভব।

[৩] যাস্ক দেবতার নিরুক্তি দিচ্ছেন, 'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতী.তি বা' (৭।১৫)। এর মধ্যে প্রথমটি কেবল অর্থের দিক থেকে। √দী-র কাছাকাছি √দ্যুৎ ঋক্সংহিতাতেই পাওয়া যায়, √দিব্-এর সঙ্গে উপজনরূপে 'ৎ' যোগ করে তার ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হতে পারে (তু. √চি॥চিৎ, নৃ॥নৃৎ, কৃ॥কৃৎ...)। √দীপ্ শুধু যজুঃ আর অথর্ব সংহিতায় আছে। 'দেব' তু. Lat. *deus*, Lith. *devas*, OHG *zio*, OE *Tiw*, Gk. *dios*, *daietai* 'shines' . . .1

আলো আছে, ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে-ভাবনা আলোর। অতএব দেবতার স্বরূপ হল আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তা-ই 'বোধ' বা জেগে ওঠা, 'চিত্তি' বা বিবেক; তার ফলে 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ' [৪]। এমনি করে সাধ্য দেবতা সাধকের আত্মভূত হন।

দেবতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা 'বসু', অর্থ 'দীপক, জ্যোতির্ময়' [৫]। সংহিতায় দেবতার প্রধান বিভূতি অগ্নি ইন্দ্র সোম রুদ্র মরুদ্‌গণ উষা সূর্য পূষা আদিত্যগণ

---

[৪] ঋক্‌সংহিতায় √ বুধ্ (জেগে ওঠা) ধাতুর প্রয়োগ থাকলেও 'বোধ' শব্দ নাই, আছে 'বুধ্ন'। যাস্ক তার অর্থ করেছেন অন্তরিক্ষ বা প্রাণ (নি. ১০।৪৪)। সাধারণত শব্দটি 'মূল' বা 'উৎস' অর্থে রূঢ় : তু. ঋ. উপরি বুধ্ন এষাম্ ১।২৪।৭, অগ্নি 'রায়ো বুধ্নঃ' ১।৯৬।৬ (১০।১৩৯।৩), নদীনাং বুধ্নে ৭।৩৪।১৬, ঋতস্য বুধ্নে ৩।৬১।৭; আনুষঙ্গিক অর্থ 'গভীর দেশ', যেমন 'অপঃ প্রে.রয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ'—অপ্‌দের (বাণীর ধারাদের) পাঠালাম সাগরের গভীর হতে ১০।৮৯।৪ (সাগর এখানে হৃদ্য সমুদ্র, তু. ৪।৫৮।৫, ১১, ১০।৫।১, ১৭৭।১; চেতনার অনুষঙ্গ লক্ষণীয়), নির্ যদ্ ঈং বুধ্নাৎ...অক্রন্ত (গভীর হতে অগ্নির উৎসারণ) ১।১৪১।৩। 'অগ্র' এবং 'বুধ্ন' আগা এবং মূল পাশাপাশি ৩।৫৫।৭, ১০।১১১।৮। অগ্নি যে-বেদিতে উৎপন্ন হন বা জেগে ওঠেন, তা 'রজসো বুধ্নঃ' ১।৫২।৬, ২।২।৩, ৪।১।১১; তা এই পৃথিবীরই পরম অন্ত (তু. ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ ১।১৬৪।৩৫), অতএব সেও 'ক্ষাম বুধ্ন', ইন্দ্র যাকে ক্ষোভিত করেন প্রাণোচ্ছ্বাসে (৪।১৯।৪, সর্বমূলে অসাড়ের মধ্যে সাড়া জাগান; তু. 'স্বধা নঃ পিতরঃ পরাসঃ... ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীর্ অপ ব্রন্'—আমাদের পরম পিতৃপুরুষেরা পৃথিবীকে ভেদ করে অপাবৃত করেছিলেন উষার অরুণ আভা ৪।২।১৬)। অগ্নি তপোদেবতা, তাঁর এই জাগরণ 'তপুষো বুধ্নঃ' ৩।৩৯।৩। অন্তরিক্ষে মরুদ্‌গণের বুধ্ন বা জাগরণ যেন জলপ্লাবনের মত (অপাং ন য়াম) ১০।৭৭।৪। বেদিতে অগ্নিশিখা যেন সাপের মত ফণা ধরে জেগে ওঠে, অতএব অগ্নি 'অহির্বুধ্ন্যঃ' (তু. অহির্বুধ্নেয়্য্ বুধ্ন্যঃ ১০।৯৩।৫; 'অব্জাম্ উক্‌থৈর্ অহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু সীদন্, মা নো অহির্বুধ্ন্যো রিষে ধাৎ'—ঋক্ দিয়ে প্রশংসন করি অপ্ হতে জাত সেই অহির, যিনি নদীদের উৎসে বা গভীরে রজোভূমিতে নিষণ্ণ, বুধ্ন্য অহি যেন আমায় রিষ্টিতে না ফেলেন ৭।৩৪।১৬, ১৭ : তু. হঠযোগে বর্ণিত মূলাধারস্থ সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী)। বুধ্নের চেতনা অর্থ খুব স্পষ্ট এইখানে : 'পুরস্তাৎ বুধ্ন আততঃ' ১০।১৩৫।১ (দ্র. বেমী. পৃ. ৯১-৯২)। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর ব্যুৎপত্তি : Lat. *fundus* for **fudno-s* 'bottom of anything', but also 'piece of land, farm, estate' ; Gk. *puthmén* for *phuthmén 'foundation of the sea, of a cup'. In spite of somewhat various meanings of the above cognates, the root-idea preserved in Gmc., Lat. & Scrt. seems to be 'earth, land'. It is suggested that Aryan 'bhudhn-' meant the place of growth ultimately and the base is connected with that of Lat. *fui* 'I was' (Wyld) । মূলে যা-ই থাকুক, সংস্কৃতে √ বুধ্ (জাগা, সচেতন হওয়া)-এর অর্থের ধ্বনি এই শব্দটির মধ্যে এসে গেছে। উপরের সবগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে এই ধ্বনি আছে। যেখানে চেতনা নাই, সেই অসংজ্ঞ লোক রাজা বরুণের 'অবুধ্ন' (১।২৪।৭)। শীর্ষ বা মস্তক সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ বা চেতনার আধার, তা দেখতে যেন একটা উল্টানো ঘটের মত—তলা উপরে, ফুটো নীচে। সংহিতায় তার বর্ণনা : তির্যগ্‌বিলশ্ (বৃ. অর্বাগ্‌বিলঃ ২।২।৩) চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্ তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্, তদ্ আসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং য়ে অস্য গোপা মহতো বভূবুঃ শৌ. ১০।৮।৯।...বোধ বা চেতনার জাগরণ হতে 'চিত্তি'—অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তের জ্ঞান : তু. 'দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ'—দেবতারা অগ্নিকে ব্যাকৃত করলেন চিত্তি দিয়ে ঋ. ৩।২।৩; 'চিত্তিম্ অচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্'—প্রচেতনা আর অপ্রচেতনার মধ্যে বিদ্বান্ যেন তফাত করতে পারেন ৪।২।২১ (তু. ১।১৬৪।২৯)। প্রথম বিবেক 'পূর্বচিত্তি' (তু. ১।৮৪।১২, ৮।৩।৯, ৯।৯৯।৫...)। চিত্তির ফলে 'প্রজ্ঞান' (দ্র. বেমী. পৃ. ১০৫[২৮])। তারপর 'সংজ্ঞান' বা সাযুজ্যের বোধ (তু. 'সংজানানা উপ সীদন্ন্ অভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্'—অগ্নির সঙ্গে নিজেদের এক জেনে সেই নমস্য দেবতাকে প্রণাম করে পত্নীসহ তাঁরা তাঁর কাছে বসলেন জানু পেতে ঋ. ১।৭২।৫; সংজ্ঞানই পরম অয়ন ১০।১৯১।৪; ১৯১।২)। তার ফলে 'সংবিৎ' বা পূর্ণপ্রজ্ঞা (ঋ. ৮।৫৮।১, ১০।১০।১৪; তু. অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩)।

[৫] < √ বস্ (আলো দেওয়া) > উচ্ছ্ (বস্ + ছ বিকরণ)। ব্যুৎপন্ন শব্দ : উষস্, উস্র, বাসর, বিবস্বৎ...। তু. Av. *vanhus* 'good', কিন্তু IE √*ves* 'to shine'।

সবাই বসু [৬]। উষা আর বসু একই ধাতু হতে ব্যুৎপন্ন। বিশ্বদেবগণও সাধারণভাবে বসু [৭]। আবার বসুরা একটি দেবগণ [৮], সংহিতায় তাঁদের বহু উল্লেখ আছে। ধনবাচী ক্লীবলিঙ্গ বসু শব্দও সামান্যত আলোকবিত্তকেই বোঝায় [৯]। বসু বলেই দেবতা 'বসিষ্ঠ' বা জ্যোতিষ্মত্তম [১০], 'বিবস্বান্' বা আলোঝলমল [১১]।

অনুভবের দিক দিয়েও দেবতা 'জ্যোতিঃ'। বেদে এই শব্দটি বহুপ্রযুক্ত। ব্যুৎপত্তিতে 'দেব' আর 'জ্যোতিঃ' সগোত্র [১২]। বাইরে জ্যোতির সর্বোত্তম প্রকাশ সূর্যে। ঋক্‌সংহিতার সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন বলেন [১৩], 'অথবা এক মহান্ আত্মাই দেবতা, তাঁকে বলা হয় সূর্য। তিনিই সর্বভূতের আত্মা। তাই ঋষি বলছেন, ¹যা-কিছু চলছে, যা-কিছু স্থির হয়ে আছে, সেসবার আত্মা সূর্য। তাঁরই বিভূতি হলেন অন্য দেবতারা। সেকথাই এই ঋকে বলা হয়েছে : ²(পক্ষবান্ দিব্য সুপর্ণ যিনি) তাঁকেই তাঁরা বলছেন ইন্দ্র মিত্র বরুণ আর অগ্নি; (এক সৎকেই বিপ্রেরা বহুভাবে প্রকাশ করছেন, বলছেন অগ্নি যম আর মাতরিশ্বা)।'

দেবতার জন্য আর্যহৃদয়ের যে আকূতি, তা এই জ্যোতির আকূতি। বসিষ্ঠ বলেন : আর্যের লক্ষণ, জ্যোতিকে তাঁরা করেছেন তাঁদের অগ্রগামী [১৪]. আদিত্যায়নের ছন্দে তাঁদের জীবনায়ন, আলোর পিপাসা তাঁদের দিশারী। ঋষি গোরবীতির হৃদয়তন্ত্রে তাই তীব্রনিঃস্বনে ঝঙ্কৃত হতে শুনি এই ঋক্ :'অপ ধ্বান্তম্ ঊর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্, মুমুগ্ধ্যা অস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্'—হে দেবতা, অপাবৃত কর এই অন্ধকার, ভরে দাও এই চোখ আলোতে, মুক্ত কর আমাদের পাশে বদ্ধ হয়ে

---

[৬] দ্র. ঋ অগ্নি (১।৩১।৩, ৩।১৮।২, ৫।৩।১২), রুদ্র (২।৪৩।৫), মরুদ্‌গণ (২।৩৪।৯, ৫।৫৫।৮), ইন্দ্র (১।১০।৪, ৩০।১০, ২।১৩।১৩, ৩।৬১।৭), অশ্বিদ্বয় (১।১৫৮।১-২), উষা (৬।৬৪।১) সূর্য (৪।৪০।৫), পূষা (বসোঃ রাশিঃ ৬।৫৫।৩), আদিত্যগণ (৭।৫২।১, ৮।১৮।১৫, ১৭), সোম (৯।৯৮।৫)।

[৭] দ্র ঋ 'বস্বো বসবানাঃ' ১।৯০।২; তু ১।১০৬।১-৬, ৪।৫৫।১, ৬।৫০।১৫, ৫১।৭, ৮।২৭।২, ৯, ১০।১০০।৭।

[৮] দ্র নি 'বসবো যদ্ বিবসতে সর্বম্, অগ্নির্ বসুভির্ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ ইন্দ্রো বসুভির বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্ মধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যরশ্ময়ঃ বিবাসনাৎ, তস্মাদ্ দ্যুস্থানাঃ ১২।৪১। ঋতে বসু কি একটি জন (তু ১।১৩৯।১১)? কিন্তু ব্রাহ্মণে অষ্টাবসু, ছন্দের অক্ষরসাম্য হতে (দ্র ঐ ১।১০, ৩।২২, তু ঐ ২।১৮, শ ১১।৬।৩।৫, তৈ. ৩।১।২।৬, জা. ৬।২।৫)।

[৯] নিঘ পুংলিঙ্গ বহুবচনে 'বসবঃ' রশ্মি ১।৫, ক্লীবলিঙ্গ 'বসু' ধন ২।১০

[১০] তু ঋ ২।৯।১, ১০।৯১।১৭; আবার সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ। তু ফার্সী 'বিহিশ্‌ত' < Av. Vahišta স্বর্গ, Vahištā পরমপুরুষের সংজ্ঞা।

[১১] দ্র নি 'বিবাসনবান্ (তমসাম্)' ৭।২৬। 'বিবস্বান্' পরমদেবতার প্রাচীন সংজ্ঞা তাঁর প্রতীক সূর্য দিন রাত তাঁরই বিভূতি উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ঋ ১০।৩৯।১২), দেবতারা 'বিবস্বতো জনিমা' ১০।৬৩।১। তাঁর উপাসনায় উপাসকও বিবস্বান (৮।৬।৩৯, ১।৪৬।১৩, ২।১৩।৬...)। অন্যান্য বিবরণ 'বিবস্বান' দ্র.।

[১২] দিব্ > দ্যুৎ > *জ্যুৎ।

[১৩] দ্র. ২।১৪।১০। ¹ঋ. ১।১১৫।১। ²১।১৬৪।৪৬।

[১৪] ঋ তিস্রঃ প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ ৭।৩৩।৭। তিনটি প্রজা তু ৮।৭৫।১৬।১৮। আবার তিন বাক্‌ও জ্যোতিরগ্রা ৭।১০১।১ (তু গুহানিহিত তিনটি বাক্‌পদ, মনীষী ব্রাহ্মণেরাই যাদের তত্ত্ব জানেন ১।১৬৪।৪৫)। বৈদিক আর্যের কবিহৃদয়ের উল্লাস বাকের সাধনায় (তু ১০।৭১।৪)।

রয়েছে যে [১৫]! আবার জীবনের প্রাচীমূলে উষার আলোয় প্রাতিভসংবিতের আভা যখন ফোটে, ঋষি কুৎসের কণ্ঠে তখন শুনি উদ্‌বোধিনী বাণীর এই উল্লাস: 'ওঠ, উদ্যত কর নিজেদের! যা আমাদের জীবন যা আমাদের প্রাণ, তা-ই এসেছে। দূরে চলে গেল অন্ধকার, এই যে আলো আসছে। খুলে দিল সূর্যের যাত্রার পথ। সেইখানে পৌঁছলাম আমরা, যেখানে সবার আয়ুর প্রতরণ।' [১৬]

দেবতারা 'স্বর্জ্যোতিঃ' [১৭], তমঃ হতে জ্যোতিতে উত্তরণই জীবনের দিব্য নিয়তি।[১] ঋক্‌সংহিতা হতে এই জ্যোতির্ভাবনার অনুকূল কিছু মন্ত্রের উদ্দেশ ও আলোচনায় আশা করি দেবতার স্বরূপের পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

আগেই বলেছি, অধ্যাত্মসিদ্ধির একটি প্রতিচ্ছবি আছে সূর্যোদয়ে, অন্ধকার হতে আলোর উৎসারণে। দেবতা আকাশে সূর্যকে ফুটিয়ে তোলেন, একথার উল্লেখ পাই বহু মন্ত্রে [১৮]। বাইরে যা ভূতাকাশ, অন্তরে তা-ই চিদাকাশ; সেখানে সূর্যোদয়ই উপাসকের পরম আকাঙ্ক্ষিত। দেবতা তার সে-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেন [১৯] 'তাঁর জ্যোতি দিয়ে তমিস্রার কুহর হতে কিরণবাজিকে দোহন করে উৎসারিত করেন।'

যে তমঃ 'বৃত্র' হয়ে উপাসকের চেতনাকে আবৃত করে রেখেছে, তাকে দেবতা নির্জিত করেন জ্যোতি দিয়ে ('জ্যোতিষা') [২০]: [১]'অগ্নি জন্মেই ঝলমলিয়ে ওঠেন, নিহত করেন দস্যুদের, জ্যোতি দিয়ে তমিস্রাকে করেন অপসারিত, খুঁজে পান কিরণ

[১৫] ঋ. ১০।৭৩।১১।

[১৬] ঋ উদ ঈর্ধ্বং জীব অসুর্ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতির্ এতি, আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ১।১১৩।১৬। প্রতরণ সব বাধা ঠেলে এগিয়ে চলা।

[১৭] তু ঋ স্বর্জ্যোতিষা নঃ শাশ্বৎ দেবা সজোষসো অমৃতং বাবৃধানাঃ ৫।২০।১; দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ নাই, তাঁরা স্ব স্ব স্থানে সুষম, মানুষের উৎসর্গসাধনার জন্য উৎসুক; ৬।৫০।২। [১]তু. বৃ. তমসো মা জ্যোতির্গময় ১।৩।২৮।

[১৮] তু ঋ ১।৭।৩, ৩২।৪, ৫১।৪ ('বৃত্র' বা আবরণশক্তির নিধনের পর সূর্যোদয়), ৫২।৮, ২।১২।৭, ১৯।৩, ৩।৩১।১৫, ৩২।৮, ৪৪।২, ৪।১৩।২, ৫।২৭।৬, ৬৩।৭, ৮৫।২; ৬।১৭।৩, ৫, ৩০।৫, ৭২।১, ২; ৭।৭৮।৩, ৮২।৩, ৯৯।৪, ৮।৩।৬, ১২।৩০, ৮৯।৭, ৯৮।২; ৯।২৩।২, ২৮।৫, ৩৭।৪, ৪২।১, ৬৩।৭, ৮৬।২২, ৯৭।৩১, ১০৭।৭, ১১০।৩, ১০।৬৫।১১, ৮৮।১১, ১৫৬।৪। সূর্যপাতের কথা আছে ১।১০০।৬, ১৮; ৩।৩৪।৯, ৩৯।৫; ১০।৬৭।৫, অতি পুল্‌হং সূর্যং তমসা অপবৃতে... তুরীয়েণ ব্রহ্মণা বিন্দৎ ৫।৪০।৬, সূর্যগ্রহণের রূপক; তু তৈস ২।১।২।২, তা ৬।৬।৮ প্রথমটিতে তুরীয় পরিণাম বশা বা বন্ধ্যা মেষীতে, দ্বিতীয়টিতে শুক্লতায় যথাক্রমে আসম্ভৃতি এবং সম্ভূতির জ্ঞাপক; ৬।৭২।১, ১০।৪৩।৫, অঙ্গিরোগণের দ্যুলোকে সূর্য চড়ানো ৬২।৩ এই সূর্য স্তবর জঙ্গমের শীর্ষে-শীর্ষে ৭।৬৬।১৫; তু উর্ধ্ববুধ্ন, সূর্যদ্বার, সহস্রানদ্যুতি।

[১৯] ঋ ইন্দ্রো নির্ জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ ১।৩৩।১০।

[২০] অনুবাদ সর্বত্র মূলের অনুগামী, কেবল বিবৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কোথাও-কোথাও পুরুষ বচন বা কালের ব্যত্যয় করা দরকার হবে। [১]ঋ ৫।১৪।৪, ১০।১।১; ৮৭।১২; ৬।৮।৩ তু ৬।৯।১। [২]উষা ন রামীর অরুণৈর্ অপোর্ণুতে মহো জ্যোতিষা শুচতা গোঅর্ণসা ২।৩৪।১২। [৩]২।১৭।৪, ৫।৩১।৩ [৪]এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ, অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংস্যুষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ ৫।৮০।৫, ৭।৭৮।২, এষা স্যা নব্যম্ আয়ুর্ দধানা গূঢ়্‌বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি, অগ্র এতি যুবতির্ অহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎ সূর্যং যজ্ঞম্ অগ্নিম্ ৮০।২ তু ৪।৫২।৬, ৭।৭৮।৩। [৫]যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্ চ বিশ্বম্ উদিয়র্ষি ভানুনা, তেনাস্মদ্ বিশ্বাম্ অনিরাম্ অনাহুতিম্ অপামীবাম্ অপ দুষ্বপ্ন্যং সুব ১০।৩৭।৪।

প্রাণ এবং সূর্যকে; তমিস্রা হতে নির্গত হয়ে আসেন তিনি জ্যোতি নিয়ে; অথর্বা ঋষির মত দিব্য জ্যোতি দিয়ে তিনি যেন পুড়িয়ে মারেন সেই অবিবেকীকে, সত্যকে যে করে বিকৃত; দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে আছে যে-তমিস্রা, বৈশ্বানররূপে তাকে তিনি নিবাকৃত করেন জ্যোতি দিয়ে। [২]উষা যেমন অরুণ আলোয় রাত্রিদের করেন অপাবৃত, তেমনি **মরুদ্গণ** অন্ধকারকে অপাবৃত করেন দুধের ঢেউখেলানো জ্বলজ্বলে জ্যোতির মহিমা দিয়ে। [৩]বিশ্বের নায়ক **ইন্দ্র** দ্যাবাপৃথিবীকে ছেয়ে আছেন জ্যোতি দিয়ে, যে-তমিস্রা হটানো কঠিন তাকে গুটিয়ে এনেছেন সীবন করে, গুহার অন্তরালে ছিল যে পয়স্বিনী আলোকধেনুরা তাদের হাঁকিয়ে বের করলেন তিনি, একসঙ্গে সংবৃত অন্ধকারকে জ্যোতির দ্বারা করলেন বিবৃত। [৪]শোভনা নারীর মত তাঁর তনুকে জানেন **উষা**, উন্নতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই যে আমাদের দৃষ্টির সামনে স্নানরতা, বিদ্বেষীদের তমিস্রাদের অভিভূত করে দিবোদুহিতা এসেছেন জ্যোতি নিয়ে; দেবী উষা চলেছেন জ্যোতি দিয়ে পরাভূত অপসারিত করে যত অন্ধকার যত দুরিত; এই যে তিনি জেগেছেন নতুন জীবন আহিত করে, তমিস্রাকে জ্যোতি দিয়ে নিগৃহিত করে এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেতনা এনেছেন সূর্যের যজ্ঞের অগ্নির। [৫]যে **সূর্য** স্থাবর জঙ্গমের আত্মা, তিনি যেন দূরে হটিয়ে দেন আমাদের যত তেজোহীনতা অনাহুতি অস্বাস্থ্য আর দুঃস্বপ্ন তাঁর সেই জ্যোতিতে যা দিয়ে তমিস্রাকে তিনি করেন অভিভূত, যে-প্রভায় বিশ্বজগৎকে করেন উদ্যত।

পৃথিবীতে **অগ্নি** সেই জ্যোতি, মনু যাঁকে নিহিত করেছেন বিশ্বজনের জন্য [২১], তিনি [১]পুঞ্জীভূত জ্যোতি, [২]বৃহজ্জ্যোতি, [৩]মহাজ্যোতি: দেবতারা তাঁর জন্ম দিয়েছেন 'চিত্তি' বা বিবেক দিয়ে; [৪] আবেগকম্প্র বাণীর মধ্যে যে জ্যোতির উল্লাস, তিনি তার ভর্তা।

অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকের উপান্তে **ইন্দ্র** সেই আদিত্য [২২] যিনি উপাসককে উত্তীর্ণ করেন সেই বিশাল অভয়জ্যোতিতে যেখানে দীর্ঘ তমিস্রা আর তাদের নাগাল পায় না [২৩]। অন্ধতমসের মধ্যে যে জ্যোতি তিনি ফুটিয়ে তোলেন যজমানের জন্য, তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না (অরুকম্); এই জ্যোতিরুচ্ছ্বাস তিনি আহরণ করেন তারই জন্য যে প্রাণ আর মনের সাধক (আয়রে মনবে চ); আঁধারের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ফোটান জ্যোতি, নিয়ে চলেন আরও আলোর পানে [২৪]

[২১] ঋ নি ত্বাম্ অগ্নে মনুর্ দধে জ্যোতির্ জনায় শশ্বতে ১।৩৬।১৯, [১]জ্যোতিরনীকঃ ৭।৩৫।৪, [২]৫।২৮।১, [৩]দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ জ্যোতিষা মহান্ ৩।২।৩ [৪]৩।১০।৫।

[২২] তু ঋ শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্ তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ২।২৭।১ (সূক্তের দেবতা আদিত্যগণ, ইন্দ্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাঁর বিশেষণের উল্লেখ আছে 'তুবিজাত'; এটি ঋগ্বেদে অন্যান্য দেবতার বেলায় প্রযুক্ত হলেও সবচাইতে বেশী প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। সাতটি আদিত্য, মার্তাণ্ডকে নিয়ে আটটি দ্র ১০।৭২।৮-৯); ইন্দ্র আদিত্য ৭।৮৫।৪, ৮৫।৫, দ্র ৪।১৮ সূ। সূর্যের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা: বিভ্রাজঞ্ জ্যোতিষা স্বর্ অগচ্ছো রোচনং দিবঃ ৮।৯৮।৩।

[২৩] ঋ উরু অশ্যাম্ অভয়ং জ্যোতির্ ইন্দ্র মা নো দীর্ঘা অভি নশন্ তমিস্রাঃ ২।২৭।১৪।

[২৪] ঋ. ১।১০০।৮+৫৫।৬; ৮।১৫।৫ (১০।৪৩।৮); ১৬।১০।

তারপর দ্যুলোকে আছে **অশ্বিদ্বয়ের** জ্যোতিঃ [২৫] : তাঁরা জ্যোতি ফোটান বিশ্বজনের জন্য, আর্যের জন্য, প্রবক্তা বিপ্রের জন্য। আছে **উষার** জ্যোতিঃ : [১]সুন্দরী উষা জ্যোতি ফোটান; তিনি ঝলমলিয়ে ওঠেন যখন, তখন দেখি বিশ্বের প্রাণ আর জীবন তাঁরই মধ্যে; সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তিনি, দিবোদুহিতা তিনি জ্যোতির বসন পরা; অঙ্গে-অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়ান নর্তকীর মত, আদুর করে দেন বুকখানি, বিশ্বভুবনের জন্যে জ্যোতি ফুটিয়ে অপাবৃত করেন তমিস্রা; এই যে সেই পূর্ণতম জ্যোতি চোখের সামনে তমিস্রা হতে জেগেছে পথের নিশানা নিয়ে, এই-যে দিবোদুহিতা উষারা ঝলমলিয়ে পথ করে দিলেন জনগণের জন্য; এই-যে দিবোদুহিতা মানুষের সামনে এসে কল্যাণী নারীর মত ঝরান রূপের ধারা, আবার আগেরই মতন যৌবনবতী ফোটান জ্যোতি; তাঁর আলোকধেনুরা তমিস্রাকে গুটিয়ে আনে, জ্যোতিকে উদ্যত করে সবিতার দুটি বাহুর মত; অরুণবর্ণা উষা দেখা দিলেন, ফোটালেন জ্যোতি ঋতম্ভরা। আছে **সূর্যের** জ্যোতিঃ : [২]আপূরিত করেছেন দ্যাবাপৃথিবী আর অন্তরিক্ষ সূর্য তাঁর রশ্মি দিয়ে চিন্ময় হয়ে; সূর্য জ্যোতিঃস্বরূপ, চলছেন অপরূপ আমূধ হয়ে; স্বমহিমায় দেবতাদের অসুর্য পুরোহিত তিনি, তিনি সেই বিভু জ্যোতি যাকে প্রবঞ্চিত করতে পারে না কেউ; মহাজ্যোতি বয়ে আনেন তিনি সর্বদর্শী, ঝলমল, প্রীত নয়নের আনন্দ; অজর নক্ষত্র তিনি সর্বজনের জ্যোতি, দ্যুলোকের ধর্মে ও ধৃতিতে নিবেশিত অসুরঘাতী শত্রুঘাতী জ্যোতি তিনি; ইনি জ্যোতিঃসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি ইনিই বিশ্বজিৎ ধনজিৎ, এঁকেই বলে বৃহৎ; ইনিই এই বিশ্বভুবনকে ধরে আছেন বিশ্বকর্মা হয়ে, বিশ্বদেবতার মহিমায়, ইনি বধ্রু, জ্যোতি এঁর আবরণ জরায়ুর মত, ইন্দ্র যখন অহিরূপী বৃত্রকে বধ করেন তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে, তখনই এই সূর্যকে দ্যুলোকে আরূঢ় করান দর্শনের জন্য, সূর্য আত্মা যা চলছে তার, যা স্থির আছে তারও। আছেন **অদিতির পুত্রেরা**, [৩]যাঁরা জীবনের জন্য অজস্র জ্যোতি দেন মর্তমানবকে। আছে **সোম্য** জ্যোতি, [৪]যাকে লাভ করাই যাজ্ঞিকের পরম পুরুষার্থ : সোম দেন শাশ্বত জ্যোতি, শাশ্বত সৌরদীপ্তি, ..আমাদের করেন আরও জ্যোতির্ময়;

[২৫] তু ঋ ১.৯২।১৭, ১১৭।২১, ১৮২।৩। [১]১.৪৮।৮, ১০, ১১৩।১ (সমস্ত সূক্তটিই দ্র., ১২৪.৩; অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষঃ জ্যোতির্ বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী ব্যুষা আবর্ তমঃ ৯২।৪ ইদম্ উ ত্যৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্ জ্যোতিস্ তমসো বয়ুনাবদ্ অস্থাৎ, নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্ গাতুং কৃণবন্ন্ উষসো জনায় ৪।৫১।১; ৫.৮০।৬ (তু ১.১২৩।৭), ৭.৭৯।২, ৮.৭৩.১৬ [২]৪।১৪.২. ৫।৬৩.৪ যুক্ত অন্ধকারের সঙ্গে ৮।১০১.১২ ('অসুর্য' প্রাণোচ্ছল, তু ৩.৫৫ সূ.) ১০।৩৭.৪, ১৫৬.৪; ১৭০.২ ৩ ('ধন' যার পিছনে সবাই ছোটে, পুরুষার্থ)। ৪, অগাং দেবাঃ, জ্যোতির্জ্যায়ুঃ ১২৩।১ সূক্তটিতে সূর্য ও সোম বা চিৎ ও আনন্দের একতা দেখানো হয়েছে, ১.৫১।৪, ১১৫।১। [৩]যস্মৈ পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্তায়, জ্যোতির্ যচ্ছন্ত্য অজস্রম্ ১০।১৮৫.৩। [৪]দ্র ৯।১১৩।৭-৯, ১১১.৩ ৯.৯।২, ৩৫।১, ৬১।১৬, পবমান ঋতং বৃহচ্ ছুক্রং জ্যোতির্ অজীজনৎ কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ ৬৬.২৪, দ্র টীকা ৩৬, ৬১।১৮, তন্ নু সত্যং পবমানস্যাস্তু জ্যোতির্ যদ্ অহ্নে অকৃণোদ্ উ লোকম্ ৯২।৫ (মাধ্যন্দিন দ্যুতির বৈপুল্য বা বিষ্ণুর পরম পদই পুরুষার্থ); ৯৪।৫ ৯৭।৪১ (শক্তি চৈতন্য ও আনন্দের সমাহার), ৮৬।২৯, ৩৬।৩, ৯৯।৬ (উরুক্ষেত্র, উরুক্ষয়, উরুক্ষিতি, উরুলোক উপনিষদের মহাভূমি ক ১।১ ২৪)। [৫]১০ ৬৭।৮। তিনটি দুয়ার তু বলের ৬।১৮।৫, আপ্রীসূক্তে 'দেবীর্দ্বারঃ' তাছাড়া ১০।১২০ ৮। অন্যত্র বরুণের তিনটি পাশ ১ ২৫।২১, ঐউ তিনটি আবসথ ১ ৩ ১২, নীচের দুটি হৃদয় ও ভ্রূমধ্য, উপরেরটি মূর্ধা।

তাঁর ধারা জ্যোতি আহরণ করে আমাদের জন্য; পরিশোধিত হতে-হতে জন্ম দেন তিনি দ্যুলোক হতে সুদর্শন বজ্রের মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতি; জন্ম দেন তিনি ঋতকে বৃহৎকে শুক্রজ্যোতিকে কৃষ্ণ তমিস্রাদের মরণ হেনে-হেনে, তাঁর রস সমর্থ হয়ে বিরাজ করে ঝলমলিয়ে বিশ্বজ্যোতীরূপে সূর্যের দর্শনের জন্য; তা-ই তো তাঁর সত্য ..যে দিনের জন্য তিনি রচলেন জ্যোতি আর লোকের বৈপুল্য; বিপুল জ্যোতি রচেন তিনি, মাতিয়ে তোলেন দেবতাদের; ইন্দ্রে তিনি আহিত করেন ওজস্বিতা, সূর্যের মধ্যে জ্যোতির জন্ম দেন ইন্দু হয়ে; জ্যোতিরা তাঁরই, তাঁরই সূর্য; আদিম তিনি, আমাদেরই জন্য ঝলমলিয়ে তোলেন জ্যোতিদের; দিন তিনি আমাদের শান্তি মহাভূমি আর জ্যোতিদের, দীর্ঘকাল আমাদের দিন সূর্যকে—দেখবার জন্য। আবার, [৬]যে-আলোকধেনুরা গোপন রয়েছে অনৃতের বন্ধনে, তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির অন্বেষণে বৃহস্পতি সেই আলোকময়ীদের উদ্ধৃত করলেন নীচের দুটি আর উপরের একটি দ্বার দিয়ে তিনটিকেই করলেন বিবৃত।

•

তাহলে দেখতে পেলাম, জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ, অন্ধকার হতে জ্যোতির উৎসারেই তাঁদের বৈভবের পরিচয়। এই জ্যোতি [২৬] আমাদের নিত্যকাম্য, [১]এ যেমন পরমব্যোমে মহাজ্যোতি, তেমনি দেবকামের সমিদ্ধ অগ্নিতে বিপুল জ্যোতি, ইন্দ্রপ্রদিষ্ট সৌরদীপ্তিময় অভয় জ্যোতি। [২]এ সেই প্রথম বীজের ঝলমল জ্যোতি, আধারে যা নিগূঢ় হয়ে রয়েছে সত্যমন্ত্র পিতারা যাকে পেয়ে উষার জন্ম দিয়েছেন। [৩]জ্যোতির অন্তরে এই জ্যোতি [৪]তিনটি আবর্তে উঠে গেছে উপরপানে, [৫]হয়েছে দ্যুলোকে নিত্যজাগ্রত সেই উত্তম জ্যোতি যা তমিস্রার ওপারে উত্তরজ্যোতিকেও ছাপিয়ে গেছে। [৬]এই জ্যোতি হতে প্রবাসী হতে আমরা চাই না। [৭]ডান বা বাঁ আমরা চিনি না, সমুখ বা পিছনও চিনি না; মূঢ়তাতেই হক আর ধীরতাতেই হক, সেই অভয় জ্যোতির সম্ভোগ আমরা চাই, আলোর দেবতা আদিত্যেরা যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। [৮]বেঁচে থাকতেই আমরা যেন এই জ্যোতির আস্বাদ পাই।

এই জ্যোতি সবার জন্য. [২৭] বৈশ্বানররূপী এই দেবতাকে এই জ্যোতিকে

[২৬] তু ঋ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্ উদগাম উশ্মসি ১।৮৬।১০, [১]৪।৫০।৪, ৬।৩।১, ৭।৫।৬। ৬।৪৭।৮। [২]প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পাসরম্ ৮।৬।৩০। গূল্হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪। [৩]১০।৫৪।৬ [৪]৭।১০১।২ (তু শৌ. ৯।৫।৮, ১০।৭।৪০ বা ৮।৩৬, শৌ ৯।৫।১১) তু ঋ 'ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব সংবেশনে তন্বশ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে' তোমার এই এক জ্যোতি (আধারে অগ্নিরূপে), তোমার ওই এক জ্যোতি দ্যুলোকে সূর্যরূপে, এক হয়ে যাও তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে (যা পরম ব্যোমে অদৃশ্য হয়ে আছে), সেই একীভাবে তনুতে চারু হও দেবতাদের প্রিয় হও পরম উৎসে ১০।৫৬।১ [illegible] বলছেন, তৃতীয় জ্যোতির সঙ্গে 'প্রেত' বা মৃতব্যক্তি এক হয়ে যায়, কিন্তু প্রাকৃত মৃত্যু ছাড়া বৈবস্বত মৃত্যুও আছে দ্র. বেদমী. পৃ. ৮৭, ১৫২[২০০], ১৭৪[২১]। [৫]৮।৮৯।১ + ১।৫০।১০। [৬]মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম ২।২৮।৭। [৭]ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা ন প্রাচীনম্ আদিত্যা নোত পশ্চা পাক্যা চিদ্ বসবো ধীর্যা চিদ যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ ২।২৭।১১ (ধীরতা ধ্যানচিত্ততা)। [৮]জীবা জ্যোতিরশীমহি ৭।৩২।২৬।

[২৭] ঋ ১।৫৯।২ (৭।৫।৬, ২।১১।১৮); [১]১০।৪৩।৪, সুতরাং সর্বমানবের জন্য; [২]৭।৭৬।১।

দেবতারা জন্ম দিয়েছেন আর্যের জন্য; [১] ইন্দ্র এই আর্য জ্যোতিকে এই সৌরদীপ্তিকে খুঁজে পেয়েছেন মনুর জন্য; [২] বিশ্বজনীন এই অমৃত জ্যোতি, বিশ্বমানবের দেবতা সবিতা একে আশ্রয় করে উদিত হয়েছেন।

এই জ্যোতি সর্বত্র : [২৮] হংসরূপে এই জ্যোতি নিষণ্ণ আছেন শুচিতে, আলোরূপে অন্তরিক্ষে, হোতৃরূপে বেদিতে, অতিথিরূপে দ্রোণে, নিষণ্ণ রয়েছেন নরের মধ্যে, বরেণ্যের মধ্যে, ঋতের মধ্যে, ব্যোমের মধ্যে; জন্মেছেন তিনি অপ্ হতে গো হতে ঋত হতে অদ্রি হতে, তিনি ঋত (এবং বৃহৎ)। অগ্নির মধ্যে এই বিশ্বরূপে বৈশ্বানর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করে ঋষি ভরদ্বাজ বলছেন : [১] 'এই যে প্রথম হোতা, এঁকে তোমরা চেয়ে দেখ। মর্ত্যের মধ্যে ইনিই অমৃত জ্যোতি। এই যে তিনি জন্মেছেন, ধ্রুব-রূপে এই যে নিষণ্ণ তিনি—অমর্ত্য হয়ে তনুর সঙ্গে বেড়ে চলেছেন। ধ্রুব জ্যোতিরূপে নিহিত তিনি সবার মধ্যে দেখা দেবেন বলে, যারা উড়ে চলে তাদের মধ্যে মন তিনি—দ্রুততম। বিশ্বদেবতারা এক মন এক চেতনা নিয়ে এক ক্রতুর পানে চলেছেন সুচ্ছন্দে। উড়ে চলুক আমার দুটি কান, উড়ে চলুক চোখ, উড়ে চলুক এই জ্যোতি—হৃদয়ে যা আহিত। আমার মন যে বিচরণ করছে সুদূরের ভাবনায় : কীই-বা বলব আমি, কীই-বা ভাবব? বিশ্বদেবতারা প্রণাম করলেন ভয়ে ভয়ে তোমায় হে অগ্নি, তমিস্রার মধ্যে ছিলে যখন বৈশ্বানর আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য, অমর্ত্য আমাদের আগলে থাকুন কল্যাণের জন্য।'

এই জ্যোতির সাধন বাইরে যেমন যাগ, অন্তরে তেমনি যোগ [২৯] : [১] মনন আর

---

[২৮] ঋ হংসঃ শুচিষদ্ বসুর্ অন্তরিক্ষসদ্ হোতা বেদিষদ্ অতিথির্ দুরোণসৎ নৃষদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্ অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ ৪।৪০।৫ (যজুঃসংহিতার পাঠ 'ঋতং বৃহৎ' বা ১০।২৪, ১২।১৪; তৈ ১।৮।১৫।২)। 'শুচি' আকাশ বা হৃদয়, 'দুরোণ'॥ দ্রোণ, সোমপাত্র অগ্নির মত ব্রাহ্মণে সোমও অতিথি, অগ্নির কথা আগেই আছে; 'নৃষদ্' সব মানুষের মধ্যে, আর 'বরসদ্' প্রবক্তার মধ্যে, তু ক ১।৩।১৪ 'অপ্' কারণসলিল তু ঋ ১।১৬৪।৫১, 'গো' অন্তর্জ্যোতি, 'অদ্রি' সোম ছেঁচবার পাষাণ অক্ষুণ্ণ মিত্রের প্রতীক। [১] অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যতেমম্ ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেষু, অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তো হমর্ত্যস্ তন্বা বর্ধমানঃ। ধ্রুবং জ্যোতির্ নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্ব অন্তঃ বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুম্ অভি বি যন্তি সাধু। বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্ বীদং জ্যোতির হৃদয় আহিতং যৎ, বি মে মনশ্ চরতি দূরআধীঃ কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিম্ উ নূ মনিষ্যে। বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ ত্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্, বৈশ্বানরো হবতূতয়ে নো হমর্ত্যো হবতূতয়ে নঃ ৬।৯।৪-৭। এই মন্ত্র কয়টিতে সমগ্র বৈদিক দর্শনের সার মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হয়েছে। সাধ্য সাধন সাধক ও সাধনার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে বহু উল্লিখিত ব্রহ্মের দ্বারপালদের মধ্যে চক্ষু, শ্রোত্র মন ও হৃদয়কে এখানে পাচ্ছি। পরমপদের বর্ণনা করা হচ্ছে 'এক ক্রতু' বলে, উপনিষদের ভাষায় যা জ্ঞানময় তপঃ বা ব্রহ্মের চিন্ময় সংকল্পবীর্য তু মু ১।১।৯।

[২৯] ঋগ্বেদে যথাক্রমে 'যজ্ঞ' এবং 'ধী' বা 'ধীতি'। নিঘণ্টুতে 'ধী' কর্ম (২।১) এবং প্রজ্ঞা (৩।৯)। দুইই—ঋ হুনা ধীতং জ্যোতির্ অনু প্রজানন্ আদ্ ইদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্য অপশ্যৎ ৩।২৬।৮ (যজ্ঞের ফলে মনই আলো হয়ে ওঠে)। [২] মনোধৃতঃ সুকৃতস্ তক্ষত দ্যাম্ ৩।৩৮।২ (দ্যুলোক সাধ্য, তার সাধন হল মনের ধৃতি এবং কর্মের সুষ্ঠুতা দুইই, অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করা হল তক্ষণ, তু ১।১৬৪।৫১, ১০।১৮৪।১)। [৩] বিদন্ত জ্যোতিশ্ চকৃপন্ত ধীভিঃ ৮।১।১৪। [৪] তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুম্ অন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্, অনুল্বণং বয়ত জোগুবাম্ অপো মনুর্ ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ১০।৫৩।৬ এই তন্তুর তনন থেকেই পরে 'তন্ত্র', দ্র. বেদমী প. ২৩৬[১৮], 'মনু' দ্র ১।৩৬।১৯, ৮০।১৬, ১১৪।২, ২।৩৩।১৩, ৪।২৬।১, তিনি আদি পিতা এবং মনুষ্যধর্মের প্রবর্তক, দেবজন্মই যজ্ঞের লক্ষ্য, দ্র ঐব্রা ৩।১৯। [৫] উরু জ্যোতির্ বিবিদুর্ দীধ্যানাঃ ৭।৯০।৪। [৬] অপাম সোমম্ অমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম

জ্যোতির প্রজ্ঞান হয় হৃদয় দিয়ে...দ্যুলোক আর ভূলোকের সব তখন দেখা যায়। [২]মনকে ধরে রেখেছে যে-সুকর্মারা, তারাই দ্যুলোককে রূপ দেয় ত্বষ্টার মত। [৩]জ্যোতিকে তারা পায়, ধ্যান দিয়ে তাকে রূপ দিতে চায় যখন। আমাদের প্রতি তাই এই আর্ষ অনুশাসন : [৪]যজ্ঞের তন্তুকে বিতত করে অনুসরণ কর (প্রাণ)লোকের ভাতিকে; ধ্যান দিয়ে রচেছ যে জ্যোতির্ময় পথ, আগলে রাখ তাদের। গ্রন্থি না পড়ে এমনি করে বয়ন কর গায়কদের কর্ম। মনু হও, জন্ম দাও দিব্য জনকে। কেননা, [৫](আমাদের পিতৃপুরুষেরা) ধ্যান করে-করেই বিপুল জ্যোতিকে পেয়েছিলেন আর তাই আমরা বলতে পারি, [৬]আমরা পান করেছি সোম, আমরা অমৃত হয়েছি; আমরা গিয়েছি জ্যোতিতে, পেয়েছি দেবতাদের।

এই ব্রহ্মঘোষেই জ্যোতিরেষণার পরিসমাপ্তি [৩০]।

দেবতার স্বরূপ জ্যোতি। আকাশের সূর্য তার প্রতীক। সূর্যের যেমন আলো আছে, তেমনি আছে তাপও। আলো প্রকাশ করে তাপ বা তপঃ সৃষ্টি করে। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি শক্তি. একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা যায় না. আবার সূর্য 'আদিত্য' কিনা অদিতির পুত্র। 'অদিতি' সংজ্ঞার অর্থ অখণ্ডতা, অবন্ধনা। তিনি আনন্ত্যস্বরূপিণী, আকাশ তাঁর প্রতীক, তাঁর কথা পরে বলছি। আকাশে আদিত্য জ্যোতি এবং তাপ বিকিরণ করছেন দেবতার এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বৈভব বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার উদ্দীপক। আকাশ জ্যোতি এবং তপ এই তিনটি ভাবনাই একান্তভাবে দেবভাবনার সহচারিত। জ্যোতির কথা বলেছি, এখন আকাশের কথা বলছি।

ঋক্‌সংহিতায় আকাশের দুটি সংজ্ঞা প্রধান একটি 'দিব্', আরেকটি 'ব্যোমন্'। প্রথমটিতে রূপের দ্যোতনা আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই আছে শুধু ব্যাপ্তি আর তুঙ্গতার ইশারা [৩১] সংহিতায় লোক বা চেতনার ভূমির সাধারণ সংজ্ঞা 'রজঃ'। [১]ব্যোম

দেবান্ ৮।৪৮ ৩ (লক্ষণীয়, বিশ্বদেব জ্যোতি। এই প্রসঙ্গে দ্র 'মহী অস্মাকো ... ভূরি জ্যোতীংষি সুন্বতঃ'-সোমযাজী যে নয় তার মহতী বিনষ্টি, আর সোমযাজীর বিপুল জ্যোতি ৮ ৬২।১২।

[৩০] দ্র ঋ ৯।১১৩, ১১৪ সূ। আলো আর আলো দেওয়া অর্থে সংহিতায় এই সংজ্ঞাগুলির ব্যবহারই বেশী স্বঃ হিরণ্য রশ্মি দীধিতি গভস্তি মরীচি বিভা দ্যোতনা ভানু হরি গো তপঃ দ্যুম্ন অর্চিঃ মহঃ কেত কেতু ত্বেষ ধাম , ১ 'মর্ রুচ্ ঘৃ অর্চ্ দ্যুৎ উষ্ কাশ্ দীপ্ ভা ভ্রাজ্ শুচ্ শুচ্

[৩১] পদপাঠে 'বি ওমন', <১ অব, ধাতুপাঠে তার উনিশটি অর্থ। প্রসাদ পরিষ্করণ আর সংবরণ সাধারণত এই তিনটি অর্থে সংহিতায় এই ধাতু আর ধাতুজের প্রচুর ব্যবহার আছে। উণাদিসূত্রে 'ব্যোম' নিপাতনে সিদ্ধ <১ ব্যেঞ্ সংবরণে ৫৯০।। পদপাঠে ওম্-এর সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্ক সূচিত হয়েছে ওম্ সেই গৌরী বা একপদী বাক্ পরমব্যোমে যিনি সহস্রাক্ষরা (ঋ ১ ১৬৪ ৪১)। এই ব্যোম তাহলে ব্রহ্ম অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দুই দৃষ্টিতেই এবং বাক্ বা ওম্ তাঁর অবিনাভূত পরিস্পন্দ (তু যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ১০।১১৪ ৮ ১ঋ নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ১০।১২৯।১ যা কিছু সৎ তার স্থিতি রজে, তার উজানে ব্যোম বা অসৎ, কিন্তু আদি অব্যাকৃতকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না 'নাসদ্ আসীন্ নো সদ্ আসীৎ তদানীং' ১।। তু ইন্দ্র 'অস্য পারে রজসো ব্যোম্নঃ ১.৫২।১২। অন্তরিক্ষ অর্থে ব্যবহার একটি জায়গায় 'জেষ্ঠাসো ন পর্বতাসো ব্যোমনি' ৫ ৮৭।৯। ২৮।১৩ ২, ৩ত্রিব্ অস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যাম্ আশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি ৯ ৭০।১ (তু ৮৬ ২৯।। সাতটি ধেনু অপ্-এর বা

তারও ওপারে, অর্থাৎ ব্যোম লোকোত্তর। প্রায় সর্বত্র শব্দটির সঙ্গে 'পরম' বিশেষণ দেওয়া আছে। পরম ব্যোম তাহলে সেই লোকোত্তর মহাশূন্যতা যার ওপারে আর কিছুই নাই তাই এ আবার [২]'প্রথম' ব্যোম, যা দেবতাদের সদন, [৩]'পূর্ব্য' ব্যোম, যেখানে তিনবার করে সোমের জন্য সপ্ত ধেনুরা ক্ষরণ করে সত্য আশীঃ। [৪]পরম ব্যোমে প্রত্ন পিতার পদ বা ধাম। [৫]সেই অক্ষর পরম ব্যোম যেখানে বিশ্বদেবেরা নিষণ্ণ আছেন, ঋকেরা সেইখানেই আছে; সেই পরম ব্যোমেই গৌরী বাক্‌ সহস্রাক্ষরা। [৬]এই পরম ব্যোমে মিত্র-বরুণ রয়েছেন সত্যধর্মা হয়ে, এইখানেই মহাজ্যোতি হতে বৃহস্পতির জন্ম সবার প্রথমে, জন্মেই ইন্দ্রের সোমপান এইখানে, এইখানে বিশ্বভুবনের জনক বৈশ্বানরের জন্ম। [৭]এই পরম ব্যোমে ইন্দ্র রোদসীকে ধরে আছেন, ভগ যেমন ধরে আছেন তাঁর দুই পত্নীকে। [৮]বিশ্বভুবনের অধ্যক্ষ যিনি, তিনি আছেন এই পরম ব্যোমে; এইখানেই বিশ্বদেবেরা স্বরাট্‌ ইন্দ্র আর সম্রাট্‌ বরুণের মধ্যে ওজ এবং বল আধান করছেন, [৯]অপ্সরা তরুণী হেসে হেসে বঁধুকে নিয়ে যান পরম ব্যোমে। [১০]পরম ব্যোমেই যজ্ঞের শক্তি বা সার্থক পরিণাম, ইষ্টাপূর্তেরও, যে-যজ্ঞ ভুবনের নাভি, তার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা যিনি, তিনিই বাকের পরম ব্যোম। এক কথায়, [১১]অসৎ আর সৎ দুইই এই পরম ব্যোমে যা দক্ষের জন্মস্থান, অদিতির উপস্থ বা যোনি।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পরম ব্যোম চেতনার তুঙ্গতম ভূমি। ঋক্‌সংহিতায় তার আরও পরিচয় পাই 'অনিবাধ' 'উরুলোক' এবং 'বৃহতে'র ভাবনায়। বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অত্রির আকূতি, 'হে দেবগণ, আমরা যেন বিপুল (উরৌ) অনিবাধে থাকতে পারি [৩২]।' অনিবাধের বিপরীত একটি সংজ্ঞা হল 'সবাধ', সাধারণভাবে বোঝায়

ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণের সাতটি ধারা, তু ৫ ৪৩ ১ ৯।৮৬।২৫, ৬৬।৮। সোমের সঙ্গে যা মেশানো হয় তা 'আশীঃ'—যবের ছাতু, দুধ আর দই। সোম তাই যবাশীঃ গবাশীঃ এবং দধ্যাশীঃ যথাক্রমে তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার বাহন। [৪]৯।৮৬ ১৪, ১৫। 'প্রত্নঃ পিতা' দ্যৌঃ, দ্যাবাপৃথিবী আদি জনকজননী। তু বিষ্ণুর পরমপদ ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬ [৫]১ ১৬৪ ৩৯, ৪১, এই বাক্‌ হতেই সৃষ্টি তু ৪২ [৬]৫।৬৩ ১, ৪ ৫০ ৪, ৩।৩২ ১০, ৭।৫।৭ (১।১৪৩।২ অগ্নির জন্ম)। [৭]ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্‌ অধারয়দ্‌ রোদসী সুদংসাঃ ১।৬২ ৭, 'রোদসী' দ্যৌঃ এবং পৃথিবী; ঋগ্বেদে দ্যৌঃ স্ত্রীলিঙ্গও হয়, তাই দুটি পত্নীর উপমা, 'ভগ' একজন আদিত্য, সংহিতার সুপ্রাচীন দেবতা ইনিই ভাগবতদের ভগবান, শতপথ পুরুষমেধযজ্ঞের তিনি নারায়ণ' ১৩।৬।১।১-২, তাঁর দুটি পত্নী শ্রী ও লক্ষ্মী বা ৩১।২২, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চিৎ ও আনন্দ, তু পৌরাণিকের দুটি নিয়ৎপত্নী শ্রী এবং ভূ, তন্ত্রে একজন নীলসরস্বতী বা তারা, আরেকজন গজলক্ষ্মী বা কমলা; বিশেষ বিবরণ দ্র 'ভগ' [৮]১০।১২৯।৭, ৭।৮২ ২ তু সপ্তশতীর মধ্যম চরিত্রে দেবীর আবির্ভাব। [৯]অপ্সরা জারম্‌ উপসিষ্মিয়াণা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্‌ ১০।১২৩।৫, বঁধু 'বেনঃ', এখানে সূর্য অথবা সোম চিৎ বা আনন্দ 'যোষা' উষা বা বাক্‌ ব অপ্‌। [১০]৫।১৫।২, ১০ ১৪।৮; অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ১ ১৬৪ ৩৫। বাক্‌ সেখানে সহস্রাক্ষরা ৪১, তন্ত্রের 'মহৎ' বা পরিব্যাপ্ত চৈতন্যও তন্ত্রের ভাষায় সহস্রদল। [১১]অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্‌ দক্ষস্য জন্মন্‌ অদিতের উপস্থে ১০ ৫।৭ ('অদিতি' আনন্ত্যচেতনা, 'দক্ষ' তাঁর প্রজ্ঞাবীর্য তু অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্‌ বদিতিঃ পরি ৭২।৪, অর্থাৎ অনুলোম ও বিলোমক্রমে এক হতে অপরের আবির্ভাব যেমন সিদ্ধ ও সাধকের মধ্যে। 'দক্ষ' একজন আদিত্য ২।২৭ ১। পুরাণে তিনি প্রজাপতি, সতী বা আদ্যা শক্তি তাঁর কন্যা)।

[৩২] অ উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ৫।৪২ ১৭।৪৩।১৬। [১]তু ১।৬৪।৮, ৩ ২৭ ৬, ৪।১৭ ১৮, ২৩।৪, ৭।৮ ১, ২৬ ২, ৫৩।১, ৬১ ৬, ৯৯।৫, ৬৬ ১, ৭৪ ৬, ১২, ১০।১০১।১২, ৫।১০ ৬। তিনটি রূপ সবাধ্‌ সবাধ সবাধস্‌। নিঘ 'সবাধ' ঋত্বিক্‌ ৩।১৮, বাধ বা চেতনার সংকোচ আছে যাদের মধ্যে প্রবর্ত সাধক এই বাধের আরেক নাম 'অংহঃ'—যোগের 'ক্লেশ' বা বেদান্তের 'অবিদ্যা', যা 'অনিবাধ' বা বৃহতের বিপুল গভীর চেতনা হতে জীবকে

ঋত্বিক্‌কে : ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল যার মধ্যে 'বাধ' বা চেতনার সংকোচ আছে। [১]বাধ হতে অনিবাধে বা চেতনার বৈপুল্যে উত্তীর্ণ হওয়াই উপাসকের পরম পুরুষার্থ।... [২]'ঋতের যোনিতে বা পরম অব্যক্তে (শিশুরূপে) শুয়ে আছেন যে অগ্নি (এই) ধরাকে ভালবেসে, তিনি মহান্ হয়ে বিপুল অনিবাধে বেড়ে চলেছেন।' পৃথিবীর অগ্নির মত আকাশের সূর্যও [৩]'অনিরুদ্ধ অনিবদ্ধ কি করে যেন তিনি হেঁটমুণ্ডে নেমে আসছেন না, কে দেখেছে কোন্ স্বপ্রতিষ্ঠায় তিনি চলেন, দ্যুলোকের সংহত স্তম্ভ হয়ে রক্ষা করছেন তারও উত্তর লোককে।' তিনটি মন্ত্রের মধ্যেই মহাব্যোমে চেতনার বিস্ফারণ ও স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের ব্যঞ্জনা আছে।

অবাধিত চেতনায় স্ফুরিত হয় 'লোক' কিনা আলোকের ভুবন [৩৩]। স্বভাবত সে-লোক পরিব্যাপ্ত বা বিপুল, কেননা ছড়িয়ে পড়া আলোকের ধর্ম। তাই তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উরুলোক'। [৩৪] যে কল্যাণকৃৎ, অগ্নি তার জন্য রচেন আনন্দন

ঠেকিয়ে রেখেছে। দেবতার কাছে তাই ঋষির প্রার্থনা ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধঃ জহী মৃধঃ ৮ ৭৫ ৯০; সাহ্বা ইন্দ্র পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্ ৯।১০৫।৬'—ছিন্নভিন্ন কর (দুর্নিরীক্ষ্য) যত বিদ্বেষ, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, হনন কর তার যত অবজ্ঞা; ধর্ষক হয়ে হে ইন্দু, হটাও চারদিকের বাধার চাপ, আর যত দ্বিধা। [২]উরৌ মহাঁ অনিবাধে বরর্ধ ঋতস্য যোনাব্ অশয়দ্ দমূনাঃ ৩।১।১১। [৩]অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙ্ উত্তানো ঽব পদ্যতে ন, কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্ ৪ ১৩।৫ ।১৪ ৫, লোতে ইনি সর্বাধার 'স্কম্ভ' ১০।৭ সূ)। আধারের চিদগ্নি বেড়ে চলেছে ওই ঊর্ধ্বের অনিবাধ বৈপুল্যের মধ্যে উপনিষদে তা-ই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য।

[৩৩] লোক॥রোক। তু ঋ ৬ ৬৬।৬, দিবশ্ চিদ আ দ্বে বৃহচ্চন্দ্র রোকাঃ ৩।৬ ৭)। রোচন (মৌলিক অর্থ 'দীপ্ত' তাহতে 'আলোর ভুবন' বা 'জ্যোতির্লোক', এই জ্যোতির্লোক দ্যুলোকে বা তারও ওপারে, সংখ্যায় তিনটি ১।১০২।৮, ২।২৭।৯, ৫।২৯।১, ৪।৫৩ ৫, ৯।১৭।৫, ১।১৪৯।৪, ৫।৬৯।১, ৮।১।৯, ৩ ৫৬ ৮ ; তাদের মধ্যে দেবতারা আছেন ১ ১৯।৬, ৩ ৬ ৮, ১।১০৫।৫, ৮।৬৯।৩; সেখানে অমৃত নিগূঢ় ৬।৪৪ ২৩, তাদের নাগাল পাওয়া কঠিন ৩ ৫৬।৮)। আরও তু ৯।১১৩ ৯, উরুক্ষেম্ ৯১।৬।

[৩৪] ঋ ৫।৪।১১, আ নাঃ দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদ্ অন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ, অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুর উ লোকম্ ১।৯৩।৬ (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নি ঊর্ধ্ব-শিখা অভীপ্সা যা আদিত্যচেতনার অভিসারিকা হয়ে চলেছে ভূলোক হতে দ্যুলোকের দিকে আর সোম দিব্য আনন্দধারা, যা দ্যুলোক হতে নির্ঝরিত হয় ভূলোকে, দুটি অন্যোন্যসম্পৃক্ত এই বোঝাতে দুয়ের উৎসকে বিপর্যস্ত দেখানো হয়েছে, চেতনা 'উরু' বা বৃহৎ না হলে উৎসর্গসাধনা নিরন্তর ও সার্থক হয় না, তাই যজ্ঞের জন্য উরুলোক রচনা করা), [১]৪।১৭।১৭ ৬।২৩ ৩, ৭, ৭ ২০।২, ৩৩ ৫ ('সুদাস্' এবং 'তৃৎসু' যদিও সংজ্ঞাশব্দ তবুও নিরুক্তির দিক থেকে যে ভিতরে ঢুকতে চায় সে তৃৎসু (< √ তৃদ্, তু ক ২।১।১, 'প্রতর্দন' কৌউ ৩।১, এমনি করে নামকে অধ্যাত্ম-সংকেতে গ্রহণ করা একটা প্রাচীন রীতি, ১০ ১০৪ ১০, অপা নুদো জনম্ অমিত্রয়ন্তম্ উরুং দেবেভ্যো অকৃণোর্ উ লোকম্ ১৮০ ৩ 'দেবেভ্যঃ' বহুবচন বোঝাচ্ছে বিশ্বদেবগণ বা পরিব্যাপ্ত বিশ্বচৈতন্যকে)। মদং বৃষণং পুংস্ সাসহিম্, উ লোককৃত্নুম্ ৮।১৫ ৪ (উ লোক < উরু লোক॥ উরু লোক, সাদৃশ্যহেতু অক্ষরচ্যুতির নিদর্শন, শেষপর্যন্ত 'উ লোক' একটি পদসংজ্ঞারূপে গৃহীত হয়েছে, তাই কোথাও কোথাও তাতে আবার 'উরু' বিশেষণ যোগ করা হয়েছে, ঋক্‌পাদের আদিতে ব্যবহারও লক্ষণীয় ৫।৪।১১, ৮ ১৫।৪, ৩।৩৭ ১১)। [২]উরুং যজ্ঞায় চক্রথুর্ উ লোকং জনয়ন্তা সূর্যম্ উষাসম্ অগ্নিম্ ৭।৯৯ ৪ অগ্নি উষা এবং সূর্য যথাক্রমে অভীপ্সা প্রাতিভসংবিৎ এবং বিজ্ঞানের প্রতীক তু ৩ ৩১।১৫), ইন্দ্রাসোমা যুবম্ অস্মাঁ অবিষ্টম্ অস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতম্ উ লোকম্ ২ ৩০।৬ (ভয় সেইখানে যেখানে 'অংহঃ' বা চেতনার ক্লিষ্টতা এবং 'বাধা', তু তৈউ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ন্ উদরম্ অন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি ২।৭, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ২।৯), যুবো রাষ্ট্রং বৃহদ্ ইন্বতি দ্যৌর যৌ সেতৃভির অরজ্জুভিঃ সিনীথঃ, পরি নো হেলো বরুণস্য বৃজ্যা উরুং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদ্ উ লোকম্ বহৎ তোমাদের রাজমহিমা ছায় দ্যুলোককে, বিনিসুতার বাঁধনে (সবাইকে) তোমরা বাঁধ, বরুণের অবহেলা আমাদের এড়িয়ে যায়

উরুলোক, বৃহতের ভাবনায় বর্ধিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তাকে রচেন সোমও—যজ্ঞের জন্য। [১]যে-**ইন্দ্র** আমাদের সখা, পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃতম, তারুণ্যের বিধাতা যিনি, এই উরুলোক রচেন তিনি উতলা (যজমানের) জন্য -সুসবনকৃৎ বীরের জন্য, তাঁকেই যে চায় তার জন্য, সহজে যে দেয় আহা তার জন্য, তৃৎসুদের জন্য। বৃত্র বা আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে তিনি রচেন এই আলোর ভুবন, অমিত্রশীল জনকে অপনোদিত করে রচেন দেবতাদের জন্য। তাঁর (সোমা) মত্ততা বীর্যবর্ষী, স্পর্ধার অভিভাবী, এই উরুলোকের রচয়িতা। [২]আবার ইন্দ্র বিষ্ণুকে, সোমকে, বরুণকে নিয়েও এই ভুবন রচনা করেন। [৩]দেবতাকে ডাকলে পরে যে-**বৃহস্পতি** আমাদের মত লোকের জন্যও রচেন আলোর ভুবন, তিনি বৃত্রকে হনন করে বিদীর্ণ করেন তার পুরী, জয় করেন শত্রুদের, অমিত্রদের স্পর্ধাকে করেন অভিভূত। [৪]পবমান **সোম** দিনের জন্য ফোটান জ্যোতি আর লোকের বৈপুল্য। [৫]এই উরুলোক চাই জীবনে, পাই যেন মরণেও। ৩৫

চেতনার আকাশবৎ অনিবাধ বৈপুল্যের আরেক সংজ্ঞা হল 'বৃহৎ'। শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়। 'ঋতং বৃহৎ' ঋক্‌সংহিতায় একটি পারিভাষিক পদগুচ্ছ, বোঝায় ছন্দ এবং বৈপুল্য একাধারে। এটি পরম তত্ত্বের ব্যঞ্জনাবাহী [৩৬]। [১]**অগ্নি** যে দেবগণের যজন করেন, তা এই 'ঋতং বৃহৎ'এরই যজন, অথবা তিনি নিজেই 'ঋতং বৃহৎ'। [২]**সূর্য**ও তা-ই। [৩]আবার **সোমও** তা-ই। এই পবমান সোম যে-শুক্রজ্যোতির জন্ম দেন, তা 'ঋতং বৃহৎ', তা-ই দিয়ে কৃষ্ণ তমিস্রাকে তিনি হনন করেন। সমুদ্র পার হয়ে চলেন তিনি ঢেউএ ঢেউএ জ্যোতির্ময় রাজা তিনি 'ঋতং বৃহৎ', ছুটে চলেন মিত্র আর বরুণের ধর্ম মেনে—যখন প্রচোদিত হন তিনি 'ঋতং বৃহৎ'। সহস্রধার বীর্যবর্ষী তিনি, পয়োবর্ধক, দেবজাতির প্রিয়; ঋত হতে জাত তিনি, ঋতেই বেড়ে চলেছেন জ্যোতির্ময় রাজা যিনি 'ঋতং বৃহৎ'। [৪]এক জায়গায় **বিশ্বদেবগণের** পৃথক উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরই মতন করে উল্লিখিত হয়েছে 'ঋতং মহৎ...স্বর্ বৃহৎ'।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি সংজ্ঞা লক্ষণীয়: 'বৃহদ্দিব্' বা 'বৃহদ্দিব' (স্ত্রীলিঙ্গে

যেন, ইন্দ্র আমাদের জন্য যেন রচেন উরুলোক (বাধন দেবতার অধ্যক্ষতার এবং প্রসাদের, তু ছা অথ য আত্মা স সেতুর্ বিধৃতিঃ, এষাং লোকানাম্ অসংভেদায় ৮।৪।১, বৃ ৪।৪।২২। ৭।৮৪।২। [৩]৬।৭৩।২, বৃহস্পতি বাক্ বা মন্ত্রের চৈতন্য [৪]৯।৯২।৫ (তু ৪।৫৮।৩, 'অহন্' বা দিনের আলো সম্বুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীক তু 'অহর্বিদ' ১।২।২, ১৫৬।৫, ৮।৫।৯, ২১। [৫]তু মমাস্ত্বিরকম্ উরুলোকম্ অস্তু ১০।১২৮।২, আবার মৃত্যুর পর অজো ভাগস্ তপসা তং তপস্ব যাস্ তে শিবাস্ তন্বো জাতবেদস্ তাভির্ বহৈ নং সুকৃতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪।

[৩৫] আরেকটি সমার্থক সংজ্ঞা 'বরিবঃ', ঋক্‌তে বহু ব্যবহার আছে। তু 'অংহো' রাজন্ 'বরিবঃ' পূরবে কঃ ১।৬৩।৭ (ক্লিষ্টতা হতে বৈপুল্যে সাধকের মুক্তি)।

[৩৬] তু ঋতং সত্যম্ (ঋ ১০।১৯০।১)। [১]১।৭৫।৫। [২]৪।৪০।৫, দ্র টী ২৮। [৩]৯।৬৬।১। পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতির্ অজীজনৎ, কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ ৯।৬৬।২৪ তবং সমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ, অর্ষন্ মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ১০৭।১৫। সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে, ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ১০৮।৮। 'পয়ঃ' আপ্যায়নী শক্তি, শুভ্র বলে সত্ত্বগুণের প্রতীক তু 'পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্ রোহিণীষু'—তিনটি গুণের স্পষ্ট ধ্বনি ১।৬২।৯, ৪।৩।৯। [৪]অদিতির্ দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদ্ ইন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতঃ স্বর্ বৃহৎ, দেবাঁ আদিত্যাঁ অবসে হবামহে বসূন্ রুদ্রান্ সবিতারং সুদংসসম্ ১০।৬৬।৪। বহু দেবতার মধ্যে এক পরম অদ্বয়তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা, তু ১।১৬৪।৪৬, ৩।৫৫ সূ.)।

'বৃহদ্দিবা'), যা সহজেই আলোঝলমল আকাশের বৈপুল্যকে স্মরণে আনে। লোক বা ভুবন বোঝাতে সংজ্ঞাটির কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না [৩৭]। এছাড়া [১] অগ্নি ইন্দ্র বৃহদ্দিব, সরস্বতী বৃহদ্দিবা, উর্বশীও তাই। [২] এক অজ্ঞাতনাম্নী দেবী বৃহদ্দিবা; অন্যত্র তিনি শুধু মাতা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে 'পিতা' ত্বষ্টার উল্লেখ থাকায় মনে হয় বৃহদ্দিবা আদিজননীরই একটি সংজ্ঞা। [৩] আবার বিশ্বদেবগণ বৃহদ্দিব। সংজ্ঞাটি এমনি অর্থবহ যে শেষপর্যন্ত তা [৪] ঋষির নামে পর্যবসিত হয়েছে। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যবোধই যে সাধনার চরম লক্ষ্য, এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেবতা বৃহৎ, দ্যুলোক বৃহৎ, মানুষও বৃহৎ বৃহতের এই ভাবনার নিষ্কর্ষণ দেখি উপনিষদের ব্রহ্মবাদে।

আকাশের মত অনিবাধ বৈপুল্যে বৃহৎ যিনি, তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সর্বত্র। এইটি বোঝাতে দেবতার একটি বিশেষণ 'বিশ্বমিন্ব' [৩৮]। [১] অগ্নি বিশ্বমিন্ব, যাকে তিনি ছেয়ে থাকেন, সে হয় নিখিল (অগ্নি) স্রোতঃ সম্পদের আধার। [২] **মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র, উষা, সবিতা, পূষা, জ্যোতির দুয়ারেরা,** [৩] **দ্যাবাপৃথিবী,** [৪] **বিশ্বদেবগণ** সবাই বিশ্বমিন্ব। অন্তর্যামিরূপে সব মানুষের মধ্যেই তিনি, তাই দেবতা 'বিশ্বানব' [৩৯]।

যিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বগত সর্বনিয়ন্তা, তিনিই সব কিছু হয়েছেন তিনি 'বিশ্বরূপ'। [৪০] ইন্দ্র রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, তাঁর সে-রূপ চেয়ে দেখবার মত;

[৩৭] কিন্তু অসমস্ত প্রয়োগ দ্র ঋ ৬।২।৪, ৮।৩।১৮, ১০।৩।৫। মধ্যোদাত্ত এবং অন্তোদাত্ত দুটি রূপ আছে, শেষেরটিতে লোক আর দেবতা তাহলে এক [১] ৫।৫৩।১৩ (বৃহস্পতি), ৪।২৯।৫, ৫।৪২।১২ (তু 'বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, বাচস্পতি', বাক্ তখন বৃহতী, বাক ও ব্রহ্মের সহচার ১০।১১৪।৮), ৪১।১৯ ('উরু' বা বৈপুল্যকে অধিকার করে আছেন যিনি তিনি 'উর্বশী')। [২] ২।৩১।৪, উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ ত্বষ্টা দেবেভির্ জনিভিঃ পিতা বচঃ ১০।৬৪।১০ (তু অনুরূপ দেবমিথুন অদিতি বরুণ)। [৩] ১।১৬৭।২, ২।২।৯, ৪।৩৭।৩, ৯।৭৯।১, ১০।৬৬।৪। [৪] ১০।১২০।৮, 'এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব'—নিজেকেই তিনি ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন ৯।

[৩৮] < √ইন্ব্ (ব্যাপ্তৌ) < √ই + নু (গতৌ) বিশ্বব্যাপ্ত, বিশ্বগত, অতএব অন্তর্যামী, প্রচোদক। [১] ঋ ৩।২০।৩, বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যম্ ইন্বসি ৫।২৮।২ ('দ্রবিণ' < √দ্রু, ছোটা গলে যাওয়া', অগ্নি 'দ্রবিণোদাঃ', যোগাগ্নিময় শরীরের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হন বলে)। [২] ৫।৬০।৮, ৭।২৮।১ (তু ১।১০।৮, বিশ্বাচসম অবতং মতীনাম্' ছেয়ে আছেন সব-কিছু মননের গভীর কূপ হয়ে ৩।৪৬।২), বৃহদুষা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্ যচ্ছত্য্ অগ্রে অহ্নাম্ ৫।৮০।২ (বিজ্ঞানের দীপ্তি ফোটাবার আগে প্রাতিভসংবিতের উন্মেষের সুন্দর বর্ণনা), ত্রির্ অন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা ত্রী রজাংসি পরিভূস্ ত্রীণি রোচনা তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্ তিস্র ইন্বতি ৪।৫৩।৫ (ভূলোক অন্তরিক্ষ দ্যুলোক অনুক্ষণ সাবিত্রী দীপ্তিতে ঝলমল), 'ধিয়ং পূষা জিন্বতু বিশ্বমিন্বঃ' সব ছেয়ে আছেন যে পূষা তিনি ধী বা ধ্যানচেতনাকে করুন স্ফুরন্ত ২।৪০।৬, ব্যচস্বতীর্ উর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং দেবীর্ দ্বারো বৃহতীর্ বিশ্বমিন্বাঃ ১০।১১০।৫ (প্রত্যেকটি পদে ব্যাপ্তির ভাবনা, ভূলোক হতে দ্যুলোক পর্যন্ত পরপর সাতটি জ্যোতির দুয়ার, দ্র 'আপ্রীদেবগণ')। [৩] ১।১৭৬।২, ৩।৩৮।৮, ৯।৮১।৫, ১০।৬৭।১১, [৪] ৩।৪।৫।

[৩৯] সবিতা ঋ ১।১৮৬।১, ৭।৭৬।১, ইন্দ্র ১০।৫০।১ (তার পরেই আছে, তিনি 'বিশ্বভূঃ' কিনা সব হয়েছেন, তু. ১০।৯০।২)। অগ্নি 'বৈশ্বানর'।

[৪০] ঋ রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদ্ অস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮ আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ ছ্রিয়ো বসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ, মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নাম বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ৩।৩৮।৪ ('অসুর' দেবতার মহত্তম প্রাচীন সংজ্ঞা দ্র 'অসুর', 'অমৃতানি', প্রত্যেক মর্ত্যে নিহিত অজ এবং অমৃত জ্যোতির্ভাগ ৬।৯।৪, ১০।১৬।৪, এই অমৃতকে লাভ করাই সবার দিব্য নিয়তি তু ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম অমৃতম্ ১।৬৮।৪, ৮।৪৮।৩; এই মন্ত্রের দেবতা অনিরুক্ত, কিন্তু সূক্তের দেবতা ইন্দ্র; Geldner

বিচিত্র মায়ায় বহুরূপ হয়ে চলছেন তিনি। অধিষ্ঠাতাকে ঘিরে আছে সবাই; বিচিত্র শ্রীর বসন প'রে চলছেন তিনি স্বয়ম্প্রভ : বীর্যবর্ষী অসুরের সেই নাম যে মহৎ; বিশ্বরূপ হয়ে তিনি অমৃতসমূহে অধিষ্ঠিত। রূপে-রূপে বিচিত্র হয়েছেন মঘবা (ইন্দ্র) মায়া রচে তাঁর আপন তনুকে ঘিরে। তিনি বিশ্বভু অর্থাৎ তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন। [১]বিশেষ করে **ত্বষ্টা** বিশ্বরূপ; আবার তাঁর পুত্রও (**ত্বাষ্ট্র**) বিশ্বরূপ। অর্থাৎ বিশ্বকে দেবতার আত্মসন্তুতি বা বিসৃষ্টি দুভাবেই দেখা যেতে পারে। [২]বিশ্বের উৎপত্তি অগ্নিস্বরূপ **বৃষভ-ধেনুর** একটি মিথুন হতে এই বৃষভ 'বিশ্বরূপ' তিনটি তাঁর বুক, তিনটি পালান, তিনটি মুখ, শক্তিমান্ তিনি সবার অধিপতি, সমস্ত (ধেনুর) রেতোধা তিনি বহুধা প্রজাবান্ : এই ধেনু 'বিশ্বরূপা' দক্ষিণা (উষার) (রথের) ধুরায় যুক্তা মাতা তিনি, তাঁর ভ্রূণ ছিল আবর্তদের মধ্যে, তিন যোজন দূরে তাঁকে দেখে বাছুরটি কেঁদে উঠল। [৩]বৃষরূপে **বৃহস্পতিও** 'বিশ্বরূপ'; সোমও তা-ই। [৪]এককথায় সেই একই হয়েছেন এই সব-কিছু। [৫]তাঁর এই 'বি-ভূতির' বর্ণনা আছে পুরুষ-সূক্তে : তিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ বিশ্বরূপ '**পুরুষ**' কেননা বিশ্বে যত শীর্ষ যত অক্ষি যত পদ সবই তাঁর; তিনিই ভূত ভব্য এই সব কিছু হয়েছেন, এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ, তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে। [৬]দেবতা যখন বলেন, 'আমিই এইসব হয়েছি', তখন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মানুষও বলতে পারে, 'আমিই সব হয়েছি'; **অঙ্গিরারাও** তাই বিশ্বরূপ।

বলতে চান সূর্য বা দ্যৌঃ, তা একই কথা।। রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্ ৩.৫৩।৮ ('মায়া' ইন্দ্র প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিবীর্য, তু নিঘ ৩.৯, < মা নির্মাণে > 'মাতা', তু ঋ তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসঃ ১.১৫৯.৪ . আলো ছড়িয়ে প'ড়ে প্রকাশ করে, তাই সৃষ্টি অর্থে এই অনুষঙ্গ আছে, 'স্বা তনু' স্বরূপ, তু ক ১.২.২৩।। ১০।৫০।১। [১]১।১৩.১০, দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ৩।৫৫।১৯ (সর্বভূতের জনন পোষণ এবং সবিতা হয়ে প্রচোদন তাঁরই কাজ, তু ১০।১০।৫), ২.১১।১৯ (তু ১০।৮.৯; এই 'ত্বাষ্ট্র' বৃত্র নি ২।১৬, বহুসাম্যের জন্য দ্র 'ত্বষ্টা')।। [২]অগ্নির্ হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্ চ ধেনুঃ ১০।৫।৭ অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং জাতক, অদিতিও তাই তু ১.৮৯।১০, পিতাই পুত্র হয়ে জন্মান, অতএব স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক ১০।৯০.২, ধেনু বৃষভের উপমা ১।১৭১।২, ১৬০।৩, ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩, ৪।৩।১০, শৌ ৯।৪।৩, ১১।১।৩৭। ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্, ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্ স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ ৩।৫৬।৩ ('উরঃ' বা বুক পুংচিহ্ন, আর 'উধঃ' বা পালান স্ত্রীচিহ্ন অর্থাৎ তিনি অর্ধ-নারীশ্বর, তাঁর প্রজাসৃষ্টিতেও এই মিথুনভাব, লক্ষণীয়, সূক্তের ঋষি 'প্রজাপতি', বিশ্বামিত্র তাঁর পিতা এবং বাক্ মাতা, উপনিষদের ভাষায় বিশ্বামিত্র তাহলে ব্রহ্মভূত); ১.১৬৪।৯ (একটি প্রহেলিকা : 'মাতা' দিব্যা ধেনু অদিতি, তু গাম্ অনাগাম্ অদিতিম্ ৮.১০১।১৫,১৬, 'বৎস' বা গর্ভ আধারে নিহিত চিদগ্নি অনেকজায়গায় শিশুরূপে উল্লিখিত ১.৯৬।৫, ৩।১.৭ ; 'দক্ষিণা' উষা, দেবতারা তাঁর রথে ১.১২৩.১,৫, আর তার পুরোভাগে এই মাতা, মাতা তাহলে পৃথিবীর কাছাকাছি অন্ধকার, তার উজানে অন্তরিক্ষচারিণী অরুণা উষা, তারও উজানে দ্যুলোকের শুভ্রদ্যুতি; সূর্যোদয়ের আগেকার ছবি ধূসর লোহিত আর শুক্ল অথবা তমঃ রজঃ সত্ত্ব তিনটি রং বা গুণ পর পর, এখানকার আবর্তে অবরুদ্ধ শিশুটি কেঁদে উঠল আলোর জন্য বা মায়ের জন্য যিনি আছেন যেমন এখানে তেমনি আবার তিনটি ভুবনের ওপারে পরমব্যোমে) [৩]৩।৬২.৬, ৬।৪১।৩। [৪]একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮।৫৮।২। [৫]১০.৯০।১, ২, ৩, ৪১।৩। (এক্ষেত্রে ইওরোপীয় পণ্ডিতদের primeval giant এর কল্পনা হাস্যকর, তু অদিতির্ দ্যৌর্ অদিতির্ অন্তরিক্ষম্ অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্ ১।৮৯।১০। [৬]অয়ম্ অস্মি সর্বঃ ১০।৬১।১৯ (অগ্নির উক্তি); ৭৮।৫, অঙ্গিরা অগ্নির ঋষি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোতির্ময় বৃহত্ত্বই দেবতার স্বরূপ এই হল বৈদিক দেববাদের মূলকথা। এই দেবতা সর্বত্র আছেন, কেননা তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন —যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে। বাইরে পরাক্-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখি দেবতারূপে। আর অন্তরে প্রত্যক্-দৃষ্টিতে আত্মরূপে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যা অধিভূত, চিন্ময়প্রত্যক্ষে তা-ই অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম [৪১]। যেমন, বাইরে সূর্য দেখছি : এ-দৃষ্টি ব্যাবহারিক ; এতে রূপই দেখছি, কিন্তু রূপের মধ্যে কোনও মহিমা আবিষ্কার করছি না, তার পিছনে কোনও ভাব দেখছি না। আবার দেখছি, [১]এই সূর্য সেই বিশ্বতশ্চক্ষুরই চক্ষু, অথবা এই সূর্য তিনিই, যিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা ; এই দৃষ্টি পারমার্থিক এবং অধিদৈবত, এ কবির দৃষ্টি। দেখছি, [২]সেই যে প্রথম প্রকাশ, তা-ই আবিষ্ট হয়েছে আমার দৃষ্টিতে, সেই চোখ হতেই আমার চোখ, সেই চোখ দিয়ে অন্তরেও দেখছি সূর্যের জন্ম। এ দৃষ্টিও পারমার্থিক, এ হল ঋষির অধ্যাত্মদৃষ্টি। এমনি করে বাইরে-ভিতরে এক চিন্ময় মহিমার যে-প্রত্যক্ষতা, তা-ই বৈদিক দেববাদের ভিত্তি।

২ দেবতার রূপ গুণ ও কর্ম

দেবতার স্বরূপের পর তাঁর রূপ গুণ এবং কর্মের কথায় আসা যাক। প্রথমে রূপের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহু দেবতা। কিন্তু তবুও দেখি, দেবতাদের মধ্যে পরস্পর বৈষম্যের চাইতে সাম্যের দিকই বেশী ফুটেছে। যেখানে বহুর মেলা, সেখানে ভেদ দেখা দেয় রূপে, আর ভাবের মধ্যে থাকে অভেদের সূচনা যেমন সব মানুষই মানুষ —এ হল ভাবের দিক ; অথচ রূপের দিক দিয়ে কোনও দুটি মানুষই এক নয় এক ভাব, আর তারই বহুধা রূপায়ণ বিসৃষ্টির এই হল রীতি। দেবতার বেলাতেও এই রীতি প্রয়োগ করে ঋষি বলছেন, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এক সংস্বরূপকেই বহুধা ঘোষণা করছেন বিপ্রেরা [৪২]। বেদের তথাকথিত বহুদেববাদ বস্তুত

[৪১] 'অধিদৈবত' 'অধ্যাত্ম' এই দুটি সংজ্ঞার পাশাপাশি ব্যবহার উপনিষদে প্রচুর, যা পরাক্ এবং প্রত্যক্ দৃষ্টির সমন্বয়ের নিদর্শন ; ব্রাহ্মণে প্রাচীনতম প্রয়োগ ঐ ৯ ২ [১]ঋ ১০।৯০।১৩, ১।১১৫।১। [২]প্রত্নমক্তদ্ অরবা আ বিবেশ ১০.৮১ ১, তু সূর্যং চক্ষুর্ গচ্ছতু ১৬ ৩ ; অন্তর্দর্শন তু 'পতঙ্গম্ অক্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ, সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদম্ ইচ্ছন্তি বেধসঃ' -অসুরের ; পরমপুরুষের মায়ায় অভিব্যক্ত (অন্য ব্যাখ্যা দ্র টী ১৮৯[৩]। পাখীটিকে সেই সূর্যকে ; মর্মজ্ঞেরা দেখেন হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, (হৃদয় সমুদ্রের গভীরে কবিরা দেখেন তাঁকে, রশ্মিদের ধামকে চান বেধারা ১০।১৭৭ ১, সমস্ত সূক্তটিই দ্র আরও তু ১।১৬৪।১, ৩।৩৮ ৬, ৫।৬২ ১, ৮।৫৯ ৬ । লক্ষণীয়, বেদে 'অগ্র' অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বেদিতে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে।

[৪২] ঋ ১ ১৬৪ ৪৬ দেবতা যখন একদেব, তখন তিনি 'দিব্য সুপর্ণ' অর্থাৎ দ্যুলোকের আলোর পাখি বা আদিত্য যখন তিনি অরূপ অদ্বৈততত্ত্ব, তখন 'একং সৎ'। ঋক্‌টিতে পরমভূমিতে পৌঁছবার দুটি ক্রমের উল্লেখ আছে একটি অগ্নি—ইন্দ্র মিত্র—বরুণ (আকাশ শূন্যতা); আরেকটি অগ্নি মাতরিশ্বা আদিত্য যম। আগেরটির দৃষ্টি পরাক্, পরেরটির প্রত্যক্ কঠোপনিষদে পরের ক্রমটি আভাসিত, বৈবস্বত মৃত্যু সেখানে প্রবক্তা, বলছেন সেই অনিরুক্ত লোকের কথা যেখানে কিছুই ভায় না ২।২ ১৫। সেখানে পৌঁছতে হয় ভিতরে ডুবে গিয়ে। আর বরুণের

অদ্বৈতবাদেরই উপসৃষ্টি। দেবতা যে-রূপেই দেখা দিন না কেন, ঋষি তাঁর স্বরূপকে কখনও ভুলে থাকেন না। চেতনার স্বোত্তরণের দ্বারা দেবতার সাযুজ্যলাভ যেখানে পরম পুরুষার্থ [৪৩], সেখানে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাইতে, দেবতার স্বরূপের প্রজ্ঞান সবসময় অগ্রস্থ থাকার ফলে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রূপভেদ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে ফোটেনি [৪৪]।

দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলেছি, তাথেকে এর কারণ অনুমান করা খুব কঠিন হয় না। সোজা কথায়, দেবতা নিত্যপ্রত্যক্ষ, চোখের সামনে তাঁকে দেখছি আকাশরূপে, দেখছি আদিত্যরূপে, দেখে আমার চেতনা বৃহৎ হচ্ছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে যেমন হয় কবির। চেতনার এই বিস্ফারণ এবং উদ্দীপনায় দেবতার সঙ্গে আমি যে-সাযুজ্য [৪৫] অনুভব করি, তা-ই আমার পুরুষার্থ। আমিও তখন বৃহৎ বা ব্রহ্ম—আমার প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমার এই আত্মা ব্রহ্ম, ওই আদিত্যে যে-পুরুষ আর আমাতে যে-পুরুষ, দুইই এক [৪৬]। দেবতার যে-কোনও বিভূতিকে আমি ইষ্টরূপে গ্রহণ করি না কেন, তার পর্যবসান ওই আদিত্যজ্যোতিতে; কেননা দেবতারা সবাই আদিত্য কিনা অদিতির পুত্র [৪৭]। ইষ্টদেবতাকে লাভ করার অর্থ হল সেই পরমজ্যোতিকে পাওয়া [৪৮]।

শূন্যতায় পৌঁছন যায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তা-ই 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা' ৩।৬। সংহিতায়ও বলা হচ্ছে, 'যমং পশ্যামি বরুণং চ দেবম্' অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেউ দেখে দেবতা যমকে, কেউ বা বরুণকে (ঋ ১০।১৪।৭)। বস্তুত একজনকে দেখলেই আরেকজনকে দেখা হয়।

[৪৩] সংহিতায় প্রতীকের ভাষায় তা ই হল পৃথিবীস্থান অগ্নির ঊর্ধ্বশিখাকে আশ্রয় করে দ্যুস্থান সূর্যে পৌঁছন। তা ই হল অন্ধকারের ওপারে উত্তরজ্যোতিকে দেখতে দেখতে উত্তমজ্যোতি বা সূর্যে যাওয়া (ঋ ১।৫০।১০, সামবেদে আরণ্যকগানের পরিশিষ্টে মহানাম্নীপর্বে এটি উদ্বয়াত্মক সামের যোনি; এতেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে)। ব্রাহ্মণে এইটি লোকোত্তরণ, উপনিষদে উৎক্রান্তি। দেবতার যত রূপই থাক না কেন, চোখের সামনে দেখছি এক সূর্য। এই দর্শনই বৈদিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তি।

[৪৪] দ্র নি ২।৮; শাকপূণি সংকল্প করলেন, 'সব দেবতাকে আমি জানব।' তাঁর কাছে দেবতা উভয়লিঙ্গ হয়ে প্রাদুর্ভূত হলেন। শাকপূণি তাঁকে চিনতে না পেরে শুধালেন, 'তুমি কে? জানতে চাই।' তু ঋ 'সা চিত্তিভির্ নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ ভবন্তী প্রতি বব্রিম্ ঔহত'—দেবতা ঝলকে ঝলকে ধাঁধিয়ে দিলেন মর্তকে যখন বিদ্যুৎ হয়ে, তখনই তাঁর আলোর আড়াল সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন ১।১৬৪।২৯। কেনোপনিষদে তাই ব্রহ্মের আদেশ, তিনি যেন বিদ্যুতের উন্মেষ আর নিমেষ (৪।৪)। দেবতার স্বরূপ আলো বলেই রূপরেখার তীক্ষ্ণতা তাঁর মধ্যে গৌণ।

[৪৫] সাযুজ্য দেবতার সঙ্গে নিত্যযোগ, ভেদাভেদভাব; তু ঋ ১।১৬৪।২০ (মু ৩।১।১, শ্বে ৪।৬ একই দেহবৃক্ষে দুটি পাখি)। এই অনুভবের মধুর প্রকাশ: 'ত্বয়েদ্ ইন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ, ত্বম্ অস্মাকং তব স্মসি' তোমার সঙ্গেই যুক্ত থেকে হে ইন্দ্র, আমরা জবাব দেব প্রতিস্পর্ধীদের, তুমি আমাদের, আমরা তোমার (ঋ ৮।৯২।৩২)। আরও তু 'ত্বয়া যুজা বনেম তৎ' তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা পাই যেন তৎস্বরূপকে (৩১)।

[৪৬] দ্র, ঐউ ৩।৩ মা ২, তৈউ ২।৮।

[৪৭] অদিতি অখণ্ডিতা অবন্ধনা সেই আদ্যাশক্তি, যিনি সব-কিছু হয়েছেন: ঋ. 'অদিতির্ দ্যৌর্ অদিতির্ অন্তরিক্ষম্ অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্' ১।৮৯।১০। দেবতারা অদিতির পুত্র বলে আদিত্য; তু. ১০।৭২।১, ৫, ৮, ৯। যজ্ঞের লক্ষ্য আদিত্য বা সূর্যকে পাওয়া; তু মহাব্রতে শূদ্রকে পরাভূত করে ব্রাহ্মণের দ্বারা একটুকরো গোল সাদা চামড়া ছিনিয়ে নেওয়া—ওটি সূর্যের প্রতীক (তৈব্রা র মন্তব্য: 'দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ, অসুর্যঃ শূদ্রঃ' ১।২।৬)।

[৪৮] তু ঋ. ৮।৪৮।৩, ১।৫০।১০, ১৬৪।৪৬ যেখানে দিব্য সুপর্ণ সূর্যই সব দেবতা;

এমনি করে দেবোপাসনা আর জ্যোতিরুপাসনা এক হয়ে যাওয়ার একটি ফল এই হল, বৈদিক সাধনায় দেবতার মূর্তির বিশেষ প্রাধান্য রইল না। সংহিতার স্পষ্ট উক্তি, দেবতারা 'অমূর' অর্থাৎ অমূর্ত বা চিন্ময় [৪৯]। সংজ্ঞাটি বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ [৫০]। তার তাৎপর্য এই হতে পারে : যজ্ঞভূমিতে দেবতাকে কেউ দেখতে পায় না; অথচ যে অগ্নি দেবতাদের সেখানে নিয়ে আসেন কিংবা তাঁদের কাছে হব্য বহন করেন, তাঁকে চোখে দেখা যায়। কিন্তু জানতে হবে, ভৌতিক অগ্নি দেবতা নন, দেবতার প্রতীকমাত্র; দেবতা অগ্নি অমূর্ত। তাঁর 'অমূর' বিশেষণ তারই স্মারক [৫১]।

দেবতা অমূর্ত, কিন্তু অরূপ বা নিরাকার নন। একথার অর্থ পরিষ্কার হবে যাস্কের একটি প্রসঙ্গ হতে।

হংসবতী ঋক্ ৪।৪০।৫, ৫।৬২।১ অনিরুক্ত ভূমির বর্ণনা : যেখানে সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তে সূর্যাশ্বেরা ছাড়া পায়, সূর্যের সহস্র কিরণ যেখানে একসঙ্গে সংহত হয়ে আছে, যেখানে আছেন দেবতাদের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য সেই এক, যত্র জ্যোতির্ অজস্রম্ ৯।১১৩।৭ (তু ১০।১৩৯।১); শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ১০।১৭০।৩। সংহিতায় সূর্যজয়ের কথা বহু জায়গায়।

[৪৯] তু ঋ ১।১৬৮।৪, ৭২।২, অপ্রমূরাঃ ৯০।২, ৪।৫৫।২, ৭।৪৪।৫, 'যে স্থা নিচেতারো অমূরাঃ'—যারা আছ অপ্রশ্চেতন অমূর্ত হয়ে ১০।৬১।২৭; মিত্র-বরুণও ঐ ৭।৬১।৫, বরুণের চরেরাও ৬।৬৭।৫।

[৫০] ঋ. ১।১৪১।১২, ৩।১৯।১, ২৫।৩, ৪।৪।১২, ৬।২, ১১।৫, ৬।১৫।৭, ৭।৯।৩, ৮।৭৪।৭, ১০।৪।৪, ৪৬।৫; 'পুরন্ধি'ও অমূর ৪।২৬।৭; সাধারণত ইনি স্ত্রীদেবতা এবং ভগের সঙ্গে যুক্ত, নামের অর্থ 'পূর্ণতাকে আহিত করেন যিনি' (তু 'লক্ষ্মী'), এখানে শব্দটি পুংলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে ইন্দ্রকে—কেননা সূক্তটি ইন্দ্রের।

[৫১] অমূর যাস্কের মতে 'অমূঢ়' নি ৬।৮। তাঁর উদাহরণ ঋ মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বম্ অগ্নে ত্বম্ অঙ্গ বিৎসে ১০।৪।৪; ব্যাখ্যায় বলছেন, 'মূঢ়া বয়ং স্মঃ, অমূঢ়স্ ত্বম্ অসি, ন বয়ং বিদ্মো মহত্ত্বম্ অগ্নে ত্বং তু বেত্থ।' মন্ত্রে চিত্তি এবং বিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, সুতরাং এ-অর্থ এখানে বেশ খাটে। Geldner সবজায়গায় যাস্কের অর্থই গ্রহণ করেছেন। 'মূর' তাহলে < √ মুহ্। কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের অঘোষ অল্পপ্রাণ হওয়া স্বাভাবিক নয়, তাই কেউ কেউ বলছেন ব্যতিক্রমটা এখানে ঔপভাষিক; কেউ বলেন 'মূর' অর্থে 'মর্ত', < √ মৃ। মৃ, তু ঋ অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি ৭।১০৪।১৫। আবার 'মূর'॥ 'মূল' তু ঋ. অনু দহ সহমূরান্ ক্রব্যাদঃ ১০।৮৭।১৯। কিন্তু মূঢ় মর্ত্য বা মূল কোনও অর্থই 'মূরদেবে'র বেলায় সুসঙ্গত হয় না; মোহ আর মৃত্যু দুয়ের লক্ষণই হচ্ছে জড়ত্ব। চিৎ আর জড়ের তফাত এই : একটি আলো বাতাসের মত লঘু ও ব্যাপ্তিধর্মী, আরেকটি স্থূল এবং ঘনীভূত, সঙ্কুচিত। এই ঘনীভাব বোঝাতে একটি ধাতু আছে √ মূর্; *স্ক > চ্ছ বিকরণ যুক্ত হলে তাথেকে আমরা পাই √ মূর্চ্ছ্, তা থেকে আমাদের পরিচিত 'মূর্চ্ছা', যার লক্ষণ ওই জড়ত্ব এবং ঘনীভাব। 'চ্ছ' বিকরণটি খুব দুর্লভ নয় : তু √ গম্ ॥ গচ্ছ্, যম্ ॥ যচ্ছ, বস্ ॥ উচ্ছ্ (বৈদিক), অস্ ॥ *অচ্ছ্ (প্রাকৃত 'অচ্ছই' আছে), হৃ ॥ হূর্চ্ছ্ (ছা ২।১৯।২), ঋ ॥ ঋচ্ছ্। আবার এই √ মূর্ হতেই 'মূর্খ' (উণাদি ৫।২২) বা জড়বুদ্ধি, 'নিরেট'। তু. Gk. *mōrós* stupid। সুতরাং 'মূর' শব্দের যৌগিক অর্থ ঘনীভূত, জড়, স্থূল, মূর্ত (সোজাসুজি এসেছে)। এই অনুষঙ্গেই যাস্কের 'মূঢ়' অর্থ রূঢ়। এইভাবে ধরলেই সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হয়। 'দেবতা অমূর' একথার যৌগিক অর্থ তাহলে হল—তিনি অবিগ্রহ, আর রূঢ় অর্থ হল তাইতে চিন্ময় প্রজ্ঞানময়। 'মানুষ মূর' এখানে রূঢ় অর্থ 'জড়বুদ্ধি' (তু ঋ ৪।২৬।৭, ৮।২১।১৪, ৪৫।২৩, ১০।৪৬।৫, ৯৫।১৩)। মানুষ প্রত্যক্ষত সবিগ্রহ বলে তার বেলায় রূঢ়ির প্রয়োগই সার্থক, আর দেবতার বেলায় ব্যতিরেকমুখে যৌগিক অর্থের সার্থকতা। ঋ ৩।৪৩।৬এ সুমার্জিত ইন্দ্রাশ্বদের বলা হয়েছে 'মূরাঃ'; এখানে 'মূঢ়' অর্থ কিছুতেই খাটে না, কেননা দেবাশ্বদের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, তারা 'মনোজব' 'মনোযুজ্' 'বচোযুজ্' যা তাদের ক্ষিপ্রতা এবং নৈপুণ্যই বোঝায়—মূঢ়তা নয়। এখানে অশ্বদের ঋষি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন তাই তারা 'মূরাঃ' (তু দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথম্ অধি ক্ষমি ১।২৫।১৮), অথবা মূর অর্থ স্থূলকায় (তু পীবোঅশ্বাঃ ৪।৩৭।৪)। শৌতে 'মূর' মূর্চ্ছা ১।২৮।৩ (৪।১৭।৩)। তু তা 'জীর্যন্ত মূরঃ' জরাতে জড় বা অথর্ব ২৫।১৭।৩। মূর > মূল, সেখানেও স্থূলত্ব এবং ঘনীভাবের ব্যঞ্জনা।

নিরুক্তের সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাদের আকার নিয়ে একটা বিচার আছে। গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে, দেবতাদের আকার আছে। এখন প্রশ্ন, সে-আকার মানুষের মত কি না। এক পক্ষ বলছেন, হাঁ, কেননা তাঁদের স্তুব করা হয় ডাকা হয় ঠিক সচেতন সত্ত্বের মত, মানুষেরই মত মন্ত্রে তাঁদের অঙ্গ অনুষঙ্গ এবং কর্মের বর্ণনা। আরেক পক্ষ বলছেন, না, তা নয়; অগ্নি বায়ু আদিত্য এঁরা দেবতা, অথচ এঁদের আকার তো মানুষের মত নয়, যদিও মন্ত্রে তাঁদের বর্ণনা সচেতন সত্ত্ব বা মানুষেরই মত। যাস্ক দুটি মতই মেনে নিয়ে বললেন, প্রত্যক্ষ দেখছি যে-দেবতাদের, তাঁরা অপুরুষবিধ বটে তাঁরা মানুষের মত নন; কিন্তু পুরুষবিধ হয়ে তাঁরাই অপুরুষবিধের কর্মাত্মা বা অন্তর্যামী। দেবতাদের আখ্যান রচিত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই [৫২]।

দেখা যাচ্ছে, অপুরুষবিধবাদীদের মতে সচেতন অচেতন যা-কিছু দেখা যায় সব স্ব-রূপেই দেবতা, তাদের উপর বিগ্রহবত্ত্ব আরোপ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর পুরুষবিধবাদীদের মতে এদের সবার অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য কিন্তু পুরুষবিগ্রহ [৫৩]। অর্থাৎ দেবতার অধিভূত আকৃতি আর তাঁর স্বরূপের মাঝে এঁরা একটা ভাববিগ্রহ স্বীকার করছেন। কিন্তু উপাসনার সময় সে বিগ্রহকে কোনও মূর্ত রূপ দেবার প্রয়োজন এঁরাও অনুভব করছেন না। যেমন অগ্নির উপাসনার বেলায় প্রত্যক্ষ অগ্নিকে অবলম্বন করে অপুরুষবিধবাদীর অনুভব সোজাসুজি উত্তীর্ণ হবে বিশুদ্ধ চৈতন্যে, আর পুরুষবিধবাদীর অনুভব দুয়ের মাঝামাঝি অগ্নির একটি পুরুষবিগ্রহের ভাবনা করবে। কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষ অগ্নির জায়গায় অগ্নির কোন অধিভূত বিগ্রহ বসাবেন না। দুয়েরই দেবতা বস্তুত 'অমূর' বা অমূর্ত। যাস্ক দুটি মতকে মিলিয়ে দিয়ে অধ্যাত্ম-চেতনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে আশ্রয় করে উদ্‌বুদ্ধ এবং উদ্দীপ্ত চেতনা যদি অরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সেইখান থেকে রূপকে উৎসারিত দেখে, তাহলেই তার দর্শন তাত্ত্বিক হতে পারে। তখন ভাব থেকে বস্তুতে নেমে আসি, বস্তুরূপের মধ্যে দেখি ভাবের স্ফূর্তি। বৈদিক ঋষি-কবির দেবদর্শন এইজাতীয়।

মানুষ যেভাবেই দেবতার উপাসনা করুক, তার মধ্যে পুরুষবিধতার ছাপ পড়বেই। বৈদিক ঋষি এটি সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সংহিতায় পরমদেবতার একটি সংজ্ঞা হল 'পুরুষ'। গোড়াতে পুরুষ মানুষকেই বোঝাত, তারপর সংজ্ঞাটি উপচরিত হল পরমদেবতায়। সংহিতার পুরুষসূক্তকে ভিত্তি করে যে-পুরুষমেধযজ্ঞের বর্ণনা শতপথব্রাহ্মণে আছে [৫৪], তার দ্রষ্টা হলেন 'পুরুষ নারায়ণ', দেবতা আদিত্য।

---

[৫২] নি. ৭।৬-৭।

[৫৩] দ্র নি অপি বা অপুরুষবিধানাম্ এব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যুঃ ৭।৭। তত্র দুর্গ 'অপি বা অপুরুষবিধানাম্ এব সতাম্' পৃথিব্যাদীনং 'কর্ম আত্মান এতে স্যুঃ'—অপুরুষবিধাঃ ক্ষিতি-জলাদয়ঃ, পরে তু অধিষ্ঠাতারঃ পুরুষবিগ্রহাঃ। এবম্ উভয়োঃ প্রত্যক্ষাগময়োর্ অপ্যনুগ্রহঃ কৃতো ভবিষ্যতি।

[৫৪] ১৩।৬।১-২, বা. ৩০, ৩১। ১৭ তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্ রূপম্ এতি, তন্ মর্ত্যস্য দেবত্বম্ আজানম্ অগ্রে ৩১।১৭। ত্বষ্টা রূপকৃৎ, এখানে আদিত্যের বিশেষণ। তু ঋ ৩।৫৪।১৯, ১০ ৮৪।১)। দ্র. তত্র মহীধর, 'অগ্রে' প্রথমং 'মর্ত্যস্য' মনুষ্যস্য সতস্ তস্য পুরুষমেধযাজিনঃ 'আজানদেবত্বম্' মুখ্যং দেবত্বং সূর্যরূপেণ। দ্বিবিধাঃ দেবাঃ, কর্মদেবা আজানদেবাশ্ চ। কর্মণা উৎকৃষ্টেন দেবত্বং প্রাপ্তাঃ কর্মদেবাঃ। সৃষ্ট্যাদৌ উৎপন্নাঃ আজানদেবাঃ। তে কর্মদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ,

সর্বানুক্রমণীমতে পুরুষসূক্তের ঋষি নারায়ণ, দেবতা পুরুষ। পুরুষমেধের ফলে মর্ত্য যজমান আজানদেবত্ব লাভ করেন অর্থাৎ সূর্য হয়ে যান।[১] তাঁর কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হয় এই ব্রহ্মঘোষ : "আমি এই মহান্ পুরুষকে জেনেছি, তমিস্রার ওপারে আদিত্যবর্ণ যিনি; তাঁকেই জেনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাছাড়া চলার আর পথ নাই।' দেখতে পাচ্ছি, ঋষি পরমদেবতা এবং আদিত্য সবারই সংজ্ঞা পুরুষ।

উপনিষদে এই পুরুষের অমূর্ত এবং মূর্ত দুরকম পরিচয়ই পাওয়া যায়। যেমন কোথাও বলা হয়েছে, [৫৫] এই দিব্য পুরুষ অমনা অপ্রাণ অমূর্ত, তাঁর রূপ কারও দৃষ্টির সামনে থাকে না বা কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না, তেমনি আবার বলা হয়েছে, [১] তিনি আদিত্যে হিরণ্ময় হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আনখ সোনার পুরুষ, তাঁর রূপ কল্যাণতম। আবার সেই পুরুষই [২] হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র অধূমক জ্যোতি, [৩] রবিতুল্য-রূপ। [৪] আদিত্যে যে-পুরুষ আর এই পুরুষ এক।

পুরুষের মূর্তত্ব আর অমূর্তত্বের একটি পরিষ্কার বর্ণনা আছে বৃহদারণ্যকোপনিষদে। বলা হয়েছে : ব্রহ্মের দুটি রূপ মূর্ত এবং অমূর্ত। যা মূর্ত, তা মর্ত্য স্থাবর এবং সৎ; যা অমূর্ত, তা অমৃত জঙ্গম এবং ত্যৎ। মূর্তের রস বা সার হল অধিদৈবতদৃষ্টিতে তপন আদিত্য, আর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে চক্ষু; তেমনি অমূর্তের রস হলেন যথাক্রমে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং অক্ষিপুরুষ; এই পুরুষের রূপ যেন বিদ্যুৎঝলকের মত, কমলের মত, অগ্নিশিখার মত, ইন্দ্রগোপকীটের মত, পাণ্ডুবর্ণ মেষলোমের মত অথবা হরিদ্রারঞ্জিত বসনের মত; তাঁর সম্পর্কে আদেশ হল 'নেতি নেতি'। দেখা যাচ্ছে, অমূর্ত পুরুষের মূর্তি এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্য, আবার পুরুষ অমূর্ত হলেও তাঁর রূপ আছে, তবে কিনা সে-রূপের ইশারা অরূপের দিকে অর্থাৎ তা অপুরুষবিধ। কিন্তু ছান্দোগ্যে আদিত্যপুরুষের রূপ পুরুষবিধ [৫৬]।

তাহলে মোটের উপর এই বলা চলে, বেদপন্থী আর্যেরা দেবতার উপাসনা করলেও গোড়ায় তাঁরা মূর্তির উপাসনা করতেন না। দেবতার মূর্তি নাই, সুতরাং উপাসনার জন্য স্থায়ী দেবায়তনও ছিল না। শ্রৌতযজ্ঞের অনুরোধে অস্থায়ী যজ্ঞশালা তৈরী হত, সেখানে দেবতার কোনও মূর্তি থাকত না; কিন্তু তাঁর ধ্যান চলত একথা আগেই বলেছি।

---

[১] 'যে শতং কর্মদেবানাম্ আনন্দাঃ স এক আজানদেবানাম্ আনন্দঃ' (বৃ ৪।৩।৩৩। ইতি শ্রুতেঃ সূর্যাদয় আজানদেবাঃ। কিন্তু প্রতিতুল তৈউ তে যে শতম্ আজানজানাং দেবানাম্ আনন্দাঃ, স একো দেবানাম্ আনন্দঃ ২।৮। সেখানে স্বাভাবিক দেবত্বের চাইতে কর্ম বা তপস্যার ফলে দেবত্বলাভকে বড় বলা হয়েছে (তু ঋ ১০।১৫৪ সূ.)। [২] বা বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, তম্ এব বিদিত্বা ইতি মৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায় ৩১।১৮। এই 'মহাপুরুষ' আদিত্যমণ্ডলস্থ (দ্র টী ৫৫)। 'আদিত্যবর্ণং' স্বপ্রকাশম্ (উব্বট), আদিত্যস্যেব বর্ণো যস্য তম্, উপমাত্বরাত্তাৎ স্বোপমম্ (মহীধর)।

[৫৫] মু ২।১।২, শ্বে ৪।২০, [১] ছা ১।৬।৬ (বৃ ৪ ৩।১১), ঈ ১৬। [২] ক. ২।১।১২, ১৩, ৩।১৭, শ্বে ৩।১৩ (তৈউ ১।৬।১), [৩] শ্বে ৫।৮। [৪] তৈউ ২।৮, ঈ ১৬।

[৫৬] দ্র বৃ ২।৩ (বেমী প্ ১৯৬); তু ছা ১।৬।৬। লক্ষণীয়, ঔপনিষদ পুরুষের স্বরূপজ্ঞানের দুটি মহাবাক্য : যাজ্ঞবল্ক্যের 'নেতি নেতি' (বৃ ৪।২।৪; তু ২।৩।৬) যার ইশারা বিশ্বোত্তীর্ণ অক্ষরপুরুষের দিকে, আর শাণ্ডিল্যের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা ৩।১৪) যার ইশারা বিশ্বাত্মক সর্বময় পুরুষের দিকে। শাণ্ডিল্য থেকেই বেদান্তে পরিণামবাদ, ভক্তিবাদ, ভাগবতদের পুরুষোত্তমবাদ।

যারা দেবতা মানত না, তাদের প্রতি দেববাদীরা স্বাভাবিক কারণেই বিরূপ ছিলেন; তাদের নিন্দাসূচক সংজ্ঞা হল 'অদেব' 'অনিন্দ্র' 'দেবনিদ্' 'অযজ্ঞ'। বিরূপতা ছিল আরেক শ্রেণীর প্রতি, যারা 'অনৃতদেব' অর্থাৎ মিথ্যা দেবতার উপাসক। এই অনৃতদেবদের মধ্যে পড়ে, যারা 'মূরদেব' অথবা 'শিশ্নদেব'। এই দুটি সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

দেববিরোধী 'অদেব' মোটের উপর তিন রকমের। [৫৭] একরকমের অদেব হল মানুষ, যারা দেবতা মানে না, তাঁদের নিয়ে তর্ক করে; হয়তো তারা দেবব্রত নয়, অন্যব্রত এবং অযাজ্ঞিক, তারা যেমন আর্যেতর দাস হতে পারে, তেমনি আর্যও হতে পারে। এরাই [১]'দেবনিদ্' বা দেবনিন্দক, যজ্ঞবিরোধী [২]'অযজ্ঞ' 'অযজ্যু' বা 'অযজ্বা'। এরা [৩]'অনিন্দ্র' -ইন্দ্রকে দেবতা বলে না, স্পর্ধাভরে প্রশ্ন করে 'কোথায় সে?' দেবতাকে মেনেও [৪]'দেবহেলনের' অপরাধ যারা করে, তারাও এই দলের।

তবে সত্যকার অদেব হল [৫৮] বৃত্র বা অজ্ঞানের আবরিকা শক্তি এবং [১]তার অনুচরেরা। [২]আমরা যাকে দেবদ্রোহী অযাজ্ঞিক এবং অনাব্রত বলে জানি, এই

[৫৭] ঋ অদেবো যদ্ অভ্যৌহিষ্ট দেবান্ ৬।১৭।৮ (তু মোষং বা দেবা অপ্যূহে অগ্নে ৭।১০৪।১৪), ৪।৭০।১১, দাস আর্যো বা অদেবঃ ১০।৩৮।৩। তাদের এষণা সিদ্ধ হয় না ৮।৭০।৭। [১]১।১৫২।২, ২।২৩।৮, ৬।৬১।৩ (যথাক্রমে বৃহস্পতি এবং সরস্বতীকে বলা হচ্ছে তাদের বিনাশ করতে, দুজনেই বাকের দেবতা, তু তন্ত্রের বগলামুখী, অসুরের জিভ টেনে বার করছেন)। [২]অযজ্ঞ 'ন্যক্ অক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁর্ অশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্। প্রপ্র তান্ দস্যূঁর্ অগ্নির্ বিবায় পূর্বশ্ চকারাপরাঁ অযজ্যূন্'– যাদের সংকল্প নাই শ্রদ্ধা নাই বৃদ্ধি নাই যজ্ঞ নাই বাক্য যাদের বিদ্বিষ্ট, যারা গ্রন্থিল (কৃপণ), সেই পণিদের দাবিয়ে রেখেছ তুমি, সেই দস্যুদের হটিয়ে দিয়েছেন বৈশ্বানর, আদিম হয়ে অন্তিম করেছেন অযাজ্ঞিকদের (অর্থাৎ পুরোধা হয়েছেন ওদের পিছনে ফেলে। ৭।৬।৩, ১০।১৩৮।৬। অযজ্যু ১।১২১।১৩, ১৩১।৮, অযজ্বা ১।৩৩।৪, ৫ ('অযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্ধমানাঃ', এরা অব্রত), ১০৩।৬, ২।২৬।১ 'দেবয়ন্ ইদ্ অদেবয়ন্তম্ অভ্যসৎ যজ্বেদ্ অযজ্যোর্ বি ভজাতি ভোজনম্'), ৮।৩১।১৫-১৮ ('যজমানঃ অভীদ্ অযজ্বনো ভুবৎ' অযাজ্ঞিকের অভিভব বা বিনিপাত), ১০।৫৯।১। [৩]৭।১৮।১৬, ১০।২৭।৫, ৪৮।৭, ৫।২।৩ ('অনৃক্ষ মন্দ্রহীন—নেন্দ্রং দেবম্ অমংসত ১০।৮৬।১, ২।১২।৫ (সমস্ত সূক্তটি এই প্রশ্নের জবাব)। [৪]৭।৬০।৮, ১০।১০০।৭, বাক বা মন দিয়ে দেবহেলন ১০।৩৭।১২, দেবহেলন ও ছলনা ৬।৪৮।১০, দেবনিমুখীনতা ২।২৩।১২, দেবতার ব্রতলঙ্ঘন ১।২৩।১, অযাজ্ঞিকদের দিন যায় বীর্যহীন হয়ে ৭।৬১।৪, সঃ সন্ত্য অব্রতো হনূযাদপম্ অদেবয়ুঃ (ব্রতহীন যে দেবতাকে চায় না, তার কেবল ঘুমের পর ঘুম। ৮।৯৭।৩।

[৫৮] তু ঋ ৩।৩২।৬ (বৃত্র অদেব বা অদিব্য শক্তি সে দিব্য অপ বা প্রাণের ধারাদের পরিবৃত করে শয়ান রয়েছে আধারে, তাই জীবন মরুভূমির মত বন্ধ্যা)। তু ১।১৭৪।৮ (২।২৯।৭), ১০।১১১।৬ (দেবতাকে চায় না এমন জন বা সমূহ ৯।৬৩।২৪, অদেবীঃ বিশঃ ৮।৯৬।১৫, অনায়ুধাসো (অতএব হন্তব্য)। অসুরা অদেবাঃ ৯৬।৯। [১]অনার্ তম্ অমানুষম্ অযজ্বানম্ অদেবয়ুম্, অব স্বঃ সখা দুধবীত পর্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্বতঃ ৮।৭০।১১ (এই বৃত্রের নাম 'শম্বর', সে পর্বতবাসী, তু ২।১২।১১, ৩।৫৩।১ তার কথা পরে হবে। [২]তু 'মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবিশ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্ চরতি চিত্রম্ আয়ুধম্' হে মিত্রবরুণ দ্যুলোকাশ্রিত তোমাদের মায়া হল ওই সূর্যজ্যোতি যা বিচরণ করছে ঝলমল আয়ুধ হয়ে ৫।৬৩।৪। এখানে দেবমায়া প্রজ্ঞাজ্যোতি। [৩]তু ৫।২।৯, ৭।১।১০, ১৮।৫, ১০।১১১।৬। 'বরুণ' আর 'বৃত্র' দুইই √ বৃ, ছাওয়া ঘিরে থাকা, পুরুষসূক্তেও পুরুষও 'ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্' ১০।৯০।১। [৪]তু অদেবয়ূন্ তন্বা শূশুজানান্ ১০।২৭।২। উপনিষদে পাই দেববাজ্ঞ ইন্দ্র, আর অসুরবাজ্ঞ 'বিরোচন' যে ঝলমল করছে (ছা ৮।৭।২)। তু সপ্তশতীতে একই অর্থে শুম্ভ নিশুম্ভ। এই হল শত্রু বৃত্র, অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকে যার রাজত্ব পুর, আর দ্যুলোকে হিরণ্ময় পুর (ঐব্রা ১।২৩)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিদ্যার তমঃ (তু ঈ ৯)। [৫]তু নিধনীর্ অদেবান্ ১০।১৩৮।৪। [৭]অগ্নির উক্তি: অদেবাদ্ দেবঃ প্রচতা গুহা যন্ প্রপশ্যমানো অমৃতত্বম্ এমি ১০।১২৪।২।

'অমানুষ' বৃত্র হল তার প্ররোচক। আধারের পর্বতকন্দরে সে লুকিয়ে থাকে দস্যুর মত হানা দেবে বলে পর্বত তখন তার আপন সখা যেন। কিন্তু একদিন এই পর্বতই তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয় তার বিনাশকে অনায়াস করবার জন্য। যেমন আছে [১]বরুণের 'দেবী' বা জ্যোতির্ময়ী মায়া, [২]তেমনি আছে বৃত্রের 'অদেবী' মায়া; [৩]তাইতে তার অনুচরেরা কখনও দেখা দেয় দেবতারই মত ঝলমল তনুতে। [৪]আধারের গহনে এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, [৫]সেই অদিব্য তমিস্রা হতে দেবতা গোপন সঞ্চারে এগিয়ে যেতে যেতে চোখ মেলে তাকান, লাভ করেন অমৃতত্ব

আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অদেব হল আমাদেরই চিত্তের [৫৯] ক্লিষ্টতা দ্বিধা কার্পণ্য বাধা দ্রোহ স্পর্ধা বা সেইসব রন্ধ্র যার ভিতর দিয়ে অদিব্যশক্তি আধারে এসে বাসা বাঁধে। এদের সঙ্গে সংগ্রামই আমাদের পুরুষার্থ।[১] সে-সংগ্রামের পরিণামে দেবশক্তিরই জয় হয়।[২]

এই অদিব্যশক্তির প্ররোচনাতেই মানুষ হয় 'অনৃতদেব'। ঋষি বসিষ্ঠের একটি শপথোক্তিতে তার উল্লেখ আছে [৬০] এবং সেই প্রসঙ্গে 'মূরদেব'দেরও। ঋষি বলছেন, [৬১] 'হে ইন্দ্র, পুরুষ যাদুকরকে মার তুমি, আর মার সেই স্ত্রী যাদুকরীকে যে তার মায়ার বড়াই করে; ঘাড় মটকে নিপাত যাক মূরদেবেরা, সূর্যকে উঠতে যেন তারা দেখতে না পায়।' আরেক জায়গায় আছে : [১]'হে অগ্নি, ভেঙে-চুরে দাও তোমার তাপে যাদুকরদের, রক্ষঃকে ভেঙে চুরে দাও তোমার দীপ্তিতে; তোমার শিখায় ভেঙে-চুরে দাও মূরদেবদের, প্রাণের তৃপ্তি শুধু চায় যারা তাদের ভেঙে চুরে দাও প্রজ্বল হয়ে।' আবার এই সূক্তেই পাই : [২]লোহার দাঁত তোমার, হে জাতবেদা, প্রজ্বলিত হয়ে শিখা দিয়ে লেহন কর যাদুকরদের, জিহ্বা দিয়ে আঁকড়ে ধর মূরদেবদের, কাঁচাখেকো-

[৫৯] তু ঋ অংহঃ ৯।১০৪।৬, দ্বয়ুঃ ঐ (তু ১০৫।৬), অরাতিঃ ৮।১১।৩, পরিবাধ্ ৫।২।১০, ৯।১০৫।৬, দ্রুহ্ ৩।৩১।৯ (তু অনিন্দ্রা দ্রুহঃ ১।১৩৩।১, ৪।২৩।৭), স্পৃধ্ ৬।২৫।৯, ৪৯।১৫, 'পুরো ন ভিদো অদেবীঃ' ১।১৭৪।৮...। [১]তু ৩।১।১৬, ৭।৯৩।৫। [২]তু ২।২২।৪, ২৬।১, ৬।১৮।১১, ২২।১১, ৮।৫৯।২, ৭১।৮, ১০।৩৭।৩। বেদ ও পুরাণ এই দেবাসুর দ্বন্দ্বের কথায় পূর্ণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'দেবাসুরম্ অভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণম্ অব্দশতং পুরা' (সপ্তশতী ২।২)। অর্থাৎ মানুষের সারাজীবন জুড়ে এই আলো আঁধারের লড়াই চলছে।

[৬০] ঋ 'যদি বাহম্ অনৃতদেব আস মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে' যদি বা আমি অনৃতদেব হয়ে থাকি, অথবা মিথ্যামিথ্যি দেবতাদের তর্ক করে উড়িয়ে দিয়ে থাকি হে অগ্নি! (৭।১০৪।১৪, অর্থাৎ আমি তেমন নই)। তু দর্শনের 'অপোহ' অপরপক্ষকে খণ্ডন করবার জন্য উদ্ভাবিত তর্ক (তু গী মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ ১৫।১৫)। তু অদেবো যদ্ অভ্যৌহিষ্ট দেবান্ ৬।১৭।৮। অপ্যূহ, অভ্যূহ, অপোহ সবই সমার্থক।

[৬১] ঋ ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানম্ উত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্, বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশন্ সূর্যম্ উচ্চরন্তম্ ৭।১০৪।২৪। [১]পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি, পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ ১০।৮৭।১৪। এই 'অসুতৃপ'দের সঙ্গে তু ন তং বিদাথ য ইমা জজানা ন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকথশাসশ্ চরন্তি' তাঁকে তোমরা জান না যিনি এইসবের জন্ম দিয়েছেন, আর কিছু হয়ে রয়েছেন তোমাদের মধ্যে; কুয়াসায় ঢাকা থেকে আর জল্পনা করে বেড়ায় মন্ত্রোচ্চারীরা, যারা শুধু চায় প্রাণের তৃপ্তি (১০।৮২।৭, শব্দটির অর্থ [illegible] করেছেন 'প্রাণহারী', কিন্তু এ অর্থ শুধু যমের কুকুরদের বেলাতেই খাটতে পারে ১০।১৪।১২)। [২]অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানান্ উপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ, আ জিহ্বয়া মূরদেবান্ রভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্ব্য্ অপি ধৎস্বাসন্ ১০।৮৭।২।

দের জড়িয়ে ধরে পুরে দাও মুখের মধ্যে।' সমস্ত সূক্তটি রক্ষোহা অগ্নির উদ্দেশে, 'যাতুধান' বা যাদুকরদের বিরুদ্ধে আক্রোশ।

প্রশ্ন হবে, এই মূরদেব কারা? ব্রাহ্মণে তাদের কোনও উল্লেখ নাই, নিরুক্তে কোনও ব্যাখ্যা নাই। বেঙ্কটমাধব অর্থ করছেন, 'মরণক্রীড় রাক্ষস', আর সায়ণ বলছেন 'মারণক্রীড়'। যাস্কের দেওবা 'মূর' শব্দের অর্থ কেউই গ্রহণ করেননি। আধুনিক পন্ডিতদের অনেকেই অর্থ করছেন 'মূর্তি-উপাসক'। নিরুক্তির দিক থেকে এই অর্থই সঙ্গত বলে মনে হয় [৬২]। যে-দুটি সূক্তে শব্দটির উল্লেখ আছে, সে-দুটিই 'রাক্ষোঘ্ন' বা রক্ষোবিনাশী সূক্ত। তাতে মূরদেবদের সঙ্গে উল্লেখ আছে যাতুধান ক্রব্যাৎ ব্রহ্মদ্বিষ্ ও কিমীদিন্‌দের। যাতুধানদের উল্লেখই বেশী। এরা সবাই ব্রহ্মদ্বেষী এবং এদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা 'রক্ষঃ'।[১] একই মন্ত্রে মূরদেব আর যাতুধানদের উল্লেখ থাকলেও সংজ্ঞা দুটি পৃথক্ হওরাই সম্ভব। মূরদেবদের বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই, শুধু একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'তারা যেন সূর্যকে উঠতে না দেখে।' বৈদিক বাগ্‌ধারায় সূর্যোদয় দেখতে না পাওয়ার সাধারণ অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু তার মার্মিক অর্থ হচ্ছে আদিত্যদ্যুতিকে লাভ না করা। আদিত্যের উপাসনা যারা করে না, তারা অন্তরে সূর্যোদয়ও দেখে না। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় [২] তিনটি প্রজার বিনষ্ট হওয়ার কথা আছে, কেননা তারা অর্কে বা আদিত্যে নিবিষ্ট নয়। স্পষ্টত এই প্রজারা অবৈদিক জন। মূরদেবেরা তাদের অন্তর্গত হতেও পারে, কেননা তারা বেদপন্থায় আদিত্যের উপাসনা করে না।[৩]

যাজ্ঞিকরা মূর্তি-উপাসনার বিরোধী হলেও [৬৩] বৈদিক জনদের মধ্যে কোন-

---

[৬২] দ্র টী. ৫১. তু অনুরূপ 'অনৃতদেব শিশ্নদেব'; 'মাতৃদেব পিতৃদেব আচার্যদেব অতিথিদেব' (তৈউ ১।১১।২)—সর্বত্র বহুব্রীহি। [১]তু শৌ. ১।৮, ১।২৮, ৬।৩২। [২]৮।১০১।১৪ (দ্র বেমী প. ৮২[৫৭])। শব্দে 'অর্ক' অগ্নি; তু. ঋ. ৩।২৬।৭, তৈব্রা 'অর্ক' আদিত্য ৩।৭।৯।১। [৩]শৌ তে 'কৃত্যাকৃৎ মূলীদের উল্লেখ আছে (৫।৩১।১২)। 'কৃত্যা' তুকতাক; 'মূলী' মূলী, গাছের মূল নিয়ে যাদুর কারবার যার, এখানে এই অর্থই সম্ভব। কিন্তু মূলী আর মূরদেব যে আলাদা তা শৌর ওই সূক্ত হতেই বোঝা যায়। মূরদেবদের সঙ্গে 'কিমীদিন্'দের উল্লেখ লক্ষণীয় (ঋ ৭।১০৪।২, ২৩, আরও তু ১০।৮৭।২৪; শৌ ১।৭।১, ৩, ২৮।৩)। যাস্কের ব্যাখ্যা 'কিম্ ইদানীম্ ইতি চরতে কিম্ ইদং কিম্ ইদম্ ইতি বা চরতি, পিশুনঃ' (নি ৬।১১), ছিদ্রান্বেষী। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 'কীকট', যাস্কের মন্তব্য 'কীকটা নাম দেশো ঽনার্যনিবাসঃ, কীকটাঃ কিংকৃতাঃ কিং ক্রিয়াভির্ ইতি প্রেপ্সা বা' (নি ৬।৩২)। দ্র ঋ কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্ ৩।৫৩।১৪ (দ্র বেমী-প্রাতপ্রসঙ্গ প. ৮২)। এই কীকটেই 'অঞ্জনা-সুত' (মায়াসুত অর্থাৎ মায়াদেবী-র) বুদ্ধের জন্ম (ভা ১।৩।২৪)। 'কিমীদিন্' আর 'কীকট' দুটি সংজ্ঞার উদ্দিষ্ট তাহলে যথাক্রমে অদেব এবং অযজ্ঞ।

[৬৩] আর্যসংস্কৃতি মোটের উপর মূর্তি উপাসনার বিরোধী। বিরোধ সবচাইতে প্রবল ছিল ভারতের প্রতিবেশী ইরানে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে Herodotus, প্রথম শতাব্দীতে Strabo, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে Clemens Alexandrinus, তৃতীয় শতাব্দীতে Origen এবং Diogenes Laertius প্রভৃতি সবাই একবাক্যে ইরানীদের এই বিদ্বেষের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যেও তার পরিচয় সুস্পষ্ট: 'দএবয়স্ন' (দেবযজ্ঞ), 'যাতু', 'অউজ দেস্ত বুত পরস্তি' (পহ্‌লবী 'মূর্তি ও প্রতিকৃতির উপাসনা') নিন্দিত। অবেস্তার 'দএব' ঋক্‌সংহিতার রক্ষঃস্থানীয়। মনে হয় এ দেবদ্বেষ পুরুষবিধতার বিরুদ্ধে, যা আমরা এদেশের মুনিপন্থাতেও দেখতে পাই। তবে এসমস্তই বৈদিক যুগের অনেক পরের কথা। মোটামুটি বলা চলে মূর্তি-উপাসনা নিয়ে ভারতের মত ইরানেও একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তবে কিনা জরথুস্ত্রের প্রভাবে সেখানে বিদ্বেষের সুর ছিল আরও চড়া। আর্যদের মধ্যে মূর্তি-উপাসনায় গ্রীকরা সবচাইতে আগ্রহী, এ এক অপ্রত্যাশিত

রকমের দেবমূর্তির প্রচলন থাকা অসম্ভব নয়। ঋক্‌সংহিতার দুটি মন্ত্রে [৬৪] কেউ-কেউ দেবমূর্তির উল্লেখ আছে বলে মনে করেন। একটি মন্ত্র : 'দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে কিনবে? যখন বৃত্রদের বধ করা তার হয়ে যাবে, তখন আবার তাঁকে আমায় দিয়ে দেবে।' আরেকটি মন্ত্র : 'অনেক দাম পেলেও তোমায় ছাড়ব না হে বজ্রধর, শততেও না, সহস্রতেও না, অযুতেও না।' কিন্তু মন্ত্র দুটিতে মূর্তি কেনা-বেচার কথা আছে বলে মনে হয় না। প্রথম মন্ত্রটির ইন্দ্র ঋষির সাধনার্জিত ইন্দ্রবীর্য হতে পারে, দশটি ধেনু পেলে যা তিনি যজমানের অনুকূলে প্রয়োগ করতে রাজী আছেন। যে-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়, তাথেকে এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।[১] দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে কেনা-বেচার কথা নিছক উপমা : 'দেবতা আমারই থাকবেন, কিছুতেই তাঁকে ছাড়ব না' এই ভাবই তাতে ফুটে উঠেছে।[২] মোটের উপর দুটি মন্ত্র থেকে সংহিতায় মূর্তি-উপাসনার প্রতিপাদক জোরালো কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু যাজ্ঞিকদের ভাবনাতেও যেখানে দেবতার পুরুষবিধতার এত ছড়াছড়ি দেখি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে তা যে বিগ্রহের আকার নেবে এ কিছু অসম্ভব নয়। ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে 'দেবতায়তন' ও 'দৈবতপ্রতিমা'র উল্লেখ পাই [৬৫], যদিও ব্রাহ্মণটি

ব্যাপার। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এটা গ্রীকদের প্রাক্তন Minoan ও Mycenaean সংস্কৃতির প্রভাবে। তবে লক্ষণীয়, গ্রীকরা দেবমূর্তিকে যেমন একেবারে মানুষ বানিয়ে ছেড়েছে, ভারতে কিন্তু তা হয়নি। এদেশে—এমন কি মিশরে ব্যাবিলনেও দেবমূর্তি প্রতীকধর্মী। গ্রীসের প্রভাবে রোমানদের মধ্যেও শেষপর্যন্ত মূর্তি উপাসনা ঢুকে গিয়েছিল। আর্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে মূর্তি উপাসনা প্রাচীনকালে ছিল না, পরে দেখা দিয়েছে। আর্যেতর জাতিদের মধ্যে গোড়া থেকেই তার চল ছিল ব্যাবিলনে ও মিশরে, ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত 'আসুরী উপনিষদে' এসব দেশের আচারকে লক্ষ্য করা হয়েছে মনে হয় (৮।৮।৫)। হিব্রীয় ধর্মে আবার মূর্তিবিদ্বেষ ইরানীয় ধর্মেরই মত এবং তা সংক্রামিত হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মে এবং ইসলামে। ভারতে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধমূর্তির উপাসনা গোড়ায় ছিল না, গ্রীসীয় প্রভাবে গান্ধারে প্রথম তা দেখা দেয়। পরে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে দেশ ছেয়ে যায়। জৈনেরাও বৌদ্ধদেরই মত। আধুনিক ভারতে হিন্দুরা প্রায় সবাই মূর্তি উপাসক। ভারতীয় মূর্তি-উপাসনার রীতি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয় কেননা সিন্ধুসভ্যতাতেও তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মূর্তিপূজা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনার জন্য দ্র *HERE* Images & Idols।

[৬৪] ক ইমং দশভির্ মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ, যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ অথৈনং মে পুনর্ দদৎ ৪।২৪।১০। মহে চন ত্বাম্ অদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্, ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ৮।১।৫। [১]এর আগের মন্ত্রটিতেই ইন্দ্র বলছেন : 'ভূয়সা বস্নম্ অচরৎ কনীয়ো ঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্ যন্, স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্ দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্' : বড়র জন্য ছোট দাম দিল! খুশী হলাম আমি বিক্রী না হয়েই যে আবার চলে যাচ্ছি : বেশী দাম দিয়ে কম দামকে সে ছাপিয়ে গেল না, বোকা চালাকেরা ব্যবসা মাটি করে (এই করে)। 'দীনা দক্ষা' তু ৪।৫৪।৩, ১০।২।৫। 'বাণ'। বণিজ্‌, 'বি দুহ্' দুয়েও কিছু না পাওয়া, তু ৭।৫।৭। মন্ত্রটির তাৎপর্য : দেবতাকে সব দিতে হবে, 'পণি' বা বানিয়া হলে চলবে না। দেবতাকে দেওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়াকে গীতার ভাষায় 'পরস্পরের ভাবন' ৩।১১-১২। বেচা-কেনার সঙ্গে তুলনা দ্র বা ৩।৪৯। সায়ণ এইপ্রসঙ্গে সম্প্রদায়বিদ্‌দের কিছু শ্লোক তুলে দিয়েছেন। দ্র Geldner। মন্ত্র দুটি মূল সূক্তের সঙ্গে খাপছাড়া, সুতরাং সম্ভবত সংযোজন (Grassmann)। [২]তু অস্মাকম্ অস্তু কেবলঃ ১।৭।১০, ১৩।১০।

[৬৫] দেবতায়তনানি কম্পন্তে, দৈবতপ্রতিমা হসন্তি রুদন্তি নৃত্যন্তি স্ফুটন্তি স্বিদ্যন্তি উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ৫।১০। [১]দ্র মানবগৃহ্য যদ্য অর্চা (প্রতিমা) দহেদ্ বা নশ্যেদ্ বা প্রপতেদ্ বা প্রভজ্যেদ্ বা প্রহসেদ্ বা প্রচলেদ্ বা এতাভির্ জুহুয়াৎ ইতি দশাহুতয়ঃ ২।১৫।৬; বৌধায়নগৃ অথো পানিষ্কর্ম্য বাহ্যানি 'চৈত্যানি' অভ্যর্চ্য স্থান্ গত্বান্ আয়াতি : দেবকুল বা দেউল ঘরের বাইরে হয়তো সার্বজনিক। ২।২।১৩। দেবায়তনের উল্লেখ : লৌগাক্ষিগৃ ১৮।৩, গৌতমগৃ ৯।৬৬, কৌষীতকিগৃ ১।১৮।৪, কাঠকগৃ ১৮।৩, বাসিষ্ঠধর্ম ১১।৩১, বিষ্ণুধ ৯১।১৯,

খুব প্রাচীন নয়। গৃহ্য- এবং ধর্মসূত্রে এসবের অনেক উল্লেখ আছে।[১] পাণিনির সূত্রে 'অর্চা' বা দেবতার 'প্রতিকৃতি'র উল্লেখ লক্ষণীয়। দেখা যায়, দেবতার মূর্তিপূজা কারও-কারও জীবিকা, আবার দেবমূর্তি বিক্রিও হয়।[২] কিন্তু মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপভাব মনে হয় তখনও ছিল। মনুস্মৃতিতে দেখি, মূর্তিপূজক 'দেবলক' ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃকার্যে বর্জন করবার বিধান আছে।[৩] শ্রৌতসূত্রে মূর্তি উপাসনার প্রসঙ্গ নাই, অথচ গৃহ্যসূত্রে আছে, এটি প্রণিধানযোগ্য। শ্রৌতসূত্রের কারবার সাধারণত পরত্রকে নিয়ে, আর গৃহ্যসূত্রের ইহকে নিয়ে তার অধিকার এবং প্রভাব সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত। এই সমাজের খুব বড় একটা অংশ হল "'স্ত্রী শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরা, ত্রয়ী যাদের শ্রুতিগোচর নয়।' মূর্তিপূজা তাদের মধ্যেই বিকসিত হয়ে ক্রমে অভিজাতদেরও স্বীকৃতি পেয়েছে। আগেই বলেছি, অনেক-কিছুকেই আত্মসাৎ করে জাতে তুলে নেওয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে ভক্তিধর্ম, অবতার-বাদ, দেবমানবের পূজা এসবও স্মরণীয়। এদের সঙ্গে বিগ্রহের যোগ অতিনিবিড়। উপনিষদে দেখি, মানুষ দেবতা হয়ে উঠছে, আর ইতিহাস-পুরাণে দেবতা মানুষের মধ্যে নেমে আসছেন। আগেরটা যেমন দুঃসাধ্য, পরেরটা তেমনি সহজ। মূর্তি-উপাসনার মূলও এইখানে।

তার পরের মামলা 'শিশ্নদেব'দের নিয়ে। এরাও নিশ্চয়ই অনৃতদেবদের মধ্যে পড়ে। ঋক্‌সংহিতার দু'জায়গায় এদের উল্লেখ আছে। একটি মন্ত্র বসিষ্ঠের, মূরদেবদের প্রতি যাঁর বিরূপতার পরিচয় আগেই পেয়েছি। ঋষি বলছেন, 'হে ইন্দ্র, যাদুবিদ্যা যেন আমাদের প্ররোচিত না করে, অথবা সেইসব ঘোষণা যাতে আছে বিদ্যার অভিমান, হে প্রবলতম; তিনি অভিভূত করুন সেই জীবকে যে আমাদের বি-ষম অরি; শিশ্নদেবেরা যেন আমাদের ঋতের মধ্যে ঢুকতে না পায় [৬৬]।' শেষের উক্তিটিতে

শাংখায়নগৃ ৪।১২।১৫, বৈখানসগৃ ৪।১১, ১১, ১২ ১৩। দেবকুল। দেউল। কৌষীতকিগৃ ২।৭ ২১, শাংখায়নগৃ ২।১২।৬, কাঠকগৃ ১৯।৩। দেবকুলায়তন কৌষীতকিগৃ ৩।১১।১৫। দেবতার অর্চা বিষ্ণুধ ২৩।৩৪, ৬৩।২৭ (বাসুদেবের), ৬৫।১। দেবালয় আগ্নিবেশ্যগৃ ২।৫।৮ ২ বৈখানসধ ৩।২।৮, ৬।৬, বিষ্ণুধ ৯১।১০। [২] 'অর্চা' ৫।২।১০১, মূর্তি-পূজক 'আর্চ'। 'প্রতিকৃতি' ইবে প্রতিকৃতৌ ৫।৩।৯৬, জীবিকার্থে চাপণ্যে ৯৯। তত্র পতঞ্জলির মহাভাষ্য অপণ্য ইতি উচ্যতে। তত্রেদং ন সিধ্যতি শিবঃ স্কন্দঃ বিশাখ ইতি। কিং কারণম্। মৌর্যৈর্ হিরণ্যার্থিভির্ অর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ ভবেৎ তাসু ন স্যাৎ। যাস্ ত্বে তা সম্প্রতি পূজার্থাস্ তাসু ভবিষ্যতি বা শ অগ্রবাল এথেকে সিদ্ধান্ত করছেন, পাঁচরকম দেবমূর্তি ছিল সার্বজনিক দেবায়তনের দেবলক ব্রাহ্মণদের, বিক্রির জন্য, মৌর্যদের পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত (দ্র পাণিনি-কালীন ভারতবর্ষ, চৌখাম্বা সংস্করণ, বারাণসী, পৃঃ ৩৫৬ ৫৮। এ প বানার্জী শাস্ত্রী বলছেন, মৌর্য বলতে রাজবংশ বোঝাচ্ছে না, কিন্তু 'মূর' বা মূর্তি নিয়ে কারবার যাদের তাদের দেখাচ্ছে (Iconism in India *Indian Historical Quarterly*, XII, pp 335-41)। কথাটা ভাববার মত। [৩] ৩।১৫২। [৪] তু. ভা. ১।৪।২৫।

[৬৬] ন যাতব ইন্দ্র জূজুবুর্ নো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ স শর্ধদ্ অর্যো বিষুণস্য জন্তোর্ মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ ঋতং নঃ ৭।২১।৫ 'বন্দনা' < √ বন্দ্। বন্দ, ঘোষণা করা (তু ঋ তরা হং শূর বার্তিভিঃ প্রত্যাসং সিন্ধুম্ 'আবদন্' ১।১১।৬), বৃহদ্ 'বদেম' বিদথে সুবীরাঃ ২।১।১৬ অনেকগুলি সূক্তের ধুয়া,, তা থেকে 'বাদ, উদ্য' যেমন ব্রহ্মবাদ ব্রহ্মোদ্য তারই বিকার হল 'জল্পি' জল্পনা কুতর্ক (তু ন্যায়ের বাদ জল্প এবং বিতণ্ডা) ঋতে যা নিন্দিত তু 'মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ' নিদ্রা যেন আমাকে কাবু না করে, না করে যেন জল্পনা ৮।৪৮।১৪; কুয়াসা আর জল্পনায় যাদের চিত্ত ছাওয়া ১০।৮২।৭ 'বেদ্যা' বিদ্যা, তু ৩।৫৬।১, ১০।৭১।৮; কিন্তু এখানে বাদের মতই নিন্দার্থে তু সৎ ও অসৎ নিয়ে 'বচসী পস্পৃধাতে'—কথার লড়াই

ঋতের সঙ্গে অনৃতের বিরোধ স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে, শিশ্নদেবেরা অনৃতদেব। মনে হয়, ঋকের চারটি পাদে চার শ্রেণীর দেববিরোধীর কথা বলা হচ্ছে। একশ্রেণীর হল যাতুধান বা যাদুকর, তুকতাক আর অপদেবতা নিয়ে যাদের কারবার। পূর্বোল্লিখিত রাক্ষোঘ্ন-সূক্তে [১]এদের প্রতি বসিষ্ঠের বিরাগ তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলছেন, [২]'হে অগ্নি, আমি দেবতাদের আহ্বান করি যাদু দিয়ে নয়; ঋতসিদ্ধ করেই ধীকে নিহিত করি (তাঁদের মধ্যে)' আরেক শ্রেণীর হচ্ছে দেবনিন্দক তার্কিক, রাক্ষোঘ্ন-সূক্তে এদের প্রতিও কটাক্ষ আছে।[৩] তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে 'অরি' দেবতাকে দিতে যাদের কুণ্ঠা, যারা 'বিষুণ' বা 'দ্বয়ারী' কখনও ভাল কখনও মন্দ, অতএব দ্বিধাগ্রস্ত। আর সবার শেষে এই শিশ্নদেবেরা।

আরেকটি মন্ত্রে আছে : [৬৭] 'তিনি (ইন্দ্র) খোঁড়া নয় এমন ঘোড়ায় চড়ে যান [১]বজ্রজয়ে: সূর্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আপন করতে গিয়ে ঘিরে ফেললেন (অসুরকে), যখন অগম দেবতা শতদুয়ারীর বিত্তকে অভিভূত করলেন [২]চিররূপে দিয়ে, মারলেন শিশ্নদেবদের।' ব্যাপারটা ঘোরালো, পিছনে রয়েছে ইন্দ্রের বৃত্রবধের কাহিনী। বৃত্র আবরিকা অবিদ্যাশক্তির সাধারণ সংজ্ঞা। একটি বৃত্র হল শম্বর, সে থাকে শতদুয়ারী দুর্গে। আমাদের এই আধার সেই শতদুয়ারী দুর্গ, যার মধ্যে দৈবী সম্পদ্ অসুরের কবলিত হয়ে অবরুদ্ধ রয়েছে। ইন্দ্র তাঁর বজ্রশক্তিতে এই অবরোধ ভেঙে সেই আলোকসম্পদ্কে উদ্ধার করেন। চিদাকাশে তখন সূর্য জ্বলে ওঠে, দেখা যায় দেবতার অনুপম অনির্বচনীয় জ্যোতির্বিগ্রহ। এখানে মূল অসুর শম্বর, আর শিশ্নদেবেরা হল তার অনুচর।

শিশ্ন বা জননেন্দ্রিয় দেবতা যাদের এই অর্থে যাস্ক বলছেন, 'শিশ্নদেবা অব্রহ্মচর্যাঃ' [৬৮]। দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে এই অর্থ খাটতে পারে, কেননা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে

৭।১০৪।১২, ইন্দ্র 'হন্ত্য্ আসদ্ বদন্তম্' অসদ্বাদীকে বিনাশ করেন ১৩ সর্বত্র একই অনুষঙ্গ। [১]দ্র ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৪। [২]'হুর্যামি দেবাঁ অযাতুর্ অগ্নে সাধন্ ঋতেন ধিয়ং দধামি ৭।৩৪।৮। [৩]৭।১০৪.১৪, এরা 'দ্রোঘবাচঃ' এদের কথায় কেবল বিদ্রোহ ফুটে ওঠে প্রতি তু 'অভি বো দেবীং ধিয়ং দধিধ্বং প্র বো দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বম্'—দেবতার মধ্যে নিহিত কর তোমাদের দিব্য ধীকে, এগিয়ে দাও তোমাদের বাককে তাঁদের দিকে ৭।৩৪।৯।

[৬৭] স বাজং যাতা হপদুষ্পদা যন্ত্ স্বর্ষাতা পরি ষদৎ সনিষ্যন্, অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ১০।৯৯।৩ তু শংম্ অশ্মন্ময়ীনাং পুরম্ ৪।৩০।২০। অসুরদের নিরানব্বইটি পুরের কথা নানাজায়গায় আছে। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক তিনটি ভূমিতেই দেবতারা আছেন সংখ্যায় যাঁরা তেত্রিশ জন অপ্রবুদ্ধ মানুষের মধ্যে তাঁরা অসুরদের কবলিত, তাই তাদের নিরানব্বইটি পুর। শতঘাতী ইন্দ্র তারও উজানে বলে 'শতক্রতু'। ইন্দ্র 'অত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ' শতদুয়ারী দুর্গে আবদ্ধ। অত্রির জন্য পথ খুঁজে বার করেন (১।৫১।৩)। এখানে আধারই হল সেই দুর্গ (তু উপনিষদের গুহাপ্রবিষ্টবিবরণ মু ২।১।১০, ৩।২।৯, ক ২।৩।১৫) আধারের গুহায় বন্দী এই অত্রি আবার 'সপ্তবধ্রিঃ' তাঁর সাতটি ক্লৈব্য বা অসামর্থ্য, তাঁর শীর্ষণ্য প্রাণের সাতটি শিখাই স্তিমিত ১০।৩৯।৯, তু 'নচিকেতা' যে জানে না। [১]বাজ। বজ্র। ওজঃ < √ বজ্ 'শক্তিতে উপচে পড়া'। তু Gk auxo I increase Lat *augere* 'to increase' অশ্ব 'বাজী', ওজঃশক্তির প্রতীক (তু ১০।৭০।১০)। [২]তু 'বপুঃ' ৫।১২।১

[৬৮] নি ৪।১৯। [১]শো ১৫।১; দ্র কেমী ৭৮—৮৪। শোতে দেখি, মাগধ পুংশ্চলী ব্রাত্যের সহচর, 'অব্রহ্মচর্যাঃ' বলে যাস্কের কটাক্ষ তখন মনে পড়ে। এইপ্রসঙ্গে 'কিতব ক্লীব'ও স্মরণীয়। তু তন্ত্রের বামাচার এবং দক্ষিণাচার, শিব মহাভোগী এবং মহাযোগী দুইই [২]'ত্রিরশ্রিং হন্তি চতুরশ্রির্ উগ্রো, দেবনিদো হ প্রথমা অজূর্যন্'—ত্রিকোণকে মারছে চতুষ্কোণ বজ্রতেজা হয়ে, দেব-

শিশ্নদেবেরা সেখানে আমাদেরই আধারের আসুরী বৃত্তি, ভোগৈশ্বর্য যাদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম মন্ত্রের শিশ্নদেবেরা স্পষ্টত অবৈদিক উপাসকসম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছে, কারণ সেখানকার প্রসঙ্গ অদেবদের নিয়ে এবং বিরোধের বিষয় হল 'ঋত' বা ধর্মানুষ্ঠান। আধুনিক পণ্ডিতেরা উভয়ক্ষেত্রেই শিশ্নদেবদের বলছেন লিঙ্গোপাসক। লিঙ্গ প্রতিমা নয়, প্রতীক। অধুনা তা শিবের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: পুরাণে শিব যজ্ঞভাগী নন, [1]ব্রাত্যদের তিনি পরমদেবতা একব্রাত্য মহাদেব ঈশান নীললোহিত তাঁর সংজ্ঞা, রুদ্রের মত ধনু তাঁর বিশিষ্ট প্রহরণ; বিষ্ণুর অবতার হয় অসুরবধের জন্য, কিন্তু অসুরেরা আবার শিবোপাসক, [2]সংহিতায় দেখি, বজ্র ত্রিশূলকে বিনাশ করছে, তাতে দেবনিন্দকদের ক্ষয় হচ্ছে; পুরাতত্ত্বের মতে সিন্ধু-উপত্যকায় লিঙ্গোপাসনার চল ছিল। এইথেকে বৈদিক আর অবৈদিক দুটি ধারায় বিরোধের একটা আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য তা পর্যবসিত হয়েছে সমন্বয়ে। লিঙ্গোপাসনা মূলত অবৈদিক হলেও বৈদিক পরম দেবতা বিষ্ণুতেও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল মনে হয়।[3]

দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক শেষপর্যন্ত দর্শনেও স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কর্মের অনুরোধে যে-পূর্বমীমাংসা বিশেষ করে দেববাদী, সে-ই দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক স্বীকার করে না, অথচ ব্রহ্মবাদী উত্তরমীমাংসারই দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ বেশী [৬৯]।

সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে দেখি, দেবতার রূপ আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট বিগ্রহ নাই; স্ত্রী পুং ভেদ বাদ দিলে সব দেবতাই প্রায় একরকম [৭০]। দেবতা অবশ্য মানুষেরই মত, তাঁকে বৃষভ বাজী সুপর্ণ হংস ইত্যাদি সম্বোধন করলেও এগুলি উপমামাত্র; বরং এর চাইতে তাঁর 'নর' সম্বোধনই বেশী। দেবতার বাহন বলে পশুও

নিন্দাকেরাই প্রথমে পুড়ে গেল ১।১৫২।২। বজ্র 'চতুরশ্রি' বা চতুষ্কোণ ৪।২২।২ (তু শৌ. ১০।৫।৫০), তা ইন্দ্রের প্রহরণ, আর শিব ত্রিশূলধারী। [3]বিষ্ণু 'শিপিবিষ্ট' ৭।১০০।৫-৭, দ্র. পরে 'বিষ্ণু', তু পৌরাণিক শালগ্রামশিলা। এইপ্রসঙ্গে তু স্কম্ভ থাম্বা, থাম: 'দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্' দ্যুলোকের স্তম্ভ (অগ্নি বা সূর্য) সংহত হয়ে রক্ষা করছেন ঊর্ধ্বলোককে ৪।১৩।৫ (১৪।৫), সোম 'দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাততঃ আপূর্ণ অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ' দ্যুলোকের স্তম্ভ যিনি, ধরে আছেন তাকে সুপ্রসারিত হয়ে, তাঁরই আপূর্ণ একটি অংশু ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ৯।৭৪।২ (সুষুম্ণাস্তম্ভের মাথায় সহস্রারকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তু ৮৬।৪৬)। 'আয়োঃ স্কম্ভ উপমস্য নীলে' প্রাণের স্তম্ভ ঊর্ধ্বতমের নীড়ে ১০।৫।৬ (বিশ্বের আদিকারণ; তার পরেই আছে দক্ষ আর অদিতির কথা - শিব দক্ষ আর দাক্ষায়ণী সতীর কথা মনে পড়ে)। বরুণ তাঁর স্তম্ভ দিয়ে দ্যুলোক-ভূলোককে ছেয়ে আছেন, ধরে আছেন দ্যুলোককে ৮।৪১।১০ (বরুণ আর শিব দুইই মহাকাশের দেবতা), দ্র শৌ স্কম্ভব্রহ্মসূক্ত ১০।৭।৮। স্কম্ভ আর শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তেমনি আবার দেখি, যজ্ঞের পশুবন্ধন 'যূপ', যাতে পশু বা প্রাণের 'সংজ্ঞপন' কিনা এই চেতনার প্রবিলয় সম্যক্ চেতনায়। আবার মৃত্যুঞ্জয় শিবও পশুপতি। মহাব্রতে অব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানও স্মরণীয়।

[৬৯] দ্র পূমী ৯।১।৯ শাবরভাষ্য, ব্রসূ ১।৩।২৬-৩০। বিগ্রহাদিপঞ্চক: 'বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্যং চ প্রসন্নতা, ফলপ্রদানম্ ইত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্'। আজ বৈদিক ঋষি ফিরে এলে দেখতে পেতেন মূর্তি আর লিঙ্গের উপাসনায় দেশ ছেয়ে আছে। একটির প্রেরণা এসেছে বিষ্ণু থেকে, আরেকটির শিব থেকে। একটিতে প্রধান প্রতিমা আরেকটিতে প্রতীক, একটিতে রূপ আরেকটিতে অরূপ।

[৭০] তু. শাকপূণির সমস্যা, টী. ৪৪।

দেবতার মর্যাদা পায়, কিন্তু তাবলে তার উপাসনা হয় না [৭১]। অনেক দেবতারই রথ আছে। কখনও প্রহরণে দেবতার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নৈসর্গিক মূল বেশ স্পষ্ট, এবং তাও দেবতাভেদের সূচক।

দেবতার রূপের পর গুণ আর কর্মের কথা। এইদিক দিয়ে দেবতাদের সাদৃশ্য আরও বেশী। সংহিতার প্রধান প্রধান দেবতার গুণবোধক বিশেষণের তালিকা থেকে দেখা যায়, অনেকগুলি বিশেষণ সব দেবতার বেলাতেই খাটে। কর্মের বেলায় খানিকটা বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেক কর্ম সব দেবতার পক্ষে সাধারণ। দেবতাদের গুণ- এবং কর্ম-বোধক এই সাধারণ বিশেষণগুলির আলোচনা থেকে বৈদিক ঋষির দৈবতভাবনার একটা পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখি, যাস্ক তাঁর নিরুক্তিতে দেবতার যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন 'দেবতার ধর্ম দান দীপন এবং দ্যোতন' অর্থাৎ উপাসককে ঋদ্ধ করা দীপ্ত করা এবং স্বপ্রকাশরূপে তার কাছে আবির্ভূত হওয়া মোটের উপর তা-ই সব দেবতার সাধারণ লক্ষণ। আর, গুণ এবং কর্মের এই সাধারণ্য যে এক মৌল অদ্বৈতবোধ দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তা স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

দেবতার সাধারণ বিশেষণগুলিকে গুণ কর্ম এবং সম্বন্ধ এই তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথম গুণের কথা ধরা যাক।

দেবতা **অজর** এবং **অমৃত** এই তাঁর প্রধান লক্ষণ। মানুষেরও পরম পুরুষার্থ হল 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হওয়া [৭২]। জরা-মৃত্যু প্রকৃতি-পরিণামের ফল। দেবতা তার ঊর্ধ্বে, তিনি **সৎ** স্বরূপ বা **সত্য**। তাঁর সত্তাতেই জগতে যা কিছু 'ভূত' অর্থাৎ হয়ে আছে তা সৎ, কেননা এসবই তাঁর বিসৃষ্টি, তিনি সর্বভূতের পতি, অতএব **সৎ-পতি**। এই যে সত্য বা সত্তা, তার ওপারে কাল যায় না, তাই দেবতা **প্রথম প্রত্ন** বা **পূর্ব্য**। এই অনাদি স্থিতিতে [1]তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তা-ই তাঁর স্বধা, অতএব তিনি **স্বধাবান্**। এ তাঁর স্থাণুত্বের দিক; আবার এথেকেই তাঁর বিসৃষ্টি বা উপচে পড়া ঋতের ছন্দে, যেমন নিসর্গে দেখি 'ঋতু'চক্রের আবর্তনে; অতএব তিনি **ঋতবান্**। স্থাণুত্ব এবং চরিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে এক হয়ে আছে বলে তিনি [2]**অসুর**। তিনি চিন্ময়, তাঁর চেতনা আলোর মত ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, তাই তিনি **প্রচেতাঃ**।

[৭১] প্রাতিতু পশ্বাকৃতি দেবতা অজ একপাৎ, অহি বুধ্ন্য, পৃশ্নি, সরমা। কিন্তু সেখানেও উপমার ভাবই প্রবল।

[৭২] তু ছা ৮।১।৫, ৭।১, ৩; শ্বে ২ ১২। ঋষি- ও মুনি- দুই ধারাবই এই লক্ষ্য। তু জরা ব্যাধি মৃত্যু জয়ের সংকল্প নিয়ে বুদ্ধের গৃহত্যাগ। জরাজয়ে জীবনোল্লাসের পরিচয়। সূর্যোপাসনার মূলে এই তত্ত্ব -বিষ্ণুর যে পরমপদে মধু বা অমৃতচেতনার উৎস (ঋ ১।১৫৪ ৬), যে মাধ্যন্দিন মহিমায় তিনি 'যুবা অকুমারঃ' বা নিত্যতরুণ (১।১৫৫।৬), তাথেকে আর স্খলিত না হওয়া [1]আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্ ১০।১২৯।২। [2]অসু, (<√ অস্ 'নিক্ষেপ করা, বিকিরণ করা', √ অস্ 'থাকা'র ব্যঞ্জনাও আছে) + অস্ত্যর্থে র। যেমন সূর্যমণ্ডল থেকে তাপ ও জ্যোতির বিকিরণ, ছা যাকে বলছেন 'ব্রহ্মতেজ' (৩।৫।৩)। ঋতে সূর্য তাই 'জীব অসুঃ' (১ ১১৩।১৬)। 'অসুর' দেবতার একটি অতিপ্রাচীন সাধারণ সংজ্ঞা (তু মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ ঋ ৩ ৫৫র ধুয়া) আরে অহুর। [3]তু শৌ অন্তি সন্তং ন জহাত্য্ অন্তি সন্তং ন পশ্যতি, দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ১০।৮।৩২। [4]< √ মহ্ 'আলো দেওয়া; ছড়িয়ে পড়া, সমর্থ হওয়া' তাথেকে 'মহঃ' আদিত্যরূপে চতুর্থ ব্যাহৃতি (তৈউ ১।৫) যাতে আছে দীপ্তি ব্যাপ্তি এবং শক্তির সঙ্গম। [5]< √ বৃহ্ 'বেড়ে চলা'। এই থেকে উপনিষদের 'ব্রহ্ম'।

আমাদের দৃষ্টি অচিত্তি বা অবিবেকে আচ্ছন্ন, আমরা 'নচিকেতাঃ', কিন্তু দেবতা **চিকিত্বান্**, সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং জানেন। তাই তিনি **বিদ্বান্, বিশ্ববেদাঃ**। নিখিল ধী বা বিজ্ঞানের উৎস বলে তিনি **ধীর**। তাঁর দৃষ্টি সৃষ্টির আকৃতিতে প্রসর্পিত, তাই তিনি **কবি**, এ-জগৎ তাঁর কাব্য। তিনি **শিব, শ্রীমান্, সুম্ন** বা আনন্দের নিলয়। তিনি **বিপ্র** বা ভাবে টলমল। বৈপুল্যে দীপ্তিতে এবং শক্তিতে তিনি **মহান্**, তিনি **বৃহৎ**।

তারপর, দেবতা সূর্যের মত তাঁর আলো আছে, তাপও আছে। এই তাপ বা **তপঃ** তাঁর চিৎশক্তি, তাঁর সিসৃক্ষা বা **ক্রতু**। তাঁর ক্রান্তদর্শী কবিচেতনা এই ক্রতুর উৎস বলে তিনি **কবিক্রতু, সুক্রতু**. আঁধারের আড়াল হতে আলো ছিনিয়ে আনেন তিনি আমাদের জন্যে, তাই তিনি **স্বর্বিদ্, স্বর্ষাঃ**। তিনি **বীর**, সব বাধাকে দলিত করেন বলে **সহস্বান্**। তাঁর আছে **রাজ** বা বজ্রতেজ, আছে **শবঃ, শুষ্ম** বা প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। তাইতে তিনি **বিচর্ষণি** বা সর্বসঞ্চর। নিরন্তর নির্ঝরিত তাঁর শক্তি, তাই তিনি **বৃষা**। নিখিলের তিনি **পতি** এবং **ঈশান**, পরম মমতায় আমাদের আগলে আছেন বলে **অবিতা** এবং **গোপা**। এই তাঁর শক্তি এবং কর্মের পরিচয়।

তাঁর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধই বড় স্বচ্ছন্দ এবং সুমঙ্গল। তিনি **যজত**, আমাদের উৎসর্গ এবং উপাসনার লক্ষ্য তখন তিনি আমাদের **রাজা পিতা মাতা সখা** – এমন-কি **সূনু** বা পুত্র, কেননা আমাদের তপঃশক্তিতে আমরাই যে তাঁকে জন্ম দিই এই আধারে। সর্বদা তিনি আমাদের **প্রিয়**। তিনি **সুমতি**, আমরা তাঁর মন পেয়েছি। তাঁর সমস্ত সম্পদ্ আমাদের তিনি ঢেলে দেন বলে **সুদানু**

যার যে দেবতাই ইষ্ট হন না কেন, এই বিশেষণগুলি অনায়াসে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। বিশেষণের এই সাম্য দেবতাসম্পর্কে ঋষির অদ্বয়ভাবনারই পরিচায়ক। নামে আর রূপে পৃথক হলেও সব দেবতা সেই একেরই বিভূতি। বহু গোড়ায়, কিন্তু তার শেষ একে। আবার এক হতেই বহুর বিসৃষ্টি—সূর্যমণ্ডল হতে সূর্যকিরণের মত। বহু এবং এক দুইই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।

৩ দেবতার সংখ্যা

দেবতার স্বরূপ রূপ গুণ আর কর্মের কথা হল, এইবার সংখ্যার কথা · দেবতা এক না বহু। প্রথম অধ্যায়ে এ নিয়ে সূত্রাকারে কিছু আলোচনা করেছি। [৭৩] বর্তমান প্রসঙ্গ তারই অনুবৃত্তি এবং প্রপঞ্চন।

বেদে বহু দেবতার উল্লেখ একনজরেই সবার চোখে পড়ে। রূপের কথা বাদ দিয়ে দেবতার স্বরূপ গুণ আর কর্মের দিক থেকে বিচার করলে এই বহুত্বের ভাবনা যে আদ্যোপান্ত একত্বভাবনার দ্বারা বিধৃত, পূর্বের আলোচনা হতে তার আভাস পাওয়া যাবে। রূপের দিক দিয়েও দেবতার অমূর্তত্ব একত্বভাবনার পোষক, কেননা বহুর

[৭৩] দ্র. পৃ. ২০-২৩।

মেলা রূপ আর ইন্দ্রিয়বোধের জগতেই, যা অরূপ এবং অতীন্দ্রিয় তার প্রবণতা স্বভাবত একরস প্রত্যয়ের দিকে। বহু আর একের মধ্যে আর্যভাবনা যে কোনও বিরোধ দেখে না, বারবার একথার উল্লেখ করতে হচ্ছে এইজন্য যে এদেশের বহুদেববাদের প্রতি ভিন্নধর্মীদের উন্নাসিক কটাক্ষপাত যে কিছুটা হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করেছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিচারে তা ভিত্তিহীন বলেই তার অপনোদন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতার সংখ্যা নিয়ে শাকল্যের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরের একটা রোচক বিবরণ আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতা কয়জন?' যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বললেন, 'তিন শ' তিন আর তিন হাজার তিন জন।' তারপর ক্রমে-ক্রমে সে-সংখ্যাকে কমিয়ে বললেন, 'দেবতা একজনই। সে দেবতা হলেন প্রাণ। তাঁকে তত্ত্ববিদেরা বলেন ব্রহ্ম বা ত্যৎ। এই প্রাণ-ব্রহ্মই বিভিন্ন লোকে অর্থাৎ মনোজ্যোতিতে আলোকিত চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে অভিব্যক্ত হয়েছেন শারীর-পুরুষ হতে আদিত্যপুরুষ বা ছায়াপুরুষরূপে। আবার তিনিই দিকে দিকে রয়েছেন বিভিন্ন দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং ঊর্ধ্ব- এই পাঁচ দিক হতে পাঁচটি দেবতা শলাকার মত সঙ্গত হয়েছেন জীবের হৃদয়ে। হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা পঞ্চবৃত্তি প্রাণে। প্রাণের প্রতিষ্ঠা "নেতি-নেতি"বাদলভ্য অসঙ্গ আত্মাতে। তিনিই ঔপনিষদ পুরুষ। বাইরের যা-কিছু সব যেমন তাঁহতে বিসৃষ্ট, তেমনি আবার তাঁতেই নিহিত। আবার সবাইকে অতিক্রম করে রয়েছেন তিনিই। তিনিই "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।" তিনিই এক দেবতা [৭৪]।'

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা একদেববাদ (Monotheism) আর অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। দেববাদ আসে পরাক্ (objective) দৃষ্টি হতে; ইষ্ট তখন জ্ঞেয়। আর ইষ্ট যখন জ্ঞান, তখন প্রত্যক্ (subjective) অনুভব থেকে আসে অদ্বৈতবাদ। একদেববাদ থাকে তার কুক্ষিগত। কিন্তু এতেই সব ফুরিয়ে যায় না। প্রত্যক্ অনুভবের চরমে একটা কিছু থাকে যা ধরা-ছোঁবার বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বলছেন 'ত্যৎ'। তার আদেশ হল 'নেতি নেতি'।

এক দেবতাই আছেন বলে অন্য দেবতা নাই, এদেশের একদেববাদ কোনদিনই একথা বলে না। বহুকে বাদ দিয়ে এক নয়, বহুকে নিয়েই এক। অবশ্য একের দিকে চলতে গিয়ে 'নেতি নেতি' বলে বহুকে একসময় বাদ দিয়ে যাই আমারই গরজে। কিন্তু মূলে পৌঁছে দেখি, সেখান থেকে একই বহুধা প্রজাত হচ্ছেন। তখন আবার বলি, 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।' বহু দেবতা তখন এক দেবতারই মহিমা। শাকল্যব্রাহ্মণের গোড়াতেই যাজ্ঞবল্ক্য এই মহিমার কথা বলে রেখেছেন। গীতায় একে বলা হয়েছে 'বিভূতি' [৭৫]। আগেই বলেছি, এই বিভূতিবাদ না বুঝলে এদেশের একদেববাদ

[৭৪] দ্র বৃ ৩।৯; বেদ্মী প্‌ ২০৩৪ টীকাসহ। প্রতিতু ঋ ৩ ৯।৯।

[৭৫] 'ভূতি' হওয়া, becoming (তু Gk *phusis* nature')। তাথেকে হওয়ার বৈচিত্র্য বোঝাতে 'বি ভূতি' (তু ঋ একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮ ৫৮।২, ১।৮।৯, ৩০ ৫, ৬ ২১।১, ১৭।৪ 'বিচিত্ররূপে প্রকাশমান'), আর সমাহার বোঝাতে 'সম্ ভূতি' (তু এতাবতী মহিনা সং বভূব ১০।১২৫।৮, ঐ ১২, ১৪)। বৈদিক ভাবনায় বিশ্বের বিসৃষ্টি হল দেবতার বিভূতি

বোঝা যায় না, বোঝা যায় না অদ্বৈতবাদী শঙ্করকে বহু দেবতার স্তুতিকার বলে কল্পনা করতে কেন আমাদের বাধে না, কেন বৈনাশিক বৌদ্ধের মহাশূন্যে হাজার-হাজার দেব-দেবী ভিড় করে নামেন। এগুলি অবক্ষয়ের চিহ্ন নয়, উপলব্ধির পূর্ণতার নিদর্শন। আগাগোড়াই এদেশের অধ্যাত্মমানসের গড়নটা এইরকম।

এই মানসিকতার মূলে যে ভাবনা ক্রিয়া করেছে, তার রূপ এই। আমি, আমার জগৎ, আর এ-দুটিকে কুক্ষিগত করে রয়েছে যে-পরমতত্ত্ব—তারা তিনে এক, একে তিন। আত্মা জগৎ আর ব্রহ্ম এক। এই হল অদ্বৈতবাদের মর্মকথা। তার অনুভবের স্ফুরণের একটা স্বাভাবিক রীতি আছে। মানুষ পরমতত্ত্বকে প্রথম দেখে পরাক্ দৃষ্টিতে তত্ত্ব তখন দেবতা, এবং দেবতা বিশ্বের নির্মাতা ও বিধাতা। আমাতে বিশ্বে এবং দেবতায় তখন ভেদভাব প্রবল। দর্শনের সাধন তখন মন, ভেদের সংস্কার যার স্বাভাবিক কিন্তু 'দীধিতি' [৭৬] বা অন্তরাবৃত্ত একাগ্রতার প্রেরণায় [১]এই মনই উত্তীর্ণ হয় মনীষায়, তলিয়ে যায় হৃদয়ের অতলে। তখন দেবতার সঙ্গে আমার সাযুজ্যবোধ জন্মে।[২] অনুভব করি আমাতে তাঁর আবির্ভাব। অনুভবের গাঢ়তায় দেখি, আমার সবটাই তিনি, আমি তাঁর প্রতিরূপ। অবশেষে দেখি, তিনি শুধু আমি হয়েই নাই তিনিই সব কিছু হয়ে রয়েছেন: 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে', 'শ্রিয়ো রসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ'। তখন তিনি আর জগতের নির্মাতা নন, জগৎ তাঁর 'বিসৃষ্টি' কিনা আত্মোৎসারণ। তখন জগৎকে দেখতে গিয়ে তাঁকেই দেখি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' সহস্র শির নিয়ে সহস্র চোখে চেয়ে সহস্র চরণে তিনিই বিচরণ করছেন, সবদিক থেকে এই ভূমিকে আবৃত করে আবার দশ আঙুল তাকে ছাপিয়ে রয়েছেন।

এই দৃষ্টি যখন খোলে, তখন কোন-কিছুকেই বর্জন করার কথা ওঠে না। সবাইকে নিয়েই তখন এক। একের সংজ্ঞা তখন সৎ। সংহিতার ভাষায় দেবতা তখন 'একং সৎ'।

অদ্বৈতভাবনার এই একদিক—এ হল ইতিবাদ। আবার এই সৎকেও ছাপিয়ে রয়েছে অসৎ। তখন নেতিবাদে পাই অদ্বৈতভাবনার আরেকদিকের পরিচয়। নেতিবাদ গোড়াতেও আসতে পারে উজিয়ে যাবার সময়। প্রথমে বলি, তিনি এ নন, তা নন;

বা এক হতে রূপে রূপে প্রতিরূপ বা বহু 'হওয়া'। যেখানে কিছুই হয় না, তা অসম্ভূতি বিনাশ বা অসৎ (তু ঈ ১২-১৪, ঋ ১০।৫।৭, ৭২।২-৩, ৮, ৯, ১২৯।১, ম)। বিসৃষ্টির ধারা তাহলে অসম্ভূতি > সম্ভূতি > বিভূতি উপনিষদের ভাষায় এই সম্ভূতি 'সর্বেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ, অন্তর্যামী যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্, মা ৬। তু গী ১০ 'বিভূতিযোগ'।

[৭৬] 'দীধিতি' (< √ধী 'ভাবা, ধ্যান করা', নিঘ 'রশ্মি' ১।৫) ধ্যানতন্ময়তা তু ঋ 'ইমাং সা বো অস্মে দীধিতির্ যজত্রা অপিপ্রাণী সদনী চ ভূয়াঃ নি যা দেবেষু যততে বসূযুঃ' তোমাদের উদ্দেশে হে যজনীয়গণ আমাদের দীধিতি হক সবার আপূরক এবং তোমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী, দেবতাদের লক্ষ্য করে নিবিড় যার প্রযত্ন আলোর কামনায় ১।১৮৬।১১। ধ্যানচেতনার একতানতা আবেশ এবং ব্যাপ্তি এই তিনটি লক্ষণই এখানে ফুটে উঠেছে। [১]তু ঋ ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত যিনি আদি পতি, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে ধ্যানচেতনাকে তারা মার্জিত করেন মন মনীষা আর হৃদয় দিয়ে ১।৬১।২। তু ক ২।৩।৯: মন দিয়ে খোঁজা, মনীষা দিয়ে বোঝা আর হৃদয় দিয়ে পাওয়া। [২]ঋক্‌সংহিতায় আত্মস্তুতিবাচক মন্ত্রগুলির উৎপত্তি এই হতে। তু এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাহবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯।

তারপর বলি, তিনিই সব। বৈদিক ঋষি প্রথমটির উপমা দিয়েছেন রাত্রির সঙ্গে, তার দেবতা বরুণ। দ্বিতীয়টির উপমা হল দিন, তার দেবতা মিত্র। সত্যের মহাসূর্য জ্বলছে তারও ওপারে। সেখানে দিনও নাই রাতও নাই, সৎও নাই অসৎও নাই।

পূর্ণাদ্বৈতের এই ত্রিপুটী সৎ, অসৎ, ন সৎ না সৎ। এ হল সংহিতার সংজ্ঞা। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় তা-ই হল প্রাণ, ব্রহ্ম এবং তৎ। প্রাণ 'সৎপতিঃ' এসবই তাঁর বিভূতি; ব্রহ্ম অতিষ্ঠা হয়ে প্রাণের প্রতিষ্ঠা; তৎ অনির্বচনীয়। আত্মচৈতন্যেই এই পরম ত্রিপুটীর অনুভব হয়। হৃদয় সেই অনুভবের স্থান -একথা যাজ্ঞবল্ক্য বারবার বলেছেন।

বহু এক আর শূন্য এ-তিনে যে বিরোধ নাই, তা আমাদের চিত্তের ক্রিয়াতেও দেখতে পাই। চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তি বহুর মেলাতে কখনও মূঢ়, কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও বিক্ষিপ্ত। এই তার অযুক্ত প্রাকৃত দশা। সেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়ে হয় একাগ্র। তখনই যোগের শুরু। তারপর একাগ্র বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়ে চিত্ত শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার ভূমিতে আবার একাগ্রজ্যোতির বিম্ব হতে বিকীর্ণ হয় বহুর রশ্মি। বৈদিক ঋষির ভাষায় এ যেন রাত্রির অব্যক্ত হতে উষার জন্ম [৭৭]। নিরোধপ্রতিষ্ঠ একাগ্র-চিত্তের যে-বিক্ষেপ, তা সম্ভূতি বা শুদ্ধসত্ত্বের উল্লাস। বহু তখন এক সত্যেরই সত্যবিভূতি।

অসৎ সৎ আর দেবতা পরমতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই 'একম্ এবাদ্বিতীয়ম্'। তিনটি বিভাব একই তত্ত্বকে চেতনার তিনটি ভূমি হতে দেখার ফল। যখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকছে, তখন তত্ত্বকে বলি দেবতা। যখন সম্বন্ধকে ছাপিয়ে শুধু সম্বন্ধীকে লক্ষ্য করি, তখন বলি 'সৎ'। তারও উজানে যখন কিছুই থাকছে না, তখন বলি 'অসৎ'। আবার সব জড়িয়ে বলি 'ন সৎ না সৎ'। সংহিতার ভাষায় এই অনুভব-গুলির যথাক্রমে সংজ্ঞা হল 'একো দেবঃ', 'একং সৎ', 'একং তৎ', 'ন সন্ না সৎ'। এই চতুষ্কোটিক একের আশ্রয়ে বহুর প্রকাশ ভূলোকে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে সর্বত্র। সর্বত্রই দেবতা, সবই দেবতা। দেববিভূতির যে-কোনও একটিকে ধরে বহুর মেলা হতে একের দিকে উজিয়ে যেতে পারি। ওই বিশিষ্ট দেববিভূতি তখন আমার 'ইষ্ট দেবতা'। অনুভবের তুঙ্গতম শৃঙ্গে পৌঁছে দেখি, আমার দেবতাই আর-সব দেবতা হয়েছেন। এই একধরনের একদেববাদ যা আবহমানকাল এদেশের অধ্যাত্মভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য [৭৮]। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁদের Monotheism এর সঙ্গে না মেলাতে পেরে এর একটা নাম দিয়ে রেখেছেন Henotheism এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের অধ্যাত্মসংস্কার বস্তুত এই অনুভবের অনুকূল নয়। অথচ এদেশের কট্টর একদেববাদী যে একান্তী বৈষ্ণব, তিনিও একক মানেন বলে বহুকে খেদিয়ে দেন না।

এদেশের অদ্বৈতবাদের স্বরূপ বুঝতে গেলে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। Polytheism থেকে Monotheism এবং তা থেকে Monism এদেশে ক্রমে-ক্রমে অভিব্যক্ত হয়েছে -একথা প্রকল্প হিসাবে শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু আসলে কথাটা

---

[৭৭] দ্র ঋ ১।১১৩।১, ২। রাত্রি এবং উষা দুইই 'অমৃতা'।
[৭৮] দ্র. টীমু. ৮৫।

ভিত্তিহীন [৭৯]। বিভূতি দেবতা আর তত্ত্বের মাঝে চেতনার যাতায়াতের পথ আমাদের সবসময়ই খোলা। বস্তুত সংখ্যার অদ্বৈত বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে ভাবের অদ্বৈত। সেই একই পরম সত্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বহুর ঠাঁই হতে পারে।

চিন্ময় প্রত্যক্ষের কথা আগেও বলেছি : শুধু চোখ বুজে অন্তরে দেবতাকে অনুভব করা নয়, চোখ মেলে বাইরেও তাঁকে দেখা জ্যোতীরূপে দেখা, বায়ুরূপে তাঁর স্পর্শ পাওয়া, বাক্‌রূপে তাঁকে শোনা [৮০]। মন্ত্রসংহিতায় দেবতার যে-বিজ্ঞান,

[৭৯] Hoebel একজন প্রখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর *The Man in the Primitive World* (New York, 1958) থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

'আদিমানবের মন পরমপুরুষ বা আদিদেবের ধারণা করতে পারে না -পণ্ডিতমহলে এ-সংস্কার আঁকড়ে থাকবার দিন পার হয়ে গেছে। Tylor (*Primitive Culture*, New York, 1874) অনুমান করেছিলেন, আদিদেবের ধারণা মানুষের দীর্ঘযুগের বৌদ্ধিক পরিণামের শেষ ফল—তার গোড়ায় ছিল আত্মার ধারণা, তাথেকে ভূত ও পিতৃপুরুষের উপাসনা, তারপর নিসর্গোপাসনাকে আশ্রয় করে বহুদেববাদ এবং সবার শেষে একদেববাদ। কিন্তু এইটাই তাঁর সবচাইতে বড় ভুল।

Lang ওই শতাব্দীর শেষদিকে প্রমাণ করলেন (*The Making of Religion*, London 1898), অস্ট্রেলিয়ান, পলিনেশিয়ান, আফ্রিকান এবং আদিম আমেরিকানদের আদিদেবের ধারণা খৃষ্টধর্ম থেকে আসেনি। অস্ট্রিয়ার অক্লান্তকর্মী নৃতত্ত্ববিদ Schmidt চার খণ্ডে রচিত তাঁর অতিকায় গ্রন্থ *Der Ursprung der Gottesidee* (ইংরেজিতে সংক্ষিপ্তসার *The Origin and Growth of Religion*, New York 1935)তে এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

Langএর মনে হয়েছিল, আদিদেবের ধারণা গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্মীয় ভাবনা অন্তর্মুখ হওয়ার ফলে। আদিমানবের চিত্ত যখন উঁচু গ্রামে বাঁধা থাকত, তখন ন্যায়সম্মত দার্শনিক ধারণা তার পক্ষে অসম্ভব হত না। কিন্তু সেই চিত্ত আবার নিচু গ্রামে নেমে এসে স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় সৃষ্টি করেছে ভূত প্রেত আর উপদেবতার দঙ্গল।...

'Langএর পর Radin (*Monotheism in Primitive Religion*, New York, 1927, *Primitive Man as Philosopher*, New York, 1927, 2nd ed 1956) Langএর ভাবনাকে যেভাবে সংস্কৃত করলেন তা লক্ষণীয়। আদিদেবের বিশুদ্ধ ভাবনা পরে আবিল হয়ে উঠল এ না বলে তিনি বললেন একই সময়ে মানুষের মনে বিপরীত দুটি ভাবনার ধারা থাকতে পারে—একটি আদর্শানুগ, আরেকটি বাস্তবানুগ আদর্শবাদীরা বুদ্ধিপ্রধান এবং মননশীল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এদের কেউ-না-কেউ সব সমাজেই আছে। জীবন আর জগতের সমস্যা নিয়ে দার্শনিকতা করা তাদের স্বভাব। বিশ্বরহস্য বুঝতে গিয়ে তাদের ভাবনা একটা ঋজু সুসংহত এবং একমুখী ধারায় চলে। তারই পরিণাম হল আদিদেবের কল্পনা। আদর্শবাদী বলেই স্থূল পার্থিব কামনা তাদের মন টানে না তাই তাদের দেবতা মানুষের ছোটখাটো দাবিদাওয়ার প্রতি নিরপেক্ষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জড়বাদী। পেটের চিন্তা দেহের স্বাস্থ্য ধন-জন প্রতিপত্তি এগুলিই তাদের কাছে বড়। এসবের অভাব পূরণ করবার সামর্থ্য রাখে, এমন দেবতা আর উপদেবতা দিয়ে পাশাপাশি তারা আরেকটা ধর্ম গড়ে তোলে।' (pp 552-54)

Hoebel Radinএর সঙ্গে মোটামুটি একমত। তবে তিনি বলতে চান ধর্মবোধের উৎস শুধু দার্শনিকতাই নয়—'আত্মায় বিশ্বাস, ভূতের ভয়, জন্মের ভয়, পিতৃপূজা, উপদেবতা নিয়ে কারবার, নিসর্গপূজা দার্শনিক ভাবনা সবকিছুই তার মূলে আছে। একেক সংস্কৃতি একেকটার উপর জোর দেয় বেশী এই মাত্র। আসলে ধর্মবোধ এমন এক বৃক্ষ, যার বহু মূল বহু ফল।'

বস্তুত ধর্মবোধের মূল হচ্ছে মহিমবোধ, নৃতত্ত্ববিদ্‌দের animism হল যার অধিদৈবত এবং পরাক্‌-বৃত্ত রূপ, আর mana অধ্যাত্ম এবং প্রত্যক্‌-বৃত্ত রূপ। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে।

[৮০] দর্শন প্রধানত সূর্যরূপে, কিন্তু বায়ুও 'দর্শত' (তু ঋ. ১ ২ ১); তৈউ শান্তিপাঠ, বায়ো ত্বম্‌ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি)। সংহিতায় মরুদ্‌গণের মাতা 'পৃশ্নি' (তু ঋ ১।১৬৮।৯) < √স্পৃশ্‌ + নি (তু. নি ২।১৪।২), স্পষ্টত ব্রহ্মসংস্পর্শের দেবতা, নিঘণ্টুমতে পৃশ্নি আদিত্য এবং দ্যুলোকের সাধারণ নাম (১।৪, তু ঋ 'মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নির্‌ অশ্মা' আদিত্যপিণ্ড ৫ ৪৭।৩), অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শ দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত এবং আদিত্যে চিদ্‌ঘন এই হতে মরুদ্‌গণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের উদ্ভব, তাঁরাও স্পর্শের দেবতা। শ্রুতি মাধ্যমিকা বাকের—মেঘগর্জনরূপে, আবার সৃষ্টির প্রবর্তিকা গৌরীরূপা বাকের হাম্বাধ্বনির (ঋ. ১।১৬৪।৪১, ৪২)।

তা এই রীতিতে। দেবাবিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার যে-প্রত্যক্ষ, তার পরিণাম চেতনার বিস্ফারণ, তারই প্রকাশ 'ব্রহ্মে' বা মন্ত্রে। মন্ত্রে দেবতা অন্তরে-বাইরে উভয়ত্র প্রত্যক্ষ। আর উপনিষদে 'নিষত্তি'র ফলে বিশেষ করে তাঁর আন্তর প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে মন্ত্রই বস্তুত ঔপনিষদ-ভাবনার বীজ। মন্ত্রে চিন্ময়-বাহ্যপ্রত্যক্ষের যে-উদানগাথা, সিদ্ধচেতনা তার উৎস; উপনিষদে তাকেই সাধকচিত্তের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা হয়েছে। অতএব উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির পরিপাকের ফলে বহু হতে একের ধারণায় পৌঁছন নয়, মন্ত্রের বোধিজ অদ্বৈতপ্রত্যয় হতে বুদ্ধিতে নেমে আসা।

শ্রদ্ধার আবেশে বাহ্যপ্রত্যক্ষ যখন চিন্ময় হয়ে ওঠে, তখন এই বোধির আবির্ভাব হয়। দেবতা তখন চোখের সামনে, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের দুটি রীতি আছে, রামকৃষ্ণদেবের দুটি অনুভবকে তাদের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। একদিন সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'এ কি! চোখে যেন ন্যাবা লেগেছে। সবই যে দেখছি তিনি।' আরেকদিনের অনুভব : 'সকালে পূজার জন্য ফুল তুলতে গেছি বাগানে। দেখি, গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে, না বিরাটের পূজা হয়ে রয়েছে। সবই যে তিনি! তখন উন্মত্তের মত ফুল ছুঁড়তে লাগলাম।' দুটি অনুভবের আগেরটি হল ভিতরের আলোতে বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি উপনিষদের ধারা। আর দ্বিতীয়টি হল বাইরের অলখের আলোতেই বাইরকে আলোময় দেখা, এইটি সংহিতার ধারা। অলখ তখন অরোরার আলোর মত চোখের সামনে ঝলসে ওঠেন, এই হৃদয়ে আবিষ্ট হন। মানুষ তখন মরমী বা কবি।

ঋষি কবির অদ্বৈতবোধ অতিসহজে উৎসারিত হয়েছে দুটি চিন্ময় প্রত্যক্ষ হতে। চোখের সামনে তিনি দেখছেন সবাইকে আবৃত করে এক ব্যোম বা আকাশ, আর সেই আকাশে বিবস্বান্ এক সূর্য। এক আকাশ, তার দৈবত সংজ্ঞা হল 'দ্যৌঃ পিতা', 'বরুণ' অথবা 'মাতা অদিতি'। এক সূর্য, তার দৈবত-সংজ্ঞা 'মিত্র', 'সবিতা', 'আদিত্য'। একটি ছায়া, একটি আতপ; একটি রাতের আঁধার, একটি দিনের আলো; দুটিতে মিলে অবিনাভূত এক ছায়াতপের বা উষাসানক্তের মিথুন [৪১]। মানুষের হৃদয়ে আছে আলোর পিপাসা; তার সাক্ষাৎ চরিতার্থতা ওই সূর্যের সাযুজ্যে। আছে প্রশমের সঙ্কর্ষণ; তার চরিতার্থতা ওই আকাশের শূন্যতায়। দুটিতে অদ্বৈতবোধের দুটি বিভাব। যা প্রশম, সংহিতায় তার বীজমন্ত্র 'শম্'; আর তাহতে সর্বতোভাস্বর সর্বযোনি আলোর যে-বিচ্ছুরণ, তার বীজ 'য়োঃ'। শিব-শক্তির মত দুটি যুগনদ্ধ [৪২]। আকাশে আলোর উন্মেষ আবার আলোর নিমেষ—দেবতার এই নিত্যপ্রত্যক্ষ মহিমা হতেই বৈদিক ঋষির অদ্বৈতবোধ উৎসারিত হয়েছে অনায়াসে। এ-বোধের আশ্রয় তর্ক নয়, আপামরসাধারণ [৪৩] অতি সহজ এবং আদিম একটি প্রত্যক্ষ।

[৪১] ব্রহ্মসূত্রে তাই হয়েছে আকাশ ও প্রাণের মিথুন (১।১।২২, ২৩)। প্রাণের অধিদৈবতরূপ হল সূর্য (তু প্রউ প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্য্ এষ সূর্যঃ ১।৮)।

[৪২] ঋক্‌সংহিতায় দুটি বীজের একসঙ্গে উল্লেখ বহুজায়গায় : ১।৯৩।৭, ২।৩৩।১৩, ৩।১৭।৩, ৪।১২।৫, ৫।৪৭।৭, ৬।৫০।৭, ৭।৩৫।১ (সমস্ত সূক্তটি জুড়ে 'শম্'এর প্রার্থনা), ৮।৩৯।৪, ১০।১৮২।১-৩...। য়োঃ < √ য়ু, ॥ 'য়োধা', 'য়োনিঃ'।

[৪৩] সে-প্রত্যক্ষ সূর্যের। তু. ঋ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্ ৭।৬৩।১।

এইবার এই অদ্বৈতবাদের পরিপোষক কিছু বেদমন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। ঋক্‌সংহিতা থেকে মন্ত্রগুলি নেওয়া হল, কেননা সংহিতাগুলির মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন এবং সর্বভাবযোনি। এখানে স্পষ্টলিঙ্গক অদ্বৈতবোধেরই পরিচয় দিচ্ছি, নইলে অস্পষ্টলিঙ্গক অদ্বৈতবোধ ছড়িয়ে আছে বেদের সর্বত্র। তবে তা সেমিটিক এক-দেববাদের মত কেবল নৈতিভাবনার সঙিন উঁচিয়ে নাই, একথা আগেই বলেছি।

অদ্বৈতবোধের চারটি ভূমি সংহিতায় সূচিত হয়েছে যথাক্রমে দেবভাবনার চারটি সূত্রে : [৮৪] প্রথম 'একো দেবঃ'—যখন দেবতার বিশেষণ আছে; দ্বিতীয় ভূমিতে দেবতা 'একং সৎ'—যখন তিনি অরূপ সন্মাত্র; তৃতীয় ভূমিতে তিনি 'একং তৎ'—যখন তাঁকে আর সত্তার দ্বারাও বিশেষিত করা যায় না বলে [১] তিনি অসৎকল্প; চতুর্থ-ভূমিতে তিনি সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত অতএব 'ন সৎ না সৎ'। একেকটি ভূমি ধরে মন্ত্রের আলোচনা করছি। একের সঙ্গে বহু জড়িয়ে আছে; সুতরাং একদেবের প্রসঙ্গে বহু দেবতার কথা আপনি এসে যাবে। সূত্রাকারে তাঁদেরও পরিচয় দিয়ে যাব, তার বিস্তার পরে হবে।

অদ্বৈতবোধের প্রথম ভূমি দেববাদের আশ্রিত, তার সূত্র 'একো দেবঃ'। এককে তখন জানছি দেবতা বলে, পুরুষবিধ বলে। এই দেবতা আমার ইষ্ট বা পরম উপাস্য; অন্যান্য দেবতা তাঁরই বিভূতি। ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের গোড়াতে এইধরনের একদেববাদের [৮৫] একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। ঋষি গৃৎসমদ অগ্নিকে সম্বোধন করে বলছেন, 'তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মণস্পতি, তুমি মিত্র বরুণ ও অর্যমা, তুমি ত্বষ্টা রুদ্র এবং মরুদ্‌গণ, তুমি পূষা সবিতা এবং ভগ' ইত্যাদি। পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে বসুশ্রুত আত্রেয়ের অগ্নিস্তুতিও এইধরনের। সংহিতার বিভিন্ন মণ্ডলে বৈশ্বানরসূক্তগুলিতে এইভাবে দেবতার আদিদেবত্ব এবং সর্বময়ত্ব বর্ণিত হয়েছে—বিশেষ করে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের তিনটি বৈশ্বানরসূক্তে [১] এবং আঙ্গিরস মূর্ধন্বানের সূক্তটিতে। [২] চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ইন্দ্রেরও এই বর্ণনা দিচ্ছেন। [৩] গোতম রাহূগণ

[৮৪] 'একো দেবঃ' ঋতেও আছে : ১০।৫১।১; তু তৈস ৫।৬।১।৩; শৌ. ১০।২।১৪, ৩।১৩।৪, ১০।৮।২৮। ঋতে সাধারণত একদেবের সংজ্ঞা দেওয়া আছে, যেমন, ইন্দ্র 'এক ঈশান ওজসা' ৮।৬।৪১, 'একো বসূনি পত্যতে' ৬।৪৫।২০; একঃ সুপর্ণঃ ১০।১১৪।৪; এক পুরুষ ১০।৯০, এক বিষ্ণু ১।১৫৪।৪। অথবা বিশেষণযোগে একদেবের উল্লেখ, যেমন 'দেবো নেতা' ৫ ৫০ সূ, এক 'বশী' ১০।১১০।২ । তু তৈস এক এব রুদ্রঃ ১।৮।৬।১ শ্বে ৩।২)। [১] সৎ একটি ইতিবাচক সংজ্ঞা। কিন্তু অনুভবের চরমভূমিতে তা দিয়েও যখন পরমদেবতার অবধারণ সম্ভব হয় না, তখন তাঁকে বলতে হয় 'অসৎ' অথচ সৎএর প্রভব (তু ঋ. সতো বন্ধুম্ অসতি নির্‌ অবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪)। সংহিতায় এই তাঁর 'তৎ'-স্বরূপ।

[৮৫] ঋ ২।১।৩—৭। [১] ৬।৭ ৯ সূ। [২] ১০।৮৮ সূ। [৩] ৪।২৬।১। [৪] অদিতির্‌ দ্যৌর্‌ অদিতির্‌ অন্তরিক্ষম্‌ অদিতির্‌ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্‌ জাতম্‌ (যা হয়েছে) অদিতির্‌ জনিত্বম্‌ (যা হবে) ১।৮৯।১০। তু ক অদিতির্‌ দেবতাময়ী, য়া ভূতেভির্‌ ব্যজায়ত ২।১।৭। [৫] ঋ ১০।১২৫ সূ। [৬] ৮ ৯৮।২, দূল্‌ হো নক্ষত্র উত বিশ্বদেবঃ (দেবতা সূর্যরূপে প্রত্যক্ষ) ৬।৬৭।৬, ৫।৮২।৭, ১।১৪২।১২, ৪।৫০।৬, ৯।৯২।৩ ও ১০৩।৪। [৭] ১০।৮১, ৮২; ১২১। [৮] বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি (ইন্দ্র) ৮।৯৮।২; য়েনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা (সূর্য) ১০।১৭০।৪। [৯] ১০।১২১।১০। সবিতার ৪।৫৩।২, সোমের ৯।৫।৯।

বলছেন, অদিতিই সব দেবতা হয়েছেন।[৪] বাক্‌ও সর্বদেবময়ী, সর্বসম্ভূতি।[৫] 'বিশ্বদেব' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্র সূর্য সবিতা বায়ু বৃহস্পতি এবং সোমের বেলায়।[৬] এছাড়া একদেববাদের সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ বিবৃতি আছে দুটি বিশ্বকর্মসূক্তে এবং হিরণ্যগর্ভসূক্তে।[৭] বিশ্বকর্মা এবং হিরণ্যগর্ভ দুটিই একদেবের পরিচায়ক বিশেষণ। [৮]প্রথম বিশেষণটির প্রয়োগ আছে ইন্দ্র এবং সূর্যের বেলায়। হিরণ্যগর্ভের আরেক সংজ্ঞা প্রজাপতি। এটি সবিতা এবং সোমেরও সংজ্ঞা।[৯] ব্রাহ্মণে একদেবের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল প্রজাপতি। সমস্ত বিশেষণ ছেঁটে ফেলে দিয়ে তাঁর সহজ সংজ্ঞা হল 'পুরুষ।' [৮৬]

এই হল একদেববাদের সাধারণ বিবৃতি। এখন কয়েকটি মন্ত্রের আলোচনা হতে তার বিশেষ পরিচয় নেওয়া যাক।

দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে দেখি এই উৎসুক জিজ্ঞাসা . [৮৭] 'কয়টি অগ্নি, কয়টি সূর্য, কয়টি উষা, কয়টিই-বা জলস্রোত? হে পিতৃগণ, আমি রহস্য করে একথা আপনাদের বলছি না; হে কবিগণ, জানবার জন্যই আপনাদের একথা জিজ্ঞাসা করছি।' প্রশ্নের জবাব আছে অষ্টম মণ্ডলে : [১]'একই অগ্নি হন বহুধা সমিদ্ধ, একই সূর্য বিশ্বের সর্বত্র আবির্ভূত, একই উষা বিভাসিত করছেন এই যা-কিছু; একই বিচিত্র হয়ে হয়েছেন এইসব।'

চোখের সামনে দেখছি বহুর লীলা : ঘরে-ঘরে অগ্নিসমিন্ধন, দিকে-দিকে জলের প্রবাহ, বারবার উষার আবির্ভাব, দিনের পর দিন সূর্যের উদয়। বহুর এই লীলাই কি সত্য? উত্তর হল, তা নয়, এর মধ্যে ঋতচ্ছন্দে সেই একেরই বিচিত্র অয়ন। ..তাঁর লীলা যেমন দেখছি বাইরে, তেমনি আবার দেখছি অন্তরে। অগ্নিসমিন্ধন, উষার প্রকাশ আর সৌররশ্মির সর্বত্র আবেশ—তিনটিই আধিভৌতিক ভাষায় আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং সাধনার সঙ্কেত। আকাশে উষার আলো ফোটে আপনাহতে। রাতের আঁধারে আমরা যেন মরে থাকি, উষা এসে আমাদের জাগিয়ে দেন [৮৮]। এই জাগরণ হল হৃদয়ে

[৮৬] দ্র ঋ. ১০ ৯০। এই সংজ্ঞা পরে দর্শনে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে : মীমাংসা-প্রস্থানে 'ঔপনিষদ পুরুষ', আর তর্কপ্রস্থানে সাংখ্যের 'নির্বিশেষ পুরুষ', আবার ভাগবতপ্রস্থানে এথেকেই 'পুরুষোত্তম' কিন্তু তাবলে একদেববাদ বহুদেববাদ থেকে ক্রমে বিকসিত হয়েছে একথা বলা চলে না, কেননা সব দেবতারই স্বরূপ যে এক জ্যোতি এক সূর্য এক আকাশ—এ-ভাবনা আমরা বৈদিক বাঙ্‌ময়ের আদ্যন্ত অনুস্যূত দেখতে পাচ্ছি। দেখছি, সব দেবতাই 'বিশ্বভূঃ', তিনিই সব হয়েছেন। এমন কি সংহিতাতেই পাচ্ছি, পুরুষসংজ্ঞাকেও ছাপিয়ে 'একং সৎ' 'একং তৎ' এবং 'অসৎ'এর ভাবনা। অদ্বৈতবোধকে যদি প্রত্যক্-দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে বলতে পারি সমগ্র বৈদিক ভাবনারই চরম তাৎপর্য চেতনার পরম বিস্ফারণে—ঋষির ভাষায় যা 'উরুর্ অনিবাধঃ' বা 'উরুলোকঃ', যা যুগপৎ নিয়ে আসে 'সত্যতাতি' 'দেবতাতি' এবং 'সর্বতাতি' অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে দেবতার সঙ্গে সবার সঙ্গে একাত্মতা।

[৮৭] ঋ কত্য্ অগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্য্ উষাসঃ কত্য্ উ স্বিদ্ আপঃ, নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম্ ১০।৮৮।১৮। [১]এক এবাগ্নির্ বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বম্ অনু প্রভূতঃ, একৈবোষাঃ সর্বম্ ইদং বি ভাত্য্ একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ ৮।৫৮।২।

[৮৮] ঋ ব্যুচ্ছন্তী জীবম্ উদীরয়ন্ত্য উষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী ১।১১৩।৮। [১]তু. ১০।৮২ ৭ + কে ১।৪—৮। [২]তু ঋ ৩।২৯।২ + শ্বে. ১।১৩—১৪। [৩]ঋ. ১ ৪৪।১, ৯, ৬৫।৯, ১২৭।১০, ১৩২ ২, ৪ ৬।৮, ৬।১৫।১। [৪]তু. ১০।১৫১।১, ৪। [৫]১।১২৪।৭। [৬]তু. ১।১১৫।১, ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭।১৮, ১০।৯০ ১, ২। [৭]ছা. ৩ ১৪।১, ৬।৮।৭ .। প্রশ্নের উত্তরে

শ্রদ্ধার উন্মেষ। উষার আলো প্রাতিভসংবিতের আলো, [১] যা জানিয়ে দেয় যার উপাসনায় মেতে আছি তা-ই সব নয়, তারও পরে কিছু আছে। [২] তখন দেহের অরণিমন্থনে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হয়। সংহিতায় [৩] অগ্নি তাই 'উষর্বুধ' : উষার আলোয় [৪] শ্রদ্ধার আবেশে, প্রাতিভসংবিতের স্ফুরণে যিনি জেগে ওঠেন। তাইতে জাগে লোকোত্তরের অস্পষ্ট অথচ সুনিশ্চিত বোধ। ক্রমে এই বোধ স্পষ্ট হয়ে মূর্ধন্যচেতনায় মাধ্যন্দিন সৌরমহিমায় জ্বলে ওঠে, [৫] আধারের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয় তার রশ্মিজাল, যা মৃন্ময় তা হয় চিন্ময়। [৬] তারপর এই সুগভীর সাযুজ্যবোধ পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বের সর্বত্র। দেখি, এই আধারে দেবতার যে-লীলা, সে-লীলা বিশ্ব জুড়ে। একই লীলা এবং একেরই লীলা। তখন সাযুজ্যের নিবিড়তম বোধে অনুভব করি, সে-লীলা তাঁরই আত্মবিসৃষ্টি, পরমব্যোমে যিনি অধ্যক্ষরূপে তাকিয়ে আছেন বিশ্বের দিকে। এই অনুভবই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, উপনিষদে যার মন্ত্র [৭] 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্', 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'।

আরেকটি মন্ত্র : [৮৯] 'হে অগ্নি, হে সোম, তোমাদের সেই বীর্যের পরিচয় পেলাম, যখন পণির কাছ থেকে তোমরা ছিনিয়ে নিলে তার পুষ্টির সাধন গোযূথ, বৃত্রের অবশেষকে করলে নির্জিত এবং বহুজনের জন্য খুঁজে পেলে সেই এক জ্যোতিকে।' অগ্নি আর সোম যুগ্মদেবতা, অর্থাৎ আধারে চিৎশক্তির উন্মেষ ঘটাতে দুজনের কাজ একসঙ্গে চলে। অগ্নি অভীপ্সার শিখা, মর্ত্যের গুহাশয়ন হতে তাঁর উদগ্র অভিযান দ্যুলোকের দিকে; আর সোম দিব্যপ্রসাদের আনন্দধারা, দ্যুলোক

জলের কথা বাদ পড়েছে। উষায় সমিদ্ধ অগ্নির শিখা যখন আদিত্যে পৌঁছয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিষ্ট হৃদয়ের অভীপ্সা যখন উত্তীর্ণ হয় অদ্বৈতচেতনায়, তখন সেখান থেকে নামে পর্জন্যের ধারাসার যা পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়, অমৃত আনন্দের অভিষেকে আধারকে করে শুদ্ধ। তু 'সমানম্ এতদ্ উদকম্ উচ্চৈত্যব চাহভিঃ, ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ' একই এই জল দিনের পর দিন উজিয়ে চলছে আবার ভাটিয়ে আসছে, ভূমিকে শুদ্ধ করছেন পর্জন্যেরা, দ্যুলোককে শুদ্ধ করছেন অগ্নিরা ১।১৬৪।৫১। দ্র পর্জন্যসূক্ত ৫।৮৩ (ধারাবর্ষণের বর্ণাঢ্য ছবি) এবং ৭।১০১ (অধ্যাত্ম ভাবনার দ্বারা অনুবিদ্ধ বর্ণনা)। পর্জন্য নিখিল ওষধীদের (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জ্যোতির্বাহী নাড়ীজালের) বীর্যাধানকারী বৃষভ, যা চলছে এবং যা স্থির হয়ে আছে দুয়েরই আত্মা তাঁতেই (৭।১০১।৬)। বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের দ্বারা সপ্তসিন্ধুর অবরোধমোচনের ছবিতেও অনুরূপ ভাবনা পাওয়া যায় (১।৩২।১২, ২।১২।৩, ১২, ৪।১৭।১, ১৮।৭, ২৮।১, ৮।৩২।২৫, ১০।৮৯।৭ ...)।

[৮৯] ঋ অগ্নীষোমা চেতি তদ্ বীর্যং বাং যদ্ অমুষ্ণীতম্ অবসং পণিং গাঃ, অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষো হবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ১।৯৩।৪। [১] অগ্নি তু ৩।২৯।২, ১।১৬৭।৫১। সোম 'বনস্পতিং পবমান মধ্বা সমঙ্গ্ধি ধারয়া, সহস্রবল্শং হরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্' হে পবমান সোম তোমার মধুধারায় অনুলিপ্ত কর বনস্পতিকে, যার সহস্র শাখা, যে আপীতশ্যাম, যে জ্বলজ্বল্ করছে, যে হিরণ্ময় ৯।৫।১০ বনস্পতি এখানে অগ্নির প্রতীক, আধারের নাড়ীজালে সঞ্চরণ করেন বলে যিনি সহস্রশাখ যুক্ত অগ্নি-সোমের বর্ণনা। আরও তু 'বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি' হে সোম দ্যুলোক হতে ঝরাও বৃষ্টি যা হবে পৃথিবীর মহাদ্যুতি ৯।৮।৮; ৪৯।১, ৬৫ ২২-২৪ (আধারে কোথায় কোথায় সোমের সবন হয় তার বর্ণনা)। [২] তু গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ ৪।৫২।৫ রশ্মিজালের সঙ্গে গোযূথের তুলনা), ১।৯২ ৪, ৭।৭৯।২ ঐ)। [৩] 'অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ, রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপাঃ' হে সরমা, পাষাণের গভীরে এই যে গুপ্তধন তাকে রক্ষা করছে পণিরা, যারা ভাল করেই আগলাতে জানে (পণি সরমাসংবাদ ১০।১০৮ ৭, সরমা দেবশুনী দিব্য প্রাণের সন্ধানী আলো, সমগ্র সূক্তটিই দ্র.)। [৪] গোবিন্দুর্দ্রপ্সঃ অপাম্ ঊর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ৯।৯৬।১৯, তু ২২।৭। [৫] ৭।৩৩।৭, ১০।৪৩।৪।

হতে নির্ঝরিত হন মর্ত্য আধারে। [১]শিখা উঠে যায়, ধারা নেমে আসে; সংকল্পের সংবেগ যত তীব্র হয়, দেবতার প্রসাদ ততই চেতনাকে আপ্লুত করে। অভীপ্সা আর প্রসাদ দুইই তাঁর যুগ্মশক্তি। দুয়ের বীর্য ভাঙে আধারের মধ্যে আলোর আড়াল। সে-আড়াল রচেছে পণি আর বৃত্র। পণি হল আমাদের বণিক্-বৃত্তি বা বুভুক্ষা, যা সব আগলে রাখে নিজের জন্য, আর যদি-বা দেয়, অমনি তার প্রতিদান চেয়ে বসে। এই মর্ত্য আধারেই অমৃতজ্যোতি লুকানো আছে, [২]সংহিতার রূপকের ভাষায় তা-ই 'গাবঃ' বা গোযূথ। [৩]আমাদের আভ্যন্তর বুভুক্ষা তাকে আধারের গহনে পাষাণপ্রাচীরের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে, কিছুতেই তাকে বাইরে ফুটতে দেবে না। ওই গূঢ় জ্যোতিকে আশ্রয় করেই সে বেঁচে আছে; কিন্তু তাকে মুক্তি দিলে যে তারই কল্যাণ, একথা কিছুতেই সে বুঝবে না। এই হল বৃত্রের মায়া বা চেতনার 'পর অবিদ্যার আবরণ। আধারের কত গভীরে যে তার প্রভাব শিকড় মেলেছে, তা কে বলতে পারে? তবুও আলোর মুক্তি যে জীবনে চাইই চাই। পণির বাধা, বৃত্রের আড়াল ভাঙতেই হবে। ভাঙবেন আলোর দেবতা নিজেই এসে আধারে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তুলে, প্রসাদের সৌম্যসুধায় চেতনাকে নন্দিত করে। পণির কবল হতে আলোকযূথকে ছিনিয়ে বাইরে আনবেন তিনি, অচিতির অপ্রকেত গহন-গভীর হতে উন্মূলিত করবেন বৃত্রের অধঃপ্রসৃত শিরাজাল। তখন জীবনে আলো ফুটবে। [৪]অবরোধমুক্ত গোযূথের মধ্যে সোম্যপুরুষ এসে দাঁড়াবেন 'গোবিন্দ'রূপে, প্রাণসমুদ্রের ঊর্মিমালায় দুলে-দুলে জ্যোতির্ময় দেবতা উদ্ভাসিত করবেন তাঁর 'তুরীয়ধাম', 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' প্রস্ফুরিত করবেন সেই এক জ্যোতি— [৫]যা আর্যচেতনার দিশারী এবং এষণীয় দুইই। সেই এক জ্যোতিই বহুকে তখন গাঁথবে অখণ্ড সৌষম্যের সূত্রে।

আরেকটি মন্ত্র : [৯০] 'একটি পাখি; তিনি আবিষ্ট হলেন সমুদ্রের মধ্যে; এই ভুবনকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন তিনি; তাঁকে আমার সহজ মন দিয়ে দেখলাম খুব কাছে; তাঁকে মাতা লেহন করছেন, তিনিও লেহন করছেন মাতাকে।'...ঋষি অন্তরিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছেন এক অকূল নীল সমুদ্র, সেই সমুদ্রে [১]একটি শুভ্র জ্যোতির্ময় হাঁস ভেসে চলেছে। শুধু উপরে-উপরে ভেসে চলেনি, তার আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে, আকাশের অণুতে অণুতে সে আলো অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। এ যেন রূপের সমুদ্রের ওপারে রূপ আর অরূপের মোহানার ছবি। সেইখান থেকে সেই সুপর্ণ এই ভুবনকে দেখছেন। দেখছেন আলো দিয়ে যে-আলো তিনি নিজেই। এ-দেখা আমাদের মত দৃশ্যকে বাইরে রেখে চোখ দিয়ে দেখা নয়, এ হল সব দিয়ে দেখা বা হয়ে দেখা—সংহিতার ভাষায় [২]'বিচক্ষণতা'। তাঁর এই দেখায় বা হওয়ায়

[৯০] ঋ একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আ বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে, তং পাকেন মনসাপশ্যম্ অন্তিতস্ তং মাতা রেল্হি স উ রেল্হি মাতরম্ ১০।১১৪।৪। [১]তু. ঋ ৪।৪০।৫, দ্র টী ২৮। [২]এই শব্দটির মধ্যে আমরা এখন কৃতিত্বের আভাস পাই তাও মিথ্যা নয়। আসলে আদিত্যের দৃষ্টিই সৃষ্টি। প্রাকৃত ভূমিতে থেকে এটা আমরা বুঝতে পারি না। যখন নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে ইষ্টের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি, তখন বুঝি দৃষ্টিই সৃষ্টি। তেমনি সেই বিচক্ষণের ঈক্ষণ হতে এই ভুবনের উল্লাস, এই রূপের জগৎ—যেখানে তিনিই 'রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব (৬।৪৭।১৮)। মূলে আছে 'বি চষ্টে'।

দূরের আকাশ আর দূরে থাকে না, হৃদ্য সমুদ্র হয়ে নেমে আসে এইখানে। এই হৃদয়ে তখন নতুন করে দেখি সূর্যের উদয়। আমার চেতনা তখন শিশুর চেতনার মতই স্বচ্ছ আর সহজ হয়ে গেছে। তাই তাঁকে দেখলাম নিজের খুবই কাছটিতে, অন্তরের গভীর নিভৃতিতে। দেখলাম তাঁর নতুন রূপ। দ্যুলোকে যিনি আদিত্য, পার্থিব আধারে তিনিই বৈশ্বানর অগ্নি। অরণিমন্থনে তাঁর আবির্ভাব আমার মধ্যে, এই দেহরূপিণী অধরারণি তাঁর মাতা। সদ্যঃপ্রসূতা ধেনুর পরম মমতায় সে লেহন করছে নবজাতক এই দেবতাকে; আর দেবতাও তাকে লেহন করছেন। উপনিষদের ভাষায় আধার যোগাগ্নিময় হয়ে উঠছে। সহজ কথায় ঋকটির তাৎপর্য, দেবতা এখানে, এই আধারে বেদিষৎ বৈশ্বানররূপে। দেবতা ওখানে, ওই দ্যুলোকে শুচিষৎ অন্তরিক্ষসৎ হংসরূপে। এই পুরুষ আর ওই পুরুষ এক। পরের ঋকটিতে এই সুপর্ণকে আরও স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 'একঃ সন্'।

তারপর ত্রিত আপ্ত্যের একটি অগ্নিমন্ত্র : [৯১] 'একটিই সমুদ্র, যা সমস্ত প্রাণ-সংবেগের ধারক; বিচিত্রজন্মা তিনি, আমাদের হৃদয় হতেই তাকিয়ে আছেন দিকে-দিকে; দুটি রহস্যের কোলে থেকে আঁকড়ে আছেন মাতৃস্তনকে; উৎসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুপর্ণের পদ।'... অগ্নি ঋষির [১]ইষ্টদেবতা। গাঢ়বন্ধ রহস্যোক্তির দ্বারা তিনি

[৯১। ঋ একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণাম্ অস্মদ্ হৃদো ভূরিজন্মা বি চষ্টে, সিষক্ত্যূধর্ নিণ্যোর্ উপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ১০।৫।১। [১]ত্রিত ঋষি (নি ৪।৬) এবং দেবতা ত্রিস্থান ইন্দ্র নি ৯।২৫) দুইই। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলের প্রথমে সাতটি অগ্নিসূক্তে গ্রথিত একটি উপমণ্ডল তাঁর রচিত। এছাড়া তাঁর একটি আদিত্যসূক্ত (৮।৪৭), তিনটি সোমসূক্ত (৯।৩৩, ৩৪, ১০২) এবং একটি বৈশ্বদেবসূক্ত (১।১০৫) আছে। অগ্নি হতে আদিত্যে এবং আদিত্য হতে তাঁর ওপারে সোমে এবং অবশেষে বিশ্বচেতনায় ছড়িয়ে পড়া—এই ক্রমের মধ্যে ত্রিতের সাধনা ও সিদ্ধির একটি সুকল্পিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সূক্তগুলি রহস্যোক্তিতে পূর্ণ। [২]তু ৩।২৯।২; দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ৩।২।২, ৩।১১, ২৫।১, ১০।১।২, ২।৭, ১৪০।২। [৩]তু কৌষী ৩।২ যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ ৩।৪। [৪]তু. 'অবর্ধয়ন্ সুভগং সপ্ত যহ্বীঃ' সংবর্ধিত করলেন তাঁকে সাতটি প্রাণচঞ্চলা তরুণী (৩।১।৪), যাঁরা দ্যুলোকের তরুণী, বিবসনা অথচ অনগ্না, সাতটি বাণী হয়ে ধারণ করলেন একটি শিশুকে' (৬)। পুরাণে দেখি কুমারের জননী এবং ধাত্রী হলেন উমা আর ছয়টি কৃত্তিকা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিশ্বের মূলতত্ত্ব সাতটি অন্ন (জড়) প্রাণ মন বিজ্ঞান (মহঃ) আনন্দ (জন) চিৎ (তপঃ) এবং সত্য। আধারে শিশু চিদগ্নি বর্ধমান হন (তু ১।১।৮) এঁদের দ্বারা। বাণী [illegible] [৫]তু মহি ত্বাষ্ট্রম্ ঊর্জয়ন্তীর্ অজুর্যং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি'—ত্বষ্টার অজর পুত্র যিনি স্তব্ধ হয়ে আছেন (আধারে), তাঁকে মহাবেগে উদ্দীপ্ত করে বয়ে নিয়ে চলে প্রবাহিণীরা ৩।৭।৪। তার ফলে যোগাগ্নিময় শরীরলাভ (শ্বে ২।১২)। [৬]৪।৫৮।১১। [৭]তু বিষ্ণোঃ পরমে পদে মধ্ব উৎসঃ ১।১৫৪।৫। [৮]দ্র ১০।৮৮, যার ঋষি আঙ্গিরস 'মূর্ধন্বান্' এবং দেবতা সূর্য বা বৈশ্বানর অগ্নি। বলা হচ্ছে, 'মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তম্ অগ্নিস্ ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতর্ উদ্যন্' ভূলোকের মূর্ধা হন রাত্রিতে এই অগ্নি, তারপর প্রাতে জন্মান উদীয়মান সূর্য হয়ে (৬)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, রাত্রিতে যোগনিদ্রায় চিদগ্নি মূর্ধায় প্রকাশিত হন সোমদীপ্তরূপে, আবার সেই সোমচেতনাই দিনের বেলায় জ্বলে ওঠে আদিত্যের প্রভাস্বরতায়। অগ্নিহোত্রযাগেরও যে এই পরিণাম, তা সূচিত হয়েছে তার সায়ং প্রাতের দুটি আহুতিমন্ত্রে। [৯]ক ২।২।৯-১১। [১০]যে অদ্বৈতবোধে আত্মা বিশ্ব আর দেবতা এক হয়ে যান, এই ঋক্‌টিতে তার পরিচয় পেলাম। চিদগ্নির উদ্‌বোধন থেকে চরম বিস্ফারণ পর্যন্ত সাধনার সমস্ত ছকটিও অতিসংক্ষেপে এতে ধরা আছে। এরই অন্তর্নিহিত ভাবাঙ্কুরগুলি যে উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে, তাও দেখলাম। এই প্রসঙ্গে সমস্ত সূক্তটিই বিশেষ অনুধানের অপেক্ষা রাখে, কেননা অদ্বৈতসিদ্ধির পরম বিভাবের পরিচয় আমরা পাই এই সূক্তেরই শেষ মন্ত্রটিতে পরমব্যোমে অসৎ ও সৎএর সমাহারে, ঈশোপনিষদে সহবেদনের মন্ত্রগুলিতে দেখি যার রূপায়ণ (৯-১৪)।

এখানে ইষ্টের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, অগ্নি আছেন দুটি রহস্যের কোলে, তারাই তাঁর পিতা এবং মাতা। [২]যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে তারা উত্তরারণি এবং অধরারণি; সংহিতার বহু জায়গায় অগ্নিকে বলা হয়েছে দ্যুলোক এবং পৃথিবীর পুত্র। পৃথিবী আধারশক্তি, আর দ্যুলোক উত্তরজ্যোতি। শক্তি এবং জ্যোতির মিলনেই আধারে অগ্নির আবির্ভাব হয় তপশ্চেতনারূপে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলা যায় [৩]প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিলন। আধারে অগ্নির আবির্ভাবের পর [৪]তাঁকে পুষ্ট করবার ভার নেন দ্যুলোকের সাতটি প্রাণচঞ্চলা তরুণী। এ'রা বিশ্বপ্রাণের শক্তি, সংহিতায় অপ্ (জলস্রোত) বা নদীরূপে বর্ণিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণস্রোত সঞ্চরণ করে নাড়ীতে নাড়ীতে, তাই নাড়ীর প্রতীক হল নদী। [৫]অমৃতপ্রবাহা এবং ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে এরাই চিদগ্নিকে আধারে পোষণ করে। সাতটি ধারার একটি সঙ্গম আছে। ঋষি বামদেবের ভাষায় এই সঙ্গম হল [৬]'অন্তঃ সমুদ্রে হৃদি, অন্তর্ আয়ুষি' হৃদ্যসমুদ্রের গভীরে, জীবনের মর্মমূলে। শিশু অগ্নির এই হল মাতৃস্তন, একেই তিনি আঁকড়ে আছেন। রূপক ভেঙে যোগের ভাষায় বলতে গেলে, সহস্রার হতে শক্তিপাতের ফলে মূলাধার থেকে চিদগ্নি জেগে ওঠেন এবং হৃদয়ে নিবিষ্ট হয়ে নাড়ীসমূহের অমৃতধারায় পুষ্ট হন। যে-হৃদয় সোমাসুধার সপ্তবেণী, তাকে এই মন্ত্রে বলা হয়েছে 'উৎস'। এই উৎসের গভীরে নিহিত আছে 'বিঃ' বা [৭]দিব্যসুপর্ণের পরমপদ। এই দিব্যসুপর্ণ হলেন আদিত্য বা বিষ্ণু, অধিভূত দৃষ্টিতে মাধ্যন্দিন সূর্য। তাঁর পরমপদ নিহিত আছে এই হৃদয়েরই গভীরে। অর্থাৎ মাধ্যন্দিন দীপ্তির মহিমায় যিনি আছেন দ্যুলোকের তুঙ্গতায়, তিনিই রয়েছেন এই হৃদয়ে সুধার উৎসে নিমজ্জিত। আবার সে উৎস নবজাতক চিদগ্নির মাতৃস্তন। অগ্নি আর আদিত্য, প্রবুদ্ধ আত্মচৈতন্য আর নিত্যজাগ্রত পরমচৈতন্য দুই-ই যুগনদ্ধ হয়ে আছেন এই হৃদয়ে। এই যুগনদ্ধতার অনুভবে হৃদয় বিস্ফারিত হয়, উৎস হয় সমুদ্র। সে-সমুদ্র যেমন আদিত্যজ্যোতির সমুদ্র, তেমনি অগ্নিজ্যোতিরও সমুদ্র প্রবুদ্ধ চিদগ্নি তখন মূর্ধন্যচেতনায় বৈশ্বানররূপে আবির্ভূত। যিনি বৈশ্বানর, তিনিই সূর্য। [৮]এই বৈশ্বানর রাত্রিতে ভূলোকের মূর্ধায় অর্থাৎ সহস্রারে থাকেন সোম-দীপ্তিরূপে, তারপর প্রাতঃকালে উদয়লগ্নে জাত হন সূর্যরূপে অগ্নির এই সৌরজ্যোতিরূপে আবির্ভাবকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সমুদ্ররূপে। এ-সমুদ্র আলোর সমুদ্র এক এবং অদ্বিতীয়। 'রয়ি' বা বিশ্বের শক্তিস্রোতের তিনিই ধারক। এই মূর্ধন্য জ্যোতিঃসমুদ্র হৃদয়ে প্রতিরূপায়িত হয়, এই হৃদয়ও হয় সমুদ্রবৎ। এই-যে এক এবং অদ্বিতীয় জ্যোতিঃসমুদ্ররূপী চিদগ্নি বা আত্মজ্যোতি, তিনিই 'ভূরিজন্মা' বিচিত্ররূপে প্রজাত। উপনিষদের ভাষায়, [৯]তিনিই 'একো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' এক তিনিই রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে আছেন, আবার আছেন সবার বাইরেও। নিজেকে বিচিত্র রূপে বিসৃষ্ট করে আবার 'বিচক্ষণ' হয়ে নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর এই বিচক্ষণতার পরিচয় এর আগে আলোচিত ঋক্‌টিতে পেয়েছি। এবার তিনি তাকিয়ে আছেন মূর্ধন্য-সমুদ্র হতে নয়, আমাদের এই হৃদ্য-সমুদ্র হতে। আমাদের চোখ দিয়েই তাঁর দেখা। আমাদের চোখই-বা বলি কেন, এ তাঁরই চোখ। তিনিই দেখছেন বিচিত্র 'আমি' হয়ে। এই এক অনুপম সাযুজ্যের অনুভব।[১০]

তারপর অত্রিবংশীয় শ্রুতবিদের একটি মন্ত্র : [৯২] 'সেই তো তোমাদের সুমঙ্গল মহিমা হে মিত্র হে বরুণ, দিনের পর দিন নিশ্চলারা ক্ষরিত হল কিসের প্রেরণায়! আপনাহতে ছড়িয়ে পড়া পয়স্বিনী নিখিল ধারাদের তোমরা উপচে তোল, আর তোমাদেরই অনুসরণে সেই একটিমাত্র চক্রনেমি আবর্তিত হয়ে চলে।' এর ঠিক আগের মন্ত্রে আছে একটি দর্শনের বিবৃতি, তাতে নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার কথা পরে তুলব। কিন্তু এই মন্ত্রের দর্শনে যে তারই অনুবৃত্তি, আলোচনার সময় একথা মনে রাখতে হবে। আগের ঋকের যে 'তদ্ একম্' মিত্রাবরুণ তারই সম্ভূতি। একই তত্ত্বের আরোহক্রম আছে আগের ঋকে, বর্তমান ঋকে তার অবরোহক্রম।... বরুণ এবং মিত্র অধিভূত দৃষ্টিতে যথাক্রমে আকাশ আর সূর্য। দিনের আলোয় সবকিছু প্রকাশিত হয়, তাই তা বিশ্বচেতনার প্রতীক। দিনের আলো নিবলে ফোটে চাঁদের আলো বা তারার ঝিকিমিকি।[১] আবার এমনও হতে পারে, এও থাকে না, অথচ যাহাতে আলো ঠিকরে পড়ে এমন-কিছু থাকে।[২] যাঁর মধ্যে চাঁদের আলো তারার ঝিকিমিকি বা অনালোক শূন্যতা, সেই পুরুষই হলেন বরুণ।[৩] তিনি সম্রাট, যেমন মিত্র চিৎস্বরূপ।[৪] দুজনেই আদিত্য বা অদিতির পুত্র, অর্থাৎ অখণ্ডিতা অবঞ্চনা পরমচেতনার প্রতিরূপ। এই পরমচেতনা আগের ঋকে 'তদ্ একম্'। এই সংবিতের সিদ্ধিকে বেদে দুটি রূপক দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে—একটি বর্ষা নামা, আরেকটি সূর্য ওঠা। আকাশে মেঘ আছে, মেঘে জল আছে। কিন্তু তবুও বৃষ্টি নামছে না, শুষ্কতায় জীবন ঊষর হয়ে গেল।[৫] মেঘ তখন 'বৃত্র' বা আবরণশক্তি, অধ্যাত্ম-

[৯২] ঋ তৎ সু বাং মিত্রাবরুণা মহিত্বম্ ঈর্মা তস্থুষীর্ অহভির্ দুদুহ্রে বিশ্বাঃ পিন্বথঃ স্বসরস্য ধেনা অনু বাম্ একঃ পবির্ আ ববর্ত ৫।৬২।২ [১] সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এই কথাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে 'অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণৌ' (তৈস ২।৪।১০।১), মৈত্রং বা অহঃ বারুণী রাত্রিঃ (তৈব্রা ১।৭।১০।১)। সব কিছুকে 'আবৃত' বা আচ্ছাদিত করে আছেন বলে বরুণ আকাশ। তু নি বরুণো বৃণোতীতি সতঃ ১০।৩। এই বরুণ মেঘলা আকাশ বলে মধ্যমস্থান; আবার দ্যুস্থান আদিত্য বরুণও আছেন, (নি ১২।২১ ২৫) সংহিতায় তাঁরই প্রাধান্য। [২] তু ক ২।২।১৫। [৩] বরুণ রাত্রির আকাশ, তাতে আছে চাঁদের আলো যেমন পূর্ণিমায়, আবার তাতে চাঁদ নাই, আছে শুধু তারার ঝিকিমিকি যেমন অমাবস্যায়। তারারা রাজা বরুণের 'স্পশ' (<√ পশ 'দেখা'; তু Lat. specio 'to see') বা চর, তাঁকে ঘিরে বসে আছে ঋ ১।২৫।১৩। তাই বরুণ 'সহস্রচক্ষাঃ' (৭।৩৪।১০)। ঋক্‌সংহিতায় এই বিশেষণটি আর তিনবার মাত্র পাওয়া যায় সোমের বেলায় (৯।৬০।১ ২, ৬৫।৭)। বরুণের সঙ্গে সোমের যোগ তাতে স্পষ্ট হয়। বিশেষণটি তারায় ছাওয়া আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। আকাশে যখন চাঁদ বা তারাও থাকে না, তখন যা থাকে তা শুধু বরুণের 'শূন্যম্' বা শূন্যতা (২।২৭।১৭ ২৮।১১, ২৯।৭)। [৪] মিত্রাবরুণ একটি মিথুন। পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১) এই মিথুনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যিনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ তিনি সহস্ররশ্মি মিত্র, আর যিনি সর্বদিক থেকে সব কিছু 'আবৃত' করে তাদের ছাপিয়ে গেছেন, তিনি বরুণ। উপনিষদে আছে আদিত্যের শুক্লভাতি এবং পরঃকৃষ্ণ নীলিমার কথা (ছা ১।৬।৬), আছে যুগপৎ গুহাপ্রবিষ্ট এবং পরমপরার্ধস্থিত ছায়াতপের কথা (ক ১।৩।১)। এও মিত্রাবরুণের বিবৃতি। [৫] এই শুষ্কতা সংহিতায় বৃত্রানুচর 'শুষ্ণ' (<√ শুষ্ 'শুকিয়ে যাওয়া'), তার অনেক উল্লেখ আছে। শুষ্ণ শৃঙ্গী (১।৩৩।১২, তু সপ্তশতীর মহিষাসুর)। তার কঠিন পুর বা গ্রন্থি ভেদ করে জলস্রোত বইয়ে দেন ইন্দ্র (১।৫১।১১)। সে জল 'স্বর্বতী' বা জ্যোতির্ময়ী (য ওজসা শুষ্ণস্য অণ্ডানি ভেদতি জেষৎ স্বর্বতীর্ অপঃ ৮।৪০।১০)। [৬] তু ১।২২।১৬—২১, ১।১৫৪, ১৫৫ সূ.। [৭] তু ৭।৯৯।৪ ৫ [৮] তু ১।১৬৪।৫১; 'তিস্রো দ্যাবস্ ত্রেধা সস্রুর আপঃ' তিনটি দ্যুলোক, তিনটি ধারায় ঝরল জল ৭।১০১।৪। [৯] বিশেষ দ্র ৪।৫৮ সূ, আরও দ্র. ১।১৫১।৫, ৫।৬৯।২, ৩।৫৫।১৬-১৭, ৬।২৪ সূ., ১০।১৬৯ সূ.।

দৃষ্টিতে যাকে বলা হয় অবিদ্যা। বজ্র আর বিদ্যুতের হানায় মেঘ বিদীর্ণ করে জলের ধারা নামিয়ে আনা হল ইন্দ্রের কাজ। এটি অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোকের ব্যাপার। আবার আঁধারও 'বৃত্র'। তাকে পরাভূত করেন আলোর দেবতা বিষ্ণু। মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রার কুহর হতেই শুরু হয় আলোর অভিযান। ছয়টি ভূমি পার হয়ে অবশেষে তা উত্তীর্ণ হয় বিষ্ণুর পরম পদে, যেখানে মধু বা অমৃত আনন্দচেতনার উৎস। এটি দ্যুলোকের ব্যাপার। কিন্তু ইন্দ্র-বিষ্ণু যুগ্মদেবতা, বৃত্রবধে বা অবিদ্যানাশে তাঁরা পরস্পর সহকর্মী। বর্ষণকে আবার সামান্যত দ্যুলোকের ব্যাপার বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন এখানে। বর্ষার ধারা তখন সোম্য সুধার ধারা, আনন্দচেতনার নির্ঝরণ। ধারা তখন মেঘ থেকে ঝরে না, ঝরে দ্যুলোক-ধেনুদের পালান থেকে। এই ধেনুদের বর্ণনা নানাজায়গায় আছে; তারা ইরাবতী অমৃতসিন্ধুরূপিণী, নিত্যতরুণী আলোক-নির্ঝরিণী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা 'ধিষণা' বা প্রজ্ঞা। বর্তমান ঋকে দ্যুলোকের এই অমৃতপয়স্বিনীদের বর্ণনা।... ঋক্‌টির রহস্যার্থকে আধুনিক ভাষায় ও ভাবে তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়: অখণ্ডিত অবন্ধন সত্যের জ্যোতি হৃদয়ের আকাশকে উদ্‌ভাস্বর করে তুলল যখন, তখন চেতনায় জাগল এক অনির্বচনীয় বিপুল মহিমার প্রদীপ্ত বোধ। দেখছি, আলোর নির্ঝর ঊর্ধ্বে স্তব্ধ হয়ে আছে। কার অদৃশ্য প্রেরণায় (ঈর্মা) বাঁধভাঙা প্লাবনে সে-নির্ঝর আধারে নেমে এল, উচ্ছলিত হয়ে চলল দিনের পর দিন (অহভিঃ)। চেতনায় সে-ধারা বিস্ফারিত হল অনাহত বাণীর (ধেনাঃ) গুঞ্জরনে, তাকে উথলে তুলল দেবতার চিন্ময় সত্যের জ্যোতিরাবেশ। দেখলাম, দেবতা আমার নিত্য-সহচর। তাঁরই অমোঘ দেশনায় এক বৃহজ্জ্যোতির পরিমণ্ডল (পবিঃ) আমাকে ঘিরে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে। পূর্বঋকে যা ছিল লোকোত্তর 'একং তৎ', এই ঋকে তারই জ্যোতির্ময় আবির্ভাব 'একং পবিঃ' রূপে জীবনের অভিযানে।

ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি বিবাহসূক্ত আছে (৮৫)। সূক্তের প্রথম অংশে সূর্যার সঙ্গে সোমের বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই দৈববিবাহই মানুষবিবাহের আদর্শ। বিবাহের বর্ণনা পুরাণের উমা-মহেশ্বরের বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূর্যার বিয়ে হবে তাঁকে বধূরূপে চাইছেন সোম, অশ্বিদ্বয় এসেছেন তাঁকে বরণ করে নিতে, সবিতা হচ্ছেন কন্যার সম্প্রদাতা (৯)। সূর্যাকে সোমের কাছে অশ্বিদ্বয় পৌঁছে দেবেন তাঁদের ত্রিচক্র রথে করে (১৪, ১৫)। রথটি সোজা রথ নয়। সূর্যার মনই হচ্ছে রথ, দ্যুলোক তার ছাদ, শ্রোত্র তার দুটি চক্র, ব্যান তার অক্ষদণ্ড, ঋক্-সাম তার বাহন, দ্যুলোক বেয়ে তার চলাচলের পথ (১০-১২)।...মুশকিল হল রথের চক্রগুলি নিয়ে। অশ্বিদ্বয়ের রথ ত্রিচক্র। কিন্তু সূর্যাকে তাঁরা নিতে এলেন যখন, তখন দেখা গেল রথের চক্র দুটি মাত্র। আরেকটি চক্র তাহলে কোথায় গেল? ঋষি বলছেন, সূর্যা, তোমার দুটি চক্রকে ব্রাহ্মণেরা জানেন কালের পর্যায়ক্রমে, কিন্তু একটি চক্র যে গোপন রয়েছে, তাকে জানেন শুধু সত্যদ্রষ্টারাই (১৬) [৯৩]।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আখ্যানটি সাধনার রূপক। পরের তিনটি ঋকে তার আভাস আছে (১৭-১৯)। সূক্তের গোড়াতেই সোমের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা

[৯৩] দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ, অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদ্ অদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ।

হয়েছে : সোমলতা ছেঁচে মানুষ মনে করে, এই তো তার রস পান করলাম; কিন্তু ব্রহ্মবিদেরা যে-সোমকে জানেন, কেউ তাকে খেতে পারে না (৩, ৪) [৯৪]। এই সোমের সঙ্গে সূর্যার মিলনকে হঠযোগী বলবেন ইড়া বা চন্দ্রনাড়ীর সঙ্গে পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ীর মিলন, যার ফলে সুষুম্ণার পথ খুলে যায় আর প্রাণের প্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয়ে সহস্রারে পৌঁছয়। সংহিতায় এই পথকেই বলা হয়েছে দ্যুলোকের চলাচলের পথ, যে-পথ বেয়ে সূর্যা আরোহণ করবেন অমৃতের লোকে (১১, ২০) [৯৫]। সূর্যাকে এমনি করে বহন করে নিয়ে যাবার কথা ঋক্‌সংহিতার আরও কয়েকজায়গায় আছে।

আখ্যানটিকে এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তার আগে ঋগ্‌বেদে চেতনার উত্তরায়ণ বোঝাতে যে-রূপকটি খুবই প্রচলিত, তার একটু বিবরণ দিয়ে নিই।

বৈদিক ভাবনায় চেতনার উত্তরায়ণ যেন অন্ধকারের আবরণ (বৃত্র) পার হয়ে আদিত্যের উদয়নের মত [৯৬]। মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রা হতে শুরু ক'রে মাধ্যন্দিন সৌরমহিমা পর্যন্ত পাতা রয়েছে দেবযানের পথ, চেতনার উত্তরায়ণ হবে সেই পথ ধরে। তার সাতটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বে অন্ধকারের ভিতর দিয়েই অদৃশ্য আলোর তীরের মত ছুটে চলেন অশ্বিদ্বয়। তাঁদের একজন 'তমোভাগ', কেননা মধ্যরাত্রের পর অন্ধকারের অবক্ষয় সত্ত্বেও আলোর ক্রমিক উপচয় তখনও অলক্ষ্য; আরেকজন 'জ্যোতির্ভাগ', তরলিত অন্ধকারের মধ্যে তিনিই আলোর আভাস ফুটিয়ে তোলেন। জ্যোতির্ভাগ অশ্বী উদ্‌বুদ্ধ চেতনাকে পৌঁছে দেন উষার কূলে। উষার অরুণিমা উত্তরায়ণের দ্বিতীয় পর্ব, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলতে পারি শ্রদ্ধার আবেশ বা প্রাতিভ-সংবিতের উন্মেষ। উষার পর সবিতার আবির্ভাব হল তৃতীয় পর্ব, অলখের প্রচোদনাকে তখন আমরা স্পষ্ট অনুভব করি। যাস্কের ভাষায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ অবরপ্রকৃতিতে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু মাথার উপরে ছড়িয়ে পড়ে দ্যুলোকের আলো। তারপর চতুর্থ পর্বে হৃদয়ের পূর্বাশার কোলে ভগরূপে বালসূর্যের আবির্ভাব। পঞ্চম পর্বে ভগ কিশোর হয়ে হন সূর্য। ষষ্ঠ পর্বে তাঁর তারুণ্য, রশ্মি-জালকে পুষ্ট [১]সমূহিত ও ব্যূহিত করে তিনি হন পূষা। অবশেষে আদিত্য যখন [২]সপ্তম পদক্ষেপে মূর্ধন্যচেতনার মধ্যগগনে আরূঢ় হন, [৩]তখন তিনি 'যুবা অকুমারঃ' বিষ্ণু। [৪]বিষ্ণুর পরম পদই আমাদের কাম্য।

কিন্তু চেতনার উত্তরায়ণ এইখানেই শেষ হয় না। অন্ধকার হতে আলোর পথ বেয়ে আদিত্যপরিক্রমার একটি গোলার্ধ অতিক্রম করা গেল। এর পর আরেকটি গোলার্ধ আছে মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত। প্রাকৃত দৃষ্টিতে মনে হবে, তাকে বেয়ে রয়েছে আলো হতে অন্ধকারের গহনে নেমে যাওয়ার পথ। কিন্তু যোগীকে জাগ্রত থেকে এই

[৯৪] সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্ত্যোষধিম্। সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ ন তস্যাশ্নাতি কশ্ চন...ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ।

[৯৫] দিবি পন্থাশ্ চরাচরঃ আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকম্।

[৯৬] দ্র নি ১২।১-১৯ [১]তু ঐ ১৬। [২]যতো বিষ্ণুর্ বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ঋ. ১।২২।১৬, [৩]১।১৫৫।৬। [৪]১।২২।২০, ২১; ১৫৪।৫, ৬; ১৫৫।৫।

অন্ধকারও পার হয়ে যেতে হবে স্বধা বা আত্মশক্তির বলে [৯৭], নইলে তত্ত্বকে পুরাপুরি জানা হবে না। তাইতে দেখি, অগ্নিহোত্রের সাধনা সূর্যমন্ত্রে যেমন দিনের বেলায়, তেমনি অগ্নিমন্ত্রে রাতের আঁধারে। সোমযাগের সাধনাতেও একটা অতিরাত্রের পর্ব আছে। আদিত্য যেমন মিত্ররূপে দিনের আলো, তেমনি বরুণরূপে রাত্রির অন্ধকার। [১]মিত্র এবং বরুণ দুজনকেই দিতে হবে প্রাণের নীতি।

সূর্যাস্তের পর হতে বরুণের অধিকার। তিনি আঁধারের সম্রাট্। প্রাকৃত দৃষ্টিতে আঁধার বটে, কিন্তু যোগদৃষ্টিতে নয়। আঁধার যোগদৃষ্টিতে আবরণ নয়, সংবরণ। বরুণ সংবরণ, তাঁর শক্তি তপতী অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মত। আঁধার বস্তুত অব্যক্ত জ্যোতিঃ [৯৮]।

বলেছি, এই অব্যক্তের তিনটি পর্ব আছে। একটির প্রতীক পূর্ণিমা সূর্যের আলো নাই, কিন্তু চাঁদের আলো আছে, আরেকটির প্রতীক অমা যখন চাঁদের আলো থাকে না, কিন্তু নক্ষত্রের ঝিকিমিকি থাকে। তৃতীয়টিতে কিছুই থাকে না, অথচ তারই অদৃশ্য ভাতিতে অনুভাত হয় সব কিছু [৯৯]।

আদিত্যায়নের এই ছকটি মনে রাখলে সূর্যার বিবাহের রহস্য স্পষ্ট হবে

সূর্যা কে? ঋক্সংহিতায় তিনি 'দুহিতা সূর্যস্য' [১০০]। অথচ সংজ্ঞাটিতে অপত্যবাচক প্রত্যয় নাই, আছে শুধু স্ত্রীপ্রত্যয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, [২]তিনি সূর্যের শক্তি হলেও আবার তার দুহিতাও।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সূর্যার তাহলে দুটি রূপ। এক রূপে তিনি 'দিবো দুহিতা' উষা—স্ফুরন্ত চেতনায় শ্রদ্ধার আবেশ, যোগী যাকে বলেন প্রাতিভসংবিৎ, তখন তিনি বালা। আবার তারুণ্যে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'সূর্যস্য যোষা'; যিনি 'দিবো দুহিতা', তিনিই 'ভুবনস্য পত্নী' বা ভুবনেশ্বরী [১০১]।

[৯৭] 'স্বধা' আত্মনিহিতি, আপনাতে আপনি থাকা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা, আরেকটি ভাব হল 'স্বাহা' দেবতাকে আবাহন করা, তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। পিতৃগণের উদ্দেশে উচ্চারিত হয় 'স্বধা', আর দেবগণের উদ্দেশে 'স্বাহা'। তু পিতৃযাণ আর দেবযান, যাতে মুনিপন্থা আর ঋষিপন্থা আভাসিত। অবশ্য পিতৃগণ বলতে বুঝতে হবে দিব্য পিতৃগণ (ঋ ১০।৮৮।১৫), যাঁরা সূর্যদ্বার ভেদ করে সেইখানে পৌঁছন যেখানে 'আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্' (১০।১২৯।২। [১]তু সূর্যায় দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ, যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যো হকরং নমঃ ১০।৮৫।১৭।

[৯৮] এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে রাত্রিসূক্তে 'রাত্রী ব্যখ্যদ্ আ র দেবা্ অক্ষভিঃ জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' রাত্রি দেবী, আসতে আসতে সর্বত্র তাকিয়ে দেখলেন তিনি অনেক চোখে জ্যোতি দিয়ে হটিয়ে দেন তমিস্রা ১০।১২৭।১, ২। জ্যোতি চন্দ্রমার, নক্ষত্রের, অব্যক্তের। অব্যক্তে কিছুই থাকে না, তবুও থাকেন অনির্বচনীয় সেই এক যাঁর পরে আর কিছুই নাই (তু ১২৯।২)।

[৯৯] ঋ ২।২ ১৫। এইটি বরুণের 'শূন' বা শূন্যতা (দ্র টী ৯২°)

[১০০] তু ঋ ১।১১৬।১৭, ৪।৪৩।২, সূর্যো দুহিতা ৭ ৬৯।৪। [২]এ অবাস্তব কিছুই নয়। চৈতন্যের পরিণাম নাই কিন্তু শক্তির আছে—কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটার মত, চাঁদের কলা বেড়ে চলার মত। তন্ত্রে পুরাণে তাই দেখি 'গিরীশ'-দুহিতাই 'গিরিশ'-জায়া। উভয়ত্র গিরি কূটস্থ চৈতন্য (তু, মাধ্যন্দিন সূর্যরূপী বিষ্ণু 'গিরিষ্ঠাঃ' ঋ ১।১৫৪।২)। শক্তি একদিকে দিয়ে তাঁহতে বিসৃষ্টা বলে দুহিতা আরেকদিক দিয়ে বিসৃষ্টির নিত্যসামর্থ্যরূপে জায়া। এই ভাবটি সংহিতাতেই আছে: 'স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ' দেবতা নিজের দুহিতাতেই তাঁর তেজকে নিহিত করলেন (১।৭১।৫; ১।১৬৪।৩৩)। দ্র. বেমী. পূ. ১১১°২১।

[১০১] তু. ঋ ৭।৭৫।৫; ১ ১১৫।২; দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী ৭।৭৫।৪।

সূর্যেরও দুটি রূপ [১০২]। একরূপে তিনি বিশুদ্ধস্থানে চৈতন্য, নিঘণ্টুকার তাঁকে রেখেছেন উত্তরায়ণের পঞ্চম পর্বে। কিন্তু পরম রূপে তিনিই আবার [১]উত্তম জ্যোতি, সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম জ্যোতি; [২]তিনি 'হংসঃ...ঋতং বৃহৎ', স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ধন্যভূমির অধীশ্বর, তুরীয়ব্রহ্মগম্য।

কিন্তু এসবই হল ভাবনার ইতির দিক, সৎএর দিক। তারও পরে কিছু আছে। আলোর উজানে আঁধারের রাজ্যে সৎএর বোঁটার বাঁধন অসতের সঙ্গে : এই বিসৃষ্টির মূলে যা, তার খবর কেউ রাখে না [১০৩]। সে এক অপরূপ শূন্যতা।

সূর্যদুহিতা কন্যকা উষা ক্রমে হলেন সূর্যযোষা তরুণী। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে ওই আঁধারের রাজ্যে সোমের ঘরে, লোকোত্তর অমৃতের লোকে [১০৪]। নিয়ে যাবেন কাঁরা? চেতনার উত্তরায়ণ শুরু হয়েছিল যাঁদের দেশনায়, সেই অশ্বিদ্বয়। আঁধার পার করে আলোর কূলে চেতনাকে তাঁরা পেঁাছে দিয়েছিলেন, আবার আঁধারের অব্যক্ত-জ্যোতির ভিতর দিয়ে সংবৃত সৌরচেতনাকে অকূলে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁরাই।

নতুন করে আঁধার পাড়ি দিতে গিয়ে অশ্বিদ্বয়ের ত্রিচক্র রথটি এবার বিশেষ কাজে লাগবে। সব দেবতার রথ দ্বিচক্র, কেবল এঁদেরটি ত্রিচক্র। কেন?

ঋষি বললেন, আলোর উপাসক ব্রাহ্মণেরা দুটি চক্রের খবর রাখেন। এ-দুটি হল অহোরাত্রের আবর্তন। কিন্তু তার পরেও এমন ভূমি আছে যেখানে দিনও নাই, রাতও নাই। অথচ এটি দিনের আলো পেরিয়ে রাতের আঁধারের গহনেই [১০৫]। সেইখানে অশ্বিদ্বয়ের রথ চলবে গূঢ় তৃতীয় চক্রের সহায়ে, যাকে কোথাও-কোথাও বলা হয়েছে [১]'অচক্র স্বধা' বা আবর্তনহীন আত্মস্থিতি। সে-চক্রের খবর জানেন তাঁরাই, [২]যাঁরা হিরণ্ময় পাত্রের বা আলোর আড়াল ঘুচিয়ে অবর্ণ সত্যের দেখা পেয়েছেন।

সেই গভীর গহনে চাঁদের ঘরে নেমে আসে আলোর একটি গোপন রশ্মি [১০৬]। ঐখানে নিত্য বর-বধূর অনুপাখ্য অগম বাসর।

[১০২] নি ১২।১৪। [১]ঋ. ১।৫০।১০, ১০।১৭০।৩; [২]৪।৪০।৫, ১।১১৫।১, শীর্ষ্ণঃশীর্ষ্ণো জগতস্ তস্থুষস্ পতিম্ ৭।৬৬।১৫, ৫।৪০।৬।

[১০৩] তু ঋ সতো বন্ধুম্ অসতি নির্ অবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা; য়ো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ১০।১২৯।৪; ৭।

[১০৪] ঋ ১০।৮৫।১৮-২০। চন্দ্রমার কলায়-কলায় বেড়ে ওঠার বর্ণনা।

[১০৫] দ্র. তৈত্তি ৩।১১।৭, শ্বে. ৪।১৮, মুণ্ডকে এটিকে বলা হয়েছে সূর্যদ্বারভেদ ১।২।১১। সংহিতার রূপকে এ হল সূর্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামিগৃহের বাসরশয্যায় যাওয়া। [১]তু. ঋ. ৪।২৬।৪, ১০।২৭।১৯। [২]ঈ. ১৫।

[১০৬] তু ঋ. অত্রাহ গোর অমন্বত নাম ত্বষ্টুর্ অপীচ্যম্, ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে'—আহা, এইখানে তাঁরা মনন করলেন ত্বষ্টার কিরণের গোপন নাম এই চাঁদের ঘরেই ১।৮৪ ১৫। নাম এখানে শুধু nomen নয়, পরন্তু numen বা অনুভাব (তু নি নাম কর্ম ৩।২২; নিরু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দুর্গ বলছেন 'নাম নমনং প্রহ্বত্বেনাবস্থানম্ ইত্যর্থঃ ৪।২৫)। ত্বষ্টার গো- সবিতার কিরণ (ত্বষ্টাও সবিতা ৩।৫৫।১৯, ১০।১০।৫, লক্ষণীয় নিঘণ্টুতে ত্বষ্টা এবং সবিতা পাশাপাশি দ্র নি ১২।১১-১২), যা বস্তুতই অন্ধকার হতে উৎসারিত আলো। যাস্কের মতে (নি ২।৬) এই রশ্মি যজুঃসংহিতার 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' (বা ১৮।৪০) যা আদিত্য প্রসূত হয়ে চন্দ্রমাকে আলোকিত করে। হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত চন্দ্রমা আদিত্যের এপারে, আর তার ষোড়শী ধ্রুবা কলা আদিত্যের ওপারে (দ্র. বৃ. ১।৫।১৪-১৫ সহ তৈত্তি. ৩।১১।৭)। তারও পরে তন্ত্রোক্ত সপ্তদশী অমাকলা।

রূপকের ভিতর দিয়ে সাধনার সঙ্কেতসহ অদ্বৈতভাবনার ইতি আর নেতি দুটি দিকেরই এক অপরূপ ছবি।

এইবার ধরা যাক পবমান সোমের একটি মন্ত্র। তার ঋষি হচ্ছেন কাশ্যপ অথবা অসিত দেবল। মন্ত্রটি এই : সাতটি ধ্যানচেতনার দ্বারা নিহিত হয়ে তিনি (পবমান সোম) প্রাণচঞ্চল করে তুললেন দ্রোহহীন সেই নদীদের, যারা একটি চোখকেই করেছে সংবর্ধিত [১০৭]।

বৈদিক যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যার লক্ষ্য অমৃতত্বলাভ [১০৮]। অধিভূত-দৃষ্টিতে সোম একটি [১]'ওষধি'। তার ডাল-পাতা ছেঁচে রস বার করে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। 'অগ্নিতে সোম ঢালা' একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। তার যেমন বাহ্য রূপ আছে, তেমনি আছে আন্তর রূপও। উদ্ধৃত মন্ত্রে দুটি রূপ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

সোমপান করলে একটা মত্ততা আসে। সেই আদিযুগ হতে কোন-না-কোনরকমের নেশা করে মানুষ আত্মহারা হয়েছে। আত্মহারা হয়ে তবে সে লোকোত্তরের আভাস পেয়েছে। ক্রমে আর বাইরের নেশা করা তার দরকার হয়নি। কিন্তু অন্তরের নেশা করার প্রয়োজন আজও অব্যাহত রয়েছে। নেশা মানেই নিজেকে ভুলে জগৎ ভুলে তন্ময় হওয়া। যে তন্ময় হতে পারে, প্রাকৃত চেতনার মূঢ়তা আর বিক্ষেপ কাটিয়ে সে অনির্বচনীয় এককে পায় -এটা যোগচেতনার আইন। ইতিহাস-পুরাণে তাই দেখি, আত্মারামের যোগশক্তি যে বলরাম, তিনি 'বারুণী'পানে নিত্যমত্ত এবং আত্মারামের অগ্রজ। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 'সোমপাতমঃ' [১০৯]। দেবতার লীলা আমারই মধ্যে। আমারই আত্মসমর্পণের সুধাপানে প্রমত্ত হয়ে অদ্ভুত বীর্যের প্রকাশ করেন তিনি, হন 'বৃত্রহা'—আঁধার ঘুচিয়ে আলো ফোটান আধারে।

সোমের এই অধিযজ্ঞ রূপ ছাড়া আছে তাঁর অধিজ্যোতিষ এবং অধ্যাত্ম রূপ। জ্যোতীরূপে সোম হলেন চন্দ্রমা। অগ্নি সূর্য (ইন্দ্র) সোম এই তিনটি জ্যোতি অধ্যাত্মচেতনার তিনটি ভূমিতে : ব্যক্তিচেতনায় অগ্নি, বিশ্বচেতনায় সূর্য, আর লোকোত্তর

যে সুষমূণরশ্মি এই দুটিকে আলোকিত করে তার 'নাম' বা আনমন 'অপীচ্য' কিনা গুহা। সংহিতার 'অমৃতস্য লোকঃ' (১০।৮৫।২০) এই ধ্রুবা আর অমা কলা তারও ওপারে যেখানে 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ'—আলো-আঁধারের কোনও নিশানা থাকে না (১০।১২৯।২)।

[১০৭] ঋ স সপ্ত ধীতিভির্ হিতো নদ্যো অজিন্বদ্ অদ্রুহঃ, যা একম্ অক্ষি বাবৃধুঃ ৯।৯।৪।

[১০৮] তু. ঋ অপাম সোমম্ অমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্ ৮।৪৮।৩। জ্যোতি সেই এক অমৃতজ্যোতি, দেবতারা যার বিভূতি। অদ্বৈতের সম্যক্ অনুভবে এক আর বহুর সমন্বয় এখানে। [১] ওষধি < ওষ(॥ উষস্ < √ বস্ 'দীপ্ত দেওয়া' অথবা উষ্ 'দহন করা', IE us 'to burn') + ধি, উষার আলো নিহিত যাতে। বৈদিক ভাবনা অনুসারে চেতনার প্রথম উন্মেষ ওষধিতে, তারপর পশুতে এবং অবশেষে মনুষ্যে। তাই তারা যথাক্রমে চিন্ময় অন্ন প্রাণ ও মনের বাহন। ওষধিরা 'সোমরাজ্ঞী' সোম তাদের রাজা ১০।৯৭।১৮, ১৯-৭, ২২। দ্র. টী. ২২৭[২]। সবন বা নিপীড়নের দ্বারা পার্থিবস্থান সোমকে দ্যুস্থান করা সোমযাগের উদ্দেশ্য।

[১০৯] তু ঋ ১।৮।৭, ২১।১, ৬।৪২।২, ৮।৬।৪০, ১২।২০। সোমপানের মত্ততায় ইন্দ্র কি কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, ঋষি গৃৎসমদ তার একটা বিবরণ দিয়েছেন ২।১৫ সূ.।

চেতনায় সোম। সোমের ষোল কলা। পনের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তাদের ছাপিয়ে ষোড়শী নিত্যকলা। বেদের পুরুষ ষোড়শকল [১১০]।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম হলেন 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' [১১১]। আদিত্যমণ্ডলে অমৃত আছে। সেই অমৃত সূর্যরশ্মির দ্বারা বাহিত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রণালিকা ধরে জীবহৃদয়ে [১]'আহিত' হয়। উপনিষদের নানাজায়গায় তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অমৃতবাহিনী এই নাড়ী হঠযোগের 'সুষুম্ণা'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা নাড়ী, অধিভূত-দৃষ্টিতে তা নদী।[২] হঠযোগের সুষুম্ণা নাড়ী ঋক্‌সংহিতায় 'সুষোমা' নদী।[৩] 'সু-ষুম্ণ' 'সু-ষোমা' 'সোম' তিনের ব্যুৎপত্তি একই ধাতু হতে, তিনটির মধ্যেই অমৃতপ্রবাহের ব্যঞ্জনা আছে। সোমের অনুরূপ হল 'সু-ম্ন'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'সুখ'।[৪] সুতরাং সোম আনন্দচেতনা বা রসচেতনা, সুষুম্ণ 'মহাসুখ'। তা-ই অমৃত। তাকে পাবার জন্য সোমযাগ। এটি বস্তুত একটি [৫]'উৎ-সব' কিনা আনন্দকন্দকে নিপীড়িত করে ধারাকে উজান বওয়ানো।

আনন্দচেতনার তিনটি রূপ আছে—একটি প্রাকৃত, একটি সাধ্য, আরেকটি সিদ্ধ। প্রবৃত্তিমূলক যে-আনন্দ, তা প্রাকৃত যেমন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। চেতনা

[১১০] তু ন. ১।৫।১৪, দ্র বেমী. পৃ ১৯৪। তন্ত্রের মহাশক্তিও ষোড়শী। বৈষ্ণবের ভাবনায় দেখি হ্লাদিনী চেতনার পনের কলায় চন্দ্রাবলী, আর ষোড়শী কলায় রাধা। তারও গভীরে পরঃ কৃষ্ণের অনির্বচনীয়তা। বৈদিক পঞ্চরাত্র একটি সোমযাগ, তাতেই এই ভাগবত-রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (দ্র. শব্রা. ১৩।৬।১...; পরে 'জগের' বিবরণ)।

[১১১] বা ১৮।৪০। [১]উপনিষদে তাই এই প্রণালিকার নাম 'হিতা' নাড়ী (দ্র ঐউ ১।১২, বৃ. ৪।২।৩, ৩ ২০, কৌ ৪।১৯)। [২]রশ্মি নাড়ী আর নদী যে এক, একথা ঋক্‌সংহিতাতেই পাই : 'যাঃ সূর্যো রশ্মিভির্ আততান যাভ্য ইন্দ্রো অরদদ্ গাতুম্ ঊর্মিম্ তে সিন্ধবো বরিবো ধাতনা নঃ' সূর্য যাদের আতত করেছেন তাঁর রশ্মিদের দ্বারা, ইন্দ্র যাদের জন্য খুঁড়েছেন ঢেউএর পথ, সেই সিন্ধুরা আমাদের মধ্যে নিহিত করুন বৈপুল্য ৭।৪৭।৪। নাড়ীবিজ্ঞানের একটি পূর্ণসংকেত এখানে আছে। সূর্যরশ্মিতে যা চিন্ময় তা-ই হঠযোগে হয়েছে 'চিত্রাণী', আর ইন্দ্রবীর্যে যা ওজস্বী তা-ই হয়েছে 'বজ্রাণী'। 'নদের পরিধিতে' অর্থাৎ আবরিকা তমঃশক্তির বেষ্টনীতে নদীর ধারা অবরুদ্ধ থাকে, ইন্দ্র বজ্রশক্তিতে সে অবরোধ বিদীর্ণ করেন (৩।৩৩।৬) আর ধারা উজান বয়ে চেতনাকে পৌঁছে দেয় বৃহতের মধ্যে (বরিবঃ)। [৩]ঋক্‌সংহিতায় পাই, 'অয়ং তে শর্যণাবতি সুষোমায়াম্ অধি প্রিয়ঃ আর্জীকীয়ে মদিন্তমঃ' হে ইন্দ্র, তোমার প্রিয় এই সোম শর্যণাবৎ সুষোমা এবং আর্জীকীয়ে থেকে তোমায় সবচাইতে মাতিয়ে তোলে (৮।৬৪।১১)। আবার পাই, 'সুষোমে শর্যণাবত্য্ আর্জীকে পস্ত্যাবতি যযুর্ নিচক্রয়া নরঃ'—বীর্যশালী মরুদ্গণ (জ্যোতির্ময় মহাপ্রাণেরা) রথচক্রকে গভীরে নামিয়ে পৌঁছলেন তিনটি ধামে, তাদের নাম আর্জীক সুষোম আর শর্যণাবৎ (৮।৭।২৯)। শাট্যায়নব্রাহ্মণে শর্যণাবৎ হচ্ছে 'কুরুক্ষেত্রের অধোদেশে স্পন্দমান একটি সরোবর' (দ্র. ১।৮৪।১৩ সায়ণভাষ্য)। এই দেহই কুরুক্ষেত্র বা দেবযজনভূমি। তাহলে শর্যণাবৎ হল তার অধোদেশে স্থিত মূলাধার। আর্জীক বা আর্জীকীয়কে (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'যা ঋজুতার দিকে চলেছে' অর্থাৎ যেখান হতে চেতনার গতি অকুটিল। তাহলে বলতে পারি সহস্রার। দুয়ের মাঝে 'সুষোমা' নদী বা 'সুষোম' ধাম। সুষোমা অমৃতপ্রবাহিণী, সোমের ধারা তার মধ্যে সহজে বয়ে চলে। এই তিনটি ধামে সোমের সবন বা নিংড়ে রস বার করবার কথা অন্যত্রও আছে (৯।৬৫।২২-২৩); সুষোম সেখানে 'পস্ত্যানাং মধ্যঃ' অর্থাৎ মধ্য নদী বা ধাম। 'তৃতীয়ে রজসি' অর্থাৎ দ্যুলোকে এই সোমের সহস্র ধারা, সেখান থেকে চারটি নাভিতে বা গ্রন্থিতে তারা নেমে এসেছে (৯।৭৪।৬)। [৪]৩।৬। [৫]< উৎ √ সু 'নিংড়ান' + অ। এই উৎসবের সঙ্কেত আছে হঠযোগের যোনিমুদ্রায়। তু 'যত্র ব্রহ্মা. গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্'—যেখানে ব্রহ্মা পাষাণের দ্বারা সোমে মহিমার অনুভব পান, সোম দিয়ে আনন্দের জন্ম দেন ৯।১১৩।৬। ব্রহ্মা সোমযাগের অধিষ্ঠাতা ঋত্বিক। 'গ্রাবা' সোম ছেঁচবার পাষাণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যোনিকন্দ। ঋক্‌সংহিতায় 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ একমাত্র এই সূক্তেই (দ্র ১১)।

তখন বহির্মুখ, মানুষ তাইতে 'পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্' বাহিরটাই দেখে, নিজের অন্তরের দিকে তাকায় না। আনন্দ তখন উপনিষদের ভাষায় 'বর্ণরতিপ্রমোদঃ', সংহিতার ভাষায় 'অসুতৃপ্তি'। প্রবৃত্তির মোড় ফেরে অন্তরাবৃত্তিতে বা প্রত্যাহারে বাইর থেকে ভিতরের দিকে তাকানোতে। আনন্দধারা তখন উজান বইতে থাকে, চেতনা হয় ঊর্ধ্বস্রোতা। এই আনন্দ যাগ ও যোগের সাধ্য, সংহিতায় 'সোমস্য মদঃ'। অবশেষে তা বিন্দুতে স্থির হয়, সিন্ধুতে বিস্ফারিত হয়। আনন্দ তখন সিদ্ধ [১১২]।

বেদেও সোমের তিনটি সংজ্ঞা অন্ধঃ সোম এবং ইন্দু। পার্থিব সোম 'অন্ধঃ' অর্থাৎ অধোদেশে স্থিত এবং অন্ধতমসে আবৃত। এইটি পুরাণে ত্রিস্রোতা গঙ্গার পাতালবাহিনী ভোগবতী ধারা। এই ধারাকে নিরুদ্ধ নিপীড়িত এবং উত্তরবাহিনী করতে হবে। সোমকে কখনও নাভির নীচে নামতে দেবে না—এটি যাজ্ঞিকসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধি। 'অন্ধঃ' তাহলে হবে 'পবমান সোম', যাকে রাহস্যিক উপায়ে 'পরিপূত' করা হচ্ছে [১১৩]। সোমযাগের সাধনা তাহলে বস্তুত আনন্দচেতনার রূপান্তর ঘটানো।[১] অবশেষে সোম যখন হন [২]আকাশগঙ্গা, তখন তিনি 'ইন্দু', পরম-ব্যোমরূপী শিবের ললাটে তাঁর স্থান। সংহিতার ভাষায় তিনি [৩]'সেই দেবতা—এই দেবতাকে জড়িয়ে ধরেন, সত্য ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেন সত্য ইন্দু।'

সোমসাধনার এই তত্ত্বগুলিকে এখন যদি উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

আধারে সোম আহিত হচ্ছেন সাতটি ধীতি বা ধ্যানচেতনার ধারা [১১৪]।

---

[১১২] সোমযাগের ফলশ্রুতি দ্র ঋ ৯।১১৩।৭-১১। সোম নিয়ে যান সেই অমৃতলোকে যেখানে অজস্র জ্যোতি, সমস্ত কামনার পরিতর্পণ প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের শেষ নাই, আনন্দের সীমা নাই এবং অবশেষে যেখানে 'স্বধা' ও 'দ্যুলোকের অবরোধ', বৈবস্বত মৃত্যুর পরম শূন্যতা।

[১১৩] তু. ঋ 'নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুশ্ চিৎ সূর্যে সচা'—যজ্ঞের নাভিস্বরূপ সোমকে আমাদের নাভিতেই আমি গ্রহণ করব (তার নীচে নামতে দেব না), আমার চক্ষু তখন হবে সূর্যে সঙ্গত ৯।১০ ৮ (অর্থাৎ হব 'সূরচক্ষাঃ'; তু মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বম্ আনশুঃ .ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ ১।১১০।৪)। এ-ব্যাখ্যা সায়ণানুযায়ী। তখন 'ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যযুঃ'—সোম অধ্বরে ঊর্ধ্বধারায় ঝলমলিয়ে যেন বয়ে চলেন সেই আলোর সন্ধানে ৯।৯৮।৩ (তু তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ ৯৬।১৮)। এখনও গঙ্গা যেখানেই উত্তরবাহিনী (ঊর্ধ্বস্রোতা) সেইখানেই 'কাশী' বা প্রকাশ। অধ্বর যজ্ঞ: রহস্যার্থ, যেখানে 'ধূর্তি' বা গতির কুটিলতা নাই, স্রোতে আবর্ত নাই (তু 'অপাম সোমম্ কিং নূনম্ অস্মান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ কিমু উ ধূর্তির্ অমৃত মর্ত্যস্য'—সোমপান করেছি এখন আমাদের কি করবে অরাতি কি করবে হে অমৃত, মর্ত্যের ধূর্তি বা বাঁকা চাল ৮ ৪৮।৩। ধূর্তি 'হ্বরাণাম্ এনঃ' কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা পাপ ১।১৮৯।১ < √ হ্বৃ < ধ্বৃ 'কুণ্ডলী পাকান')। [১]তু 'মধু প্রজাতম্ অন্ধসঃ'—অন্ধ ধারা হতে প্রজাত হও তুমি মধুরূপে বা অমৃতচেতনারূপে ৯।১৪।২ [২]তা ই দিব্য সোম। তু ৯।২।৫, ৭।৪, ১২।৪, ১৭।৫। 'ইন্দুঃ ইন্ধেঃ (দীপ্ত্যর্থস্য) উনত্তেঃ (ক্লেদনার্থস্য) বা নি ১০।৪১। দুটি অর্থ মেলালে 'জ্যোতির্বিন্দু'। [৩]সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্যম্ ইন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ২।২২।১-৩। হঠযোগের ভাষায় সোম-সূর্যের বা ইড়া-পিঙ্গলার মিলন।

[১১৪] সাতটি ধীতির কথা অন্যত্রও আছে· ঋ. ৯ ৮ ৪, ১৫।৮; ১৯।৪, ৬৬।১১, ৮৬ ৩১। [১]দ্র ৩।১।৬, ৭।১, ১ ৬৪।২৪, 'মধু ঊর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ'—(সোম) মধুর ঢেউ দোহন করে সাতটি বাণীতে ৮।৫৯।৩। [২]এষ হিতো (তু. উপনিষদের 'হিতা' নাড়ী) বি নীয়তে অন্তঃ শুভ্রাবতা পথা ৯।১৫।৩ দিবো নাভা ১২।৪, এষ সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি ২৭।৫, সোমো গৌরী (১।১৬৪।৪১) অধি শ্রিতঃ ১২।৩। [৩]তু 'আ বিদ্যুতা পবতে ধারয়া সুত ৯।৮৭।৩ অয়ং সরাংসি ধাবতি সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ৫৪।২'—বিদ্যুতের ধারায় সাতটি স্রোতে সাতটি (তিনটি তু ৬।১৭।১১) সরোবর রচে ছোটেন দ্যুলোকের পানে। তিনটি সরোবর, তু উপনিষদের

ধীতি স্ফুরিত হয় বাণীতে। সাতটি ধীতি অথবা সাতটি বাণী হল সাতটি ব্যাহৃতি বা লোকসৃষ্টির মন্ত্র।[১] তাদের দ্বারা আহিত হয়ে এই সোম অন্তর্বর্তী এক শুভ্রপথ দিয়ে নীত হন দ্যুলোকের নাভিতে, সঙ্গত হন সূর্যের সঙ্গে, পরা বাক্ গৌরীর সঙ্গে।[২] আধারের নাড়ীজালে প্রাণের স্রোত তখন খরপ্রবাহে বইতে থাকে ঋজুধারায়, তাদের মধ্যে কুটিলতার আবর্ত কোথাও থাকে না।[৩] তারই ফলে [৪]দ্যুলোকের মূর্ধায় বা বিষ্ণুর পরমপদে ফুটে ওঠে অমৃতক্ষর একটি দিব্যচক্ষু, যার দৃক্শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলে।

এই 'একম্ অক্ষি' সেই পরমদেবতারই বিশ্বতঃস্ফুরিত সোম্যদৃষ্টি, আমাদের মধ্যে যা ফোটায় সর্বদর্শী অদ্বৈতচেতনার আনন্দ।

বহু দেবতা একই সন্মাত্রের বিভূতি—বৈদিক অদ্বৈতবাদের এই একটি লক্ষণীয় ভাবনা। এই ভাবনা সূচিত করছে অদ্বৈতবাদের অবরোহের দিক মূল এক হতে শাখা-প্রশাখার বহুত্বে নেমে আসা। এই হতেই ঋক্‌সংহিতায় বৈশ্বদেবসূক্তগুলির সৃষ্টি. সেখানে পাই বহু দেবতার প্রশস্তি, কিন্তু দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ দেখি না কেননা সর্বাবগাহী একত্বের ভাবনাই সেখানে চেতনার পটভূমিকা। এ যেন একই সমুদ্রে লক্ষ তরঙ্গ ফেন-বুদ্‌বুদের বিবর্তন, একই অরণ্যে লক্ষ তরুর অন্যোন্য-সঙ্গমন। বিশ্বের বৈচিত্র্যে দেখছি একেরই লীলায়ন, দেখছি সবই দেবময় বা সবই চিন্ময়। অদ্বৈতবাদের এটি ফলিত দিক। এই যেমন দৃষ্টির অবরোহ, তেমনি আবার আছে আরোহ। বহুর যে-কোনও একটিকে একান্ত করে ধরে আবার উজিয়ে যাওয়া সেই মূল একে, সবিশেষকে পর্যবসিত করা নির্বিশেষে—যার কথা উপরে বলেছি। এমনি করে পরমদেবতার যে কোনও বিভূতি অর্থাৎ যে-কোনও দেবতা আমাদের ইষ্ট হতে পারেন। তবুও চারটি দেবতাকে সুস্পষ্ট ভাবে একের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ঋক্‌সংহিতায় অগ্নি ইন্দ্র সবিতা আর বিষ্ণুকে।

অগ্নির সম্পর্কে বলা হচ্ছে [১১৫] এই-যে বিশ্বদেব বা বিশ্বচৈতন্যের বিচিত্র

তিনটি 'আবসথ' (ঐ. ১।১২)—হৃদয়ে ভ্রূমধ্যে এবং মূর্ধায়। তু আজ্ঞীকীয়, দ্র টী ১১১ এই হল 'অধ্বর' গতি, ঋজুনীতি' (১।৯০।১) মূল ঋকের 'অদ্রোহ'। [৪]তু তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ . দিবী' ব চক্ষুর্ আততম্ ১ ২২।২০। এটিও লোকোত্তর অদ্বৈতচেতনার বর্ণনা

[১১৫] পরি যদ্ এষাম্ একো বিশ্বেষাং ভুবদ্ দেবো দেবানাং মহিত্বা ১।৬৮।২। চক্রের নাভি হতে শলাকার মত চারদিকে যিনি ছড়িয়ে পড়েন, তিনি পবিভূ এক অগ্নিই তেমনি বহু দেবতায় পরিকীর্ণ। [১]মনো ন যো হধ্বনঃ সদ্য এত্যেকঃ, সত্রা সূরো বস্ব ঈশে ১।৭১।৯। [২]যম্ এ রিরে ভৃগবো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যা ভুবনস্য মজ্‌মনা, অগ্নিং তং গীর্ভির্ হিনুহি স্ব আ দমে য় একো বস্বো বরুণো ন রাজতি ১ ১৪৩ ৪। [৩]২ ২৭।১, ইন্দ্রের নাম নাই, কিন্তু 'তুবিজাত' এই বিশেষণের উল্লেখ আছে: দ্র ১।১৩১ ৭, ৩।৩২।১১, ৬।১৮ ৪, ১০।২৯।৫। [৪]সপ্তভিঃ পুত্রৈর্ অদিতিঃ ১০ ৭২।৯. ৯ ১১৪ ৩। [৫]৬ ৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮। [৬]৯ ১১৩, ১১৪ সূ। [৭]ঐ. ১ ৩ ১৩ ১৪, কৌ ৩।১। [৮]তু প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুর্ অমৃতম্ ইত্যুপাস্ব ৩।২। [৯]৩ ১ ব্রাহ্মণে এইটিই দেবতাদের দ্বারা অসুরদের ত্রিপুরবিজয়, সাংখ্যের ভাষায় তিনটি গুণের বন্ধন কাটিয়ে ওঠা। [১০]স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একঃ ১।১০০।৭, য একশ্ চর্ষণীনাম্ ১।১৭৬।২, বিশ্বস্যৈক ঈশিষে ২।১৩।৬, একো দ্বে বসুমতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ ৩।৩০ ১১, একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ৩।৪৬।২, নমো অস্য প্রদিব (আদিম দিন হতে) এক ঈশে ৩ ৫১।৪, ত্বং হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র বাজস্য গোমতঃ (জ্যোতির্ময় বজ্রশক্তির ঈশান) ৪ ৩২।৭, ৬।৩৪।২, ৪৫।১৬, ৭।১৯।১, ২৩।৫, জনীর্ (পত্নী) ইব পতির্ একঃ সমানঃ (এইখানে মধুরভাবের ইঙ্গিত) ৭।২৬ ৩, ৮।১৩।৯, দেব একঃ ১০।১০৪।৯ . 'একে'র সঙ্গে প্রায়ই ঈশ্ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বিভূতি, অগ্নি এক হয়ে তাঁদের পরিভূ, এই তাঁর মহিমা। আবার : [১]এই যে অগ্নি মন হয়ে যেন পথে-পথে ছুটে চলেছেন; তিনি এক, তিনি সূর্য, পঞ্চদ্যুতির ঈশান তিনি। আবার : [২]বিশ্ববিৎ এই অগ্নিকে ভৃগুরা উদ্দীপ্ত করলেন পৃথিবীর নাভিতে বিশ্বভুবনের নিগূঢ় শক্তিতে; তোমার আপন ঘরে তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ কর উদ্‌বোধিনী বাণী দিয়ে, যিনি এক -বরুণের মত, যিনি জ্যোতির রাজা ইত্যাদি।...অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তারপর অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র। ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রকেই এক বা 'একো দেবঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সবচাইতে বেশী। ইন্দ্র সেখানে [৩]আদিত্য, [৪]সপ্ত আদিত্যের একজন, আর আদিত্য বা সূর্যই বৈদিকদের পরমদেবতা। বর্ষণে ইন্দ্রের শক্তির প্রকাশ, আদিত্যদ্যুতিতে তাঁর স্বরূপের বা প্রজ্ঞার। বস্তুত ঋক্‌সংহিতাতেই দেখি, ইন্দ্র পরম-দেবতা, [৫]তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন, রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে তিনি পুরুরূপ মায়াবী। তবে সংহিতার মন্ত্রে কর্মের প্রাধান্য বলে তাঁর শক্তিরূপের পরিচয়ই সেখানে বেশী করে পাই, যদিও সোমযাগের ফলশ্রুতিতে 'ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব' এই ধ্রুবাতে তাঁর পরমত্বই সূচিত হয়েছে।[৬] কিন্তু ঐতরেয় এবং কৌষীতকি ঋগ্‌বেদের এ দুটি উপনিষদেই তাঁর সুস্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে, তিনি পরমাত্মা।[৭] কৌষীতকিতে তাঁর প্রাণ বা শক্তিরূপ আর প্রজ্ঞারূপ দুটিকেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৮] সেখানে তাঁর বৃত্রবধের বর্ণনাটি একটু ফলাও করে বলা হয়েছে পৃথিবীতে তিনি বধ করেছেন কালকঞ্জদের, অন্তরিক্ষে পৌলোমদের এবং দ্যুলোকে প্রাহ্লাদিদের।[৯] সংহিতায় ইন্দ্রের অদ্বিতীয়ত্বের অনেক উল্লেখ আছে।[১০] ..তারপর দ্যুস্থান দেবতা **সবিতা** [১১]আবেগকম্পিত বিপ্র যাঁরা, মনকে তাঁরা যুক্ত করেন, যুক্ত করেন ধীকেও সেই বৃহতের সঙ্গে স্বয়ং যিনি আবেগে কম্প্র, খবর রাখেন হৃদয়াবেগের; এক তিনি, জানেন পথের দিশা, আত্মাহুতির বিধাতা তিনি; জ্যোতির্ময় সবিতাকে ঘিরে তাঁর স্তুতি কী বিপুল। আবার : [১২]এক তুমিই প্রেষণার ঈশান; (উজানপথে) চলতে-চলতে তুমিই হও পূষা; আবার এই বিশ্বভুবনের উপর বিরাট্ হয়ে আছ তুমিই। সবিতার 'প্রসব' হল জীবের মধ্যে অধ্যাত্মপ্রেষণার উৎস। তারপর দ্যুস্থান দেবতা **বিষ্ণু**, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যিনি মূর্ধন্য-চেতনা, মাধ্যন্দিন সূর্য যাঁর প্রতীক; তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের মন্ত্র : [১৩]বিষ্ণুর পানে ধেয়ে যাক্ (আমার প্রাণের) উচ্ছ্বাস, (আমার মনের) মন্ত্র গিরিশিখরে নিবাস যাঁর, বিশাল যাঁর গতি, (আলোকবীর্যের) বর্ষক যিনি; যিনি এক, এই দীর্ঘ বিপুল সঙ্গমস্থানকে

দেবতা 'ঈশান' (৮।৬।৪১।) > ঈশ্বর। [১১]যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ, বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্ এক ইন্ মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ৫।৮১।১। [১২]উতেশিষে প্রসবস্য ত্বম্ এক ইদ্ উত পূষা ভবসি দেব যামভিঃ, উতেদং বিশ্বং ভুবনং বি রাজসি ৭। [১৩]প্র বিষ্ণবে শূষম্ এতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে, য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থম্ একো বিমমে ত্রিভির্ ইৎ পদেভিঃ ১।১৫৪।৩। বিষ্ণুর প্রথম পদক্ষেপ প্রাতঃসবনে, দ্বিতীয়টি মধ্যগগনে এবং তৃতীয়টি গগনশীর্ষে বা মহাশূন্যে এটি ঔর্ণবাভের মত (নি ১২।১৯।)। এইখানে বৌদ্ধ-ভাবনার ধারা যে গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ববর্তী তার ইশারা পাওয়া যায়। এমন কি ঋক্‌সংহিতাতেও তার বীজ আছে (দ্র ৩।৫৩।১৪)। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র 'বিষ্ণু'। অধ্যাত্মচেতনার চরম তুঙ্গতায় তাঁর স্থিতি বলে তিনিও 'গিরিক্ষিৎ' ('গিরিষ্ঠাঃ' ২)। 'সধস্থ' বা সঙ্গমস্থান হল সমস্ত জ্যোতিঃশক্তির মিলনভূমি —যেমন আদিত্যমণ্ডল বা ব্যোমমণ্ডল। [১৪]যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি, য উ ত্রিধাতু পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ১।১৫৪।৪। 'মধু' অমৃতচেতনার প্রতীক, পঞ্চামৃতের চতুর্থ অমৃত, যা দানা বাঁধলে হয় শর্করা (আনন্দঘনতা)।

আবৃত করেছেন তিনটি মাত্র পদক্ষেপে। আবার : [১৫]যাঁর তিনটি পদ মধুতে পূর্ণ · অক্ষীয়মাণ থেকে যারা আত্মস্থিতির আনন্দে মাতাল, যিনি পৃথিবী (অন্তরিক্ষ) আর দ্যুলোকে এই ত্রিভুবনকে এই বিশ্বভুবনকে এক হয়ে ধরে আছেন।...এমনি করে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরিক্ষের উপান্তে ইন্দ্ররূপে আর দ্যুলোকে সবিতা ও বিষ্ণুরূপে একই পরম দেবতার প্রকাশ।

অদ্বৈতবোধের সূচক 'একো দেবঃ' এই পর্যায়ের কতকগুলি মন্ত্রের আলোচনা হতে দেখলাম, উপাসকের ইষ্ট অগ্নি উষা সূর্য (ইন্দ্র) মিত্র বরুণ অশ্বিদ্বয় সোম সবিতা বা বিষ্ণু যে দেবতাই হন না কেন, উপাসনার চরম পরিণাম এক অবিকল্প অদ্বয়চেতনার ভূমিতে আরূঢ় হওয়ায় সাধনার গোড়ায় পথের ভেদ থাকতে পারে এবং তা থাকাও সঙ্গত, কেননা রুচিতে ও সংস্কারে সব মানুষ এক নয়। কিন্তু চক্রের নাভিতে শলাকার মত সব পথের গন্তব্য যদি হয় 'এক', তাতেই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা 'সর্বেষাম্ অবিরোধেন'। গোড়াতেই একদেবের সাড়ম্বর ও যুযুৎসু ঘোষণা নাই বা থাকল!

এর পর অদ্বৈতানুভবের আরেক ধাপ উজিয়ে যাই, আসি 'একং সৎ' এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলির আলোচনায়।

আগেই বলেছি, অসৎ সৎ আর দেবতা, পরমতত্ত্বের এই তিনটি বিভাবই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যখন উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ আছে, তত্ত্ব তখন 'দেবতা' পরাক্ (objective) দৃষ্টিতে। অবশ্য সে-দৃষ্টির মূলেও আছে চেতনার অন্তরাবৃত্তি, কেননা নিজের গভীরে না ডুবলে কখনও দেবদর্শন হয় না [১১৬]। অন্তরাবৃত্তি আরও গভীর হলে ফোটে প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টি। তখন সাযুজ্যের অনুভবে সম্বন্ধকে ছাপিয়ে লক্ষিত হয় সম্বন্ধী। পরমতত্ত্ব তখন 'সৎ'। সৎ কিনা বিশুদ্ধ সত্তামাত্র, যা বিষয় এবং বিষয়ী উভয়কে কুক্ষিগত করে আছে। ন্যায়ে সত্তাকে বলে পরসামান্য (highest universal); উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'অস্তি'রূপে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানে চক্ষু মন বা বাক্যের ব্যাপার নাই।[১] দেবতা এই সৎস্বরূপের বিভূতি। দেবতাকে ধরে যেমন সৎস্বরূপে পৌঁছই, তেমনি সৎস্বরূপ হতে আবার নেমে আসি দেবতাতে।

এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে ঋক্‌সংহিতায় ঋষি দীর্ঘতমার এই মন্ত্রে [১১৭] : 'তাঁকেই ঋষিরা বলেন ইন্দ্র মিত্র বরুণ এবং অগ্নি; আবার তিনিই দ্যুলোকের সুপর্ণ যিনি পাখা মেলে আছেন। সেই এক সৎস্বরূপের কথাই বিপ্রেরা ঘোষণা করেন বহুভাবে, তাঁকে বলেন অগ্নি যম মাতরিশ্বা।'

[১১৬] তু ঋ 'ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত' ইন্দ্র (বিশ্বের) আদি পতি, তাঁর উদ্দেশে হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে মনীষা দিয়ে ধ্যানচেতনাকে তাঁরা করেন মার্জিত ১ ৬১ ২। 'ধী' যোগ (তু যুঞ্জতে ধিয়ঃ ৫।৮১।১) বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য তার তিনটি পর্ব মন দিয়ে (দ্র কে ম ৫), সেই মনেরই আশ্রিত মনীষা (বুদ্ধি বা বিজ্ঞান তু ক ১।৩।৬-১২) দিয়ে এবং অবশেষে হৃদয় দিয়ে (তু বৃ ৫।৩।১)। সাধনা তু ক হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্ তে ভবন্তি ২।৩।৯। দ্র. টী. ৭৬ [১]। [১]ক. ২।৩।১২-১৩। –

[১১৭] ঋ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্ অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য্ অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ ১।১৬৪।৪৬। বেদে অদ্বৈতবাদের নিদর্শনরূপে আধুনিকদের দ্বারা বহুরটিত মন্ত্র, যেন বেদে আর কোথাও অদ্বৈতবাদ নাই। দ্র টী ৪২।

অনুরূপে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আরেকটি মন্ত্রাংশ [১১৮] : 'যাঁরা বিপ্র ও কবি, বচন দিয়ে তাঁরা সেই সুপর্ণকেই বহুভাবে কল্পনা করেন যিনি এক হয়ে আছেন।' একই যে বহু হয়েছেন, এ-ভাব পূর্বালোচিত আরেকটি মন্ত্রেও[1] দেখতে পাই। উদ্ধৃত দুটি মন্ত্রে একই তত্ত্বের খ্যাপন : বহু দেবতা একই সৎস্বরূপের বিভূতি। বৈদিক নিরুক্তি স্মরণে রেখে এই উক্তির দার্শনিক বিবৃতি এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। সুদীপ্ত আত্মচৈতন্যই দেবতার স্বরূপ। একই চেতনার বহু বৃত্তি, এটা প্রত্যক্ষ। তাই দেবতাও বহু। কিন্তু নিদিধ্যাসনে[2] বা অন্তরাবৃত্ত চেতনার প্রগাঢ় অভিনিবেশে সমস্ত বৃত্তিই পর্যবসিত হয় এক চিন্ময় সন্মাত্রে। এটি আরোহক্রম। আবার অবরোহক্রমে সেই এক সত্তাই বিচ্ছুরিত হন বিচিত্র চিদ্‌বৃত্তিতে। 'একং সৎ' হন 'বহুধা বিকল্পিত'। অনুভবের দুটি কোটিই সত্য। বৈদিকভাবনায় বা এদেশের সাধনার ঐতিহ্যে একদেববাদ আর বহুদেববাদে কোথাও বিরোধ নাই।

দীর্ঘতমার মন্ত্রটিতে সাধনার দুটি ধারার উল্লেখ আছে। একটি ধারায় দেবতাবিন্যাস হল অগ্নি ইন্দ্র মিত্র বরুণ: আরেকটি ধারায় অগ্নি মাতরিশ্বা সুপর্ণ—যম। দুটি ধারায় সূক্ষ্ম ভেদ ইন্দ্র এবং মাতরিশ্বাকে নিয়ে।

সাধনার অর্থ হল চেতনার উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণে পর্বভেদ আছে। একেকটি পর্ব একেকটি দেবতা।

অগ্নিচেতনা সমস্ত সাধনারই ভিত্তি। হৃদয়ে অভীপ্সার আগুন না জ্বললে সাধনার শুরুই হয় না। তাই দুটি ধারাবই গোড়ায় পাচ্ছি অগ্নিকে।

আবার বৈদিক ভাবনায় পাই তিনটি লোক বা চেতনার তিনটি ভূমির কথা—পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। অন্তরিক্ষস্থান দেবতার আদিতে বায়ু, উপান্তে ইন্দ্র। বায়ুর আরেক নাম মাতরিশ্বা। আদিত্যেরা দ্যুস্থান দেবতা। বরুণ একজন আদিত্য, কিন্তু তবুও রাত্রি বা অব্যক্তচৈতন্যের দেবতা বলে তাঁকে বলতে পারি লোকোত্তর। যমও তা-ই। [১১৯]

[১১৮] ঋ সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভির্ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫। এরই প্রতিধ্বনি এই উক্তিতে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—এক ব্রহ্মের বিচিত্র রূপের কল্পনা সাধকদের হিতের জন্যই। বলা বাহুল্য, কল্পনা এখানে অবাস্তব ভাবনাকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে ভাবের রূপায়ণ যার বৈদিক সংজ্ঞা 'বিসৃষ্টি' (দ্র ১০।১২৯।৬, ১৯০।৩)। 'বিপ্র' < √ বিপ্ 'কাঁপা', ভাবের আবেগে যাঁর হৃদয় কম্প্র। 'কবি' < √ কু 'আকূতি বহন করা'; পরমদেবতাও বেদে কবি। তাঁর আকূতি সৃষ্টির, আর সাধক কবির আকূতি দৃষ্টির। দুটি সংজ্ঞায় বৈদিক ঋষির সোমচেতনার সার্থক পরিচয় (তু অয়ং সোমঃ, ঋষির্ বিপ্রঃ কাব্যেন ৮।৭৯।১)। বিপ্র ভাবের সাধক যিনি কবি, দিব্য আকূতিতে তিনি ক্রান্তদর্শী, তিনি অগ্র্যা বুদ্ধির সাধক। ভাব এবং ধী অন্যোন্যসঙ্গত দ্র টী ১৮১। [1]৮ ৫৮।২, দ্র টীম্ ৮৭[1]। [2]ধীযোগের চরম পরিণাম। ধী তু ঋ 'উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ পূষন্ বিষ্ণো কর্তা' হে পূষা, হে বিষ্ণু, আমাদের ধীকে কর জ্যোতিরগ্রা (১।৯০।৫ তু ঐ ১৫, ১৬ সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর উল্লেখ লক্ষণীয়), গায়ত্রীমন্ত্রে সবিতা ধী-র প্রচোদয়িতা ৩।৬২।১০ (তু. ৫।৮১।১): 'ইন্দ্র চোদয় ধিয়ম্ অয়সো ন ধারাম্ কৃধিং মাং দেবয়ন্তম্' হে ইন্দ্র, অয়োধারার মত প্রচোদিত কর আমার ধীকে, আমাকে কর দেবময় (৬।৪৭।১০ তু ক ক্ষুরস্য ধারা ১।৩।১৪, দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া ১২), 'বিদন্ত জ্যোতিশ্ চকৃপন্ত ধীভিঃ' তারা জ্যোতিকে পেল, (কেননা) ধী দিয়ে তাকে চেয়েছিল তারা ঋ ৪।১।১৪।

[১১৯] লোকবিভাগ অনুসারে দেববিভাগের মধ্যে খুব আঁট নাই। তাই দেখি, অগ্নি দ্যুলোকের মূর্ধায় ('দিবিয়োনিঃ' ঋ ১০।৮৮।৭), ইন্দ্র আদিত্য (২ ২৭।১। ইত্যাদি। বস্তুত চৈতন্য

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবীলোক দৈহ্যচেতনার ভূমি, আর অন্তরিক্ষলোক প্রাণচেতনার; দ্যুলোকের শুরু মনশ্চেতনা দিয়ে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে অন্নময় শরীরে তাপরূপে যে অগ্নির সাক্ষাৎ প্রকাশ, তিনিই দেবতারূপে কায়সংযমজনিত তপঃশক্তি। তাই দেহরূপ অরণিকে মন্থন করে অগ্নিসমিন্ধন এবং তপোবৃদ্ধিতেই সাধনার সূচনা। এই মন্থনের ফলে আবির্ভূত হয় বিশুদ্ধ প্রাণচেতনা, মাতরিশ্বা বা বায়ু তার দেবতা। ইন্দ্র শুদ্ধ মনশ্চেতনা, কিন্তু ওজোজাত [১২০] বলে প্রাণঘেঁষা। সংহিতায় মরুদ্‌গণ তাই তাঁর নিত্যসহচর। অন্তরিক্ষে এই দেবতাবিকল্প সাধনার দুটি ধারার সূচক। প্রাণ আর মন নিয়েই সাধনা; কিন্তু একটিতে প্রাণ মুখ্য, আরেকটিতে মন। [১২১]

প্রাণ ও মনের শুদ্ধি চেতনাকে উত্তীর্ণ করে দ্যুলোকে। সেখানে দেবতা হলেন মিত্র। তিনি ব্যক্তজ্যোতির আনন্ত্য [১২২]। এখানে তিনি কল্পিত হয়েছেন সুপর্ণ বা হংসরূপে। অব্যক্তের সুনীল আনন্ত্যে তিনি সাঁতার কাটছেন। দ্বিতীয় মন্ত্রাংশটিতে **ঋষি তাঁকেই বলছেন 'একং সৎ'।**

লোকের পর লোকোত্তর, ব্যক্তের পর অব্যক্ত [১২৩]। তার দেবতা হলেন বরুণ। রাত্রির অনির্বচনীয় জ্যোতি তাঁর প্রতীক।[১] প্রাণসংযমন যে-সাধনায় মুখ্য, তিনি সেখানে যম। কঠোপনিষদে যম বৈবস্বত অর্থাৎ আদিত্যজ্যোতি হতে উৎপন্ন। নচিকেতাকে তিনিই সেই লোকোত্তর ধামের অনুভব দিয়েছিলেন, যেখানে[২] অনালোকের আলোকে সব বিভাত হচ্ছে।

ঋষি বলছেন, এই সবই সেই এক সন্মাত্রের বিভূতি।

তারপর বিশ্বামিত্র অথবা বাকের পুত্র ঋষি প্রজাপতির দুটি মন্ত্র [১২৪]

সাবলীল, একভূমিতেই সবসময় নিবদ্ধ নয়। দেবতারা 'ত্রিষধস্থ' (অগ্নি ৫।৪।৮, বৈশ্বানর ৬।৮।৭, বিষ্ণু ১।১৫৬।৫, বৃহস্পতি ৪।৫০।১, সোম ৮।৯৪।৫, সরস্বতী ৬।৬১।১২, দেবাঃ যে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ ১০।৬১।১৪, অগ্নিং নরঃ ত্রিষধস্থে সমীধিরে ৫।১১।২)।

[১২০] তু ঋ 'অশ্বাদ্ ইয়ায়েতি যদ্ বদন্ত্য্ ওজসো জাতম্ উত মন্য এনম্'—এই যে বলে অশ্ব হতে তিনি (ইন্দ্র) বেগে এসেছেন, আমার মনে হয় তা তিনি ওজঃ হতে জাত বলেই (১০।৭৩।১০)।

[১২১] যেমন দেখি, একই নিরোধসমাধিকে লক্ষ্য করে প্রবর্তিত হঠযোগে প্রাণের প্রাধান্য, আবার রাজযোগে মনের।

[১২২] তু ক মহান্ আত্মা ১।৩।১০, ১৩, ২।৩।৭; তৈউ মহ ইতি, তদ্ ব্রহ্ম ১।৫।১।

[১২৩] সংহিতায় 'তুরীয়ং ধাম' ঋ ৯।৯৬।১৯, 'তুরীয়ং স্বিৎ' ১০।৬৭।১, তু 'গূল্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদ্ অত্রিঃ'—ব্রতচ্যুত অন্ধকারধারা নিগূঢ় সূর্যকে অত্রি লাভ করলেন তুরীয় ব্রহ্মের দ্বারা (৫।৪০।৬, দৃশ্যত সূর্যগ্রহণের বর্ণনা কিন্তু তত্ত্বত সূর্যেরও ওপারে অব্যক্তজ্যোতিতে প্রবেশের সংকেত, সূর্য গ্রস্ত হয় চন্দ্রের অমৃতকলার দ্বারা অর্থাৎ ব্যক্তচেতনাকে আবৃত ক'রে অব্যক্তবোধের উদয় হয়, তাই তন্ত্রে সূর্যগ্রহণ উপাদেয় কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ হেয়)।

[১] তু. ১০।১২৭।২। [২] ক. ২।২।১৫। দ্র. টী. ৪২।

[১২৪] ঋ বিশ্বেদ্ এতে জনিমা সং বিবিক্তো মহো দেবান্ বিভ্রতী ন ব্যথেতে, এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বম্ একং চরৎ পতত্রি বিষুণং বি জাতম্। সনা পুরাণম্ অধ্যেম্য্ আরান্ মহঃ পিতুর জনিতুর্ জামি তন্ নঃ, দেবাসো যত্র পনিতার এবৈর্ উরৌ পথি ব্যুতে তস্থুর্ অন্তঃ ৩।৫৪।৮, ৯। ঋষির নাম 'প্রজাপতি' মনে হয় ইষ্টের সঙ্গে সাযুজ্যবোধের সূচক। লক্ষণীয়, তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র, কিন্তু মাতা বাক্, মনু বলেন উপনয়নে ব্রহ্মচারীর পিতা হন আচার্য, আর মা সাবিত্রী (মস ২।১৭০)। এই বাক্ 'সসর্পরী' বা বিদ্যুদ্‌বিসর্পিণী বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন জমদগ্নির কাছ থেকে ৩।৫৩।১৫, ১৬। এই কি বিশ্বামিত্রের 'ব্রহ্ম, যা ভারত জনকে রক্ষা করছে' (১২), যা দ্বিজাতির নিত্যপাঠ্য গায়ত্রীমন্ত্র (৩।৬২।১০)? বাচ্য প্রজাপতির সূক্তগুলির (৫৪-৫৬) প্রত্যেকটিই গভীর ভাবের

'যা-কিছু জন্মেছে তাদের এ'রা দুজন যথাযথ করছেন সম্প্রসারিত, মহান্ দেবগণকে ধারণ করেও টলছেন না; চঞ্চল বা ধ্রুব যা কিছু, সবার পতি সেই এক যা চরে, যা ওড়ে, যা কর্মে বিচিত্র, যা জন্মে বিচিত্র সবারই। সেই সনাতন পুরাণকে এই যে অনুভব করছি দূর হতে অনুভব করছি সেই মহান্ পিতা আর জনক হতে এই আবির্ভাব আমাদের, দেবতারা যাঁর মধ্যে স্বভাবের রীতিতে স্তুতিমুখর হয়ে সুবিশাল তারা-বোনা পথে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।'. চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই যে শ্যামলী পৃথিবী আর ওই যে সুনীল দ্যুলোক, [১]বিশ্বভুবনের এ'রাই মাতা এবং পিতা। এই পৃথিবীর বুকে প্রাণের লীলা, আর ওই দ্যুলোকে আলোর খেলা এরই মধ্যে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের সকল স্পন্দন। মায়ের কোল হতে পিতার বুকে, প্রাণ হতে প্রজ্ঞার দিকে চলেছে নিখিল জীবনের অভিযান। এই জীবনায়নই বিশ্বদেবতার অনাদিনিধন লীলা: অষ্ট বসু একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ আদিত্য থরে-থরে বিন্যস্ত থেকে বিলসিত হয়ে চলেছেন এই ভূলোক আর দ্যুলোকের আবেষ্টনে।[২] একদিকে এই অনাদিমিথুন যেমন প্রাণে চঞ্চল বিভূতিতে বিচিত্র, তেমনি আরেকদিকে তাঁরা স্বধায় নিত্য অচঞ্চল। আবার এই মিথুনের বিশ্বব্যাপী দ্বৈতলীলাকে বেষ্টন করে বহুদূর ছাপিয়ে রয়েছেন [৩]সেই

বাহন। [১]'দ্যৌর্ মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্ মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্' দ্যুলোক আমার পিতা জনক এবং নাভি (গ্রন্থি) এখানে, এই মহতী পৃথিবী আমার মাতা এবং বাঁধন ১।১৬৪।৩৩ (তু ১।১৫৯।১ ৩)। 'উরুব্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ' সুবিশাল ব্যাপ্তি যাঁদের, যাঁরা মহান্, যাঁরা নিযুক্ত, সেই পিতা এবং মাতা বিশ্বভুবনকে রক্ষা করছেন ১।১৬০।২, পর্জন্য পিতরা ৭ ৫৩।২ (১০।৬৫ ৪)। 'রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা মহী ঋতসা' দ্যুলোক আর ভূলোকের পুত্র সব দেবতা, আদি পিতা এবং মাতা তাঁরা ঋতের তারুণ্যে উজ্জ্বল ৬।১৭ ৭ [২]তু. যত্রা অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইমে এব দ্যাবাপৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশ্যৌ, ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৈ দেবাঃ, প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশঃ ৪।৫।৭।২। দ্যুলোক ভূলোককে ছাপিয়ে প্রজাপতি তারও পরে পরম-পুরুষ যাঁর বিভূতি এ'রা সবাই (তু তৈউ আনন্দমীমাংসায় দেবতাবিন্যাস ২ ৮)। [৩]দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত রয়েছেন 'ঋতস্য যোনৌ' ৩ ৫৪।৬, যিনি সেই পরম এক তাঁর বর্ণনা 'স ইৎ স্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান' তিনি সেই শিল্পী বিশ্বভুবনে আছেন যিনি যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে জন্ম দিয়েছেন ৪ ৫৬।৩, অয়ং দেবানাম্ অপসাম্ অপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা' নিপুণ দেবতাদের মধ্যে ইনিই নিপুণতম যিনি জন্ম দিলেন ভুবনমঙ্গল দ্যাবাপৃথিবীকে ১।১৬০।৪। এই অনিরুক্ত দেবতা কখনও ইন্দ্র (৮।৩৬ ৪, ১০।২৯ ৬, ৫৪।৩) কখনও বা ত্বষ্টা ১০।১১০ ৯। তিনি বিশ্বকর্মা (১০।৮১।২, ৩), তিনি পুরুষ (১০ ৯০ ১৪)। 'ঋত' প্রজাপতির রত, যিনি প্রজাসমূহের জনক ১০ ৮৫।৪৩), বিশ্বে যা কিছু জাত হয়েছে তার পরিভূ (১০ ১২১ ১০)। [৪]সংহিতার ভাষায় 'সুরেতাঃ'। দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সুরেতা (১।১৫৯।২ ১৬০।৩ এখানে বৃষভ-ধেনুর উপমা আছে), কিন্তু শক্তি যখন পুরুষে নিবেশিত, তখন পাই একক 'সুরেতা দ্যৌঃ'কে, যিনি অজর অমৃত অগ্নিকে জন্ম দেন (১০।৪৫।৮)। [৫]উরৌ পথি' বিপুল পথে এই পথ দেবযান বা জ্যোতিঃপথ। দেবতারা সারি সারি সে পথে দাঁড়িয়ে পুরাণপুরুষের স্তব করছেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ পথ সুষুম্ণমার্গ, মূলাধার পৃথিবী হতে সহস্রার দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই পর্বে পর্বে চিৎশক্তির বিকাশ। 'বুরুতে' [পদপাঠ 'বি উত'। < বি + বে।, বা (বোনা) + ক্ত। তু স্তরীর্ নাৎকং বুতং বসানা ১।১২২।২, 'নক্ত' বা রাত্রির বর্ণনা তিনি মহানিশা বা শূন্যরূপিণী, তাই অপ্রসবিনী (স্তরীঃ), অথচ প'রে আছেন তারাঝলমল পোশাক] (তারা + বোনা। দেবযান তারাঝলমল পথ। তু 'প্র মে পন্থা দেবযানা অদৃশ্রন্ বসুভির্ ইষ্কৃতাসঃ' দেবযানের পথগুলি দেখা দিল আমার সামনে যারা বসু আলোয় ছাওয়া ৭ ৭৬।২)। সর্বদেবতার মূল পরমপুরুষের ধ্রুবপদকে দর্শন করে ঋষি নেমে আসছেন বিশ্বদেবতাদের মধ্যে এর পরেই সূক্তের শেষ পর্যন্ত আছে বিশ্বদেবগণের স্তুতি। [৬]দেবতারা স্তব করছেন সেই সনাতন পরমপুরুষের, কেননা তাঁরা তারই বিভূতি তু যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ১০।৮২।৫, যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে ৬)। [৭]মু. ৩।১।৬।

পরম এক যিনি শাশ্বত, সবার আদি, ভূত-ভব্যের ঈশান। এই শ্যামলীর বুক থেকে চেয়ে আছি ওই সুনীলের সুদূর রহস্যের দিকে। আমার অনিমেষ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হল অজানার হিরণ্ময় আবরণ : এই যে দেখছি, এই যে পেয়েছি সেই চিরপুরাতন চিরন্তনকে আদিমিথুনের সম্প্রযুক্ত চেতনার গহন গভীরে; সেই [৪]বীজপ্রদ পিতার বিসৃষ্টির বিপুল উন্মাদনা হতে এই যে দেখছি আমাদের অশ্রান্ত নির্ঝরণ, দেখছি তাঁর মধ্যে [৫]তারাঝলমল দেবযানের বিশাল বিতান, শুনছি তার পর্বে পর্বে বিশ্বদেবতার হৃদয়তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত সেই [৬]চিরন্তনের বন্দনাগান।... বিশ্বমূলে সমস্ত তত্ত্বই প্রজ্ঞাপিত হয়েছে দুটি মন্ত্রের মধ্যে : দেখছি, আদিতে সেই অনিরুক্ত পরম এক, তারপর সেই এক ভেঙে দ্যাবাপৃথিবীর দেবমিথুন, তারপর তার আবেষ্টনে বহুদেবতার বিভাবনা, আর তারই অনুভাবরূপে বিচিত্র এই বিশ্বলীলা। আবার দেখছি, এই পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত [৭]'সত্যেন পন্থা বিততো দেবয়ানঃ' —সত্যে ছাওয়া দেবযানের আলোর সরণি।

তারপর দীর্ঘতমার একটি মন্ত্র [১২৫] : 'তিনটি মাতা আর তিনটি পিতাকে ধারণ করে সেই এক উন্নত হয়ে রয়েছেন, তারা এঁকে অবসন্ন করছে না তো; মনন করছেন [১](দেবতারা) ঐ দ্যুলোকেরও উপরে থেকে বিশ্ববিৎ বাক্‌কে, যিনি সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন না।' আবারও পাচ্ছি দ্বৈতের ঊর্ধ্বে অনিরুক্ত অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। দ্বৈতলীলায় এবার একটি মিথুন বিপরিণত হয়েছেন তিনটি মিথুনে আদি জনক জননী দ্যাবাপৃথিবীরই তাঁরা বিভূতি।[২] তিনটি মাতা তিনটি 'লোক'—পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যৌঃ, সামান্যত এরা পৃথিবী অর্থাৎ আধারতত্ত্ব। আর তিনটি পিতা তাদের অধিষ্ঠাতা তিনটি 'দেব' অগ্নি বায়ু এবং সূর্য, সামান্যত এঁরা দ্যৌঃ কিনা

[১২৫] ঋ তিস্রো মাতৄস্ ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদ্ এক ঊর্ধ্বস্ তস্থৌ নেম্ অব গ্লাপয়ন্তি, মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিন্বাম্ ১।১৬৪।১০। [১]এই দেবতারা সেই পরমেরই নিত্যবিভূতি বিভূতি ও বিভূতিমানকে শক্তি ও শক্তিমানকে কখনও আলাদা করা যায় না। এক তিনিই আছেন, আর কিছুই নেই এ অনুভব আমাদেরই হতে পারে, উজিয়ে যাবার সময়। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে সবই আছে। এক বস্তুত বহুর সমাহার। তাই দেখি, সৃষ্টির আদিতেও দেবতারা রয়েছেন বীজশক্তিরূপে পুরুষ অগ্রজাত হলেও পুরুষযজ্ঞ সৃষ্টির প্রবর্তক হলেও দেবতারাই সেখানে যজমান ১০.৯০.৬, ৭। অবিশিষ্ট এক হতে বহুর বিবর্তন—এ দৃষ্টি বিভজ্যবাদীর, কিন্তু তখনও বহু সেই একে অনুস্যূত এবং নিগূঢ়ভাবে সক্রিয়। চেতনার উজান-ধারায় অদ্বৈতবোধ বহুকে বাদ দিয়ে, আর ভাটার বেলায় বহুকে নিয়েই এইটি ধরতে পারলে বৈদিক তথা ভারতীয় অদ্বৈতবোধের রহস্য বুঝতে পারা যায়। বিভজ্যবাদী বিবর্তনভাবনার উদ্দেশ সংহিতাতেই পাই দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদ্ অজায়ত, যুগে প্রথমেঽসতঃ সদ্ অজায়ত ১০.৭২.২, ৩। এখানে বিবর্তনের ক্রম অসৎ > সৎ > দেবগণ (তু ১০।১২৯।৬)। [২]তু তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্ তিস্রঃ ৪.৫৩.৫, ষড় ভারান্ ৩।৫৬.২, ষল্ উর্বীঃ ১০।১৪।১৬। [৩]আধার-শক্তি থেকে 'লোক', আর অন্তর্যামিচৈতন্য 'দেব'। দুয়েরই নিরুক্তিলভ্য অর্থ এক (জ্যোতি)। রোক < √রুচ্ দীপ্তি দেওয়া, তু দিবশ্ চিদ্ আ তে রুচয়ন্ত রোকাঃ ৩.৬.৭; ৬।৬৬।৬। উপনিষদে পাই লোক এবং লোকপাল, আগে লোক পরে লোকপাল, আত্মা দুয়ের অধিষ্ঠান (ঐ ১.১।১-৩)। [৪]দ্র ১।১৬৪।৪১, ৪২। পরমব্যোম অক্ষর (৩৯), বাক্ সেখানে সহস্রাক্ষরা হয়ে তাঁর সঙ্গে অবিনাভূতা। [৫]তু 'উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্, উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্' কেউ দেখেও বাক্‌কে দেখে না, কেউ আবার শুনেও শোনে না ১০।৭১।৪। বাক্ যেমন 'অবিশ্বমিন্বা', পূষার পঞ্চরশ্মি সপ্তচক্র রথও তেমনি 'অবিশ্বমিন্ব' (২।৪০.৩) অর্থাৎ দেবতা আর ঋষি ছাড়া আর কাউকে সে এগিয়ে নেয় না (উভয়ত্র পদপাঠ 'অবিশ্ব। মিন্ব', কিন্তু তু পদপাঠ 'বিশ্বম্। ইন্ব' সর্বত্র; তু. 'বিশ্বম্ ইন্বতি' ২।৫।২, 'ইন্বতো বিশ্বম্' ৩।৪।৫।

চিৎতত্ত্ব। সমস্ত বিশ্বই আধারশক্তি আর অন্তর্যামিচৈতন্যের যুগলবিলাস।[৩] এই বিলাস বিধৃত রয়েছে সেই অদ্বিতীয় একের মধ্যে, যিনি দুই হয়েও দুইকে ছাপিয়ে আছেন। যেখানে দ্বৈতলীলা, সেখানে আছে চরিষ্ণুতা, আছে ওঠা-নামার আয়াস তাই আছে গ্লানিও। কিন্তু অক্ষোভ্য অদ্বৈতে এই গ্লানি নাই, অথচ আছে ক্ষোভকে অনায়াসে বহন করবার সামর্থ্য। এই বিশ্বম্ভর অদ্বৈতচৈতন্যের ভূমি ওই দ্যুলোককেও ছাপিয়ে। সেই পরমব্যোমে পরমপ্রজ্ঞানের সঙ্গে অবিনাভূতা হয়ে আছেন পরমা বাক্—বিশ্বপ্রাণে স্পন্দমানা 'গৌরী', একপদী হয়েও যিনি সহস্রাক্ষরে বিচ্ছুরিতা।[৪] জীবনসমুদ্র তাঁথেকেই উছলে পড়ছে দিগ্‌বিদিকে। তিনি সব জানেন, [৫]কিন্তু সবাই তো তাঁকে জানে না। দেখছি এক অদ্বৈততত্ত্ব, আর দ্বৈতচেতনার তিনটি ভূমিতে তাঁর অফুরন্ত অশ্রান্ত বিলাস। এই বিলাসের শক্তিই তাঁর বাক্ বা বিসৃষ্টি বা স্ফুরত্তা যা নিত্য-সামরস্যে তাঁর সঙ্গে যুগনদ্ধ [১২৬]। দেখছি, বিশ্বের শব্দরূপ যুগপৎ একবচনে দ্বিবচনে এবং বহুবচনে।

তারপর বৈবস্বত যমের একটি মন্ত্র [১২৭]: 'তিনটি কদ্রুকের ভিতর দিয়ে

---

[১২৬] 'সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা যাবদ্ দ্যাবাপৃথিবী তাবদ্ ইৎ তৎ, সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্'—পঞ্চদশ উক্থ আছে হাজারভাবে, দ্যুলোক ভূলোক যতখানি ততখানিই তারা, সহস্র মহিমা আছে হাজারভাবে; ব্রহ্ম যতখানি ছড়িয়ে ততখানিই বাক্ ঋ ১০।১১৪।৮ (তু ঐব্রা ব্রহ্ম বৈ বাক্ ৪।২১)। এখানে Geldner-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'brahman ist hier die Grundlage der Vāc.' ব্রহ্ম অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে শব্দব্রহ্ম এবং অধ্যাত্মানুভবে পরব্রহ্ম দুইই। পঞ্চদশ উক্থ বা শস্ত্রের প্রয়োগ হয় উক্থ্যনামক সোমযাগে। 'মহিমা' ব্রহ্মবীর্যের আধার ব্রহ্মাশ্রিত (তু রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ ঋ ১০।১২৯।৫)।

[১২৭] ঋ ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষল্ উর্বীর্ একম্ ইদ্ বৃহৎ, ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ১০।১৪।১৬। মৃত্যু পিতৃগণ এবং যমকে নিয়ে রচিত উপমণ্ডলের (১০।১৪-১৯) এটি আদিসূক্ত। পুরুষসূক্তের মতই এটির ঋক্‌সংখ্যা ষোল; ঠিক তেমনি এই শেষের ঋকটি একটি বিশিষ্ট সমাপ্তির দ্যোতক ষোল ষোড়শকল পুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষসূক্তে তিনি আলো, তাঁহতে সৃষ্টি, আর এই যমসূক্তে তিনি কালো, তাঁতেই চেতনার প্রলয়। শেষের চারটি ঋকে যমের উদ্দেশে সোমসবনের কথা, যেন মরণ 'উৎসবের' সঙ্কেত। স্মরণীয় সোম অমৃত, যম তার বিধাতা (কঠোপনিষৎ)। পরের সব সূক্তের ঋষিরা যামায়ন, কেবল আদিসূক্তের ঋষি হলেন স্বয়ং বৈবস্বত যম। তু পুরুষসূক্তের ঋষি 'নারায়ণ', দেবতা 'পুরুষ'। আবার শব্রা-র পুরুষমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গে দেখি আদিপুরুষ নারায়ণ (১৩।৬।১।১)। সুতরাং দুটি সূক্তেই পাচ্ছি দেবতার সঙ্গে ঋষির সাযুজ্য, ঋষির আসল নাম কি তা জানা যাচ্ছে না [২]দ্র টী ১২৫[২]। পক্ষান্তরে তু, শাখান্তর হতে সায়ণের উদ্ধৃতি ষণ্ মোর্বীর্ অংহসস্ পান্তু দ্যৌশ্ চ পৃথিবী চ আপশ্ চৌষধযশ্ চ ঊর্ক্ চ সূনৃতা চ' তৈআ ভাষ্য ৬।৫।৩ আরও তু সপ্তবাঙ্ক্তিপ্রতিপাদিত সপ্তলোক, 'পরমপদ' ১।২২।২০, ২১, ১৫৪।৫, ৬, 'ঋতস্য যোনিঃ' ৩।৫৪।৬, ৪।১।১২, ৯।৭২।৬, ৭৩।১, ৮৬।২৫, ৩।৬২।১৩, ৫।২১।৪ (সোমসম্পর্কের বাহুল্য লক্ষণীয়; তু হঠযোগের 'সহস্রার-চ্যুতামৃত')। [২]তৈসং তে ত্রিকদ্রুক তিনটি যাগ (৭।৪।১১।১ সায়ণভাষ্য)। কিন্তু ঋতে কদ্রু মনে হয় সোমপাত্রবিশেষ (তু অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতম্ ইন্দ্রঃ ৮।৪৫।২৬, ত্রিকদ্রুকে ইন্দ্রের সোমপান ১।৩২।৩, ২।১১।১৭, ১৫।১ 'ত্রিকদ্রুকেষু সোমম্ অপিবদ্ বিষ্ণুনা সুতম্' ইন্দ্র বিষ্ণুর সহচার লক্ষণীয়, বিষ্ণুবীর্যেই ইন্দ্র বৃত্রঘাতী]। ২২।১, 'ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞম্ অত্নত' -তিনটি কদ্রুকে চেতন যজ্ঞকে দেবতারা করলেন বিতত ৮।১৩।১৮ (৯২।২১)। ঋতে গ্রাবস্তুতিসূক্তের (১০।৯৪) ঋষি 'অর্বুদঃ কাদ্রবেয়ঃ সর্পঃ' 'গ্রাবা' সোম ছেঁচবার পাথর; 'অর্বুদ' মাংসগ্রন্থি (tumour), ঋষির মায়ের নাম 'কদ্রু', তিনি নিজে 'সর্প'। এই সংজ্ঞাগুলির ভিতর দিয়ে হঠযোগের কুণ্ডলিনী-উত্থাপনক্রিয়ার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ঐব্রা-র আখ্যায়িকাটি লক্ষণীয় (৬।১)। দেবতারা সর্বচরুতে সত্রানুষ্ঠান করলেন, কিন্তু পাপকে বিনষ্ট করতে পারলেন না তখন ঋষি অর্বুদ কাদ্রবেয় সর্প এসে বললেন, একটি ক্রিয়া তোমাদের বাদ পড়ে গেছে বলে এই বিভ্রাট, আমি তা করে দিচ্ছি। এই বলে প্রত্যহ মধ্যন্দিনে তিনি উঁজিয়ে উঠে (উপোৎসর্পন্) গ্রাবদের স্তুতি করতে লাগলেন।

উড়ে চলেছেন (সোম)। ছয়টি বিপুলা (ভূমি); একই বৃহৎ। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী (যত) ছন্দ, সবই তারা যমে নিহিত।'.. মন্ত্রটিতে রাহস্যিক ভাষায় সোমযাজীর উৎক্রান্তির বর্ণনা, যার চরম লক্ষ্য সেই এক, সেই বৃহৎ। পথটি সেই সত্যে ছাওরা দেবযানের পথ। তার পর্বে-পর্বে [১] ছ'টি মহাভূমি। সপ্তম ভূমি সেই 'পরম পদ' বা 'ঋতের যোনি'—যা দ্যাবাপৃথিবীর উজানে। তাকে আর ভূমিও বলা চলে না। ভূমিরা 'উর্বী' বা বিপুলা; এ শুধু 'বৃহৎ', উপনিষদে যার অনুরূপ সংজ্ঞা হল 'ব্রহ্ম'। এই বৃহতে এই একে সমস্ত গতির অবসান। সোমযাজীর মৃত্যু তখন বৈবস্বত মৃত্যু, যা অমৃতত্বেরই নামান্তর। এখান হতে ওখানে অমৃতসন্ধ জীবন হতে বৈবস্বত মরণের প্রদ্যোতে চেতনার সোমধারা উজিয়ে চলে তিনটি [২]'কদ্রু' বা গ্রন্থির ভিতর দিয়ে [৩]সপ্তচ্ছন্দের লহরে-লহরে—অভীপ্সার অগ্নিকে রূপান্তরিত করে বৃত্রঘাতী বজ্রের অধ্যৃষ্যতায়, বিশ্বদেবতার আবেশকে মিলিয়ে দেয় [৪]বারুণী রাত্রির অপ্রকেততায়, যমদত্ত পরম অবসানের অসংজ্ঞতায়। এই অবসানই 'একং বৃহৎ'এর লোকোত্তর রূপ, যাতে অবিশিষ্ট অদ্বৈতানুভবের পরিচয়।

তারপর আসা যাক 'একং তৎ' এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলিতে।

যে পথ দিয়ে তিনি উজিয়ে উঠেছিলেন ('প্রতিবিলাদ্ উদ্গমা আগচ্ছৎ' সায়ণ), এখনও তার নাম 'অর্বুদোদাসর্পণী'। কিন্তু সোমপান করে দেবতাদের মত্ততা জন্মাল। তাঁরা বললেন, সর্পঋষির বিষদৃষ্টিতে এটি হয়েছে। তাই তাঁরা তাঁর চোখ বেঁধে দিলেন। অবশেষে দেবতাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সর্পদেরও। তাই তারা আজও 'অপহতপাপ্মানো হিত্বা পূর্বাং জীর্ণাং ত্বচং নবয়ৈব প্রযন্তি'—নিষ্পাপ হয়ে আগেকার জীর্ণ ত্বক্ ছেড়ে নতুন ত্বক্ নিয়ে চলাফেরা করে। তাব এই মানুষও সোমপান করে অমর হয়ে দিব্য দেহ লাভ করে (নাথসম্প্রদায়ের কায়সিদ্ধির মূল এইখানে)। ঐরা বলছেন, 'মনো বৈ প্রাবস্তোত্রীয়া' প্রাবস্তোত্রীয়া ঋক্ হল মনস্ ৬।২। তাই স্ত্রীলিঙ্গে 'মনসা। বাংলার লৌকিক পুরাণের দেবী মনসার কাহিনী স্মরণীয়।। আবার তৈসতে আছে কদ্রু-সুপর্ণীর কাহিনী (৬।১।৬।১ , ইতিহাস-পুরাণে 'কদ্রু বিনতা')। কদ্রুর কাছে পরাজিতা সুপর্ণীর নিষ্ক্রয়ের (ransom) জন্য গায়ত্রী তৃতীয় দ্যুলোক হতে সোম নিয়ে এলেন কিন্তু আনবার সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সেই সোমকে কেড়ে রেখে দিল তিন রাত্রি (তু কঠে যমের বাড়িতে নচিকেতার ত্রিরাত্রবাস)। তখন বাক্ একটি একবছরের মেয়ে হয়ে গন্ধর্বদের ভুলিয়ে সোমকে উদ্ধার করলেন। তৈস বলছেন, কদ্রু এই পৃথিবী আর সুপর্ণী ওই দ্যুলোকে (৬ ১ ৬।১)। ঐরা পৃথিবীকে বলছেন সর্পরাজ্ঞী (৫।২৩, ব্যাখ্যায় বলছেন, 'ইয়ং হি সর্পতো রাজ্ঞী' অর্থাৎ সর্পশব্দটিকে সঞ্চরণশীল অর্থে নেওয়া হয়েছে। সোজাসুজি সর্প বলতেও কোনও বাধা নাই)। কদ্রুর সঙ্গে পৃথিবী এবং সর্পের যোগ সেই একই ইঙ্গিত বহন করছে কদ্রু পৃথিবীতে কুণ্ডলিত মহাশক্তি (ঋর ভাষায় অস্য [= আদিত্যস্য] প্রাণাদ্ **অপানতী**' সার্পরাজ্ঞীসূক্ত ১০।১৮৯।২। যোগে অপান নিশ্বাসবায়ু, ঊর্ধ্বে উচ্চারিত প্রাণকে যা মূলাধারে টেনে নিয়ে আসে, তু আদিপুরুষের নাভি হতে অপান, অপান হতে মৃত্যু ঐউ ১ ১ ৪। 'মৃত্যু' আবার মাটি হয়ে যাওয়া, 'মৃৎ' এবং 'মৃত্যু'র মূলে একই ধাতু।। কদ্রুর ব্যুৎপত্তির জন্য তু 'কন্দ' Gk *Kondulos* 'কন্দুক' Gk *Kondules* ত্রিকদ্রুকের ভিতর দিয়ে ইন্দ্রের সোমপানের বা সোমের উড়ে যাওবার সঙ্গে তু তিনটি গ্রন্থিভেদ। [৩]সাতটি ছন্দ চব্বিশ অক্ষরের গায়ত্রী, তারপর ক্রমে চারটি করে অক্ষর বাড়িয়ে উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী (দ্র ১০।১৩০।৪, ৫)। তবে যেখানে পঙ্‌ক্তির জায়গায় আছে 'বিরাট্'। ঋতে কুড়ি অক্ষরের একটি ছন্দ আছে 'দ্বিপদা বিরাট্', দুটি বিরাট্ মিলিয়ে অক্ষরসংখ্যা পঙ্‌ক্তির সমান হয়। ঋতে সাতটি ছন্দের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সবিতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ অতএব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অভীপ্সার বাহন। তেমনি ত্রিষ্টুপ বৃত্রঘাতী ইন্দ্রশৌর্যের। [৪]তু 'যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্'—যেন তুমি দেবতা যম এবং বরুণকে দেখতে পাও (১০।১৪।৭), যমো দদাত্য্ অবসানম্ অস্মৈ (৯। তু. বাস. ৩৫।১)।

'এক' যখন দেবতা, তখন তাঁর অনুভবের বিশেষণ আছে বিভূতিবৈচিত্র্যে যার প্রকাশ। যখন তিনি বিশুদ্ধ সন্মাত্র, তখন আর তাঁর কোনও বিশেষণ নাই, তবুও সে-অনুভব ইতিবাচক। সূক্ষ্মদর্শীর 'অগ্র্যা বুদ্ধিতে' সেখানেও একটা সূক্ষ্ম বিশেষণের আভাস পাওয়া যায়। চেতনা যখন সে বিশেষণকেও ছাপিয়ে যায়, তখনকার অনুভবের সংজ্ঞা হল 'তৎ'। বৈদিক ঋষিদের ব্যবহৃত একটি উপমা দিয়ে তিনটি অনুভবের পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। আকাশে এক সূর্য জ্বলছে, তা ই যেন 'একো দেবঃ'। সেই সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত আকাশ যেন 'একং সৎ'। কিন্তু আকাশে আলো থাকে আবার থাকেও না, এই নিরুপাধিক আকাশ 'একং তৎ'। এ অনুভব অসৎকল্প, অথচ সৎএর অধিষ্ঠান। যেমন উপনিষদ বলছেন একই আদিত্যের 'শুক্লং ভাঃ' এবং 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্'এর কথা, বলছেন 'ছায়াতপের' কথা [১২৮]।

দীর্ঘতমার একটি মন্ত্রে লোকোত্তর তৎস্বরূপের সম্পর্কে দেখি এই জিজ্ঞাসা [১২৯] : 'আমি ধরতে পারছি না, তাই এবিষয়ে প্রশ্ন করছি সেই কবিদের যাঁরা ধরতে পেরেছেন, জানি না বলেই জানবার জন্য (আমার প্রশ্ন)। যিনি এই ছয়টি লোককে স্তম্ভিত করে রয়েছেন, সেই অজাতের রূপে আছেন কোন্ অনির্বচনীয় এক ?' ...যিনি পরম এক, তাঁর স্বরূপসম্পর্কে এখানে যে-বিবৃতি পাচ্ছি তা এই। এই 'এক' [১]অজ, তাঁর জন্ম নাই; অথচ তাঁহতেই [২]ছয়টি লোকের উৎপত্তি, তিনি তাদের আশ্রয় এবং অধিষ্ঠান। এই লোকসংস্থান সেই অরূপের রূপায়ণ। তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন যিনি, তিনি অনির্বচনীয়। তবুও মানুষ তাঁকে জানতে চায় এবং জানেও। পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সন্ধাভাষায় সেই বিজ্ঞানের বিবরণ। তাতে তাঁকে আখ্যাত করা হয়েছে [৩]আকাশরূপে, সূর্যরূপে এবং কালরূপে। আকাশরূপে তিনি সৎ এবং তৎ,

[১২৮] দ্র ছা ১।৬।৫ ৬, ক ১ ৩।১, তু উদ্দালকের বিকল্পনা আদিতে সৎ না অসৎ ? (ছা ৬ ২।১-২)। বুঝতে হবে, উজানে অসৎ, আর ভাটায় সৎ; অসতে প্রলয় আর সতে বিসৃষ্টি। ঈক্ষণ (ছা ৬।২।৩) সতেরই সম্ভব এবং তা ই উদ্দালকের প্রতিপাদ্য। তু গী ওঁ তৎ সদ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ১৭।২৩। তারপরেই ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে, 'ওম' ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ দান ও তপের প্রবর্তক, ওই ক্রিয়াই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা যখন ফলাভিসন্ধিশূন্য হয়ে করেন, তখন 'তৎ'এর ব্যবহার; প্রশস্ত কর্মে 'সৎ'এর প্রয়োগ। বৈদিক সাহিত্যে ইদম্ এতৎ আর তৎ এই তিনটি সর্বনাম সাধারণত লক্ষ্য করে যথাক্রমে জগৎ আত্মা এবং বিশ্বোত্তীর্ণকে (তু ক 'এতদ্ বৈ তৎ' একটি ধুয়া, বারবার ব্যবহৃত ২।১, ২ বল্লী)।

[১২৯] ঋ অচিকিত্বাঞ্ চিকিতুষশ্ চিদ্ অত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্, বি যস্ তস্তম্ভ ষল্ ইমা রজাংস্য্ অজস্য রূপে কিম্ অপি স্বিদ্ একম্ ১।১৬৪।৬ [১]উপনিষদের ভাষায় অজই অসম্ভূতি বা বিনাশ (ঈ ১২ ১৪)। অসম্ভূতি হল সম্ভূতির উজানে সেই 'পূর্ণম্ অপ্রবর্তি' (ছা ৩।১২ ৯; বৃ ২।১।৫ কৌ ৪ ৬), যা আকাশরূপে স্তব্ধ হয়ে আছে অথচ এই আকাশ হতেই আবার নামরূপের নির্বাহ হচ্ছে (ছা ৮।১৪.১)। উজানধারায় চেতনার প্রলয়ে তা ই 'বিনাশ'। সংহিতায় এ সেই অসৎ যা সতের জনক ঋ ১০.৭২।২, ৩, ১২৯ ৪। এই প্রসঙ্গে তু অসচ্ চ সচ্ চ পরমে ব্যোমন্ ১০।৫।৭, 'তৎ' তাহলে এই 'পরম ব্যোম', মন্ত্রে উল্লিখিত বৃষভ-ধেনুর যুগনদ্ধতা (ঐ)। তু টী ১২৮। [২]তু ১ ১৬৪ ১০, ৭ ৮৭ ৫, ২।১৩ ১০, ৩।৫৬।২, ৬।৪৭।৩, ১০।১৪ ১৬। [৩]যথাক্রমে দ্র ৭, ৮, ১১-১৪। [৪]তু 'অস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ'—এই প্রিয় পাখির গোপন পদ ১।১৬৪।৭। প্রিয় পাখি 'আদিত্য' যাঁর শুক্ল ভাতিকে দেখতে পাচ্ছি, গোপন পদ তাঁর পরঃকৃষ্ণ নীলিমা।

সূর্যরূপে বীজপ্রদ পিতা এবং কালরূপে এই বিসৃষ্টির পরম্পরা।[৩] সব মিলিয়ে তিনি এক অনির্বচনীয় রহস্য।

'একো দেবঃ' এই পর্যায়ের মন্ত্রালোচনার সময় আত্রেয় শ্রুতবিদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছি [১৩০]। তার আগের মন্ত্রেই আছে : [১]'ঋতের দ্বারা ঢাকা রয়েছে ধ্রুব ঋত তোমাদের (সেইখানে, হে মিত্র হে বরুণ), যেখানে সূর্যের অশ্বদের বিমুক্ত করেন (দেবতারা)। দশ শত (কিরণ) স্থির রয়েছে একসঙ্গে। দেবতাদের আশ্চর্যসমূহের সেই এক শ্রেষ্ঠ (আশ্চর্য) দেখলাম আমি।'...স্পষ্টতই সূর্যাস্তের বর্ণনা। উপনিষদের ভাষায় [২]সূর্যরশ্মিরা তখন প্রতীচী মধুনাড়ী, অমৃতরসে পূর্ণ। এই অমৃতকে আদিত্যেরা বরুণের মুখ দিয়ে পান করেন। সূর্যের রূপ তখন কৃষ্ণবর্ণ। এই রহস্যোক্তির তাৎপর্য আগেও বলেছি : সূর্যাস্ত মৃত্যুর রূপক। [৩]অবিদ্বানের পক্ষে তা অন্ধকার। কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে বৈবস্বত প্রদ্যোতে উদ্ভাসিত। [৪]এই প্রদ্যোত মৃত্যুকালীন আত্মসংহরণজনিত একটা পুঞ্জদ্যুতি, সংহিতার ভাষায় সূর্যের হাজার কিরণ যেন তখন জমাট বেঁধে স্থির হয়ে আছে। [৫]আপাতদৃষ্টিতে দেবতারা চেতনার কিরণগুলিকে তখন শিথিল করে দিয়েছেন। মুমূর্ষু তাই আর বহিঃসংজ্ঞ নন, কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞ কেননা তাঁর বাক্ প্রাণ এবং মন ক্রমান্বয়ে যে-তেজে এবং তেজ যে-পরদেবতায় সমাপন্ন বা উপসংহৃত হয় তাঁকে তিনি জানেন। সেই জানাই হল দেবদর্শনের সকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য। কেননা এ হল প্রপঞ্চোপশম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতবর্ণকে দেখা। এই বৈবস্বত মৃত্যু বা বারুণী রাত্রির নিগূঢ় অনুভব সমাধিতে বা যোগনিদ্রাতেও হতে পারে।[৬] তখন জীবন্মুক্ত [৭]বিনাশের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করে সম্ভূতির দ্বারা অমৃতের অনুভব পান। অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির সম্প্রয়োগ অদ্বৈতানুভবের সেই পরম কোটি, সেই 'একং তৎ' যার মধ্যে বারুণী চেতনার মহাশূন্যতা আচ্ছাদিত রয়েছে মিত্রের হিরণ্যচ্ছটার দ্বারা।[৮]

তারপর আথর্বণ বৃহদ্দিবের একটি মন্ত্র। ইনি ইন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছিলেন [১৩১]। একটি ইন্দ্রসূক্তের

১৩০ দ্র টীম্ ৯২। [১]ঋতেন ঋতম্ অপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্য্ অশ্বান্, দশ শতা সহ তস্থুস্ তদ্ একং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষাম্ অপশ্যম্ ৫।৬২।১। [২]দ্র ছা মধুবিদ্যা ৩.৩ ৮ [৩]দ্র ছা ৮।৬।৫, ৬। [৪]দ্র বৃ ৪.৪।২। [৫]দ্র ছা ৬ ১৫। [৬]তু মরমীয়াদের দশমী দশা, (বৈষ্ণব) হাল (সুফী), সাতোরি (জেন্)। [৭]ঈ ১৪। [৮]এই হল ঋতের দ্বারা ঋতের আচ্ছাদন। তু হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যধর্মের আচ্ছাদন ঈ ১৫ দ্র 'ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্' ঋতের দ্বারা সর্বাধার ঋতকে ধারণ করলেন তাঁরা যজ্ঞের শক্তিতে পরমব্যোমে ৫।১৫।২ যজ্ঞের শক্তি যজমানকে নিয়ে যায় সেই পরমব্যোমে যেখানে আছে মিত্রের ঋত যাহতে বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি, আর বরুণের ঋত যা অসম্ভূতিরূপে তার অধিষ্ঠান। যজমান মিত্রের ব্যক্তজ্যোতি দিয়ে অনুভব করেন বরুণের অব্যক্তজ্যোতিকে, চরম সংজ্ঞান দিয়ে পরম অসংজ্ঞানকে।

[১৩১] ঋ এষা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বা হবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯। [১]তদ্ ইদ্ আস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ ত্বেষনৃম্ণঃ, সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূন্ অনু যং বিশ্বে মদন্ত্য্ ঊমাঃ ১০।১২০।১। [২]আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানূন্ ৬। [৩]দ্র শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং ওজায়মানম্ অহিং দানুং শয়ানম্ ২।১২ ১১। লক্ষণীয়, দানু পর্বতবাসী একটি অহি এবং 'শয়ান'। পর্বত পাহাড়ের ঢেউ (তু নি 'গিরি' ও 'পর্বতের' ভেদ : গিরিঃ পর্বতঃ সমুদ্গীর্ণো ভবতি, পর্ববান্ পর্বতঃ ১।২০, গিরি খাড়া উঠে যায়, তার শিখরে দেবতার অধিষ্ঠান তু. 'গিরিষ্ঠাঃ' 'গিরিক্ষিৎ' বিষ্ণু, 'গিরিশন্ত' শিব)। তার খাঁজে খাঁজে বা গহ্বরে বৃত্রের বাস (তু.

গোড়াতেই ঋষি বলছেন : [১]'সেই তৎস্বরূপই হচ্ছেন সকল ভুবনে জ্যেষ্ঠ, যাঁহতে জন্মালেন বজ্রতেজা দীপ্তবীর্য (ইন্দ্র)। জন্মের পরেই তিনি লুটিয়ে দেন শত্রুদের, আর তাঁর উদ্দেশে আনন্দে মেতে ওঠেন (তাঁর) যত পরিকর।'. ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কিন্তু সেখানে বিশেষ করে ফুটেছে তাঁর 'ক্রতু' বা প্রজ্ঞাবীর্যের রূপ। বৃত্রবধ বা অবিদ্যার আবরণ ঘোচানো তাঁর প্রধান কাজ। এই সূক্তটিতেই ঋষি বলছেন, [২]তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে (শবসা) সাতটি দানবকে (দানূন্) তিনি বিদীর্ণ করেন।' আসলে একটি দানু [৩]স্বয়ং বৃত্র, অথবা [৪]বৃত্রমাতা। সাতটি দানু তারই বিভূতি। সপ্তসিন্ধু বা দিব্যপ্রাণের সাতটি ধারাকে অবরুদ্ধ করা তাদের কাজ। মানুষ তখন হয় [৫]'সপ্তবধ্রি', অর্থাৎ সাতটি প্রাণ থাকতেও যেন নিষ্প্রাণ। এই অবরোধ বিদীর্ণ ক'রে প্রাণকে মুক্তধারায় প্রবাহিত করেন ইন্দ্র। [৬]ধারা তখন শতগ্রন্থি ভেদ করে অদৃশ্যসঞ্চারে উজিয়ে চলে। ধারার যেখানে শেষ অথবা যে-শক্তি ধারাকে উজান বওবায়, তার উৎস কিন্তু সেই অনির্বচনীয় তৎস্বরূপ যিনি ছাপিয়ে আছেন নিখিল ভুবন।...দেবতা এখানে জন্য, তাঁর জনক সেই পরম অদ্বৈত, যাঁর আখ্যা হল 'তৎ'। [১৩২]

ঋক্‌সংহিতার দুটি বিশ্বকর্মসূক্তে এই তৎস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপাধি এবং বিভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। দুটি সূক্তই সমগ্রভাবে প্রণিধানের অপেক্ষা রাখে। এখানে দ্বিতীয় সূক্তের দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করছি : [১৩৩] 'বিশ্বকর্মার বিচিত্র মন, অনন্য তাঁর ব্যাপ্তি; (বিশ্বের) তিনি ধাতা এবং বিধাতা, আবার তিনিই

বলসা, বিলম্ ১।১১।৫, অপাং বিলম্ অপিহিতম্ [বৃত্রেণ] ৩২।১১)। ওইসব গহ্বরে সে শুয়ে থাকে (তু যোগশাস্ত্রের 'আশয়' বা অবচেতনায় শয়ান অবিদ্যার সংস্কার আধুনিক মনস্তত্ত্বের complex। ওই আশয়কে ভেঙে দিলেই অবরুদ্ধ প্রাণের মুক্তি হয় সপ্তসিন্ধুর উচ্ছল ধারায়, আর প্রজ্ঞার মুক্তি হয় আর্যজ্যোতির সপ্তরশ্মিতে (দ্র ২।১১।১৮, ১২।১২)। [৪]'বৃত্রমাতা', তু বেদান্তদর্শনের মূলা বিদ্যা (দ্র ১।৩২।৯, তু ১০ ১১, বর্ণনায় আছে, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বৃত্রমাতার প্রাণশক্তিই নির্জিত হল, আর বৃত্র দীর্ঘতমিস্রায় চলে পড়ল। [৫]দ্র টী ৬৭। [৬]তু 'এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে, ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্য আসাম্' এরা (নাড়ীসঞ্চারী প্রাণের ধারারা) ছুটে চলেছে হৃদ্যসমুদ্র হতে শতগ্রন্থির ভিতর দিয়ে, রিপু তাদের দেখতে পায় না, আমি জ্যোতির ধারাদের দিকে চেয়ে আছি, একটি হিরণ্ময় বেতস তাদের মধ্যে ৪।৫৮।৫ 'বেতস' নল, খাগড়া, সোমপ্রবাহিণী সুষুম্নানাড়ীর প্রতীক (তু ছা ৮।৬ ৬। তু শৌ যো বেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ, স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ ১০।৭।৪১)।

[১৩২] এই প্রসঙ্গে তু উপনিষদে ইন্দ্র ও ব্রহ্মের সম্পর্ক ঐ এবং কৌতে ইন্দ্রই পরমদেবতা বা ব্রহ্ম (ঐ ১।৩ ১৩ ১৪, কৌ ৩ ১)। কিন্তু কে এবং তৈতে ইন্দ্রের উজানে ব্রহ্ম (কে ৪।৩; তৈ ২।৮)। বৃহস্পতির দর্শনে দেখি দুটি ভাবনার সমন্বয় (১০।১২০।৯ এবং ১)।

[১৩৩] বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্ বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ তেষাম্ ইষ্টানি সম্ ইষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একম্ আহুঃ ১০।৮২।২। [১]এটি পুরাণে প্রপঞ্চিত হয়েছে ধ্রুবের আখ্যানে (দ্র ভা ৪।৮ ৯, উপাখ্যানের নামগুলি ব্যঞ্জনাবহ : 'প্রিয়ব্রত' ধার্মিক, 'উত্তানপাদ' যোগী, উত্তানপাদের এক রাণী 'সুরুচি' সুন্দরী, তাঁর ছেলে 'উত্তম' বটে, কিন্তু আরেক রাণী 'সুনীতি', তাঁরই ছেলে 'ধ্রুব')। [২]ঋ 'সপ্ত আপঃ' ৮।৯৬।১, ১০।১০৪।৮ (সিন্ধুরূপে ১।৩২।১২ ৩৫।৮, ১০২ ২ ২।১২ ৩, ১২, ৪।২৮।১, ৮।২৪ ২৭, ৯।৬৬ ৬, ১০।৪৩।৩), সপ্ত ধাম' ১।২২ ১৬, ৪।৭।৫, ৯।১০২।২, ১০।১২২।৩। [৩]তু কামস্ তদ্ অগ্রে সমবর্ততাধি 'মনসো রেতঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ ১০।১২৯।৪; ব্রহ্মের প্রিয়া 'মানসী' কৌ ১।৩। [৪]দ্র ১০।৯০ ১, ৮১ ৩, প্রথমচ্ছদ্ অবরাঁ আ বিবেশ ১। [৫]তু ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনম্ ক. ২।৩।৯, শ্বে. ৪।২০।

পরম সম্যক্-দর্শন; বিশ্বভুবনের সকল এষণা চরিতার্থতায় মেতে আছে (সেইখানে), যেখানে (ধীরেরা) বলেন সেই একের কথা যিনি সপ্তর্ষির ওপারে।'...অধিভূতদৃষ্টিতে সপ্তর্ষি এখানে প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। [১]সপ্তর্ষিমণ্ডল আবর্তিত হয়, কিন্তু যে-ধ্রুবে তা বিধৃত, তা স্থির থাকে। এই ভাবটি পরের একটি মন্ত্রেও পাব। এই ধ্রুবকে বলা যেতে পারে 'একং সৎ', যাঁথেকে প্রসৃত হয়েছে [২]সপ্ত 'আপঃ' বা 'ধাম'। এইসমস্ত ধামের তিনি 'ধাতা' সমষ্টিতে, এবং 'বিধাতা' ব্যষ্টিতে অর্থাৎ বিচিত্র রূপায়ণে। এই রূপায়ণের সাধন হল তাঁর মন, যার ঐশ্বর্যের সীমা নাই।[৩] আবার তাঁর আত্মবিভূতির বৈচিত্র্যকে তিনি 'আবৃত' করে আছেন এক হয়ে। এই সম্ভূতিতে তাঁর একটি দর্শন, যখন রূপে-রূপে দেখি তাঁর প্রতিরূপ এ-দেখা উপর হতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখা।[৪] কিন্তু তাঁর আরেকটি দর্শন হচ্ছে পরম বা সর্বোত্তম, যাঁতে তাঁর সর্বাতীত অনির্বচনীয়তার পরিচয়। এই দর্শনই তাঁর 'পরমা সংদৃক্' -সবার উজানে সেই দেখা যাকে ছাপিয়ে আর-কিছুই নাই। এইখানেই তাঁকে খোঁজার শেষ, পাওয়ারও শেষ। 'একং' এখানে সেই 'তৎ' যাঁতে সৎ এবং বিভূতি বিধৃত।[৫]

এই সূক্তেরই আরেকটি মন্ত্রে আছে · [১৩৪] 'সেই প্রথম ভ্রূণকে ধারণ করলেন অপ্এরা, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা হলেন সংগত; অজের নাভিতে অর্পিত হলেন এক, যাঁর মধ্যে রইল বিশ্বভুবন।'...এই প্রথম 'গর্ভ' বা ভ্রূণ হলেন হিরণ্যগর্ভ।[১] এর আগের মন্ত্রটিতে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে, [২]'(ওই) দ্যুলোক ছাপিয়ে এই পৃথিবী ছাপিয়ে দেবতা আর অসুরদের ছাপিয়ে যা আছে, সে কোন্ প্রথম ভ্রূণ যাঁকে অপ্এরা ধারণ করলেন, যাঁর মধ্যে বিশ্বদেবেরা চেয়ে দেখলেন পরস্পরকে?' এই মন্ত্রটিতে তার জবাব। দুটি মন্ত্র মিলিয়ে তত্ত্বের এই বিন্যাস পাওয়া যায় : সব ছাপিয়ে

[১৩৪] ঋ. তম্ ইদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে, অজস্য নাভাব্ অধ্য্ একম্ অর্পিতম্ যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ১০।৮২ ৬। [১]দ্র হিরণ্যগর্ভসূক্ত ১০।১২১। তার প্রথমেই আছে 'হিরণ্যগর্ভঃ সম্ অবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতির্ এক আসীৎ' হিরণ্যগর্ভই সব ছেয়ে বর্তমান ছিলেন সবার আগে, জাত হয়ে তিনি হলেন ভূতের একমাত্র ঈশ্বর। লক্ষণীয়, তিনি 'জাত' হন অর্থাৎ ভূত বা জড়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন (তু ক ২।১।৭), কিন্তু তার পরেই হন ভূতের ঈশান। এটি চৈতন্যের স্বধর্ম। সহজভাবে এটিকে স্বীকার করে নিলে আধুনিক দর্শনে জড়বাদ আর চিদ্বাদের দ্বন্দ্ব মিটে যায়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে আগে জড়, তারপর তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব। কিন্তু আবির্ভূত চৈতন্য জড়ের প্রশাস্তা হলেই তার সার্থকতা, এই প্রশাসনে চৈতন্যের যে উন্মেষ ঘটে, তার চরম পর্বে অনুভূত হয়—চৈতন্যই প্রাগ্ভাবী। বৈদিকদর্শন জড় আর চৈতন্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়েছে এইভাবে। সমগ্র সূক্তটিই দ্র। [২]পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভির্ অসুরৈর্ যদ্ অস্তি, কং স্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ৫। [৩]নামান্তর উপনিষদে 'বিনাশ' 'অসংজ্ঞা' 'পরঃকৃষ্ণতা'; ব্রাহ্মণে 'বারুণী রাত্রি'; সংহিতায় বরুণের 'শূন' (শূন্যতা) 'মার্তাণ্ড' 'অসৎ'। [৪]সব ছাপিয়ে গেলে কি আর থাকে, অথচ কিছু যেন থাকেই - 'পরো যদ্ অস্তি'র এই তাৎপর্য। [৫]তু. 'অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্ন্ ইমানি'—অনালোকিত এবং আলোকিত রজঃ প্রতিষ্ঠিত হলে পর তাঁরা রূপ দিলেন এই ভূতদের ১০।৮২।৪। অসূর্ত অসূর্য (< 'স্বর্' আলো, তু অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ঈ ৩।। একদিকে অন্ধ তমঃ, আরেকদিকে সৌরদীপ্তি, দুয়ের মধ্যে 'রজঃ'র রক্তচ্ছটা। সাংখ্যের ত্রিগুণবাদ এই থেকে এসেছে (দ্র বেমী ১৪৯[১১১])। এই রজঃই সংহিতায় লোক বা ভূতের আশ্রয়স্থান। [৬]তু গৌরীর্ মিমায় 'সলিলানি' তক্ষতী ১।১৬৪ ৪১ (আরও তু সৃষ্টির আদিতে 'অপ্রকেতং সলিলম্' এবং তার মধ্যে 'তপঃ'শক্তি ১০.১২৯।২, ১৯০।১)। [৭]তু অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন ১০।১২৯ ৬। [৮]তু. 'অন্যদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব'—আর-কেউ তোমাদের মধ্যে রয়েছেন ১০।৮২।৭।

রয়েছেন যিনি তিনি অজ, তিনি জন্মান না। উপনিষদের ভাষায় তিনি 'অসম্ভূতি'।[৩] তাঁকে 'অস্তি' বা আছেন এও বলা চলে না। অথচ তিনিই সব-কিছুর সম্ভূতি।[৪] তাঁর 'নাভি' বা শক্তিকূট যেখানে, সেইখানে আছেন 'একম্' বা 'একং সৎ'—আছেন 'অর্পিত' বা সংহত হয়ে, যেমন চক্রের শলাকারা সংহত হয় এসে তার নাভিতে। এই 'একং সৎ' বিসৃষ্টির মূলে। [৫]বিসৃষ্টি হয় ভুবনে ভুবনে -যার এক প্রান্ত দ্যুলোক, আরেক প্রান্ত ভূলোক। তখন বিশ্বভুবনে চলে দেবাসুর বা আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব। সৃষ্টি থেকে অসুরকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তবুও পারম্য (absoluteness) আছে দেবতারই, অসুরের নয়। দেবতারা সেই প্রথম ভ্রূণ বা হিরণ্যগর্ভেরই বিভূতি, বিসৃষ্টির আদিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত এবং তাঁর চেতনায় সচেতন। দেবতাময় এই যে 'একং সৎ', তাঁর আধার হলেন 'একং তৎ', যিনি অজ কিন্তু অশক্ত নন। [৬]অপ্ বা অব্যাকৃত কারণসলিল হল তাঁর শক্তি। সেই শক্তির প্রবহণ হল [৭]'বিসর্জন' বা বিসৃষ্টি —সৎ হতে বিশ্বদেবতার এবং বিশ্বভুবনের। [৮]এই পরম সত্তাই আমাদের অন্তর্যামী। এমনি করে এক অনির্বচনীয় তৎস্বরূপ হতে সত্তা এবং চৈতন্যের প্রবাহ নেমে এসেছে ভূতে-ভূতে।

তারপর বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি মন্ত্র [১৩৫] 'ছয়টি ভারকে (সেই) এক অচল থেকে বহন করছেন; ঋতের তুঙ্গতম নির্ঝরের দিকে চলেছে গোযূথেরা; তিনটি মহাভূমি একের পর এক রয়েছে সব ছাপিয়ে; দুটি গুহাহিত, দেখা যাচ্ছে একটিকে।' ...ছয়টি 'ভার' ছয়টি লোক বা মহাভূমি, [১]তাদের কথা আগে বলা হয়েছে। বহুর মেলাকে এরা বহন করছে বলে এদের বলা হচ্ছে 'ভার'।[২] আবার এই বহুকে বহন করছেন সেই এক। এদের পরিণাম আছে, এরা চলছে; কিন্তু তিনি অপরিণামী, তিনি অচল। ছয়টি লোক তাঁরই বিসৃষ্টি [৩]আদিত্যমণ্ডল হতে নির্ঝরিত রশ্মিমালার

[১৩৫] ঋ ষড্ ভারাঁ একো অচরন্ বিভর্ত্য্ ঋতং বর্ষিষ্ঠম্ উপ গাব আগুঃ, তিস্রো মহীর্ উপরাস্ তস্থুর্ অত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্য্ একা ৩.৫৬.২। পদপাঠে 'অত্যাঃ' ঘোটকীরা; Oldner এর প্রস্তাবিত পদবিচ্ছেদ 'অতি আ' (ছাপিয়ে) বিবেচ্য, বেঙ্কটমাধবের ব্যাখ্যা 'গমনস্বভাবাঃ' -গতি তাহলে উজানের দিকে, সায়ণের ব্যাখ্যা 'আগমাপায়িধর্মোপেতাঃ' গুহাহিতির সঙ্গে খাপ খায় না। মাধব এবং সায়ণ 'এক' বলতে বুঝেছেন আদিত্যাত্মক সংবৎসর, 'ছয়' বলতে ছয় ঋতু কিন্তু ভারকে ভূমি অর্থে গ্রহণ করলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে। ছয়টি ভূমির কথা সংহিতায় আরও আছে। অধিদৈবতদৃষ্টিতে 'এক' আদিত্য নিশ্চয়ই। অচর আদিত্য উদয়াস্তহীন দ্র ছা ৩.১১.১ ২।। [১]দ্র টী ১২৫[২], [২]তিষ্ঠতে এষু ইতি ভারাঃ' (সায়ণ)। ভূমিরা বহন করে ভূতগ্রামকে, ভূমিদের বহন করছেন (বিভর্তি) সেই এক। তবে 'ভারান্ বিভর্তি' এই পদগুচ্ছকে ধাত্বর্থক কর্মের উদাহরণরূপেও নেওয়া চলে [৩]'গাবঃ' রশ্মিরা (নিঘ ১.৬), 'বর্ষিষ্ঠম্ ঋতম্' অন্যত্র 'ঋতস্য সদনম্', 'ঋতস্য যোনিঃ', 'বর্ষিষ্ঠ' তুঙ্গতম, কিন্তু √বৃষ্ হতে ব্যুৎপত্তি ধরলে নির্ঝরণের ব্যঞ্জনা আছে (তু 'বর্ষ্ম' মাথার উপরের আকাশ যা থেকে বৃষ্টি ঝরে, বর্ষিষ্ঠং দ্যাম্ ইয়োপরি ৪.৩১.১৫)। [৪]তু ঋ ১.৩.১২। প্রথম দর্শন আদিত্যের, তিনি 'মহঃ' বা চতুর্থী ব্যাহৃতি (তৈউ ১.৫.২। [৫]দিনের পর রাত, সংজ্ঞানের পর অসংজ্ঞান কিন্তু সেই 'রাত্রী ব্যখাৎ'—চোখ মেলে চাইলেন ১০.১২৭.১ [৬]দ্র নি ১১.৩০, ৩১ 'রাকা' উত্তরা পৌর্ণমাসী (ঋ ২.৩২.৪, ৫, < √রা দান করা', তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের পূর্ণতা, তাই দেবীপক্ষের অন্তে লক্ষ্মীপূর্ণিমা।। 'কুহূ' উত্তরা অমাবস্যা। ।। 'কুহর', এটি নক্ষত্রলোক, ঋগ্বেদে তাঁর জায়গায় আছেন 'গুঙ্গূঃ' (২.৩২.৮), অর্থ 'নির্বাক্' (তু হিন্দী 'গুঙ্গা' বোবা < ফারসী 'গুঙ্গ', ঋগ্বেদেও দেখি 'গুঙ্গূ সিনীবালী' অমাবস্যায়, আর 'রাকা সরস্বতী' পূর্ণিমায়, তু সপ্তশতীর আদিতে রাত্রিসূক্ত (কালো), আর অন্তে বাক্সূক্ত (আলো)। ঋগ্বেদে 'গুঙ্গু' একটি জনপদেরও নাম (১০.৪৮.৮)।

মত। তাঁথেকে উৎসারিত হয়ে আবার তারা তাঁরই মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এই উজান-ভাটাই বিশ্বব্যাপী ঋতের ছন্দ, যার উৎস সেই পরম এক যাঁর মধ্যে সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে আছে। আমাদের অভীপ্সা ঊর্ধ্বস্রোতা, চলেছে লোক হতে লোকোত্তরের দিকে. তারই প্রবেগে অপার্থিব লোকের আমরা আভাস প্যাই. এই তিনটি পৃথিবীর উজানে জাগে আর তিনটি দ্যুলোকের চিন্ময় কম্পন। অগ্ন্যা বুদ্ধির আলোকে তার একটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি পুঞ্জদ্যুতি আদিত্যের প্রভাস্বরতায়।[৪] কিন্তু তার পর আর দৃষ্টি চলে না। তবুও বোধ থাকে। সে-বোধ যেন অনালোকের আলো, [৫]বারুণী রাত্রির অন্তরাবৃত্ত চক্ষুর কনীনিকা। তাতে ফোটে [৬]রাকার আলো, আবার তাকেও ছাপিয়ে কুহূর অবাক্ত দ্যুতির ঝিকিমিকি। তারও উজানে 'পরমং তদ্ একম্' যিনি এসবার ভর্তা।. লোকসংস্থানের পরম্পরা উজিয়ে এমনি করে পেলাম সেই তৎস্বরূপের পরিচয়. যিনি যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বভাবন।

সবার শেষে বৈশ্বামিত্র প্রজাপতির একটি বৈশ্বদেবসূক্তের ধুয়াতে পাই : [১৩৬] 'দেবতাদের মহৎ যে-অসুরত্ব তা একই।' Geldner লক্ষ্য করেছেন, সমস্তটি সূক্ত সন্ধাভাষায় রচিত[১], প্রায়শ দেবতা অনিরুক্ত[২] বিশিষ্ট দেবতারা সেই অনিরুক্তের বিভূতি। যে-কোনও দেবতাকে ধরে ভাবনা যখন উজান বইতে থাকে, তখন তা গিয়ে অবশেষে পৌঁছয় 'অসুরত্বের' সেই মহিমায় যা স্বরূপত অদ্বয়। এই অসুরত্ব কি, তা নিয়ে বিস্তৃত বিচার পরে করব এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি, ঋক্‌সংহিতায় অসুর প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা। সেখানে বিশেষ করে অসুর হলেন বরুণ, যাঁকে আমরা পেয়েছি শূন্যতার দেবতারূপে। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে অসুর বোঝায় প্রাণোচ্ছলতাকে, শক্তির বিকিরণকে; কিন্তু তার মূলে অনিরুক্তের ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট। দেবতাদের অসুরত্ব তাহলে তাঁদের মৌল অনির্বচনীয়তার সেই মহিমা যেখানে তাঁরা সবাই এক। এই অসুরত্ব দ্যোতিত করছে সেই 'একং তৎ'কে।

এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলির আলোচনা এখানেই শেষ হল।

দেখলাম, বৈদিক ভাবনায় দেবতা এক। বিশ্বভাবনরূপে তিনি সৎ এবং বিশ্বোত্তীর্ণরূপে তৎ। তাঁর 'তৎস্বরূপ অসৎকল্প। এই অসৎএর সংকর্ষণ অতি মাত্রায় প্রবল হলে যে অনুভব জাগে, তার পরিচয় পাই ঋক্‌সংহিতার নাসদীয়সূক্তে। তার প্রথমেই বলা হচ্ছে [১৩৭] 'না অসৎ ছিল না সৎ ছিল তখন, না ছিল কোনও লোক (রজঃ), না ছিল পরম ব্যোম (বলা হয়) যাকে।'. চেতনা এখানে উজান বয়ে চলেছে। ছয়টি 'রজঃ' বা মহাভূমি সে পার হয়ে গেল।[১] লোকসংস্থান নিঃশেষিত। আছে শুধু [২]পরম ব্যোমের অক্ষর শূন্যতা, সেই অসৎকল্প অনির্বচনীয়তা আরেকটা

[১৩৬] ঋ মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ ৩।৫৫ - *Der Rigveda*, সূক্তভূমিকা। [২]অনিরুক্ত দেবতা ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি' ঐব্রা ৩।৩০ ৬।২০, 'কঃ' ৬ ২১।

[১৩৭] ঋ নাসদ্ আসীন্ নো সদ্ আসীৎ তদানীং নাসীদ্ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ১০।১২৯ ১। [১]তু ১।১৬৪।৬। [২]তু ১।১৬৪।৩৯। [৩]মূল দ্র। মননের সহায়ক হবে এই আশায় এখানে শুধু একটা স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হল [৪]সতো বন্ধুম্ অসতি নির্ অবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ১০।১২৯।৪।

ধাক্কায় তাও থাকল না।...'সৎ নাই, অসৎও নাই। রাত্রি নাই, দিন নাই। মৃত্যু নাই, অমৃত নাই। অন্ধকারকেও নিগূহিত করে রয়েছে এক অন্ধকার। এক গহন গভীরের অনুভব: সে কী? কে তাকে জেনেছে, কেই-বা তার কথা বলবে? প্রচেতনা নাই, অথচ জলের স্রোতের মত কি যেন সরে-সরে যাচ্ছে। বাতাস নাই, অথচ আত্মস্থ সেই এক যেন নিঃশ্বাস ফেলল। পরমব্যোম তবুও বুঝি আছে। সেখানে কেউ বুঝি চেয়ে-চেয়ে কিছু দেখছে। কিন্তু জানছে কি, না জানছে না? কোথা থেকে কি এল? সে করল কি, না করেনি?...অদ্বৈতভাবনার পরম কোটি যেন এক লোকোত্তর নীহারিকার অন্ধতামিস্রে হারিয়ে গেল। জানা গেল, সকল জানা ফুরিয়ে যায় যখন, সেই জানাই পরম জানা। এবং পরম পাওয়া। 'তেমনি করে পেতে পারেন কেবল মরমী কবিরাই--মনের উজান ঠেলে আঁতিপাঁতি করে শুরু হয়েছিল যাঁদের এষণা এবং যার পর্যবসান হল হৃদয়ে। সেইখানে তাঁরা দেখলেন, অসৎএর বোঁটায় ফুটে আছে সৎএর ফুল। এইটুকুই জানা যায় বা বলা যায়। কিন্তু তা-ই সব নয়।.. অদ্বৈত ভাবনার পরম রহস্যকে এমন রূপ বুঝি পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারেনি। [১৩৮]

বৈদিক অদ্বৈতবাদের স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা আপাতত এইখানে শেষ হল। দেখলাম, সেমিটিক একদেববাদের মাপকাঠিতে বৈদিক অদ্বৈতবাদের বিচার করতে যাওয়া একটা মারাত্মক ভুল, কেননা দুয়ের প্রকৃতি গোড়া থেকেই একেবারে আলাদা। একটি বহুকে বাদ দিয়ে চলে, আরেকটি চলে বহুকে নিয়েই। একটি জোর দেয় কেবল আন্তর প্রত্যক্ষের উপর, আরেকটি বাহ্য প্রত্যক্ষকেও তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। বৈদিক পরমদেবতা শুধু বিশ্বের ধাতা নন—তিনিই বিশ্বরূপ, আবার অরূপও: দেবতার ভাবনায় তাঁর সাযুজ্যলাভ করে মানুষও দেবতা হতে পারে। এই দুটি ভাবনাই বেদে অনন্যসাধারণ। দার্শনিক চিন্তায় তার পরিণাম কি দাঁড়াল, তার আলোচনা পরে করব।

দেবতা যেমন স্বরূপত এক, তেমনি বিভূতিতে বহু। এই বহু দেবতার সংখ্যা কত? এসম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের যা মত, তা প্রসঙ্গের প্রথমেই উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা গোড়ার দিকেই আছে। ঋক্‌সংহিতাতেও দেখি, অনেক জায়গায় দেবতার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তেত্রিশ [১৩৯]; তার মধ্যে কোথাও-কোথাও

[১৩৮] এইসঙ্গে অনুধ্যেয় ১০।৭২, যাতে পাই অসৎ হতে সতের উল্লাস, অথচ অসৎ তখনও তাকে জড়িয়ে; দ্র. ১০।৫।৭।

[১৩৯] তু ঋ পত্নীবতস্ ত্রিংশতং ত্রীংশ্ চ দেবান্ ৩।৬।৯ (সব দেবতাই পত্নীবান কিনা সশক্তিক), ৮।২৮।১, ৩০।২। [1]ত্রয় একাদশাসঃ ৮।৫৭।২, ৯।৯২।৪, তিনটি ভাগ অনুসারে দেবতারা দিব্য, অপ্য (অপ্ হতে জাত) এবং পার্থিব ৭।৩৫।১১, যে দেবাসো দিব্য্ একাদশ স্থ পৃথিব্যাম্ অধ্য্ একাদশ স্থ, অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ ১।১৩৯।১১, ১০।৪৯।২, ৬৫।৯ [2]তু অগ্নে তান্ ত্রয়স্ত্রিংশতম্ আ বহ ১।৪৫।২ (উপরেই আছে ত্বম্ অগ্নে বসূঁর্ ইহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত যজা জনং মনুজাতম্, লক্ষণীয়, দেবতারা 'মনুজাত' কিনা দিব্য মন হতে জাত, এই মন 'মনসো রেতঃ প্রথমং যদ্ আসীৎ' ১০।১২৯।৪, মনু আমাদের আদি পিতা ১।৮০।১৬; পুরাণে স্বায়ম্ভুব প্রজাপতি), অগ্নিঃ ত্রীঁর্ একাদশাঁ ইহ যক্ষৎ ৮।৩৯।৯, বিশ্বের্ দেবৈস্ ত্রিভির্ একাদশৈঃ সোমং পিবতম্ অশ্বিনা ৩৫।৩ (অগ্নি যেমন পৃথিবীস্থান দেবতাদের আদি, অশ্বিদ্বয় তেমনি দ্যুস্থান

তেত্রিশকে [১]সমান তিন ভাগ করা হয়েছে, তখন দেবতাদের স্থান যথাক্রমে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। আবার দেখা যায়, বিশিষ্ট কোনও দেবতা এই তেত্রিশ-জনের নেতা; [২]তখন তাঁরা স্পষ্টত 'একের' বিভূতি এবং নায়ক দেবতা এই বিভূতির উপলব্ধির সাধন। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'তিন হাজার তিন শ' ত্রিশ এবং নয় জন দেবতা অগ্নির পরিচর্যা করেছিলেন।'[৩] অগ্নিই তাহলে এখানে "একদেব এবং তিন হাজার তিন শ' উনচল্লিশ জন দেবতা তাঁরই বিভূতি। নয়কে তিন ভাগ করলে সংখ্যার বিন্যাস দাঁড়ায় তিন হাজার তিন, তিন শ তিন এবং তিন দশ তিন। মনে হয়, প্রধান দেবতা তিন জন পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই তিনটি ভূমির অনুরোধে। তার পর তাঁদের বিভূতিকে পরপর তিনবার দশগুণিত করা হয়েছে [৪]যথাক্রমে প্রাণ মন ও বিজ্ঞানের ভূমিতে ঐশ্বর্যের ক্রমোপচিত বৈচিত্র্য বোঝাতে। তাথেকে এই সূচিত হয়, আসলে একই দেবতা,[৫] কিন্তু চেতনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর বহুধা প্রকাশ।

আবার দেবতা বাকের বিভূতি, মন্ত্রই দেবতার শরীর [১৪০]। মন্ত্র ছন্দোময়। অতএব ছন্দের অক্ষরসংখ্যার সঙ্গে দেবতার সংখ্যার একটা মিল থাকবে। ব্রাহ্মণে তেত্রিশ সংখ্যাকে এই ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের তিনটি প্রধান ছন্দ– গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। তাদের প্রত্যেক পাদে যথাক্রমে অক্ষরসংখ্যা হল আট, এগার এবং বারো। তাথেকে এলেন বসুগণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ। মোটের উপর পাওরা

দেবতাদের..., অহং (বাক্) রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ ১০।১২৫।১। [৩]ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ ৩।৯।৯ (১০।৫২।৬; এখানে অগ্নির সংজ্ঞা সৌচীক ; তিনি জলের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন, দেবতারা তাঁকে খুঁজে বার করছেন। [৪]মূলে আছে, বিশ্বা অপশ্যন্ বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ - হে জাতবেদা অগ্নি তোমার সমস্ত তনুকে বহুধা দর্শন করেছেন সেই একদেব (১০।৫১।১)। অগ্নি তখন প্রশ্ন করলেন, সে একদেব কোন্ জন ২।? দেবতাদের মুখ্য ছিলেন বরুণ, তিনি বললেন, 'এং ত্বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশান্তরুষ্যাদতিরোচমানম্ – হে চিত্রভানু, সেই তোমাকে যম জানতে পেরেছেন দশটি অন্তর্বাসস্থান থেকে তুমি খুব ঝলমল করছিলে যখন' (৩)। সায়ণ বলেন, পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক অগ্নি বায়ু আদিত্য অপ্ ওষধি বনস্পতি এবং প্রাণিশরীর এই দশটিতে অগ্নি নিগূঢ় হয়ে বাস করছেন অর্থাৎ অগ্নি আছেন বিশ্বময়। অন্যত্র বলা হচ্ছে, তিনি আছেন 'পদে পরমে' অর্থাৎ পরমব্যোমে (১।৭২।৪)। সুতরাং যম বা বৈবস্বত মৃত্যু ছাড়া কে তাঁর দর্শন পাবে? অগ্নিতে চৈতন্যের সূচনা বলে তিনি 'সৌচীক', তিনি বিশ্বব্যাপী, দেবতারা তাঁকেই খুঁজছেন অতএব তিনি একদেব। সূচনার পর্যবসান বৈবস্বত মৃত্যুতে বা যমে, তিনিও একদেব অর্থাৎ 'একং সৎ' একদিকে অগ্নি, আরেকদিকে যম (তু ১।১৬৪।৪৬)। [৪]প্রাণকে বোঝাতে 'দশ' (তু বৃ ৩।৯।৪), শতায়ু শতবীর্য শতেন্দ্রিয় পুরুষকে বোঝাতে 'শত' (ঐব্রা ৬।২), আর পরমা, ভূমা বা মনকে বোঝাতে 'সহস্র' (তা ১৬।৯।২, শ ৩।৩।৩।৮, শ ৪।৬।১।১৫)। [৫]তু. যো দেবানাং নামধা এক এব ১০।৮২।৩।

[১৪০] তু বাক্সূক্ত ১০।১২৫, বাগ্ বৈ বিরাট্ শ ৩।৫।১।৩৪, বাগ্ বৈ প্রজাপতিঃ ৫।১।৫।৬ (১।৬।৩।২৭), বাগ্ এব দেবাঃ ১৪।৪।৩।১৩; দ্র টী ৬১। [১]দ্যাবাপৃথিবী শ ৪।৫।৭।২, ৫।১।২।১৩, ৩।৪।২৩ (গণের উল্লেখ আছে); ইন্দ্র প্রজাপতি শ ১১।৬।৩।৪, ৫ (এটি বৃ বৃ অনুরূপ ৩।৯।১), তু তৈব্রা ২।৮।৮।১০; বষট্কার প্রজাপতি ঐব্রা ১।১০, ২।১৮, ৩৭। তেত্রিশ অক্ষরের বিরাট্ ছন্দের সঙ্গে সঙ্গত রেখে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ঐব্রা ১।১০, ২।৩৭। তেত্রিশজন দেবতা, কিন্তু নাম নাই ঐব্রা ৬।২, তা ৪।৪।১১, ১০।১।১৬, ১২।১৩।২৬, ১৭।১।১৫; তৈব্রা ১।২।২।৫, ৮।৭।১, ২।৭।১।৭।৪। ঐব্রা আবার ভাগ করছেন সোমপা দেবতা তেত্রিশ জন কিন্তু আরও তেত্রিশ জন আছেন যাঁরা অসোমপা, তাঁদের তৃপ্তি পশুতে, তাঁরা এগারজন করে প্রযাজ অনুযাজ এবং উপযাজ দেবতা (২।১৮)। [২]দ্র শ ৪।৫।৭।২, তা ১০।১।১৬, ১২।১৩।২৪; তৈব্রা ১।৮।৭।১, ২।৭।১।৪।

গেল একত্রিশ জন দেবতা। আর দুটি দেবতার বন্ধনীর মধ্যে এঁদের স্থাপন করলেই দেবতার সংখ্যা হয় তেত্রিশ। ব্রাহ্মণে তা-ই করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধনীর দেবতারা সবজায়গায় এক নন। কোথাও তাঁরা দ্যাবা-পৃথিবী, কোথাও ইন্দ্র-প্রজাপতি, কোথাও বষট্‌কার প্রজাপতি।[১] যেখানে দ্যাবাপৃথিবীর বন্ধনী, সেখানে প্রজাপতি চতুস্ত্রিংশ।[২]

আদিত্য রুদ্র এবং বসুদের তিনটি গণ আর দ্যাবাপৃথিবী এই নিয়ে দেবতা তেত্রিশজন, এ-ভাবনা খুব প্রাচীন, ঋকসংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে। একসঙ্গে তিনটি গণের উল্লেখ সেখানে অনেকজায়গায় পাওয়া যায় ১৪১। গোড়ায় আদিত্য সাতজন, [২]উপনিষদের ভাষায় তাঁদের বলা যায় সদ্‌ব্রহ্ম। আর মার্তাণ্ড বা অসদ্‌ব্রহ্মকে নিয়ে তাঁরা আটজন। বস্তুত এঁরা সবাই সূর্য। সূর্য একটি [২]'দ্বাদশার' চক্র অথবা তিনি 'দ্বাদশাকৃতি' পিতা। অর বা আকৃতি হল মাস। তাথেকে দ্বাদশ আদিত্য। এই সংখ্যাটি মেলে কালদৃষ্টিতে, আর আগের সংখ্যাটি ভাবদৃষ্টিতে। ব্রাহ্মণে অধিজ্যোতিষ ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয় 'সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ'।[৩] তার দ্বাদশ ভাগ থেকে দ্বাদশ আদিত্য। আদিত্যগণের সংখ্যার মূল এই। মরুদ্‌গণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং তাঁরা 'রুদ্রিয়' বা রুদ্রপুত্র। যেখানে 'অপ্সুক্ষিৎ' (দিব্যজলনিবাসী) এগারজন দেবতার কথা আছে, তাঁরা সেখানে এগারজন রুদ্র হতে পারেন। রুদ্রগণের সংখ্যার সূচনা তাহলে সংহিতাতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গোল বাধে বসুগণের সংখ্যা নিয়ে। এঁরা যদি পৃথিবীস্থান দেবতা বা অগ্নির বিভূতি হন, তাহলে অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীর প্রতি পাদের অক্ষরসংখ্যা থেকে তাঁদের সংখ্যা আট হতে পারে। ব্রাহ্মণেও এই সংখ্যা দেওয়া আছে। কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় তেত্রিশকে যেখানে সমানে তিন ভাগ করা হয়েছে, সেখানে পৃথিবীস্থান দেবতার সংখ্যা হয় এগার। তাহলে এই সংখ্যাটি কি করে পাওয়া যায়? সংহিতায় দেখা যায় ইন্দ্র বসুগণের নেতা,[৫] অর্থাৎ তিনিও তাঁদের একজন অথবা বাসব। বারজন আদিত্য থেকে ইন্দ্রকে বাদ দিলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার। আর দ্যাবাপৃথিবীকে এবং ইন্দ্রকে বসুগণের সঙ্গে জুড়ে দিলে, তাঁদের সংখ্যাও হয় এগার। গোড়ায় এমন-একটা পরিকল্পনা থাকা অসম্ভব নয়, বিশেষত ব্রাহ্মণোক্ত গণ ও সংখ্যার বিভাগ যখন সংহিতাতেই পাচ্ছি।[৭] বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবতাবিভাগ ব্রাহ্মণের অনুরূপ, অধিকন্তু গণ-বিভাগের সেখানে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বসুরা সেখানে আধারশক্তি,

১৪১ ঋ আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্ ৩।৮।৮ এখানে 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিবীরূপে দেবতা; তারপর দেবতাদের লোকের উল্লেখ; তিনটি লোকের মধ্যে দ্যুলোক উহ্য, দ্যাবাক্ষামা হতে তার অনুবৃত্তি করতে হবে। তিনটি গণ ১।৪৫।১, ২।৩১।১ ৩।২০।৫, ৭।১০।৪, ৩৫।৬, ১৪, ৮।৩৫।১, ১০।৬৬।৩, ৯, ১২, ১২৫।১, ১২৮।৯ ১৫০।১। [২] ২।২৭।১, দেবা আদিত্যা যে সপ্ত ৯।১১৪।৩, অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ সপ্তভিঃ পুত্রৈর্‌ অদিতির্‌ উপ প্রৈৎ পূর্ব্যং যুগম্ প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্ মার্তাণ্ডম্ আভরৎ ১০।৭২।৮ ৯ [২] ঋ ১।১৬৪।১১ ১২। [৩] ঐ ১।১ ২।১৭ তৈ ১০।৩।৬ শ ১১।৫।১২, ২।২।১৩ ৫ (সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ)। ৫।১।৭।১০।১০ । ঋ ৫।৫৭।৭ আদিত্যা বসবো রুদ্রিয়াসঃ ৬।৬২।৮, ৭।৭৫।২২। [৫] ১।১৩৯।১১। ইন্দ্রং নো অগ্ন বসুভিঃ সজোষা রুদ্রং রুদ্রেভির আ বহা বৃহন্তম্ আদিত্যেভির অদিতিং বিশ্বজন্যাম্ ৭।১০।৪ শং ন ইন্দ্রো বসুভির দেবো অস্তু ৩৫।৬ ইন্দ্রো বসুভিঃ পরিপাতু নো গয়ম্ ১০।৬৬।৩ [৭] দ্র ৩।৮।৮। [৮] ৩।৯।১২ ৬ ... সোমের জায়গায় তাকে নিয়ে কিন্তু তিনি আদিত্যের দৈত্য অহুরা সংজ্ঞার সোম। ঋ দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ নঃ ১০।১১৪।৩)।

যার মধ্যে 'ইদং সর্বং হিতম্' এইসব নিহিত আছে। এই শক্তির একদিক লোক, আরেকদিক লোকপাল। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ আর নক্ষত্র এই চারটি লোক, এবং যথাক্রমে অগ্নি বায়ু আদিত্য আর সোম এই চারটি লোকপাল। এই নিয়ে আটজন বসু। দশটি প্রাণ এবং আত্মাকে নিয়ে একাদশ রুদ্র। আর দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য বা কালচক্র। সবাইকে ছাপিয়ে ইন্দ্র-প্রজাপতি।[৪]

ইন্দ্রের একটি বিশেষণ 'শতক্রতু'। তার সঙ্গে তেত্রিশ সংখ্যার একটা যোগ আছে। ইন্দ্রবিরোধী বৃত্রের এক নাম 'শম্বর' 'শম্'কে আবৃত করে আছে বলে। আধারে তার নিরানব্বইটি পুর আছে। পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক অথবা দেহচেতনা প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনা -চেতনার এই তিনটি ভূমির প্রত্যেকটিতে আবরিকা শক্তির তেত্রিশটি করে পুর আছে। বিষ্ণু বা আদিত্যচেতনাকে সহায় করে ইন্দ্র এই তিন তেত্রিশ বা নিরানব্বইটি পুর ভেদ করে শততম পুরে বা 'শম্'এ যখন পৌঁছন, তখন তিনি শতক্রতু।[১৪২] প্রত্যেক পুরকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটানো ইন্দ্রের একেকটি ক্রতু। এই নিরানব্বই পুরের কথা ঋক্সংহিতার সব মণ্ডলেই আছে।[১] সুতরাং ভাবনাটি খুব প্রাচীন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৈদিক ভাবনায় দেবতা যেমন এক, তেমনি আবার বহু। এই বহু দেবতাকে সাধনার সৌকর্যের খাতিরে তেত্রিশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এই সংখ্যাকে যে আরও কমানো যায়, তা যাজ্ঞবল্ক্যের বিবৃতিতেই দেখতে পাচ্ছি।

বহু দেবতা যখন একেরই বিভূতি, তখন তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না।[১৪৩] এইটি বোঝাতে সংহিতায় তাঁদের একটি সার্থক বিশেষণ আছে

[১৪২] তু ঋ ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতা শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্ ৭।৯৯।৫ [১] দ্র ১।৫৪।৬, ২।১৯।৬, ৩।১২।৬ (ছন্দের অনুরোধে 'নব' বাদ গেছে), ৪।২৬।৩, ৫।২৯।৬, ৬।৪৭।২, ৭।১৯।৫, ৮।৯৩।২, ৯।৬১।১, ১০।১০৪।৮ শেষের ঋকটিতে নিরানব্বইটি স্রোত রুদ্ধ হয়ে রয়েছে ততগুলি পুর।

[১৪৩] বিরোধের কয়েকটি উল্লেখ ঋকে আছে ইন্দ্রের সঙ্গে ত্বষ্টার (১।৮০।১৪, ৩।৪৮।৪), তাঁর পিতার (৪।১৮।১২), এবং উষার (২।১৫।৬, ৪।৩০।৯-১১, ১০।৭৩।৬, ১৩৮।৫)। ব্যাপারগুলি স্পষ্টতই রহস্যিক, তাৎপর্য পরে আলোচ্য। [১] তু বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ ১।১৩১।১, ১৩৬।৭, ৫।২১।৩, ৮।২৩।১৮, ৫৪।৩, ৯।৫।১১, ১৮।৩, ১০২।৫; সজোষসো যজ্ঞম্ অবন্তু দেবাঃ ৭।৩৩।৮ন; ৩।৮।৮ সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ ২০।১, ১৪৩।৩, ২।৩১।২। জোষ' < √জুষ্ (প্রীতিসহকারে আস্বাদন করা; তু Lat gustare 'to taste, enjoy', Goth kustus 'taste', Germ kosten 'to taste, try' < Ar base *geus 'to taste, choose')। [২] < সধ (সহ, একত্র) + √স্থা (থাকা) + অ অধিকরণে, সবাই একসঙ্গে থাকেন যেখানে ('সধস্থে সহস্থানে' নি ৩।১৫)। সুতরাং মৌলিক অর্থ 'মণ্ডল', যেখানে অনেক রশ্মির বা শক্তির সমাগম। তা থেকে 'ধাম, সদন (১০।১১।৯); আধার'। এই ধামের মধ্যে পুঞ্জভাবের ব্যঞ্জনা আছে। দেবতারা যখন 'সজোষসঃ', তখন একজন যেখানে আছেন, আর সবাইও সেখানে আছেন। চিৎশক্তি-সমূহের এই অঙ্গাঙ্গিভাব এবং সাযুজ্য বৈদিক দেববাদের বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রে-পুরাণেও একটি মূল দেবতাকে ঘিরে আবরণ বা পরিবার দেবতাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের মূর্তি-শিল্পেও তার নিদর্শন মেলে—চালচিত্রসমেত তবে একটি প্রতিমা পূর্ণাঙ্গ হয়। এইটি সধস্থের ভাব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অনেক বিক্ষিপ্ত ভাবনা সমাহিত যে বিন্দুতে তা-ই সধস্থ, তাই দেহের চিৎকেন্দ্র বা চক্রও সধস্থ হতে পারে। অধ্যাত্ম সোমযাগে সোমের ধারা উজান বইবার সময় একেক সধস্থে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শন্যতায় ৯।৪৮।১, ১০৩।২; তু ৮।৯৭।৫। তু সূর্য-মণ্ডল অর্থে ১।১১৫।৭, ৭।৬০।৩, পরম সধস্থ ১।১০১।৮, ১৬৩।১৩, ৫।৪৩।৮, ১০।১৬।১০...। [৩] তু. পাণিনি ৬।২।৪১, ৯৬, ৭।৩।২১...। [৪] নি. ৭।৫, ৮...।

''সজোষসঃ' তাঁদের সমান তৃপ্তি, সমান আনন্দ। তাঁরা সবাই একজায়গায় এসে মিলিত হন, তাঁদের সেই মিলনস্থানের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ''সধস্থ'। দেবতাদের মধ্যে এই সৌষম্যের ভাবনা থেকে বৈদিক দেববাদে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে প্রধান কয়েকজন দেবতার সহচারে। এই দেবতাদের উদ্দেশে একসঙ্গে আহুতি দেওয়া হয়, একসঙ্গে তাঁদের আবাহন এবং স্তব করা হয়—যাস্ক যার নাম দিয়েছেন 'সংস্তব'। যুগ্মদেবতার সংজ্ঞা দুটি কখনও-কখনও একধরনের দ্বন্দ্বসমাসে গাঁথা হয়, তার নাম °দেবতাদ্বন্দ্ব। যাস্ক এইসব যুগ্মদেবতার একটা তালিকা দিয়েছেন। বলছেন: 'তিনটি প্রধান দেবতা পৃথিবীস্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্র বা বায়ু, আর দ্যুস্থান সূর্য। অগ্নির সংস্তবিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পর্জন্য এবং ঋতুগণ। তেমনি ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতা অগ্নি সোম বরুণ পূষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পর্বত কুৎস এবং বায়ু। আদিত্যের সংস্তব হয় চন্দ্রমা বায়ু এবং সংবৎসরের সঙ্গে। এছাড়া মিত্র বরুণ সোম পূষা সোম রুদ্র পর্জন্য বাত এঁদেরও সংস্তব পাওয়া যায়।'[৬] যাস্কের উল্লেখের বাইরেও যুগ্মদেবতা আছেন, যেমন 'দ্যাবা-পৃথিবী', 'উষসা-নক্তা' অগ্নি-মরুৎ ইন্দ্র-মরুৎ ইত্যাদি।

দেবতাদের এই সহচার ভাবনা এবং সাধনার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একই চৈতন্য বহুধা বিচ্ছুরিত হয়ে বহু দেবতার সৃষ্টি। একে পৌঁছতে হলে এই চিদ্-বৃত্তিগুলির একটা সুষম সমাহার প্রয়োজন। এইথেকে যুগ্মদেবতার কল্পন। যেমন পৃথিবীতে অগ্নি আছেন আমাদের দৈহ্য আধারে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখারূপে, আর দ্যুলোকে আছেন সোম-জ্যোতির্ময় অমৃত আনন্দচেতনারূপে। এই অভীপ্সাকে পৌঁছতে হবে ওই আনন্দে, তার সংকেত আছে 'অগ্নীষোম' এই প্রত্যাহারে [১৪৪]। তেমনি 'অগ্নি সূর্য' একটি প্রত্যাহার ব্যক্তিচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্ত করবার সংকেত বহন করছে।[৭] 'মিত্রা-বরুণে'র যুগ্মতা বোঝাচ্ছে এক আনন্ত্যচেতনার অব্যক্ত এবং ব্যক্ত দুটি যুগ্মবিভাব ইত্যাদি। দেবতাদের পৃথক আলোচনার সময় তাঁদের সহচারের কথাও পরে তুলব।

যুগ্মদেবতার পর সংহিতায় আছেন কয়েকটি দেবগণ। যাস্ক পৃথিবীস্থান

[১৪৪] তু ঋ 'আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ। অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্' — একজনকে (অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আহরণ করলেন দ্যুলোক থেকে, অপরজনকে (সোমকে) শ্যেন মন্থন করে নিয়ে এলেন পাহাড় থেকে, ব্রহ্মের চেতনায় সংবর্ধিত হয়ে অগ্নি আর সোম রচলেন বিশাল লোক (১।৯৩।৬)। অগ্নিমন্থন করা হয় এইখানে আর সোম আহরণ করা হয় ওইখান থেকে, এই হল সাধনার রীতি। একদিকে অভীপ্সা আর একদিকে আবেশ। এখানে দুটির বিপর্যয় ঘটিয়ে দেখানো হচ্ছে, অভীপ্সার মধ্যেও নামছে আবেশ, আর আবেশেও সঞ্চারিত হল অভীপ্সা। ঊর্ধ্বলোক পরম ব্যোম, [illegible] হওয়াই সাধকের লক্ষ্য। ² তু 'অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা (অরোচত), বৃহৎ সূর্যো অরোচত, দিবি সূর্যো' ঋ ৮।৫৬।৫। আধারে পাবক অগ্নিরূপে, আর ওইখানে পুরুষ সূর্যরূপে, দুইই এক; তু ঈশ ১৬। অগ্নি সূর্য অগ্নিবিদ্যু। সোমযাগে প্রথমেই দীক্ষণীয়া ইষ্টি। তাতে অগ্নাবিষ্ণুর উদ্দেশে একাদশকপাল পুরোডাশ দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ: 'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ' 'অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতা বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ' ১।১। অগ্নিহোত্রে সায়ংকালীন দেবতার মন্ত্র অগ্নি, প্রাতঃকালীন দেবতার মন্ত্র সূর্য। একটিতে চেতনার সংহরণ, আরেকটিতে বিস্ফারণ।

দেবগণের উল্লেখ করেননি [১৪৫]। তাঁর মতে অন্তরিক্ষে আছেন মরুৎ রুদ্র ঋভু অঙ্গিরা পিতৃ এবং আপ্তাদের গণ; আর দ্যুলোকে আছেন আদিত্য সপ্তর্ষি বসু বাজী সাধ্য বিশ্বদেব এবং দেবপত্নীদের গণ।[১] বিশ্বদেবগণের মধ্যে সব দেবতার সমাহার। তখন আর দেবতাদের স্থানভেদের কথা ওঠে না, তাঁরা সবাই তখন দ্যুস্থান বা দিব্য: তাঁরা [২]'জ্যোতির সৃষ্টি করেন, আর্জবসাধনার প্রচেতনা তাঁদেরই, তাঁরা কেবলই বেড়ে চলেন, জানেন সব, তাঁরা অমৃত এবং ঋতের দ্বারা সংবর্ধিত, ইন্দ্র তাঁদের জ্যেষ্ঠ।' ভূলোক অন্তরিক্ষ দ্যুলোক সব চিন্ময় এই অনুভবই সংহিতার বৈশ্বদেব সূক্তগুলিতে ফুটে উঠেছে। বহু হতে একে গিয়ে সেই একের অনুভবকে আবার বহুর মধ্যে ফিরে পাওয়া ত্রিভুবনের সর্বত্র এই দেবতাতি এবং সর্বতাতিতেই বৈদিক অদ্বৈতোপলব্ধির সার্থক পর্যবসান। [১৪৬]

৪

দেবতাদের সংখ্যার প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁদের বর্গীকরণের কথা ওঠে। বেদে বহু দেবতার উপাসনা বিক্ষিপ্ত বা অনিয়ন্ত্রিত নয়, তার একটা সুনিরূপিত লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য বহু হতে একে, তমঃ হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে, বন্ধন হতে মুক্তিতে চেতনার উত্তরায়ণ [১৪৭]। বহুর মেলা এইখানে, আর ওইখানে এক

[১৪৫] যাস্কের মতে পৃথিবীস্থান দেবতা একমাত্র অগ্নি, জাতবেদাঃ বৈশ্বানর প্রভৃতি অগ্নিরই সংজ্ঞা। এই প্রসঙ্গেই তিনি আপ্রীদেবগণের উল্লেখ করেছেন। শাকপূণির মতে এঁরা অগ্নি। সংহিতার আপ্রীসূক্তোদ্দিষ্ট অনুষ্ঠান অতিপ্রাচীন, দেবতার সংখ্যা ও ক্রম নির্দিষ্ট। এই আপ্রী দেবতাদের পৃথিবীস্থান দেবগণ বলে গণ্য করা কি যাস্কের অভিপ্রেত? দ্র নি ৭।১৪, ২০, ৩১; ৮।৪। [১] ১১।১৪, ১২।৩৬। বাজী অশ্ব, সূর্যরশ্মি। সোমযাগের তৃতীয়সবনে পত্নীসংযাজে দেবীপত্নীদের যজন হয়, তাই তাঁরা আদিত্যভাক্, অতএব দ্যুস্থান (দ্যুগ)। যাস্ক দেবপত্নীগণের উল্লেখ করেই তাঁর দৈবতকাণ্ড এবং নিরুক্ত শেষ করেছেন। তৃতীয়সবনে সোমযাগেরও পরিসমাপ্তি। চেতনা তখন বিশ্বদেবময়, তারই মধ্যে দেবপত্নী বা দেবাত্মশক্তির (তু শ্বে ১।৩)। তেত্রিশজন দেবতা সবাই পত্নীবান্ ঋ ৩।৬।৯। আদিত্যভাস্বর আবির্ভাব। [২] দ্র দেবান্ হুবে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ, যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদসঃ ১০।৬৬।১। সমস্ত সূক্তটিই দ্র, এতে প্রায় সবরকম দেবতার উল্লেখ আছে, এমন কি ঋতং বৃহৎ স্বর্ বৃহৎরূপে তাঁদের অমূর্ত ভাবনা পর্যন্ত। তু মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ ৩।৫৫ সূক্তের ধুয়া।

[১৪৬] তু শবা রশ্ময়ো হ্য অস্য (সূর্যস্য) বিশ্বে দেবাঃ ৩।৯।২।৬, ১২ (৪।৩।১।২৬), এতে বৈ বিশ্বে দেবা রশ্ময়ো যথ মৎ পরং ভাঃ প্রজাপতির্ বা স ইন্দ্রো বা ২।৩।১।৭ (১২।৪।৪।৬), প্রাণা বৈ বিশ্বে দেবাঃ ১৪।২।২।৩৭, সর্বম্ ইদং বিশ্বে দেবাঃ ৩।৯।১।১৪ (১।৭।৪।২২, ৩।৯।১।১৩), অনন্তা বিশ্বে দেবাঃ ১৪।৬।১।১১, বৈশ্বদেবং বৈ তৃতীয়সবনম্ ১।৭।৩।১৬, ৪।৪।১।১১। 'দেবতাতি' দেবাত্মভাব, 'সর্বতাতি' সর্বাত্মভাব দ্র টী ১৯৬০, ১৯৫৭।

[১৪৭] তু ঋ উদ্ বয়ং তমসস্ পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যম্ অগন্ম জ্যোতির্ উত্তমম্ ১।৫০।১০, ৯২।৬, উদ্ ঈর্ধ্বং জীব অসুর্ ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতির্ এতি ১১৩।১৬, ১৪৩।৬ জ্যোতির্ বৃণীত তমসো বিজানন্ ৩।৯।৭ উর্বারুকম্ ইব বন্ধনান্ মৃত্যোর্ মুক্ষীয় মামৃতাৎ ৭।৫৯।১২। তু দিশাবী অগ্নি ১।১৮৯।১, ইন্দ্র প্র ণঃ পুরএতেব (অগ্রণীর মত) পশ্য প্র নো নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ (আরো আলোর পানে) ৬।৪৭।৭, সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি, য এবেদম্ ইতি ব্রবৎ ('হে পূষা এমন বিদ্বান্‌কে আমাদের মিলিয়ে দাও যিনি ঠিকমত আমাদের অনুশাসন করবেন যিনি বলবেন, "হাঁ এটা এই"', পূষার মধ্যে গুরুভাব) ৬।৫৪।১, ৮।৭১।৬, এষ স্য দেব নেতা রথস্পতিঃ শং রয়িঃ (অনিরুক্ত

আছে, আবার একটু পার্থক্যও আছে। বস্তুত স্বর্ 'রোচনং দিবঃ' দ্যুলোকের ঝলমলানি।[১] আবার, উষা হতে স্বর্-এর জন্ম; তখন স্বঃ 'আদিত্য' বা 'জ্যোতি' দুইই হতে পারে।[৩]

মোটের উপর স্বর্-এর তিনটি অর্থ। সাধারণভাবে 'জ্যোতি', আবার সেই জ্যোতির ঘনবিগ্রহ 'আদিত্য' এবং আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত 'দ্যুলোক'। এই তিনটি অর্থের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশের একটি ছবি পাওয়া যায়। একটি ঋকে এটি স্পষ্ট হয়েছে : 'এই-যে আলো এই-যে রয়েছেন প্রিয়, এই যে প্রকাশ, এই যে বিপুল অন্তরিক্ষ [১৫১]।' অর্থাৎ আলো ফুটল, জমাট বেঁধে হল আদিত্য, তারপর প্রকাশিত করল বিশ্বমূলে প্রাণস্পন্দকে।

স্বর্-এর এই তিনটি বৃত্তি আছে বলে লোকদৃষ্টিতে দ্যুলোক আর স্বর্‌কে কোথাও কোথাও পৃথক করা হয়েছে [১৫২]। শৌনকসংহিতার একটি সূক্তে এই ভাবটি আরও স্পষ্ট। তার একটি মন্ত্রে আছে, 'পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে আমি অন্তরিক্ষে উঠলাম, অন্তরিক্ষ হতে উঠলাম দ্যুলোকে, দ্যুলোকের উত্তুঙ্গ পৃষ্ঠ হতে স্বর্জ্যোতিতে গেলাম আমি।'[১]

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, অপ্-এর সঙ্গে স্বর্-এর যোগ [১৫৩]। স্বর্ আলো বা চেতনা, আর অপ্ প্রাণ; তন্ত্রের ভাষায় শিব শক্তিরূপে দুটি অবিনাভূত। ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে আকাশ এবং প্রাণরূপে ব্রহ্মের পরিচিতিতে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বেদে বারিবর্ষণ আর সূর্যোদয়কে অধ্যাত্মসিদ্ধির দুটি প্রধান রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে : একটি অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আরেকটি দ্যুলোকের।

এই স্বর্জ্যোতিই বৈদিক ঋষির পরম পুরুষার্থ। 'গো অশ্ব বসু হিরণ্য সবই আমাদের নিয়ে চলেছে স্বর্-এর দিকে,' অর্থাৎ ওখানেই সকল কামনার পরিতর্পণ। এই স্বর্‌কে আমরা পেতে পারি পৌরুষ দিয়ে এবং তপঃশক্তি দিয়ে [১৫৪]। লক্ষণীয়, এই স্বর্ 'মহৎ' এবং 'বৃহৎ' : এই দুটি বিশেষণে তার পরমার্থতার ইঙ্গিত।

ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে স্বর্ একটি ব্যাহৃতি; তাকে সামান্যত দ্যুলোকের সঙ্গে এক ধরা হয়েছে। [১৫৫]

[১৫১] ঋ ইদং স্বর্ ইদম্ ইদ্ আস বামম্ অয়ং প্রকাশ উরু অন্তরিক্ষম্ ১০।১২৪।৬।

[১৫২] তু ঋ ১০।৬৬।৯ যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষম্ অথো স্বঃ ১৯০।৩ (স্বঃ এখানে স্পষ্টই তুরীয় ধাম)। 'পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহম্ অন্তরিক্ষম্ আরুহম্ অন্তরিক্ষাদ্ দিবম্ আরুহম্, দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্ জ্যোতির্ অগাম অহম' ('নাক' এখানে লোক নয়, সমানার্থ সানু)' তু ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ অ ৯।১১৩।৯। ৪।১৪।৩।

[১৫৩] তু ঋ স্বর্বতীর্ অপঃ ১।১০।৮, ৫।২।১১, ৮।৪০।১০; ১১, ৬।৬০।২, ৭০।৩, ৮।১৫।২, ৯।৯০।৪, ৯১।৬...। দ্র. নিঘ. স্বর্ = অপ্ ১।১২

[১৫৪] ঋ ঈশানাসো যে দধতে স্বর্ ণো গোভির্ অশ্বেভির্ বসুভির্ হিরণ্যৈঃ ৭।৯০।৬ ('গো' অন্তর্জ্যোতিঃ, 'অশ্ব' ওজঃ, 'বসু' সামান্যত জ্যোতি—যেমন আদিত্যরশ্মির, 'হিরণ্য' পুঞ্জজ্যোতি যেমন আদিত্যমণ্ডলের)। স্বর্‌কে পাওয়া যায় নৃভিঃ ৮।১৫।১২, ৪৬।৮ আবার 'তপসা' ১০।১৫৪।২। [১] ৩।২।৭, ১০।৬৬।৪।

[১৫৫] তু তৈত্তি সুবর্ ইতি ব্যাহরৎ, স দিবম্ অসৃজৎ ২।২।৪।৩, ঐত্রা অসৌ লোকঃ স্বঃ ৬।৭; শ. স্বর্ ইত্যসৌ লোকঃ ৮।৭।৪।৫...।

আঁধার দুয়েরই আধার। সুতরাং নাককে বলতে পারি উপনিষদের সেই নিরস্ততমা শিবভূমি যা দিন-রাতের ওপারে। এইদিক দিয়ে নাককে তারকাখচিত[১] বলে বর্ণনা করবার একটা তাৎপর্য আছে। কঠোপনিষদে পঞ্চজ্যোতির বর্ণনায় আমরা পাঁচটি জ্যোতির্লোকের খবর পেয়েছি অগ্নিগর্ভা পৃথিবী, বিদ্যুদ্‌গর্ভ অন্তরিক্ষ, সূর্যদীপ্ত দ্যুলোক, সোম্য স্বর্লোক এবং তারকাখচিত মহাশূন্য। এই লোকসংস্থান চেতনার যে ক্রমিক উত্তরণ সূচিত করছে, তাতে স্বর্লোকের পরে নাক মহাশূন্য অথচ আনন্দের দ্যোতনায় ঝলমল সংহিতায় তার বর্ণনা : 'এই নাক চিন্ময়-শুচিতায় ঝলমল, উন্মাদন, উধাও হওয়া মনেরও ওপারে; তার শুভ্র শুচিতার নাগাল পায় না কেউ, সে যেন ঝলমল পিপ্পলের মত, সেখানে সোম্য আনন্দের সহস্রধারা।'[২] আবার এই নাক 'ঋষ্ব' অর্থাৎ অগ্ন্যাধীর ক্রমসূক্ষ্মতায় মর্ত্যচেতনার অনেক ঊর্ধ্বে সেইসঙ্গে তাকে বলা হয়েছে 'বৃহৎ' অর্থাৎ উপচীয়মান চেতনার ভূমি।[৩] লোকোত্তর দেবতা বরুণ মায়ার সমস্ত লীলাকে তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন এই নাকে।[৪] মানুষের উৎসর্গ ভাবনার তন্তুও প্রসারিত হয়েছে এই প্রশান্ততম লক্ষ্য পর্যন্ত।[৫]

দিব্ স্বর্ আর নাক এই তিনটি মিলিয়ে তাহলে সংহিতার 'তিস্রো দিবঃ' বা তিনটি দ্যুলোক ১৫৮ দিব্ আকাশে ছড়িয়ে-পড়া আলো, স্বর্ সেই আলোর উৎস পুঞ্জদ্যুতি আদিত্য, আর নাক আদিত্যের পশ্চাৎপট নীলাকাশ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে লোকারূঢ় চেতনা প্রথম ব্যাপ্ত হয়, তারপর সেই ব্যাপ্তির কেন্দ্রে একটি সমূহন বা পুঞ্জভাবকে আবিষ্কার করে এবং অবশেষে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।[৬] অধ্যাত্মচেতনার এই স্বাভাবিক রীতি হতে দিব্য ত্রিলোকের কল্পন, তা-ই দিব্য ভূমি হতে অন্তরিক্ষে এবং পৃথিবীতেও উপচারিত হয়েছে কি না, তা বিবেচ্য।

পাঁচটি লোকের মধ্যে গোড়াতেই দ্যৌঃ আর পৃথিবী এই দুটিকে পাচ্ছি দেবতারূপে। স্বর্ আর নাক দ্যুলোকেরই বিভাব, তারা আর দেবতা হয়ে ওঠেনি। তেমনি দ্যৌঃ আর পৃথিবীর মধ্যে সেতুরূপী অন্তরিক্ষও দেবতা হয়নি। এই তিনটিকেই গণ্য করতে হবে 'লোক' বা চেতনার ভূমিরূপে স্বর্ আর নাক সিদ্ধির ভূমি, অন্তরিক্ষ সাধনার ভূমি। পৃথিবী প্রতিষ্ঠা, আর দ্যুলোক অতিষ্ঠাঃ।[১৫৯] দুইই অক্ষুব্ধ যত ক্ষোভ, সাধনজীবনের যত হানাহানি তা এই অন্তরিক্ষলোকে। এখানেই ঝড় ওঠে বৃত্রের মায়া মেঘ হয়ে এখানেই দ্যুলোকের আলোকে আড়াল করে, প্রাণের ধারাকে করে অবরুদ্ধ।

[৫] স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্ নাকম্ আরুহৎ ৮।৪১।৮ [৬] পুমান্ বি তত্নে [illegible] অধি নাকে অস্মিন্ ১০।১৩০।২ তু. যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাস্ তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ১০।৯০।১৬। নাক সাধ্যদেবগণের স্থান যাঁরা [illegible], এইখানে থেকেই তাঁরা বিশ্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সাধ্যগণ পঞ্চম অমৃতের ভোক্তা (ছা. ৩।১০।১)।

।১৫৮। সংক্ষেপে 'ত্রিদিব' ঋ ৯।১১৩।৯।। [১] সাংখ্যভাবনায় আগে গুটিয়ে আসা তারপর ছড়িয়ে পড়া (তু. ক. ১।৩।১৩)।

।১৫৯। দ্যুলোক সব ছাপিয়ে আছে বলে সংহিতায় তার অনেক নাম 'পরাবৎ' দূর হতে দূরতর (দুর্গ নি. ১১।৪৮)।

সংহিতায় অন্তরিক্ষকে বলা হয়েছে 'অপ্‌ত্য' বা অপ্‌ হতে সঞ্জাত [১৬০]। অপ্‌ প্রাণের প্রতীক।[১] অতএব অন্তরিক্ষ প্রাণলোক দ্যুলোকের মত অন্তরিক্ষেরও তিন ভাগ। একটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি, 'বাত' বা বাতাসের সঞ্চরণস্থান।[২] আরেকটি যথার্থ মধ্যলোক, এইখানেই বৃত্রবধ হয়।[৩] 'বায়ু' সেখানে লোকপাল। আর দ্যুলোকের উপান্তে অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগ, সেখানকার দেবতা হলেন মরুদ্‌গণ এবং ইন্দ্র।[৪] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বাত বায়ু এবং মরুৎ একই প্রাণতত্ত্বের ক্রমসূক্ষ্ম পরিণাম। অন্তরিক্ষের তৃতীয় ভাগটি দিব্যপ্রাণের ভূমি। মরুদ্‌গণ সেখানে আলোর ঝড়, বৃত্রহা ইন্দ্র শত্রুঞ্জয়, পূষার সোনার নৌকা সেখানে ভেসে চলে, অগ্নি সেখানে পান পূষার রূপ, এইখানথেকে পরমদেবতা বরুণ সূর্যকে যেন মানযন্ত্র করে পৃথিবীকে মাপেন অর্থাৎ তাকে 'আবৃত' বা পরিব্যাপ্ত করেন।[৫] বলা বাহুল্য অন্তরিক্ষও ব্যাপ্তিধর্মা, তাই সংহিতায় তাঁর এক পরিচয় 'সমুদ্র'।[৬] অন্তরিক্ষের প্রসঙ্গে 'উরু' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে অনেকজায়গায়।[৭] বস্তুত প্রাণের আয়াম বা ব্যাপ্তিতেই দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়। তাই অন্তরিক্ষের কাছে ঋষি বসিষ্ঠের প্রার্থনা, সে যেন দ্যুলোকসম্বন্ধী ক্লিষ্টতা হতে আমাদের রক্ষা করে।[৮] পূর্বদিগন্তে সবিতার উদয়, পশ্চিমদিগন্তে তাঁর অস্তময়ন। দুটিই পৃথিবী আর অন্তরিক্ষের সংগমস্থল এবং আলো-আঁধারির রাজ্য। তাই অন্তরিক্ষকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'কৃষ্ণং রজঃ'।[৯] এই কালোর ছোঁয়া থাকলেও স্বরূপত অন্তরিক্ষ 'বসু' বা আলোর আধার, যদিও সে আলো ছিনিয়ে নিতে হয় প্রাণের শৌর্যে।[১০]

লোকের পরিচয় শেষ হল। এইবার পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ এই তিনটি লোকের একেকটিকে ধরে দেবতাদের আলাদা-আলাদা পরিচয় নেওয়া যাক পৃথিবী-স্থান দেবতাদের দিয়েই আলোচনা শুরু হ'ক, কেননা পার্থিব চেতনার উৎক্রমণ যে দ্যুলোকের দিকে এইটি অধ্যাত্মজীবনের গোড়ার কথা।

[১৬০] তু ঋ পূর্বে অর্ধে রজসো অপ্ত্যস্য ১।১২৪।৫, শ ৭।৫।২।৫৭। [১] দ্র তৈত্তা ৩।২।৫।২, তা ৯।৯।৪, শ ৩।৪।২।৫। [২] বাতেব ... অন্তরিক্ষং [illegible] ৫।৪৫।২; অয়ং বাতো অন্তরিক্ষেণ যাতি ১।১৬১।১৪। [৩] তু উপরা হ্যস্থ ... অধ্য অন্তরিক্ষ [illegible] প্র বধং জভার, মহঃ ... ২।৩০।৩, এইখানে [illegible] স্থান, যারা প্রাণের [illegible]। অগ্নি [illegible] ১০।৮৭।৩, ৬। [৪] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র তখন শুদ্ধ মন, আর মরুদ্‌গণ শুদ্ধ প্রাণ, [illegible] মরুৎ [illegible] মন [illegible], তু [illegible]। [৫] [illegible] ১।১৬১।১৪ [illegible]। [৬] [illegible] অন্তরিক্ষ [illegible] ৬।৫৮।৩, [illegible] ১০।৯৮।১২ [illegible] ১০।৫।৩ [illegible] তু ১।১৪৯।৩ [illegible] পৃথিবী অন্তরিক্ষ [illegible] ৫।৮৫।৫। [৬] ৬।৫৮।৩ অন্তরিক্ষম্ ... সমুদ্রম্ ১০।৯৮।১২। [৭] তু ৩।৬।৭, ৫।৫২।৭, ৭।৩৯।৩, ১।১১।২২, ৩।২২।২, ৫৪।১৯, ৪।৫২।৭, ৫।১।১১, ৬।৪৭।৮, ৬১।১১, ৭।৯৮।৩, ৯।৮১।৫ মহি অন্তরিক্ষম্ ১০।৬৫।২, ১২৪।৮, ১২৮।২ (উরুলোক)। [৮] পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাতু অংহসো অন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাতু অস্মান্ ৭।১০৪।২৩। [৯] তু ১।৩৫।২, ৪, ৯ (অস্তময়নের সময় কালো দিয়ে আলোকে ঢাকা, [illegible] সে-কালোও আলো)। [১০] তু ৯।৩৬।২, ৬৪।৬।

গ. পৃথিবীস্থানদেবতা ১ : অগ্নি

১ রূপ গুণ ও কর্ম

'আর্য্যা জ্যোতিরগ্রাঃ' জ্যোতিরেষণাই আর্যত্বের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একটি জ্যোতিকে সূর্যরূপে 'শুচিষৎ হংস'রূপে আকাশে নিত্য দেখতে পাচ্ছি। এই জ্যোতি সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, উত্তম জ্যোতি। এই সূর্য আমাদের জীবন এবং প্রাণ, তাঁর 'প্রসব' বা প্রচোদনা আমাদের সমস্ত সাধনা (অপঃ) এবং সিদ্ধির (অর্থ) মূলে [১৬০ক]। পৃথিবীতে তাঁর তাপ এবং আলো ঝরে পড়ছে দ্যুলোক হতে। কিন্তু এখানে এই জ্যোতির্হংসকে স্বরূপে আমরা কোথায় পাচ্ছি?

পাচ্ছি অগ্নিতে। যেমন দ্যুলোকে সূর্য, তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি এই দুটি বিবস্বৎ জ্যোতি আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ [১৬১]। জ্যোতিই দেবতার স্বরূপ। একটি দেবতা 'অবম' বা সবার নীচে, আরেকটি দেবতা 'পরম' বা সবার উপরে। এখানকার এই দেবতাকে ধরে পৌঁছতে হবে ওখানকার ওই দেবতাতে। এই জ্যোতিরুদ্গমনই আর্যের পুরুষার্থ।

পার্থিব অগ্নির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাতে তাকে অতিসহজেই অধ্যাত্ম-ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নির আলো আছে, তাপ আছে; এ-দুটি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং প্রাণের (শক্তির) প্রতীক। অগ্নির শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না, এটিকে অধ্যাত্মচেতার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দ্যোতকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিখা ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়; অভীপ্সারও শেষ পরিণাম ব্রহ্ম-নির্বাণ। আবার, অগ্নি ইন্ধনে নিগূঢ় থাকে, প্রথমটায় তার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় না, কিন্তু মন্থনে বা অন্য অগ্নির সংস্পর্শে ওই ইন্ধনেই অগ্নির আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে তা ইন্ধনকে আত্মসাৎ ক'রে অগ্নিময় করে তোলে। দিব্যভাবনায় মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার এটি চমৎকার উপমা [১৬২]।

মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাপও থাকে। এই তাপ প্রাণাগ্নির তাপ। চেতনার বিস্ফারণে বা উদ্দীপনে এই তাপ বাড়ে। তা-ই প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টির মূলভূত তপঃশক্তি। এই 'তপঃ' মানুষের মধ্যে আলো ফোটায়, তাকে নিয়ে যায় স্বর্লোকে [১৬৩]। সুষুপ্তিতে মন থাকে না কিন্তু তখনও প্রাণ থাকে তাপ-

[১৬০ক] তু ঋ ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিব্ উত্তমং উচ্যতে বৃহৎ ১০।১৭০।৩। জীব অসুর্ নঃ ১।১১৩।১৬, নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ন্ অর্থানি কৃণবন্ অপাংসি ৭।৬৩।৪।

[১৬১] তু ঋ অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা বৃহৎ সূরো অরোচত। অগ্নি সূর্য দিবি সূর্যো অরোচত ৮।৫৬।৫, ১০।৮৮ সূ, অনুক্রমণিকায় সূর্য বা বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিবস্বান্ হতে অগ্নি ৪।৭।৪, ৫।১১।৩, ৬।৮।৪; অগ্নি স্বয়ং বিবস্বান্ ৭।৯।৩।

[১৬২] তু ভা পার্থিবাদ দারুণো ধূমস্ তস্মাদ্ অগ্নিস্ ত্রয়ীময়ঃ তমসস্ তু রজস্ তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ১।২।২৪।

[১৬৩] তু ঋ তপসা যে অনাধৃষ্যাস্ তপসা যে স্বর্ যযুঃ তপস্যায় অধৃষ্য যাঁরা, গেলেন স্বর্লোকে ১০।১৫৪।২ ঋষীন্ তপস্বতো তপোজান্ ৫। অগ্নি বিশেষ করে 'তপস্বান্' (৬।৫।৪ যেমন ইন্দ্র 'জাত এব প্রথমো মনস্বান্' ২।১২।১), তপিষ্ঠ' ঐ, 'তপু' ২।৪।৬। তু প্র প্রাণাগ্নয় এবাস্মিন্ পুরে জাগ্রতি ৪।২, অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি। স যদা তেজসাভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি অথ তদৈতস্মিন্ শরীর এতৎ সুখং

রূপে; এই প্রাণাগ্নিকে ধরে মনোলয়ের পর এক নিগূঢ় আনন্দচিন্ময় সত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।[১] মর্ত্যের মধ্যে তা-ই অমৃতজ্যোতি, অন্ধকারের গহনে আলোর ইশারা।[২] অধিভূত অগ্নির এই হল অধ্যাত্ম রূপ। আমাদের আধারে স্থিত এই অগ্নিকে বলতে পারি চিদগ্নি, 'যিনি ধ্রুব এবং সর্বত্র নিষণ্ণ থেকেই এইখানে জন্মান এবং অমর্ত্য হয়েও তনুর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেন'।[৩]

আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতায় রূপের দিকটা খুব পরিস্ফুট নয়, 'অমূর' বা অমূর্ত তাঁর একটা সাধারণ সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞা বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে অগ্নির বেলায়। ভৌতিক অগ্নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু তাঁর দিব্যরূপ অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। ভৌতিক অগ্নি সেই দেবতার প্রতীকমাত্র। সংহিতায় তাঁর রূপের বর্ণনায় ভৌতিক অগ্নির রূপ বারবার ফুটে উঠেছে উপমানরূপে।

ঘৃতের সঙ্গে অগ্নির ঘনিষ্ঠ যোগ [১৬৪]: ঘৃত অগ্নির সংস্পর্শে আসামাত্র

ভর্তি ৪।৬ যোগনিদ্রার বর্ণনা তাইতে স্বপ্নভূমিতে মহিমার অনুভব এবং সুষুপ্তিতে তেজস্বারা স্বপ্নের অভিভব, তিনটি ভূমিতে যথাক্রমে সৎ চিৎ ও আনন্দের উপলব্ধি)। সংহিতাতে অগ্নি আয়ু (Life), তু আয়ুর্ ন প্রাণঃ ১।৬৬।১; ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা (শৌর্য দিয়ে) দেবতা (দেবতাদের মধ্যে) বায়ুং পৃণন্তি (পূর্ণ করে) রাধসা (ঋদ্ধি দিয়ে) ৬।৪।৭, আয়োর্ হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে ১০।৫।৬, ২০।৭, ৪৭।৪ ('বয়োধিঃ' তারুণ্যে)। [২]তু ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেষু ৬।৯।৪, ধ্রুবং জ্যোতির্ নিহিতং দৃশয়ে কম্ ৫, ত্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্ ৭। [৩]তু অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তো ঽমর্ত্যস্ তন্বা বর্ধমানঃ ৬।৯।৪।

[১৬৪] তু ঋ ঘৃতম্ অগ্নের্ বধ্র্যশ্বস্য (ঋষির নাম) বর্ধনং ঘৃতম্ অন্নং ঘৃতম্ ব অস্য মেদনম্, ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ ১০।৬৯।২, 'ঘৃতান্ন' ৭।৩।১, 'ঘৃতযোনি' ৫।৮।৬। [১]ঘৃত < √ঘৃ 'ক্ষরণ ও দীপন', 'সেচন' (নি ৭।২৪)। তু নি অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকা উষ্ণং ঘৃতম্ ইতি,' অর্থাৎ ঘৃতশব্দের বেদে একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, শব্দটি বেদ থেকেই ভাষায় এসেছে (২।২)। আবার অগ্নিসংস্পর্শে তরলত্বহেতু ঘৃত উদক (নিঘ ১।১২, তু ১।১৬৮।৪৭ দুটি অর্থ মিলিয়ে ঘৃত জ্যোতির ধারা, তু ৪।৫৮ সূ, অনুক্রমণিকায় দেবতা 'সূর্যো বা আপো বা গাবো বা ঘৃতস্তুতির্ বা'। তু 'ঘৃণি' অগ্নির বিশেষণ, উপ ছায়াম্ ইব ঘৃণের্ অগন্ম শর্ম শরণ তে বয়ম্, অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ ৬।১৬।৩৮ 'ঘর্ম' তাপ, বোদ > হিন্দী ঘাম')। 'গরম' আবার ঘৃত পঞ্চামৃতের একটি অমৃত; পয়ঃ' আপ্যায়নী চেতনার শুভ্রধারা (তু অন্তঃ কৃষ্ণান্ রুশদ্ [স্বলমণ্ডে] রোহিণীষু ১।৬২।৯, কৃষ্ণাসু রোহিণীষু ৮।৯৩।১৩ তমঃ এবং রজঃ হতে সত্ত্বের আবিভাবের উপমা। ঘনীভূত হলে হয় 'দধি', প্রজ্বলিত হলে ঘৃত', তার আনন্দময় সোম্য চেতনায় রূপান্তর 'মধু', তারও ঘনতার 'শর্করা'। মনু বলেন স্বাধ্যায়পাঠের ফল 'পয়ঃ দধি ঘৃত মধুর ক্ষরণ (২।১০৭) তু বা ৯।৬৭।৩২)। [২]'প্রতীক' যা সামনে থেকে মুখ, 'নির্ণিক্' যা মাজা ঘষা পোষাক। বিশেষণগুলির ইওরোপীয় অনুবাদ হাস্যকর। তু অগ্নির উক্তি ঘৃতং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম আসন্ (মুখে) ৩।২৬।৭। [৩]ঙ ২০।২, এইখানে অগ্নির তিনটি তনুর উল্লেখ আছে, তারা 'দেববাতাঃ' বা দেবাবিষ্ট। বা তে সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ১৭।৭৯ (মুণ্ডকে তাদের নাম কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি ১।২।৪, যাতে চেতনার উত্তরায়ণ আভাসিত), শ্রৌতে সপ্ত আসানি ত্ব ৪।৩৯।১০। তিন আর সাতের সঙ্গে ত্রিলোক এবং সপ্তলোকের সম্পর্ক। [৪]ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষে ১।১৪৬।১ (তু ইন্দ্র এবং তাঁর রথ সপ্তরশ্মি ২।১২।১২, ১৮।১, ৬।৪৪।২৪, বৃহস্পতি ৪।৫০।৪, আবার ইন্দ্র আদিত্য, আ যস্মিন্ত্ সপ্ত রশ্ময়স্ ততা যজ্ঞস্য নেতরি ২।৫।২। কিন্তু দুটি মাথা ৪।৫৮।৩। আবার বাহ্যিক অর্থে 'অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা' ৪।১।১১, ৬।৫৯।৬। 'চতুরক্ষ' ১।৩১।১৩ এই বিশেষণ যমের কুকুরেরও, যারা প্রাণরূপী ১০।১৪।১০, ১১ (তু প্রাণকে নিয়ে উপনিষদে বর্ণিত পাঁচটি দ্বারপাল। 'সহস্রাক্ষ' ১।৭৯।১২, পুরুষও তাই ১০।৯০।১, আবার অগ্নি 'দেবং চক্ষুঃ চোদয়ন্মতি' মনকে প্রচোদিত করে দেবতার যে ঝকমকে চোখ তিনি তাই ৫।৮।৬। মোটের উপর তিনি 'জ্যোতিরনীক' বা পুঞ্জজ্যোতি (৭।৩৫।৪), আবার 'বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্' বা সর্বদিকে

অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। তাথেকে ঘৃতের একটি বিশিষ্ট অর্থ হল 'জ্যোতির্ময়'।[১] আবার এই ধরে অগ্নির বিশেষণ [২]'ঘৃতপ্রতীক', 'ঘৃতপৃষ্ঠ', 'ঘৃতনির্ণিক্', 'ঘৃতকেশ' যারা তাঁর জ্যোতির্ময় রূপের ব্যঞ্জনাবহ। অগ্নির শিখাকে আস্য জিহ্বা বা দন্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋক্‌সংহিতায় তাঁর জিহ্বা তিনটি, কিন্তু অন্যত্র সাতটি।[৩] তাঁর তিনটি মূর্ধা এবং সাতটি রশ্মি, চারটি বা হাজারটি চোখ।[৪] তাঁর প্রহরণের বিশেষ-কোনও উল্লেখ নাই, তবে একজায়গায় তাঁকে 'অস্তা' বা ধানুকী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] মোটের উপর অগ্নির ভাবনায় তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক রূপটি সামনে রেখে তাঁর চিন্ময় পরিচয়ই বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই ভাব থেকেই অগ্নিকে কয়েকটি পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি 'সহস্ররেতা বৃষভ' [১৬৫], অথবা [১]'অশ্ব', অথবা [২]'সুপর্ণ' 'শ্যেন' বা 'হংস'। এক-জায়গায় তিনি 'ফুঁসে-ওঠা সাপ, বাতাসের মত বেগবান্'।[৩]

বৈদিক দেবতা প্রায়ই রথচারী [১৬৬]। অগ্নি 'বিদ্যুদ্রথ' 'জ্যোতীরথ' 'চন্দ্ররথ' 'হিরণ্যরথ' 'সুরথ', তাঁর রথ ভানুমান্।[১] তিনি 'রোহিদশ্ব' লাল ঘোড়া তাঁর বাহন। এই অশ্বেরা যেমন লাল, তেমনি আবার শ্যামল ও সোনালীও; তারা ঘৃতপৃষ্ঠ, প্রাণচঞ্চল, বায়ুতাড়িত, মনের ইশারায় তাদের রথে জোড়া যায়।[২] স্পষ্টতই অগ্নির শিখাকে তাঁর অশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দেখছি, অগ্নির পুরুষবিধ রূপের বর্ণনা খুব ফলাও করে করা হচ্ছে না, তাঁর ভৌতিক মূর্তি এক অমূর্ত ভাবেরই বাহন। এই ভাবের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা তাঁর জ্যোতীরূপে। তিনি পুঞ্জজ্যোতি, আকাশে ধ্রুব জ্যোতি, মর্ত্য আধারে অমৃতজ্যোতি,

বিশ্ববিৎ (৭।১২।১)। [৫]৪।৪।১; তু ১।৭০।১১। একজায়গায় কেবল 'বাশীমান্' ১০।২০।৬। বাশী বা বাইস্ মরুদ্‌গণের বিশিষ্ট প্রহরণ।

[১৬৫] তু ঋ ৬।৫।৩। 'বৃষভ বীর্যশালী', বলদ্ আর ঘোড়াস, দেবতার একটি সাধারণ উপমান। বিশ্বস্রষ্টা আদিমিথুন বৃষভ ও ধেনু, তু ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩। অগ্নি যুগপৎ বৃষভ আর ধেনু, দুইই ৪।৩।১০, ১০।৫।৭। তু বয়ো অগ্নি সমা ইধানে হব্যো ন দেবরাজনঃ, বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সম্ ইধীমহি, অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ৩।২৭।১৫, ১৫। [১]অশ্ব ওজঃশক্তির প্রতীক, তু ১০।৭৫।১০। এই বোধ থেকে অগ্নির বেলায় 'বাজিন্' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। একই শব্দ হতে 'বাজিন্' এবং 'ওজস'। [২]তু দিব্যং সুপর্ণম্ ১।১৬৪।৫২ (সূর্য ও সুপর্ণ, অগ্নি সূর্য এই ধ্বনি), অগ্নে দিবঃ শ্যেনায় ৭।১৫।৪ (শ্যেন সোমের আহর্তা, অগ্নিও তাই; অগ্নি দ্যুলোক হতে নিয়ে আসেন অমৃত আনন্দচেতনা)। শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ১।৬৫।৯ (প্রাণের প্রবাহে বসে শ্বাস ফেলছেন হংসের মত, তু ১০।১২৯।২, আমাদের মধ্যেও এই ব্যাপার। আবার সূর্যও হংস, তু ৪।৪০।৫)। [৩]অহির্ ধুনির্ বাত ইব ধ্রজীমান্ ১।৭৯।১। অগ্নির শিখা থেকে উপমা। তু হঠযোগে সুষুম্ণা বা অগ্নিনাড়ীর ভিতর দিয়ে কুণ্ডলিনীর (তু অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা ৪।১।১১ সাপের মত কুণ্ডলীপাকানো অগ্নি) ফুঁসে ওঠা। এছাড়া সিংহের সঙ্গেও উপমা আছে ১।৯৫।৫, ৩।২।১১, ৫।১৫।৩।

[১৬৬] দেবতা তাঁর রথ এবং রথের বাহন বৈদিক দেবতার বেলায় এটি একটি সাধারণ ভাবনা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আত্মা রথী, দেহ রথ, ইন্দ্রিয়েরা রথের বাহন (তু ক ১।৩।৩-৪)। এটি চৈতন্যাধিষ্ঠিত জড় ও প্রাণের রূপক। বাহনেরা পশু, আর 'প্রাণাঃ পশবঃ' (তৈত্ত ৩।২।৮।৯)। অশ্ব গর্দভ, ছাগ, মৃগ আর গাভী এই কয়টি পশু বৈদিক দেবতাদের বাহন (দ্র নিঘ ১।১৫)। [১]ঋ ৩।১৪।১, জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনম্ ১।১৪০।১, ১৪১।১২, ৭।১।৮, ২।৫, ৫।১।১১। [২]রোহিদশ্বঃ ৪।১।৮, ৮।৪৩।১৬, অরুষা যুজানঃ ৪।২।৩, ১।৯৪।১০; হরিতো রোহিতশ্চ ৮।৭।৪২।২ (তু ইড়া ও পিঙ্গলা, শ্যাবা ২।১০।২, তিনটি গুণের রং), ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজা ১।১৪।৬। অগ্নি 'জীরাশ্বঃ' ২।৪।২, ১।১৪১।১২, ৯৪।১০।

সর্বত্র বিভাত বৃহৎ জ্যোতি, তুরীয় স্বর্জ্যোতি এই তাঁর স্বরূপ [১৬৭]। ভোর বেলার অন্ধকার ভেদ ক'রে, আকাশকে অরুণ ক'রে ক্রমে যেমন ফোটে সূর্যের শুভ্র জ্যোতি, তেমনি ইন্ধনে অগ্নির আবির্ভাব: প্রথম দেখা দেয় শ্যামল ধূম, তারপর রক্তশিখা, অবশেষে ইন্ধনকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে অগ্নির "শুক্রম্ অর্চিঃ"। দ্যুলোকে আর ভূলোকে জ্যোতিরুদ্গমনের একই রীতি। অধ্যাত্মচেতনাতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটছে এবং তা-ই আর্যের মধ্যে জাগিয়েছে আলোর পিপাসা।

দ্যুলোকে আলো ফোটে যেন অনায়াসে, কিন্তু ভূলোকে অগ্নির আবির্ভাব এত সহজ নয়। তাইতে অগ্নির মধ্যে বিশেষ করে দেখতে পাই জ্যোতির শক্তিরূপ। এমনও বলা চলে, অগ্নিজ্যোতিতে এই শক্তির প্রকাশ না ঘটলে দ্যুলোকে সূর্যও ওঠে না [১৬৮]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এর অর্থ খুবই পরিষ্কার: 'নায়ম্ আত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ' বলহীন কখনও এই আত্মাকে পায় না।[১] অগ্নির জ্যোতিঃশক্তির পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'শোচিঃ' এবং 'তপঃ'; দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই শোচিষ্ঠ এবং তপিষ্ঠ।[২] সংহিতায় অগ্নির সম্পর্কেই শুচ্ এবং তপ্ এই দুটি ধাতুর প্রয়োগ বিশেষ করে পাওয়া যায়। দুটি ধাতুতেই দীপ্তির সঙ্গে রয়েছে জ্বালার ব্যঞ্জনা। অগ্নির এই জ্বলদর্চি রূপের সুন্দর বর্ণনা আছে শংযু বার্হস্পত্যের এই মন্ত্রমালায়: "বীর্যবর্ষী তুমি যে অগ্নি, জরাহীন মহান্ হয়ে বিভাত হও অর্চিতে; অজস্র শোচিতে জ্বলজ্বল ক'রে হে শুচি, সুদীপ্তিতে হও সন্দীপন। যিনি আপূরিত করলেন প্রভায় দ্যুলোক-ভূলোক উভয়কেই; সবছাওরা শ্যামল রাতের আঁধার পেরিয়ে তাঁকে দেখা যায় অরুণ বীর্যবর্ষী, (আহা) শ্যামল আঁধারে অরুণ বীর্যবর্ষী। বৃহৎ তোমার অর্চি নিয়ে হে অগ্নি, শুক্র তোমার শোচি নিয়ে হে দেবতা, ভরদ্বাজে সমিদ্ধ

[১৬৭] দ্র ঋ [illegible] ৭।৩৫।৮, ৬।৯।৫, ৯।৫ [illegible] বৃহদ্ভা ভাতি ৫।২।৯ [illegible] আরও দ্র [illegible] ৬।৯।৮ [illegible] ৫, [illegible] ৬।১৬।১, ঋ [illegible] শুক্র [illegible] কালো আর লালের পর শুক্র শিখা, দ্র টী. ১৬৬[ক]।

[১৬৮] দ্র ঋ [illegible] ১০।১৫৬।৪ [illegible] অগ্নিহোত্রীরও এই সাধনা [illegible] ইওরোপীয় ব্যাখ্যা 'সকালে আগুন না জ্বাললে [illegible]' [illegible] ৩।২।৪ [illegible] ৫।২৫।৭ [illegible] ১।৪৭।২০ [illegible] ১।১৭ [illegible] শিখারা ৩।১৮।২। দ্র টী. ১৭৭[গ]।

হও হে যুবতম, হে শুক্র, প্রাণের সংবেগে দীপ্ত হও আমাদের তরে, প্রদ্যোতে দীপ্ত হও, হে পাবক!'[৪]

অগ্নির এই জ্যোতিঃশক্তি ইন্ধনকে যেমন অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি চিদগ্নিও আধারের সমস্ত 'অঘ' বা মালিন্য দগ্ধ করে তাকে শুচি ও চিন্ময় করে। তাই সংহিতায় অগ্নির একটি নিরূঢ় সংজ্ঞা হল 'পাবক' [১৬৯]। অগ্নির এই অঘমর্ষণ রূপটি কুৎস আঙ্গিরসের একটি সূক্তে[৫] সুন্দর ফুটে উঠেছে। সূক্তটির ধুয়াতে ঋষির এই আকূতি : 'অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্' তিনি যেন আমাদের সব মালিন্য দূর করেন জ্বালিয়ে দিয়ে। ঋষি বলছেন, 'আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর করে হে অগ্নি, জ্বলে ওঠ প্রাণসংবেগের উদ্দেশে : আমাদের সব মালিন্য জ্বালিয়ে দূর ক'রে। সুক্ষেত্র আর সুপথ চেয়ে, আলোকবিত্ত চেয়ে আমরা তোমার যজন করি..। সর্বাভিভাবন

[১৬৯] দ্র ঋ উশিক্ (উতলা) পাবকো বসুর্ মানুষেষু ১।৬০।৪, শুচিঃ পাবক বন্দ্যঃ ২।৭।৪, শুচির্ ঋষ্বঃ (তীক্ষ্ণাগ্র) পাবকঃ ৩।৫।৭, শোচিষ্কেশঃ পাবকঃ ৩।১৭।১, ২৭।৪, শুচিং পাবকম্ ৫।৪।৩, পাবক ভদ্রশোচে ৪।৭ অগ্ন এধু ঋণ্বম্ব আ গেহে আধারে। রেবন্ (প্রাণের সংবেগে) নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎ (জ্যোতির্ময় হয়ে) পাবক দীদিহি ৫।২৩।৪ ৬।৪৮।৭। 'শুচি' আর 'পাবক' দুটি বিশেষণ একসঙ্গে দহনেই আধারের শুদ্ধি। সোমও 'পাবক' শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ৯।২৪।৬, ৭, মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ ৯৭।৭; তাঁর 'পাবক ধারা' ১০১।২। বস্তুত আগে তিনি 'পবমান'রূপে সাধ্য, পরে পাবকরূপে সিদ্ধ। পূত হলে অগ্নি আর সোম একাকার, সোম তখন অগ্নিস্রোত দ্র অগ্ন আয়ূংষি পবসে অগ্নির্ ঋষিঃ পবমানঃ অগ্নে পবস্ব স্বপা (সুকর্মা) অগ্নে বর্চঃ সুবীর্যম্ ৯।৬৬।১৯-২১; তারপরেই আছে, 'পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতির্ অজীজনৎ (জন্ম দিলেন), কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ বধ করলেন) ২৪। সুতরাং আধারে পরিপূত অগ্নি সোম আনে 'বৃহজ্জ্যোতি' বা ব্রহ্মজ্যোতির প্লাবন। এই প্রসঙ্গে দ্র, পবিত্র আঙ্গিরসের (অথবা বসিষ্ঠের অথবা দুজনেরই— অনুক্রমণিকার মতে) দুটি পাবমানী ৬৭ : 'পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ, যঃ পোতা স পুনাতু নঃ যৎ তে পবিত্রম্ অর্চিষ্য অগ্নে বিততম্ অন্তরা ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ। যৎ তে পবিত্রম্ অর্চিবদ্ অগ্নে তেন পুনীহি নঃ, ব্রহ্মসবৈঃ পুনীহি নঃ। উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ, মাং পুনীহি বিশ্বতঃ ত্রিভিষ্ টং দেব সবিতর্ বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ, অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ পুনন্তু মাং দেবজনাঃ পুনন্তু বসবো ধিয়া, বিশ্বে দেবা পুনীত মা জাতবেদঃ পুনীহি মা' এই যে পবমান (সোম), যিনি বিচক্ষণ যিনি পাবক, তিনি তাঁর পাবনী শক্তি দিয়ে আজ আমাদের পবিত্র করুন। তোমার যে পাবনী হে অগ্নি, অর্চির অন্তরে বিতত তাই দিয়ে আমাদের বৃহতের ভাবনাকে কর পবিত্র। তোমার যে পাবনী অর্চিষ্মতী হে অগ্নি, তাই দিয়ে পবিত্র কর আমাদের, বৃহতের ভাবনার প্রচোদনায় পবিত্র কর আমাদের। হে দেব সবিতা, তোমার পাবনী আর প্রচোদনা দুটি দিয়েই আমায় পবিত্র কর সবরকমে। তিনটি পাবনী দিয়ে হে দেব সবিতা, সবচাইতে নির্বাচিত ধামদের দিয়ে হে সোম, তোমার ক্রিয়ানৈপুণ্য দিয়ে হে অগ্নি পবিত্র কর আমাদের। পবিত্র করুন আমায় দেবজনেরা, পবিত্র করুন বসুরা ধী দিয়ে হে বিশ্বদেবগণ, পবিত্র কর আমায় হে জাতবেদা, আমায় পবিত্র কর (৯।৬৭।২১-২৭)। অধিভূতদৃষ্টিতে 'পবিত্র' সোমরসের ছাঁকনি, মেষলোমের তৈরী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীতন্ত্র, যার ভিতর দিয়ে সোম্য আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়। এখানে দেবতার পাবনী শক্তি। এই শক্তি আছে অগ্নিতে সবিতাতে সোমে এবং বিশ্বদেবতার মধ্যে। অগ্নির 'দক্ষ' বা রূপান্তরণের ক্রিয়ানৈপুণ্য, সবিতার 'সব' বা প্রচোদনা সোমের 'ধাম' বা কলায় কলায় উপচয় এবং আনন্দনিঃসরণ—এই তিনটি 'পবিত্র'। পবিত্রের আধিদৈবত এবং আধ্যাত্মিক অর্থের জন্য দ্র ৩।১।৫ ২৬।৮, ৯।৮৩।১; দ্র অন্তর্ হৃদা মনসা পূয়মানাঃ ৪।৫৮।৬। এই শক্তির সাযুজ্যে ঋষিও পবিত্র নামা। [৫] ১।৯৭ সূ । [৬] অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ অগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্, অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্। সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে, অপ নঃ । প্র যদ্ অগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ অপ নঃ । ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি অপ নঃ । দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয় অপ নঃ । স নঃ সিন্ধুম্ ইব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে, অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ (১।৯৭।১, ৩-৮)। ক্ষেত্র' আধার, 'পথ' দেবযানের, 'বসু' পারমার্থিক সত্তা। সংহিতায় অগ্নি পাবকশোচিঃ, পাবকবর্চাঃ, পুনানঃ ক্রতুম্'।

অতএব কালদৃষ্টিতে তিনি [১]'নিত্য'। তিনি সবার [২]'পূর্ব্য', [৩]'প্রত্ন' এবং [৪]'প্রথম'। সাধ্য এবং সাধন দুই রূপেই অগ্নির প্রাথম্য। ইষ্টের ভাবনাকে পরম ব্যোমে উত্তীর্ণ করাই সাধের অবধি। দেবতা তখন আদিদেব, আরসব দেবতা তাঁর বিভূতি।[৫] আবার অগ্নি যজ্ঞের বা উৎসর্গ ভাবনার প্রথম সাধন, সাধনার পথে তিনিই আমাদের [৬]'নেতা', 'পুরএতা' বা পুরোগামী এবং 'পুরোহিত'। তিনি যেমন আদিতে, তেমনি অন্তে। দেবযানের সারা পথ ছেয়ে আছেন তিনিই।[৭]

আগেই বলেছি, দেবতা পরম, নিরুপাধিক, তৎস্বরূপ এই বোঝাতে ঋক্‌-সংহিতায় তাঁর রাহস্যিক সংজ্ঞা হল 'অসুর' [১৭৪]। যেমন শুনোতার দেবতা বরুণ

দশ ক্ষিপঃ। অঙ্গুলি, পূর্ব্যং সীম্ (তাঁকে অতীজনৎ জন্ম দিল, যদিও তিনি সবার আদি তু. ১০।১২১।১ হিরণ্যগর্ভ সবার আগে ছিলেন, তবুও তাঁর জন্ম হল) ২৩ ৩, ৫ ৮ ২, ১৫।১, ৩ (পূর্ব্য অথচ 'নবজাত'), ২০ ৩, ৮।১১।২, ২৩।৭, ২২ [illegible] অসি পূর্ব্যঃ ৩৯ ৩, অয়ুষু (প্রাণবন্তদের মধ্যে) দেবেষু পূর্ব্য ৩৯।১০, ৭৫ ১। [২]তু ৩।৯ ৮, ধাম্ অগ্নে ঋতাবনঃ (ঋতম্ভরের, 'ঋত জীবনের দিব্যছন্দ') সম্ ঈধিরে প্রত্নং প্রত্নাসঃ (দেবতা এবং যজমান দুইই সনাতন) ৫ ৮ ১, ৮ ১১।১০, ২৩।২০, ২৫, ৯৯।৭ প্রত্ন বাজন্ ১০ ৪।১, ৭ ৫, 'তুমি [illegible] তুয়াসম্) অগ্নে যা জন্ম অস্য প্রত্নস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ' আমি যেন তাঁর হৃদয়ের খুব কাছটিতে যাই নিবিড় স্পর্শের জন্য, উতলা জায়া যেমন যায় পতির কাছে সুবসনা হয়ে ১০।৯১। ১৩ প্রায়ই 'প্রত্নের সঙ্গে আছে 'ঈড়্য' (উদ্দীপ্ত করতে হবে যাঁকে)। [৪]তু ত্বম্ অগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষিঃ (দেবতা ও যজমানের সাযুজ্য) ১।৩১।১ (২), জোহূত্রো বারবার ডাকতে হবে যাঁকে) অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব ২।১০।১, স জাগত প্রথমঃ পস্ত্যাসু, [illegible] ৯ ১ ১১, ত্বম্ অগ্নে প্রথমং দেবযন্তো (দেবকামেরা) দেবং মর্তা অমৃত [illegible] নিরাসেঁত (পেতে চায়) [illegible] নিয়ে। [illegible] অমৃতম্ ৪।১১ ৫, ৬ ১ ১, ২, ৮।২৩ ২২, ১০।১২।২, ১২৯ ২, অগ্নিম্ ইৎ নঃ প্রথমজা ঋতস্য ১০ ৫ ৭। [৫]দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্যে [illegible] অগ্নিসূক্তে এই ভাবনা। [৬]তু অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান ১।১৮৯।১, সং নেতা [illegible] চর্ষণীনাম্ (চরিষ্ণুদের, সাধনা দেবযানের পথে চলা) ৩ ১ ৭, অগ্নির্ [illegible] দেবনামাম্ [illegible], [illegible] পৃথিব্যাং আদিত্যাদ্যুতির প্রথম প্রকাশ। ২০।৯, [illegible] [illegible] [illegible] [অগ্নে] নি ষেদিরে [illegible] সপ্ত ধামানি ৯।৭।৫ যজ্ঞেরও সপ্ত ধাম ৯।১০২।২, [illegible] সপ্ত ভূমি, [illegible] আছে আদিত্যের রশ্মিতে, তু ৮।৬।২, [illegible] তু ৬।৬।, [illegible] সপ্তরশ্মি। ২ ৫।২; [illegible] প্রথমস্য পাস্যন্ [illegible] সুপ্রণীতি যে যজ্ঞ [illegible] তু ১০ ৯০।১৬, [illegible] ৩ ১৫।৯, প্রাঞ্চং (প্রাগ্রসর) যজ্ঞং [illegible] অধ্বরস্য (অগ্নি [illegible] যজ্ঞ বা সাধনার [illegible]) ১০ ৬।৯, [illegible] [illegible] ৪ ৬, নেতা [illegible] [illegible], তু ৯।৫৪।৫ [illegible] ২ ১ ১ [illegible] ৭ ১।২। 'পুরএতা' তু অদব্ধঃ (অবধ্য) সু পুরএতা ভবা নঃ ১।৭৬ ২ ৩।১১ ৫, অনুরূপ 'পুরোগা' পুরোগামী 'পুরোহিত' তু অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ ১।১।১, ৯৯।১০, ৫৮ ৩, পুরোহিতের [illegible] ১২৮ ৯, ১০ ১ ৬, অগ্নির দেবনাম অতএব পুরোহিতঃ ৩।২।৮, অগ্নিং সুম্নায় (সুখের জন্য) দধিরে পুরো জনা [illegible] ৩ ২ ৫, ৫।১৬ ১। সব অগ্নিজ্ঞা বা [illegible] তাঁরই, তু ১ ৯৯।৬। যজ্ঞ [illegible], তিনিই যজ্ঞ, তু ৭।১৬ ২, ১০।৯৬।৪। [৭]তু অন্তর্ মাঝেকার [illegible] অধ্বনো দেবযানান্ ১ ৭২।৭, সুগান্ সুগম, পথঃ কৃণুহি দেবযানান্ ১০।৫১।৫, অগ্নের্ [illegible] [illegible] ২, ৫।৪৩।৬।

[১৭৪] দ্র টী মু ১৩৬, ঋ ৩।৫৫ সূর ধূর্ধা [illegible] দ্র ৯ ১ ২ ৫, অগ্নি বরুণের সংস্কৃত যা অন্যা অগ্নিসমর্থ বা অগ্নিবিকৃর সংস্কৃত প্রশংস্য। তু ৭ ৬৯।২ (অগ্নিসমর্থ বরুণ [illegible] অর্থমাত্র সংস্কার, বিশ্বং স বেন বরুণো যথা ধিয়া (অগ্নি আর বরুণ সমান) ১০।১১ ১ [২]তু ৪।২ ৫ ৫ ১৫।১, ৭।২ ৩ ঋতস্য বক্ষে অসুরায় ৫ ১২।১, নমস্যা অসুরস্য ৭।৬।১ দুটিই বরুণের বিশিষ্ট সংজ্ঞা।। [৩]অদিতিই সব তু অদিতির্ দ্যৌর্ অদিতির্ অন্তরিক্ষম্ অদিতির্

অসুর, তেমনি তাঁর 'ভ্রাতা' অগ্নিও অসুর। পৃথিবী হতে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা দ্যুলোকে পৌঁছিয়ে আদিত্যের মাধ্যন্দিন দ্যুতিতে, তারপর তারও ওপারে মিলিয়ে যায় বারুণী মহাশূন্যতায়। সেইখানে অগ্নি [১]অসুর বা পরমদেবতার অনুপাখ্যা, যা বিশুদ্ধ সন্মাত্র হয়েও বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের বর্ধক, নিখিলের সম্রাট্। আবার পরম পুরুষরূপে যিনি বরুণ, পরমা প্রকৃতিরূপে তিনিই [২]অদিতি। বিশ্বোত্তীর্ণতায় এবং বিশ্বাত্মকতায় অগ্নিও অদিতি,[৩] অদিতির মত তিনিও সব হয়েছেন।[৪] যে-পরমব্যোমে অদিতির গর্ভাশয় এবং দক্ষের জন্মস্থান, অসৎ আর সৎ যেখানে যুগনদ্ধ, সেইখানে অগ্নি আমাদের কাছে প্রতিভাত হন ঋতের প্রথমজাত হয়ে, আদিম প্রাণস্পন্দনে বৃষভ আর ধেনু হয়ে।[৫]

অগ্নির এই পরম পরিচিতি। পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত, পার্থিবচেতনার স্ফুলিঙ্গ হতে মহাপরিনির্বাণের অনিবাধ বৈপুল্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তাঁর অধিকার। অন্তরমের নীড় পর্যন্ত উচ্ছ্রিত প্রাণের স্তম্ভ যেন তিনি [১৭৫], আমাদের জীবনায়নের আদি এবং অন্ত।

এই হল অগ্নির সৎস্বরূপ, আমাদের অভীপ্সার যা পরম অয়ন। শুদ্ধ সন্মাত্রে স্থিতি হয় চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে। তখন আপনাতে আপনি থাকা, সংহিতায় যার সংজ্ঞা হল 'স্বধা' [১৭৬]। সংহিতায় অগ্নিও বিশেষ করে [১]'স্বধাবান্'। [২]বিশ্বের

মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্ জাতম্ (যা কিছু জন্মেছে) অদিতির্ জনিত্বম্ (যা কিছু জন্মাবে) ১।৮৯।১০। [৩]তু নি অগ্নির্ অপা অদিতির্ [illegible] ৭।২০। অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা যেমন 'পাবক', অদিতির তেমনি 'অনাগা' বা অনপরাধ (ঋ. ৮।১০১।১৫), তাঁর কাছেই আমাদের সমস্ত অপরাধের ক্ষালন (তু ৪।১২।৪, ১০।১২।৮, ১।২৪।১৫, ৫।৮২।৬ অনাগসং তম্ অদিতিঃ কৃণোতু ৪।৩৯।৩ (১।১৬২।২২), ১০।৬৩।১০, অনাগাস্ত্বে অদিতিত্বে ৭।৫১।১। আগঃ [illegible] অঞ্জ লেপা, মাখা, মলিন করা' তু [illegible] সুতরাং 'অনাগাস্ত্ব' নিরঞ্জনত্ব তু মু [illegible] বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ [illegible] ৩।১।৩, অদিতি আনন্ত্যের চেতনা। অতএব এই পরম সাম্য বা নিরঞ্জনত্ব বা অনাগাস্ত্ব [illegible] অদিতি [illegible] (দিয়েছ) [illegible] অগ্নির সম্বোধন। সর্বতাতি (সর্বাঙ্গ [illegible] মধ্যে ছড়িয়ে পড়াতে, সর্ব ব্যাপ্তিতেই নিরঞ্জনত্ব) ১।৯৪।১৫, ২।১।১১, অসুরঃ [illegible] নিরস্থান [illegible] পরমদেবতার সংজ্ঞা অথচ অমূর্ত ৭।৯।৩, ৮।১৯।১৭, [illegible] অদিতিঃ যজ্ঞিয়ানাম্ ৪।১।২০। [৪]তু অগ্নির উক্তি 'ইমং মে নাভির্ ইহ মে সধস্থম্ [illegible] দেবা অয়ম্ অস্মি সর্বঃ, দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্য, ইদং ধেনুর্ অদুহৎ জায়মানা'—এই [illegible] নাভি (কেন্দ্র), এইখানে আমার প্রতিষ্ঠা, এই দেবতারা আমারই, আমিই হচ্ছি এই সব কিছু, আমি দ্বিজন্মা [illegible] বা দ্যাবাপৃথিবী হতে জাত), অথচ ঋতের প্রথম জাতক, (আমার) ধেনু (অগ্নির আবির্ভাব শক্তি, তু ১০।৫।৭), দুধের ধারায় স্ফীত [illegible] এইসব [illegible] ধেনু বিশ্বমূর্তা [illegible] বা [illegible], তু ১।১৬৬।৪১-৪২। ১০।৬১।১৯, অগ্নিই 'বিশ্ব' [illegible] ১।১২৮।৬। [৫]১০।৫।৭।

[১৭৫] তু ঋ আশার [illegible] স্তম্ভ উপমসা নীলে ১০।৫।৬ (আস্ প্রাণ [illegible] তু উপনিষদের প্রাণব্রহ্ম সংহিতায় 'অপ্' বা জলের ধারা তার প্রতীক, তু হঠযোগের ঊর্ধ্বস্রোতা কুণ্ডলিনী, সংহিতায় 'হিরণ্যয়ো বেতসো' [নল খাগড়া] মধ্য আসম্ [illegible] আরও [illegible] স্কম্ভব্রহ্মসূক্ত ১০।৭, ৮। পশুযাগের যূপ বনস্পতি অগ্নি, দিবঃস্তম্ভনী স্থূণা', [illegible] এসমস্তের মূলেও এই ভাবনা (দ্র. বেদমী. ৭৮[২৩])।

[১৭৬] তু ঋ আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্ ১০।১২৯।২, যেখানে কিছুই [illegible] থাকে তৎস্বরূপ সেই এক আপনাতে আপনি আছেন। কিন্তু তখনও তিনি নিষ্প্রাণ নন, তাঁর শ্বাস পড়ছে। এই তাঁর অসুরত্ব। [১]তু ১।১৪৭।২, ৩।২০।৩, ৪।১২।৩, ৫।১২ ন হ্বদ [illegible] ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ ন কাব্যৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ ৫।৩।৫, ৮।৪৫।২০, ১০।১১।৮,

[১]জানেন পথের খবর, ঋতের ছন্দ, তাই তিনি সত্যস্বরূপ। [২]জানেন মর্ত্য এবং দিব্য জন্মকে, তাই ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে চলেন দূত হয়ে। জানেন, [৩]অমৃতত্বকে সিদ্ধ করবার জন্য কি করে আহরণ করতে হয় বীর্য আর বজ্রতেজ, প্রাতিভসংবিতের তিনটি ছটায় কি করে আধারে নামিয়ে আনতে হয় দেবতার প্রসাদ, চিত্তি আর অচিত্তিকে পৃথক করতে হয় মর্ত্যের মধ্যে। আধারে সঞ্জাত হয়ে বৃহৎ হন তিনি, কেননা বিষ্ণুরূপে তিনি জানেন তাঁর তৃতীয় পরম পদ, যার রক্ষক তিনিই।[৪] তিনি ঋত্বিক্ এবং ঋতুপতি, তাই জানেন ঋতুচক্রের আবর্তন, আর তারই ছন্দে দেবযানের রহস্য।[৫] সাতটি অরুণা বোনের জন্য উতলা তিনি, জানেন মধু হতে কি করে তাদের তুলে ধরতে হয় চোখের সামনে।[৬] তিনি জানেন সেই ধেনুদের পরম এবং গুহ্য নাম, তপ দিয়ে অঙ্গিরারা যাদের সৃষ্টি করেছেন এইখানে।[৭] এককথায় তিনি [৮]'বিশ্ববেদাঃ' সব জানেন আমরা মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, এবং জানেন খুঁটিয়ে।[৯]

অগ্নির প্রজ্ঞা বোঝাতে তাঁর একটি অনন্যপর এবং সবচাইতে বেশী প্রযুক্ত সংজ্ঞা হল 'জাতবেদাঃ'। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে এটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন [১৭৮]। নামটি বহুপ্রযুক্ত হলেও সংহিতায় জাতবেদার উদ্দেশে মাত্র দুটি ছোট্ট সূক্ত আছে, তার মধ্যে একটি শুধু একটি ঋকের, আরেকটি তিনটি ঋকের [১] একজায়গায় অগ্নি নিজেই বলছেন, 'আমি জন্ম হতেই জাতবেদা।'[২]

স্মরণ এবং মন্ত্ররহস্যের বিজ্ঞান। অগ্নি > বাক্। [৮]দ্র ১।১২।১, ৩৬।৩, ৪৪।৭, ১২৮।৮, ১৪৩।৯, ১৮৭।৩, ৩।২০।৪ ২৫।১, ৪।৪।১৩, ৮।১ ৫।৪।৩, ৩।১১।১, ২৯।৭, [illegible] ১।১১।৩ [৯]দ্র [illegible] চিকেত (এইখানে 'অচিকেত' [illegible] ১০।৭৯।৪, ৩।১৮।২ অগ্নির প্রজ্ঞা [illegible] দ্র ঋতং চিকিত্ব ঋতম্ ইচ্ চিকিদ্ধি (আবিষ্কার কর) ৫।১২।২, ৬।১৪।২, ৭।৪।৪...

[১৭৮] দ্র নি ৭।১৯-২০ [illegible] 'জাতবেদাঃ' একবার মাত্র [illegible] বিশেষণ (১।৫০।১), [illegible] অগ্নি ও [illegible] ১।৯৯ (সম্ভবত কোনও লুপ্ত সূক্তের প্রথম ঋক্) [illegible] সোমসবনের উল্লেখ আছে যদিও অগ্নি বিশেষ করে [illegible] সোমসূক্ত [illegible], মণ্ডলের শেষে [illegible] প্রসিদ্ধ দুটি সূক্ত [illegible] তার ৮।১৯ সূক্তে দেবতাদের পরোক্ষ [illegible] ১০।১৪৮ [illegible], নামটি সম্ভবত তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচায়ক দ্র [illegible] ৪।২৬।৪।৭, ৪।২৭ সূ ৮।৪২।১, ৯।৬৮।৬ [২][illegible] অস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ ৩।২৬।৭। এই অগ্নি আবার বৈশ্বানর এবং এখানে যজ্ঞস্বরূপ [৩]তু দেবানাং [illegible] মর্ত্যানাং চ বিদ্বান্ ১।৭০।৬, অগ্নিম্ [illegible] বিশ্বা ভুবনানি [illegible] ৩।৫৫।১০, [illegible] দেব আ বি বিদ্বান্ ৭।১০।২, বিশ্বা বেদ [illegible] জাতবেদাঃ ৬।১৫।১৩। [illegible] অগ্নিরা বেদ মর্তানাম্ অপীচ্যম্ ৮।৩৯।৬। [illegible] বিশ্বা [illegible] প্রবিদ্বান্, [illegible] জাতবেদাঃ ১০।১৭।১৩। [১]২।৬।৭। [২]২।৩১। [৩]দ্র [illegible] প্রতীক্ষমন্তং (প্রত্যেকটিতে বাস করছেন) [illegible] বিশ্বা ২।১০।৫, স [illegible] এবং ভুবনেষু দীধরৎ (স্থাপন করলেন) ৩।২।১০, জন্মন্-জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ৩।১।২০, ২১ [illegible] এই ভাবনা আছে [illegible] মৃত্যুক্ষণ [illegible] মাত্র, তার পরেই [illegible] জন্ম, সুতরাং মৃত্যু বলে বস্তুত কিছু নাই। ঋতে অগ্নির [illegible] তিনিই প্রচোদক ৬।১।৮। [illegible] জাতবেদাঃ কস্মাৎ জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুঃ, জাতে জাতে বিদ্যত [illegible] জাতবিত্তো বা জাতধনঃ, জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানঃ, 'যৎ তজ্ জাতঃ পশূন্ [illegible] তজ্ জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বম্' ইতি ব্রাহ্মণম্ ৭।১৯।

সংহিতায় নামটির ব্যুৎপত্তির আভাসে পাওয়া যায় : [৩]'দেবতা অগ্নি খ্ঁুটিয়ে জানেন সব জন্ম', [৪]'অগ্নি জানেন দেবতাদের জন্ম, জানেন মর্ত্যদের গুহ্য (জন্মরহস্য),' [৫]'এখানে যে পিতৃগণ আছেন, আবার এখানে যাঁরা নাই, যাঁদের আমরা জানি অথবা আমরা জানি না, তুমি হে জাতবেদা জান তারা যতজন' অর্থাৎ দেবলোকে পিতৃলোকে বা মর্ত্যলোকে যা-কিছু 'জাত' বা প্রাদুর্ভূত হয়, তাকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা। আরেকজায়গায় পেয়েছি, মর্ত্য এবং দিব্য উভয় জন্মের বেত্তা তিনি, দুয়ের মধ্যে তাঁর আনাগোনা।[৬] কথাটাকে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ পরিষ্কার করে দিলেন এই বলে : 'জাতবেদা হলেন প্রাণ, কেননা যা-কিছু জাত তার খবর তিনি জানেন।'[৭] অর্থাৎ জাতবেদা প্রত্যেক সত্ত্বের মধ্যে নিহিত সেই গুহাচর প্রাণচেতনা [৮]যা তার উৎক্রান্তির প্রত্যেক পর্বের (এইটিই বিভিন্ন লোকে বা চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে জন্ম[৯]) সাক্ষী।[১০]

ঋক্‌সংহিতার বহুজায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে জাতবেদার উল্লেখ থাকলেও কতকগুলি মন্ত্রের আলোচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্যের একটা আভাস পাওয়া যায় [১৭৯]। মনে হয়, যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত দিব্য অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'জাতবেদা'। বিশ্বামিত্রের একটি অগ্নিমন্থন সূক্তের প্রথমদিকে আছে : [১]'দুটি অরণিতে নিহিত জাতবেদা, সুনিহিত গর্ভ যেন গর্ভিণীদের, দিনের পর দিন চেতিয়ে তুলবে জাগ্রত থেকে আর হব্য নিয়ে মানুষেরা সেই অগ্নিকে। ইলায়াস্পদে, পৃথিবীর নাভিতে আমরা তোমায়, হে জাতবেদা, হে অগ্নি, নিহিত করছি হব্য বহন করবে বলে।' তারপর অগ্নিমন্থনের একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে [২]'এই যে অগ্নি জাত হয়ে ঝলমল করছেন, জানছেন সব।' এই উক্তিতে জাতবেদা নামের ধ্বনি আছে। কিন্তু শুধু অরণিতে জাতবেদার জন্ম নয়, কিংবা চিরকাল তিনি শিশুই থাকেন না। বস্তুত তিনি [৩]বৈশ্বানর, অব্যক্ত অসুর হতে তাঁর জন্ম ভুবনের মূর্ধায় পরম ব্যোমে। সেইখান থেকে বিশ্বভুবনের জন্ম দেন তিনি। [৪]তাঁর তিনটি আয়ু, তিনটি উষা তাঁর জননী। আমাদের মধ্যে যে 'ঊর্ক্' বা চেতনার আবর্তনের (মোড় ফেরাবার) বীর্য, তিনি তারই তনয়, নিহিত হন ধী বা ধ্যানচেতনার দ্বারা।' সোমযাগের তিনটি সবনেই তিনি সন্তত।[৫] তিনি অমৃতের এবং উরুলোকের বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যের বিধাতা; তাঁর বিশিষ্ট কৃত্য হল সমস্ত দুরিতের ওপারে আমাদের নিয়ে যাওয়া, সমস্ত বিদ্বিষ্ট

[১৭৯]। জাতবেদঃসূক্তের একটিতে মাত্র তিনটি ঋক্। তাঁর উদ্দেশে এমনিতর আরও তৃচের সন্ধান পাওয়া যায় ঋ ৩।১৭।২ ৪ ৬ বেদের দিক দিয়ে সমস্ত সূক্তটি জাতবেদার হওয়া সম্ভব, ৫।৪ ৯ ১১ ৮।১১।৩-৫। আরও দ্র ১ ৯৯ স । [১]অরণ্যোর্ নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু, দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্ হবিষ্মদ্ভির্ মনুষ্যেভির্ অগ্নিঃ ইলায়াস্ ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি জাতবেদো নি ধীমহি অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ৩।২৯।২, ৪ ; তু ১০।১।৬; ইলা। পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর তিনি অগ্নিমাতা–মানবী এবং মৈত্রাবরুণী দুহিতা বিশেষ বিবরণ দ্র আপ্রীদেবতা ইলা', ইলায়াস্পদ ইলার স্থান, যজ্ঞবেদি, তু ১।১২৮।১, ১০।১৯১।১। আরও তু সৌচীক অগ্নি ১০।৫১ ১, ২, ৭ [২]জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানঃ ৭ [৩]তু বৈশ্বানর জ ৩।২।১৪ ৭ ৫ ৮ স জন্মনা পরমে ব্যোমন ভুবনা জনয়ন্ ৭, অসুরস্য জঠরাদ্ অজায়ত ৩ ২৯।১৪, যজ্ঞ জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্ অতিষ্ঠো অগ্নে সহ রোচনেন ১০ ৮৮।৫। [৪]৩।১৭।৩, দ্র গী ১৭২৮ [৫]ঊর্জো নপাজ্ জাতবেদঃ ধীতিভির্ হিতঃ ১০।১৪০।৩ [৬]তু ৩।২৮।১, ৪, ৫। এটিও সম্ভবত জাতবেদার তৃচ। [৭]তু ৫।৪।১০ ১১, ৯, ১।৯৯।১, ৮।১১।৩। [৮]যাতুধানদের হন্তা ১০।৮৭।২, ৫, ৬, ৭ ১১ [৯]তু ১০।১৬।১-৫, ৯-১০। আবার ঐব্রাহ্মণে ইনি গার্হপত্য আহবনীয় ১ ১৬, দ্র শ ৬।১৬।৪০-৪২।

শক্তিদের খেদিয়ে দেওয়া।[৭] তাই দেখি, রক্ষোহা অগ্নিকে বিশেষ করে সম্বোধন করা হচ্ছে জাতবেদা বলে।[৮] আবার এই জাতবেদা যেমন যজ্ঞের বা জীবনের আদিতে, তেমনি তার অন্তেও। অন্ত্যেষ্টির অগ্নির বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল জাতবেদা। যে-অগ্নি মৃতদেহকে দগ্ধ করে (ক্রব্যাদ), ইনি তা নন, ইনি সেই দিব্য অগ্নি যিনি দেহীর 'অজ ভাগকে' প্রতপ্ত করে নিয়ে যান ঊর্ধ্বলোকে, তাঁতে আহুত তনুকে দেন দিব্যরূপ – জাতবেদা মানুষের এই দিব্যজন্মের বেত্তা।

অগ্নির যে প্রজ্ঞান তাঁর কর্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, যা তাঁকে করেছে দেবযান পথের দিশারী, যার পরিণাম সোম্য আনন্দচেতনা (১৮০), সেই প্রজ্ঞানে তিনি হয়েছেন 'জাগৃবি' বা নিত্যজাগ্রত। এই বিশেষণটি বলতে গেলে সংহিতায় অগ্নি আর [১]সোমে নিরূঢ়: সাধনার আদিতে অগ্নি, আর অন্তে সোম। দেবতা নিত্য জেগে আছেন দুটি প্রান্তেই। সমস্তটা পথ তাই আলোর পথ। সমস্ত দেবতার মধ্যে অনবদ্য দেবতা এই যে অগ্নি, তিনি মাতা পৃথিবী আর পিতা দ্যৌঃর কোল জুড়ে জেগে আছেন।[২] দ্যুলোকের তুঙ্গতায় লোকোত্তর যে আনন্দধাম (নাক), বৈশ্বানর হয়ে সেইখানে আরোহণ করছেন তিনি, নিত্যজাগ্রত থেকে একই অগ্নিপথে তাঁর আনাগোনা।[৩] উৎসাহসের পুত্র তিনি, জেগে আছেন মনোদ্যুতি নিয়ে,[৪] অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে আমাদের মধ্যে নিহিত করছেন ব্রহ্ম।[৫] নিত্যজাগ্রত বলেই দেবযানের পথে তিনি 'অতন্দ্র' দূত ও হব্যবাহন।[৬] অগ্নির এই নিত্যজাগৃতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমনস্কতা ও সদাশুদ্ধচিত্ত।[৭]

এই প্রসঙ্গে অগ্নির আরেকটি সংজ্ঞা মননীয়: অগ্নি 'কবি'। সংহিতায় এই সংজ্ঞার সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়, তার পরেই সোমের। বেদে পরম-দেবতার একটি সংজ্ঞা হচ্ছে 'কবি', এ-জগৎ তাঁর অজর অমর কাব্য (১৮১)। যাস্ক

।১৮০। অগ্নির প্রজ্ঞান এবং কর্ম: তু. ঋ ১০.৮৮।৬ (তু. ১৬।১), দেবযান বা ২৯.২, প্রজানন্ বিশ্বা উপ যাহি সোমম্ ৩।২৯।১৬ (৩৫.৫ [illegible])। [১]তু. সোম ৩।৩৭।৮, ৯.৩৬।২, ৪৭.৩, ৭১।১, ৯৭.২৩৭, ১০৬।৪, ১০৭।৬, ১২। [২]তু. [illegible] অগ্নে পিত্রোর্ উপস্থে আ দেবো দেবেষ্ অনবদ্য জাগৃবিঃ ১.৩১।৯। [৩]তু. বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা [illegible] নাকম্ আরুহৎ সমানম্ অজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ ৩।২।১২: অজ্ম [illegible] উর্ধ্বমুখ হওয়া, তু. [illegible]', এখানে বোঝাচ্ছে অগ্নি যে পথে উঠেছেন চলেন দেবযানের পথ,' [illegible] শিক্ষান্ দেবাঞ্ছজ। দিবাম্ অজ্মম্ অশ্বঃ (অশ্বমেধের অশ্ব)। ১.১৬৩.১০।। [৪]তু. অগ্নে দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনো, ৩.২৪।৩। [৫]দধাতু রত্নম্ অমৃতেষ্ জাগৃবিঃ ৩।২৬।৩; 'রত্ন' প্রজ্ঞানঘনতার প্রতীক, অগ্নি বিশেষ করে 'রত্নধাতম', দ্র. টী. ২২১।। [৬]জাগৃবির অবশ্য উল্লেখ ৩।৩।৭, ৫।১১।১, ৬।১৫।৮। [৭]তু. ১।৭২।৭, ৮।৬০।১৫। [৮]তু. ক. ১।৩।৮।

।১৮১। তু. শৌ. অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং ন পশ্যতি, দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি [illegible] হবিরন্নঃ [illegible]' কল্পনা হল সে দেবতার নাম, ঋতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আসীন তিনি। তাঁরই রূপে এই গাছেরা সবুজ হল, [illegible] সবুজের মালা। তিনি কাছে আছেন, তাই কেউ তাঁকে ছেড়ে থাকে না, তিনি কাছে আছেন, তবু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, দেখ দেবতার কাব্য: এ মরেও না, জীর্ণও হয় না (১০।৮।৩১-৩২)। তু. ঈ. কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতো [illegible] [illegible] সমাভ্যঃ ৮। তু. নি. মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি ১২।১৩ [illegible] [illegible]

[৯]তু. ঋ নবাংনবাং তন্তুম্ আ তন্বতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ ১।১৫৯.৪। 'সমুদ্র' হল সমুদ্র। তু. ৪.৫৮.৫, ১০।৫।১, 'তন্তু' প্রজ্ঞানের রশ্মি, আর সে প্রজ্ঞান দেবতাদের দ্যুলোক-ভূলোক ছাওয়া মায়ার; দ্র. এই ঋকেরই পূর্বার্ধ।। [১০]নি. কবতের্ বা ১২।১৩; তু. নিঘ. ২।১৪।।

কবি বলতে বুঝেছেন 'ক্রান্তদর্শন' –যাঁর দৃষ্টি চলে যায় বহু দূর।[১] তাঁর এ-ব্যাখ্যার সমর্থন ঋক্‌সংহিতাতে আছে : [২]'নতুন-নতুন তন্তুকে আতত করেন দ্যুলোকে সমুদ্রের গভীর হতে সুদ্যুতি কবিরা।' আবার গত্যর্থক কব্‌-ধাতু হতেও তিনি 'কবি'র ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন। তখন 'কবি' আর 'ঋষি' সমার্থক।[৩] আরেকটি ব্যুৎপত্তি সম্ভব অভিপ্রায়ার্থক কু-ধাতু হতে। তখন 'কবি' আর 'বিপ্র' সমার্থক।[৪] সংহিতায় 'কবি'র সঙ্গে সঙ্গে 'ঋষি' আর 'বিপ্র' বিশেষণ পাওয়া যায় অনেকজায়গায়।[৫] তিনটি শব্দের মধ্যে অর্থের অন্যোন্যসংক্রমণ ঘটেছে বলে মনে হয়। তাথেকে কবির অর্থ করা যেতে পারে 'হৃদয়ের আকূতিতে যিনি চঞ্চল, আবার যিনি ক্রান্তদর্শীও।' দেবতা আর যজমানের মধ্যে আকূতি হল সেতু। দেবতাকে পাওবার জন্য যজমানের শ্রদ্ধা এবং আকূতি তাকে করে কবি। আবার দেবতার মধ্যে 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ' যে-কাম, বিসৃষ্টির যে আকূতি[৬], তা-ই তাঁকেও করেছে কবি। এই আকূতির প্রকাশ হয় বাকে। তাই কবির সঙ্গে বাকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শ্রদ্ধার আবেশে মানুষের হৃদয়ে যে আকূতি জাগে, তা তার চিদগ্নির স্ফুরণ, তারই স্ফুরণ সূক্তবাকে।[৭] বাক্ তাই আগ্নেয়ী।[৮] অগ্নি এইজন্যও বিশেষ করে কবি, এবং সোমও। কাব্যের মূল প্রেরণা আসে হৃদয়ের উদ্দীপনা এবং আনন্দ হতে।[৯]

সংহিতায় কবি অগ্নির এই পরিচয় [১৪২]। বৈশ্বানরের দেবমায়া হতে

যাস্কের মতে 'কবির্ দর্শনাৎ' (নি ২।১১)। < ? কব্ দেখা। কিন্তু তু ? কব্ 'বয়ে চলা', যথা এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ' ৪।৫৮।৫, 'পুনর্ণিম্ অর্ষৎ' ঐ ৪।৬।[illegible] সুতরাং ঋষি তিনি যাঁর হৃদয় হতে স্তব বা বন্দনার ধারা বয়ে চলে, যিনি দ্যুলোকের দিকে বয়ে চলেছেন। [illegible] ধাত্বর্থ 'অভিপ্রায়' থেকে 'উদ্ভাবনা', তাই 'আকূতি' তু শৌ. ৬।১৩১।২, 'আকূতি' [illegible] দেবতারূপে কল্পনা, পুরুষের মন পাবার জন্য [illegible] তাকে প্রণাম করছে, 'আকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু' ঋ ১০।১২৮।৪, হৃদয়ের আকূতি দিয়ে শ্রদ্ধাকে পাওয়া ১৫১।৪, সোম 'উশনা কাব্যেন' ৯।৮৭।৩ কিন্তু উশনা' < বশ্ 'চাওয়া, উতলা হওয়া', সুতরাং 'কাব্য' উতলপনা, আকূতি যা কবির মধ্যে থাকে বলে তিনি 'বিপ্র'। বিপ্র < বিপ্ 'আবেগে কাঁপা', দেবতা 'বিপশ্চিৎ' [illegible] অনেককে জানেন [৫]তু ৪।২৬।১, সোম ঋষির্ বিপ্রঃ কাব্যেন' ৮।৭৯।১, 'বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বর্চনাঃ' (ভক্তিরসেন স্বর্জ্যোতিকে) ৯।৮৪।৫, ৮৭।৩, ১০৭।৭, বিপ্রঃ কবয়ো [illegible] কল্পয়ন্তি ১০।১১৪।৫। [৬]তু ১০।১২৯।৪, ৬। [৭]তু বাকের উক্তি ১০।১২৫।৫, ঋষিরা কবি। [৮]তু বিরাটের মুখ হতে অগ্নি ১০।৯০।১৩, ঐউ. মুখাদ্ বাগ্ বাচো অগ্নিঃ ১।১।৪, অগ্নির বাক্ হয়ে মুখং প্রাবিশৎ ১।২।৪। তু শক্ত [illegible]। [৯]তু সোমের বহ্নিঃ ঋ ৩।৩৩।৫, সোমকে 'অভি বাণীর্ ঋষীণাং সপ্ত নূষত' –ঋষিদের সপ্ত বাণী আহ্বান জানায়, ৯।১০৩।৩, আবার সোমও 'সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচম্ ঈঙ্খয়ঃ' –সহস্রধার সমুদ্রের মত বয়ে চলেন বাককে দোলা দিয়ে (৯।১০১।৬ তু ৩৩।৫ ... পদনা (দিশারী)। কবীনাম্ ৯।৯৬।৬, ১৮ (এটি অগ্নিরও বিশেষণ ৩।৫।১)।

[১৪২]। ঋ বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদ্ অরিণাদ্ একঃ স্বপস্যয়া কবিঃ উভা পিতরা মহয়ন্ অজায়তাগ্নির্ দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা ৩।৩।১১ মন্ত্রের তাৎপর্য অগ্নি এক অগ্নি কবি অগ্নিই 'বৃহৎ' বা ব্রহ্ম। বৈশ্বানররূপে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত, আবার নবজাতকরূপে জীবের আধারে জাত। দ্যুলোক আর ভূলোক মহাবীর্যে অভিষিক্ত হল তাঁর আবির্ভাবে যেমন বাইরে তেমনি অন্তরে। এই তাঁর কল্যাণকর্ম। 'অরিণাৎ' রেতোরূপে প্রবাহিত হলেন, এ রেতঃ বৈশ্বানরেরই, অন্যত্র যাকে বলা হয়েছে অসংকল্প আদিদেবতার কাম (১০।১২৯।৪)। তাইতে দ্যাবাপৃথিবীও 'ভূরিরেতাঃ' 'অরিণাৎ' < রী, রিণাতি, রী 'প্রবাহিত হওয়া'। নিঘ 'রিণাতি। রীয়তে' গতিকর্মাণৌ (২।১৪)। দিব্ গণীয় অকর্মক ক্রিয়াদিগণে সকর্মক এবং অকর্মক দুইই। ধাতু থেকে তিনটি বিশেষ্য [illegible], রীয় রেতঃ' এখানে 'রেতঃ'র সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষণীয় [২]১।১২।৭, ৯৫।৪, ন কাবৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ (আত্মাশ্রিত থেকেই অনুপম কাব্যের উৎসরণ। ৫।৩।৫। [৩]৬।৭।১, ৮।১০২।৫, প্র যদ্ আনড্ বিরো অন্তান্ কবির্ অগ্নিঃ দীদ্যানঃ ১০।২০।৪, বি যো রজাংসা অমিমীত সুক্রতুর্

(বেরিয়ে এলেন সেই) বৃহৎ, বেরিয়ে এলেন (সেই) এক কবি কল্যাণকর্মের সঙ্কল্প নিয়ে; পিতা আর মাতা উভয়কেই ঝলমলিয়ে জন্মালেন অগ্নি, দ্যুলোক আর ভূলোক (তাইতে হল) অফুরন্ত বীর্যের আধার। তাঁর এই কাব্যে বা কবিকৃতিতে অগ্নি [১]সত্যধর্মা, স্বধাবান্ মহাকবি, যাঁর কাব্যের তুলনা নাই। কবিরূপেই তিনি বিশ্বের [২]সম্রাট্, সমুদ্র তাঁর বসন, দ্যুলোকের প্রত্যন্ত এবং মেঘমালা তাঁর দ্যুতিতে ঝলমল; তিনি ছেয়ে আছেন লোকের পর লোক আর দ্যুলোকের যত তারা, দিকে-দিকে বিছিয়ে দিয়েছেন বিশ্বভুবনকে। কবি বলেই তিনি [৩]দ্বৈধহীন প্রচেতা, জানেন অমর্ত্য এবং মর্ত্য উভয় জনের রহস্য এবং তাইতে দুটি বিদ্যার মধ্যে বিচরণ তাঁর দূতরূপে, ত্রিগুণিত তিনটি বিদ্যা তাঁর অধিকারে। [৪]অথর্বার দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে তিনি অধিগত করলেন সব কবিধর্ম, হলেন বিবস্বানের দূত, যমের কাম্য প্রিয়জন, আর এই কবিধর্মেই হলেন তিনি বিশ্ববিৎ। [৫]বিবস্বানের আনন্দমাতাল কবি তিনি ঊর্ধ্বস্রোতা, কবিরূপে তিনিই অদিতি এবং বিবস্বান্ অথচ অমর্ত্য। তিনি [৬]সর্বজনের কবি, [৭]আমাদের মধ্যে যে বৃহৎ চেতনা, তার কবি হয়ে তিনি আমাদের বাঁচান ক্লিষ্টতা হতে, রক্ষা করেন পাপশাসন হতে। [৮]পিছনে সামনে নীচে উপরে আমাদের আগলে থাকেন তিনি কবি হয়ে, রাজা হয়ে। তিনি আমাদের [৯]'গৃহপতি যুবা কবি', [১০]এমন-কি

বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ, পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথে ৬।৭।৭। [৩]কবিঃ [illegible] প্র[illegible] ৩।২৯।৫, ২।৬।৭, ৬।৩ [illegible] বিদ্বান্ [illegible] অন্তশ্ চরতি দূত্যম্ ৮।৩৯।১ ত্রীণি বিদথা [illegible] বিদথানি কবিঃ ৯। [illegible] বিদ্যা, দুটি বিদ্যা হল দেবতা ও মানুষের জন্মরহস্য দ্র ৬, তিনটি বিদ্যা তিনটি লোকের [illegible] মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত [illegible] দেবতার আবিষ্ঠান দ্র ৯ লোকগুলি [illegible] এই ত্রিগুণিত তিন, অথবা প্রত্যেকটি লোকের তিনটি ভাগ দ্র টী ১৯৯। অগ্নি কবি অগ্নি বিশ্ববিৎ ৩।১৯।১, ৭।৪।৩। [৪]অগ্নির্ জাতো অথর্বণা বিদদ্ বিশ্বানি কাব্যা ভুবদ্ দূতো বিবস্বতো প্রিয়ো যমস্য কাম্যঃ ১০।২১।৫। অগ্নিমথন অথর্বা অগ্নিকে মন্থনের দ্বারা আবিষ্কৃত করেছিলেন সবার মূর্ধন্যস্থল হতে ৬।১৬।১৩। দ্র [illegible] দূত বিবস্বতো বিশ্বা যশ্ চর্ষণীর অভি ৪।৭।৪। বিবস্বান্ পরম জ্যোতি, অগ্নিকে তিনি দূত করে পাঠান তাঁদের কাছে যারা চর্ষণি [illegible] নয়, অর্থাৎ যারা উদাসীন। দ্র [illegible] প্রতি ইন্দ্রের অনুশাসন [illegible] সখা ভবেৎ। ঐব্রা ৭।১৫। অগ্নির যম ও [illegible] বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বত মৃত্যু যেমন মৃত্যু, অগ্নিশিখারূপে মূর্ধন্যনাড়ীর ভিতর দিয়ে উৎক্রান্তিতে তা সম্ভব। দ্র মু ১।২।৫ অগ্নিরূর্ধ্বস্থিত, ছা ৮।৬।৬ [illegible] অগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ ১০।৯১।৩ দ্র টীম ১৭৭। [৫]মন্দ্রঃ কবির্ উদ্ অতিষ্ঠো বিবস্বতঃ ৫।১১।৩, ৭।৯।৩। বিবস্বান পরম জ্যোতি, অদিতি পরম শক্তি, অগ্নি [illegible] সঙ্গে এক। [৬]বিশং কবিম্ ৩।২।১০, ৭।৬।৩, ৬।১।৮। বিশ্ উপনিবেশস্থাপনকারী, অর্যসমাজের সাধারণ জন, কৃষি ও পশুপালন যাদের বৃত্তি এবং 'ধেনু' যাদের সম্পদ দ্র ৮।৩৫।১৬-১৮। সাধনার দিক থেকে এরা প্রবর্ত। 'ক্ষত্র' এবং 'ব্রহ্ম' যথাক্রমে সাধক এবং সিদ্ধের সম্পদ, অগ্নি 'বিশ্'এর কবি অর্থাৎ সবার কবি। দ্র টী ১৯০। [৭]ত্বং নঃ পাহ্য অংহসো জাতবেদো অঘায়তঃ, রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্কবে ৬।১৬।৩০। অংহঃ চেতনার সঙ্কোচ (তু [illegible]), আর 'ব্রহ্ম' চেতনার প্রসার। দ্র অগ্নির কাছে বামদেবের প্রার্থনা 'আরে দূরে হতাঃ অস্মদ্ অমতিম্ আরে অংহঃ [illegible] নিপাসি' ৪।১১।৬। [৮]১০।৮৭।২১ (দ্র টী ১৭১)। [৯]নিষসাদ দমেদমে, কবির্ গৃহপতির্ যুবা ৭।১৫।২, ১।১২।৬, ৩।২৩।১, ৫।১।৬, ৮।১০২।১, ৬৬।২৫। [১০]অগ্নিঃ কবির অর্কবিৎ, প্রচেতাঃ ৭।৪।৪। [১১]দ্র দেবা [illegible] কবিঃ সন্ ১।৭৬।৫। [১২]ত্বদ্ অগ্নে কাব্যা ত্বন্ মনীষাস্ ত্বদ্ উক্থা জায়ন্তে রাধাংসি ৪।১১।৩। [১৩]এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্য অগ্নে নিণ্যা বচাংসি, নিবচনা কবয়ে কাব্যান্য অশংসিষং মতিভির্ বিপ্র উকথৈঃ ৪।৩।১৬, দ্র ৫।২।২০, ৫।১।১২। [১৪]তু ১০।৪৮।১৪, অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভানস্ তন্বং স্বাম্ কবির্ বিপ্রেণ বাবৃধে ৮।৪৪।১২। [১৫]তু ৩।২৯।১২।

যারা অকবি তাদের মধ্যেও প্রচেতা কবিরূপে তিনি গুহাহিত আর [১১]কবিদের বেলায় তো কথাই নাই। [১২]তাদের কাব্য মনীষা আর বাণীর শ্লাঘ্য সাধনার উৎস এই কবিই। তাই [১৩]তাঁরা এই মরমী বিদ্বান্ কবির কাছে ঢেলে দেন তাঁদের যত কাব্য যত গোপন কথা গভীরের কথা পথের দিশা মনন আর বাণীরূপে, কম্প্রহৃদয় নিয়ে। [১৪]বৈশ্বানর কবির উদ্দেশে এই তো ব্রহ্মবাদীদের মন্ত্র; আর বিপ্রের এই আদিম মন্ত্রেই সে কবি তাঁর আপন তনুকে শোভিত করে হন সংবর্ধিত। [১৫]এই কবিকেই সুনির্মথনে নির্মথিত এবং সুনিধানে নিহিত করতে হবে দেবাত্মভাবের সিদ্ধির জন্য।

অগ্নির কাব্যে বা কবিধর্মে শুদ্ধ প্রজ্ঞান এবং আকূতিই নয়, আছে সামর্থ্যও। তাই তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'কবিক্রতু', ক্রান্তদর্শী যাঁর সামর্থ্য। দেবযানের পথে তিনি আমাদের দিশারী। আমাদের চরম লক্ষ্য কি, তা ফুটে ওঠে তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে এবং তারই উদ্দেশে নিয়োজিত হয় তার প্রেষণা। এই তাঁর ক্রতুর স্বরূপ [১৮৩]। তাইতে অন্তরের জ্বালাময়ী অভীপ্সায় আমরা পরমার্থের যে-আভাস পাই, তা-ই আমাদের মধ্যে যোগায় উত্তরায়ণের উদ্দীপনা। অগ্নি তখন 'প্রেতীষণি'।[১]

দেখলাম, বৈশ্বানররূপে অগ্নি যেমন 'অসুরঃ প্রচেতাঃ', তেমনি আমাদের মধ্যে আয়ুর স্কম্ভ, অতন্দ্র কবিক্রতু। বেদান্তের ভাষায় তিনি সৎ, তিনি চিৎ। এবং তিনি আনন্দও। এইটি সূচিত হয়েছে সোমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে। আমরা দেখেছি, অগ্নির কতকগুলি বিশিষ্ট সংজ্ঞা একান্তভাবে সোমেরও সংজ্ঞা। সোমযাগ সমস্ত যাগের শ্রেষ্ঠ, মানুষের পরমপুরুষার্থ যে-অমৃতত্ব, তারই সাধক [১৮৪]। সোম এই [১]যজ্ঞের আত্মা, যজ্ঞের জ্যোতি, আর অগ্নি তার নাভি, দুজনেই যজ্ঞ-সাধন। অগ্নিতে যজ্ঞের শুরু আর সোমে তার সারা সাধনার আদিতে অভীপ্সা, অন্তে আনন্দ। অভীপ্সার সহচরিত যে-বীর্য, তার মূলে আছে আনন্দেরই প্রেষণা।[২] সোম আনন্দের দেবতা।[৩] বৈদিক ভাবনায় অগ্নি-সোম তাই একটি বিশিষ্ট

[১৮৩] 'ক্রতু' : 'ক্রতুঃ কর্ম বা প্রজ্ঞাং বা' নি ২।২৮ ('কর্ম' নিঘ ২।১, 'প্রজ্ঞা' ৩।৯)। 'কবিক্রতু' : তু. ১।১।৫, ৩।২।৪, ১৪।৭, ২৭।১২, 'অগ্নিং বৃণানা বৃণতে কবিক্রতুম্' -অগ্নিকে যারা বরণ করে তারা বরণ করে কবিক্রতুকেই ৫।১১।৪, ৬।১৬।২৩, ৮।৪৪।৭। সংজ্ঞাটি সোমেরও বিশেষণ, কিন্তু আর কারও নয় (তু ৯।৯।১, ২৫।৫, ৬২।১৩)। অভীপ্সা সাধনার আদি, আনন্দ তার অন্ত, দেবতার ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আর বীর্য দুয়ের আশ্রয়। [১]দ্র টীম্ ২১৫[২], টী ১৭৮[১]।

[১৮৪] তু ঋ ৯।১১৩।৮-১১, ৮।৪৮।৩। [১]আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ৯।২।১০, ৬।৮, জ্যোতির্ যজ্ঞস্য ৮৬।১০, নাভিং যজ্ঞানাম্ ৬।৭।২ তু অগ্নি 'প্রথমো যজ্ঞসাধ্' ১।৯৬।৩, ১২৮।২, ১৬৫।৩, ৩।২৭।২, ৮, ১।৪৪।১১, বিদথস্য সাধনম্ ১০।৯২।২ ('বিদথ' বিদ্যা, প্রজ্ঞা; যজ্ঞ তার সাধন বলে যজ্ঞ বিদথ), ৮।২৩।৯, সোম 'মনুষ্যো যজ্ঞসাধনঃ' ৯।৭২।৪, 'স' বিপ্রো অঙ্গিরো ইঙ্গিরবস্তমো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ১০৭।৬ অগ্নির বিশেষণ সোমে)। [২]তু ইন্দ্র পিবা সোমং শশ্বতে বীর্যায় ৩।৩২।৫। আবার সোম ইন্দ্রায়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসাঃ' সোম হল ইন্দ্রের সেই রস সেই বজ্র যা সহস্র সম্পদ ছিনিয়ে আনে ৯।৪৭।৩ (তু ৮৬।১০)। ইন্দ্রের সমস্ত কীর্তির মূলে তারই মত্ততা (তু ২।১৫ সূ, আরও তু পুরাণে 'বল'রামের মধুপান মহিষাসুরবধে দেবীর। সর্বত্র আনন্দ বীর্যের প্রচোদক। [৩]সোমেনানন্দং জনয়ন্ ৯।১১৩।৬। সোমযাগের ফলে স্বধা (১০), জ্যোতি (৭, ৯) এবং আনন্দ (১১)। সৎ চিৎ আনন্দ লাভ। [১]দ্র টী ৮৯, অবাতিরতং বসয়স্য শেষো ইবিন্দতং জ্যোতির্ একং বহুভ্যঃ ব্রহ্মণা বাবৃধানো বৃং যজ্ঞায় চক্রথুর্ উ লোকম্ ১।৯৩।৪, ৬। অগ্নি 'সুযুমান' ১০।৩।১, তত্র সায়ণ 'ওষধ্যাত্মনা স্থিতঃ অংশুঃ সুষ্ঠু সবতে ইতি সুষুঃ সোমঃ, তেন তদ্বান্ শোভনপ্রসবো বা'। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে 'সুষু' নয়, সুষ' তু. সুষুবুর্ অসূত মাতা ৫।৭।৮।

দেবমিথুন। তাঁরা অন্ধতমিস্রার কবল হতে বহুর জন্য ছিনিয়ে আনেন সেই এক জ্যোতি, আমাদের বৃহতের ভাবনায় সংবর্ধিত হয়ে চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে আমাদের মুক্তি দেন।[৪]

সংহিতায় এই সোম্য আনন্দের পারিভাষিক নাম 'মদ' বা মত্ততা। মত্ততা মুখ্যত দেবতার; তাই তাঁর বিশেষণ 'মন্দান, মন্দমান, মন্দসান, মন্দৎ, মন্দন, মন্দিন্, মন্দ্র'। যেমন আছে 'সোমস্য মদঃ', তেমনি আছে 'সোম্যং মধু' [১৮৫]। একটির আনন্দ উন্দীপক, আরেকটির [১]স্নিগ্ধ। বৃত্রহা ইন্দ্র ওজোজাত, তাই তিনি যা-কিছু করেন তা 'সোমস্য মদে'; আর যে-অশ্বিদ্বয় দ্যুলোকের আলোর প্রথম আভাস, তাঁরা [২]'মধুপাতম', তাঁদের সম্পৃক্ত সব-কিছুই মধুময়। অর্থাৎ অন্তরিক্ষে যে-আনন্দ ধীরোদ্ধত, দ্যুলোকে তা ই ধীরোদাত্ত, কখনও ধীরললিত। 'সোমস্য মদঃ'র পর্যবসান 'সোম্যং মধু'তে।

অগ্নির 'মদ' বা মত্ততা বোঝাতে তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'মন্দ্র' ১৮৬ ।

[১৮৫] সোমা মদের বর্ণনা ঋ ২।১৪ সূ। সোম্য 'মধু'পানের জন্য আবাহন অগ্নিকে ১ ১৯।১০, ১৯ ৯, ২ ৩৬।৪, ৩৭।২, ৬।৬০ ১৫; বায়ুকে ১।১৪।১০, বিশ্বদেবগণকে ঐ, ইন্দ্রকে ৬ ৬০।১৫, ৮ ২৪।১৩, ৩৩ ১৩, ৬৫।৮, ১০ ৯৬ ৯, অশ্বিদ্বয়কে ৭।৭৪ ২, ৮।৫।১১, ৮ ১ ৪ ১০ ৯ ৩৫ ২২, সূর্যকে ১০।১৭০ ১ মিত্রাবরুণকে ২।৩৬ ৬ [illegible]

[১৮৬] মন্দ্র [illegible]

লীলায়িত। সত্য আর ঋত সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত একটি যুগনদ্ধ তত্ত্ব, যার মূলে রয়েছে সর্বতোজ্বলিত এক তপঃশক্তি; এটি পরমব্যোমে নিষণ্ণ অগ্নিরই শক্তি।[১] তাই অগ্নি যেমন [২]অদ্ভুত সত্য, বিদ্বান্ ও ঋতচিৎ সত্য, তেমনি আবার ঋতস্বরূপও। ঋত বিশ্বের শাশ্বত ছন্দোময় বিধান।[৩] জীবন যখন তার অনুগামী হয়, তখনই আমাদের মধ্যে জ্বলে ওঠে দ্যুলোকাভিসারী অভীপ্সার শিখা তাই 'ঋতজাত' অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা।[৪] যিনি ঋতজাত, অবশ্যই তিনি [৫]ধৃতব্রত, অপ্রমত্ত এবং ধ্রুব তাঁর স্বধর্ম হতে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হন না। তাই তিনি 'ঋতাবা' (ঋতবান্) [৬]মর্ত্যের মধ্যে 'অমৃত ঋতাবা', [৭]ঋতবান্ বলেই তিনি বিচেতা যেন তারায় (ছাওয়া) দ্যুলোকের মত, ঘরে-ঘরে হাসিতে উজলে তোলেন আর্জবের যত সাধনাকে। [৮]যুবা কবি তিনি, বহুর মধ্যে ঋতবান্ হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে, ধরে আছেন কর্ষকদের তাদের মধ্যে সমিদ্ধ হয়ে। [৯] তাঁর ঋতচ্ছন্দ আমাদের বাঁচাবে অবীরতা হতে, মনের এই দুর্বাসা দারিদ্র্য হতে, ক্ষুধা আর রক্ষের অত্যাচার হতে ঘরে বা বনে কোথাও আমাদের বাঁকাপথে ভুলিয়ে নেবে না। ঋতবান্ বলেই তিনি বৃহৎ।[১০] শুধু তাই নয় [১১]তিনিই ঋত, তাই দেবতারা তাঁর ব্রতের অনুগামী। চিত্তের সংবেগ নিয়ে এই ঋতস্বরূপ অমৃতের পরিচর্যা করেই সকলে পায় দেবতার নাম, আর দেবত্ব ঋতের প্রেষা তিনি, ঋতের ধ্যান। [১২]বিশ্বের মহৎ ঋতের চক্ষু ও রক্ষক তিনি, বরুণ হয়ে চলেন ঋতের পথে [১৩]ঋতের জন্যই তাঁর সপ্তপদী, আর তাইতে তাঁর আপন তনুতে মিত্রের জন্ম।

শাক্ত্য পরাশর বলছেন, ঋতপ্রজাত এই অগ্নি সোমেরই মত 'বেধাঃ' অর্থাৎ

[illegible] 'অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু, পরি ভূষ পিব ঋতুনা' [illegible] ... ঋগ্ ২।৩৬।৪ [illegible] ... ১।১৫।৪ ... ১০।১৫ ... [illegible]

সপ্তম ভূমিতে মিত্র বা 'বিশ্বরুচি'র প্রকাশ অগ্নিতেই।

বেধকারী [১৮৯]। ঋক্‌সংহিতায় এই বিশেষণ বিশেষ করে অগ্নির তিনিই 'বেধস্তমঃ'।[১] শর লক্ষ্যবেধ করে। তার সঙ্গে পুরুষার্থসিদ্ধির উপমা আমরা উপনিষদে পাই।[২] সংহিতাতে বলা হচ্ছে, যে শরক্ষেপ করতে চায়, অগ্নি তাঁর সৃষ্টির বীর্যে তার বেধাঃ অর্থাৎ দেবতার বীর্যই সাধকের হয়ে লক্ষ্যবেধ করে।[৩] শর এদিকে ওদিকে

[১৮৯] তু ঋ. সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ ১।৬৫।১০। **বেধাঃ** মেধাবী নিঘ ৩।১৫, সায়ণের ব্যুৎপত্তি < বি + 'বিধাতা ভিমতফলস্য কর্তা' ১।৬০।২। বস্তুত < √ বিধ্॥ বিন্ধ্।বাধ্ (বিদ্ধ করা, শরের মত লক্ষ্যে পৌঁছন তু 'ন বিন্ধ অস্য সুষ্টুতিম্' এঁর শোভন স্তুতির পারে পৌঁছতে পারি না ১।৭।৭, 'অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ ন বিন্ধতে' হে অশ্বিদ্বয়, এই যে তোমাদের বৎস (ঋষির নাম, আবার 'সন্তান'), মনন দিয়ে সে তোমাদের নাগাল পায় না ৮।৯।৬, 'ম উক্‌থেভির্ ন বিন্ধতে' যে ইন্দ্রের নাগাল পাওয়া যায় না বচন দিয়ে ৫।১।৩। √ বিধ এর পরিচরণ অর্থের মূল এইখানে, লক্ষ্যে পৌঁছনর প্রয়াসই পরিচর্যা। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' কোন্ দেবতার কাছে আহুতির দ্বারা পৌঁছব আমরা (১০।১২১ এর ধ্রুবা), √ বিধ্ গত্যর্থক হলেই 'দেবায়' এই চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার সঙ্গত হয়। অন্যত্র নিঘণ্টে 'বেধাঃ' ঋত্বিক অর্থাৎ যাঁর সিদ্ধ চেতনা লক্ষ্যে পৌঁছেছে তু শংসাত্ উক্‌থম্ উশনেব বেধঃ ১।১৬।২ (উশনা সেখানে সিদ্ধ চেতনার আদর্শ ঋক্‌সংহিতায় বিখ্যাত ঋষি, একজন কবি উশনা, ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্য ৪।২৬।১, অপরজন কাব্য উশনা), বেধসে শোচিষে নিঘেম ৮।৫৩।১১ (অগ্নি বেধা, লক্ষ্যে পৌঁছেই আছেন, এখন আমরা গিয়ে পৌঁছব তাঁর কাছে গানের লহরে লহরে)। লক্ষ্যে পৌঁছন সংহিতায় 'মেধা' (< মনস্ √ ধা, তু মধাতো), যোগে 'সমাধি' নিঘণ্টে তাই 'বেধাঃ' মেধাবী, তু অনিং মেধাম্ অযাসিষম্' পৌঁছলাম সেই মেধাতে যা পক্ষকে পাইয়ে দেয় ১।১৮।৬। তু টী ২১৯। ১।৬০।২, অগ্নির বেধস্তম ঋষিঃ ৬।১৪।২ যাঁরও বেধঃ তিনিও ছুটছেন লক্ষ্যের দিকে।। [২] তু মু ২।২।৩, ৪ উপনিষৎ বা প্রণব ধনু, উপাসানিশিত (উপাসনার দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত) আত্মা শর আর অক্ষর ব্রহ্ম লক্ষ্য, অপ্রমত্ত হয়ে লক্ষ্যবেধ করতে হবে, শরের মত তন্ময় হতে হবে। [৩] য 'ঋক্ষা বেধা ইষ্যতে বাহুর্ বেধা অজাগত' অর্থাৎ হবা বা আনুষ্ঠিক বহন করে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছন ১।১২৮।৫। [৪] বেধা হি বেধে অধ্বনঃ পথশ্ চ ৬।১৬।৩ তু অগ্নে নয় সুপথা রায়ে বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান ১।১৮৯।১)। [৫] অস্তাসি (তুমি ধানুকী) বিধ্য রক্ষসস্ তপিষ্ঠৈঃ ৪।৪।১ (তু রক্ষোহা অগ্নির উদ্দেশে ১০।৮৭।৪, ৬, ১৩, ১৭)। [৬] উর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধি অস্মদ্ আবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্য্ অগ্নে, অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিম্ অজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্ ৪।৪।৫ প্রত্যক্ষ শত্রু 'অজামি', আর মুখোসপরা 'জামি'। অধ্যাত্ম সাধনায় অবিদ্যা কখনও বিদ্যার মুখোস পরে আসে। তাই 'যাতু' বা 'অদেবী মায়া' (তু অগ্নি 'প্রা দেবীর্ মায়া সহতে দুরেবাঃ' দুশ্চরিত অদিব্য মায়া যত সব অভিভূত করেন ৫।২।৯, তু 'পতঙ্গম্ অক্তম্ অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদম্ ইচ্ছন্তি বেধসঃ' অসুরের মায়ায় আচ্ছন্ন পাখিটিকে মর্মজ্ঞেরা দেখেন হৃদয় দিয়ে আর মন দিয়ে, কবিরা চেয়ে দেখেন সমুদ্রের গভীরে, বেধারা চান মরীচিসমূহের ধাম ১০।১৭৭।১ 'পতঙ্গ' অন্তর্জ্যোতি, 'সমুদ্র' হৃদাসমুদ্র, 'মরীচীদের ধাম' যেখানে চেতনার রশ্মিজাল সংহৃত, কিন্তু দ্র টী ৪১৭)। [৭] স বিপ্রশ্ চর্ষণীনাং শবসা মানুষাণাম্, অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি ৪।৮।৮ (শবসা < √ শূ 'ফেঁপে ওঠা' তু ইন্দ্র 'শূর', তাঁর মাতা 'শবসী' ৮।৪৫।৫ ৭৭।২)। [৮] বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ৩।১০।৫। লক্ষণীয়, অগ্নি স্বয়ং 'বিপ্র' বা আবেগকম্পিত। হৃদয়াবেগের যে আলো, তা ই যোগের হৃদ্‌জ্যোতিঃ। অগ্নি বা অভীপ্সা তার ভর্তা। [৯] কবিতমঃ স বেধাঃ ৩।১৪।১, ৪।২।২০, ৩।১৬, অগ্নে কবির বেধা অসি ৮।৬০।৩, বেধসে কবয়ে বেদ্যায় ৫।১৫।১। কবি ক্রান্তদর্শী; সুতরাং সমস্ত অগ্নিপথ বোধি ও হৃদয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। [১০] অগ্নির মত ইন্দ্র এবং সোমও বেধা। ইন্দ্র সাতটি বা একুশটি পাষাণপুরীর আড়ালে রয়েছে যে বরাহ তাকে বিদ্ধ করেন (দ্র সায়ণভাষ্য ৮।৭৭।১০, ১।৬১।৭, তৈস ৬।২।৪।৩; সোম 'ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্য্ অন্তর্ আ দধে বিশ্বান্ত্ স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্য্ অবাজুষ্টান্ বিধ্যতি কর্তে অব্রতান্' তিনটি ছাঁকনি তিনি অন্তর্হৃদয়ে করেছেন আহিত, বিদ্বান্ তিনি চেয়ে দেখেন বিশ্বভুবনের দিকে, যারা অজুষ্ট এবং অব্রত, গভীরে তাদের বিদ্ধ করে তিনি পেড়ে ফেলেন ৯।৭৩।৮ ('পবিত্র' সোমরসকে শুদ্ধ করবার জন্য মেষলোমের ছাঁকনি, তিনটি ছাঁকনি অগ্নি বায়ু সোম তত্ত্ব, সায়ণ ৯।৯৭।৫৫। 'অজুষ্ট' দেবতার দ্বারা অসম্ভুক্ত, দেবতার প্রসাদ হতে বঞ্চিত 'কর্ত' গর্ত, গুহা- যেখানে অবিদ্যার অন্ধকার। হৃদয়ে অবরুদ্ধ (সোমা আনন্দের ধারা মুক্ত হয় দেবতার বেধশক্তিতে।। অগ্নি সোমের বেধকর্ম ১।৬৫।১০। ইন্দ্র-সোম : 'ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তর্ অনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্,

হেলে না, ঠিক পথ চিনে সে লক্ষ্যে পৌঁছয়। [১]বেধা অগ্নিও তেমনি সোজাসুজি জানেন সব পথ-ঘাট, কেননা দেবযানের তিনিই দিশারী। এই পথে আছে রক্ষের বাধা: [২]সুধন্বা অগ্নি তপ্ততম শরজালে 'বিদ্ধ করেন' তাদের হৃদয়ে এবং মর্মে। [৩]আর ঊর্ধ্বশিখ হয়ে শরক্ষেপে আমাদের পথ হতে হটিয়ে দেন তাদের, আমাদের কাছে প্রকটিত করেন তাঁর দিব্য বীর্য যত: যাদুর প্ররোচনায় চলে যে শত্রুরা, তাদের কঠিন (ধনু) দেন আলগা করে, আর গুঁড়িয়ে দেন তাদের হ'ক না তারা আত্মীয় বা অনাত্মীয়। [৪]তাঁর এই বেধের বীর্য চরিষ্ণু মানুষদেরই প্রাণোচ্ছ্বাস হতে জাত। [৫]আবার এই বেধা অগ্নিই দেবযানের পথে বয়ে চলেন আবেগকম্প্রতার যত আলো। [৬]তাই বেধারূপে তিনি কবি, তিনি কবিতম।[১০]

অগ্নির আরেকটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'গোপাঃ' বা রক্ষক [১৯০]। প্রতিদিন যখন আকাশে ফোটে উষার আলো, নতুন জীবনের সূচনা হয় সূর্যের উদয়ে, তখন এই

যথা নাতঃ পুনর্ একশ্ চনোদয়ৎ'-হে ইন্দ্র, হে সোম, দুষ্কৃতদের কূপের গভীর অনালম্বন অন্ধকারে প্রবিদ্ধ কর, যাতে তাদের একটিও ওখান থেকে আবার উঠে আসতে না পারে ৭।১০৪।৩ (তু ৫। 'দুষ্কৃৎ' আমাদের দুশ্চরিত্রের প্রচোদক বৃত্র, পুরাণে পাতালবাসী অসুররূপে বর্ণিত, তু যোগের 'আশয়')। মরুদ্গণ 'বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ'-বিদ্ধ কর বিদ্যুৎ দিয়ে রক্ষকে, 'জ্যোতির্ কর্তা যদ্ উশ্মসি' ফোটাও সেই আলো যা আমরা চাই ১।৮৬।৯, ১০। সর্বত্র দেখছি, বেদশক্তি তমিস্রার আবরণকে বিদীর্ণ করে আলো ফোটায় বলে তিনি 'বেধাঃ'।

[১৯০] <গো + √পা, গোপালক, রাখাল 'গো' অন্তর্জ্যোতি, সুতরাং গোপাঃ আলোর রাখাল। পদপাঠে শব্দটিতে অবগ্রহ নাই; কিন্তু ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের জন্য দ্র ঋ পশূন্ ন গোপাঃ ৭।১৩।৩ (১০।২৩।৬), যূথেব পশ্বো ব্যু উনোতি গোপাঃ ৫।৩১।১। এই থেকে সংহিতাতেই ধাতুরূপ 'গোপায়তম্' ৬।৭৪।৪, 'গোপায়ন্তি' ১০।১৫৪।৫। গোপা পথিকৃৎ এবং বিচক্ষণ অর্থাৎ তাঁর চারদিকে চোখ (২।২৩।৬ বৃহস্পতি তাই তিনি 'অদব্ধ' অর্থাৎ কেউ তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে না (২।৯।৬, ৬।৭।৭ অগ্নি)। তিনি 'অবিতা'-উপাসককে চারদিক থেকে আগলে থাকেন (১০।৭।৭ অগ্নি)। যেমন অগ্নির গোপা তেমনি বিশেষ করে আদিত্যগণ সূর্য ও বিষ্ণুর বিশেষণ। আদিত্যগণ বিশ্বভুবনের গোপা (২।২৭।৪, ৭।৫১।২), সূর্য বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমের গোপা (৭।৬০।২), বরুণ মিত্র অর্যমা এবং পূষা সবার গোপা (৪।৩১।১৩, 'পূষা অনষ্টপশুর্ ভুবনস্য গোপাঃ' ১০।১৭।৩), বিষ্ণু 'অদাভ্যো গোপাঃ' (১।২২।১৮), 'গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ' (৩।৫৫।১০)। এই থেকে বৈষ্ণবের ভগবান 'গোপাল'। আবার তেত্রিশ জন দেবতাই সর্বদিক দিয়ে সবার গোপা তে নো গোপা অপাচ্যাস (পশ্চিমে), ত উদক্ত (উত্তরে), ইত্থা নাক্ (নীচে অর্থাৎ দক্ষিণে সুতরাং ঋষিরা হিমবদ্বাসী), পুরস্তাৎ (পূবে) সর্বয়া বিশা ৮।২৮।৩। এই গোপা আদিত্যরূপে পরমদেবতা যাঁর রশ্মি আমাদের মধ্যে আবিষ্ট (১।১৬৪।২১), এবং বায়ুরূপে বিশ্বপ্রাণ যিনি বিশ্বভুবনের অন্তরে বর্তমান (৩১)। সংজ্ঞাটিকে ঘিরে অধ্যাত্মভাবনার উল্লাস লক্ষণীয়। খৃষ্টীয় ধর্মে খৃষ্টও মেষপাল। [১]তু বং ন অস্যা। উষসো বুধ্নৌ ঋং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ ৩।১৫।২ (তু উদ্ ঈর্ধ্বং জীব অসুর্ ন আগাৎ ১।১১৩।১৬)। উষার আলো প্রাতিভসংবিতের, সূর্যের আলো বিজ্ঞানের। অভীপ্সার পথ অগ্নিজ্যোতি দুয়ের মধ্যে সেতু। [২]জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিঃ ৫।১১।১ [৩]বিশাং গোপাঃ ১।৯৪।৫, ৯৬।৪ দ্র 'বিশাং কবিঃ' টী ১৪২[১] তু ৮।৩৫।১৬ ১৭ সেখানে 'ব্রহ্ম' বা ব্রাহ্মণের পরিচায়ক 'ধী', 'ক্ষত্র' বা ক্ষত্রিয়ের 'নৃ' (পৌরুষ। আর বিশ্‌এর 'ধেনু'। তার সঙ্গে 'গোপা'র সম্পর্ক সুস্পষ্ট। ভাগবতের দেবতা গোপাল কৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্মেও বিশ্‌দের মধ্যেই সংবর্ধিত, তিনি শুধু ভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষির দেবতা নন, স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্রেরও (গী ৯।৩২। অর্থাৎ বেদের ভাষায় তিনিও 'বিশাং গোপাঃ'। [৪]রাজন্তম্ অধ্বরাণাং গোপাম্ ঋতস্য ১।১।৮। 'গোপাম্'এর অন্বয় উভয়ত 'অধ্বর' (< √ ধ্বৃ ইত্যাদি 'এঁকেবেঁকে চলা')। যাতে 'ধূর্তি' বা বাঁকা চাল নাই (তু ৮।৪৮।৩, ১।১৪৯।১), আর্জবের সাধনা দ্র টী ২০১[১]। [৫]তু ১০।৮।৫ ৩।১০।২ ১০।১১৮।৭, ১।১।৮ [৬]অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পাঃ ২।৯।৬। 'পরস্পাঃ' যা 'পরঃ' বা সব ছাপিয়ে তার পাতা (তু ২, অশ্বিদ্বয়ের প্রতি মাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্ তনূপা ৮।৯।১১ দেহ গেহ এবং বিশ্বের পাতা, বিশ্বাতীতেরও)। [৭]সতশ্ চ গোপাং ভবতশ্ চ ভূরেঃ ১।৯৬।৭।

অগ্নি হন আমাদের 'গোপাঃ' বা আলোর রাখাল।[১] নিত্যজাগ্রত[২] অতএব 'অদব্ধো গোপাঃ' তিনি প্রবর্ত সাধকদের,[৩] আর্জবের পথে[৪] নিয়ে চলেন ঋতের ছন্দে সবার চক্ষু হয়ে,[৫] যা পরম এবং চরম তার রক্ষিতা হয়ে।[৬] শুধু যজমানেরই নয়, বিশ্বে যা কিছু আছে আর যা-কিছু হচ্ছে বিচিত্ররূপে, সবারই গোপা তিনি।[৭]

'তম আসীৎ তমসা গূল্হম্ অগ্রে ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্'—আঁধার ছিল আঁধার দিয়ে ঢাকা সবার আগে, এই যা কিছু সব ছিল প্রচেতনাহীন সলিল হয়ে দিকে-দিকে [১৯১]। সেই আঁধারের মধ্যে জাগল আলোর প্রথম আভাস। আঁধার থেকে আলো পৃথক্ হল জ্ঞানের ক্রিয়ায়। চেতনার এই ক্রিয়া 'চিত্তি', তার প্রথম প্রকাশ 'পূর্বচিত্তি'।[১] চিত্তিতে যা অনুভূত হয়, তা 'চিত্র'- একটি অপরূপ দর্শন, একটি

[১৯১] ঋ ১০.১২৯ ৩। [১] **চিত্তি** < √ চিৎ, কিৎ 'সচেতন হওয়া কোন-কিছুর সম্পর্কে'। তু দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ ৩।২ ৩ সমস্তই ছিল অব্যাকৃত, তার মধ্যে বিশ্বদেবতার অতন্দ্র অভিনিবেশ ফোটাল বৈশ্বানর অগ্নির সংবিৎ। দ্র টী ৮। চিত্তি কোথাও 'চিৎস্পন্দ' (১।৬৭।৫, ২।২১।৬), কোথাও চেতনার একতানতা (৪।৫১।৩, ৩।২ ৩), কোথাও বিবেকদর্শন (৪।২।১১), কোথাও শুদ্ধ চিৎশক্তির ক্রিয়া (১০ ৮৫।৭)। [২] **চিত্র** নি চায়নীয় ৪।৪ < √ চায়্ 'দর্শন করা' <lit. q(a)ei 'to watch', IE 'squal' 'bright', 'to shine' সূর্যোদয়ের বর্ণনা চিত্রং দেবানাম্ উদ্ অগাদ্ অনীকম্ ১।১১৫ ১ [৩] **দস্ম** < √ দস্ 'ক্ষইয়ে দেওয়া' > 'দস্যু' (নি ৭।২৩), 'দাস' (নি ২।১৭)। অনুরূপ 'দস্র', অশ্বিদ্বয়ের নিরূঢ় সংজ্ঞা, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাঁদের আলোর অভিযান উষার প্রাক্‌কাল পর্যন্ত। 'দস্ম' ইন্দ্রেরও বিশেষণ, কেননা তিনিও 'বৃত্র-হা' বা তিমিরনাশন। ভূলোকের গোড়ায় অগ্নি, অন্তরিক্ষলোকের গোড়ায় ইন্দ্র, আর দ্যুলোকের গোড়ায় অশ্বিদ্বয় তিন দেবতাই 'দস্ম', আঁধারের বাধা হটিয়ে গুহাহিত আলোকে করেন 'চিত্র' বা দর্শনীয়। পক্ষান্তরে 'দস্যু' বা 'দাস' আলোকে আচ্ছন্ন করে আঁধার দিয়ে (তু ঋ ২।১১।১৮, ৪, ৪।১৬ ৯)। [৪] চিত্রং সন্তং গুহাহিতম্ ৪।৭।৬, [৫] তু ৩।২।৩, ৩।৩। [৬] চিত্রো নয়ৎ পরি তমাংসি ৬।৪।৬, চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূন্ ১০.১ ২, [৭] চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অসি ১ ৯৪।৫; [৮] চিত্রো বিভাত্য্ অর্চিষা ২।৮ ৪, [৯] বি যদ্ রুক্মো ন রোচস উপাকে, দিবো ন তে তন্যতুর্ এতি শুষ্মশ্ চিত্রো ন সূরঃ প্রতি চক্ষি ভানুম্ ৭ ৩।৬। [১০] চিত্রভানু ১।২৭.৬, ২ ১০।২, তং ত্বা ঈমহে (পেতে চাই) চিত্রভানো স্বর্দৃশম্ ৫।২৬।২, চিত্রভানুর্ উষসাং ভাত্য্ অগ্রে ৭।৯।৩, চিত্রভানুং রোদসী অন্তর্ উর্বী ১২.১, ৮ ৪৪।৬, তং ত্বা যমো অচিকেচ্ চিত্রভানো ১০।৫১।৩ (গুহাহিত অগ্নির প্রথম দর্শন বৈবস্বত মৃত্যু চেতনার দ্বারা, এখানে না মরলে ওখানে পাওয়া যায় না), ৬৯ ১১। চিত্রমহঃ ১০.১২২ ১ চিত্রশোচি ৫ ১৭.২ (দ্র টী ১৪৬২), 'যো অগ্নয়ে দদাশ বিপ্র উক্‌থৈঃ চিত্রাভিস্ তম্ ঊতিভিশ্ চিত্রশোচির্ ব্রজস্য সাতা গোমতো দধাতি'—আবেগকম্পিত হয়ে যে দিল অগ্নিকে, তাকে চিত্রশোচি তাঁর চিন্ময় পরিরক্ষণীশক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন গোযুক্ত ব্রজের অধিকারে ('গোমান্ ব্রজ' আলোকরশ্মির সমূহন যেখানে, তু ভাগবতদের 'ব্রজধাম' 'গোলোক'), ৬ ১০।৩, ৮ ১৯।২। চিত্রশ্রবস্তম অগ্নির্ হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্ চিত্রশ্রবস্তমঃ ১।১।৫ (বিশেষণটি দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নির, তু ১ ৪৫।৬, তাছাড়া 'মদ' ৮।৯২ ১৭, 'রয়ি' ৮।২৪ ৩ এবং 'দ্যুম্ন' ৩।৫৯ ৬ বা দিব্যজ্যোতি চিত্রশ্রবস্তম, চিত্রশ্রবের সাধন বলে, **শ্রবঃ** ॥'শ্লোকঃ'॥ 'শ্রুতম্' ৮।৫৯ ৬, পরা বাক্‌কে শোনা পরমব্যোমে ১।১৬৪।৪১, যা সিদ্ধির চরম কেননা এই শোনা সবার ভাগ্যে ঘটে না ১০ ৭১।৪, ৬, ৭; সাধনার আদিতে অগ্নিই বাক্ বা মন্ত্রশক্তি এবং অন্তে সেই বাকেরই শ্রুতি –তুরীয় পদে ১।১৬৪।৪৫, 'চিত্রং শ্রবঃ' সেই চিন্ময় শ্রুতি যা শ্রোতাকে আশ্চর্য করে, তু ক ১।২.৭; এ সেই বাকের শ্রুতি, বিশ্বামিত্র যাঁকে বলেছেন 'সসর্পরী' বা বিদ্যুচ্চকিতা, যিনি 'আ সূর্যস্য দুহিতা ততান শ্রবো দেবেষ্ব্ অমৃতম্ অজুর্যম্'—সূর্যের দুহিতা হয়ে আতত করেছেন মন্ত্রবীর্যকে দেবগণের মধ্যে অমৃত ও অজররূপে ৩।৫৩।১৫)। [১১] স চিত্র চিত্রং চিতয়ন্তম্ অস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্, চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্র চন্দ্রাভির্ গৃণতে যুবস্ব ৬ ৬ ৭ 'চিত্র' এবং 'চন্দ্রের' সহচার লক্ষণীয় একটি চেতনের এবং আরেকটি আনন্দের দ্যোতক (**চন্দ্র** হিরণ্য নিঘ ১।২, 'চন্দ্রশ চন্দতেঃ কান্তিকর্মণঃ, চারু দ্রমতি, চিরং দ্রমতি, চমের্ বা পূর্বম্' নি ১১ ৫, ধাত্বর্থে চারুত্বের অনুষঙ্গ লক্ষণীয়, তু √ ছন্দ্, চন্দ্ 'দীপ্তি দেওয়া, ইচ্ছা করা' IE quand 'to shine' Lat. candeo 'I shine').

বিস্ময়।[২] এই সংজ্ঞা অগ্নির বেলায় নানাভাবে প্রযুক্ত হয়েছে. জড়ত্বের অন্ধতমিস্রা বিদীর্ণ করে অগ্নির আবির্ভাব হয়, এই আশ্চর্য আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর আরেকটি বিশেষণ 'দস্ম' কিনা (তিমির-)নাশন।[৩] অগ্নি দস্ম বলেই চিত্র। এই আধারে তিনি ছিলেন গুহাহিত,[৪] দেবতা অথবা বিপ্রের চিত্তির প্রেষণায়[৫] চারদিকের আঁধার হটিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন চিত্র শিশুরূপে.[৬] উষার চিত্র প্রচেতনা রূপে;[৭] বেড়ে চললেন [৮]জ্বলদর্চির চিত্র বিভাতিরূপে, [৯](বৃকের) কাছে ঝলমলিয়ে উঠলেন সোনার মত, দ্যুলোকের বজ্রের মত (গর্জে উঠল) তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাস, চিন্ময় সূর্যের মত চোখের সামনে তিনি অপাবৃত করলেন তাঁর ভানু. তাই তিনি [১০]'চিত্রভানু' 'চিত্রমহাঃ' 'চিত্রশোচি' 'চিত্রশ্রবস্তম' তাঁর ভাতি মহিমা জ্বালা এবং শ্রুতি সবই এক চিন্ময় বিস্ময়। এই তিমিরনাশন চিন্ময় আবির্ভাবের কাছে তাই বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের প্রার্থনা : 'হে চিত্র, তোমার চিন্ময় সংবেগ যা নাকি চেতিয়ে তোলে, হে চিত্রবীর্য, যা চিত্রতম এবং তারুণ্যের আধার, যা আনন্দঝলমল এবং প্রভূতবীর্যে বৃহৎ, হে আনন্দ-ঝলমল, তোমার আনন্দঝলমল (শিখাদের দিয়ে) তাকে নিহিত কর আমাদের মধ্যে, তোমার এই গীতিকারের মধ্যে'।[১১]

অগ্নির গুণের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি এইখানে শেষ হল। দেখলাম, আমাদেরই মধ্যে তিনি অজর অমৃতের একটি গোপন শিখা অতন্দ্র অভীপ্সায় ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আছেন দ্যুলোকের দিকে। স্বরূপে তিনি অক্ষর নিত্য স্বধাবান্ শুদ্ধ-সন্মাত্র, প্রজ্ঞানে ক্রান্তদর্শী কবি, ঋতচ্ছন্দে আনন্দময়। তিনি কবিক্রতু, দেবযানের পথে আমাদের নিত্যসহচর এবং রক্ষক, অধ্যাত্মচেতনার প্রথম উন্মেষরূপে এক পরম বিস্ময়। লক্ষণীয়, তাঁর এই পরিচিতি যে কোনও দেবতার পরিচিতিরূপে গণ্য হতে পারে, অগ্নিগুণ-বোধক সংজ্ঞাগুলি প্রায়শ অন্যদেবতার বেলায় প্রযুক্ত হওবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। অর্থাৎ সব দেবতাই স্বরূপে সেই পরমদেবতা, দেবতায়-দেবতায় সৌষম্য যত বেশী বৈষম্য তত নয়। দেবতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক উপাসকের চেতনার বিস্ফারণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এই বিস্ফারণের সংজ্ঞা সংহিতায় 'ঋতং বৃহৎ' অধিদৈবতদৃষ্টিতে, আর উপনিষদে 'ব্রহ্ম' অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। যথাক্রমে পরাক্ এবং প্রত্যক্ দৃষ্টিতে দুইই সেই পরমদেবতার স্বরূপাখ্যান। দেবভাবনার পরিনিষ্ঠিতি ব্রহ্মভাবনায়। সব দেবতাই স্বরূপত 'ঋতং মহৎ' 'ঋতং বৃহৎ' 'স্বর্ বৃহৎ'- এ আমরা আগেই দেখেছি [১৯২]। অগ্নিও স্বরূপত ব্রহ্ম। তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ সংহিতায় পাই তাঁর বৈশ্বানর-রূপের মধ্যে। তার কথা পরে।

গুণের পর কর্মে অগ্নির পরিচয় নেওবা যাক। গুণের চাইতে কর্মে বৈদিক দেবতার বৈশিষ্ট্য বেশী ফোটে, কেননা গুণ আশ্রয় করে ভাবকে আর কর্ম শক্তিকে। ভাবের চরমে সব দেবতাই এক, তাঁদের যে নামেই ডাকি না কেন। কিন্তু শক্তির স্ফুরত্তায় সূর্যের রশ্মিবিচ্ছুরণের মত প্রকাশ পায় তাঁদের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য।

অগ্নির সর্বপ্রধান কর্ম হল তাঁর 'দূত্য' বা দৌত্য। মানুষ আর দেবতার মধ্যে

[১৯২] ঋ. ১০।৬৬।৪, সব দেবতাই 'ঋতভ মহৎ স্বর্ বৃহৎ'; ১।১৬৪।৪৬, দ্র. টীম্. ৩৬।

সূর্য'। তাই তাঁকেই, তাঁরই বিভূতি বিশ্বদেবগণকে:[৪] তাই তাঁর কাছে এই অগ্নিকেই পাঠাই দূতরূপে। অগ্নিচৈতন্য আর বিশ্বচৈতন্যের মাঝে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখাই হয় অতন্দ্র আর নিঃশব্দ[৫] বার্তাবহ।

অনাদিকাল হতে মানুষ তাঁকেই বরণ করেছে দূতরূপে, কেননা তিনি অধ্বরের (সিদ্ধি)কামী বলে দূতের সব কর্তব্যই জানেন, ভূলোক আর দ্যুলোকের দুটি অন্তেরই সম্যক্ চেতনা তাঁর আছে দ্যুলোকে আরোহণের পর্বগুলির খবর আর-কেউ জানে না তাঁর মতন [১৯৪]। তাঁর দৌত্য মানুষের জন্য উতলা দেবতাদের জাগিয়ে

ঋ ১।৭১।৪ ৬০।১, ৬ ৮।৪ ৩ ৫ ১০, ৯ ৫ । মাতরিশ্বা 'দূত' হয়ে বিবস্বানের কাছ থেকে অগ্নিকে এখানে নিয়ে এলেও (৬।৮।৪), দৌত্য প্রধানত অগ্নিরই। [৪]তু 'আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্ বিশ্বান্ দেবাঁ উষর্বুধঃ বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি' উষায় জেগেন যারা সেই বিশ্বদেবগণকে আবেগকম্প্র এই হোতা যেন এইখানে বয়ে আনেন (১।১৪।৯)। **আকীম্** অনন্য প্রয়োগ পদপাঠে অবগ্রহ নাই নিঘণ্টুতে সর্বপদসমাম্নায়খণ্ডে উপসর্গ ও নিপাতের উদাহরণরূপে উল্লিখিত ৩ ১২ বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর উপস্থাপনা আ + ঘ + ঈম্, 'আ' 'বক্ষতি'র উপসর্গ, 'ঈম্' এঁদের অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রে উল্লিখিত দেবতাদের। **বিশ্বদেব** সম্পর্কে ব্রাহ্মণ উক্তি রশ্ময়ো হা অস্য (সূর্যস্য) বিশ্বেদেবাঃ শ ৩।৯ ২।৬, ১২ ৪।৩ ১।২৬, ২।৩ ১।৭ ১২।৪ ৯ ৬, অথ যদ্ এনম্ অগ্নিম্। একং সন্তং বহুধা বিহরন্তি তদ্ অস্য বৈশ্বদেবং রূপম্ ঐ ৩।৪, সর্বং বৈ বিশ্বেদেবাঃ শ ৩।৯।১ ১৪, ৪।৪।১।৯, ১।৭।৪।২২, ৫।৫।২।১০ । দ্র টী ১৪৫ দ্র। [৫]অতন্দ্র তু ঋ অস্বপ্ন্ বিশ্বী অধ্বরো দেবযানান্ অতন্দ্রো দূতো অভবো হবির্বাট্ ১।৭২।৭, অতন্দ্রো দূতো যজথায় দেবান্ ৭।১০ ৫ নিঃশব্দ তু 'ন যোর উপব্দির্ অশ্ব্যঃ শৃণ্বে রথস্য কচ্ চন, যদ্ অগ্নে যাসি দূত্যম্' তোমার চলতি রথের ঘোড়ার খুরের শব্দ যে টেরই শোনা যায় না, যখন হে অগ্নি, তুমি দৌত্যে চল ১।৭৪।৭।

[১৯৪] তু ঋ বেৎ অধ্বরস্য দূত্যানি বিদ্বান্ উভে অন্তা রোদসী সংচিকিত্বান্ দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণো বিদুষ্টরো দিব আরোধনানি ৪।৭।৮। 'বেঃ' < √ বী 'কামনা করা, সম্ভোগ করা'। 'উরাণঃ' < √ বৃ 'বরণ করা' 'আরোধনানি' তু ৪ ৮ ২ ৪, দ্র ৮ ৭২।১৬। যজ্ঞের সপ্ত ধাম দিয়ে গুহাপদে আবিষ্ট হওয়া ৯ ১০২ ২, অনুরূপ বিষ্ণুর সপ্ত ধাম ১ ২২।১৬ । তু উশতো বি বোধয় যদ্ অগ্নে যাসি দূত্যম্, দেবৈর্ আ সৎসি বর্হিষি ১।১২ ৪, **বর্হিঃ** কুশের আস্তরণ আবার অগ্নির প্রতীকরূপে অপ্রাসূক্তের চতুর্থ দেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন (তু ছা ৫।১৮।২, বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র 'অপ্রীদেবগণ' লক্ষণীয়, দেবতা উতলা, কিন্তু জাগতে পারছেন না, তাঁকে জাগিয়ে দেবে আমার অভীপ্সা। [২]তু ঋ যস্ ত্বাম্ অগ্নে অধ্বরাম মর্তঃ সমিধা দাশদ্ উত বা হবিষ্কৃতি, তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্যম্ উপ ব্রূষে যজস্য অধ্বরীয়সি ১০ ৯১।১১ অপিচ তু শশ্বত্তমম্ ঈলতে দূত্যায় হবিষ্মন্তো মনুষ্যাসো অগ্নিম্ শাশ্বততম এই অগ্নিকে দৌত্যের জন্য চাইতে থেকে সেই মানুষেরা, যাদের আছে অর্ঘ্যের উপচার ১০ ৭০ ৩। [৩]পূর্বীর ঋতস্য সংদৃশস্ চকানঃ সং দূতো অদ্যৌদ্ উষসো বিরোকে ৩।৫।২। **সংদৃশ্** < সম্ √ দৃশ্ (দেখ), সম্যক দর্শন, তু সূরো ন সংদৃক্ (অগ্নিঃ) ১ ৬৬।১, অস্য (অগ্নেঃ) শ্রেষ্ঠা সংদৃক্ চিত্রতমা মর্তেষু ৪।১।৬, তব (অগ্নে) প্র যক্ষি সংদৃশম্ ৬ ১৬।৮। তব (অগ্নে) আ সংদৃশি শিশুঃ ২ ১ ১২ 'পূর্বীঃ' পরিপূর্ণ চিরন্তন। অত্র তু যল্ অন্তত্যা (ইন্দ্র) বিবিষ্টঃ পঞ্চ সংদৃশঃ পরি পরো অভবঃ ২ ১৩ ১০, এখানে পাঁচটি সম্যক্ দর্শনের কথা আছে পাঁচটি ভুবনের, ষষ্ঠ ভুবনে ইন্দ্রের দর্শন, আবার তিনি ভুবনাতীতও। মোটের উপর সাতটি ধাম। এই 'পঞ্চ সংদৃশঃ' আলোচ্য মন্ত্রের 'পূর্বীঃ সংদৃশঃ'। এমনি করে বিশ্বরূপের সম্যক্ দর্শনই অভীপ্সার লক্ষ্য। তু ত্বাম্ ইদ্ অস্যা উষসো ব্যুষ্টিষু (প্রাতঃ) দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত মানুষাঃ, ত্বাং দেবা মহয়াষ্যায় (মহিমার জন্য) বাবৃধুঃ ১০ ১২২ ৭ ১ ৪৪।৩। [৪]ত্বাম্ অস্যা ব্যুষি দেব পূর্বে দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত হব্যৈঃ, সংস্থে যদ্ অগ্ন ঈয়সে রয়ীণাং দেবো মর্তৈর্ বসুভির্ ইধ্যমানঃ ৫ ৩ ৮ দেবতা 'বসু' বা জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবতা আর মানুষ দুয়ে মিলে অগ্নিসমিন্ধন—দেবতার প্রসাদে আর মানুষের প্রয়াসে তু 'দেবা অচ্ছা যাতবে জাতবেদসম্ অগ্নিম্ ঈলে ব্যুষ্টিষু' —ভোরের আলোয় জাতবেদা অগ্নিকে চাইতেছি তুমি দেবতাদের কাছে যাব বলে ১।৪৪।৪। 'সংস্থে রয়ীণাম্' তু সংগথে রয়ীণাম্ ২ ৩৮ ১০, অপাম্ অনীকে সমিথে ৪।৫৮।১১ প্রাণের সমস্ত ধারা যেখানে এসে মিলেছে সেইখানেই অগ্নির আবির্ভাব, তাই অগ্নি 'অপ্সুজাঃ' (তু যদ্ অগ্নে দিবিজা অস্য্ অপ্সুজা বা সহস্কৃত ৮।৪৩ ২৮, 'সহস্কৃত' মন্থনজাত পার্থিব অগ্নি । [৫]স্বর্ ণ

তোলবার জন্য, যাতে তাঁরা এইখানে নেমে 'বর্হিতে' আসন পাতেন।[১] আবার এ-দৌত্য অপেক্ষা রাখে শুধু আমাদের আত্মদানের : যে মর্ত্য মানব সমিধ্ আর হবির আহুতি দেয় এই অমৃত দেবতার উদ্দেশে, তিনি হন তারই হোতা, তার দূত হয়ে দেবতাদের কাছে বলেন তার কথা, হন তার ঋত্বিক্ তার অধ্বর্যু।[২] আত্মদানের প্রেরণা জাগে অধ্যাত্মজীবনের উষাকালে, শ্রদ্ধার উন্মেষে। তাই উষার আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যখন, তখন অগ্নিও ঝলসে ওঠেন অলখের দূতরূপে, কেননা ঋতের চিরন্তন সম্যক্-দর্শনই চান তিনি।[৩] আর চিরকাল তাই হয়ে এসেছে : আকাশে উষার আলো ফুটেছে যখন, তখনই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেবতাকে করেছেন দ্যুলোকের দূত, আহুতির উপচারে করেছেন তাঁর যজন; আর তখন এই দেবতাও মর্ত্য মানব আর আলোর দেবতাদের দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে গিয়েছেন সংবেগদের সঙ্গমে।[৪] উষার আলো ফুটতে না ফুটতেই সূর্যের মত ঝলমলিয়ে উঠেছেন তিনি, আর যজ্ঞকে করছেন বিতত উতলা ঋত্বিকেরা মননের সঙ্গে সঙ্গে; দেবতা অগ্নি সব জন্মের রহস্য জানেন, তাই দেবতার কাছে যেতে ছুটলেন তাঁদের দূত হয়ে এই প্রিয়তম।[৫] লোক আর লোকোত্তরের মাঝে তাঁর এই দৌত্য, তিনি অলখের অভিসারী।[৬]

মানুষ যেমন অভীপ্সার শিখাকে দেবতার দিকে এগিয়ে দেয় দূতরূপে, কানে-কানে তাকে বলে দেয় দেবতাকে এইখানে নামিয়ে আনবার জন্য [১৯৫], তেমনি

রপ্সেতাব্ উষসাম্ অরোচি যজ্ঞং তন্বানা উশিজো ন মন্ম অগ্নির্ জন্মানি দেব আ বি বিদ্বান্ দ্রবদ্ দূতো দেবয়াবা বনিষ্ঠঃ ৭।১০।২। উশিজ্ < √ বশ্ 'আকুল হয়ে চাওয়া', নি উশিগ্ বশেঃ কান্তিকর্মণঃ ৬।১০, নিঘ 'কান্তিকর্মা' ২ ৬, 'মেধাবী' ৩।১৫, তু IE *uek* 'to wish', Gk *hekon* 'willing' উশিকদের দ্বারা যজ্ঞের বিতনন বা অনুষ্ঠান আর মননের বিতনন একই ব্যাপারের এপিঠ ওপিঠ দ্র টী ২। মন্ত্রটির তৃতীয় পাদে 'জাতবেদা'র ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে। [৬] তু 'ত্বং দূতস্ ত্বম উ নঃ পরস্পাস্ ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা' তুমি দূত তুমিই আমাদের জন্য আগলে আছ লোকোত্তরকে, তুমিই হে বীর্যবর্ষী, উত্তরজ্যোতির অগ্রণী ২ ৯ ২। 'বস্যঃ' < বস্ + ঈয়স্ (তর প্রত্যয়ের অর্থে তু 'বসিষ্ঠ', দ্র ১ ৫০ ১০। 'পরস্পাঃ' দ্র টী ১৯০[৩]।

[১৯৫] তু ঋ অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহম উপ ব্রুবে, দেবাঁ আ সাদয়াদ্ ইহ ৮ ৭৪ ৩ 'পুরো দধে' থেকে অগ্নি 'পুরোহিত' ১।১।১, ছিলেন গুহাহিত, এখন তাঁকে সামনে ধরা হয়েছে। দেবতার উতলাপনা তু ১।১২ ৪, ৭ ৩৯।৪, ৮।৬০।৫, ১০।১।৭, ২।১, ৭০।৪। অগ্নি ও দেবতা উভয়ে উতলা পরস্পরের জন্য 'উশন দেবাঁ উশতঃ পায়য়া হবিঃ ২।৩৭।৬, যথা হোতর মনুষো দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সূনো সহসঃ যজাসি এবা নো অদ্য সমনা সমানান্ উশন্ন অগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্' হে হোতা, হে বীর্যসুত, মানুষের দেবাত্মভাবের জন্য বারবার যেমন তুমি যজ্ঞের দ্বারা যজন কর তেমনি করেই আজ আমাদের জন্য সেই একই উতলা দেবতাদের উদ্দেশে যজন কর হে অগ্নি, উতলা হয়ে ৬।১৫।১, 'উত দ্বার উশতীর্ বি শ্রয়ন্তাম্, উত দেবাঁ উশত আ বহেহ' এইবার উতলা দুয়ারদের কপাট যাক খুলে, এইবার উতলা দেবতাদের বয়ে আন এইখানে (তু আপ্রীসূক্তের 'দেবীর্ দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ার, অগ্নিরই এক রূপ; দ্র 'আপ্রীদেবগণ') ৭ ১৭।২। দিব্য পিতৃগণের, অগ্নির এবং মানুষের উতলাপনা 'উশন্তস্ ত্বা নি ধীমহ্য্ উশন্তঃ সম ইধীমহি উশন্ন্ উশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে'—উতলা হয়ে তোমায় আমরা নিহিত করছি, উতলা হয়ে করছি সমিদ্ধ; উতলা হয়ে তুমি উতলা পিতৃগণকে বয়ে আন হবির্ভক্ষণের জন্য ১০।১৬।১২ [১] স্বাং বিশ্বে সজোষসো তৃপ্তিতে সুষম হয়ে, কেননা সব দেবতা সেই একই দেবতার বিভূতি দ্র টী ১৪২[২] ও মূল দেবাসো দূতম্ অক্রত সপর্যন্তস্ । মানুষ পরিচারকেরা ত্বা করে যজ্ঞিয় দেবম্ ঈলতে ৫ ২১।৩। তু ৮।১৯।২১। [৩] আবেশ শ্রদ্ধার আকারে, তু নচিকেতায় [illegible] আবেশ ক ১ ১ ২ আরও তু শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সম ইধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ ১০।১৫১।১, এই শ্রদ্ধা 'কামায়নী' বা কামজা দ্র টী ২০৪[২]। [৪] তু ত্বাম্ অগ্নে সমিধানং যবিষ্ঠ্য দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্ উরুজ্রয়সং ঘৃতযোনিম্ আহুতম্ ত্বেষং চক্ষুর্ দধিরে চোদয়ন্মতি ৫।৮।৬ [৫] দেবাসস্ ত্বা বরুণো মিত্রো অর্যমা সং দূতং প্রত্নম্ ইন্ধতে, বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং যস্ তে দদাশ মর্তঃ ১ ৩৬।৪। বরুণ অব্যক্ত

দেবতাও উতলা মানুষের জন্য,¹ তিনিও অগ্নিকে দূত করে পাঠান মানুষের কাছে²। অগ্নি যখন মানুষের দূত, তখন তিনি তার সমিদ্ধ চিত্তের দেবযানী অভীপ্সা; আর যখন তিনি দেবতার দূত, তখন তিনি সেই চিত্তেই পরমের আবেশ।³ আগে শ্রদ্ধা, তারপর রুচি যেমন বৈষ্ণব বলেন: আগে দেবতা উতলা হন আমার জন্য, তবে আমি তাঁর জন্য উতলা হই। হয়তো প্রথমত হব্যবহনের জন্য বেদিতে আমিই অগ্নিকে সমিদ্ধ করি; কিন্তু একদিন সে-অগ্নিসমিন্ধন অকস্মাৎ সার্থক হয়ে ওঠে, যখন ওই তরুণতম অগ্নি দেবতার দূত হয়ে আধারের গভীরে এক প্রজ্বল চক্ষু হয়ে মন্ত্রচেতনার

জ্যোতির দেবতা, সৎস্বরূপ, মিত্র ব্যক্ত জ্যোতির দেবতা, চিৎস্বরূপ; অর্যমা সম্ভোগের দেবতা (২ ১ ৪), আনন্দস্বরূপ। এই ত্রয়ীর উল্লেখ ঋক্‌তে বহুজায়গায়। সচ্চিদানন্দই অগ্নিকে দূতরূপে সমিদ্ধ করেন আমাদের মধ্যে। ধন < √ ধন্ 'দৌড়ন', মানুষ যার পিছনে ছোটে, লক্ষ্য, দ্র টী ২০৬²। ²তু ত্বাং দূতম্ অরতিং হব্যবাহং দেবা অকৃণ্বন্ অমৃতস্য নাভিম্ ৩ ১৭।৪। অরতি < √ ঋ 'চলা', যে আনাগোনা করে, চঞ্চল। দূতের পর্যায়শব্দ, বিশেষ করে অগ্নির বেলায় প্রযুক্ত। অগ্নি 'অরতি' দেবতাদের (২।৪।২), দ্যাবাপৃথিবীর (১ ৫৯।২, ২।২।৩, ৬।৪৯ ২ ১০।৩।৭), দ্যুলোকের (২।২।২, ১০ ৩।২), পৃথিবীর (৬ ৭।১)। তু দেবাসো দেবম্ অরতিং দধন্বিরে (ধরে রেখেছেন) ৮।১৯।১। নাভি যেমন চক্রের বা মানুষের দেহের মধ্যবিন্দু, সেখানে সব এসে সংহত হয়। তু দ্যুলোকের সহস্রধার উৎস হতে চার্‌টি 'নাভ' বা নাভির ভিতর দিয়ে সোম্য অমৃতপ্রবাহের নেমে আসা ৯।৭৪।৬। ³তু দেবানাং দূতঃ পুরুপ্রসূতো হনাগান্ নো বোচতু সর্বতাত্যা ৩ ৫৪।১৯। অনাগাঃ অনপরাধঃ (নি ১০ ১১)। ঋক্‌তে অনাগাস্ত্বের সঙ্গে বিশেষ যোগ অদিতির যিনি অনাগাস্ত্বের দেবী দ্র টী ১৭৪⁵, তু যচ্ চিদ্ধি তে পুরুষত্রা পুরুষ বা মানুষ বলে। যবিষ্ঠ, হচিত্তিভিশ্ (অবিবেকের দরুন, চক্রম কচ্চিদ আগঃ, কৃধী ষ্বস্মাঁ অদিতের্ অনাগান্ ৪।১২।৪ মিত্রো নো অত্র হদিতির্ অনাগান্ত সবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ (অদিতির সঙ্গে বরুণের সহচার লক্ষণীয়, দুজনেই আকাশের দেবতা এবং আকাশই নিরঞ্জন। ১০।১২।৮, ৮।১০১।১৫, ১ ২৪।১৫ (বরুণ সংশ্লিষ্ট), ৯৪।১৫, । সর্বতাতি: তার জন্য প্রার্থনা বিশেষ করে অদিতির কাছে তু ১ ৯৪।১৫, আ সর্বতাতিম্ অদিতিং বৃণীমহে (১০।১০০ সূক্ত দ্রষ্টব্য) আদিত্যগণের সঙ্গে যোগ ১।১০৬ ২ ১০।৩৫ ১১। তার যোগ স্বস্তির সঙ্গে তু আ দেবস্বস্তিম্ ঈমহে (আমরা চাই অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বস চ সর্বতাতয়ে (পরসন্ । ৬।৫৬।৬, অজীতয়ে পরাজিত না হয় যাতে। ইহ ত্রয় পবস্ব (সোম) স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে (বৃহতের যোগ লক্ষণীয়। ৯।৯৬।৪। শম্বরের নিরানব্বইটি পুর ধ্বংস হওয়ার পর শততম পুরে অধিকৃত হয় সর্বতাতি তু অহং (ইন্দ্রো বা বামদেবো বা) পুরো মন্দসানো (সোমপানে মত্ত হয়ে। ব্যৈরম্ (গুঁড়িয়ে দিয়েছি নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য, (পুরীগুলি। শততমং বেশ্যং (ধাম। সর্বতাতা (শততম পুরীতে বৃত্রের অধিষ্ঠান নয়, ইন্দ্রের, তাই তিনি 'শতক্রতু', ৪।২৬ ৩ আবার সবিতা যখন আমার সামনে পিছনে উত্তরে দক্ষিণে, অর্থাৎ সর্বত্র যখন তাঁকে অনুভব করছি, তখনই সর্বতাতির আবির্ভাব তু সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ, সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিম্ ১০।৩৬ ১৪। এমনি করে 'সত্য' এবং 'ধী'কে সিদ্ধ করে দেবতারা আমাদের মধ্যে 'বৃহৎ' দীপ্তি ফোটাতে চাইছেন এই সর্বতাতির জন্য তু ইমাম্ প্রথমা অনু তানাং (অমৃত দেবতাদের জন্য। ধীঃ সর্বতাতা যে কৃপণন্ত (আকাঙ্ক্ষা করেন কৃপণ যেমন ধন চায় তেমনি, < √ কৃপণ, নামধাতু, তু তৎ চিদ্ অগ্নির বয়ো দধে যথাযথা কৃপণ্যতি ৮।৩৯ ৪। বৃহৎ, ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধন্তস্ তে নো ধান্তু (নিহিত করুন। বসব্যম্ (দেবজ্যোতি তু ১০ ৭৩।৪। অসামি (অবিকল, পূর্ণ। ১০ ৭৪।৩। সুতরাং 'সর্বতাতি' উপনিষদের সর্বাত্মভাব (ঐ ৭ ছা ৭ ২৬।২, প্র ৫ ১১ । অদিতিচেতনা ছাড়া এ সম্ভব হয় না। এর জোড়া হল 'দেবতাতি' বা দেবাত্মভাব সর্বতাতির ব্যুৎপত্তিতে যাস্ক বলছেন 'সর্বাসু কর্মতাতিষু' অর্থাৎ তাতি' < √ তন্। সায়ণ দেবতাতির ব্যাখ্যায় বলছেন 'দেবানাং বিস্তারয়িত্রায় যাগায় (১।১২৭।৯), সুতরাং তাঁরও ব্যুৎপত্তি < √ তন্। লক্ষণীয়, পদপাঠে অবগ্রহ আছে। অথচ পাণিনির ব্যুৎপত্তি সর্ব বা দেব + তাতিল স্বার্থে ৪ ৪ ১৪২। কিন্তু শিবতাতি ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলছেন 'শিবং করোতীতি শিবস্য ভাবো বা ইতি শিবতাতিঃ (১৪২ ১৪৩। তাহলে সর্বতাতি এবং দেবতাতির বেলাতেই-বা নয় কেন? মনে হয়, এখানে দুটি ভাববাচী প্রত্যয়ের সমাবেশ হয়েছে, যেমন প্রত্যয়ের আবৃত্তি দেখছি 'পশ্চাতাৎ' প্রভৃতি শব্দে (তু ১০ ৩৬।১৪)। দেব। দেবতা, তারপর তাতে 'তি' এবং পরে এই আদর্শে অন্যান্য শব্দ গঠিত হওয়া সম্ভব। 'সর্বতাতি' অবেস্তায় *haurvatāt*।

প্রচোদক হয়ে আমার মধ্যে আবির্ভূত হন।[৪] তখন বুঝি, অগ্নি আমি জ্বালাইনি, জ্বালিয়েছেন দেবতারাই বরুণ মিত্র আর অর্যমা হয়ে তাঁদের দূতরূপে, আমি মর্ত্য মানব, আমি শুধু তাঁর মধ্যে আমার সবকিছু ঢেলে দিতে পারি, আর দেবতা পারেন বিশ্বের সমস্ত সম্পদ্ জিনে আনতে আমার জন্য।[৫] দেবতারা জানেন, এই অগ্নি মর্ত্যের মধ্যে অমৃতচেতনার নাভি বা মধ্যবিন্দু, তাই এই হব্যবাহনকে করেছেন তাঁদের 'অরতি' দূত।[৬] দেবতাদের এই দূত বিচিত্রভাবে প্রচোদিত হয়ে আসেন আমাদের কাছে, সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করে আমাদের করেন নিরঞ্জন, সর্বাত্মভাবের যোগ্য বলে আমাদের ঘোষণা করেন।[৭]

সব দেবজ্যোতির মূলে এক পরমজ্যোতি তিনি 'বিবস্বান্'। সংহিতায় অগ্নিকে বিশেষ করে বলা হয়েছে বিবস্বানের দূত [১৯৬]। আধারে অগ্নিসমিন্ধনের প্রেরণা

[১৯৬] বিবস্বান্ ও মাতরিশ্বার কাছেই অগ্নির প্রথম আবির্ভাব দ্যুলোকে (তু. ঋ 'ত্বম্ অগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ ভব সুক্রতূয়া (স্বচ্ছন্দ প্রজ্ঞার বীর্যে) বিবস্বতে' ১।৩১।৩; 'স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্ আবির্ অগ্নির্ অভবন্ মাতরিশ্বনে' ১।১৪৩।২। এই অগ্নি তাই স্বয়ম্ভূ এবং বিশ্বাদি। তাঁর দৌত্য সেই আদিকাল থেকে, তিনি 'পূর্বীঃ, শিবো দূতো বিবস্বতঃ' (৮।৩৯।৩; তু. 'নূ চিৎ সহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্ দূতো অভবদ্ বিবস্বতঃ, বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি' ১।৫৮।১; 'সহোজাঃ' সর্বজিভাবী বীর্য হতে জাত (দ্র. টী. ২০৫৭); 'নূ চিৎ নি তুন্দতে' যাকে খোঁচাতে হয় না অগ্নির উপমা। দেবতাতি দ্র 'সর্বতাতি' টী ১৯৫। সায়ণ অন্যত্র পাণিনিকে অনুসরণ করে বলছেন, 'স্বার্থিকস্ তাতিল্প্রত্যয়ঃ, তেন দেবতাতিশব্দেন দেবসম্বন্ধী যজ্ঞো লক্ষ্যতে, দেবতাতা যজ্ঞঃ' নিঘ. ৩।১৭। ইতি তদ্যামস্ পাঠঃ তানং (১।৩৮।৫)। আরেকটি রূপ 'দেবতাৎ', তৃতীয়াতে 'দেবতাতা' (১।১২৮।২), চতুর্থীতে 'দেবতাতে' (৯।৯৬।৩, ৯৭।১৯, ২৫), সপ্তমীতে 'দেবতাতি' (৪।৭৯।৩, ১০।৮।২)। তৃতীয়ার একটি মাত্র উদাহরণ 'ত্বং যজ্ঞসাধম্ (অগ্নিম্) অপি বাতয়ামসি (আমরা অনুকূল করি) ঋতস্য পথা নমসা হবিষ্মতা দেবতাতা হবিষ্মতা' ১।১২৮।২, সেখানে সাধন বা যজ্ঞ অর্থ খাটে, অন্যত্র বোঝাচ্ছে সিদ্ধি বা যজ্ঞের পরিণামে দেবাত্মভাব (তু. 'অবিদাম দেবান্' ৮।৪৮।৩, ৯।১১৩।৭-১১, ১।৫০।১০)। লক্ষণীয়, ঋগ্বেদে অগ্নির সম্পর্কেই দেবতাতি শব্দের প্রয়োগ সবচাইতে বেশী, তার পরেই সোমের বেলায়। দেবতাতির জন্যই অগ্নির জন্ম এবং তিনি যেন সেই পরম লক্ষ্যের উদ্দেশে একটা তীব্র সংবেগ (তু. 'ত্বম্ অগ্নে সহসা (সর্বজিভাবী বীর্যে) সহন্তমঃ শুষ্মিন্তমো জায়সে দেবতাতয়ে রয়ির্ ন দেবতাতয়ে' ১।১২৭।৯)। এ 'মনুষ্যো দেবতাতিঃ' বা মানুষেরই দেবতা হওয়া। তারই জন্যে শুভ্র বৈশ্বানর অগ্নির আবাহন যিনি বিশ্বপূর্ণ মাতরিশ্বা এবং বৃহৎ ভাবনার নায়ক বৃহস্পতি (৩।২৬।২), হোতৃরূপে বিচিত্র যজ্ঞের দ্বারা পরমদেবতার যজন তাঁর (৬।৪।১), অর্যমা ও মরুদ্গণের দ্যুলোকে তিনটি আলোকময় লোকের স্থাপন (৫।২৯।১; অর্যমা এখানে আদিত্যগণের উপলক্ষণ, দুটি গণের সমাবেশ লক্ষণীয় – একটি অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোকের, আরেকটি দিব্ বা প্রজ্ঞালোকের, দুটি ইন্দ্রের যাঁর মধ্যে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহার (পরেই আছে 'ত্বম্ এষাম্ ঋষির্ ইন্দ্রাসি ধীরঃ'); তু. অধ্বর যখন এগিয়ে চলে তখন দেবতাতির জন্য ইন্দ্রের আবাহন প্রেমভরে ৮।৩।৫; তাঁর বৃত্রঘাতী অনুত্তম শৌর্য এরই জন্য ৬।২।৮; ইন্দ্র আর বরুণই দেবতাতির শ্রেষ্ঠ প্রচোদক ৬।৬৮।২)। দেবতাতির জন্য, বৃহৎ হওয়ার জন্য আমরা ছুটে যাই অগ্নির কাছেই, কেননা তিনিই আমাদের আপন, আমাদের সবচাইতে কাছে (তু. 'ত্বাম্ ইদ্ ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে' ৮।৬০।১)। তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা 'ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়, ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয়' – হে অগ্নি, অগ্নিদের দিয়ে তুমি আমাদের বৃহত্তর ভাবনা এবং উৎসর্গের সাধনাকে সংবর্ধিত কর, আমাদের তুমি প্রচোদিত কর দেবাত্মভাবের জন্য, দেবতাকে প্রচোদিত কর সংবেগ দিতে (১০।১৪১।৬; সূক্তটি অগ্নির কিন্তু ঋষি 'অগ্নি তাপস' অর্থাৎ অগ্নির সঙ্গে একাত্মক, 'অগ্নিভিঃ' একই অগ্নির বহু বহ্নি, যার পরিচয় আপ্রীদেবগণে উপনিষদের পঞ্চাগ্নিতে)। এই দেবতাতি বিশেষ করে ধী-যোগের সাধ্য (তু. 'কবির্ বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্ বভূব' – ক্রান্তদর্শী ধী নিঃশেষে পরিমার্জিত করে গভীরের বোধকে (আর তাইতে) সেই (ধী) দেবাত্মভাবের সাধনায় হয়েছে একটি সমাহার (অর্থাৎ বহুভাবনার একটি পুঞ্জ) ১।৯৫।৮; ধী 'কবি' কিনা ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সুদূর

অগ্নি-ঋষি অথর্বা ব্রহ্মচারীর মূর্ধন্যকমল মন্থন করে এই অগ্নির জন্ম দিয়েছিলেন বটে,[৫] কিন্তু স্বরূপত তিনি বিবস্বানেরই দূত, আর যমের কাম্য প্রিয়জন।[৬] যেমন তিনি জীবনের প্রভাস্বরতায়, তেমনই মরণের পরঃকৃষ্ণতায়।[৭]

দেখতে পাচ্ছি, অগ্নি মানুষের দূত হয়ে উঠে যান দেবতার কাছে, আবার দেবতার দূত হয়ে নেমে আসেন মানুষের মধ্যে। ভূলোক আর দ্যুলোকের মাঝে তাঁর এই দৌত্যের কথা, এপারে ওপারে নিত্য আদান প্রদানের কথা সংহিতায় নানাভাবে বলা হয়েছে। ত্রিত আপ্ত্য বলছেন, 'দেবতাদের আর মর্ত্য মানবদের মধ্যে দূত তুমি, দুয়ের মাঝখানে মহান হয়ে চলেছ আপন প্রভায় [১৯৭]।' এই চলার পথে সিন্ধুর প্রস্বনিত ঊর্মির মত ঝলমলিয়ে ওঠে তাঁর অর্চিরা।[১] দ্যুলোক আর ভূলোকের মধ্যে দূত হয়ে তাঁর যাতায়াত আঁধার চিরে চিরে,[২] সত্যের বাহন হয়ে,[৩] কবির ক্রান্তদর্শিতায় দেবতা আর মানব উভয়ের জন্মরহস্য জেনে।[৪] তাই তাঁর এ অভিযান প্রজ্ঞার অভিযান, দুটি বিদ্যার মধ্যে মানুষ হয়ে দেবতাকে আর দেবতা হয়ে মানুষকে জানার মধ্যে— আনাগোনা কবির দৃষ্টি নিয়ে।[৫] তাঁর স্বধর্ম অনুসারে মানুষ আর দেবতা উভয়ের উপরেই তাঁর অধিকার, তাইতে দেবতার দূত হয়ে ছেয়ে আছেন তিনি দ্যুলোক আর ভূলোক। আমরা যদি তাঁর ধীতি আর সুমতিকে বরণ করে নিই, তাহলে তিনটি বর্ম দিয়ে তিনি আমাদের আগলে থাকবেন শিব হয়ে।[৬]

এমনি করে প্রতি মর্ত্য আধারে নিষণ্ণ এই 'অমৃত জ্যোতি', পরমদেবতার এই 'প্রথম হোতা' [১৯৮] শুধু উপাসকের নয়,[১] সর্বজনের দূত, বিশ্বের দূত। আবার

[১৯৭] ঋ দূতো দেবানাম্ অসি মর্ত্যানাম্ অন্তর্ মহাঁশ্ চরসি রোচনেন ১০।৪।২। [১] যদ অন্তরো যাসি দূত্যম্, সিন্ধোর্ ইব প্রস্বনিতাস ঊর্মযো অগ্নের্ ভ্রাজন্তে অর্চযঃ ১।৪৪।১২। [২] ৩।৩।২, [৩] ৭।২ ও [৪] ২।৬।৭ ('জন্ম' আবির্ভাব মানুষের মধ্যে দেবতার এবং 'আরোধনের' বা আরোহণের ফলে দেবতার মধ্যে মানুষের ৪।৮।২, ৪।৭।৮, তু জাতো জাতাঁ উভয়াঁ অন্তর্ অগ্নে, দূতো ঈয়সে ৪।২।২)। [৫] ৪।৩৯।১, দ্র টী ১৮২°। [৬] তু নিভূমাম্ অগ্ন উভয়াঁ অনু ব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সম্ ঈয়সে যৎ তে ধীতিং সুমতিম্ আবৃণীমহে ঽধ স্মা নস্ ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ৬।১৫।৯। অভীপ্সা ও আবেশরূপে মানুষ ও দেবতার মধ্যে যোগসাধন অগ্নির ব্রত। এই যোগাযোগের পথ দেবযানের পথ (দ্র ১।৭২।৭)। দেবতার 'ধীতি' আমাদের শিবানুধ্যান এবং 'সুমতি' সৌমনস্য বা প্রসাদ। 'ত্রিবরূথ' প্রায়ই 'শর্ম' শব্দের বিশেষণ ৮।১৮।২১, ৯।৯৭।৪৭, ৩।১৫।৫, ১০।৬৬।৫ ৭।১০১।২। তু ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথম্ অংহসঃ ১০।৬৬।৫। 'অংহঃ' চেতনার সংকোচ, 'বরূথ' (< √ বৃ 'ছাওয়া') তার বিপরীত বৈপুল্য, যার আরেক সংজ্ঞা 'উরুলোক' (দ্র টী ৩৭, ১৪৯°), তিনটি বরূথ তিনটি লোকে চেতনার ব্যাপ্তি, তা-ই যথার্থ শর্ম অর্থাৎ শরণ বা 'স্বস্তি' (৬।৪৬।৯)। তা-ই দেবতার 'বর্ম' বা কবচও।

[১৯৮] তু ঋ ৬।৯।৪। [১] ১।৩৬।৫, ৪৪।৯, ৪।৯।২, বিশ্বস্য দূতম্ অমৃতম্ ৭।১৬।১। [২] আ দেবান্ বক্ষ্ ঈনধতে দুরোণে ৪।২।৭ ১০।১১০।১। [৩] উশিগ্ দূতশ চনোহিতঃ ৩।১১।২ [৪] ৮।১০২।১৮, ১০।১২২।৫ [৫] ১।৫৪।১১, ৬।১৬।৬ [৬] তু 'নি বেদীষু' পালিতো দূত আশ্বদ্ অন্তর্ মহাঁশ্ চরতি রোচনেন, বপূংষি বিভ্রদ্ অভি নো বি চষ্টে মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্' শ্বেতকেশ দূত তিনি বর্ধমান এই (ওষধিদের) মধ্যে দ্যুলোক আর ভূলোকের অন্তরে মহান হয়ে বিচরণ করছেন ঝলমল দ্যুতিতে, বিচিত্র তনুর প্রচ্ছটা নিয়ে চেয়ে আছেন আমাদের পানে। দেবতাদের মহৎ অসুরত্ব একই বটে ৩।৫৫।৯। 'বেবেতি' < √ বী 'সম্ভোগ করা'। ওষধি জুড়ে প্রাণচেতনার প্রথম প্রকাশ, 'ওষ' বা অগ্নির তেজ তাদের মধ্যে নিহিত। অশ্বত্থ তাদের আশ্রয়, আর সোম তাদের রাজা (১০।৯৭।৫, ১৮, ১৯)। এই ভাবানুষঙ্গগুলি লক্ষণীয়: অশ্বত্থ ব্রহ্মবৃক্ষ; অগ্নি বনস্পতি, দেহ একটি ঊর্ধ্বমূল অবাক্শাখ বৃক্ষের মত, নাড়ীতন্ত্র তার শাখাপ্রশাখা, অগ্নি অথবা সোম তাদের মধ্যে সঞ্চরণ করেন, সোমলতা মধ্যনাড়ী। এই থেকে মনে হয়, এখানে ওষধিতে অগ্নির বমণ হল নাড়ীতন্ত্রে দ্বিবিধোদা অগ্নির সঞ্চরণ। এই অগ্নি সনাতন, তাই পলিত (তু

প্রবুদ্ধ জীবনের উষায় [২]দেবকাম মানুষের আধারে সমিদ্ধ তিনি 'দূতঃ কবিঃ প্রচেতাঃ', [৩]আনন্দময়, কামনায় উতলা, আবেগকম্প্র, [৪]বরেণ্য, [৫]অমর্ত্য অথচ [৬]পলিত দূত।

দূতরূপে অগ্নির দুটি কাজ আবাহন এবং আবহন। একটিতে তিনি 'হোতা', আরেকটিতে 'বহ্নি'। 'হব্যবাহ্' বা 'হব্যবাহন'রূপে তিনি মানুষের 'বহ্নি'- দেবতার কাছে তার আহুতি বয়ে নেন দূত হয়ে। তখন তিনি 'যশস্বী বহ্নি, বিদ্যার কেতন, সুতর্পণ দূত, সদা পৌঁছন লক্ষ্যে, দ্বিজন্মা, শ্লাঘ্য সংবেগ যেন মাতরিশ্বা তাঁকে বয়ে এনেছেন ভৃগুর কাছে দানরূপে' [১৯৯]। [১]হব্যবাহন এই দেবতা আমাদের নিত্যতরুণ পিতা, [২]আমরা মর্ত্য মানব তাঁকে আঁকড়ে ধরেছি, কেননা আমরা জানি দেবতার কাছে আমাদের আহুতি বয়ে নেবেন তিনিই, আমাদের উৎসর্গের সমস্ত সাধনা যুবতম তিনিই আগলে আছেন মানুষ হয়ে তাঁর সামর্থ্য দিয়ে। [৩]তিনি বিরাজমান ছিলেন দেবতাদের মধ্যে, কিন্তু আমাদের হব্য বহনের জন্য আবিষ্ট হলেন

১।১৬৪।১), আর ওষধিরা প্রাণশক্তির বাহন বলে নিত্যতরুণী (দ্র ১০।৯৭ সূ)। নাড়ীতন্ত্রে অগ্নির এই সঞ্চরণ ক্রমে নিয়ে এল বিশ্বব্যাপী অগ্নিসঞ্চরণের বোধ, যোগের ভাষায় পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড একাকার হয়ে গেল। তারপর দ্যুমূর্ধায় বৈশ্বানর অগ্নির বিচিত্র 'বপু'র দর্শন, তিনি সেখানে সর্বসাক্ষী (তু ১০।৫।১)। এই হল দেবতার 'মহৎ অসুরত্ব' বা অনির্বচনীয় মহিমা।

[১৯৯] স্ব বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্, দ্বিজন্মানং রয়িম ইব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ ভৃগবে মাতরিশ্বা ১।৬০।১। যশস্ < √ যশ্, ঈশ্ (তু √ যজ্, ঈজ্, যহ্, ঈহ্) 'ঈশন বা প্রশাস্তা হওয়া' বিশেষণ হলে অন্তোদাত্ত। 'বিদথ' প্রজ্ঞান অগ্নি তার 'কেতু' বা প্রজ্ঞাপক। 'সুপ্রাব্য' সুষ্ঠু প্রাকাশিত প্রতর্পিত যো দেবতাঃ স সুপ্রাবী যন্তা ১।৩৪।৪, তু ১০।১২৫।২, সায়ণ 'রক্ষিতা' ১।৬০।১), এখানে বহ্নিরূপে অগ্নিই যজমান। 'অর্থ' লক্ষ্য পরমদেবতা। 'দ্বিজন্মা' অগ্নির দুটি জন্ম: অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরারণি এবং অধরারণি হতে (৩।২৯।১), অধিদৈবতদৃষ্টিতে দ্যাবাপৃথিবী হতে (১০।১।২)। মাতরিশ্বা অগ্নিবিদ্যা দিলেন ভৃগুকে, ভৃগু দিলেন মনুষ্যসমাজকে (দ্র টী ১৯৬)। এই অগ্নিতে আছে ঈশনা (তু ক ২।১।১২, ১৩), প্রজ্ঞান এবং সংবেগ; তবুও তিনি দেবতার প্রসাদ। আমাদের অভীপ্সাও তাই। [১]স হব্যবাল্ অমর্ত্য উশিগ্ দূতশ্চনোহিতঃ অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ৩।১১।২ [sic]; [২]তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত দেবেভ্যো হব্যবাহন বিশ্বান্ যদ্ যজ্ঞাঁ অভিপাসি মানুষ তব ক্রত্বা যবিষ্ঠা ৩।৯।৬। 'মানুষ': দেবতা আর মানুষ একই, ইন্দ্রকেও মানুষ সম্বোধন করা হয়েছে ১।৮৪।২০। উপনিষদে 'এই পুরুষে যিনি আর আদিত্যে যিনি দুইই এক' তৈ ২।৮, ঈ ১৬ তু শ ১।১৬৪।২০। [৩]অগ্নির্দেবেষু রাজত্যগ্নির্মর্তেষ্বাবিশন্, অগ্নির্নো হব্যবাহনঃ ৫।২৫।৫ [sic]। [৪]তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সম্ ইন্ধতে, হব্যবাহম্ অমর্ত্যং সহোবৃধম্ ৩।১০।৯। সহঃ সেই বীর্য যা সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে। সহ্ ধাতুর প্রাচীন বাঙলা আছে 'সাহস' বা 'উৎসাহে' কিন্তু 'সহনে' তার অবনতি ঘটেছে। [৫]অপ দ্বান্তা তমসো বহ্নির্ আরঃ ৩।৫।১ [sic]। [৬]উপবিদা বহ্নির্ বিন্দতে বসু ৮।২৩।৩। উপবিৎ (তু 'নিবিৎ') অগ্নির বিদ্যা বা প্রজ্ঞান (তু ২।৬।৭, দেবতা মানুষ উভয়ের রহস্যের জ্ঞান)। তু 'উপদৃক্' কাছে গিয়ে দেখা ৮।১০২।১৫, ৯।৫৮।২ 'সর্য ইবোপদৃক্'। [৭]হব্যবাল্ অগ্নির্ অজরঃ চনোহিতঃ ৩।২।২ (বৈশ্বানর সূ)। [৮]অগ্নি হব্য বহন করেন মুখ বা জিহ্বা অর্থাৎ শিখা দিয়ে ১০।১১৭।৩, বহ্নির্ আসা ১।৭৬।৪ ৬।১৬।৯ (৭।১৬।৯), তু 'ত্বং হোতা মন্দ্রতমো নো অধ্রুগ্ অন্তর্ দেবো বিদথা মর্তেষু, পাবকয়া জুহ্বা বহ্নির্ আসা অগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্'—সবচাইতে আনন্দমাতাল হোতা তুমি আমাদের দ্রোহহীন, মর্তের অন্তরে দেবতা হয়ে (সিদ্ধ কর) বিদ্যার সাধনা, পাবক তোমার জিহ্বা আর আস্য বহন কর (হবিঃ), হে অগ্নি, তোমার আপন তনুর যজন তুমি আপনি কর ৬।১১।২। অগ্নি দেবযাজী হয়েও আত্মযাজী, মানুষও তাই, তু বৃ ১।৪।১০। আরও দ্র হব্যবাহন 'ত্বাং দেবাসো মনবে দধুর্ ইহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন' ১।৩৬।১০, ৮।১৯।২১, ১।৪৪।২, ৫।১১।৪, ২।৪১।১৯, ৫।২৮।৬, দূতো হব্যবাহনঃ ৬।১৬।২৩ (৮।২৩।৬), ৭।১৫।৬। 'হব্যবাট্' ১।১২।২, ৬, ১২৮।৮, ৩।১১।২, ১৭।৭, ৪।৮।১ ৫।৬।৫, ৬।১৫।৪, ৭।১০।৩, ৮।৪৪।৩, ১০।৪৬।৪...। আরও দ্র ১০।১২।২, ৫১।৫, ১।১৮৮।১...।

এই মর্ত্য আধারে। তাঁর আবেশে আমরা [৪]জেগে উঠলাম, আবেগেকম্পিত আমাদের কণ্ঠ হল স্তুতিমুখর, আমাদের উৎসাহসে বর্ধমান অমর্ত্য হব্যবাহনকে করলাম সমিদ্ধ। তখন দ্যুলোকের অভিযাত্রী সেই দেবতা [৫]বহ্নি হয়ে অপাবৃত করলেন তমিস্রার দুয়ার, [৬]রহস্যের প্রজ্ঞানে আমাদের জন্য খুঁজে পেলেন জ্যোতি। তখন এই [৭]হব্যবাট্ অগ্নিই হলেন নিত্যতারুণ্যে আনন্দঘন বৈশ্বানর।"

আবার তিনি দেবতারও 'বহ্নি', মানুষের কাছে তাঁর দূত [২০০]। মানুষেরও প্রার্থনা, [১]যেন উতলা জ্যোতির দুয়ারেরা খুলে যায় পরপর, আর এই পুরোগামী দূত উতলা দেবতাদের এইখানে বয়ে আনেন। যেন বয়ে আনেন [২]বসু রুদ্র আর আদিত্যের তিনটি গণে বিভক্ত [৩]তেত্রিশ দেবতাকে, [৪]বয়ে আনেন দেবপত্নীদের, [৫]দেবযানপথে বয়ে আনেন সুমম হয়ে মহতী এবং বৃহতী ঋতজ্ঞা নারীরূপিণী দেবী অরমতিকে মধুপানে মত্ত হবার জন্য যাঁকে আমরা হব্য দিয়েছি একটি নমস্কারে। আর তারই ফলে [৬]তরুণতম এই দেবতা যেন আমাদের জন্য বয়ে আনেন দেবাত্মভাবের মহিমা। মানুষ আর দেবতার মধ্যে অভীপ্সার অতন্দ্র দৌত্যের এই সার্থক পরিণাম।

দেবকামের যে-সুক্রতুকে [২০১] অবলম্বন করে অগ্নির এই দৌত্য, তার

[২০০] তু ঋ 'বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত' ৩।১১।৪ (৭।১৬।১২)। 'দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্' ৫।৮।৬ (দ্র টী ১৯৫ক)। [১]৭।১৭।২ (দ্র টী ১৯৫[২])। পুরোগামী অগ্নির দেবনাম্ অভবৎ পুরোগাঃ ১০।১১০।১১, ১২৪।১, ১।১৮৮।১১ বয়ে আনা অর্থে আ + বহ্ ধাতুর বহু প্রয়োগ আছে দেবতাদের সম্পর্কে ১।১২।৩, ১৪।১২, ২।৩।৩, ৩।৬।৬, ৪।২।৪, ৫।২৬।১, ৬।১৬।৬, ১০।১১০।১। [২]১০।১৫০।১, ৭।১০।৪, [৩]১।৭৫।২, ৩।৬।৯, [৪]৩।৬।৯, ১।২২।৯-১০ [৫]'আ নো মহীম্ অরমতিং সজোষা গ্নাং দেবীং নমসা রাতহব্যাম্। মধোর্ মদায় বৃহতীম্ ঋতজ্ঞাম্ আগ্নে বহ পথিভির্ দেবযানৈঃ' ৫।৪৩।৬। দেবী **অরমতির** বিশেষ পরিচয় ঋক্তে পাওয়া যায় না। অথর্বে তিনি 'পৃথিবী' এবং 'প্রজ্ঞা', সায়ণ বলছেন 'ভূমি' ৭।৩৬।৮, ৫২।৩ পদপাঠে অবগ্রহ নাই, শৌনকে 'রমতি' বিশ্রান্তি ৬।৭৩।২, ৩।৭।৭৯।২, তাহলে নঞ্ সমাস ধরে অরমতি 'অক্লান্তা'; তু অরমমাণঃ ঋ ৯।৭২।৩। দ্র বৈপ: তাঁর 'মহী' বিশেষণ একাধিক জায়গায়। শৌনক পৃথিবীসূক্ত দ্র ১২।১ তিনি হিরণ্যবক্ষা ৬, ২৬, অদিতি ৬১, পরমব্যোমে তাঁর অমৃত হৃদয় সত্যের দ্বারা আবৃত ৮, মা কিন্তু 'প্রাণদ্ এজৎ' তার; তিনি ধাত্রী ৪, তিনি মাতা আমি তাঁর পুত্র ১২. ঋক্তেও অরমতিকে দ্বার বলা হয়েছে 'পনীয়সী' বা স্তুত্যতমা ১০।৬৪।১৫, ৯২।৪. বর্তমান মন্ত্রের স্তুতি শৌনক পৃথিবীসূক্তের অনুরূপ। [৬]৩।১৯।৪ (দ্র টী ১১৬[২])।

[২০১] যাজ্ঞিকের একটি সংজ্ঞা 'সুকৃৎ', ঋক্তে বহুপ্রযুক্ত। 'উরু লোক' বা অনিবাধ চেতনার বৈপুল্য (দ্র টী ৩৪) তাঁর পুরুষার্থ—যেমন জীবনে তেমনি মরণে তু 'যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকম্ অগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্, অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি' হে অগ্নি, হে জাতবেদা, যে সুকৃৎএর জন্য উরুলোককে তুমি করেছ সুখকর, সে পায় অশ্ববান্ পুত্রবান্ বীরবান্ গোমান্ সংবেগ, (যাদের পরিণাম) স্বস্তি (৫।৪।১১; সন্ধাভাষায় অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয়ের অনুকূল সম্পদের বর্ণনা: 'অশ্ব' ওজঃ বা প্রাণশক্তি ১০।৭৩।১০, 'গো' জ্যোতি বা প্রজ্ঞা, 'বীর' বীর্য, 'পুত্র' সাধকের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব নবজাতকরূপে এবং সবার শেষে 'স্বস্তি' বা নিঃশ্রেয়স তু ১০।৩৫ সূক্ত ধুয়া 'স্বস্ত্য্ অগ্নিং সমিধানম্ ঈমহে'); যাস্ তে শিবাস্ তন্বো জাতবেদস্ তাভির্ বহৈনং সুকৃতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪ (তু ম এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ১।২।৬)। এই জ্যোতির্ময় উরুলোকপ্রাপ্তিই সোমযাগের ফল তু তন্ নু সত্যং পবমানস্যাস্তু জ্যোতির্ যদ্ অহ্নে (অনন্তসীমিত দিনের জন্য) অকৃণোদ্ উ লোকম্ ঋ ৯।৯২।৫, লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ ১১৩।৯, যস্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্ অমৃতে লোকে অক্ষিতে ৭ [১]যজ্ঞ 'দেবকর্ম' তু 'যো যজ্ঞো বিশ্বতস্ তন্তুভিস্ তত একশতং দেবকর্মেভির্ আয়তঃ, ইমে বয়ন্তি পিতরো য আয়যুঃ প্র বয়াপ বয়েত্য্ আসতে ততে' যে যজ্ঞ সর্বদিকে বহু তন্তুর দ্বারা বিতত, একশত একটি দেবকর্মের দ্বারা আস্তৃত, তাকে বয়ন করছেন এই পিতৃগণ যাঁরা এখানে এসেছেন; বিতত (এই যজ্ঞে) তাঁরা বসে আছেন, আর বলছেন, 'ওইদিকে বুনে চল, এইদিকে বুনে এস' ১০।১৩০।১। তন্তু-নির্মিত পটের সঙ্গে যজ্ঞের উপমা (তু, ৬।৯।২, ৩)। পিতৃপুরুষেরা যেভাবে যজ্ঞ করে গেছেন,

পারিভাষিক নাম হল যজ্ঞ'।[১] যজ্ঞ দেববাদের সাধনাঙ্গ, যেমন উপাসনা এবং ধ্যান ব্রহ্মবাদের। অগ্নিকে আশ্রয় করেই আমরা দেবতাকে পাই, কেননা তিনিই হলেন

আমরা তারই অনুসরণ করছি। তাঁরা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থেকে দেবকর্মে আমাদের প্রচোদিত করছেন। 'প্রবয়ন' বুনতে বুনতে সামনের দিকে যাওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দ্যুলোকের দিকে; আর 'অপবয়ন' ওদিক থেকে বুনতে বুনতে এদিকে নেমে আসা অর্থাৎ আবার দ্যুলোক থেকে পৃথিবীতে তু নচিকেতার প্রথম বর, ক ১ ১.১০ ১১। অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে যজ্ঞ 'তন্ত', আর পরিনিষ্ঠিতির দিক দিয়ে কল্প (√ কৢপ্ 'গড়ে তোলা'), তু তেন চাকৢপ্রে ঋষয়ো মনুষ্যাঃ'— দেবযজ্ঞের আদর্শে মানুষ ঋষিরা গড়ে তুললেন মনুষ্যযজ্ঞ ১০ ১৩০ ৫, ৬। আবার তমিস্রাকে মরণ হেনে সোমযাগের দ্বারা দিব্য তনু গড়ে তোলাও 'কল্প' (তু ৯।৯।৭, ঐরা যজমানং সংস্কৃত্যাগ্নৌ দেবযোন্যাং জুহোতি, অগ্নির্ বৈ দেবযোনিঃ, সো ঽগ্নের্ দেবযোন্যা আহুতিভ্যঃ সম্ভূয় হিরণ্য শরীর ঊর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকম্ এতি ২ ১৪, ৩।১৯)। দেবযজ্ঞে বিশ্বদেব যজমান, পরমদেব যজনীয়: দেবা দেবম্ অযজন্ত বিশ্বে (১০।১৩০.৩ তু ১০।৯০.৬)। [২]তু ৩।২ ৮। [৩]নিঘণ্টুতে যজ্ঞ নামের মধ্যে 'ঋত' নাই। কিন্তু তু নি ঋতং সত্যং বা যজ্ঞং বা ৪।১৯, ঋ ৭।২১।৫ দ্র টী ৬৬। [৪]তু 'যজ্ঞৈর অথর্বা প্রথমঃ পথস তেতে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি, আ গা আজদ্ উশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতম্ অমৃতং যজামহে' যজ্ঞ দিয়ে অথর্বা প্রথম পথকে করলেন বিতত, তারপর ব্রতের পালক এবং বেন, সূর্য জন্ম নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কবিগোত্রীয় উশনা গোদের তাড়িয়ে নিয়ে এলেন, যম হতে জাত অমৃতের আমরা যজন করি (১।৮৩।৫, পৃথিবী হতে দ্যুলোকের পথ খুলে গেল যজ্ঞের ফলে, আর তাইতে অন্তরে হল সূর্যের উদয়, গুহার আড়ালে ছিল আলোকধেনুরা, তারা সামনে এল, দেবক্রমে মৃত্যুর দেবতা যমের কাছ থেকেই আমরা অমৃতের অধিকার পাই নচিকেতার মত। 'উশনা কাব্য' সায়ণের মতে ভৃগু। যজ্ঞের প্রবর্তক পিতৃগণের উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্ব মন্ত্রেই অঙ্গিরাদের কথা আছে, পণিদের গোধনহরণের ইঙ্গিতও। 'অমৃত' বলতে বেঙ্কট সায়ণ স্কন্দ সবাই বুঝেছেন ইন্দ্র কেবল স্কন্দের মতে। 'যম ইতি যজ্ঞনাম শাকপূণিনা পঠিতম্, অথবা যস্মাদ্বা দিবা এব ষষ্ঠীনির্দেশাচ্চ সকাশাদ্ ইতি বাক্যশেষঃ, আদিত্যসকাশাজ্জ জাতম্ অমৃতং যজামহ ইতি'); যে (অঙ্গিরারা) যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ('সঙ্গতাঃ' সায়ণ, ঋত্বিক্‌রূপে) ইন্দ্রস্য সখ্যম্ অমৃতত্বম্ আনশ (পেয়েছে) ১০।৬২।১, য ঋতেন সূর্যম্ আরোহয়ন্ দিবি ৩, অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি (ঘিরে থাক), স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ১।১।৪; অঙ্গিরারা 'দেবপুত্রা ঋষয়ঃ' ১০ ৬২।৪, যঃ সমিধা য আহুতী (অর্চির দ্বারা) যো বেদেন (বেদ বা প্রজ্ঞান দিয়ে) দদাশ (দিয়েছে), মর্তো অগ্নয়ে যো নমসা স্বধ্বরঃ (অধ্বরসাধনা যার অনায়াস) ন তম্ অংহঃ সন্বৃত (দেবকৃতং কৃতশ্ চন ন মর্তকৃতং নশৎ (নাগাল পায়) ৮।১৯।৫ ৬ (অর্থাৎ যজ্ঞের ফলে তার অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স দুইই হয় উদার।, শুক্রম অগ্নিং চকামহে মনুষ্যো দেবতাতয়ে ৩।২৬ ২। [৫]অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম ধ্বরতিহিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধঃ' নি ১ ৮, তু যজুঃসংহিতার ব্যুৎপত্তি 'অধ্বরে দেবতা অসুর দ্বারা অধ্বৃত বা অধর্তব্য' তৈ ৩।২।২।৩, মৈ ৩।৬।১০, কাঠ ২৩।৭ (√ ধ্বৃ ॥ ধ্রু ॥ হ্রু এঁকেবেঁকে চলা' (তু 'জুহুরাণম্ এনঃ' ঋ ১।১৮৯.১।। অধ্বরের বিপরীত ধূর্তি, তাতে বাঁচবার প্রার্থনা ১ ১৮।৩ (৭ ৯৭।৮) পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তের্ অরাব্ণঃ (দেবতাকে যে দেয় না তার। ১।৩৬।১৫, ৭ ১।১৩, ন তং ধূর্তির্ বরুণ মিত্র মর্ত্যং [প্রাপ্নোতি] যো বো ধামভ্যো ঽবিধৎ (লক্ষ্য করে চলেছে একাগ্র হয়ে) ৮।২৭ ১৫, ৪৮।৩, আবার ধূর্তি মায়া, যেমন বরুণের ১।১২৮।৭। আরেক রূপ 'ধ্বরস্' ন তম্ অংহো ন দুরিতং (দুশ্চরিত, ভুল পথে চলা, তু ক ১।২।২৪) কুতশ্ চন নারাতয়স্ তিতিরুর্ (কাবু করেছে ন দ্বয়াবিনঃ (দোমনা, প্রবঞ্চক) বিশ্বা ইদ্ অস্মাদ্ ধ্বরসো (সংকোচ দুশ্চরিত কার্পণ্য প্রবঞ্চনা এইসব) বি বাধসে যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে ঋ ২ ২৩।৫, দ্রুহং জিঘাংসন্ ধ্বরসম্ অনিন্দ্রাম্ (চিত্তের যে দ্রোহ ইন্দ্রকে স্বীকার করে না) ৪।২৩.৭। অধ্বর তাহলে এইসব বাঁকা চালের অভাব, তু প্র তেষাম্ অসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মম্ অনৃতং ন মায়া চেতি ১।১।১৬ আধুনিক ব্যুৎপত্তি √ Ild. *adh* 'to go', l'ch অধ্যতি 'he goes', Gr *anerchetai* 'he comes forth' hence 'a way, a course' প্রয়োজ্য 'অধ্বন্' শব্দের বেলায় অধ্বরের নয়। দ্র 'হ্বরঃ' কৌটিল্য ঋ ২।২৩।৬, ৫।২০।২ , তু Eng *whirl, whorl, whore* কুলটা। [৬]দেবতাকে যে চায় সে 'দেবয়ু' তেমনি ঋতকে যে চায় সে ঋতয়ু, বা ঋতয়ৎ। তু ৮.৭৯।৬, ৫ ৮।১, ঋতাবানম্ [অগ্নিম্] ঋতায়বো যজ্ঞস্য সাধনং গিরা (বাণী দিয়ে) উপো এবং জুজুষুর্ (পেয়ে তৃপ্ত হল)। নমসস্ পদে (দেবতার জন্য যেখানে আছে প্রণতি হৃদয়ে তু স্তোমো নমস্বান্ হৃদা তষ্টঃ ১ ১৭১.২), ৮।২৩.৯, ২।১ ২, ১।৭০।৬ ৮ (ফলশ্রুতি)। [৭]অগ্নি 'বিদথ্য' কিনা বিদ্যার সাধনায় লভ্য ৩।৫৪।১। [৮]অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্ ১।১।১।

দেবতাদের পুরোহিত,[১] আর তাইতে যজ্ঞের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। যজ্ঞের পর্যায়শব্দের মধ্যে প্রধান হল 'অধ্বর', 'ঋত', 'বিদথ'।[২] 'যজ্ঞ' একটি সাধারণ সংজ্ঞা, তার তাৎপর্য দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ এবং তার ফলে 'দেবতাতি' বা দেবতার সাযুজ্যলাভ।[৩] 'অধ্বরে'র ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'ধূর্তি' বা বাঁকাচালের অভাব ঋজুতা, অমায়িকতা;[৪] এতে যজমানের চারিত্রের পরিচয় মেলে। 'ঋত' বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মেলানো, যা ওই চারিত্রের ফল।[৫] আর তার পরিণাম হল 'বিদথ' বা বিদ্যা, প্রজ্ঞান।[৬] অগ্নির প্রসঙ্গে যজ্ঞের কথা সংহিতায় নানাভাবে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে। উপরের চারটি সংজ্ঞা ধরে তার খুব সংক্ষিপ্ত একটা বিবৃতি দিচ্ছি। আরম্ভ করা যাক ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি দিয়ে। মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র বলছেন: 'অগ্নিকে আমি চেতিয়ে তুলি, যিনি পুরোহিত, যজ্ঞের যিনি দিব্য ঋত্বিক্‌, হোতা যিনি অনুত্তম রত্নধা।'[৭]

আগেই বলেছি ঋগ্‌বেদ হোতৃবেদ, তার সংহিতা দেবপ্রশস্তির সংগ্রহ। দেবতাদের আদিতে হলেন অগ্নি। সংহিতার প্রায় সব মণ্ডল বা উপমণ্ডলের শুরুতে তাই অগ্নির প্রশস্তি। দেববাদের সাধনা হল যজ্ঞ, যিনি সাধক, তিনি 'যজমান', সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি 'ঋত্বিক্‌' কিনা 'ঋতুযাজী'। যজ্ঞের ভাবনা এবং সাধনা আদিত্যায়নের ছন্দের সঙ্গে গাঁথা। ঋত্বিক্‌ সেই অয়ন বা 'ঋতু'র রহস্য জানেন, তিনি 'অহর্বিদ্‌' [২০২]।

মনুষ্য ঋত্বিক্‌ বস্তুত দেব-ঋত্বিকের প্রতিভূ, যেমন মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুবর্তন [২০৩]। অগ্নিই সেই দিব্য ঋত্বিক্‌ যিনি ঋতু অনুসারে মানুষের হয়ে দেবতার যজন করেন।[১] দেবতার সাযুজ্যলাভের জন্যই দেবযজন। মরমীয়ার দৃষ্টিতে সে-যজন আমি করি না, [২]আমার মধ্যে ধ্রুবজ্যোতিরূপে নিহিত যে-দেবতা তিনিই করেন, [৩]এ আধার তাঁর আপন ঘর, সেই ঘরে আপনাহতে তিনি বেড়ে চলেন, [৪]প্রচেতা হয়ে পরিব্যাপ্ত করেন এবং আমার মধ্যে বিশ্ববারা যত প্রাণের ধারা, [৫]তাঁরই চেতনায় আমার অচিত্তিকে রূপান্তরিত করেন চিত্তিতে। এই তাঁর 'সুক্রতু' বা অনায়াস সৃষ্টিবীর্য।[৬]

[২০২] ঋতে অহর্বিদ হলেন ঋত্বিকেরা (১।২।২), অশ্বিদ্বয় (৮।৫।৯, ২১) এবং বিষ্ণু (১।১৫৬।৪)। 'অহঃ' অনস্তমিত আলোর প্রতীক, তাকে পাওয়াই পুরুষার্থ (তু ৯।৯২।৫)। দ্যুলোকে আলোর অভিযান শুরু হয় অশ্বিদ্বয়ের সংবেগে আর সারা হয় বিষ্ণুর পরম পদে।

[২০৩] তু ঋত্বিগ্‌বরণের সময় ঋত্বিক্‌প্রধান ব্রহ্মার জন্য মন্ত্র 'ওম্‌ অহং ভূপতির্‌ অহং ভুবনপতির্‌ অহং মহতো ভূতস্য পতিঃ, ভূর্‌ ভুবঃ স্বঃ, দেব সবিতর্‌ এতং ত্বা বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মাণম্‌, বৃহস্পতির্‌ দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যাণাম্‌' তৈব্রা ৩।৭।৬। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসর্গ বা উৎসৃষ্টি আর দেবযজ্ঞ বিসর্গ বা বিসৃষ্টি (দ্র টী ২০১[২]) দুয়েরই মূলে আত্মাহুতি। [১]ন্ন যৎ পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা (অজ্ঞান মন এবং দীন সামর্থ্য নিয়ে, তু ৪।২৪।৯, সেখানে 'দক্ষ' বুদ্ধিমান্‌) ন যজ্ঞস্য মন্বতে (যজ্ঞের তত্ত্ব জানে না) মর্তাসঃ, অগ্নিষ্‌ টদ্‌ ধোতা ক্রতুবিদ্‌ বিজানন্‌ যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি ('ঋত্বিক্‌' সংজ্ঞার মূল এইখানে) ১০।২।৫, অগ্নে যজ্ঞং নয় ঋতুথা ৮।৪৪।৮, দৈব্যা হোতারা দেবান্‌ যজন্তাব্‌ ঋতুথা ২।৩।৭, ১০।১১০।১০। অগ্নি 'দেব ঋত্বিক্‌' ৫।২২।২ (২৬।৭)। [২]তু ৬।৯।৫ [৩]৬।৯।৪ বর্ধমানং স্বে দমে ১।১।৮, [৪]য ইন্বতি দ্রবিণানি প্রচেতা বিশ্ববারাণি ৬।৫।১, [৫]তু ৪।২।১১ [৬]'ক্রতু' নিঘ কর্ম ২।১, প্রজ্ঞা ৩।৯, তু নি ২।২৮। পরে যজ্ঞার্থে ব্যবহৃত। 'সুক্রতু' অগ্নির যজ্ঞসম্পর্ক তু ইমং যজ্ঞং দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ৩।১।২২, যজথায় সুক্রতুঃ ৫।১১।২, দেবযজ্যায় সুক্রতুঃ ৭।৩।১।

তবে তাঁর এই দিব্যকর্মে আমারও ভাগ আছে। আত্মাহুতির দ্বারা তাঁর তনু তিনিই গড়েন আমার মধ্যে [২০৪]. তবুও আমার কাছে তিনি চান তাঁর 'শংস'[১] বা স্বীকৃতি, চান তাঁর উতলা হৃদয় আমার হৃদয়কেও উতলা করুক।[২] তখন তাঁরই আবেশে আমার হৃদয়ের আকূতি রূপ নেয় মনের আকাশে শ্রদ্ধার অরুণিমায়।[৩] সেই শ্রদ্ধা আমায় প্রবর্তিত করে অগ্নির সমিন্ধনে অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যেমন বেদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তেমনি হৃদয়ে।[৪]

এই হতে যজ্ঞের শুরু [২০৫]। দেবযজ্ঞে যে-অগ্নি সমিদ্ধ হন, তিনি বৈশ্বানর।

[২০৪] তু ঋ স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ (অজ্ঞান, নির্বোধ, কৃপণদৃ) অপ্রচেতাঃ, যথা যজ ঋতুভির্ দেব দেবান্ এবা যজস্ব তন্বং (নিজেকে) সুজাত (১০.৭.৬; অজ্ঞান আমারই মধ্যে, তাকে পরাভূত করে তোমার আবির্ভাব হোক অনায়াসে), ৬.১১.২ (দ্র টী ১৯৯[৭])। তু. বিশ্বকর্মার আত্মযজন ১০।৮১ ৫ ৬। [১]শংস দেবতার প্রশস্তি যার মূলে আছে তাঁর অনিবার বরণ বা স্বীকৃতি (তু ছা শান্তিপাঠ), তার বিপরীত 'নিদ্', যেমন দেবনিদ্দের। অগ্নি 'আয়োঃ শংসঃ' ৪।৬ ১১, প্রাণ তাঁকে স্বীকার করে নেয়; ইন্দ্র 'যজমানস্য শংসঃ' ১ ১৭৮।৪. 'নরাং শংসঃ' ৬।২৪ ২। অগ্নি 'নরাশংস' একজাতগাম শুধু 'শংসঃ' ৭।৩৫ ২। [২]তু 'আ যোনিম্ অগ্নির্ ঘৃতবন্তম্ অস্থাৎ পৃথুপ্রগাণম্ উশন্তম্ উশানঃ'—এইখানেই অগ্নি জ্যোতির্ময় উৎসে হলেন অধিষ্ঠিত ছড়িয়ে পড়েছে যার পথ, আর উতলা যে, তিনিও তো উতলা ৩ ৫.৭। 'ঘৃতবন্তং যোনিম্' তু অগ্নে ভর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্, কুলায়িনং ঘৃতবন্তম্ (৬ ১৫।১৬. ঊর্ণাবান্ অর্থে বর্হিঃ বা কুশ বিছানো আছে যাতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বর্হিঃ হৃদয়ের লোম, দ্র ছা ৫।১৮ ২), শ্যেনো ন [সোমঃ] যোনিং ঘৃতবন্তম্ আসদম্ (আসন নিতে, ৯।৮২.১. প্রজানন্ অগ্নে তব যোনিম্ ঋত্বিয়ম্ (কালে পর্যায়ে) ইলায়াস্ পদে ঘৃতবন্তম্ আসদঃ (আসন নিয়েছ) ১০।৯১ ৪. আ যস্ তে [ইন্দ্র] ঘৃতবন্তং যোনিম্ অস্বাঃ স্ফূর্ত গেয়েছে, < √ স্বর্ 'গান গাওয়া') ১০ ১৮৪।৫। বহুস্থার্থে 'জ্যোতির্ময় উৎপত্তিস্থল'; অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়, অভীপ্সার আগুন এইখানেই জ্বলে ওঠে বস্তুত হৃৎশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই (দ্র টী ২০৪[৩])। 'ঘৃত জ্যোতিঃশক্তির প্রতীক (দ্র টী, ১৬৪[১])। হৃদয়ই 'পৃথুপ্রগাণ'—[অন্য প্রয়োগ। তু (অগ্নিঃ) পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ ১।২৭ ২। 'পৃথু' ছড়িয়ে পড়েছে প্রগাণ' পথ (< প্র গা 'এগিয়ে চলা') যার তু বিষ্ণু 'উরুগায়', কেননা তাঁর কিরণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।] সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পথ (তু ঋ ৪।৫৮।৫)। উপনিষদে 'হৃদয়স্য নাড্যঃ' বা হৃদয়ের নাড়ী বলে এই পথের বর্ণনা আছে (ক ২ ৩ ১৬, বৃ ৪.২ ৩)। 'উশন্তম্ উশানঃ' (< √ বশ্ 'চাওয়া', একটি যোনির বিশেষণ, আরেকটি অগ্নির) হৃদয় চায় অগ্নিকে, অগ্নি চান হৃদয়কে [৩]দ্র শ্রদ্ধাসূক্ত ঋ ১০।১৫১। অনুক্রমণিকাকার বলেন, শ্রদ্ধা 'কামায়নী' বা কামজাতা। হৃদয়ের আকূতি হতে তার জন্ম (১০.১৫১ ৪), আবার দেবতার আবেশ হতেও (তু ক ১।১।২। 'শ্রদ্ধামনা'র দেবযজনই সার্থক (ঋ ২ ২৬।৩)। 'শ্রদ্ধা' শ্রদ্ ধানাৎ নি ৯ ৩০, IE *Kerd* [illegible] 'to put in heart, Lat *credo* [illegible] শ্রদ্ ॥ হৃদ্ Lat *cor(d)*, *cor*, Gk *Kardia*, OE *heorte* heart। আবার হৃদ্ ॥ √ হৃ ॥ √ ঘৃ দীপ্ত হওয়া'। [৪]তু অস্মদ্ হৃদো ভূরিজন্মা বি চষ্টে ১০।৫।১ (দ্র টী ৯০ ও মূল)। আরও তু 'উর এব বেদির্ লোমানি বর্হির্ হৃদয়ং গার্হপত্যঃ' ছা ৫।১৮.২। তু. ঋ তং [অগ্নিং] নব্যসী [illegible] হৃদ আ জায়মানম্ অস্মৎ [জায়মানা] সুকীর্তির্ (এই সুন্দর কীর্তন) মধুজিহ্বম্ অশ্যাঃ (পৌঁছয় যেন) ১ ৬০।৩। এখানে Geldner এর চাইতে সায়ণের অন্বয় সরল, তাতে বাক্যটিতে মোচড় দেবার কোনও দরকার হয় না।

[২০৫] সংহিতার আপ্রীসূক্তগুলিতে তার সংক্ষিপ্ত একটি ছক পাওয়া যায়—শুরু 'সমিদ্ধ' অগ্নি দিয়ে, আর সারা 'স্বাহাকৃতি' দিয়ে। দ্র 'আপ্রীদেবগণ'। [১]তু ঋ. মূর্ধা দিবো নাভির্ অগ্নিঃ পৃথিব্যা অধাভবদ্ অরতী রোদস্যোঃ, তং ত্বা দেবাসো অজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতির ইদ্ আর্যায় ১।৫৯।২। তাঁর মূর্ধা দ্যুলোক ছাপিয়ে, তখন তিনি 'অতিষ্ঠাঃ'; আর নাভিরূপে পৃথিবীর চিৎকেন্দ্রে তাঁর 'প্রতিষ্ঠা'। তু তন্ত্রে নাভি বা মণিপুরে অগ্নিস্থান, ভাবটি এসেছে জঠরাগ্নির অন্নপচন হতে (গী ১৫ ১৪, ভুক্ত অন্ন রূপান্তরিত হয় শীর্ষণ্য প্রাণের শিখায় (তু শ ১৩।১ ৭ ৪), তাদের সমাহারই মনোজ্যোতি যা উদানের প্রচোদনায় শূন্যে মিলিয়ে যায় (দ্র ছা প্রাণাগ্নিহোত্র ৫ ১৯-২৪)। পৃথিবীতে বা নাভিতে এই অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা (ঋ যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ ১।১২৮।২, লোকোত্তর থেকে মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়ন মনুর জন্য যিনি মনুষ্যজাতির আদিপিতা)। [২]তু ৩।২।৩; এই চিত্তি অবশ্য 'পূর্বচিত্তি', অন্ধকারের

তিনি দ্যুলোকের মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দ্যুলোক আর পৃথিবীর মধ্যে অশ্রান্ত তাঁর ওঠানামা; দেবতারা আর্যের জন্য তাঁকে জন্ম দেন পরমজ্যোতীরূপে[১] চিত্তির সহায়ে।[২] কিন্তু মানুষযজ্ঞে যজমানকে অগ্নিসমিন্ধন করতে হয় মন্থনের দ্বারা। ঋক্‌সংহিতার দুটি সূক্তে এই মন্থনের একটি বর্ণাঢ্য বিবৃতি পাওয়া যায়;[৩] ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে এটি একটি 'বীর্যবৎ কর্ম', প্রাণ এবং অপানের ক্রিয়াকে রুদ্ধ ক'রে ধ্যানের ক্রিয়াদ্বারা তা সিদ্ধ করতে হয়।[৪] সংহিতায় এই বীর্যের সংজ্ঞা হল 'সহঃ' কিনা সমস্ত বাধা অভিভূত করবার অধৃষ্য সামর্থ্য। অগ্নি তাই সেখানে 'সহসঃ সূনুঃ'[৫] বা বীর্যের পুত্র। বাধা হল ইন্ধনের জড়ত্ব। তাকে অভিভূত করতে হবে 'ইন্ধনে অগ্নি আছেনই' এই শ্রদ্ধার সহচরিত বীর্যের দ্বারা। সুতম্ভর আত্রেয় তাই বলছেন : প্রতি কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে অগ্নি গুহাহিত হয়ে রয়েছেন, অগ্নিঋষি অঙ্গিরাদের দ্বারা নির্মন্থনের ফলে তিনি আবিষ্কৃত হন 'মহৎ সহঃ'রূপে, আর তাঁরা তাঁকে ডাকেন 'সহসঃ পুত্র' বলে।[৬]

মন্থন শুধু বাইরে নয়, এই দেহের মধ্যেও চলে এক অধ্যাত্ম মন্থন। অগ্নিঋষি অথর্বা সমস্ত ব্রতচারীর মূর্ধন্যকমল হতে এই অগ্নিকে নির্মথিত করেন ২০৬]।

মধ্যে প্রথম চেতনার নিকষরেখা। [২]দ্র ৩ ২৩, ২৯। [৪]তু. অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ। অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনম্ আজেঃ সরণং দৃঢস্য ধনুষ আয়মনম্ অপ্রাণন্ অনপানংস্তানি করোতি ১.৩।৩,৫। হঠযোগের কুম্ভকের মূল এই বৈদিক ব্যানব্রত প্রাণায়ামে বায়ুরোধের ফলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরে অগ্নির তাপ ছড়িয়ে পড়ে। তু অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে, সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ শ্বে ২।৬। অগ্নির অধ্যাত্মমন্থনের সময় (শ্বে. ১।১৪) বায়ুর রোধন এবং তার ফলে অগ্নিবাহিত সোম বা আনন্দচেতনার উপচে পড়া এবং মনোজ্যোতির নবজন্ম যোগবিধির সংক্ষিপ্ত খ্যাপন। [৫]ঋ. ১।৫৮।৮, ১৪৩।১, ৩ ১।৮, ২৫।৫, ৪।২।২, ১১।৬, ৫।৩।১, ৪।৮, ৬।১।১০, ১৩।৪, ৭।১।২১, ৩।৮, ৮ ১৯।৭, ৭৫ ৩, ১০।১১।৭ ৪৫।৫ । বিশেষণটি অগ্নির একচেটিয়া। [৬]ত্বাম্ অগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতম্ অন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনেবনে, স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ ত্বাম্ আহুঃ সহসস্পুত্রম্ অঙ্গিরঃ ৫।১১ ৬। তু যম্ আপো অদ্রয়ো (পাথরেরা) বনা গর্ভম্ ঋতস্য পিপ্রতি (পোষণ করে), সহসা (উৎসাহের দ্বারা) যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি (শিখরে) ৬ ৪৮।৫ অগ্নি স্বরূপত 'ঋতের শিশু' অর্থাৎ অভীপ্সাই সংবর্ধিত হয়ে জীবনকে ঋতময় করে; তিনি নিহিত আছেন চেতনার অন্ধতামিস্রে অথবা জ্বলনোন্মুখ ইন্ধনে অথবা বিদ্যুৎরূপে প্রাণের ধারায়, যারা 'নর' বা বীর্যবান পুরুষ তাদের মন্থনে তিনি আবির্ভূত হন বেদিতে অথবা হৃদয়ে যেখানে দ্যুলোক হতে অন্তরিক্ষ বেয়ে নেমে আসে পবমান সোমের ধারায় (৯।৬৩ ২৭)। 'পৃথিবীর সানু' অগ্নি এবং সোম অর্থাৎ অভীপ্সা এবং আবেশ দুয়েরই আশ্রয়

[২০৬] ঋ ত্বাম্ অগ্নে পুষ্করাদ্ অধ্যথর্বা নিরমন্থত মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ৬।১৬।১৩। মূর্ধন্যকমল হতে অগ্নি নেমে আসেন হৃদয়ে। সেখানেও একটি কমল আছে তু. 'উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসো২ধি জাতঃ, দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত'—হে বসিষ্ঠ, হে ব্রহ্মন্, তুমি যে মিত্রাবরুণের পুত্র, উর্বশীর মন হতে জন্মেছ; পরমদেবতার বৃহৎ ভাবনা হতে চ্যুত হল যে বিন্দুটি, বিশ্বদেবেরা তাকে গ্রহণ করলেন কমলে ৭।৩৩।১১। অগ্নির এক সংজ্ঞা 'বসিষ্ঠ' (২।৯।১, ৭।১।৮ বসিষ্ঠমণ্ডলে, শৌ. ৬।১১৯।১ বৈশ্বানর অগ্নি) অর্থাৎ প্রজ্বলতম। ঋষি বসিষ্ঠ পৃথিবীতে এই অগ্নিরই প্রতিভূ, অগ্নির মত তিনিও সর্বভূতের অন্তর্জ্যোতি এই তাঁর মহিমা। মিত্রাবরুণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত আনন্ত্যের দেবতা, উর্বশী আদিজননী বৃহদ্দিবা (৫।৪১।১৯, ৪২।১২)। একই দেবতা—যখন পুরুষবিধ তখন মিত্রাবরুণের যুগল, আবার যখন অপুরুষবিধ তখন শুধু 'দৈব্য ব্রহ্ম' 'দ্রপ্স' তাঁর চিদ্‌বীজ, যোনি পরমার্থদৃষ্টিতে উর্বশী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'পুষ্কর' বা 'কুম্ভ' (৭।৩৩।১৩), অর্থাৎ নিষিক্ত বীজের তৃতীয় 'আবসথ' (তু. ঐউ ১।৩।১২)। আধারে অগস্ত্য বা বসিষ্ঠের জন্ম মানুষের ঋষিজন্ম; দুটি সংজ্ঞাই অগ্নিকে বোঝাচ্ছে (৭।৩৩ ১৩)। মূল মন্ত্রের 'বাঘৎ' নিঘ 'ঋত্বিক' ৩।১৮, নি বোঢারো মেধাবিনো বা ১১।১৬; তু. IE (e) *wĕg'w'h-*, (e) *wog'w'h-*,

আর তাঁরই প্রবর্তনায় [১]ঋষি দধ্যঙ্ সমিন্ধ করেন বৃত্রহা এই পুরন্দরকে, বৃষা পাথ্য সমিন্ধ করেন এই অনুত্তম দস্যুহন্তাকে, রণে-রণে যিনি ধনঞ্জয়। এই মন্থন আজও চলছে। আজও লক্ষ্যে তন্ময় [২]'বেধা'রা অথর্বার মত করে মন্থন করেন এই অগ্নিকে, আঁকাবাঁকা এই অমূর্ত জ্যোতিকে নিয়ে আসেন অন্ধতমিস্রা হতে। তারপর [৩]তাঁকে আহিত করেন পৃথিবীর বরেণ্য ভূমিতে, 'ইলায়াস্পদে' দিনের আলো ঝলমলিয়ে উঠবে বলে : মানুষের মধ্যে অগ্নি তখন দৃষদ্বতী সরস্বতী আর আপয়াতে প্রবল বেগে ঝলসে ওঠেন। উপনিষদে বারবার ধ্যাননির্মন্থনের দ্বারা দেবদর্শনের যে সংকেত পাই, তার ভিত্তি সংহিতার এই মন্ত্রগুলিতে।[৪]

'to offer sacrifice, pray, vow', Gk *eukhomai* 'to pray', *eukhe* 'vow, wish'। মূর্ধন্যকমলে অগ্নিমন্থনের সঙ্গে তু 'শিরোব্রত' মু ৩।২।১০ ('শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্' শঙ্কর)। [১]ঋ তমু উ ত্বা দধ্যঙ্ঙ্ ঋষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ, বৃত্রহণং পুরন্দরম্। তমু উ ত্বা পাথ্যো বৃষা সম্ ঈধে দস্যুহন্তমম্, ধনঞ্জয়ং রণেরণে ৬।১৬।১৪, ১৫। তিনটি মন্ত্রে ভাবনার একটি ক্রম আছে। প্রথমত অথর্বার মন্থনের ফলে আধারে চিদগ্নির আবেশ। কিন্তু অগ্নি এখানে এসে গুহাহিত হয়ে রইলেন, সন্ধাভাষায় 'বৃত্রে'র বা আবরিকা শক্তির 'পুরে' বা দুর্গে অবরুদ্ধ হলেন। ইন্ধনদ্বারা তাঁকে মুক্ত করলেন দধ্যঙ্। কিন্তু বৃত্রের বাধা কাটতেই এল 'দস্যু'র বাধা, তামসিক আবরণ দূর হতেই রাজসিক বিক্ষেপ। 'ইদ্ধ' অগ্নিকে 'সমিদ্ধ' করলেন বৃষা, তাঁকে আবিষ্কার করলেন 'রণে রণে ধনঞ্জয়রূপে'। 'ধন' পরমার্থ, 'রণ' আনন্দ (তু 'মহে রণায় চক্ষসে' মহান্ আনন্দকে দেখব বলে ১০।৯।১)। দস্যুঘ্ন অগ্নি আনন্দময়, সংঘর্ষ আছে সত্য, কিন্তু জয়ের আনন্দও আছে। শ্রুত এখানে তিনজন ঋষিতে যথাক্রমে প্রাণ- বাক্- এবং মনোদৃষ্টির উপদেশ দিচ্ছেন (৬।৪।২ ২-৪)। প্রাণ সিদ্ধ, বাক্ ও মন সাধন। দধ্যঙ্ অথর্বার পুত্র, কিন্তু বৃষা পাথ্যের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দধ্যঙ্ অশ্বশিরা হয়ে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন (ঋ ১।১১৬।১২, ১১৭।২২, ১১৯।৯, ৯।৬৮।৫; শব্রা ৪।১।৫।১৮, ১৪ ১ ১ ১৮)। [২]তু ইমমু উ ত্যম্ অথর্ববদ্ অগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ যম্ অঙ্কুয়ন্তম্ আনয়ন্ অমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ ৬।১৫।১৭। 'শ্যাব্য' অন্ধকার। তাহতে আহৃত অগ্নি আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের মত। মন্থনের ফলে মূর্ধা হতে এ বিদ্যুৎ নেমে এলে তার সঙ্গে তু অগ্নি ঋষি জমদগ্নির 'সসর্পরী বাক্' (৩।৫৩।১৫, ১৬)। পরের মন্ত্রেই বলা হচ্ছে এই অগ্নি 'সর্বতাতা স্বস্তয়ে' সর্বাত্মভাবের জন্য, স্বস্তির জন্য। দুইই আমাদের পরম পুরুষার্থ। [৩]তু নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্ পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্। দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদ্ অগ্নে দিদীহি ৩ ২৩।৪। 'ইলায়াস্ পদে' 'ইলা' অগ্নিশক্তি, মানুষের মধ্যে দ্যুলোকাভিমুখী অভীপ্সা (বিশেষ বিবরণ দ্র 'ইলা' অপ্রীদেবগণ)। 'ইলায়াস্পদ' হৃদয় প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশ। 'বর' বা শ্রেষ্ঠ ইলায়াস্পদ তাহলে পূর্বোক্ত মূর্ধা। মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হচ্ছে অগ্নি জ্বলে উঠবেন 'মানুষে'-মানুষের আধারে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যে প্রজ্বলন নদীতীরে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা নাড়ীতে। তিনটি নদীর নাম আছে এখানে—দৃষদ্বতী, সরস্বতী আর আপয়া (মহাভারতে 'আপগা', কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিতা ৩ ৮৩।৬৮)। মনুর মতে দৃষদ্বতী আর সরস্বতী দুটি দেবনদী, দুয়ের মধ্যে মধ্যদেশ (২।১৭)। 'দৃষদ' পাথর, তার সঙ্গে ইন্দ্রের বজ্রের উপমা আছে (৭।১০৪।২২)। দৃষদ্বতীর সঙ্গে তু তন্ত্রের ওজোবাহিনী বজ্রাণী নাড়ী, যা অন্ধতমিস্রের বাধাকে বিদীর্ণ করে, দৃষদ্বতী দিয়ে পড়ছে, সরস্বতীতে (তাব্রা ২৫।১০।১৩, ১৮)। সরস্বতী ঋগ্বেদে 'পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ'— বজ্রদুহিতা কন্যকা, চিন্ময় যাঁর প্রাণ। সরস্বতীর উৎস হল 'প্লক্ষ প্রস্রবণ', স্বর্গে যেতে হলে সরস্বতীর ধারা উজিয়ে সেইখানে যেতে হবে (তাব্রা (২৫ ১০।১২, ১৬)। সুতরাং দৃষদ্বতীর ধারাও উজিয়ে যাওয়া চাই। তন্ত্রের ভাষায় বজ্রাণী উজিয়ে পড়তে হয় চিত্রাণীতে, এবং তাকে উজিয়ে ব্রহ্মাণীতে। আপয়া (মৌলিক অর্থ 'জলপূর্ণা') তাহলে ব্রহ্মাণী, ব্রাহ্মণের 'প্লক্ষ প্রস্রবণ'। প্লক্ষ একটি ব্রহ্মবৃক্ষ (Ficus Religiosa) ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (ক ২।৩ ১ তু ঋ ১ ২৪।৭)। এই আপয়া বা প্লক্ষ প্রস্রবণ বা ব্রহ্মাণী নাড়ীর মুখ হতে সহস্রধারায় সোমের ক্ষরণ হয় (তু ঋ সহস্রধারং বৃষভং 'দিবো' দুহুঃ ৯।১০৮।১১)। দৃষদ্বতী এবং সরস্বতী উজিয়ে আপয়াতে পৌঁছন তাহলে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বোঝায় প্রাণ ও প্রজ্ঞার সাধনায় বৃহতের শতধার অক্ষীয়মাণ উৎসে অবগাহন করা। সেখানে কেবলই দিনের আলো। [৪]তু শ্বে ২।১৪, ঋ ৩।২৯।২। মানুষের অগ্নিমন্থন বস্তুত বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বারই দিব্যকর্ম : তু ১।১৪১।৩, ১৪৮।১, ৩ ৯।৫, সমিন্ধন ৫।১০।

মন্থনে জাত অগ্নি সংবর্ধিত হন ইন্ধনের আশ্রয়ে। তাই অগ্নিমন্থনের সহচারিত কর্ম হল অগ্নিসমিন্ধন। দুয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য, সংহিতায় তা ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে : 'হে অগ্নি, জন্মাও যখন, তখন তুমি বরুণ; যখন সমিদ্ধ হও, তখন তুমি হও মিত্র; হে উৎসাহসের পুত্র, তোমারই মধ্যে বিশ্বদেবগণ [২০৭]।' আমরা জানি, বরুণ অব্যক্তজ্যোতির দেবতা, আর মিত্র ব্যক্তজ্যোতির—অহোরাত্রের মত দুজন নিত্য-সঙ্গত। গুহাশয়ন হতে অগ্নির প্রথম আবির্ভাবে তাই তিনি বরুণ, তারপর প্রজ্বল দীপ্তিতে মিত্র।[১] সমিদ্ধ অগ্নি বস্তুত বিশ্বরুচি।[২] বিশ্ববারা আত্রেয়ী তাঁর একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন এই সূক্তে :[৩] 'সমিদ্ধ হয়েছেন অগ্নি; দ্যুলোককে আশ্রয় করেছে তাঁর শুভ্র জ্বালা। উষার মুখোমুখি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিভা। এগিয়ে চলেছে বিশ্ববারা বহু প্রণাম নিয়ে, আহুতিতে সম্বুদ্ধ ক'রে দেবতাদের- জ্যোতির্ভিরার্যাগ্রণী॥ সমিদ্ধ হতে হতে তুমি হও অমৃতের রাজা; আহুতি দেয় যে, তাকে জড়িয়ে থাক স্বস্তির তরে। (প্রাণের) যত ধারা তার দখলে, তুমি যাকে ছাও, আর তোমার সামনে সে ধরে অতিথির উপচার, হে অগ্নি॥ তোমার বীর্যকে প্রকাশ কর হে অগ্নি, বিপুল সৌভাগ্যের তরে; তোমার জ্যোতিরা হ'ক সর্বোত্তম। দাম্পত্যকে সুন্দর কর সুসংযমে; বিরুদ্ধাচারীদের মহিমা কর খর্ব॥ সমিদ্ধ তোমার উদাত্ত হল মহিমা; বন্দনা করি হে অগ্নি তোমার শ্রীকে। বীর্যবর্ষী হয়েছ তুমি জ্যোতির্ময়, যত অধ্বর-সাধনায় হয়েছ সমিদ্ধ॥ সমিদ্ধ হয়েছ অগ্নি, পেয়েছ আহুতি; দেবতাদের যজন কর, অধ্বরের হে সহজ সাধক। হব্যবাহন তুমিই যে॥ অধ্বরের সাধনা এই যে এগিয়ে চলেছে : তোমরা আহুতি দাও অগ্নিকে, পরিচরণ কর তাঁর; বরণ কর এই হব্যবাহনকে॥'

অগ্নিকে সংবর্ধিত করতে হয় 'সমিধ্' দিয়ে। সমিধ্ একটুকরা কাঠ লম্বায় একবিঘত হবে, আর বুড়ো আঙুলের চাইতে মোটা হবে না। পলাশগাছের হলেই সবচাইতে ভাল নইলে খদির অশ্বত্থ শমী বিল্ব প্রভৃতি 'যজ্ঞিয়' গাছের হলেও চলে।

[২০৭ , ঋ ত্বম্ অগ্নে বরুণো জায়সে যৎ ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ, ত্বে বিশ্বে সহসস্ পুত্র দেবাঃ ৫।৩।১। 'সহসস্পুত্র' সম্বোধনে মন্থনের দ্যোতনা। তার পরেই আছে অগ্নির সর্বদেবময়ত্বের বিবৃতি (২ ৩), তু ২।১।৩-৭। মনও তু মিত্রো অগ্নির্ ভবতি যৎ সমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ মিত্রো অধ্বর্যুর্ ইষিরো দমূনা মিত্রঃ সিন্ধূনাম্ উত পর্বতানাম্'—মিত্র হন এই অগ্নি, সমিদ্ধ হন যখন, মিত্র হোতৃরূপে, জাতবেদোরূপে বরুণ, অধ্বর্যুরূপে ছুটে চলেন ঘরকে ভালবেসে; মিত্র তিনি সিন্ধুদের এবং পর্বতদের ৩।৫।৪। সায়ণ বলেন, ঋকটি সর্বাত্মকরূপে অগ্নির স্তুতি। তিনি সব রূপেই 'মিত্র' পদটি শ্লিষ্ট বোঝাচ্ছে বিশ্বজ্যোতি এবং বন্ধু দুইই। 'অধ্বর্যু' ঋজু-পথের পথিক (দ্র টী ২০১[৭])। 'ইষির' এষণশীল (স্কন্দ), বায়ু (সায়ণ) যিনি তীরের মত সোজা ছুটে চলেন। 'সিন্ধু'র সাধনা গতির, 'পর্বতে'র সাধনা স্থিতির -একটি অবিচ্ছেদ ধারায় বয়ে চলা, আরেকটি থেমে থেমে উপরে ওঠা। কিন্তু ব্যাপ্তচেতনার অনুভব দুয়েরই অন্তে। প্রাণের আগুন কখনও একটানা উজিয়ে যায়, কখনও-বা দমকে দমকে। সমিধ্ দ্বারা অগ্নির সংবর্ধন তু 'বয়ম্ উ ত্বা গৃহপতে জনানাম্ অগ্নে অকর্ম সমিধা বৃহন্তম্, অস্থূরি নো গার্হপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নস্ তেজসা সং শিশাধি'—জনগণের গৃহপতি হে অগ্নি, আমরা তোমায় বৃহৎ করলাম সমিধ্ দিয়ে, পূর্ণ হ'ক আমাদের গার্হপত্য, তীক্ষ্ণ তেজে আমাদের কর শাণিত ৬।১৫ ১৯ ('অস্থূরি' একঘোড়ার গাড়ি দ্র সায়ণ), ১।৯৫।১১ (৯৬।৯)। [১]তু ১০ ৮৮।৬ (দ্র টী ১৪৮), দৃশেন্যো (দর্শনীয়) যো মহিনা (মহিমায়) সমিদ্ধো হবোচত দিবিয়োনির্ বিভাবা (বরুণ তাঁর উৎস, মিত্ররূপে তিনি বিভাময়) ৭ ১।১৫৩।২ (পরম ব্যোমে তাঁর জন্ম, মাতরিশ্বার কাছে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, সমিদ্ধ হয়ে তিনি দ্যুলোক ভূলোক ঝলমলিয়ে তোলেন)। [২]তু ৩।৫ ৯, ১০; মু ১।২ ৪। [৩]ঋ ৫।২৮। সমিদ্ধো অগ্নির্ দিবি শোচির্ অশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙ্ উষসম্ উর্বিয়া বি ভাতি, এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্ দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী ।১। সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্ কৃণ্বন্তং সচসে

দ্রব্যযজ্ঞের মূলে রয়েছে জ্ঞানযজ্ঞ, তাই যজ্ঞসম্পর্কিত সব কিছুকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার বিধান আছে। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে সমিধ্‌কে এইজন্য একটা অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংহিতায় পাচ্ছি [২০৮]: অগ্নির সমিধ্‌ 'দেবযানী' অর্থাৎ পৃথিবী হতে তাঁর দ্যুলোকে যাওয়ার সরণি; তাঁর স্তুত্যতম সমিধ্‌ জ্বলজ্বল করছে দ্যুলোকে। রহস্যদৃষ্টিতে দেখতে গেলে [১] প্রাণচঞ্চল হয়ে যিনি ছড়িয়ে গেলেন দিকে-দিকে, সেই অগ্নির তিনটি সমিধ্‌কে পরিপূত করলেন কামনা-উতল মৃত্যুহীন দেবতারা; তাদের একটিকে তাঁরা নিহিত করলেন মর্ত্যের মধ্যে সম্ভোগের জন্য, আর দুটি চলে গেল আত্মীয় বিপুল জ্যোতির্লোকে। মনুষ্যযজ্ঞের মূলে যে-দেবযজ্ঞ, যাহতে বিশ্বের সৃষ্টি, বিশ্বদেবগণ যার যজমান এবং পরমপুরুষ স্বয়ং যার আলম্ভনীয় পশু, সেই যজ্ঞে যে-অগ্নি জ্বলেন, তাঁর দিব্য সমিধ্‌ একুশটি।[২] সমিৎ-সম্পর্কে এই হল অধিদৈবত দৃষ্টি। আবার ব্রাহ্মণের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমিধ্‌ হল প্রাণ।[৩] উৎসর্গের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হবে প্রাণ দিয়ে। সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ, সাবিত্রী দীক্ষায় যার সূচনা। সমিধের আহরণ এবং আহুতি তাই ব্রহ্মচারী অন্তেবাসীর দৈনন্দিন ব্রত। বিদ্যার্থীকে আচার্যের কাছে যেতে হয় সমিৎপাণি হয়ে, উপনিষদে তার বহু উল্লেখ আছে।

অগ্নিসমিন্ধন মানুষের সাধ্য। কিন্তু মানুষের সমস্ত সাধনার মূলে রয়েছে দেবতার প্রেরণা [২০৯]। অগ্নিও তাই বস্তুত 'দেবেদ্ধ' বা দেবতাদের দ্বারা সমিদ্ধ।[১]

স্বস্তয়ে বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যম্‌ ইন্বসি আতিথ্যম্‌ অগ্নে নি চ ধত্ত ইৎ পুরঃ।২। অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নানি উত্তমানি সন্তু সং জাস্পত্যং সুযমম্‌ আ কৃণুষ্ব শত্রূয়তাম্‌ অভি তিষ্ঠা মহাংসি।৩। সমিধ্যমানো প্রয়ুহসো হব্যেন রুদ্দে তব শ্রিয়ম্‌, বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সম্‌ অধ্বরেষ্ব্‌ ইধ্যসে।৪। সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্‌ যক্ষি স্বধ্বর, ত্বং হি হব্যবাল্‌ অসি।৫। আ জুহোতা দুবস্যতা অগ্নিং প্রয়ত্য অধ্বরে বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্‌।৬॥ প্রথম ঋকের 'বিশ্ববারা ঘৃতাচী' যদি উষা অথবা বিশেষণ হয় (Geldner), তা হলে ঋষিকা স্পষ্টতই নিজেকে তার সঙ্গে অভিন্ন ভাবছেন এবং এটি তাঁর আত্মাহুতির জ্ঞাপক। 'শর্ধ' (৩) উৎসহস্ব বলম্‌ আবিষ্কুরু (উব্বট মা ৩৩ ১২): মন্ত্রের তৃতীয় পাদে নববধূর আকূতি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এই মণ্ডলেই আরেকটি অগ্নিসমিন্ধনসূক্ত ইষ আত্রেয়র রচিত [৮]। সেটি যেমন পুরুষের রচনা বলে বলিষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ, এটি তেমনি সুকুমার আর সরল।

[২০৮] তু. ঋ ১০।৫১ ২. তে পনীয়সী সমিদ্‌ দীদয়তি দ্যবি ৫।৬।৪ [১] ত্রিংশ্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনো অগ্নের্‌ অপুনন্‌ উশিজো অমৃত্যবঃ, তাসাম্‌ একাম্‌ অদধুর্‌ মর্ত্যে ভুজম্‌ উ লোকম্‌ উ দ্বে উপ জামিম্‌ ঈয়তুঃ ৩।২।৯। তিনটি সমিধ্‌ তু (১।১৬৪।২৫) বৈশ্বানরের তিনটি দীপনী চেতনার তিনটি ভূমিতে। একটি মর্ত্যে, আর দুটি অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। অগ্নি 'পরিজ্মা' (তু 'পরিভূ' ঐ. ৮), তু ক ২।২।৯। 'অপুনন্‌' সমিধের জড়ত্ব ঘুচিয়ে তাদের প্রদীপ্ত করলেন; গোড়াতে তাতে অগ্নির প্রকাশ ব্যামিশ্র তাকে শুদ্ধ করাই বিশ্বদেবতার কাজ। 'উশিজঃ' বহুবচনে বোঝায় যজমানদের; এখানে বিশ্বদেবেরাই যজমান, যেমন পুরুষসূক্তে। মর্ত্যলোক আর অমৃতলোক, পৃথিবী আর দ্যুলোক একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, তাই তারা 'জামি' (তু ১।১৫৯।৪, ১৮৫।৫)। [২] ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ ১০।৯০।১৫। একুশটি সমিধ্‌ বলতে উব্বট একবার বলছেন গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দ (তু ঋ. ১০।১৩০।৩-৫), আরেকবার মন হতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত একুশটি তত্ত্ব, মহীধর ব্রাহ্মণের উদ্ধরণ দিচ্ছেন, 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চ ঋতবঃ ত্রয় ইমে লোকাঃ অসৌ আদিত্যঃ' অর্থাৎ প্রজাপতি (তু ঐ ১।১৯) [বা ৩১।১৫ ভাষ্য]। কিন্তু অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে যজ্ঞের সাতটি ধাম এবং প্রত্যেক ধামে তিনটি সমিধ্‌ এও বলা চলে। [৩] তু প্রাণা বৈ সমিধঃ ঐ. ২।৪, শ. ১।৫।৪।১; শ. ৯।২।৩।৪৪।

[২০৯] তু ঋ. মানুষ 'দেবগোপাঃ' অর্থাৎ দেবতা তার রাখাল ৫।৪৫।১১, ৭।৬৪।৩, ৮।৪৬।৩২; অথো দেবেষিতো মুনিঃ ১০।১৩৬।৫, মানুষের 'রশ্মি' বা প্রাণসংবেগ 'দেবজূতঃ' ৪।১১।৪, ৭।৮৪।৩। [১] তু ১।৩৬।৪, ৭।১।২২, ১০।৬৪।৩; ৫।২৫।২, ৩।৮ (ব্র টী ১১৪[৪]);

পরমব্যোমে মাতরিশ্বার কাছেই তাঁর প্রথম আবির্ভাব, মাতরিশ্বারই সিসৃক্ষার বিপুল সামর্থ্যে সমিদ্ধ তাঁর জ্বালা উদ্ভাসিত করল দ্যুলোক আর ভূলোককে।[২] অতএব অগ্নিসমিন্ধন তত্ত্বত বিশ্বপ্রাণেরই এক দিব্য ক্রতু। অথবা এ স্বয়ম্ভূ অগ্নির স্বধার লীলা : অগ্নি দিয়েই অগ্নির সমিন্ধন।[৩]

সেই সমিদ্ধ অগ্নি প্রথমে নেমে আসেন মানবের আদিপিতা মনুর মনে তিনিই বিশ্বের 'সমিদ্ধাগ্নি' প্রথম যজমান [২১০]। তারপর বিশ্বজনের জন্য এই অগ্নিকে তাদের মধ্যে জ্যোতীরূপে নিহিত করলেন মনুই, তাই অগ্নির এক সংজ্ঞা হল 'মনুর্হিত'।[১] অঙ্গিরারাও বিশেষ করে 'ইদ্ধাগ্নি';[২] দধ্যঙ্ আথর্বণ এবং বৃষা পাথ্যের উল্লেখ আগেই করেছি।[৩] তারপর থেকে অগ্নির সাধনায় মানুষ আবহমান কাল অথর্বা অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃগণকে, বিশেষ করে মনুকে করে এসেছে তাদের আদর্শ।[৪]

যে দেবতা-অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত, তাঁকেই মনুষ্য ঋষিরা সমিদ্ধ করেন [২১১] উতলা চিত্তের কামনা নিয়ে।[১] সে কামনা [২]পরমদেবতাকে পাওয়ার, জীবনকে

সজোষস্ (তৃপ্তিতে সুষম, স্বা দিবো নরঃ (দিব্য পুরুষেরা) যজ্ঞস্য কেতুম্ ইন্ধতে, যদ্ ধ স্য মানুষো জনঃ সুম্নায়ুর্ (আনন্দকাম জুহ্বে (আহুতি দেয়। অথর্বে ৬।২।৩। [২]স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্ আবির্ অগ্নির্ অভবন্ মাতরিশ্বনে, অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ ১।১৪৩।২ (দ্র টী ১৯৬, ২০৭[১]), মজ্মনা ঋক্‌তে শুধু এই তৃতীয়ান্ত রূপটিই পাওয়া যায়; নিঘ মজ্ম ইতি বলনাম ২।৯, < √ মহ্ ॥ *মজ্ বিপুল হওয়া, সমর্থ হওয়া; তু Gk *megas* 'large' Lat *magnus* 'great', *majestas* 'dignity, grandeur') [৩]তু অগ্নিনাগ্নিঃ সম্ ইধ্যতে ১।১২।৬। তু দেবেভিন্ অগ্নে অগ্নিভির্ ইধানঃ ৬।১১।৬, বিশ্বেভিঃ ৬।১২।৬। আরও তু হোতর অগ্নে অগ্নিভির্ মনুষঃ ইধানঃ, স্তোমম্ ৬ ১০।২। এখানে 'মনুষঃ অগ্নিভিঃ' এই অন্বয়ই সহজ, Geldner এর 'মনুষঃ হোতর্' আর সায়ণের 'মনুষঃ স্তোমং' দুইই দূরান্বয়। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে এ হল গার্হপত্য হতে আহবনীয়াদি অগ্নির সমিন্ধন (তু ঐ ১৬ ১ ৩)। কিন্তু গৃহপতি অগ্নি 'নিত্য ইদ্ধ', পুরুর তাঁকে 'ধ্রুবা ক্ষিতিতে' বা ধ্রুব ভূমিতে জড়িয়ে ধরে ১ ৭৩।৪ (তু ৬।৯ ৫)। এক অগ্নির বহু বিভূতিও সিদ্ধ (তু ১।২৬ ১০, ৭।৩।১, ৮.৬০।১, ১০।১৪১।৬)। দ্র প্রশ্নোত্তরী ১০।৮৮।১৮ ও ৮ ৫৮।২।

[২১০] তু ঋ যেভ্যো হোত্রাং (আহুতি) প্রথমাম্ আয়েজে (সমর্পণ করেছিলেন) মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্ মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ (মানসযাগে সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ হোতা, তাহলে যজ্ঞসাধনা বাক্ চক্ষু শ্রোত্র প্রাণ ও মন দিয়ে, উপনিষদে যাদের বলা হয়েছে ব্রহ্মের দ্বারপাল) ১০।৬৩।৭; ৭।২।৩। মনুর কাছে অগ্নির আবির্ভাব দ্র ১ ৩৬।১০, ১২৮ ২। [১]১।৩৬।১৯ (দ্র টী ১৪৬[৮])। 'মনুর্হিতঃ' ১।১৩।৪, ১৪।১১, ৬।১৬।৯ ৮ ১৯।২১, ২৪, ৩৪।৮। [২]১।৮৩।৪। [৩]দ্র টী. ২০৬[১]। [৪]তু মনুষ্বৎ ত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎ সম্ ইধীমহি, অগ্নে মনুষ্বদ্ অঙ্গিরো দেবান্ দেব যতে যজ ৫।২১ ১ (অগ্নির সঙ্গে মনু এবং অঙ্গিরার সাযুজ্য লক্ষণীয়); তু. ১ ৩১।১৭ ৪৪। ১১, ৪৫।৩, ৬২।১, ৭৮।৩, ৩।১৭।২, ৬।১৫।১৭, ৭।২।৩...।

[২১১] তু ঋ অগ্নির্ দেবো দেবানাম্ অভবৎ পুরোহিতো হগ্নিং মনুষ্যা ঋষয়ঃ সম্ ঈধিরে ১০।১৫০।৪। তু তং [বৃহস্পতিং] প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ (ধ্যান করে করে পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ৪ ৫০।১। [১]তু ১০ ১৬।১২ (দ্র টী ১৯৫[১]), ত্বং নৃভির দক্ষিণাবদ্ভির্ অগ্নে সুমিত্রেভির ইধ্যসে দেবযদ্ভিঃ (দেবকামদের দ্বারা) ১০ ৬৯ ৮ (মন্ত্রের ঋষির নাম সুমিত্র, নিজেকে তিনি সমস্ত দেবযাজীদের প্রতিভূরূপে কল্পনা করেছেন।। [২]দেবযদ্ভিঃ সমিদ্ধঃ ৩।৫।৩ আ দেবয়ুর্ ইনধতে সমিদ্ধ করে) দুরোণে ৪।২ ৭ [৩]ত্বাম্ অগ্নে ঋতায়বঃ (ঋতকামেরা) সম্ ঈধিরে প্রত্নং প্রত্নাসঃ দমূনসং গৃহপতিং বরেণ্যম্ ৫।৮।১ (দ্র ২০১[৩], ১৭৩[৩]), সমিদ্ধেন অগ্নাব ঋতম্ ইদ বদেম যেন ঘোষণা করতে পারি) ৩ ৫৫।৩ [৪]তু ত্বাম্ অগ্নে সুম্নায়বঃ (সোম্য আনন্দ চায় যারা) সম ঈধিরে ৫।৮।৭, আরও তু অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ ৩ ২ ৫ (- ১০।১৪০।৬, অগ্নি-সোমের ধ্বনি। [৫]তু সং জাগৃবদ্ভির জরমাণ (যিনি জেগে উঠেছেন) ইধ্যতে দমে দমূনা ইষয়ন্ (প্রেষণা জাগিয়ে) ইলস্ পদে (অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদিতে, অধ্যাত্ম-

[৩]ঋতচ্ছন্দা এবং [৪]সোম্য আনন্দে আপ্লুত করবার কামনা। সেই কামনার প্রচোদনায় [৫]হৃদয়ের বেদিতে অগ্নিসমিন্ধন করতে হবে জাগ্রত চেতনার উদ্দীপ্তি আর শ্রদ্ধা নিয়ে, [৬]বিশ্বদেবতার কাছে নিরঞ্জন মার্জনার আকূতি আর প্রণতি নিয়ে, [৭]অগ্নির নিত্য-সামীপ্যের ভাবনা নিয়ে, [৮]প্রাতিভসংবিতের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল মন আর ধী নিয়ে, [৯]অন্তরে যজ্ঞানুকাশিনী মানবী ইলার বৈদ্যুতী নিয়ে, [১০]রক্ষঃশক্তির অভিঘাতকে ঠেকাবার সংকল্প আর সামর্থ্য নিয়ে, [১১]সর্বোপরি দেবতার সাযুজ্যবোধের উদ্দীপনা নিয়ে।

সমিদ্ধ অগ্নি [২১২] এখন হৃদয়ে ফোটান উষার আলো যা উদীয়মান সূর্যের

দৃষ্টিতে হৃদয়ে ১০.৯১.১, 'তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সম্ ইন্ধতে ৩।১০।৯ (দ্র টী ১১৯৫), শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সম্ ইধ্যতে ১০.১৫১।১। তু অগ্নির জাগর্তির ছবি 'যো জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তম্ উ সামানি যন্তি, যো জাগার তম্ অয়ং সোম আহ তবাহম্ অস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ' (যে জাগে তাকে ঋক্ কামনা করে ... সোম বলেন তোমার সখ্যে আমার নিবাস), 'অগ্নির্ জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে অগ্নির্ জাগার তম্ উ সামানি যন্তি, অগ্নির্ জাগার তম্ অয়ং সোম আহ তবাহম্ অস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ' ৫।৪৪।১৪-১৫। এদের আবর্তিত যজমান ও অগ্নির সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। অগ্নি আমাদের মধ্যে নিত্য জাগ্রত থাকলেই বেদের স্ফুরণ ও সোম্য আনন্দের নিগূঢ় আস্বাদন সম্ভব। [৬]তু 'সো অগ্নে এনা (এই) নমসা সমিদ্ধো ঽচ্ছা (কাছে) মিত্রং বরুণম্ ইন্দ্রং বোচেঃ (যেন বল আমাদের কথা), যৎ সীম্ (যা কিছু) আগশ্ (অপরাধ) চকৃমা (করেছি) তৎ সু মৃল (ক্ষমা কর) তদ্ অর্যমা অদিতিঃ শিশ্রথন্তু (সে অপরাধকে যেন শিথিল করেন, মার্জনা করেন) ৭।৯৩।৭। দেবতার বিন্যাস লক্ষণীয়: অগ্নি অভীপ্সা, ইন্দ্র বজ্রশক্তি (১০।৭৩।১০), বরুণ মিত্র অর্যমা যথাক্রমে সৎ চিৎ আনন্দ, আর অদিতি সর্বদেবময়ী মহাশক্তি — নিরঞ্জনের সাধনার পর্ব ছক। [৭]তু 'ইমাং মে অগ্নে সমিধম্ ইমাম্ উপসদং বনেঃ, ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ' হে অগ্নি আমার এই সমিধে এই উপসদ্‌তে প্রীত হও তুমি, শোন আমার মত এই বাণী ২।৬।১। 'উপসদ্' দ্র. বেদমী প ১১০- [৮]ঋ অগ্নির্ ইন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত (যেন সখী করে) মর্তঃ অগ্নিম্ ঈধে (সমিদ্ধ করি) বিবস্বভিঃ (অন্ধকারঘাতীদের নিয়ে) ... যজ্ঞের সপ্ত হোতা বা শীর্ষণ্য সপ্ত প্রাণ ৮।১০২.২২। তু ১.৯৪।৩, [৯]সমিধানস্য ... ২ তু অগ্নে ইলা সম্ ইধ্যসে 'ইলা' অর্থাৎ দৃষ্টিতে 'এষণা, অভীপ্সা' ... অগ্নিদেবতাদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ী অগ্নিমাতা আলোকযজ্ঞের জননী, দ্যুলোক হতে নিবর্তিতা, মানবের প্রশাস্ত্রী। বৈকল্পিক তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকাশিনী' মানুষের অভীপ্সারূপিণী দনুকন্যা, উৎসর্গসাধনার অন্তে জ্বলে ওঠেন বিদ্যুতের মত ১১৮৪। দ্র আপ্রীদেবগণের ইলা'। [১০]তু ১০.৮৭।১,২; ১.৩৬।৭। [১১]তু ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ত্ সতা, সখা সখ্যা সম্ ইধ্যসে ৮।৪৩।১৪। অগ্নিসমিন্ধন যে করে, সেও অগ্নি—তারই মত বিপ্র সত্য এবং সখা (অগ্নির)।

[২১২] ঋগ্বেদে আপ্রীসূক্তগুলির প্রথম দেবতা 'সমিদ্ধ' অগ্নি। ঐত্রার মতে তাঁকে নিয়ে যজমানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় (২।৪)। দেবতাভাবনার এটি প্রথম পর্ব। তার পর্যবসান 'স্বাহাকৃতি'তে। বিশদ বিবরণ দ্র 'আপ্রীদেবগণ'। [১]তু 'অ উষা উচ্ছন্তী' ফুটে উঠছেন যিনি, সমিধানে অগ্না উদ্যন্ত সূর্য উর্বিয়া (সব ছড়িয়ে) জ্যোতির্ অশ্রেৎ (আশ্রয় করলেন) ১.১২৪।১। অগ্নিসমিন্ধনে অভীপ্সার জ্বলন, উষা প্রাতিভসংবিতের অরুণচ্ছটা, সূর্য প্রজ্ঞানের দীপ্তি। [২]বৃত্রবধ: অগ্নির্ বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ (হনন করুন) দ্রবিণস্যুর্ (নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার প্রবাহ বওয়াতে চেয়ে), তু ইন্দ্রের অনুরূপ বৃত্রবধ ১.৩২.৮-১০, ২.১১.১৮। বিপন্যয়া (আমাদের প্রশস্তির দ্বারা) সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ৬.১৬।৩৪। তমোনাশ: ৩.৫.১ (দ্র টী ১১৯৭), সমিদ্ধস্য রুশদ (ঝলমল) অদর্শি (দেখা গেল) পাজঃ (বীর্য) মহান্ দেবস্ তমসো নির্ অমোচি (নির্মুক্ত হলেন) ৫।১।২ ৭।৬৭।২, আলোর দুয়ার খুলে দেওয়া ১৭।২ (দ্র টী ১৯৫১)। গোর প্রতিবোধ: 'প্রতি গাবঃ সমিধানং বুধন্ত' তিনি সমিদ্ধ হলে প্রতিবুদ্ধ হল কিরণ-ধেনুরা ('গো' প্রাতিভসংবিৎ, অরুণী গো-রা উষার বাহন নিঘ ১।১৫; 'প্রতিবোধ' বোধি, তু কে ২.১২, অভীপ্সার শিখা উদাত্ত হওয়ায় জাগল বোধি)। [৩]সমিধানঃ **সহস্রজিদ্** অগ্নে ধর্মাণি পুষ্যসি ৫।২৬।৬ (তু সর্বং বৈ সহস্রম্ শ ৪.৬।১.১৫, ৬।৪।২।৭, কৌব্রা ১১।৭, ২৫।১৪; ভূমা বৈ সহস্রম্ শ ৩.৩.৩.৮, পরমং সহস্রম্ তা ১৬.৯.২; আরও তু ঋ. ৬।৬৯.৮।, ঐব্রা ৬।১৫। 'ধর্ম' দেবযজ্ঞ, যা বিশ্বের প্রথম ধর্ম তু ঋ. ১০।৯০.১৬; আরও দ্র ১.২২।১৮;

জ্যোতিঃপ্লাবনের আভাস আনে।[১] বৃত্রের যে-মায়া তমিস্রার আড়াল রচে আলোর 'পরে, দেবতা তার আগল ভেঙে অন্তরে আনেন সপ্ত কিরণ-যূথের প্রতিবোধ।[২] সমিদ্ধ অগ্নি তখন ধর্মের পোষ্টা এবং সহস্রজিৎ।[৩] আমরা তাঁর শরণাগত হয়ে অনুভব করি সবিতার অনুত্তম প্রচোদনা, মিত্র ও বরুণের সামীপ্যে নিবপ্তনত্ব এবং স্বস্তি।[৪] বিশ্ব-দেবতার সাযুজ্যে এই স্বস্তিলাভই হৃদয়ের বেদিতে অগ্নিসমিন্ধনের পরম ফল।[৫]

প্রত্যেক কর্মানুষ্ঠানের একটা রাহস্যিক তাৎপর্য আছে অগ্নিসমিন্ধনেরও আছে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অগ্নি সমিদ্ধ হন 'ইলস্পদে' বা উত্তরবেদিতে [২১৩]। কিন্তু এই

তু সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা ৩।১৭।১, ১০।৯২।২, ১।১৬৪।৪৩, ৫০)। সমিদ্ধ অগ্নি 'বৃত্রহণ' ৩।১৮।৫ ('বৃত্র' দ্র টী ২২১[২])। [৪] ঋ মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্য অনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে, শ্রেষ্ঠে স্যামঃ সবিতুঃ সবীমনি ১০।৩৬।১২। সবিতার প্রচোদনা আমাদের পৌঁছে দেবে মিত্রের বৃহজ্জ্যোতিতে এবং বরুণের মহাশূন্যতায় যখন আধারে জ্বলে উঠবে অভীপ্সার শিখা। [৫] তু স্বস্তয়ে অগ্নিং সমিধানম্ ঈমহে' সমিধ্যমান অগ্নির কাছে চাই স্বস্তি ১০।৩৫ সূ ধুয়া। সূক্তটি বিশ্বদেবের উদ্দেশে, প্রদীপ্ত গম্ভীর অনুভূতিতে পূর্ণ; 'সর্বতাতি' বা সর্বাত্মভাব তার লক্ষ্য (১১)। দেবতাদের কাছে স্বস্তির প্রার্থনা 'যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ' যেন ঋষি বসিষ্ঠের অজপা সপ্তম মণ্ডলের প্রায় সূক্তের শেষে এই প্রার্থনাটি আছে। গয়প্লাতের একটি সূক্তের প্রায় প্রতি মন্ত্রে স্বস্তির প্রার্থনা আছে (১০।৬৩), তাতে স্বস্তির স্বরূপের পরিচয় মেলে স্বস্তি আমাদের 'অংহঃ' বা চেতনার সংকোচ হতে মুক্তি, দেবতার যে নৌকায় কখনও জল ওঠে না তাতে চড়ে কল্যাণের পথে পাড়ি দেওয়া যে-পথ আগাগোড়া অনুত্তম স্বস্তিতে ছাওয়া (তু ৬।১০।৭, ১৬) এক কথায় 'স্বস্তি' পরমার্থ এক পরম অস্তিত্বে অবগাহনের ফলে সর্বগত সৌষম্যের অনুভব তু ১।৮৯।৬ ৫।৫১।১১-১৫ (স্বস্তি পন্থাম্ অনু চরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব পুনর্দদতা অঘ্নতা জানতা সং গমেমহি আমরা স্বস্তিতে পথ ধরে চলে যাব সূর্য-চন্দ্রের মত, মিলব গিয়ে তাঁর যিনি অবার আমাদের দেবেন, আঘাত করবেন না জানবেন। অর্থাৎ পাব সেই পরমকে, যিনি অদিতিচেতনায় আমাদের পৌঁছে দেবেন; তু কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্ দাৎ ১।২৪।১)।

[২১৩] তু ঋ অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেবেলস্ পদে মনুষা যৎ সমিদ্ধঃ ২।১০।১; 'সং সম্ ইদ্ যুবসে বৃষন্ অগ্নে বিশ্বান্য অর্য আ, ইলস্ পদে সম্ ইধ্যসে স নো বসূন্য আ ভর' — হে অগ্নি, হে বর্ষণশীল স্বামী হয়ে তুমি নিঃশেষে নিজেকে মিশিয়ে দাও সব-কিছুর সঙ্গে (দেবেষু মধ্যে বা এব সর্বাণি ভূতানি ন ব্যাপ্নোষি, নানা ইত্যর্থঃ' সায়ণ), সমিদ্ধ হও ইলস্পদে ('পৃথিব্যাঃ স্থানে উত্তরবেদিলক্ষণে, এতদ্ বা ইলায়াস্পদং যদ্ উত্তরবেদীনাভিঃ ঐব্রা ১।২৮' সায়ণ) সেই তুমি আমাদের জন্য বয়ে আন অনেক আলো ১০।১৯১।১ ('যুবসে বৃষন্' এখানে বীর্যাধানের ধ্বনি আছে, তু ৬।৫৭।১৪ 'অর্য' তু 'অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ' পা. ৩।১।১০৩; অগ্নির বিশেষণ ঋ ৮।১।৭ ২।১২ মন্ত্রটি ঋক্‌সংহিতার শেষে সংজ্ঞানসূক্তের প্রথম মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের আরম্ভে 'সম্' উপসর্গটি পূর্ণতার দ্যোতক লক্ষণীয় অগ্নি দিয়ে যেমন সংহিতার আরম্ভ, তেমনি অগ্নি দিয়েই সমাপ্তি)। তু ইলা হি মানুষে জনে হব্যে সুপ্রীত ইধ্যসে ৫।২১।২ (তু. ১০।১১৮।৯' তু তম্ অধ্বরেষ্ব্ ঈলতে দেবং মর্তা অমর্ত্যং যজিষ্ঠং মানুষে জনে ৫।১৪।২, ৩।২৩।৪ (দ্র টী ২০৬[৩]), ত্বম্ অগ্নে হিতঃ, দেবেভির্ মানুষে জনে ৬।১৬।১। [২] তু কৃষ্টীনাম্ উত মধ্য ইদ্ধঃ ৫।১।৬ (দ্র টী ১৮৮[৮]), জনে ন শেব (সুমঙ্গল) আহূর্যঃ ('আহ্বাতব্যঃ' বেঙ্কট-মাধব ও সায়ণ, 'হুর্ কৌটিল্যে, চঞ্চলস্বভাব্ জ্বালানাং কুটিলঃ সন্' স্কন্দ) মধ্যে নিষত্তঃ রণ্বো (আনন্দময়) দুরোণে ১।৬৯।৪, ৬।১২।১ [৩] তু 'ত্বম্ অগ্নে যজ্ঞানাং পায়ুর্ অন্তরো হনিষত্তায় চতুরক্ষ ইধ্যসে' হে অগ্নি, নিরন্তর যজমানের রক্ষক তুমি, তার অন্তরে সমিদ্ধ হও চতুর্নয়ন হয়ে (১।৩১।১৩, 'চতুরক্ষ যমের কুকুর, বেমী পৃ ১১৫[৭৭]; তু ১০।৭৯।৫)। [৪] ঋ অগ্নে অপাং সম্ ইধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ, সধস্থানি মহয়মান উতী মণ্ডলসমূহ মহিমময় করে তোমার প্রসাদ দিয়ে ৩।২৫।৫। সায়ণের অন্বয় 'অপাং দুরোণে', Geldner বলেন 'অপাং [নপাৎ]' কিন্তু এটি কষ্টকল্পনা। তু ঘৃতধারাকে সোমরূপে বামদেবের স্তুতি। অপাম্ 'অনীকে সমিথে' (অন্তরাবৃত্ত সঙ্গমস্থলে) য আবভূব তম্ অশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্ ৪।৫৮।১১ (অপ্ বা প্রাণের ধারারা যেখানে সঙ্গত হয়, সেখানে সোম্য মধু ঢেউ খেলে যায়, আর সেখানেই আগুন জ্বলে ওঠে)। এই 'সমিথ' উপনিষদে 'আবসথ' (ঐ ১।৩।১২) এবং সংহিতাতেই 'পস্ত্য' বা পস্ত্য (ঋ ৬।১৬।১৩ দ্র টী ২০৬)। এখানে তা-ই দুরোণ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। ঋর পদপাঠে অবগ্রহ নাই, কিন্তু তৈস ও মাস র পদপাঠ 'দুঃ ওন' (১।২।১৪।৩; ২।৬৫৪)। যাস্কের

ইল।। বস্তুত আমাদেরই এষণা বা আকূতি, অতএব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি সমিদ্ধ হন [১]'মানুষে জনে' বা মনুষ্যজাতিতে প্রত্যেক সাধকের 'মধ্যে'[২], তার [৩]অন্তরে 'চতুরক্ষ' হয়ে। আধারের সোমপাত্রে প্রাণের ধারারা সঙ্গত হয় যেখানে, সেইখানে তিনি জ্বলে ওঠেন।[৪] তার পর আমাদের পৌরুষের দ্বারা প্রচোদিত হয়ে জ্বলে ওঠেন তিনটি

ব্যুৎপত্তি 'দুর্, √ অব + ন' (৪ ৫); আধুনিক শাব্দিক বলেন < *dhur* 'door', a house fitted with door। তু. 'শত-দুর' গৃহ ঋ ১।৫১।৩, ১০।৯৯।৩।। নিঘণ্টু 'দুরোণ' গৃহ (৩।৭)। সোজাসুজি এই অর্থ ঋকের দুজায়গায় খাটে (১।১১৭।৭, ১০।৩৭।১০, ১০।১০৬ ৪৩ ধরা যেতে পারে)। কিন্তু আরেকটি ব্যুৎপত্তি সম্ভব < 'দ্রোণ' কাঠের তৈরী সোমপাত্র < 'দ্রু' গাছ (তু Gk *druos* 'an oak, a tree', *drumos* 'forest'). স্বরভক্তির ফলে 'দুরোণ'। শব্দটির প্রয়োগ অগ্নিসম্বন্ধে সবচাইতে বেশী, অগ্নির সঙ্গে সোমের সংচার স্মরণীয় আধার যুগপৎ অধরারণি, আবার সোমপাত্রও; সাধনবীর্যে তারই মধ্যে অগ্নির অভিব্যক্তি হয় অতএব আধার 'দ্রোণ' তু ক্রত্বা হি দ্রোণে অজ্যসে হন্নে ৬।২।৮ (তু. 'প্রো দ্রোণে হরয়ঃ কর্মাগ্মন্ পুনানাস ঋজ্যন্তো অভূবন্'—দ্রোণে জ্যোতির্ময় সোমধারারা কাজে লেগে গেল, পূত হতে হতে তারা ঋজুগামী হতে থাকল ৬।৩৭।২, আধারে সোমের উন্মাদনার ঊর্ধ্বস্রোতা হবার বর্ণনা, তু অতিথির্ দুরোণসৎ' সোম, কেননা হোতা অগ্নির কথা তার আগেই আছে। সংহিতাতে সাধারণত অগ্নিই অতিথি, কিন্তু ব্রাহ্মণে সোম অতিথি। সুতরাং রহস্যার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দুরোণ'কে 'দ্রোণে'র অপভ্রংশ বলাই সঙ্গত। [৩]তু. অগ্নিং নরঃ ত্রিষধস্থে সম্ ঈধিরে ৫।১১ ২। নরের লক্ষণ পৌরুষ। এই নরই অর্হন্ হয়ে অগ্নিসমিন্ধন করেন, তু রণ্বা (আনন্দময়) নরঃ নৃষদনে (বীর পরিষদে, যজ্ঞে, তু 'যজ্ঞে দিবো নৃষদনে পৃথিব্যা নরো যত্র দেবযবো মদন্তি' দ্যুলোক আর পৃথিবীর বীরেরা যেখানে আসন পাতেন, বীরেরা যেখানে মাতেন দেবকামনায় ৭।৯৭ ১) অর্হন্তশ্চিদ্ যম্ ইন্ধতে ৫।৭।২। 'অর্হনে'র সঙ্গে নরে'র যোগ লক্ষণীয় (তু ৫।৫২।৫ ১০ ৯৯।৭)। এইথেকে পরে বীরসাধক জৈন এবং বৌদ্ধেরাও 'অর্হৎ'। **ত্রিষধস্থ** অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে তিনটি অগ্নিবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি 'আবসথ' (ঐউ ১।৩।১২), তু. কঠোপনিষদের 'ত্রিণাচিকেত রহস্য'; আরও তু শ. তে বা এতে প্রাণা এব যদ্ অগ্নয়ঃ, প্রাণোদানাবে এবা আহবনীয়শ্চ গার্হপত্যশ্চ, ব্যানোঽন্বাহার্যপচনঃ ২।২।২।১৮। উত্তম সধস্থ বা আবসথ হল মূর্ধা : তু. ঋ যস্ তে ইধ্মং জভরৎ (বয়ে আনল) সিষ্বিদানো (স্বেদাক্ত হয়ে) মূর্ধানং বা ততপতে (প্রতপ্ত করে) ত্বায়া (তোমাকে চেয়ে) ৪।২।৬। এই মূর্ধতপন শুধু মাথায় করে কাঠ বওয়ার জন্যই নয় (সায়ণ, তু ১ ৯৫।৪, ৪।১২।২), বস্তুত অগ্নিস্রোত মাথায় ওঠার জন্য। তাই উপনিষদের 'শিরোব্রত' এবং যিনি এমনি করে মূর্ধায় অগ্নিধারণ করেন, তিনি 'তপুর্মূর্ধা' (ঋ. ১০ ১৮২ ৩, সূক্তের ঋষি বার্হস্পত্য তপুর্মূর্ধা)। [৪]তু সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহি ঋতস্য যোনিম্ আসদঃ সসস্য যোনিম্ আসদঃ ৫।২১।৪। নিঘণ্টু **সস** অন্ন (২ ৭) ঋকে শব্দটির যতগুলি ব্যবহার আছে, তার মধ্যে এই অর্থ কেবল দুজায়গায় খাটে। 'গৃভ্ণন্তি জিহ্বয়া সসম্' জিহ্বা দিয়ে 'সস'কে গ্রহণ করেন ৮।৭২ ৩ কিন্তু কারা? তার আগেই আছে 'অন্তর্ ইচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া' মনীষার ওপারে যিনি সেই রুদ্ররূপী অগ্নিকে জীবের অন্তরে চান। এখানেও প্রশ্ন হয়, কারা? সায়ণ উভয়ত বলছেন 'ঋত্বিকেরা' এবং শেষচরণের ব্যাখ্যা করছেন 'সসং' স্বপন্তম্ অগ্নিং 'জিহ্বয়া' জ্বালা জনকশব্দঃ জিহ্বাপ্রভবয়া স্তুত্যা গৃভ্ণন্তি অবগৃহ্নন্তি। Geldner সর্বত্র 'সস' অন্ন অর্থে গ্রহণ করে বলছেন, সম্ভবত এখানে কর্তা 'দেবতারা' তাঁরা অগ্নিজিহ্বা দিয়ে হবি গ্রহণ করছেন। কিন্তু ঋকের পূর্বাংশের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সায়ণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয় যে অগ্নি সুপ্ত বা অব্যক্ত, মনীষারও অগম্য, তাঁকে যজমানের মধ্যে নামিয়ে আনতে চান ঋত্বিকেরা, আর অন্তরের গহনে তাঁকে আবিষ্কার করে অধিগত করেন বাক্ দিয়ে অর্থাৎ মন্ত্রশক্তিতে 'অন্ন' অর্থ সম্ভাবিত আরেকজায়গায় 'সসং ন পক্বম্ অবিদচ্ ছুচন্তম্' পক্ব 'সসে'র মত তাঁকে পেলেন দীপ্যমান অবস্থায় (১০।৭৯।৩)। সায়ণের ব্যাখ্যা সসং ন পক্বম্ অন্নম্ ইব শুচন্তং দীপ্যমানং নীরসং বৃক্ষম্ অবিন্দৎ বিন্দতি (অগ্নিঃ)। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় পরবর্তী চরণের 'রিরিহ্বাংসম্'এর সঙ্গে 'সসে'র সঙ্গতি দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে। যাস্ক (এবং দুর্গ) এখানে অন্ন অর্থ গ্রহণ করেননি, অগ্নিকেও 'অবিন্দৎ'এর কর্তা করেননি। যাস্কের মতে 'সসম্ স্বপনম্' এতন্ মাধ্যমিকং জ্যোতির্ অনিত্যদর্শনং তদ্ ইবাবিদজ্ জাজ্বল্যমানম্ (কশ্চিদ্ ঋষিঃ অন্যো বা ইতি দুর্গঃ)। নি ৫।৩। অর্থাৎ বিদ্যুল্লেখার মত দীপ্যমান অবস্থায় তাঁকে ঋষি পেলেন ('রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ'—পৃথিবীর কোলে লেহনশীল)। দেখা যাচ্ছে, যে দুটি জায়গায় নিঘণ্টু অনুসারে 'সসে'র অন্ন অর্থ সম্ভাবিত, সেখানেও আচার্যেরা 'সুপ্ত' অর্থই গ্রহণ করেছেন। সায়ণ (কিন্তু যাস্ক নয়)

'সধস্থে' বা সঙ্গমক্ষেত্রে।[৫] এমনি করে তিনি সমিদ্ধ হন ঋতের উৎসে, আবার তাকেও ছাপিয়ে অব্যক্তের উৎসে।[৬] তাঁর সমিন্ধনের স্বরূপ প্রকাশ পায় দিব্য অশ্ব দধিক্রাবার আদিত্যাভিমুখী অভিযানে।[৭]

সমিন্ধনের পর অগ্নির 'ঈলন', যার উদ্দেশ দিয়ে ঋক্‌সংহিতার সূচনা [২১৪]।

—

যেখানে অন্ন অর্থ করছেন (১০।৭৯।৩), সেখানে অন্নকে ঔপনিষদিক 'জড়' (matter) অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত। কিন্তু এখানেও যাস্কের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলে মনে হয়, কেননা 'সস' এখানে যে অগ্নির বিশেষণ, তিনি অনুক্রমণীমতে 'সৌচীক' নামে গুহাহিত অগ্নি বা বৈশ্বানর অগ্নি। যিনি গুহাহিত তিনিই বৈশ্বানর, এতে অগ্নিসাধনার আদি অন্ত সূচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যাস্কের নিদ্রুক্তেখার উপমার জন্য তু ঋ ১।১৬৪।২৯, দ্র টী ৪৪। 'সৌচীক' অগ্নির বিবরণ পরে দ্র। আসলে সস নিদ্র, নিদ্রিত < √ সস্ 'ঘুমানো', ঋতে যার অনেক প্রয়োগ আছে (তু ১।১২৪।৪, ১৩৫।৭, ৫৩।১, ১৩৪।৩, ১০৩।৭, ৪।৩৩।৭, ৫১।৫, ৬।২০।৬)। নিদ্রা অব্যক্ত চেতনার লয়, তাই সসের পারিভাষিক অর্থ হল 'অব্যক্ত'। এই অর্থ আর চারটি ঋকে পাওয়া যায়, এবং লক্ষণীয়, প্রত্যেকটি ঋক্ অগ্নিস্তবের। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে, 'সসস্য চর্মন্ অধি চারু পৃশ্নের্ অগ্রে রূপ আরূপিতং জবারু' পৃশ্নির সুচারু (পালান) আছে 'সসের' চর্মের উপরে, পৃথিবীর অগ্রভাগে আরোপিত রয়েছে আদিত্যমণ্ডল ৪।৫।৭। পৃশ্নি বিশ্বপ্রাণ মরুদ্গণের মাতা, তাঁর পালান অমৃতের নির্ঝর, তা আছে অব্যক্তের ওপারে, পার্থিব লোকের প্রত্যন্তে আছে আদিত্যদ্যুতির মণ্ডল। 'সসস্য চর্ম' বা অব্যক্তের আবরণ তাহলে হল উপনিষদের ভাষায় সূর্যদ্বার ভেদ করার পর (মু ১।২।১১) দেখা হিরণ্ময় পুরুষের যে 'রূপং পরঃকৃষ্ণং' (শ্বে ১।৬।৬) যার মধ্যে অচিন্ত্য অনায়াসে অমৃত পুরুষ (মু ঐ)। দ্বিতীয়টিতে বলা হচ্ছে, 'সসস্য যদ্ বিয়ুতা সস্মিন্ ঊধন্ ঋতস্য ধামন্ রণয়ন্ত দেবাঃ' যখন 'সস'কে সরিয়ে দেওয়া হল, তখন (স্বর্ধেনুর) সেই পালানে ঋতের দেবতারা আনন্দ করতে লাগলেন ৪।৭।৭। এখানেও সেই একই ভাবের প্রতিধ্বনি। তৃতীয় ঋকে 'সসস্য চর্ম ঘৃতবৎ পদং বেস্ তদ্ ইদ্ অগ্নী রক্ষত্য্ অপ্রযুচ্ছন্'—'সসের আবরণ আর জ্যোতির্ময় পদ ওই সুপর্ণের, তাকেই অগ্নি রক্ষা করেন অপ্রমত্ত হয়ে ৩।৫।৬। এখানেও 'সসস্য চর্ম' অব্যক্তের আবরণ, কিন্তু দিব্য সুপর্ণ বা আদিত্যমণ্ডল তার এপারে না ওপারে? 'অগ্নি তাকে রক্ষা করছেন' বলাতে মনে হয় এপারে, নাসদীয়সূক্তে যাকে বলা হয়েছে 'তমঃ তমসা গূঢ়হম্ অপ্রকেতং সলিলম্' যা 'তুচ্ছ্য' হয়ে উন্মিষন্ত প্রাণকে ঢেকে রেখেছে ১০।১২৯।৩। আমাদের আধারের গভীরে তা রহস্যময় অব্যক্তের নিথরতা, আর ঊর্ধ্বে রয়েছে ওই দিব্য সুপর্ণের দীপ্তি। দুয়ের মধ্যে অপ্রমত্ত অগ্নিচেতনার আনাগোনা। এই 'সসে'র উল্লেখ অন্যত্রও আছে 'অপাম্ অন্তঃ পণয়ঃ সসন্তু অবুধ্যমানাস্ তমসো বিমধ্যে' -অর্চিত্রব গভীরে পণিরা ঘুমিয়ে থাকুক তমিস্রার মধ্যে ৪।৫১।৩। টীকার গোড়ায় উল্লিখিত ঋকের তাৎপর্য তাহলে হল, সমিদ্ধ অগ্নি শুভ্রজ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে যেমন উঠে যান ঋতের যোনিতে, তেমনি সসের বা অব্যক্তের যোনিতে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি তাদাত্ম্যবাচক; অর্থাৎ ঋতই যোনি, সসই যোনি। ঋত বিশ্বমূল ছন্দ, সস বিশ্বমূল অব্যক্ত। অন্যত্র আছে একটি সৎ, পরেরটি অসৎ, অগ্নি পরম ব্যোমে দুইই (তু ১।৫।৭, আরও তু 'সতো বন্ধুম্ অসতি' ১০।১২৯।৪)। সস যেমন অর্চিত্রব অব্যক্ত, তেমনি অতীতভাবে অব্যক্ত।

[৭]তু 'যো অশ্বস্য দধিক্রাব্‌ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্নৌ উষসো ব্যুষ্টৌ, অনাগসং তম্ অদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেন সজোষাঃ' ঊষার আলো ফুটলে এবং অগ্নি সমিদ্ধ হলে অশ্ব দধিক্রাবার (উপাসনা) যে করল, অদিতি তাকে নিরঞ্জন করুন, মিত্র আর বরুণের সাযুজ্য তিনি (দধিক্রাবা) ৪।৩৯।৩। ৪।৪০।৫এ এই দধিক্রাবাই 'শুচিষৎ হংস'। আবার বর্তমান ঋকে মিত্র বরুণের সহচার-হেতু তিনি দিব্য অগ্নি (তু ১।১১৫।১ সূর্য হলেন অগ্নি মিত্র ও বরুণের চক্ষু দ্র বেমী পৃ ২৯)। 'দধিক্রাবা' সম্পর্কে পরে দ্র।

[২১৪] তু ঋ 'স ইধানো ঈলেন্যো গিরা' ১।৭৯।৫, ৩।২৭।৭, ১৪, ৭।৮।১, 'সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম' (সোমের সবন করেছে যে) 'ঈট্টে' ৪।২৫।১ ইন্দ্রের 'ঈলন', ৫।২৮।১। আপ্রীসূক্তেও 'ঈল' অগ্নির স্থান 'সমিদ্ধে'র পরে। √ ঈড্ নি অধ্যেষণা (যাস্ক), কর্মা পূজাকর্মা বা (৭।১৫), যাচ্ঞা স্তুতিকর্মা বর্ধয়তি পূজয়ন্তীতি বা (৮।১), স্তুতিকর্মা ১০।১১। আবার 'ঈল ঈট্টে স্তুতিকর্মণঃ, ইন্ধতের্ বা' (নি ৮।৮)। < √ যজ্ দ্, দকারের [illegible] পরিণাম, তারপর অন্তরঙ্গ সন্ধি এবং যকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘত্ব। আধুনিক শব্দবিদদের ব্যুৎপত্তি < IE [illegible] (with *d* extension) অগ্নির বেলায় সমিন্ধনের অনুষঙ্গ সহজেই আসে। যজ্ঞের অর্থই হল নিজের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে তাতে সব আহুতি দেওয়া। √ ঈড্ প্রধানত এই অর্থই সূচিত করছে। প্রাতিপদিক ব্যবহার তু 'অস্তোষি অগ্নিম্ ঈল।

রাখতে হবে এই হল ঈলনের যথার্থ তাৎপর্য।[১] তার প্রেরণা তিনিই জাগান আমাদের 'ইল.স্পদে' নিষণ্ণ হয়ে।[২] আর বিনা ইন্ধনেই জ্বলে ওঠেন প্রাণের গভীরে, বিপ্রেরা অধ্বরে যখন তাঁকে করেন সন্দীপ্ত।[৩] দ্রব্যযজ্ঞ তখন রূপান্তরিত হয় জ্ঞান-যজ্ঞে, শরীর হয় যোগাগ্নিময়। 'ঈলিত' অগ্নি আর 'পবমান' সোম তখন এক সোম্য আনন্দচেতনার ধারাদের সঙ্গে আধারে তিনি বিরাজ করেন এক ওজস্বী প্রবেগরূপে।[৪] যিনি গুহাহিত ছিলেন, অচিত্তি আর চিত্তির বিবেকরূপে মর্ত্যের চেতনায় তিনি তখন ধরা দেন—এই তাঁর ঈলনের সার্থকতা।[৫]

তার পর ঈলিত বা চেতনায় স্পষ্টীকৃত অগ্নির আধান বা সাদন। [২১৬] মুখ্য আধান হল গুহাশয়ন হতে তাঁকে চেতনার 'পুরোভাগে' স্থাপন করা অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে নিত্য সচেতন থাকা। অগ্নি তখন আমাদের জীবন যজ্ঞের 'পুরোহিত'।[১] দেবাত্মভাবসিদ্ধির জন্য অভীপ্সার শিখারূপে অন্তরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, আর সেই হতে উত্তরায়ণের পথে তিনি আমাদের দিশারী। তাই তিনি 'প্রথম পুরোহিত'।[২] দেবতা আর মানুষের মধ্যে দূত বলে তিনি যেমন আমাদের পুরোহিত, তেমনি দেবতাদেরও।[৩] চেতনায় প্রাতিভসংবিতের উন্মেষ যখন সম্ভাবিত, তখনই তিনি আমাদের মধ্যে সমিদ্ধ হন, তাই তিনি 'উষার পুরোহিত'।[৪] তার পর থেকে সোম্য আনন্দের প্রত্যাশায় আমরা প্রতিনিয়ত তাঁকে ধরে রাখি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, কিছুতেই আর তাঁকে আড়াল হতে দিই না।[৫] তখন তিনি আমাদের পুর.এতা ক্ষিপ্রগামী রথ যেন, নিত্য নূতন[৬]; তিনি দেবতাদেরও 'পুরোগাঃ'[৭] সন্ধাভাষায়, তাঁর আধান যেন এক হিরণ্ময় জ্যোতিকে দিব্য সুপর্ণের মধ্যে আহিত করা।[৮]

[২১৬] সমস্ত বৈদিক কর্ম সম্পাদক আহিতাগ্নির কর্তব্য 'অগ্ন্যাধান' তাই ব্রাহ্মণে একটি নির্দিষ্ট কর্ম। তার বিবৃতি পরে দেওয়া যাবে। সংহিতায় তত্ত্বের প্রাধান্য, এখানে এখন তারই অনুসরণ করা হচ্ছে। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাদন 'বর্হিঃ'তে (৬।১৬।১০) বা কুশাস্তরণে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে; দ্র [illegible] বিশ্বরস্য [illegible] বর্হিঃ ৫।১৪।২। অপ্রাসঙ্গিক বর্হিঃ অগ্নিরূপে চতুর্থ দেবতা। [১]পুরোহিত : পুরঃ √ধা, যাঁকে সামনে রাখা হয় দিশারীরূপে; তিনি পুর এনং দধাতি ২।১২, দ্র [illegible] ব্রাহ্মণং পুরো দধীত' ঐব্রা ৮।২৫, 'ব্রাহ্মণং চ পুরো দধীত বিদ্যাভিজনবাগ্‌রূপবয়ঃশীলসম্পন্নং [illegible] উপনিষদম্, তৎপ্রসূতঃ কর্মাণি কুর্বীত' গৌতমধর্মসূত্র ১১।১২-১৩, ঋত্বিককে যদি যজমানের অংশ ধরা যায়, তাহলে পুরোহিত তাঁর আত্মা; তাঁকে ছেড়ে তিনি একলা চলতে পারেন না, দ্র অর্ধাত্মা হ বা এষ ক্ষত্রিয়স্য যৎ পুরোহিতঃ ঐব্রা ৭।২৬। ঋগ্বেদে অগ্নিই বিশেষ করে পুরোহিত দ্র ১।১।১, ৪৪।১২, ১৩, ৫৮।৩, ৯৪।৬, পুরোহিতো দমে দমে ১২৮।৪, ৩।৩।২, ১১।১, ৫।১১।২। [২]দ্র যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতম্ অগ্নিং নরস্ ত্রিষধস্থে সম্ ঈধিরে ৫।১১।২ [illegible] ২৬০ [illegible] ১০।১২২।৪। [৩]দ্র যদ্ দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতো [illegible] ১।৪৪।১২। [৪]১০।৯২।২। [৫]দ্র অগ্নিং [illegible] পুরো [illegible] ৩।২।৫, ১০।১৫০।৬ [illegible] ২১১। [৬]দ্র [illegible] যাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। পুরএতা বিশাম্ অগ্নির্ মানুষীণাম্, তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ৩।১১।৫, দ্র ১।৭৬।২। [৭]পুরোগা অগ্নির্ দেবানাম্ ১।১৮৮।১১, ১০।১১০।১১ [illegible] পুরোহিত ইন্দ্রের ১।৫৫।৭, ৬।১৭।৮, ২৫।৭, ৮।১২।২২, ২৫, বৃহস্পতির ৪।৫০।১; ব্রহ্মণস্পতির ২।২৪।৯, সোমের ৮।১০১।১২, ৯।৬৬।২০, মিত্রাবরুণের ৭।৬০।১২ [illegible] ইন্দ্রাবরুণের ৮৩।৪। আবার অপ্রসঙ্গে অগ্নি ও আদিত্যরূপী দুটি দৈব্য হোতাও 'প্রথম পুরোহিত' ৩।৪।৭, ১০।৬৬।১৩, ৭০।৭। অগ্নির পুরোধানের মত আধারের গভীরে নিধানের কথাও আছে ১।১৪৪।১১, ১৪৫।৫, ১৪৮।১, সমিন্ধো অগ্নির নিহিতঃ পৃথিব্যাম্ ২।৩।১, ৩।২৩।৪, ৫।২।৬, ৪।৩, ৬।১৫।৮, ১৫। [৮]চন্দ্রম্ ইব সুরুচং হ্বার আ দধুঃ ২।২।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আত্মজ্যোতিকে বিশ্বজ্যোতিতে রূপান্তরিত করা।

তারপর আধারে শুরু হল এই আহিত অগ্নির দিব্য কর্ম—যজ্ঞের সাধনা [২১৭]। এ-সাধনার সূচনা হয় 'কেতু'[1] বা বোধির ঝলক দিয়ে। 'অংহঃ' বা ক্লিষ্ট চেতনার আবর্তে আমরা যখন আবর্তিত, দেবদ্রোহী অরাতিদের দ্বারা আমাদের সব-কিছু কবলিত, নিষ্প্রাণ স্থাণুত্বে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছি মাটির 'পরে, তখন অকস্মাৎ এই দেবতার কেতু উৎশিখ হয়ে জ্বলে ওঠে আমাদের মধ্যে, জাগিয়ে তোলে ঊর্ধ্বের অভীপ্সা—চলবার জন্য বাঁচবার জন্য, বিশ্বদেবের কাছে পৌঁছে দেয় আমাদের প্রজ্বল আগ্রহ।[2] আমাদের উৎসর্গভাবনার সেইহতে শুরু, আর অগ্নি তার প্রজ্ঞাপক।[3] আর তাইতে তিনি প্রাক্তনী দ্যাবাপৃথিবীর দুটি সদনের মধ্যে 'কেতু' বা আলোর ইশারা,[4] আর তার প্রভাতে দ্যুলোকের কেতু[5] ; যজ্ঞের তন্তুও আতত রয়েছে এ-দুয়ের মধ্যে,[6] আর তার আতনন অগ্নিরই সাধ্য।[7] এমনি করে উৎসর্গভাবনায় সবার জীবনকে চিন্ময় করেন তিনি, তাই তিনি বিশ্বের কেতু।[8]

যজ্ঞ শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, তা 'বিদথ' বা বিদ্যার সাধনা। তার মূলে রয়েছে 'ধী' বা ধ্যানচিত্ততার প্রেষণা [২১৮]। এই ধী দেবতার প্রসাদ।[9] এই দৃষ্টিতে যখন

[২১৭] অগ্নির সংজ্ঞা তখন 'যজ্ঞসাধ্', 'যজ্ঞসাধন'। তু ঋ ১ ৭৪।১১, প্রথমং যজ্ঞ-সাধম্ ৯৬।৩, ১২৮।২, ১৪৫।৩, ৩।২৭ ২, ৮, ৮ ২৩।৯, যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্ তন্তুর্ দেবেষ্ব্ আততঃ ১০।৫৭।২। [1]কেতু নিঘ 'প্রজ্ঞা' ৩ ৯; < √ কিৎ, চিৎ (দেখতে পাওয়া, চেতন হওয়া , তু 'কেতঃ', 'চিকিত্রঃ' 'চেতনম্'। ব্যাপারটা অন্ধকারে আলোর রেখা দেখার মত। তাই তে কেতু 'রশ্মি' (বিশেষত বহুবচনে, তু ১।২৪ ৭, ৫০।১, ৩, ৮ ৪৩।৫, ৯।৭০।৩), অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই হল বোধির ঝলক যা রহস্যকে জানিয়ে দেয়। ঋতে আলোর সঙ্গে কেতুর যোগ ঘনিষ্ঠ—অশ্বিন্, অগ্নি, উষা, সবিতা, সূর্য এঁদের প্রসঙ্গেই শব্দটির বহুল ব্যবহার (তু ১।৭১।২, ৩ ৫৫।২, ৩।৬১ ৩, ৪।১৪।২, ৭।৬৩।২)। শুধু একটি জায়গায় পতাকার ধ্বনি আসে (৭।৩০।৩ তাছাড়া এ-অর্থ কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় না। তু অগ্নির বিশেষণ : যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্ ১০ ১ ৫ [2]তু ঊর্ধ্বো নঃ পাহ্য অংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সম্ অত্রিণং দহ, কৃধী ন ঊর্ধ্বান্ চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ১।৩৬।১৪, পরের মন্ত্রে আছে : পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তের্ অরাব্ণঃ (দ্র টী ২০১[1])। 'অত্রিন্' অদনশক্তি (তু ৯ ১০৫।৬), আমাদের মধ্যে রাক্ষসী বৃত্তি (তু ৯।১০৪ ৬), বাণিয়া স্বভাব (তু জহী ন্য্ অত্রিণং পণিং বৃকো হি ষঃ (৬ ৫১।১৪)। [3]তাই ঋতে বহুজায়গায় তিনি 'যজ্ঞস্য কেতুঃ' ১ ৯৬।৬ (১০৩।১), ১২৭।৬, কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য (বিদ্যার সাধনার সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত (মহিমময় করলেন) চিত্তিভিঃ ৩।৩।৩, ১১।৩, ২৯ ৫, ৫ ১১।২, ৬।২।৩, ৭ ২, ৮৯ ২, ১০ ১ ৫, ১২২ ৪ , কেতুর্ অধ্বরাণাম্ অগ্নিঃ ৩ ১০।৪, বিদথস্য ১।৬০ ১, অধ্বরাণাং চেতনম্ ৩।৩।৮। [4]পূর্ব্যোঃ সদনোঃ কেতুর্ অন্তঃ ৩।৫৫।২ [5]তু ১ ২৭।১২ ৩ ২ ১৪। [6]তু ১০।১৩০।১, ২ (দ্র টী ২০১[1])। [7]তাই তিনি 'যজ্ঞম্ আতনিঃ' ২।১ ১০। [8]তু বিশ্বস্য কেতুর্ ভুবনস্য গর্ভঃ (অন্তর্নিহিত, অন্তর্যামী, তু টী ১৯৬[2] ও মূল) ১০।৪৫।৬।

[২১৮] নিঘণ্টুতে ধী কর্ম (২।১; দ্র টী ২)। তু ঋ যজ্ঞেন গাতুম্ অপ্তুরো বিবিদ্রিরে ধিয়ো হিন্বানা উশিজো মনীষিণঃ' যজ্ঞ দিয়ে পথ খুঁজে পেলেন উতলা মনীষীরা ধ্যানদের উদিয়ে দিয়ে ধীকে (নিরন্তর, প্রেরণা দিয়ে ২ ২১।৫ ('অপ্' প্রাণের ধারা বিসৃষ্টি ১০ ১২৯ ৬; সঙ্গে তার উজানে)। আরও তু 'মা তন্তুশ্ ছেদি বয়তো ধিয়ং মে' ধ্যানচেতনা বয়ন করে চলেছি আমি, তার তন্তু যেন ছিঁড়ে না যায় ২।২৮ ৫। যজ্ঞ বা উৎসর্গের ভাবনা একটি তনন বা বয়ন। 'যানি স্থানান্য্ অসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং তন্বানাস্ তপসাভ্য্ অপশ্যম্'—যেসব স্থান সৃষ্টি করেছেন ধ্যানীরা যজ্ঞের আতনন দ্বারা তপস্যার দ্বারা আমি তাদের দেখলাম ৮ ৫৯।৬। তু তন্তুং তন্বন্ (অর্থাৎ যজ্ঞের নিরন্তর আতননে রজসো ভানুম্ অন্ব্ ইহি প্রাণলোকের জ্যোতির অনুসরণ কর) জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্ ১০ ৫৩।৬। [9]'দিবশ্ চিদ্ আ পূর্ব্যা জায়মানা বি জাগৃবির্ বিদথে শস্যমানা, ভদ্রা বস্ত্রাণ্য্ অর্জুনা বসানা সেয়ম্ অস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ'—পুরাতনী এই ধী, দ্যুলোক হতে জন্মান এইখানে নিত্যজাগ্রতা তিনি, বিদ্যার সাধনায় তাঁর নিত্যশংসন, শুভ্রা

দেখি, তখন যজ্ঞ বস্তুতই 'দেবকর্ম'। যজ্ঞের ঋত্বিক্ দেবতা স্বয়ং, আমরা নই। আমরা সমিধ্ বয়ে আনতে পারি, আহুতির উপচার সাজিয়ে রাখতে পারি, এমন-কি পর্বে-পর্বে চেতনাকে সজাগ রাখতেও পারি; কিন্তু কর্মকে ধীতে রূপান্তরিত করে তাকে সিদ্ধ করা, আমাদের আদিত্যদ্যুতির তীব্র কামনাকে সার্থক করা, বাঁচার মত করে বাঁচবার সামর্থ্য আহরণ করা—এ তো দেবতার সাধনা, অগ্নির অরিষ্ট সখ্যের পরিচয়।[২] মর্ত্যের সোম্য আধারে সেই অমৃত দেবতাই যে রাজার মত নিষণ্ণ হয়ে আছেন বিদথের সাধনায় অতন্দ্র হয়ে।[৩] অতএব মানুষের জীবনযজ্ঞে অগ্নিই দিব্য ঋত্বিক্।[৪] সব 'আর্ত্বিজ্য' বা ঋত্বিক্‌কর্ম তাঁরই—তিনিই হোতা অধ্বর্যু প্রশাস্তা পোতা নেষ্টা অগ্নিৎ এবং ব্রহ্মা।[৫] তিনিই যজ্ঞের নেতা এবং নিয়ন্তা, বৃহৎ অধ্বরের ঈশান।[৬]

অগ্নিই যজ্ঞের দিব্য ঋত্বিক্, সব ঋত্বিকই তিনি—তবুও তিনি বিশেষ করে 'হোতা' [২১৯]। আমাদের দেবকাম হৃদয়ের অভীপ্সা তিনি, তাই আমাদেরই মত

তিনি, সুমঙ্গল বসন পরা, পিতৃপুরুষদের নিকট হতে লব্ধা নিত্যজাতা সেই ধী আমাদের হ'ন ৩।৩৯।২ এইখানে সর্বশুক্লা সরস্বতীর আভাস পাচ্ছি। [২]তু শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়ঃ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্, জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়ো ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ১।৯৪।৩, ৪। [৩]নি দুরোণে (দ্র টী. ২১৩[৮]) অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্ ৩।১।১৮। [৪]তু ১।১।১ (দ্র টী ২০৩[১])। [৫]তু ত্বম্ অধ্বর্যুর্ উত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা (জন্ম থেকে) পুরোহিতঃ, বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যসি ১।৯৪।৬, তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রম্ ঋত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বম্ অগ্নিদ্ ঋতায়তঃ (ঋতকামীর), তব প্রশাস্ত্রং ত্বম্ অধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্ চ নো দমে ২।১।২ (= ১০।৯১।১০), আরও তু ২।৫।১-৭ (Geldner বলেন, সপ্তম মন্ত্রের ঋত্বিক্ অগ্নিৎ)। মোটের উপর ঋত্বিক্ সাতজন এবং তাঁদের সাধারণ সংজ্ঞা হল 'হোতা' (তু ৩।১০।৪, ৮।৬০।১৬, ৯।১১৪।৩, ১০।৩৫।১০, ৬১।১, ৬৩।৭, ১২২।৪), যা আবার বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ (দ্র টী ২১৯)। অষ্টম ঋত্বিক হলেন 'গৃহপতি' (২।১।২, যজ্ঞের নেতা ২।৫।২, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিব ধূমকঃ' ক ২।১।১৩ এবং সাতটি ঋত্বিক সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ, দ্র টী ২১৫[৮])। অগ্নি স্বয়ং, যিনি 'জনুষা পুরোহিতঃ' (ঋ ১।৯৪।৬), জন্ম হতেই রয়েছেন চেতনার পুরোভাগে দিশারী হয়ে। তাঁর সঙ্গে তু বৃহ 'অন্তর্যামী' ৩।৭। উদ্‌গাতার নাম এখানে নাই, কিন্তু অন্যত্র আছে (ঋ ২।৪৩।২)। তু ২।৩৬-৩৭ সূ। [৬]'নেতা' : তু. ২।৫।২ (৩।১৫।৪), ১০।৮।৬, ৩।২৩।১; 'যন্তা' : ৩।১৩।৩; 'ঈশান' : ৭।১১।৪।

[২১৯] ঋতে কচিৎ অন্য দেবতার বেলায় প্রযুক্ত। অন্য ঋত্বিকদেরও এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভাব লক্ষণীয়। 'মন্দ্রো হোতা' অগ্নির একটি বিশিষ্ট পরিচয় (দ্র টী ১৪৬)। [১]তু ঋ. অযাম্ উ ষ্য প্র দেবয়ুর্ হোতা যজ্ঞায় নীয়তে, রথো ন যোর্ (পথিকের) অভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্ (জ্যোতির্ময়, তু 'ঘৃত') চেততি ত্মনা ১০।১৭৬।৩। অভীবৃতঃ' তু. ১।৭৯।৭ (আরও তু. হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা অপিহিত সত্যের মুখ ঈ ১৫)। [২]হোতার দৌত্য : ১।৫৮।১, ৪।৯।৮, দ্র ১০।৯১।১১ টী ১৯৪[২]। [৩]বরেণ্য হোতা : ১।২৬।৭, ৫৮।৬, ২।৭।৬, ৫।১৩।৪.; তাঁর 'নিষাদন' : ৪।৬।১১, ৬।১৬।১০, ৮।২৩।১৭, ১০।১২।১, ৪৬।১, ৫৩।২.। [৪]৬।১৬।৯, ১।১৩।৪, ১৪।১১, ৮।৩৪।৮। তু ১।৩৬।১৯ (দ্র. টী ১৮৮[৪]); অর্থাৎ মানুষ ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা নিয়েই জন্মায়। [৫]উষা উবাস মনবে স্বর্বতী যদ্ ঈম্ অগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্। অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বির্ আভরদ্ ইষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে, যদী বিশো বৃণতে দস্মম্ আর্যা অগ্নিং হোতারম্ অধ ধীর্ অজায়ত ১০।১১।৩, ৪। 'শ্যেন' দিব্য সুপর্ণ, বৈদ্যুতাগ্নির প্রতীক। দ্যুলোক হতে সোম আহরণ তাঁর কাজ (দ্র. ৪।২৬।৪-৭, ২৭ সূ)। সেই সোম এখানে 'দ্রপ্স' বা অমৃতবিন্দু, কিন্তু অগ্নিধর্মা। অগ্নিসোমের সহচারের বর্ণনা আরও অনেক পেয়েছি। এই মন্ত্রে পর্যায়ক্রমে অগ্নির বরণ, ধী-র জন্ম, শ্যেন কর্তৃক অমৃতবিন্দুর আহরণ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যথাক্রমে অভীপ্সা, প্রজ্ঞান, অমৃতচেতনা। [৬]তু. মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনম্ অগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিম্, তম্ ইদ্ অর্ভে হবিষ্য্ আ সমানম্ ইৎ তম্ ইন্ মহে বৃণতে নান্যং ত্বৎ ১০।৯১।৮, পরের মন্ত্রটিও দ্র.। 'মেধাকার' তু অগ্নি 'মন্ধাতা' ১০।২।২; 'মেধা' < মনস্ + √ধা, মনআধান, মনোযোগ, চিত্তের সমাধান, যোগের সমাধি। [৭]১।১।৫, ৬।১৬।২৩, [৮]১।১২।১,

তিনি 'দেবয়ূর্ হোতা'। উৎসর্গসাধনার জন্য তাঁকে যদি আমরা আহরণ করি, প্রজ্বল দীপ্তিতে আপনাহতে তিনি আমাদের প্রত্যয়গোচর হয়ে ওঠেন—আমরা দেখতে পাই, তিনি যেন পথিকের জন্য আলোর আড়াল-করা একখানা রথ।[১] মানুষের দূত হয়ে দেবতাকে এইখানে আহ্বান করে আনবার উৎসাহ তাঁর অশ্রান্ত।[২] আমাদের শুধু হোতৃরূপে তাঁকে বরণ করে নিতে হবে, আর তাঁর আসন পেতে দিতে হবে হৃদয়ের বেদিতে,[৩] যদিও অনাদিকাল হতে মনুই তাঁকে আমাদের মধ্যে নিহিত করে রেখেছেন এই রূপে।[৪] বিদ্যার সাধনায় যখনই মানুষ এই হোতার জন্ম দেয়, তখনই তার কাছে স্বর্লোকের আভাস নিয়ে উষা ওঠেন ঝলমলিয়ে; আর আর্যহৃদয় তিমিরনাশন হোতৃ-রূপে যখনই অগ্নিকে বরণ করে তখনই ধ্যানচেতনার জন্ম হয়, আর তাঁরই প্রেষণায় বিহঙ্গম 'শ্যেন' বিপুল বিশ্বতশ্চক্ষু সেই অমৃতবিন্দুকে বয়ে আনে অধ্বরে।[৫] এই হোতার মত মানুষের মননকে আর কেউ ছেয়ে থাকতে পারে না; তিনিই তার মধ্যে মেধার উন্মেষ ঘটান, তার বিদ্যার সাধনাকে সিদ্ধ করেন। তাই আহুতির উপচার অল্পই হ'ক আর বেশীই হ'ক, সমানে মানুষ তাঁকেই বরণ করে, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নয়।[৬] এই হোতা [৭]কবিক্রতু, [৮]বিশ্ববেদা : আর আমরা একেবারে কিছুই জানি না। দেবতার ব্রতে তাই আমাদের প্রমাদ ঘটে। দেবতাদের পথে আমরা চলি; যতটুকু পারি, নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। হোতা অগ্নি কিন্তু সব জানেন। তাই দেবযজনের ভার তাঁরই উপর, অধ্বর আর তার ঋতুর ব্যবস্থা তিনিই করবেন, আমাদের সমস্ত প্রমাদের আপূরণও করবেন তিনিই।[৯] তাই হোতৃরূপে তিনি 'যজিষ্ঠ' বা যাজকদের মধ্যে অনুত্তম।[১০] তাঁর বহুলতম বিশেষণ, তিনি 'মন্দ্র'[১১] বা আনন্দোচ্ছল।

দেখলাম, অগ্নি যজ্ঞসাধন, তিনি যজিষ্ঠ হোতা। যজ্ঞের ফল যজমানের দেবজন্ম। এই প্রজননে অগ্নি যেমন দেবযোনি [২২০], তেমনি আবার বীজপ্রদ

৩৬ ৩, ৪৯।৭, বিশ্ববিদ্ ৫।৪।৩। [৯]তু আ দেবানাম্ অপি পন্থাম্ অগন্ম যচ্ ছক্নবাম তদ্ অনু প্রবোল্হুম্, অগ্নির্ বিদ্বান্ত্ স যজাৎ সেদ্ উ হোতা সো অধ্বরান্ত্ স ঋতূন্ কল্পয়াতি। যদ্ বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ, অগ্নিষ্ টদ্ বিশ্বম্ আ পৃণাতি বিদ্বান্ যেভির্ দেবা ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ১০।২।২, ৪। পরের ঋকটিও দ্র, তু টী ২০৩[১]। [১০]১ ৭৭।১, ১২৮ ১, ২।৬।৬, ৪ ১।৪। হোতা ও যাজক এক, তু নি 'হোতারং' জুহোতের্, হোতেত্যৌর্ণবাভঃ ৭।১৫। [১১]দ্র. টী. ১৮৬।

[২২০] দ্র অগ্নির্ বৈ দেবযোনিঃ ঐব্রা ১।২২, ২।৩; তু শ ১২।৯।৩।১০। [১]তু ঋ ১০ ৫।৭, বৃষা ও পৃশ্নি যুগপৎ ৪।৩।১০। [২]বৃষভ < √বৃষ্ 'বর্ষণ করা, করানো'। রূপান্তর 'বৃষন্', ক্বচিৎ 'বৃষণ' অগ্নি সোম বিশেষ করে 'বৃষা', যেমন ইন্দ্র 'বৃষভ' (তু ২।১।৩)। 'যিনি বীর্যবর্ষণ করেন' এই যৌগিক অর্থেই প্রয়োগ বেশী যদিও উপমানের ছবিটি নিতান্ত দুর্লভ নয়, যেমন · 'সহস্রশৃঙ্গ' ৫।১।৮, 'তুবিগ্রীব' ৫।২।১২, 'ককুদ্মান্' ১০।৮।২, 'কনিক্রদৎ' ১।১২৮ ৩, 'রোরবীতি' ৪ ৫৮।৩, ১০।৮ ১। অগ্নি 'অরুষ' বা অরুণবর্ণ 'বৃষা' এই পরিচয় কয়েকজায়গায় আছে, উপমানের রূপ তাতেও স্পষ্ট (৩।৭।৫, ৫।১২।৬, ৬।৮।১, ৪৮।৬)। বৃষভের সঙ্গে বীর্যবর্ষণ ও গর্ভাধানের অনুষঙ্গ · ১ ১৭৯।১, ২।১৬।৮, ৪।৪১।৬, ৫।৪১।৬, বৃষভঃ কনিক্রদদ্ দধদ্ রেতঃ ১।১২৮।৩, সহস্ররেতা বৃষভঃ ৪।৫।৩, ৩।৫৬।৩, ৫।৬৯।২ .। [৩]১।৩১।৫; তু ১।১।৩। [৪]তু স ঈং বৃষা জনয়ৎ তাসু গর্ভং স ঈং শিশুর্ ধয়তি তং রিহন্তি ২।৩৫।১৩। 'অপাংনপাৎ' বৈদ্যুত অগ্নি, পরে দ্র। [৫]তু শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন ৩ ১।৮। [৬]তু বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সম্ ইধীমহি, অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ৩।২৭।১৫; দ্র. পূর্বের দুটি ঋক্।

পিতাও। সংহিতায় এটি ধেনু বৃষভের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে : অগ্নি যেমন বৃষভ, তেমনি ধেনুও।[১] আধারে শক্তিপাত বোঝাতে 'বৃষভ' সংজ্ঞাটি দেবতার বেলায় বহুপ্রযুক্ত।[২] দেবতার শক্তিপাত আধারকে পুষ্ট অতএব সমর্থ করে, অগ্নি তাই 'বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধনঃ'।[৩] সেই সমর্থ আধারে উছলে-ওঠা প্রাণের ধারাদের মধ্যে বৃষা অগ্নি গর্ভাধান করে নিজেই জন্ম নেন 'অপাংনপাৎ'রূপে, তারপর আধারশক্তিদের দ্বারা আপ্যায়িত[৪] এবং হৃদয়ের আকূতির দ্বারা সংবর্ধিত সেই শিশু অগ্নিই আবার হন বৃষা। তাঁর দিব্য সামর্থ্য তখন ঝরায় অমৃত আনন্দের জ্যোতির্ময় ধারা।[৫] আমাদের মধ্যে দেবতার জন্ম তখন আমাদেরও দেবতায় রূপান্তরিত করে আগুন যেমন ইন্ধনকে আগুন করে তোলে। দেবতার মত আমরাও তখন বৃষা : বৃষা হয়ে বৃষা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে চলি শাশ্বত কাল ধরে আর তাঁর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে বৃহৎ হয়ে।[৬] এই দিব্য সামর্থ্যই দেবাত্মভাবের স্বাভাবিক পরিণাম।

হোতা অগ্নির শ্লাঘ্যতম কীর্তি, তিনি 'রত্নধা'। সব দেবতাই রত্নধা [২২১], কিন্তু

[২২১] সাধারণভাবে সব দেবতাই **রত্নধা** : তু ৩।৮ ৬, ৭।৯।৫, ৩৭।২ বিশেষ করে রত্নধা অশ্বিদ্বয় ১।৪৭ ১ ৪।৪৪।৪, ৫।৭৫।৩, ৭।৬৭ ১০, (৬৯।৮), ৭০।৪, ৮।৩৫ ২২-২৪, রাচংবাচং জরিতুর্ রত্নিনীং কৃতম্ নাসত্যা ১ ১৮২।৯, উষা ৬ ৬৫।৪, ৭ ৭৫।৬, ৮, ৮১।৩; সবিতা ১।৩৫।৮, ২।১।৭, ৩৮।১, ৪ ৫৪।১, ৫।৪৮।৯ (অনিরুক্ত), ৪৯।২, ৮২।৩, ৭ ৩৮।১, ৬, ৪০।১, ৫২।৩, ১০ ৩৫।৭, ভগ ৫।৪৯।১ ৬।১৩।২, ৭ ৩৮।১, আদিত্যগণ ১।৪১ ৫ ৬ এঁরা সবাই দ্যুস্থান দেবতা। অন্তরিক্ষস্থানদের মধ্যে রত্নধা : রুদ্র ৬।৭৪ ১ (সোমের সঙ্গে), মরুদ্গণ ১০।৭৮।৮ বৃহস্পতি ৩ ৬২।৪, ইন্দ্র ৪ ৪১।৩ (বরুণের সঙ্গে), ৬ ১৯।১০, ৭।২৫।৩, ৮।৯৫।৯। ভূলোকে অগ্নি ছাড়া রত্নধা দ্যাবাপৃথিবী ৭ ৫৩।৩, সিন্ধুরা তু সজোষস আদিত্যৈর্ মাদয়ধ্বং সজোষস ঋভবঃ পর্বতেভিঃ, সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভী রত্নধেভিঃ ৪।৩৪।৮ ('ঋভু' পরে দ্র, রত্নধা সিন্ধুর সঙ্গে তু দ্রবিণোদা অগ্নি, সিন্ধু নাড়ীবাহী প্রাণপ্রবাহের প্রতীক, যেমন পর্বত স্কন্ধ এবং উত্তুঙ্গ ধ্যানচেতনার প্রতীক, তু ঋ ৭।৬।১, খ ৩।৫৪।২)। এছাড়া রত্নধা হলেন ত্বষ্টা ১ ১৫।৩ এবং গ্নাস্পত্নীরা (দিব্যশক্তিরা) ৪।৩৪।৭ (পরের ঋক্ দ্র)। অগ্নি যখন রত্নধা তখন সোমও রত্নধা হবেন, এ প্রত্যাশিত, ৯ ৩ ৬, ৬৭ ৪, ৫৯।১, দেবেভ্যো রত্নধা অসি ৬৭।১৩, ৮৬।১০, ৯০।২, স রত্নধা যোনিম্ ঋতস্য সীদস্য্ উৎস্যো দেব হিরণ্যয়ঃ ৯ ১০৭ ৪; দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা ৬।৭৪।১ (রুদ্রের সঙ্গে) বামদেবের মতে ঋভুরা বিশেষ করে রত্নধা : ৪ ৩৪।১, ৯, ৬, ১১, ৩৫।১, ২, ৮, যৎ তৃতীয়ং সবনং রত্নধেয়ম্ অকৃণুধ্বম্ ৯ (তু ১, অথবা ৩৪।৯ সোমযাজীকে তাঁরা একুশটি রত্ন আহিত করেন ১।২০।৭ (এই উপলক্ষ্যে তাঁদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রও 'রত্নধাতম' ১)। ঋভুরা মর্ত্য মানব হয়েও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন (১ ১১০।৪), সোমযাগে তাঁরা সোমপান করেন তৃতীয়সবনে অর্থাৎ যাগের শেষ পর্বে। তাহলে যাগের ফল হল 'রত্ন'লাভ। তাছাড়া অশ্বিদ্বয় 'বাজরত্ন' ৪।৪৩।৭, ঋভুরাও ৪।৩৪।২, ৩৫।৫, সবিতা 'সুরত্ন' ৭।৪৫।১, ত্বষ্টাও ১০ ৭০।৯; উষা 'রত্নভাক্' ৭।৮১।৪; যজমানও সবিতার প্রসাদে 'রত্নী' ৭।৪০।১, 'সুরত্ন' ৭ ৬৭।৬, ৮৪।৫, ৮৫।৫, ১০।৭৮।৮, নারীরা 'সুরত্না' (সাধারণ অর্থে) ১০।১৮।৭। [১] ১।১ ১, ৫।৮।৩, সংজ্ঞাটির আরেকটি মাত্র প্রয়োগ ঋভুদের উদ্দিষ্ট স্তোত্রের বেলায় ১।২০।১। অগ্নি 'রত্নধা', ১ ৯৪।১৪, ১৪১।১০, যং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি ২।১।৭, ৩।১৮।৫, সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নম্ অমৃতেষু জাগৃবিঃ (অশ্ব - ওজঃ ১০।৭০ ১০) ২৬।৩, ৪।২।১৩, ১২।৩, ১৫।৩, ৬।১৩।২, ৭।১৬।৬, ১২, ১৭।৭, ৩।২।১১, ১০।১১।৮। আবার অগ্নি 'স্বাহিরত্ন' ১।১৪১।১০। [২] অবশ্য 'রত্ন' উপমান, তার সামান্যগুণ হল আলোর জমাট বাঁধা। সুতরাং উপনিষদে যা 'প্রজ্ঞানঘন' বা 'বিজ্ঞানঘন', বেদান্তে 'চিদ্ঘন', তা-ই 'রত্ন'। এইসঙ্গে প্রতীক হিসাবে তু 'রত্ন' এবং 'মণি'। খুব সম্ভবত আদি 'রত্ন' মুক্তা—সমুদ্র হতে তোলা। অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক দুইই সমুদ্ররূপে কল্পিত, দুইই ব্যাপ্তিধর্মা। রত্ন তাহলে এই প্রসৃপ্ত চেতনার ঘনীভূত দীপ্তি, তু 'অস্তি দেবা অংহোর্ উরু, অস্তি রত্নম্ অনাগসঃ, আদিত্যা অদ্ভুতৈনসঃ'—হে দেবগণ হে আদিত্যগণ, যে নিরঞ্জন, যার মধ্যে পাপের সম্ভাবনা নাই, তার জন্য আছে ক্লিষ্টতা হতে বৈপুল্য, আছে রত্ন (৮।৬৭ ৭)। এখানে ক্লিষ্টচেতনা হতে বৈপুল্যে মুক্তির কথা পাচ্ছি, যা ব্রহ্মসদ্ভাবের লক্ষণ; দেখছি সেই নির্মলতাতেই রত্নের

তাঁদের মধ্যে অগ্নি হলেন 'রত্নধাতম'।[১] 'রত্ন' অমৃতচেতনার দীপ্তি, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞানঘনতা।[২] আলোঝলমল উষারা তাঁদের প্রথম রত্নচ্ছটা আকাশে যখন বিছিয়ে দেন,

আবির্ভাব। আর 'মণি' হল মূল্যবান্ পাথর, তার আকর পৃথিবী। সুতরাং তা পার্থিবচেতনার প্রতীক বলে অসুরভোগ্য তু ১।৩৩।৮, সেখানে অসুরদের বলা হয়েছে 'হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ', কিন্তু ইন্দ্র সূর্যের আলোয় ঝলমল, লক্ষণীয়, তন্ত্রের ব্রহ্মগ্রন্থি 'মণিপুর', যা প্রাকৃত সুখের আকর)। আগেই দেখেছি, দ্যুস্থান দেবতারাই বিশেষ করে রত্নধা—অশ্বিদ্বয় হতে ভগ পর্যন্ত আবার তাঁদের মধ্যে সবিতা রত্নধারূপে বিশিষ্ট, তাঁর আবির্ভাবে তখন পৃথিবীর আট দিক তিন মরুপ্রান্তর আর সপ্তসিন্ধু ঝলমলিয়ে ওঠে' (১।৩৫।৮)। আবার 'রত্ন' চেতনায় দেবতার আবেশ (দেবভক্তম্ ৪।১।১০), আকাশের আলোর আবেশ (দ্যুভক্তম্ ৪।১।১৮; ভক্ত' < √ ভজ্। ভগ্, ভেঙে পড়া, আবিষ্ট হওয়া—মৌলিক অর্থে; সুতরাং 'ভক্ত' দেবাবিষ্ট দ্র 'ভগ')। কোথাও 'রত্ন' আলো ('দ্যুম্ন' ৭।২৫।৩ 'বসু' ১।৫১।৬, ৩।২।১১, ১০।১১।৮, 'রোচনা' ৮।৯৩।২৬ (Geldner-এর মতে অগ্নির উক্তি), কোথাও-বা আনন্দ ('ময়ঃ' ৭।৮১।৩), কোথাও অগ্নি স্রোত ('দ্রবিণ' ১।৯৪।১৪, ৪।৫।১২)। একজায়গায় (১০।৩৫।৭) রত্নকে বলা হচ্ছে রত্নধা সবিতার 'শ্রেষ্ঠ বরেণ্য ভাগ', এখানে 'বরেণ্য ভর্গে'র (৩।৬২।১০) ধ্বনি সুস্পষ্ট। রত্নের এই বিশেষণগুলি লক্ষণীয়: রত্ন সুবীর্য (৭।১৬।১২), বীরবৎ (৭।৭৫।৮), অতএব গোজিৎ এবং অশ্বজিৎ (৯।৫৯।১, তু অশ্বাবৎ বীরবৎ ৭।৭৫।৮), বর্ণজিৎ (আনন্দের জেতা ঐ), প্রজাবৎ (সন্তান বা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি আছে যার ৩।৮।৬, ৮।৫৯।১), অমৃত (নিটোল ৭।৩৭।২)। এই রত্নকে পেতে হলে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না (তু ১।৫৩।১), কেননা দ্যুলোক ভূলোকের স্বধার আড়ালে সে লুকিয়ে আছে (৯।৮৬।১০), সুতরাং তার জন্য জাগ্রত চিত্তের তপস্যা চাই (তু ৩।২৬।৩, ২৮।৫)। রত্ন তারই জন্য যে 'রিশৎ' বা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আগ্রহী (তু ৪।২।১৩, ১২।৩, ৩৮।৬, ৬৪।৪, ৬।৬৫।৩, ৬, ৭।১৬।১২, ৭৫।৬)। রত্ন লাভ হয় প্রেম দিয়ে অগ্নির পরিচর্যা করলে (সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ১।৫৮।৭, ৩।৫৪।৩)। আমাদের 'ধীর' পিতৃগণ সোমকে দিশারী করে রত্নলাভ করেছিলেন দেবতাদের মধ্যে গিয়ে (তু তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নম্ অভজন্ত ধীরাঃ ১।৯১।১)। সোম যখন যজমানের ধীকে মার্জনার দ্বারা নির্মল করেন, তখন তাঁর ইচ্ছাতেই তার আবেশবিহ্বল হৃদয়ে রত্নের আবির্ভাব হয় (বিপ্রায় রত্নম্ ইচ্ছতি যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ৯।৫৭।৪, তু ধী 'বাজরত্না' বা বজ্রদীপ্তিতে ঝলমল ৬।৩৫।১, ৯।৪৭।৪; ধী'র দেবতা সরস্বতী রত্নধা তাঁর স্তন: 'যস্ তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্ যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তম্ ইহ ধাতবে কঃ'—তোমার যে স্তন উচ্ছল যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্ট কর যত বরেণ্য সম্পদ্, যা নিহিত করে রত্ন আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে ঢেলে দেয় হে সরস্বতী, এইখানে তাকে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য ১।১৬৪।৪৯)। রত্ন লাভের চরম ফল 'দেবতাতি' (তু ১।১৪১।১০, দ্র টী ১১৬[১]) এবং 'সর্বতাতি' (তু ১০।৭৪।৩, দ্র টী ১১৫[৭])। রত্নের নিরুক্তি সুনিশ্চিত নয়। নিঘণ্টুতে 'রত্ন' ধন (২।১০), যাস্কের মতে 'রমণীয়' বলে রত্ন < √ রম্, নি ৭।১৫। Geldner অর্থ করেন 'জয়লব্ধ সম্পদ' (Siegespreis) বা 'দক্ষিণা' (Belohnung)। কেউ বলেন দানার্থক √ রা হতে রত্ন, কেউ কেউ তুলনা করেন, IE *rent-*, *rnt*, Irish *rét* 'thing' এর সঙ্গে। কিন্তু < √ ঋ ? তু √ 'ঋতু'। [৩]ঋ প্রত্ন অগ্নির্ উষসাম্ অগ্রম্ অখ্যদ্ বিভাতীনাং সুমনা রত্নধেয়ম্ ৪।১৩।১। পরের দুটি চরণে অশ্বিদ্বয় এবং সূর্যের কথা আছে তাঁরাও রত্নধা। [৪]তু অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাস্ ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্ হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্ দধদ্ রত্না দাশুষে বার্যাণি ১।৩৫।৮। সবিতার প্রভাসে আকাশের মৌক্তিকচ্ছটার নীচে পৃথিবীর সুন্দর ছবি। সেই ছটা নেমে আসে তার মধ্যে, নিজেকে যে সঁপে দিতে পারে তাঁর কাছে। [৫]তু ৩।২৬।৩। [৬]তু যৎ তে শুক্রং তন্বো রোচতে শুচি তেনাস্মভ্যং বনসে রত্নম্ আ ত্বম্ ১।১৪০।১১ (√ বন্ 'ছিনিয়ে আনা', তু. win)। [৭]ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্ অপুপোদ্ ধ্য্ অর্কং হৃদা মতিং জ্যোতির্ অনু প্রজানন্, বর্ষিষ্ঠং রত্নম্ অকৃত স্বধাভির্ আদ্ ইদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্য্ অপশ্যৎ ৩।২৬।৮। 'পবিত্র' যা দিয়ে পূত করা যায়, পাবক, শুদ্ধির সাধন তারা অগ্নিরই তিনটি রূপ—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ বা বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য। তাদের আবেশে দেহ হবে অগ্নিব্যাপ্ত, প্রাণ বিদ্যুন্ময় আর মন জ্যোতির্ময়। 'জ্যোতি' হল লক্ষ্য, তাতে পৌঁছবার সাধন হল মন হৃদয় এবং প্রজ্ঞানের বৃত্তি। 'বর্ষিষ্ঠ রত্নে'র সঙ্গে তু পতঞ্জলির 'ধর্মমেঘ'। সিদ্ধির শেষ পরিণাম বৈশ্বানরের সর্বসাক্ষিত্ব। [৮]দমেদমে সপ্ত রত্না দধানঃ ৫।১।৫, তু ৬।৭৪।১ (সোম রুদ্র); শৌ ৭।২৯।১ (অগ্নি-বিষ্ণু; এটি সর্বদেবতার প্রত্যাহার ঐত্রা ১।১)। আবার একুশটি রত্ন ঋ ১।২০।৭। তু. বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন'। [৯]তু অথবা দেবেষ্ব্ অধ্বরং বিপন্যয়া ধা রত্নবন্তম্ অমৃতেষু জাগৃবিম্ ৩।২৮।৫।

অগ্নি তখন প্রসন্নমনে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে[৩] : এই দীপ্তি তাঁকেও ফোটাতে হবে সুকর্মার আধারে। তারপর আসেন হিরণ্যাক্ষ সবিতৃদেব: তাঁর দৃষ্টিতে ছান পৃথিবীর আটটি দিগন্ত, যোজনব্যাপী তিনটি প্রান্তর, সাতটি সিন্ধু : যে দিয়েছে, তার মধ্যে নিহিত করেন বরেণ্য রত্নরাজি।[৪] তখন অমৃতদেব মধ্যে নিত্যজাগ্রত বৈশ্বানরও সমিদ্ধ হয়ে তার মধ্যে নিহিত করেন রত্নের দীপ্তি[৫] : বাইরের আকাশ আর অন্তরের আকাশ তাতে এক হয়ে যায়। তাঁর তনূতে যা শুভ্র যা শুচি, তা-ই দিয়ে আমাদের মধ্যে রত্নচ্ছটা ফোটান তিনি আঁধারকে পরাভূত করে।[৬] অপরূপ তাঁর স্ফুরত্তা : তিনটি 'পবিত্র' দিয়ে পবিত্র করেন তিনি গানের শিখাকে হৃদয়ের প্রজ্ঞান দিয়ে জ্যোতিরনুগামী মননকে জেনে; অজস্রনির্ঝরিত রত্নদীপ্তির সৃষ্টি করেন স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্য দিয়ে, তারপরেই তাঁর দৃষ্টি মেলে দেন দ্যাবাপৃথিবীর 'পরে।[৭] এমনি করে প্রতি আধারে সাতটি রত্নকে নিহিত করেন তিনি চেতনার সাতটি ভূমিতে।[৮] অধ্বরের সাধনাও তখন রত্নদীপ্ত হয়ে, অমৃতদের মধ্যে নিত্যজাগ্রত থেকে পৌঁছয় দেবতার সান্নিধ্যে তাইতে তার শ্লাঘ্য সার্থকতা।[৯]

ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি ধরে অগ্নির দিব্যকর্মের বা যজ্ঞ-সম্পর্কের মোটামুটি একটা বিবৃতি দেওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ গুণ ও কর্মের আলোচনায় তাঁর সাধারণ পরিচয়ও এইখানে শেষ হল। তারপর আমাদের আলোচ্য অগ্নির

২ জন্মরহস্য

দেবতা স্বরূপত অজর এবং অমৃত, কিন্তু তাঁর জন্ম আছে বৈদিক ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত দেবতা নিত্য, তাঁর জন্মও নাই মরণও নাই। কিন্তু আমাতে গুহাহিত থেকেও সাধনার ফলে আমার মধ্যে যখন তিনি 'আবির্ভূত' হন, তখন তাই তাঁর 'জনিম' বা জন্ম [২২২]। এই আবির্ভাব যদি বিদ্যুতের মত

[২২২] তু মহাজনের উক্তি 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা' রূপগোস্বামী, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২ ২ ঋগ্বেদে সোমের জন্মসম্পর্কে পাই 'সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ ঋতস্য গর্ভো নিহিতো যমা পরঃ, যূনা হ সন্তা প্রথমং বি জজ্ঞতুর্ গুহা হিতং জনিম নেমম্ উদ্যতম্' (যজমানের দক্ষ মনের সঙ্গে সঙ্গত হন (এই) কবি, (যিনি ঋতের গর্ভরূপে নিহিত ছিলেন যুগলের ওপারে দুটি যুবা আবির্ভূত হয়েই প্রথম (তাঁকে) জানতে পেরেছেন বিশেষ করে; গুহাহিত (তাঁর) জন্ম আধখানিই প্রকটিত ['দক্ষ মন' সঙ্কল্পে সমর্থ, তাই দেবদর্শন তার পক্ষে সহজ হয় তু প্র ৯।৫। 'ঋত' বিশ্বের আদিবিধান (তু ঋ ১০ ১৯০।১, ধর্ম ৯০ ১৬), সোম বা অমৃতচেতনা সেইখানে গুহাহিত, সৃষ্টির মূলে আনন্দ। 'যম' অশ্বিযুগল (তু ২'৩৯।২, ৩।৩৯।৩), তাঁরাই প্রথমে আথর্বণ দধ্যঙ্ ঋষি হতে মধুবিদ্যা বা সোমরহস্য লাভ করেছিলেন (দ্র ১।১১৬ ১২, ১১৭ ২২: তু বৃ ২ ৫।১৫ ১৯), তাঁরাই 'দুটি যুবা', অন্তরিক্ষের ওপারে দ্যুস্থানদেবতাদের প্রথম, দিব্যচেতনার আদিম উন্মেষ। সোম্য আনন্দের আধখানি ঢাকা থাকে লোকোত্তরে, আধখানি উথলে ওঠে এইখানে (তু ১।৮৪ ১৫, দ্র টী. ১০৬)] ৯ ৬৮।৫। তু মধুর সেই মহৎ পদ যা 'গুহাচর' হয়েই 'আবিঃ' ২।২ ১ আরও তু ঋ দশ ক্ষিপঃ (অঙ্গুলি) পূর্ব্যং সীম্ (তাঁকে) অজীজনন্' (জন্ম দিল) ৩।২৩।৩ বামদেব 'গর্ভে নু সন্ন্ অন্ব্ এষাম্ অবেদম্ অহং জনিমানি বিশ্বা' অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়েছিল (৪ ২৭।১, তাই তন্ত্রের ভাষায় তিনি 'যোগিনীভূ'; দ্র. গী ৪।৫, ঐউ ২।৪।৫। এই উন্মেষই দেবজন্ম। 'জনিম' < √ 'জনী প্রাদুর্ভাবে'। [১]তু কে. ৪।৪, ঋ ১।১৬৪।২৯ দ্র টী ৪৪,

ক্ষণস্থায়ীও হয়,[১] তবুও তা তাঁর নিত্যস্বরূপকেই আমার অনুভবগোচর করে। তাই বেদের দেবতা 'জাত', কিন্তু অমৃত।[২]

অগ্নির জন্মকে অধিযজ্ঞ অধিলোক অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম এই চারদিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রত্যক্ষত অগ্নি যজ্ঞসাধন, তাই তাঁর অধিযজ্ঞ জন্মের কথাই আগে হ'ক।

যজ্ঞে অরণিমন্থনে অগ্নির জন্ম প্রত্যক্ষ। এই মন্থনের কথা আগেই বলেছি [২২৩]। তাঁর এই জন্ম দিনের পর দিন,[১] অন্তরে-বাইরে দিনের আলো ফোটবার আগে, উষাসানক্তের রহস্যলোকে, দেবকামের চোখে আদিত্যদ্যুতির প্রত্যাশা জাগিয়ে।[২] এই অধিযজ্ঞ জন্মে উত্তরারণি এবং অধরারণি তাঁর পিতা এবং মাতা, তাদের মধ্যে তিনি নিহিত আছেন বহু গর্ভিণীতে সুনিহিত একটি ভ্রূণের মত।[৩] দুটি অরণি হতে জন্ম বলে অগ্নির এক নাম 'দ্বিমাতা'।[৪] কিন্তু মনে রাখতে হবে, অরণি-মন্থনে অগ্নির জন্ম দেওয়া ব্যাপারটি শুধু কায়সাধ্য নয়, ধ্যানসাধ্যও বটে।[৫]

[১] তু বেদান্তের সিদ্ধান্ত অবিদ্যার আদি নাই, কিন্তু নাশ আছে, তেমনি বিদ্যার আদি আছে, কিন্তু নাশ নাই। অবশ্য এই তথাকথিত 'আদিত্ব' আমাদের প্রতীতিজ্ঞ মাত্র।

[২২৩] দ্র টী ২০৫, ২০৬ ও মূল। লক্ষণীয়, মন্থন হতে অগ্নির জন্ম অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে ঋ ৩ ২৯ সূক্তে, এরই রূপকাত্মক বিবৃতি পাই ৩।১ সূক্তে আর এই দুটি সূক্ত হল তৃতীয় মণ্ডলের আগ্নেয় উপমণ্ডলের অন্তে এবং আদিতে। অর্থাৎ আগে ভাবনা তারপর তাকে আশ্রয় করে কর্ম (দ্র টী ২ ও মূল)। [১] তু দিবেদিবে জায়মানস্য দস্ম (হে তিমিরনাশন) ২ ৯।৫, দিবেদিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভিঃ ৩।২৯।২, 'তম্ অর্বন্তং ন সানসিম্ অরুষং ন দিবঃ শিশুম্, মর্মৃজ্যন্তে দিবেদিবে' তিনি (ইন্টার্থ) ছিনিয়ে আনা অশ্ব যেন, যেন দ্যুলোকের অরুণ শিশু (তু সোমের বর্ণনা ৯।৩৩।৫, ৩৮।৫), তাঁকে তারা মার্জনা করে দিনের পর দিন ৪ ১৫ ৬। আরও তু এরা তে অগ্নে জনিমা সনানি (চিরন্তন), প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্ ৩ ১ ২০ অগ্নির জন্ম যেমন প্রাক্তন ও চিরন্তন, তেমনি নিত্যনূতন, যদিও তিনি সবার প্রাগ্ভাবী। [২] তু অগ্নিম্ অচ্ছা দিবঃ ... মনাংসি চক্ষূংষীব সূর্যে সং চরন্তি, যদ্ (যখন ঈং এ'কে) সুবাতে উষসা (উষা) এবং নক্ত। বিরূপে (কেননা একজন আলো, আরেকজন কালো) শ্বেতো বাজী জায়তে অগ্রে অহ্নাম্ ৫ ১ ৪ অগ্নিজ্যোতির **সূর্যজ্যোতিতে পরিণমনের ধ্বনি সুস্পষ্ট**: আগ্রেঅহ্নাই বিস্ফারিত হয় বিশ্বচেতনা। উষা যে-অগ্নিকে প্রসব করেন তিনি মিত্র, আর নক্ত বা রাত্রি যে অগ্নিকে প্রসব করেন তিনি বরুণ। বরুণের অব্যক্ত জ্যোতি হতেই আবার পূর্বাহ্নে মিত্রের ব্যক্ত জ্যোতীরূপে তাঁর আবির্ভাব শ্বেত অশ্বের মত (তু ৫ ৩ ১, দ্র টী ২০৭ ও মূল)। উপনিষদের ভাষায় একটি সম্ভূতির চেতনা আরেকটি অসম্ভূতির। দুয়ের সম্ভোর লক্ষণীয় (তু ১০ ১২৯ ৪ ঈ ১৪)। [৩] ঋ ৩।২৯।২; দ্র টী ১৭৯[২], ২১৭[২] ... বহু গর্ভিণীর একটি ভ্রূণ তু একং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ ৩।১।৬, দ্র টী ৯১[৩] উত্তরারণি পিতা, আর অধরারণি মাতা এটি উত্তানা' বলে তু ৩।২৯ ৩, ২ ১০।৩, উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী ৫ ৯ ৩। [৪] তু দ্বিমাতা শয়ুঃ (শয়ান) কতিধা চিদ্ (কতরকমেই যে আয়বে (জীবের জন্যে, যজমানের জন্যে, আয়ু মনুর মতই আমাদের পূর্বপুরুষ, - আয়ু প্রাণ, মনু মন তু ৮।১৫।৫ আবার আয়ু দেবতা বিশেষ করে অগ্নি তু ৫।৭১ ২, দ্র টী ১৬৩[১], অগ্নি প্রাণ আমাদেরই আছেন প্রাণের মূলে তু জন্মন্জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ৩।১।২০, ২১। ১ ১১২ ৪, ৩।৫৫ ৬, ৭, আরও তু ১।১৭০।৩, ৫।১১।৩ (দ্র টী ১৮৬[৩]), শেষে (শুয়ে আছ) বনেষু (কাঠে ইন্ধন; কামনায়) মাতরা সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে ৮।৬০।১৫ (সব কাঠেই আগুন আছে তবু অভীপ্সারূপী দেবতা অগ্নির জন্ম হয় অরণি হতেই, তু শেষ ১।১৯, ১০।৭৯।৪, ১১৫।১ আরও তু 'দ্বিজন্মা' (দ্র টী ১৯১), ১ ১৪৯ ৪, ৫। অরণিমন্থন করতে হয় দুহাতে—দশ আঙুলে সুতরাং তারাও অগ্নির মাতা (দ্র ১।৯৫।২, ৩।২৩।৩, ২৯ ১৩ ৪।৬ ৮ । তারা পরস্পরের বোন্ স্বসারঃ) [৫] তু অগ্নিং নরো দীধিতিভির্ (ধ্যানাভ্যাস দ্বারা) অরণ্যোর্ হস্তচ্যুতী (হাত চালিয়ে) জনয়ন্ত প্রশস্তম্, দূরেদৃশং গৃহপতিম্ (তু ঈ ৫) অথর্যুম্ (সঞ্চরমাণ, অগ্নির আরেক সংজ্ঞা; তু 'অথর্বা', আবে অথর্ > আতশ্ 'আগুন', নি. 'অতনবন্তম্' < √ অত্ 'চলা', তু 'অতিথি' ৫।১০) ৭।১।১, ৩।২৬।১ (দ্র. টী. ১৭০[২])।

আবার অরণি একটুকরা 'বন' বা কাঠ, তাই অগ্নির আরেক নাম 'বনে-জাঃ' [২২৪]। একজায়গায় অধরারণিকে বলা হয়েছে 'বনা' 'সুভগা' বা চিদাবিষ্টা হয়ে সে জন্ম দেয় 'বিরূপ' অগ্নিকে।[১] কাঠে আগুন আছে, অরণিমন্থনে তা জ্বলে ওঠে এবং সমিধ্ আশ্রয় করে বেড়ে চলে; তাই বনের সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু 'বন' শব্দটি বস্তুত শ্লিষ্ট, তার মধ্যে কামনার ধ্বনি আছে। অগ্নি যখন ছোট ছোট কামনার বন পুড়িয়ে ছারখার করেন, তখন তিনি 'বনেষাট্'[২]; আবার তাদের অভীপ্সায় রূপান্তরিত করে যখন ঊর্ধ্বশিখ করেন, তখন তিনি 'বনস্পতিঃ'।[৩] কামনা জীর্ণ না হলে, তার রস না মরলে আধারে আগুন জ্বলে না; কিন্তু তার পরেই দেবতার আবির্ভাব হয় অজর অমৃত জীবনরূপে।[৪] তপশ্চর্যার ভাবনা এসেছে এই হতে এবং এইজন্য বেদে অগ্নি বিশেষ করে তপোদেবতা।[৫]

অগ্নির এই অধিযজ্ঞ জন্ম হতে আসে তাঁর অধিলোক জন্মের ভাবনা। যজ্ঞ বিশ্বভুবনের নাভি বা প্রাণকেন্দ্র, যজ্ঞের বেদি পৃথিবীর পরম অন্ত বা সীমা [২২৫], আর উত্তরবেদিতেই দেবতা অগ্নির প্রত্যক্ষ পার্থিব জন্ম। একজায়গায় বলা হচ্ছে, 'অগ্নি প্রথম জন্মালেন দ্যুলোক হতে, তারপর আমাদের থেকে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম জাতবেদোরূপে।[১] তখনই তিনি আমাদের 'সহসঃ সূনুঃ' বা উৎসাহসের পরিণাম যা পথের সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে; তিনি আমাদের 'ঊর্জো নপাৎ' বা অন্তরাবৃত্তির সেই সামর্থ্য হতে জাত যা আমাদের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।[২]

কিন্তু দিব্যভাবনায় অধিযজ্ঞদৃষ্টি যখন বিস্ফারিত হয়, তখন দেখি অগ্নি শুধু

[২২৪] তু ঋ ৬।৩।৩, ১০।৭৯।৭; ৫।১।৫। আরও তু গুহাহিতং শিশ্রিয়াণং বনেবনে ৫।১১।৬ (দ্র টী ২০৫[৩]), ১০ ৯১।২। [১]বনা জজান সুভগা বিরূপম্ ৩।১।১৩ বনম্ গাছ বন, কাঠ, 'বনা'ও তাই, স্ত্রীলিঙ্গে একমাত্র প্রয়োগ অধরারণি বোঝাতে। ক্লীবলিঙ্গে 'বনস্', ঋতে একমাত্র অসমস্ত প্রয়োগ 'আ যাহি (উষাঃ) বনসা সহ' ১০।১৭২।১, অর্থ 'প্রীতি' বা 'রতি'। < √ বন্ 'চাওয়া খোঁজা সংগ্রহ করা, ছিনিয়ে নেওয়া' তু Lat. *venus* 'love' <*wen 'to wish', OS OHG *winnan* 'to strive after' । 'বিরূপম্' নানারূপম্ (সা) অথবা 'অনারূপ', জড় কাঠ চিন্ময় অগ্নিতে রূপান্তরিত। [২]'অধা সহ মন্দ্রো অরতির্ বিভাবা অব স্যতি দ্বিবর্তনির্ বনেষাট্' তারপর এদের মধ্যে ('বিক্ষু' প্রবর্তসাধকদের মধ্যে উনি) আনন্দমাতাল (প্রাণ-চঞ্চল জ্যোতির্ময় (দেবতা সমাবিষ্ট হন 'বন'কে অভিভূত করে, তখন দুটি তাঁর আবর্তন বা গতিপথ ১০ ৬১।২০ পূর্বের ঋকেই অগ্নি বলছেন, 'আমিই সব হয়েছি ' প্রতি আধারে জড়ত্বকে অভিভূত করে তাঁর চিন্ময় আবির্ভাব তাঁর একটি গতি ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের অভিমুখে, আরেকটি চারদিকে দাবানলরূপে তখন তিনি 'কৃষ্ণযাম' (৬।৬।১) বা 'কৃষ্ণবর্তনি' (৮।২৩।১৯)। [৩]বনস্পতি আপ্রীসূক্তের বিশিষ্ট দেবতা, বিবরণ পরে দ্র। [৪]তু ৩।২৩ ১ (দ্র টী ১৭১[৩]), 'আদ্ ইৎ তে বিশ্বে, ক্রতুং জুষন্ত, শুষ্কাদ্ যদ্ দেব, জীবো জনিষ্ঠাঃ'—তাইতে তাঁরা সবাই (পিতৃগণ) (তোমার, সামর্থ্যে হলেন সন্তুষ্ট, যখন শুষ্ক (ইন্ধন) হতে হে দেবতা, জীবন্ত হয়ে জন্ম নিলে ১।৬৮।৩। [৫]তু যো নঃ সনুত্যো (দূরে থেকে) অভিদাসদ্ (ছারখার করে দেয়) অগ্নে, যো অন্তরো (কাছে থেকে) মিত্রমহো (হে মিত্রজ্যোতি) বনুষ্যাৎ (সর্বনাশ করে আমাদের), তম্ অজরেভির্ বৃষভিস্ তব স্বৈঃ (দহন দিয়ে) তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ৬।৫।৪ (দ্র টী ১৬৮[৪] ও মূল)।

[২২৫] ঋ ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ ১।১৬৪।৩৫। তু. অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ (ছা ৩।১৬, ১৭), এবং হৃদয়ই বেদি (ছা ৫।১৮।২)। [১]তু ১০।৪৫।১, দ্র টী. ২৩০। [২]'সহসঃ সূনুঃ' দ্র টী ২০৫[৫], তু 'সহসস্পুত্রঃ' ৩।১৪।১ (৬), ১৮ ৪, ৫ ৩।১, 'সহসো যহুন্' ১।১৪১।১০, 'সহসো যহুঃ' ১ ২৬।১০। 'ঊর্জো নপাৎ' ২।৬।২, ৩।২৭।১২, ৬।১৬ ২৫, ৪৮।২, ১০।২০।১০, ঊর্জঃ পুত্রঃ ১।৯৬।৩। অগ্নিমন্থনের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা দ্র. টী. ২০৫[৪] ও মূল।

এই দুটি অরণিতে নিবদ্ধ নন, তিনি 'শিশ্রিয়াণো বনে-বনে' প্রত্যেকটি 'বন' আশ্রয় করে গুহাহিত হয়ে রয়েছেন [২২৬]। আমাদের পার্থিবচেতনার প্রতিটি নিগূঢ় কামনা নির্মথিত করে এক 'মহৎ সহঃ'-রূপে অগ্নিকে আমরা জীবনে জন্ম দিতে পারি। তখন তিনি যেমন 'শতবল্শ' (শতশাখ) বনস্পতি হয়ে এই পৃথিবী ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠেন, আমরাও তেমনি গজিয়ে উঠি 'সহস্রবল্শ' হয়ে।[১]

দৃষ্টি আরও গভীর হলে দেখি, অগ্নির পার্থিব জন্ম শুধু 'বন' হতে নয়, 'ওষধি' হতেও [২২৭]। বন শুষ্ক হলে তবে তাতে আগুন ধরে;[১] কিন্তু ওষধি

[২২৬] তু ঋ ৫।১১।৬, দ্র টী ২০৫[৮]। [১]তু বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম ৩।৮।১১। সূক্তটি যূপসম্পর্কিত। যূপ যেমন বনস্পতি, তেমনি অগ্নিও বনস্পতি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যজমান বা সাধকই যূপ ঐব্রা ২।৩, তৈব্রা ৩।৯।৫।২, শব্রা ৩।৭।১।১১। আবার প্রাণাগ্নির শিখা সঙ্গত হয় আদিত্যে, অতএব যূপ আদিত্য ঐব্রা ৫।২৮, তৈব্রা ২।১।৫।২, বৈষ্ণবো হি যূপঃ শব্রা, ৩।৬।৮।১। যূপ বজ্রও ঐব্রা ২।১, ৩, শব্রা ২।৬।৪।১৯। তু হঠযোগের 'সুষুম্ণকাণ্ড' যার ভিতর দিয়ে সংহৃত প্রাণ অগ্নিরূপে ঊর্ধ্বস্রোতা হয়।

[২২৭] তু ঋ অপাং গর্ভং দর্শতম্ (দর্শনীয় দৃশ্যমান) ওষধীনাম্ ৩।১।১৩ (১।১৬৬।৫২), স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোর্, অগ্নে চারুর্ বিভৃত ওষধীষু (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভূলোক মূলাধার দ্যুলোক সহস্রার আর সোমবাজ্ঞী ওষধি সুষুম্ণকাণ্ড যার ভিতর দিয়ে অগ্নির সঞ্চরণ, তু উপনিষদের হিতা নাড়ী) ১০।১।২, তম্ ওষধীর্ দধিরে গর্ভম্ ঋত্বিয়ং (সময়োচিত, আধারে অভীপ্সা জাগে কাল পূর্ণ হলে), তম্ আপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ তম্ ইৎ সমানং (তুল্যভাবে) বনিনশ্ চ (বৃক্ষেরা) চ বীরুধো ঽন্তর্বতীশ্ (গর্ভিণী) চ সুবতে চ বিশ্বহা (সর্বসময়) ১০।৯১।৬। তু ১।৬৮।৩, ৪।৭।৭, ৬।১৮।১০, শোচিষ্কেশ্ জুহ্বাস্, হরিণীষু জর্ভুরৎ (শুষ্কাস্বপ্রধীষ্, জ্বলন্ হরিতবর্ণ সু, আর্দ্র স্বাগাধীষ্, কুটিলং গচ্ছন্' সা) ১০।৯২।১। [২]ওষধি < ওষ (উষার আলো বা অগ্নিদীপ্তি) < √ উষ্ (দহন করা), √ বস্ (আলো দেওয়া) + ধি < √ ধা (নিহিত করা, সা ৬।৫৯।১৮), কিন্তু নি √ ধে (পান করা) ৯।২৭। সামান্যত উদ্ভিদের সংজ্ঞা। যজ্ঞের সঙ্গে তার মুখ্য সম্পর্ক অরণি বা সমিধ্রূপে, যূপরূপে এবং সোমলতারূপে। দেখেছি, অরণি অগ্নিমাতা, যূপ বনস্পতি অগ্নি, সোম আনন্দচেতনা। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাধনার প্রথমে অগ্নিসমিন্ধন, তারপর পশুবন্ধন ও পশ্বালম্ভন এবং অবশেষে সোমপানে অমৃতত্বলাভ। ওষধিসম্পর্কিত এই তিনটি ব্যাপারে অধ্যাত্মসাধনার একটা ক্রমিক উৎকর্ষ দেখা যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অরণিমন্থনে জ্বলে অভীপ্সার আগুন, তারপর যূপে বাঁধা পশুর সংজ্ঞপনে প্রাণজয় এবং অবশেষে সোমের সবনে এবং পানে দিব্য আনন্দলাভ। জড়ের মধ্যে প্রাণচেতনার প্রথম উন্মেষ ওষধিতে। চেতনা সেখানে সম্মূঢ় এবং অস্পষ্ট, মনুর ভাষায় 'অন্তঃসংজ্ঞা'। এই তামস চেতনা পশুতে রাজস এবং মানুষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আত্মসচেতন (দ্র টী ১০৮[২])। সাধনদৃষ্টিতে দেহের সঙ্গে ওষধির একটা সমতা আছে। অন্তর্যাগে এই দেহই অরণি অথবা বনস্পতি এবং পরিশেষে সোমলতা। সোমলতারূপে ওষধির চরম উৎকর্ষ। ওষধি তখন নাড়ীর প্রতীক। ঋব ওষধিসূক্তে (১০।৯৭) ওষধিরা 'সোমরাজ্ঞী' অর্থাৎ সোম তাদের রাজা (১৮, ১৯)। কিন্তু ওষধিরূপী প্রাণচেতনার মূলে কাজ করছে বৃহতের চেতনা। তাই ওষধিরা বিশেষ করে বৃহস্পতিপ্রসূতাঃ—'অংহঃ' বা ক্লিষ্টচেতনা হতে আমাদের তারা মুক্তি দেয়, আমাদের মধ্যে নিহিত করে দেববীর্য (১৫, ১৯)। আবার আরেকদিক দিয়ে ওষধিদের প্রতিভূ হল 'অশ্বত্থ' (৫)। ঊর্ধ্বমূল অবাকশাখ অশ্বত্থ প্রাচীনকাল হতেই মনুষ্যদেহের বিশেষ করে নাড়ীজালের প্রতীক। তা ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষও বটে (তু সোম - অশ্বত্থ ১।১৩৫।৮ সায়ণ)। আরও তু অগ্নির 'বর্চঃ' বা তেজ নিহিত ওষধীতে (৩।২২।২), সমস্ত ওষধীতে তিনি 'আবিষ্ট' (১।৯৮।২), 'বহুধা প্রবিষ্ট' (১০।৫১।৩), 'অদ্রোঘো ন দ্রবিতা চেততি ত্মন্ অমর্ত্যো ঽবর্ত্র ওষধীষু' দ্রোহহীন হয়ে ছুটে চলেন যেন তিনি আত্মচেতন হয়ে ওষধিদের মধ্যে অমৃত এবং অবারণ (৬।১২।৩ নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নির স্বচ্ছন্দ অমৃতপ্রবাহ; 'দ্রবিতা'তে দ্রাবণোদ্য অগ্নির ধ্বনি স্ব), 'স্না বসান ওষধীর্ অমৃধ্রস্ ত্রিধাতুশৃঙ্গো বৃষভো বয়োধাঃ' পত্নী হয়ে জড়িয়ে আছে তাঁকে ওষধিরা যাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না কোনমতে, ত্রিধাশৃঙ্গ বীর্যবর্ষী যিনি তারুণ্যের আধাতা (৫।৪৩।১৩ - ওষধিরা তাঁর শক্তি বসনের মত তাঁকে জড়িয়ে আছে, আর তিনি তাদের মধ্যে বীর্যাধান করে চলেছেন তিনটি পর্বে; 'ত্রিধাতুশৃঙ্গঃ' ত্রিপ্রকারশৃঙ্গবদুন্নতলোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণজ্বালঃ [সা])। [৩]তু ১০।৯৭।৭, ১৮, ১৯, ২২; ৯।১১৪।৩, ৫৯।২ (সোমের বয়ে চলা); ওষধিরা সোমের ধাম ১।৯১।৪ (তু. ইন্দ্র ও অগ্নিরও অধিষ্ঠান

সরস থেকেই অগ্নিমাতা, তেমনি বনস্পতিও অগ্নিস্বরূপ—এই ভাবনাটি লক্ষণীয়। ওষধি যে অগ্নিগর্ভা, তা তার নামেই প্রকাশ,[২] অথচ রহস্যদৃষ্টিতে সে রসচেতনার প্রতীক পার্থিব সোম ওষধিদের শ্রেষ্ঠ, ওষধি 'সোমরাজ্ঞী'।[৩] সুতরাং ওষধিতে অগ্নি ও সোম অর্থাৎ তপোবীর্য ও আনন্দ দুটি তত্ত্বের সঙ্গম ঘটেছে। অধ্যাত্ম অনুভবে বনস্পতি অগ্নি যেমন নাড়ীতন্ত্রসঞ্চারী দ্রবিণোদা,[৪] ওষধিরাও তেমনি নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুন্ময় সোম্য আনন্দধারার বাহন।[৫] এইদিক দিয়ে বৈদিক ভাবনায় ওষধি-বনস্পতির সহচার[৬] বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দুটিতে মিলে অগ্নি-সোমরূপী দেব মিথুনের প্রতীক; অথচ তপঃশক্তিরূপে অগ্নি দুয়ের মধ্যেই অনুস্যূত। ওষধির সমপর্যায়ের আরেকটি শব্দ 'বীরুধ্'[৭]: অগ্নিকে কোথাও কোথাও 'বীরুধাং গর্ভঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সোমকে বলা হয়েছে 'বীরুধাং পতিঃ'।[৮] ওষধি বনস্পতি হতে অগ্নির জন্মপ্রসঙ্গে অপ্ হতে অগ্নির জন্মের কথা আপনি এসে পড়ে, কেননা অপ্ হল এদের সঞ্জীবনী শক্তি,[৯] কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে।

তারপর দেখি, অগ্নির পার্থিব জন্ম 'অশ্ম' বা 'অদ্রি' হতে [২২৪]। সোজাসুজি মনে হবে, এ বুঝি চকমকি ঠোকার ব্যাপার[১] কিন্তু এভাবে অগ্নিজনন তো যজ্ঞীয় বিধি নয়। বস্তুত 'অশ্ম' সংজ্ঞার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'বলের গো নিগ্রহন' অর্থাৎ আবরিকা শক্তির দ্বারা অন্তর্জ্যোতির চারদিকে পাষাণের দুর্ভেদ্য প্রাকার রচনা।[২] এই অন্তর্জ্যোতিকে কোথাও বলা হয়েছে 'গো', কোথাও-বা 'অগ্নি'।[৩] ইন্দ্র যখন দুটি

১ ১০৮ ১১, সুতরাং এর তিনটি প্রধান দেবতাই নাড়ীসঞ্চারী, তু তন্ত্রের সুষুম্ণা বজ্রাণী ও চিত্রাণী।। সোম ওষধি ১০ ৮৭।৩। [২]দ্র দ্রবিণোদাঃ পদে। [৩]তু ৯।৮৬।৩ দ্র টী ১১৮°।। [৪]১।১৬৬।৫, ২।১।১, ৩।৩৫ ১০, ৫।৪১।৮ ৬২।১৬ ৭ ৩৪ ২৩, ৮।২৭।২, ১০।৬৫।১১। আরও তু ৭ ৯ ৫ ৩০ ২৫, ৩৭ ৫, ৫৬।২৫। [৫]নি বীরুধ ওষধয়ো ভবন্তি বিরোহণাৎ ৬।৩; তু ঋ ইমাং খনামি ওষধিং বীরুধম্ ১০।১৪৫।১, আশ্ব ৯৭।৩ ২১। [৬]তু ২ ১ ১৪, বি য়ো বীরুৎসু রোধন্ মহিত্বা ১ ৬৭।১০। উদ্ভিদসঞ্চারের ধর্মি না), ১০ ৯১।৬, ৭৯।৩, সোম ৯।১১৪ ২। [৭]তু পর্জন্যের ওষধিতে গর্ভাধান ৫।৮৩ ১ 'ওষধিরূপে অগ্নিই এই গর্ভ'। এই হতে ওষধি ও অপ্-এর সংচার ৩।৫৫ ২২, ৫ ৪১।১১ ৭।৩৪।২৩, ২৫, ৫৬ ২৩, ৮।৫৯।২, ১০।৬৮ ৭ তু অপ্সু অগ্নে সধিষ্ (নিবাস) তব সৌষধীর্ অনু রুধ্যসে সঙ্গে সঙ্গে উজিয়ে চল) ৮।৪৩।৯।

[২২৪] তু ঋ যম্ অশ্মনস্ পরি জায়সে শুচিঃ ২।১ ১, যো (ইন্দ্রঃ) অশ্মনোর্ অন্তর্ অগ্নির্ জজান ২।১২।৩; অদ্রিতে ১।৭০।৫, যম্ আপো অদ্রয়ো বনা গর্ভম্ ঋতস্য পিপ্রতি (পুষ্ট করে ঋতের বীজরূপে) ৬।৪৮ ৫ (দ্র টী ২০৫[২]), অদ্রেঃ সূনুম্ আয়ুম্ আহুঃ (পাষাণ হতে জাত প্রাণরূপে, দ্র টী ১৮৬[২]) ১০ ২০।৭। [১]তু তৈস সায়া 'যম্ অশ্মনস্ পরি' পাষাণস্যোপরি পাষাণান্তরসংঘট্টনেন জায়সে ৪।১।২।৫ [২]বলের আখ্যান ঋ ১০।৬৮ ৫-৯; তু ৬৭ ৩ ৮, পণিসরমাসংবাদ ১০ ১০৮ স, [৩]তু যস্য (সোমস্য) 'গা' অন্তর্ অশ্মনো মদে দৃলহা অবাসৃজঃ (ইন্দ্র) ৬ ৪৩।৩, বাহুভ্যাং ধমিতং ('মন্থনাৎপাদিতম্' সা) অগ্নিম্' অশ্মনি ২ ২৪।৭, অন্য ত্র গুহানিহিত নিধি অবিন্দদ্ দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বের্ (পাখির) ন গর্ভং পরিবীতম্ অশ্মনা অনন্তে অন্তর্ অশ্মনি ১ ১৩০ ৩, তু ২ ২৪।৬। [৪]তু ২।১৪।৬, 'অশ্ম' বজ্র তাইতে শম্বরের পুরভেদ [৫]৬ ৪৩।৩। [৬]তু বৃহস্পতির্ উদ্ধরন্ অশ্মনো গাঃ . বি বলং (বলস্য) বিভেদ (আধার ভেঙে হল 'সূর্যরুচ্' তু অপাজাম্ ইন্দ্র ত্রিপুষ্ম অরুণীঃ সূর্যরুচম্ ৮।৯১।৭, ১০।৬৮ ৪, ৮, আরও তু ৬৭। ৩, ৫, ৯। [৭]তু ২।২৪।৭ সোমও তাই করেন [illegible] উস্রিয়া (আলোঝলমল) অপস্যা (অর্থাৎ প্রাণোচ্ছল) অন্তর্ অশ্মনো নির্ গা অকৃন্তৎ (ছিঁড়ে আনলেন) ওজসা ৯।১০৮।৬ ('অশ্মনো মেঘনামৈতৎ' সা; মেঘও বৃত্র বা আবরিকা শক্তি তু নি ২।১৬)। [৮]ঋ ১০।২০।৭, তু 'অদ্রিজাঃ' ৪।৪০ ৫, সূর্যে অগ্নিধর্মের উপচার ৬।৪৮ ৫, অদ্রৌ চিদ্ অস্মা (এঁকে আহুতি দাও অন্তর্ দুরোণে (আধারের মধ্যে) ১।৭০ ৪।

অশ্ম হতে অগ্নির জন্ম দেন, তখন বজ্ররূপী অশ্ম[৪] দিয়ে আঘাত করেন অচিতির অশ্মকে এবং তাইতে চিদগ্নি উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমনি করে 'গো' বা জ্যোতির ধারাকেও তিনি অশ্মের আড়াল হতে মুক্ত করেন।[৫] বৃহস্পতি তাঁর বজ্রনাদ বা মন্ত্রবীর্য দিয়েও তা-ই করেন।[৬] তাঁদের অনুসরণে ঋতম্ভর ঋষিরাও তা করেন।[৭] আবার যখন অগ্নিকে বলা হয় 'অদ্রির পুত্র',[৮] তখন তারও একই তাৎপর্য। তবে কিনা 'অশ্ম' এবং 'অদ্রি' পর্যায়শব্দ হলেও অদ্রি বিশেষ করে সোম ছেঁচবার পাথর বলে এক্ষেত্রে তারও ধ্বনি আছে। অগ্নিমন্থন বা সোমসবন দুয়েরই অর্থ হল শক্তি ও আনন্দকে অচিত্তির কবল হতে মুক্ত করা।

অগ্নির পার্থিব জন্ম তাহলে বন ওষধি এবং পাষাণ হতে সোজাসুজি এবং রাহস্যিক অর্থেও বটে। তিনি পৃথিবীস্থান দেবতা, তাই পৃথিবীর যেখানে প্রাণ ও চেতনারূপে তপঃশক্তির প্রকাশ, সেখানেই তিনি আছেন; এককথায় তিনি 'পৃথিবীর নাভি' [২২৯]। তিনি আবার পৃথিবীর পুত্রও।[১] কিন্তু পৃথিবী যদি অগ্নির মাতা হন, তাহলে দ্যুলোক তাঁর পিতা। অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র, একথা আছে অনেক জায়গায়।[২] পৃথিবী অগ্নির প্রত্যক্ষ আশ্রয় হলেও স্বরূপে তিনি দ্যুলোকের শিশু,[৩] তাঁর জন্ম পরমব্যোমে,[৪] মাতরিশ্বা দ্যুলোক হতেই তাঁকে নিয়ে এসেছেন মানুষের মধ্যে;[৫] অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে অভীপ্সার শিখা উন্মুখ হয়, তা দিব্যচেতনারই আবেশে বা শক্তিতে।[৬]

দ্যুলোকে যেমন অগ্নির প্রথম জন্ম, আবার আমাদের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম, তেমনি তাঁর তৃতীয় জন্ম 'অপ্'এ [২৩০]। তাই তিনি 'অপাং গর্ভঃ'[১] এবং এইজন্য

[২২৯] তু শো য়ে অগ্নয়ো অপ্সু অন্তর্ য়ে বৃত্রে য়ে পুরুষে য়ে অশ্মসু, য় আবিবেশৌষধীর্ য়ো বনস্পতীন্ যঃ সোমে অন্তর্ যো গোষ্ব্ অন্তর্ য় আবিষ্টো বয়ঃসু, যো মৃগেষু, য় আবিবেশ দ্বিপদো যশ্ চতুষ্পদঃ ৩.২১।১-২, ১২।১।১৯, যো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্ব্ অন্তর্ আবিবেশামৃতো মর্ত্যেষু ২।৩৩, ঋ ১.৭০।৩, ১০।৪৫ ৬ ৩ ২৭ ৯; ১।৫৯ ২ টী ২০৫[১]। [১]তু তং গর্ভং ভূমিশ্ চ বিভর্তি ৭ ৪ ৫, আরও তু অস্মাদ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ ১০।৪৫।১, এই দ্বিতীয় জন্ম দেবযেনিতে উত্তরবেদিতে বা অরণিতে। [২]তু ১।৫৯ ৪, ৩।১।৭, ২।২, ৩।১১ ৭ ৭।৩, ১০।১।২, ২।৭, ১৪০।২ ; দ্যুলোক-ভূলোকের 'উপস্থে' ১ ১৪৬।১, ৬।৭ ৫ ৭।৬।৬ , অতএব 'দ্বিজন্মা' ১।১৪৯ ৪, ৫, ২।৯।৩ । [৩]তু ৪।১৫।৬, ৩।২৫ ১, ১০।৪৫।১, ৮, অসুরস্য জঠরাৎ ৩ ২৯।১৪। [৪]তু ১।১৪৩ ৪, ১৪৩ ২ ৬।৮ ২, ৮।১১।৭। [৫]তু ১।৯৩।৬, ৬।৮।৪, ১০।৪৬।৯। [৬]তু শ্রদ্ধার আবেশে নচিকেতার মধ্যে অভীপ্সার জাগরণ ক. ১।১।২...।

[২৩০] তু ঋ 'দিবস্ পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নির অস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ, তৃতীয়ম্ অপ্সু নৃমণা অজস্রম্ ইন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ' দ্যুলোক হতে প্রথম জন্মালেন অগ্নি, আমাদের থেকে দ্বিতীয়বার (জন্মালেন) জাতবেদা তৃতীয়বার অপ্এর মধ্যে নরের মন নিয়ে, অশ্রান্তভাবে সমিদ্ধ রেখে এঁর স্তুতি গান শোভনধ্যানী ১০।৪৫ ১। অগ্নির দ্যুলোকে জন্ম সূর্যরূপে সা।, ভূলোকে উত্তরবেদিতে জাতবেদারূপে, আর অন্তরিক্ষে বৈদ্যুত 'অপাং নপাৎ'রূপে (দ্র ২।৩৫ সূ ।। দ্যুলোক আর ভূলোক যেন আমাদের অস্তিত্বের সুমেরু আর কুমেরু; তার মধ্যে অন্তরিক্ষচারী বিদ্যুতের দীপনী নাড়ীচক্রে (ল অপাং নপাৎ নাদ্য' বা নদীজাত ২।৩৫ ১) অথবা হৃদসমুদ্রে (তু ৩. 'ঊর্ব' সমুদ্র)। নৃমণাঃ (তু 'নৃমণ' নিঘ 'বল' ২ ৯ 'ধন' ২ ১০। <নৃ (নর < √ নৃ।নৃৎ, তু 'নরা মনুষ্যা নর্তান্তি কর্মসু' অর্থাৎ কর্ম যাদের কাছে নৃত্যের মত নি ৫.১) + মনস্। 'নৃ' ভাববচনে পৌরুষ, ওর্জস্বিতা (তু নিঘ 'মনুষ্য' ২।৩; 'অশ্ব' ১.১৪ দ্র ঋ. ১০।৭৩।১০। বৃত্রের সঙ্গে সংঘাত অন্তরিক্ষলোকেই বিশেষ করে; তাই অগ্নি সেখানে 'নৃমণাঃ'। [১]১।৭০।৩, তু ৩।১।১২, ১৩ ৭ ৯ ৩, ১০ ৯১।৬, ২।১।১, ৫ ৮৫।২; ১০।৮।১। [২]দ্র ২।৩৫ সূ., বিবৃতি পরে। [৩]ঋতে তাঁর বর্ণনা : 'স শ্বিতানস্ তন্যতু রোচনস্থা অজরেভির্

তাঁর একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'অপাং নপাৎ'।[২] পৃথিবীতে জল বয়ে যায় নদীর ধারায়, পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। কিন্তু নদীজলের উৎস হল অন্তরিক্ষে পর্জন্যের ধারাসারে। সেইখানে অগ্নিকে আমরা দেখতে পাই বিদ্যুৎরূপে।[৩] অন্তরিক্ষে তাই অগ্নির তৃতীয় জন্ম, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মরুদ্গণের জ্যোতির্ময় আবেশ।[৪] অন্তরিক্ষ প্রাণলোক বৃষ্টি ও বায়ুর আধাররূপে। সে-প্রাণ অগ্নিগর্ভ, রেতোধা পর্জন্য তাকে নিষিক্ত করেন ওষধিতে।[৫] ওষধির 'রস' বা সার হল পুরুষ বা মানুষ, কেননা তার দেহ প্রাণ মন বলতে গেলে ওষধির পরিণাম।[৬] অপ্ অগ্নি ওষধি এবং প্রাণ এইভাবে অন্যোন্যসম্পৃক্ত। সুতরাং অগ্নির পার্থিব জন্ম যেমন অভীপ্সার শিখারূপে, দিব্য জন্ম পরমচেতনারূপে, তেমনি তাঁর এই তৃতীয় জন্ম ভুবনসঞ্জীবন অন্তরিক্ষচর মহাপ্রাণরূপে।

তিনটি লোকে অগ্নির তিন জন্মের কথা ঋক্‌সংহিতায় নানাভাবে আছে [২৩১]।

ক্রন্দদ্ ভিব্ বিদ্যুতে, মন্মন বক্তু তিনি, অত্যেন আলোর লোকে—জবাতীন (শিখাদের) নিনাদে তেপুরম ৬।৬।২, তু অক্রন্দদ্ (গর্জে উঠলেন) অগ্নিঃ স্তনয়ন্ (প্রতিধ্বনিত ক'রে) ইব দ্যৌঃ ক্ষামা পৃথিবী। লৌকিন বীরুধঃ সমঞ্জন্ লিপ্ত করে ভিজিয়ে দিয়ে) ১০।৪৫।৪ (তার পরেই 'আভাব বর্ণনা, তিনি বৈদ্যুতো যদি বা বৈদ্যুতো হসি ৩ ১০।৫।১। আবও তু ক পত্নীদের মধ্যে 'নেমা বিদ্যুতো ভাতি' ২ ২।১৫। অন্তরিক্ষই অগ্নি স্বন পত অবজাঃ', পাথসরে তারই উপজাব নদীতে এবং সিন্ধুতে নদীতে তু ঋ যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ (অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সাতটি হোতা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষপ্রাণ) শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু (তু ২।৩৫।১, ৩), ত্রম্ অ গন্মি ত্রিপস্ত্যং নিস্রে তা অথবা 'ত্রিষধস্থ'। সমদ্রুব্ (সমাধিমান্ পুরুষের দস্যুহন্তমম্ ৮।৩৯।৮। সমুদ্রে ত ভিন্ন জানা (জন্ম) পরিভূষন্তো (যজমানকে ঘিরে আছে) অস্য সমুদ্র একং দিব্, একম অপ্সু ১ ৯৫ ৩ সমুদ্রে ত্বা নৃমণা (মজমানী) অপ্সু অন্তর্ নৃচক্ষা দেবাঃ সর্বসাক্ষী দ্র টী ৩০৮[১]। ঊর্ধে দিবো অগ্নিম ঊধন্ (পালনে, যা জ্যোতিঃস্বর) ১০।৪৫।৩, তু সমুদ্রবাসসম ৪ ১০২।৪ (অ উর্ণতারুৎ' ঐ, পুরাণে সমুদ্রের অগ্নি 'ঔর্ব' তু ঋ ২ ৩৫।৩)। [৩]তু তড়ান্তো বা নভসি এশিশ্রবাসম্ অপাম্ উপস্থে মহিষা (জ্যোতির্ময় মরুদ্গণ অবর্ধন ১০।৪৫।৩। [৪]দ্র ৭ ৮৩।১, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ৭।১০১।১, ৬, ১০২।২। [৫]দ্র ছা এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসো ইপাম্ ওষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ (< অগ্নি) রসঃ ১ ১।২, অবও তু ৬ ৫ ১

[২৩১] তু ঋ উত ত্রিন ত বিদথেষু সম্রাট ৩ ৫৬।৫ (তু ত্রিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রাট্ ৫৫।৭, তিনটি মাতা 'ঋতাবরীর্ যোষণা স্ ত্রিস্রো অপ্যাং দিব্ আ দিবো বিদথে পত্যমানাঃ' ঋত্বিকেরা তিনটি অনুজ্ঞা নারী দিনে তিনবার অর্থাৎ তিনটি সোমসবনে যাঁরা হন বিদথের স্বামিনী ৫৬।৫, সার মতে ইলা সরস্বতী ভারতী যাঁরা পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের অন্তর্যামিণী), ১। ৮৮।১০ (দ্র টী ১৭৪[১]), ১ ৯৫।৩, ১০।৪৫।১, ত্রিব্ অস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পার্হা (আমাদের স্পৃহণীয়. দেবস্য জনিমান্য অগ্নেঃ ৪।১।৭, ১০ ২ ৭ (স্বষ্টা পিতা আর ত্রিলোকী মাতা, স হবং অগ্নি সর্বলোপা), তু ।৪৬।৯।, তু শৌ ১২।১।২০ [১]দ্র টী ১৫৮[১]। অগ্নি বায়ু সূর্য তিনটি লোকে তিনটি জ্যোতি দ্র ঋ শম্ অগ্নির্ অগ্নিভিঃ করৎ শং নস্ তপতু সূর্যঃ, শং বাতো বাতু অরপা (নিঃশব্দে) অপ (দূর করে) স্রিধঃ (অরিষ্ট যত) ৮।১৮।৯, ১০।১৫৮।১, ১।১৬৪।৪৪ (তিনজনই 'কেশী' অর্থাৎ রশ্মিবিশিষ্ট; কিন্তু 'ধ্রাজির্ একস্য দদৃশে ন রূপম্' বেগ আছে একজনের কিন্তু তাঁর রূপ দেখা যায় না; তু ঘোষা ইদ্ অস্য শৃণ্বিরে ন রূপম্ ১০।১৬৮ ৪, যদিও অন্যত্র বায়ু 'দর্শত' ১।২।১, তু 'অপশ্যং' গোপাম্ ১৬৪।৩১। [২]দ্র ৩।২০।২ ৫ ৯ ৪ ১১ ২ ৬।৮।৭, ১২ ২, তু 'ত্রিপস্ত্য' ৮ ৩৯।৮ অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে তিনটি অগ্নিবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি 'আবসথ'। [৩]তু বিশ্বস্য কেতুর্ (চিদ্বিন্দু, চিল্লেখা) ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্ জায়মানঃ (তাঁর আবির্ভাবমাত্র চেতনার বিস্ময় বিস্ফারণ) বীলুং (অনড়) চিদ অদ্রিম্ অভিনৎ পরায়ঞ্ (বিস্ফুরিত হতে গিয়ে) জনা যদ্ অগ্নিম্ অয়জন্ত পঞ্চ ১০।৪৫।৬। পঞ্চ জনাঃ বেদে একটি বহুপ্রযুক্ত পদগুচ্ছ ঋক্‌র প্রতি-মণ্ডলেই উল্লিখিত ঐত্রা বলেন দেব মনুষ্য 'গন্ধর্বাপ্সরসঃ' সর্প এবং পিতৃগণ অর্থাৎ তির্যক্‌যোনি মানুষ আর তিনটি ঊর্ধ্বজন তু তৈউ আনন্দমীমাংসা ২.৮) ২।৩১। যাস্ক বলেন,

বিশ্বভুবন ছাওরা ত্রিধাস্থিত অর্চিঃ তিনি—দ্যুলোকে সূর্যরূপে, অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে এবং পৃথিবীতে অগ্নিরূপে।[১] তাইতে তিনি 'ত্রিষধস্থ' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের তিনটি চিৎকেন্দ্রে অবস্থিত।[২] এই কেন্দ্র হতে তিনি সর্বত্র বিচ্ছুরিত এবং অনুপ্রবিষ্ট, তাই তিনি আবার 'ভুবনস্য গর্ভঃ' অর্থাৎ বিশ্বভুবনের অন্তর্যামী চিদ্‌বিন্দু।[৩] আবার মরমীয়ার দৃষ্টিতে তিনিই সব বলে[৪] একাধারে তিনি পিতা মাতা এবং পুত্র অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ বিশ্বসম্ভূতি।[৫] তাঁর জন্মরহস্য চরমে ওঠে, যখন বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ বলেন : মায়ের গর্ভে তিনি পিতার পিতা, বিদ্যুতের মত ঝিলিক হানছেন অক্ষর পরমব্যোমে যখন আ-সন্ন হয়ে আছেন ঋতের যোনিতে।[৬]

'গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি ইত্যেকে, চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ (নি ৩.৮)। নিঘণ্টুতে মনুষ্যনামের মধ্যে পাই 'পঞ্চ জনাঃ' (২ ৩)। Roth আর [illegible]-এর মতে মনুষ্যজাতি' চারদিকে অনার্য, মধ্যে আর্য। [illegible] বলেন, অনু, দ্রুহ্যু, যদু, তুর্বশ আর পুরু এই পাঁচটি আর্য কৌম (১।১০৮।৮, ৭ ১৮ সূ দ্র, কিন্তু সেখানে বহু কৌমের উল্লেখ)। ঋক্‌সংহিতাতে দেখি প্রধান তিনটি দেবতা সবাই 'পাঞ্চজন্য' (অগ্নি ৯।৬৬ ২০, ইন্দ্র ৫।৩২ ১১, সোম যো বা জনেষু পঞ্চসু' ৯।৬৫ ২৩)। আবার দেখি পঞ্চজনেরা সরস্বতীতীরে (সরস্বতী 'ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী' ৬।৬১।১২), অত্রি ঋষি পাঞ্চজন্য (১।১১৭ ৩)। এইথেকে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, পঞ্চজন তাহলে বিশ্বজন হতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পঞ্চজন জীবমাত্রকে বোঝাচ্ছে কেননা অগ্নি ইন্দ্র সোম আর [illegible] সবার মধ্যেই, সবাই উদ্ধারণের পালক অতএব 'সর্ব' [illegible] অগ্নি [illegible] এ অর্থ [illegible] মনে সহজেই আসবে। ঔরা তির্যক যোনিকেও পঞ্চজনের মধ্যে গ্রহণ করে বিশদ্রষ্টা প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, 'পঞ্চ জনাঃ' একটি বৈদিক বাগ্‌ভঙ্গি, যেমন আমাদের 'পাঁচ জন' সবাই তু 'পঞ্চায়েৎ' যা এদেশের বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, [illegible] শব্দ 'পাঞ্চজন্য', অর্থাৎ তার ব্রহ্মঘোষ সবার জন্য তু গী ৯।৩২, ৩৩, কেননা তিনি 'বিশাং গোপাঃ' [illegible] অদিতিতত্ত্বদৃষ্টিতে বলছেন 'যে দেবা অসুরেভ্যঃ পূর্বে পঞ্চ জনা আসন', য এবাসাবাদিত্যে পুরুষো যশ্চন্দ্রমসি যো বিদ্যুতি যোঽপ্সু যোঽয়ম অক্ষন্ন্‌ অন্তর্‌ এষ এব [illegible], ছন্দ [illegible] অদিতিঃ ঋ ১ ৮৯।১০ এবং ১ ৫১।৭। স্বপান্তে 'পঞ্চ মানুষাঃ, কৃষ্টয়ঃ [illegible], চর্ষণয় জাতানি, মানবাঃ'। [৪]দ্র ঋ ১০।৬১ ১৯ (টী ১৭৮[৫])। [৫]তু শিমা চক্র [illegible] 'ভুবনস্য গর্ভম্‌ আ দধে, দক্ষস্য পিতরং তনা' -[illegible] সমিদ্ধ হলে (এই) বলেন, ভূতসমূহের বীজকে তিনি অর্পিত করলেন নিজের মধ্যে অগ্নি স্বয়ং ভূতবীজ ১০ ৪৫।৬, ১ ৭০।৩, আবার তিনিই সব কিছুর গর্ভের আধার ৩ ২।১০, এই সব কিছু অদিতি ১।৮৯।১০, এবং অগ্নিও অদিতি, দ্র টী ১৭৭[৫], অতএব অগ্নি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র অদিতিরই মত। [illegible] দক্ষের পিতাকে (ভূতবীজরূপী নিজেকে দক্ষ একজন আদিত্য ঋ ২।২৭ ১ এবং দেবগণের পিতা ৬।৫০ ২, ৮ ৬৩।১০, সুতরাং অগ্নিও পিতা, কিন্তু পরমদেবতারূপে অগ্নি দক্ষেরও পিতা। [illegible] তনা [illegible], নিরুক্তিপ্রতিরূপক অন্বয় দ্র ১।৩ ৪ 'নিত্যম্' সাভা, অথবা [illegible] 'তনয়া' ১০।৯৩।১২, সার অন্বয় ও ব্যাখ্যা 'পিতরং অগ্নিং দক্ষস্য তনা তনয়া বৈদিরূপা ধারয়তি' ৩।২৭ ৯। [৬]তু [illegible] মাতুঃ পিতুষ্‌ পিতা বিদ্যুতানো অক্ষরে সীদন্‌ ঋতস্য যোনিম্‌ আ ৬।১৬।৩৫। অগ্নির মাতা পৃথিবী ৩ ২৯।১৪ (সা), অরণি ৫।৯।৩, বা অদিতি ১০ ৫ ৭ দ্র টী, ১০৩, ১৭৫[২] তাঁর পিতা অনন্ত 'অসুর' ৩।২৯।১৫ দ্যৌঃ ২৫ ১ দ্রষ্টা (বিশ্বরূপ) ১।৯৫ ২, ৫, ৩ ৭।৯, অথবা দক্ষ ২৭।১০। তিনি পিতারও পিতা (৩ ২৭।৯), যখন তিনি পরমব্যোমে সদসতের ওপারে ১০।৫।৭। তাঁর নিকেতন তু [illegible] **ঋতস্য যোনিঃ** নিঘণ্টুতে 'উদক' ১।১২, তু সলিলানি ঋ ১ ১৬৪ ৪১, অম্ভঃ গহনং গভীরম ১০।১২৯।১, তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্বম্‌ আ ইদম্‌ ৩ [illegible] দ্যুলোক অন্তরিক্ষ এবং মর্ত্যলোককে ঘিরে অম্ভঃ' (কুনাসার মত) এবং 'আপঃ' থৈ থৈ করছে। ১।১।২। পুরাণের কারণসলিল প্রসিদ্ধ। তা-ই 'ঋতে'র বা শাশ্বত বিশ্ববিধানের 'যোনি' বা উৎস। [illegible] 'যোনি'র মৌলিক অর্থ গর্ভবেষ্টনী (নি ২।৮) অগ্নি 'প্রথমজা ঋতস্য' ঋ ১০।৫ ৭ ৬১ ১৯। সোমও 'সীদন্‌ ঋতস্য যোনিম্‌ আ' ৯ ৩২।৪, ৬৪ ১১। পদগুচ্ছের ব্যবহার সোমের বেলায় খুব বেশী। আবার বিশ্বের মূলে আছে এক 'অভীদ্ধং তপঃ' (১০।১৯০ ১), যাহতে ঋত এবং সত্যের জন্ম। সুতরাং সেই বিশ্বাদি অগ্নিও **'ঋতস্য যোনিঃ'**।

তারপর অধিদৈবত দৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম। 'দ্যৌঃ' আলোঝলমল আকাশ যাঁর প্রতীক বিশ্বের তিনি আদিপিতা [২৩২], কেননা তার সব কিছুর মূলে রয়েছে এক অনিবাধ ব্যাপ্তিচৈতন্যের জ্যোতির্ময় প্রেষণা। অন্যান্য দেবতার মত অগ্নিও এই দ্যৌঃর 'সূনু' বা 'শিশু',[১] তাই তাঁর প্রথম জন্ম দ্যুলোকে বা পরমব্যোমে, অর্থাৎ আমাদের জ্যোতিরভীপ্সা সেই পরমজ্যোতিরই প্রসাদ। আবার বিশ্বসৃষ্টির দিক থেকে বিশ্বকর্মা আদিপিতাকে বলা হয় 'ত্বষ্টা বিশ্বরূপঃ' ছুতোর যেমন কাঠ কুঁদে রূপ গড়ে, তেমনি তিনি নিজেকেই বিশ্বের রূপে 'তক্ষণ' করেন বলে।[২] অগ্নি এই ত্বষ্টারও পুত্র, কেননা অপাদশীর্ষা গুহাহিত[৩] অগ্নিকে মাতরিশ্বা এবং দেবতারা তক্ষণ করেই জন্ম দেন মানুষের মধ্যে।[৪] মানুষের যা অগ্নিমন্থন, তা-ই দেবতাদের অগ্নিতক্ষণ এবং তার মূলে রয়েছে সবিতৃরূপে ত্বষ্টার প্রচোদনা।[৫] আবার আদিমাতা অদিতি হতে তাঁর জন্ম পরমব্যোমে,[৬] তিনি অদিতির দামাল ছেলে।[৭] একজায়গায় পাই, দিব্য ধেনু পৃশ্নি তাঁর মাতা যিনি বিশ্বপ্রাণের লোকোত্তর অমৃতনির্ঝর।[৮] এসমস্তই অগ্নির দিব্য জন্ম, যার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হল আমাদের অভীপ্সার শিখা বা তপস্যার আগুন জ্বলে ওঠে সেই পরম চৈতন্য বা পরমা শক্তি বা পরম প্রাণের প্রেষণায়।

দক্ষ সাতজন আদিত্যের একজন [২৩৩]। তিনি দেবগণের পিতা,[১] শতপথ-

[২৩২] তু. ঋ দ্যৌঃ নঃ পিতা ১।১০।৭, দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র ১৬৪।৩৩, দ্যৌষ্পিতা জনিতা ৪।১।১০। দ্র. 'দ্যৌঃ'। [১] ৩।২৫।১, ৪।১৫।৬, ৬।৪৯।২। তু. রো অস্য পাজো রজসঃ শুক্রো অগ্নির্ অজায়ত ১০।১৮৭।৫ [২] ৩।৫৫।১৯, ১০।৮১।৪, তু. ১।১৬৪।৪১। দ্র. আপ্রীমন্ত্রগণ, ত্বষ্টা [illegible] ৪।১।১১ দ্র. টী. ১৬৪[৩]। [৪] তু. ঋ দ্যাবা যম্ অগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টাম্ আপস্ ত্বষ্টা ভৃগবো যং সহোভিঃ [illegible] তাঁকে জাতবেদ তক্ষণ করলেন। প্রথমং [illegible] অগ্নিং [illegible] মাতরিশ্বা দেবাস্ ততক্ষুঃ। তক্ষণ করলেন কুঁদে বার করলেন মনবে যজত্রম্ [illegible]। ১০।৪৬।৯। অর্থাৎ অগ্নিকে [illegible] দেব-শিল্পী ত্বষ্টা তক্ষণদ্বারা ব্যক্ত করলেন [illegible] তাঁর নির্মাতা এবং [illegible] সে তক্ষণের আধার, অর্থাৎ অগ্নি পরমপুরুষের [illegible] হতে আবির্ভূত এক সর্বরূপী চিন্ময় বীর্য। এই অগ্নিকে মানুষের মধ্যে নির্বাহ করেন বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা। অগ্নি ঋষি ভৃগু তাঁকে প্রত্যক্ষ [illegible] করেন। তু. ১০।২।৭, ত্বষ্টুর্ গর্ভঃ ১।৯৫।২, [illegible] ৩।৭।১। [৫] দ্র. 'সিস্‌ক্ষার সবিতা', কেননা তাঁর তক্ষণ হল সবিতারই মত আমার হতে অন্যের প্রথম আভাস ফোটানো এবং তারপর তাকে বিশ্বরূপে বিভক্ত করা। তু. ৩।৫৫।১৯ (১০।১০।৫)। [৬] দ্র. ১০।৫।৭, টী. ১২৯[৬], ১৭৩। [৭] ১০।১১।১। [৮] ২।২।৪।

[২৩৩] তু. ঋ শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্ তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ২।২৭।১। সাতজন আদিত্য বরুণ মিত্র অর্যমা ভগ অংশ দক্ষ এবং তুবিজাত [ইন্দ্র, দ্র. টীম্ ১১৫[১]]। এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে সায়ণের নির্দেশ [illegible]। একজায়গায় তাঁর মন্তব্য, 'এবম্ অন্যাসাম্ অপি দেবতানাম্ আদিত্যপ্রভেদঃ [illegible] ভবতি, তদ্ যথা তন্ মিত্রস্য বরুণস্যার্যম্ণো দক্ষস্য ভগস্যাংশস্যেতি' ২।১৩।৫। এখানে স্পষ্টত এই মন্ত্রটি তাঁর লক্ষ্য কিন্তু আদিত্যের সংখ্যা ছয়। অন্যত্র এই মণ্ডলেরই ব্যাখ্যায় [illegible] 'মিত্রশ্ চার্যমা চ ভগশ্ চ, তুবিজাতশ্ চ ধাতা, দক্ষো বরুণো হংশশ্ চ' ২।২৭।১। ধাতা তাঁর মতে একজন মধ্যস্থান দেবতা (১১।১০)। ইন্দ্রও তাই। ঋগ্বেদে 'ধাতা' সংজ্ঞা প্রায়শ সামান্যবাচী (তু. ৭।৩৫।৩, [১] ১০।১৯০।৩, ১৮।৫, ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্ পতির্ দেবং ত্রাতারম্ অভিমাতিষাহম্ ১২৮।৭ [স ইন্দ্রঃ সবিতা বা, শৌনক পাঠ 'দেব সবিতা' ৫।৩।৯, কিন্তু ঋগ্বেদে এই 'ধাতা' ইন্দ্র হওয়াই সম্ভব কেননা তিনিই সেখানে 'সুত্রামা' ৬।৪৭।১২, ১৩ ১০।১৩১।৬, ৭], অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ১।১৫৮।৩, ১৮১।১৩, ৮৫।৪৭ ১৮৭।১।৯।৯৭।৩৮ [তু. তৈত্তিরীয় ১।৭।২।১]. কিন্তু ঋকে বিশেষ করে 'ধাতা' হলেন বিশ্বকর্মা (১০।৮২।২) এবং ইন্দ্র (১৬৭।৩)। গৃৎসমদের প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রশস্তিতে ইন্দ্র বিশ্বকর্মার আসনে স্থাপিত (২।১২ সূ.)। সেখানে তাঁকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'তুবিষ্মান' (১২) আবার, তাঁর এই আদিত্যসূক্তেও দেখি, সমস্ত সূক্তটিতে বিশেষ করে বারবার নাম করা

ব্রাহ্মণে প্রজাপতি।[২] দিব্য সিসৃক্ষা তাঁর স্বরূপ।[৩] অগ্নি এই দক্ষের পুত্র।[৪] অতএব আমাদের বেদিতে বা আধারে তিনি আদিদেবতার দিব্যসংকল্পের প্রতিরূপ। সে-সংকল্প মানুষের নচিকেতোহৃদয়ে জ্বলে ওঠে বিদ্যার অভীপ্সা হয়ে।[৫] অগ্নির এই জন্মের মূলে আছে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুরও বৃত্রনাশন বীর্যের সংবেগ। অভীপ্সাকে চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করেন তাঁরাই।[৬]

আবার অগ্নি 'উষর্বুধ' জেগে ওঠেন উষার আলোয়, শ্রদ্ধার আবেশে এবং প্রাতিভসংবিতের উন্মেষে। তাই উষাও অগ্নির জননী : 'আমরা দিনের পর দিন তাঁদের দেখি চোখের সামনে ঝলমলিয়ে আলো ছড়াতে, জন্ম দিতে অগ্নি যজ্ঞ আর সূর্যকে, আর দেখি নিরানন্দ অন্ধকারকে বিপরীত দিকে মিলিয়ে যেতে।২৩৭।' এই দিনের মুখে অগ্নি যেমন 'দিবো দুহিতা' উষার পুত্র, তেমনি আবার যজ্ঞানুকাশিনী মনুকন্যা ইলারও পুত্র জ্বলে ওঠেন 'ইলায়াস্পদে' বা উত্তরবেদিতে[১] অথবা তাঁরই পরিচিত কোনও 'বয়ুনে' বা নাড়ীতে।[২] দ্যুলোকের আবেশে তখন সাড়া দেয় ভূলোকের অভীপ্সা। এককথায়, যদিও দৃশ্যত যজ্ঞবেদিতে অরণিমন্থনে অগ্নির আবির্ভাব, তবু বস্তুত তাঁকে জন্ম দেন দেবতারাই।[৩]

[illegible] বরুণ মিত্র অর্যমা, আর 'ইন্দ্রের' (১৭), প্রসঙ্গক্রমে অদিতিরও এইসব বিবেচনা করলে মন্ত্রের [illegible] আদিত্য যে ইন্দ্র তাতে সংশয় থাকে না। [২] 'দেবতানাং দক্ষপিতরঃ' ৬।৫০।২, ৮।৬৩।১০। [illegible] ২।৫।৮।২; তাঁর প্রবর্তিত যজ্ঞ 'দাক্ষায়ণযজ্ঞ'। [৩] দক্ষ নিঘণ্টুতে 'বল' ২।৯ (তু 'দক্ষিণ', Gk. [illegible] 'on the right, propitious, skilful' [illegible] to seem good, be [illegible]) মূল অর্থ সামর্থ্য হতে 'সংকল্পশক্তি' তু ঋ 'ন স স্বো দক্ষঃ বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিত্তিঃ অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্ চনেদ্ অনৃতস্য প্রযোতা' সে তো নিজের ইচ্ছা নয় হে বরুণ, সে হল দ্রোহবুদ্ধি (তু ৭।৬০।৯, সা 'নির্ণীত') সুরা, মনের প্রক্ষোভ, বড় ভাব তৈরী (পাশার গুটি) বা অবিবেক; বড় (অর্থাৎ প্রবলতর প্রবৃত্তি) আছে ছোটর পাশেই নিদ্রাও হয়তো অনৃতের উৎস ৭।৮৬।৬ (তু গী ৩।৩৬-৩৭), ৯।৭৬।১, 'উদ্দীপনা' অর্থাৎ সংকল্প হয়। দক্ষ [illegible] মন্যুর্ ইন্দ্র। ৮।৯৮।৮, পবমান নমস্ তব দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্ ৯।৬১।১৮ : 'সৃষ্টিসামর্থ্য, নৈপুণ্য' দক্ষস্য চিন্ মহিনা মৃলতা নঃ ৭।৬০।১০, দক্ষং দধাতে অপসম্ ১।২।৯। দেবতারা, বিশেষত মিত্র ও বরুণ 'পূতদক্ষ' (তু 'সত্যসংকল্প'। ১।২৩।৫, ৫।৬৬।৪, ৮।২৩।৩০, ২৫।১, ৬।৫১।৯, ১০।৯২।৪)। সৃষ্টির মূলে পরমদেবতা এই দক্ষই 'আদিত্য দক্ষ'। পরমরূপে তিনি প্রজাপতি, পরমব্যোম তাঁর ধাম, অদিতি হতে তাঁর জন্ম ১।৮৯।৩, ১০।৬৪।৫, ৫।৭, ৭২।৪। অপরাপরে তিনি 'অগ্নি' মর্ত্যের অধ্বরে কবিক্রতুরূপে আবির্ভূত (৩।১৪।৭), তখন, অপরাজিতিতে 'অদিতির্ হ্য্ অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্ব্ অজায়ন্ত' দক্ষ হতে তাঁর দুহিতা অদিতির জন্ম, তাঁর পরে দেবগণের জন্ম ১০।৭২।৫, ৪। এই দাক্ষায়ণী পুরাণে 'সতী' দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা, দক্ষযজ্ঞের বাইরে অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণা, শিবের নিত্যসঙ্গিনী কন্যাকুমারিকা দ্র বেমী প [illegible] [৪] তু ২৭।৯, দ্র টীম্ ২০১[১]। [৫] তু ক ১।২।৪, দ্র বেমী প ৮৬-৯১। এইদিক দিয়েও অগ্নি আমাদের 'দক্ষ' বা অভীপ্সার তেজ। [৬] দাস ও অসুরদের বিধ্বস্ত করে তাঁরা 'উরুং যজ্ঞায় চক্রথুর্ উ লোকং জনয়ন্তা সূর্যম্ উষাসম্ অগ্নিম্' (ঋ. ৭।৯৯।৪, ৫; দ্র. টীম্. ৩৪)।

[২৩৭] তু ঋ এতা উ ত্যাঃ প্রত্য্ অদৃশ্রন্ পুরস্তাজ্ জ্যোতির্ যচ্ছন্তীর্ উষসো বিভাতীঃ, অজীজনন্ত্ সূর্যং যজ্ঞম্ অগ্নিম্ অপাচীনং তমো অগাদ অজুষ্টম্ ৭।৭৮।৩। এই অন্ধকার 'দুরিত' বা দুষ্কৃত (তু ক ১।২।২৪) দ্র ঋ, উষা যাতি জ্যোতিষা বাধমানা বিশ্বা তমাংসি দুরিতাপ দেবী ৭।৭৮।২। তিনটি উষা অগ্নির জননী, দ্র টী ১৭২[৪], তু ১০।৯২।২। [১] 'ইলা' দ্র টীম্ ২০৬[১]। [২] তু ইলায়াস্ পুত্রো বয়ুনে হজনিষ্ট ৩।২৯।৩ অগ্নি 'বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্' ১।১৮৯।১ ('বয়ুন' পথ, অগ্নিপ্রবাহিণী নাড়ী, নদীর সঙ্গে উপমিত, দ্র টী. ২০৬[৩])। [৩] তু ১।৩৬।১০, ৫৯।২ (দ্র টী ২০৫[১]), ২।৪।৩, ৬।৭।১, ১৬।১ (দ্র টী ২১৩[১]), ১০।৪৬।৯ (দ্র. টী. ২০২[৪])।

আবার তাঁর অধিদৈবত জন্মের পরম রহস্য এই, অগ্নি দেবতাদের পুত্র হয়েও তাঁদের পিতা [২৩৫]। অর্থাৎ দেবতাদের আবেশে আমাদের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব হয় মনকে প্রচোদিত ক'রে প্রজ্বল চক্ষুরূপে,[১] তারপর সেই মনরূপী দিব্যচক্ষুই[২] দেবতাদের প্রকট করে যজমানের চেতনায়।

তারপর অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নির জন্ম। এটি অধিযজ্ঞ ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, কেননা যজ্ঞ বস্তুত একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান যার লক্ষ্য হল আত্মচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যে বিস্ফারণ, লোক হতে লোকোত্তরে উত্তরণ, যজমানের হিরণ্যশরীর নির্মাণ [২৩৬]। অগ্নি যজ্ঞের সাধন। তিনি যেমন বাইরে আছেন, তেমনি আমাদের মধ্যেও আছেন তপঃ এবং জ্যোতীরূপে প্রাণ এবং প্রজ্ঞারূপে। কিন্তু আপাতত আছেন অপাদশীর্ষা গুহাচর হয়ে। বাইরে অগ্নিমন্থনের মত অন্তরেও ধ্যাননির্মন্থনদ্বারা তাঁর আবিষ্করণ হল আধ্যাত্মিক অগ্নিজনন।[১] আধ্যাত্মিক অগ্নিসমিন্ধনের আন্তর সাধন একদিকে হল 'সহঃ' বা সর্বাভিভাবন বীর্য এবং 'ঊর্জ্' বা চেতনার মোড় ফেরানোর সামর্থ্য,[২] আরেকদিকে মন এবং ধী।[৩] সব মিলিয়ে ঔপনিষদভাবনার সেই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা। আর আধারে এই অগ্নিজননের ফল হল উপনিষদের ভাষায় 'যোগাগ্নিময় শরীর' লাভ করা[৪], সংহিতার ভাষায় 'সূর্যত্বক' হওয়া।[৫]

৩ অগ্নি ও অন্যান্য দেবতা

অগ্নির রূপ-গুণ কর্ম এবং জন্মরহস্যের বিবৃতি থেকে তাঁর স্বরূপের মোটামুটি একটা পরিচয় পেলাম। দেখলাম, অগ্নি বস্তুত অমর্ত। আমাদের মধ্যে তিনি প্রাণচেতনা এবং তপঃশক্তিরূপে আবির্ভূত। তিনি কবি-ক্রতু তাঁর ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞা আমাদের হৃদয়ে জাগায় দেবযানী অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা। পরমব্যোম তাঁর উৎস, সেইখান থেকে বিশ্বপ্রাণের চিন্ময় সংবেগে তিনি আবিষ্ট হয়েছেন মানুষের মধ্যে—তার আধারে অন্তর্গূঢ় অধ্মক জ্যোতি হয়ে। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তিনি দূত -

[২৩৫] ঋ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ১ ৬৯।১। [১] তু ৫।৮ ৬ (দ্র টী ১৯৫[৮])। [২] তু ছা. ৮।১২।৫।

[২৩৬] তু ঋ অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্ (৮।৪৮।৩; এক জ্যোতির বহু দেবতায় বিচ্ছুরণ হয়), পুমাঁ এনং তনুত উৎ কৃণত্তি পুমান্ বি তত্নে অধি নাকে অস্মিন্' মানুষ এই (যজ্ঞতন্তুকে) বিতত করে, তাকে উপরদিকে পাকিয়ে তোলে (যেমন টাকুতে), তাকে বিতত করে এই বিশোকলোকে ১০।১৩০।২, ঐব্রা ২।৩, ১৪ সম যজ্ঞানুষ্ঠান 'কল্প' (তু ঋ ১০।১৩০।৫)। [১] তু শ্বে ১।১৪, ২।১২, ঋ. ৩ ২ ৩, দ্র টী ১৯১[১]। বাইরের মন্থনে অগ্নি ঋত্বিক বা যজমানের পুত্র · পিতুর্ যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ১ ৩১।১১, ত্বং পুত্রো ভবসি যস্ তে ঽবিধৎ (সাধনার লক্ষ্য করে) ২।১।৯, হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্যঃ (যজমান একাধারে পিতা এবং পুত্র ৫ ১, । [২] অগ্নি তাই 'সহসঃ সূনুঃ' বা 'ঊর্জো নপাৎ', দ্র টীম্ ২২৫[১] [৩] তু অগ্নিম্ ইন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্তঃঃ, অগ্নিম্ ঈধে বিবস্বভিঃ ৮।১০২।২২ (দ্র টী ২১১[৮])। [৪] তু শ্বে ২ ১২, ঋ ৮।৩৯।৮ (দ্র টী ২৩০[৩])। [৫] যেমন অপালা হয়েছিলেন ৮।৯১।৭। এই প্রসঙ্গে তু শরীরেদ্ অস্মাকং যুয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ১০।১৩৬।৩ মুনিদের উক্তি। তাঁরাই বিশেষ ক'রে কায়সিদ্ধ। তু সমানজয়াজ্ জ্বলনম্ যোস্, ৩।৪০, সমান নাভিসংস্থিত, আর যোগে নাভি অগ্নিস্থান।

দিব্য এবং মর্ত্য দুটি কোটির মধ্যে যুগপৎ আবেশ ও অভীপ্সার বাহন। দেবকাম যজমানের উৎসর্গ-ভাবনার প্রতি পর্বে তিনিই দিশারী জুড়ে আছেন তার আদি আর অন্ত। যাস্কের ভাষায়, 'এই এঁর কর্ম হবির বহন, দেবতাদের আবাহন; তাছাড়া যা কিছু দৃষ্টিবিষয়ক, তা অগ্নিরই কর্ম' [২৩৭], অর্থাৎ সাধনার প্রতি পর্বে আমরা যে সত্যের সাক্ষাৎ পাই, তা তাঁরই আলোতে এষণা আর রূপান্তরের পথে তাঁর আনন্দময় সপ্তপদী সূর্যের সপ্তরশ্মিতে ঝলমল।[১]

'অগ্নির সমস্ত সমিধই দেবযানী' অর্থাৎ পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত বিতত সত্যের পথে আমাদের চলতে হয় কেবলই অগ্নিসমিন্ধন ক'রে [২৩৮]। তাই সাধনার প্রতি পর্বে দেবতার সঙ্গে অগ্নির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের অভীপ্সার বেলায় অগ্নি যেমন 'দেবেদ্ধঃ' বা দেবতাদের দ্বারা সমিদ্ধ,[১] তেমনি আমাদের মধ্যে তাঁদের আবেশের বেলায় অগ্নিই তাঁদের 'পুরোগাঃ'।[২] জীবনপ্রভাতে শ্রদ্ধার আবেশে হৃদয়াকাশে যখন ফোটে নবচেতনার পদ্মরাগ, তখন দেবযানী আকূতির যে-শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে, দেবতার আনন্দময় স্বীকৃতিতে সেই শিখাই প্রজ্বলতর হয়ে আনে মাধ্যন্দিন সৌরদীপ্তির সূচনা। এখানকার চাওয়াই যেন ওখানকার পাওয়ার পুরোধা হয়ে আবার এখানে ফিরে আসে সাধনার আদি আর অন্ত, তার উজান-ভাটার দুটি ধারাই বৈশ্বানরের অনির্বাণ দহনে প্রভাস্বর হয়ে ওঠে।

অতএব সাধনার প্রতি পর্বে, দেবাবিষ্ট চেতনার প্রত্যেক সন্ধিতে দেবতাদের সঙ্গে অগ্নির যোগ একটা সাধারণ ব্যাপার। এইটি স্পষ্ট হয়েছে আপ্রীসূক্তগুলির দেবগণের সুকল্পিত বিন্যাসে এবং প্রত্যেক দেবতাকে অগ্নিরূপে ভাবনা করার মধ্যে। অগ্নি-

[২৩৭] নি ৭।৮।৩। [১] তু ঋ 'অধুক্ষৎ পিপ্যুষীম্ ইষম্ ঊর্জং সপ্তপদীম্ অরিঃ, সূর্যস্য সপ্ত রশ্মিভিঃ' দোহন করলেন আপ্যায়িকা সপ্তপদী এষণা আর আবর্জনশক্তিকে সেই সমর্থ পুরুষ সূর্যের সাতটি রশ্মি দিয়ে ৮।৭২।১৬ ইষ্ এবং ঊর্জ্ -এর সহচার বেদে বহু জায়গায় (দ্র ঋ ১।৬৩।৮, ২।১৯।৮, ২২।৪, ৫।৭৬।৪, ৬।৬২।৪ ৬৫।৩, ৮।৯৩।২৮, সা নো মন্দ্রেষম্ ঊর্জং দুহানা ধেনুর্ বাক্ ১০০।১১, ৯।৬৩।২, ৬৬।১৯, ৮৬।৩৫, ইষম্ ঊর্জম্ অভ্যর্ষ উদ্ জ্যোতিঃ কৃণুহি (সোম) ৯৪।৫, ১০।২০।১০, ৪।৩৯।৪)। নিঘ ইষ্ । ঊর্ক্ 'অন্ন' ২।৭, নিতে একজায়গায় 'ইষ্' অপ্ ১০।২৬, আবার তু নিঘ 'ঊর্ক্' বজ্রনাম্। বক্ 'বল' ২।৯, তু নি ৩।৮। 'ইষ্' < √ ইষ্ 'খোঁজা, চাওয়া' 'ঊর্জ্' < √ বৃজ্ 'মোচড় দেওয়া, মোড় ঘোরানো' (তু IE *uerg-* 'to swell with energy', Av *varəzuua* 'effectiveness') ঊর্জ্-এর সঙ্গে অগ্নির বিশেষ সম্পর্ক ল অগ্নি 'ঊর্জো নপাৎ' ঋ ১।৫৮।৮, ২।৬।২, ৫।১৭।৫, ৬।১৬।২৫ ৮।৭১।৩, ৯, ৭।১৬।১ , ঊর্জঃ পুত্রঃ ১।৯৬।৩ । অগ্নিমন্থনের জন্য বলের দরকার। 'ইষ্' আর 'ঊর্জ্' সহচারিত কেননা চিত্তে প্রথম জাগে এষণা বা অভীপ্সা, তারপরেই অন্তরাবর্তনের বীর্য (তু ক কশ্ চিদ্ ধীরঃ 'আবৃত্তচক্ষুর্' অমৃতত্বম্ 'ইচ্ছন্' ২।১।১। সপ্তপদী তু অগ্নির সপ্ত ধাম ঋ ৪।৭।৫, ১০।১২২।৩, সপ্ত পদ ১০।৮।৪ বিষ্ণুর সপ্ত ধাম ১।২২।১৬, যজ্ঞের ৯।১০২।২। ঋকের অরিঃ কে সা বলেন 'বায়ু', Geldner 'Patron'। কিন্তু এর পূর্বের ঋকেই আছে 'ইন্দ্র অগ্না নমঃ' এবং সেইসঙ্গে আছে সোমের দ্যুলোক 'স্বর্' ফোটানোর কথা এবটি ঋকের পরেই আছে সোমের গুহাপন এবং অগ্নিশিখার দ্যুলোক ছাওয়ার কথা। সুতরাং 'অরি' এখানে অগ্নি ('অরি' < √ ঋ 'চলা', তু 'ঋষি' অগ্নি 'অরতি' নি অরির্ অমিত্র ঋচ্ছতেঃ ঈশ্বরো হপ্য্ অরির্ এতস্মাদ্ এব ৫।৭।। ঋক্‌টির ভাবার্থ · যখন আতুর সাধকের জীবনে সূর্যের উদয় হল, আনন্ত্যের আভাস জাগল মিত্র ও বরুণের প্রসাদে (দ্র পরের ঋক্), তখন তার অগ্নিচেতনা পরমব্যোম হতে দুয়ে আনল এষণা ও অন্তরাবৃত্তির সোম্য আনন্দ যা তাকে আপ্যায়িত করবে, লোকোত্তরের অভিমুখে তার সাতটি পদক্ষেপকে করবে প্রজ্ঞানের সৌররশ্মিতে ঝলমল।

[২৩৮] দ্র. ঋ. ১০।৫১।১; টীম্. ২০৮, ১৭৩[৭]। [১] দ্র. টীম্ ২০৯[১], [২] ২০০[১]।

সমিন্ধনে চেতনার যে-জাগরণ এবং স্বাহাকৃতিতে সূচিত দেবাত্মভাবে তার যে-পরিণাম, তার মধ্যে আগাগোড়া আমরা পাই একটা অগ্নিব্যাপ্ত অনুভবের পরম্পরা। জীবনযজ্ঞ আদ্যন্ত একটা অগ্নিদহন।

অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের এই সামান্যযোগের পরিচয় আছে সংহিতার যত্র তত্র তাঁর সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সহচারের উল্লেখে। আপাতদৃষ্টিতে এই সহচারের অনেক জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট ক্রমের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যাস্ক লোকানুসারে দেবতাদের বর্গীকরণের যে-প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাকে মেনে নিলে অক্রমের মধ্যেও ক্রম আবিষ্কার করা খুব কঠিন হয় না। অবশ্য সাধনজীবনে ক্রমের কথাটাই বড় নয়। তন্ত্রের পরিভাষা অনুসারে বলা চলে, সাধনা ক্রম অক্রম এবং ক্রমাক্রম এই তিনটি ধারা ধরেই চলতে পারে এবং তাতে প্রকাশ পায় জীবনের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা যা সাধনাকে আড়ষ্ট বা যান্ত্রিক হতে দেয় না। বৈদিক দেবতাদের অন্যোন্যসাহচর্যের কথা ভাববার সময় অক্রমকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা, পরে যা-ই হ'ক না কেন, সংহিতার মন্ত্রবর্ণে কিন্তু আমরা পাই একটা উল্লসিত প্রাণোচ্ছলতার পরিচয়। বুদ্ধি ক্রমানুসারী হতে চাইলেও প্রাণ সবসময় ক্রমাক্রমের পথ ধরেই চলে, এক্ষেত্রে সেকথা মনে রাখা ভাল।

অগ্নির সঙ্গে অন্যান্য দেবতার সহচারকে আমরা তাহলে তিন দিক থেকে দেখতে পারি। সংহিতায় আপ্রীসূক্তগুলি ছাড়া অনেকজায়গাতেই অগ্নিসহচর দেবতাদের মধ্যে আমরা কোনও ক্রম দেখতে পাব না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের বুদ্ধিস্থ ক্রমকে আরোপ করে সাধনার সম্ক্ষা সংকেত আহরণ করা সম্ভব হয়। যাস্ক অগ্নির যেসব সংস্তবিক দেবতার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ক্রম আর অক্রমের মিশ্রণ ঘটেছে এবং ক্রমের ভিত্তিও একটি নয়। আগেই বলেছি [২৩৯], যাস্কের উল্লিখিত সংস্তবের বাইরেও সহচর দেবতাদের উদ্দেশ পাওয়া যায় এবং ভাবনার দিক দিয়ে এই সাহচর্যের বিশেষ গুরুত্বও আছে।[১] অগ্নিসহচর এই দেবতাদের যাস্কেরই প্রকল্পানুযায়ী তিনটি ক্রমে সাজানো যেতে পারে। একটি ক্রম অনুসরণ করবে বিষ্ণুর সপ্তপদীতে দ্যুস্থান চেতনার ক্রমিক উন্মেষকে, আরেকটি অন্তরিক্ষস্থান প্রাণের শত্রুঞ্জয় সংক্ষোভকে। তার বাইরেও কিছু সহচর দেবতা থেকে যাবেন, যাঁদের কোনও ক্রমে নিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁদের সাহচর্যের ব্যঞ্জনা দার্শনিক।

অগ্নির পূর্বগত প্রসঙ্গে নানাভাবে এইসব সাহচর্যের কথা কিছু-কিছু এসে গেছে। তাই এখানে বিষয়টিকে একটু সংক্ষেপে গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব। যাস্কের 'সাহচর্যব্যাখ্যা' দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

যাস্ক বলছেন, 'অগ্নির সংস্তবিক দেবতা হলেন ইন্দ্র সোম বরুণ পর্জন্য এবং ঋতুগণ [২৪০]।' এখানে প্রথমেই পাচ্ছি অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম—ঋক্‌সংহিতার যাঁরা

[২৩৯] দ্র. টীম্. ১৪৩। [১]টীম্. ১৪৪।

[২৪০] নি ৭।৮।৪। [১]পরমার্থদৃষ্টিতে ইন্দ্রকে যদি আদিত্য বলে ধরা হয়, তাহলে পাই তন্ত্রের অগ্নি-সূর্য-সোম এই ত্রয়ীকে ঋতেও পাই কন্যার বেলায়: 'সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ, তৃতীয়ো অগ্নিস্‌ টে পতিস্‌ তুরীয়স্‌ তে মনুষ্যজাঃ' সোম প্রথম তোমায় পেলেন, গন্ধর্ব পেলেন তার পরে; অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি, চতুর্থ পতি তোমার মানুষের ছেলে ১০।৮৫।৪০। এই গন্ধর্ব 'বিশ্বাবসু' (দ্র ২১, ২২) এবং পরমার্থত তিনি বিশ্বভাসক সূর্য

তিনজন প্রধান দেবতা; অগ্নি সর্বত্র অনুস্যূত। আবার স্মরণ করি, অগ্নি মর্ত্যচেতনার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষের বা প্রাণলোকের বৃত্রঘাতী ওজস্বিতা, আর সোম দ্যুলোকের অমৃত আনন্দ।[১] সুতরাং এখানে চেতনার উদয়নের একটি ক্রম আভাসিত হচ্ছে। কিন্তু সংহিতাতেই দেখি, যে সোম্য অমৃতলোক একদিক দিয়ে অজস্র জ্যোতিতে উজ্জ্বল এবং উদ্ভাসিত, আরেকদিক দিয়ে তা-ই আবার মৃত্যুর দেবতা যমের বৈবস্বত পরঃকৃষ্ণতায় নিথর, দ্যুলোকের আলো সেখানে অবরুদ্ধ।[২] এই অবরোধই ব্রাহ্মণের বারুণী রাত্রি, উপনিষদের অনালোক লোকোত্তর, দর্শনের শূন্যতা।[৩] যাস্কের বিবর্তিতে তাই পাচ্ছি সোমের পর বরুণ। এই বরুণ অবশ্য মধ্যস্থান নন, পরন্তু আদিত্য।[৪] তাঁর মধ্যেই আমাদের সমস্ত প্রেতির পর্যবসান, তারপর 'আর কোনও

দ্র ১০।১৩৯ সূ, তত্র 'দিব্যো গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ' ৫; তু শরা অসাব্ আদিত্যো দিব্যো গন্ধর্বঃ ৬ ৩ ১।১৯)। তন্ত্রে এই তত্ত্বের কথা নানাভাবে আছে বৈদিক সাধনায় এ-র মূল হল সুর্যদ্বার ভেদ করে সোম্য আনন্দের ধামে পৌঁছনো। কিন্তু যাস্কের ইন্দ্র ও সোম দুইই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (নি ১০।৮ ১১।২)। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোমকে তিনি সেখানে ওষধিরূপে গ্রহণ করেছেন চন্দ্রমার সঙ্গে তার যোগকে তিনি স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু চন্দ্রমাও সেখানে অন্তরিক্ষস্থান (১১।৫)। অন্তরিক্ষ সাধনার ভূমি, আর সিদ্ধির ভূমি হল দ্যুলোক এবং তারও ওপার। তৈত্তিরীয়তে পাই, 'আদিত্যের নীচে যেসব লোক, তারা বিশাল বটে, কিন্তু আদিত্যের ওপারে যারা, তারা বিশালতর। যারা আদিত্যের নীচের লোকগুলি জয় করে, তারা অন্তবান্ ও ক্ষয়িষ্ণু লোকই জয় করে। অনন্ত অপার অক্ষয়লোক জয় করে সে-ই, যে আদিত্যের ওপারের লোক জয় করে (৩ ১১।৭।৮)।' সুতরাং যাস্কের চন্দ্রমা আদিত্যের নীচে সাধন মাত্র, আর ঋক্‌-র সোম আদিত্যের ওপারের সিদ্ধচেতনা (তু বৃ ১।৫ ১৪ ১৫)। [২]তু ঋ যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্ যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ, যত্র মামৃতং কৃধি (উচ্ছল) আপঃ ৯।১১৩ ৭, ৮। দ্যুলোকের 'অবরোধন সম্পর্কে Geldner-এর মন্তব্য 'উত্তম দ্যুলোক যা মানুষের অদৃশ্য।' যম এখানে 'বৈবস্বত' অর্থাৎ আদিত্যের ওপারে; বরুণের সঙ্গে তাঁর সহচার দ্র ১০।১৪।৭, ৫)। [৩]তু তৈত্তি ১।৭।১০।১, ক ২ ২।১৫। তু শ নক্তং বৈ কৃষ্ণা শুক্লবৎসা, তস্যা অসাব্ আদিত্যো বৎসঃ ৯ ২ ৩ ৩০; এটি যোগীর ব্যুত্থান, নচিকেতার মৃত্যুলোক হতে আদিত্যজন্মের প্রবৃত্তি নিয়ে ফিরে আসা। [৪]মধ্যস্থান বরুণ মেঘ হয়ে 'আবৃত' করেন (নি ১০ ৩)। আদিত্য বরুণ (নি ১২।২১ ২৫। যাস্কের উদাহৃত ঋক্‌সমূহে পাবক সূর্য এবং বরুণ ঋ ১।৫০ ৬ ৭)। [৫]তু বৃ ২।৬।১২, ৪।৫।১৩। দ্র ঋতে বরুণ 'সমুদ্রো অপীচ্যঃ (গোপন, নিগূঢ়), তাঁর যেমন সাদা তেমনি আবার কালো আচ্ছাদন (৮ ৪১।৮, ১০)। [৬]তু ঋ অগ্নীপর্জন্যাববতং ধিয়ং মে অস্মিন্ হবে সুহবা সুষ্টুতিং নঃ, ইলাম্ অন্যো জনয়দ্ গর্ভম্ অন্যঃ প্রজাবতীর্ ইষ আ ধত্তম্ অস্মে' হে অগ্নি পর্জন্য, তোমরা জেগে থাক আমার ধ্যানকে এই আহুতিতে হে স্বাহ্বান্ সুস্তুত (অর্থাৎ ডাকলে যারা অমনি সাড়া দাও), (জেগে থাক) আমাদের রম্য স্তুতিকে এষণাকে তাদের। একজন জন্ম দিলেন গর্ভকে আরেকজন সন্তত এষণা আহিত কর তোমরা আমাদের মধ্যে ৬ ৫২ ১৬। সা 'ইলা'কে অন্ন অর্থে ধরে বলছেন, ইলাজনন পর্জন্যের কাজ আর গর্ভজনন অগ্নির, কিন্তু সোম বলছেন, অগ্নিই ইলাকে জন্ম দেন, আর পর্জন্য গর্ভকে। এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত 'ইলা'র সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক সুপ্রসিদ্ধ (আপ্রীদেবগণ দ্র), আর রেতোধা পর্জন্যই গর্ভের আধাতা (দ্র ৫ ৮৩ ১, ৪, ৬, ৭।১০১।৬, ১০২।২)। আরও দ্র ১।১৬৪।৫১, টী ৮৮। প্রজাবতীর্ ইষঃ - প্রজা' অপত্য নিঘ ২ ২ অপত্য (< অপ না তু 'নিত্য' কিন্তু নি < \ পত্ বা তন্ ৩।১) ও প্রজা দুইই বোঝায় বিসৃষ্টি এবং তত্ত্বানিত প্রবহমানতা, এই অর্থে স্ম উপনিষদের 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' ছা ৬।২।৩)। 'প্রজাবৎ'এর বাহুলিক অর্থ 'সন্তত প্রবহমান', যেমন ঋতে: রয়িং প্রজাবন্তম্ ৪ ৫১।১০, ৫৩ ৭, অস্মে আয়ুর্ নি দিদীহি °বৎ ১।১১৩।১৭ (১৩২।৫)। °বৎ রত্নম্ ৩।৮।৬, °বৎ সৌভগম্ ৫ ৪২।৪, ব্রহ্ম °বদ্ আ ভর জাতবেদঃ ৬।১৬।৩৬, স (সোমঃ) ভন্দনা উদ্ ইয়র্তি °বতীঃ ৯।৮৬ ৪১, °বতো রাজান্ ১ ৯২।৭ (৩।১৬।৬), °বতা রাধসা ১ ৯৪।১৫, °বতা বচসা ৭৬।৪, সহস্রধারে তৃতীয়ে রজসি °বতীঃ চতস্রো নাভঃ ৯।৭৪।৬, °বতীর ইষঃ ২৩।৩। [৭]তু ঐ ১৪। [৮]ঋতে কাল বোঝাতে 'ঋতু'শব্দের ব্যবহারই আছে; শুধু একজায়গায় 'কালে' (১০।৪২।৯)। দ্র শৌ কালসূক্ত ১৯।৫৩, ৫৪ অগ্নির ঋতুসম্পর্ক দ্র 'দ্রবিণোদাঃ'।

সংজ্ঞা থাকে না'[১] কিন্তু তারপরেও কেউ যদি নচিকেতার মত বৈবস্বত মৃত্যুর মুখ হতে প্রমুক্ত হয়ে আবার এখানে ফিরে আসেন, তিনি আসেন রেতোধা পর্জন্য হয়ে। তাঁর এষণার আগুন তখন আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, দিব্য আবেশের ধারাসার আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়।[৬] এইখানে পাচ্ছি সিদ্ধত্ত্বের সাধনার একটা নতুন ক্রম, দ্যুলোক হতে ভূলোকে আবার ফিরে এসে সম্ভূতি দিয়ে অমৃতের আস্বাদন,[৭] দেবতাত্বিকে পর্যবসিত করা সর্বতাতিতে। লোকোত্তর থেকে লোকে নেমে এলে 'ঋতু'[৮] বা কালের অপেক্ষা থাকে। কালাতীত অমৃতের সম্ভোগ যেমন 'সত্য', কাল-বাহিত অমৃতের সম্ভোগ তেমনি 'ঋত'। সত্য ও ঋতের মিথুনীভাবে 'দেবহিত আয়ুর পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাই দেখি, অন্তিম পর্বে সিদ্ধের অগ্নিচেতনা ঋতুচক্রে আবর্তিত হয়ে ঋতুদেবতাদের সঙ্গে সোমসুধা পান করে চলে. তিনি তখন সংবৎসর-রূপী প্রজাপতি, সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মক।

অগ্নির সংস্তবিক দেবতাদের যাস্ককল্পিত বিন্যাসের মধ্যে আমরা অধ্যাত্মজীবনের একটি পূর্ণায়ত আদর্শের সন্ধান পাচ্ছি। এছাড়াও যে অগ্নির দ্যুস্থান এবং অন্তরিক্ষ-স্থান আরও সংস্তবিক বা সহচর দেবতা আছেন, একথা আগেই বলেছি। দ্যুস্থান দেবতাদের একটি প্রসিদ্ধ পরম্পরা হল অশ্বিদ্বয় উষা সবিতা ভগ সূর্য পূষা এবং বিষ্ণু। এর মধ্যে যে অব্যক্তের অন্ধতমিস্রা হতে মাধ্যন্দিন ভাস্বরতার চেতনার উদয়নের একটি সংকেত ধরা আছে, তা আমরা জানি। সংহিতায় এই দেবতাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অগ্নির বিশিষ্ট সাহচর্য লক্ষ্য করবার মত। অগ্নির সঙ্গে উষার যোগের কথা বহুজায়গায় বহুভাবে আছে [২৪১]। তার মোদ্দা কথা হল, অগ্নি 'উষর্ভুৎ' তিনি

[২৪১] দ্র ঋ ১.৭১।১, ২।২ ১২, ৩.৫।২ ৬ ৭, ৭।১০, ৪।১৩।১, ৫।১।১, ২৮।১, ৭৬।১ ৬ ৯।১ ৮।২ ৭ ৬ ৫ ৮ ১১।৩১ ১০।৩ ১ । আরও দ্র ঐয়সাগ্নিসূক্ত ১ ১৫। [১] ১ ৪৪।২। [২] 'স আ বহ পুরুহূত প্রচেতসো হগ্নে দেবাঁ ইহ দ্রবৎ' সবিতারম্ উষসম্ অশ্বিনা ভগম্ অগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ ১।৪৪ ৭ ৮। এখানে দুটি অগ্নি, একটি সমিদ্ধ মর্ত্য অগ্নি আমাদের অভীপ্সা আরেকটি দেবতাদের পুরোগামী দিব্য অগ্নি আমাদের মধ্যে পরমের আবেশ। [৩] অথচ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা একে উড়িয়ে দিয়েছেন অবশ্য কোনও কারণ না দেখিয়েই। [৪] দ্র ৮ ৭৬।৫, টী ১৪৭, ১৬১, ঋ ১০।৩ সূ। [৫] নি ৭ ৮। [৬] ঋ 'পূষা ত্বেতশ্ চ্যাবয়তু প্র বিদ্বান্ অনষ্টপশুর্ ভুবনস্য গোপাঃ স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যো ঽগ্নির্ দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ' পূষা তোমায় এখান থেকে খসিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলুন বিদ্বান্ তিনি, কোনও পশুই যাঁর হারায় না ভুবনের রাখাল তিনি, তিনি তোমাকে সঁপে দিন এই পিতৃগণের কাছে অগ্নি সঁপে দিন দেবতাদের কাছে যাঁদের নাকি সহজেই পাওয়া যায় ১০।১৭।৩। এখানে যাস্ক প্রশ্ন তুলেছেন, তৃতীয় পাদের 'সঃ' কি পূষা না অগ্নি? পূষা হলে মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ হয়, প্রেতকে তিনি পৌঁছে দেবেন পিতৃলোকে, অগ্নি দেবলোকে আর অগ্নি হলে অর্থ হয় তিনিই পৌঁছে দেবেন দিব্য পিতৃলোকে দ্র ১০।৪৮ ১৫। মনে হয় দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই সঙ্গত, কেননা সমস্ত খণ্ডটিতে উৎক্রান্তির যে-বর্ণনা, তা আবর্তনকে সূচিত করছে না করছে উত্তরণকে। পূষা অভয়তম পথ দিয়ে প্রেতকে নিয়ে যাবেন সুকৃতদের লোকে, দেবেন স্বস্তি অগ্নি বিশ্বায়ু হয়ে তাকে আগলে থাকবেন ইত্যাদি। এটি বৈবস্বত মৃত্যুর বর্ণনা তা বেঁচে থাকতেও হতে পারে যেমন হয়েছিল নচিকেতার; 'প্রেত' তখন নির্বাণের লোকোত্তরণ অগ্নি আগাগোড়া তার দিশারী, যেমন কঠে ত্রিণাচিকেতের বেলায় পূষা আবির্ভূত হন তার চরম পর্বে—হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘোচাতে (ঈ)। অগ্নি আর পূষার সহচার এইজন্য। [৭] নি ৭ ৮। [৮] দ্র পোং অগ্নাবিষ্ণু মহি তদ্ বাং পাথো (পান কর) ঘৃতস্য গুহ্যস্য নাম, দমেদমে সপ্ত রত্না দধানৌ প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতম্ আ চরণ্যাৎ (চলুক)। অগ্নাবিষ্ণু মহি ধাম প্রিয়ং বাং বীথো (আস্বাদন কর) ঘৃতস্য গুহ্যা জুষাণৌ (তৃপ্তিভরে), দমেদমে সুষ্টুত্যা বাবৃধানৌ প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতম্ উচ্ চরণ্যাৎ (উজিয়ে চলুক) ৭।২৯ সূ। [৯] ঐ ১।১। [১০] দ্র কাত্যায়ন, সর্বানুক্রমণী ২।১৪, ১৫।

উষায় জাগেন। দ্যুলোকে আলোর আভাস না ফুটলে মর্ত্যের হৃদয়েও অভীপ্সার আগুন জ্বলে না। নচিকেতার বিদ্যাভীপ্সা জেগেছিল শ্রদ্ধার আবেশে, প্রাতিভসংবিতের বিদ্যোতে। তাই অগ্নি (এবং দেবতারাও) 'উষর্বুধ্'। কিন্তু উষার আগে যে আলো আঁধারির ধূসরতা, তারও আগে যে অসূর্যের অপ্রকেত অধিকার—যাদের মধ্যে চলেছে তমোভাগ আর জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্বয়ের অলক্ষ্য জ্যোতিরভিযান, সেখানেও আছে দিব্য অগ্নির অতন্দ্র প্রেষণা। এই কথাটি ব্যক্ত হয়েছে প্রস্কণ্ব কাণ্বের এই উক্তিতে: অগ্নি 'সজূর্ অশ্বিভ্যাম্ উষসা' একাত্ম তিনি অশ্বিদ্বয় আর উষার সঙ্গে।[১] শুধু তা-ই নয়, এই সূক্তেরই অন্যত্র পাই, 'তুমি বয়ে আন বহুজনাহূত হে অগ্নি, প্রচেতনে দেবতাদের ছুটতে ছুটতে এইখানে, (বয়ে আন) সবিতা উষা অশ্বিদ্বয় ভগ আর অগ্নিকে রাত ভোর হতেই।'[২] বিষ্ণুর সপ্তপদীর ক্রমবদ্ধ চারটি পদের সুস্পষ্ট উল্লেখ থেকে মনে হয় যাস্কের প্রকল্প একেবারে অমূলক নয়।[৩] অচিত্তির অন্ধতমিস্রা হতে বালসূর্যের উদয় পর্যন্ত দেবযানের চারটি পর্বই দেখছি মর্ত্য অগ্নির আকূতি আর দিব্য অগ্নির আবেশে উদ্দীপ্ত। তারপর 'সূর্যে'র কৈশোর। সংহিতায় এই সূর্যের সঙ্গে অগ্নির একাত্মভাব স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৪] এই অধিদৈবত ভাবনাই অধ্যাত্মরূপ নিয়েছে উপনিষদের জীবব্রহ্মৈক্যবাদে। কিশোর সূর্যের পর 'তরুণ' পূষা। অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথায় যাস্কের মন্তব্য, 'আগ্নাপৌষ্ণং হবির্ ন তু সংস্তবঃ'—অগ্নি ও পূষার উদ্দেশে হবি দেওয়া হলেও তাঁদের স্তুতি কিন্তু পৃথক্ পৃথক্।[৫] তারপর তিনি যে-ঋক্‌টি উদ্ধৃত করেছেন, তা পূষার প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তখণ্ডের প্রথম ঋক্। খণ্ডটির প্রতিপাদ্য বিষয় মৃত্যুর পর পূষার নেতৃত্ব। তাতে অগ্নির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে।[৬] পূষার পর 'যুবাকুমারঃ' বিষ্ণু মধ্যগগনের সূর্য। যাস্কের মন্তব্য, 'এ-দুয়ের সংস্তবিকী কোনও ঋক্ ঋক্‌সংহিতায় নাই।'[৭] কিন্তু অন্যত্র আছে।[৮] ব্রাহ্মণে অগ্নি বিষ্ণুর প্রত্যাহারের মধ্যে সর্বদেবতার সমাবেশ।[৯] সংহিতার সূর্য একটি সামান্যবাচী সংজ্ঞা,[১০] বিষ্ণু তাঁর সঙ্গে মিশে আছেন।

এমনি করে অগ্নির দেশনায় দেবযানের পথে আমাদের অভিযান মধ্যরাত্র হতে মধ্যদিন পর্যন্ত, অব্যক্তের কুহর হতে ব্যক্তজ্যোতির পূর্ণতা পর্যন্ত। কিন্তু এ হল চেতনার আরোহ, তারও পরে রয়েছে অবরোহ। আদিত্যের মাধ্যন্দিন দ্যুতি ক্রমে গুটিয়ে আসে, সোম্য জ্যোৎস্নার প্লাবন নিয়ে দেখা দেয় রাত্রি। জ্যোৎস্নাও যখন থাকে না তখন আসে তারাছাওয়া বারুণী শূন্যতা। অগ্নিহোত্রীর অন্তরাবৃত্ত চেতনা তারই ভিতর দিয়ে পথ চিরে চলতে চলতে আবার উত্তীর্ণ হয় সবিতার কূলে। এমনি করে আলোয়-কালোয় অস্তিত্বের একটি আবর্তন পূর্ণ হয়। হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরসের সাবিত্রসূক্তের প্রথম মন্ত্রে তার এই ছবি: 'আমি আহ্বান করি অগ্নিকে প্রথমেই স্বস্তির তরে, আহ্বান করি মিত্র-বরুণকে এইখানে ছেয়ে থাকবেন বলে, আহ্বান করি রাত্রিকে জগৎকে যিনি গুটিয়ে আনেন, আহ্বান করি দেব সবিতাকে—আগলে থাকবেন বলে [২৪২]।' অগ্নির অতন্দ্র অভিযান 'মৈত্র অহঃ' আর 'বারুণী রাত্রি'র

[২৪২] ঋ হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাব্ ইহাবসে, হ্বয়ামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারম্ ঊতয়ে ১।৩৫।১। 'অবঃ' দেবতার প্রসাদ আলোর মত; 'ঊতি' তাঁর আগলে-থাকা—কবচের মত, দুইই < √ অব্। 'স্বস্তি' সব-কিছুর সুমঙ্গল পর্যবসান

ভিতর দিয়ে[০] যে রাত্রি রাকায় সোম্যা, কুহূতে শূন্যা;[১] রাত্রিশেষে আবার তাঁর উত্তরণ 'অপহততমস্ক দ্যুলোকের' কূলে কীর্ণরশ্মি সবিতার[৩] অধিকারে। দিনের আলোয় সবিতা আর মিত্র, [৪] রাতের আঁধারে সোম আর বরুণ : এমনি করে অস্তিত্বের আরোহে আর অবরোহে অগ্নির দিব্য পরিক্রমা।

দ্যুলোক মনোজ্যোতির [২৪৩] প্রতিরূপ, তার 'বৃত্র' হল অচিত্তির অন্ধকার। আর অন্তরিক্ষের 'বৃত্র' হল প্রাণের অবরোধ এবং শুষ্কতা, তার প্রতীক মেঘ। অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা তিনজন এবং ঋক্‌সংহিতায় অগ্নির সঙ্গে তাঁরাই বিশেষ করে সংস্তুত।[১] এই দেবতারা হলেন মরুদ্‌গণ ইন্দ্র এবং পর্জন্য। মরুদ্‌গণ শুদ্ধপ্রাণ, ইন্দ্র শুদ্ধমন, আর পর্জন্য দিব্যপ্রাণের ধারাসার। অন্তরিক্ষে দেবাসুরের যে সংগ্রাম, তা প্রাণের অবরোধ ও বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে তাকে সাবলীল এবং সফল করবার জন্য। মরুদ্‌গণের সহায়ে ইন্দ্র মেঘকে বিদ্যুচ্চকিত এবং বজ্রদীর্ণ করে আধারে আনেন অবন্ধন প্রাণের প্লাবন। আমাদের অভীপ্সার এতেই চরিতার্থতা, তাই সংহিতায় বিশেষ করে এই তিনজন অগ্নির সংস্তবিক দেবতা।[২]

এছাড়া নিঘণ্টুতে অনেক মধ্যস্থান দেবতার উল্লেখ আছে এমন-কি মধ্যস্থান অগ্নিরও [২৪৪]। তার মধ্যে 'বৃহস্পতি' অগ্নিরই আরেক রূপ; 'ব্রহ্মণস্পতি' এবং 'বাচস্পতি' বৃহস্পতির সগোত্র; 'অপাংনপাৎ' বৈদ্যুত অগ্নি; 'যম' আর 'ত্বষ্টা'র অগ্নি সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি; 'বাক্' আগ্নেয়ী। অনেক দেবতা ইন্দ্রের মাধ্যমে অগ্নির সঙ্গে যুক্ত নৈরুক্তদের মতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতারা ইন্দ্র অথবা বায়ুর প্রকারভেদ।[১] ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হল বৃত্রবধ এবং যে-কোনও 'বলকৃতি'।[২] এই কারণে পৃথিবীস্থান অথবা দ্যুস্থান দেবতাদেরও অন্তরিক্ষে ঠাঁই দেওয়া অযৌক্তিক নয়। অগ্নির মধ্যে যে প্রকাশের আকূতি, ইন্দ্রের শৌর্য তার বাধাকে অপসারিত করে। অগ্নির সঙ্গে ইন্দ্রের এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য দেবতার সাহচর্যের এই হেতু। প্রায়শই এই সাহচর্য অক্রমে।

(তু 'শম্')। দ্র যথাক্রমে সূ ৮।৭০, ১০ ৩৬, ৮ ৩৭, ১।১০০; ১০।৩৫ (টী ২১২[৭])। [৩]মিত্রাবরুণ তু ঋ ৫।৩।১; দ্র টীম্ ২০৭। [১]অহে রাত্র দ্র, তৈত্রা, ১।৭ ১০ ১ [২]নি ১১।২৯, ৩১ [৩]নি ১২ ১২ [৪]সোম আর বরুণ অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দুইই কিন্তু অগ্নির সংস্তবিক দেবতারূপে তাঁরা দ্যুস্থান, তু. দুর্গের উদাহরণ, নি. ৭।৮।

[২৪৩] তু বৃ ৩।৯ ১০, ছা ৮।১২।৫। [১]যাস্কের অন্তরিক্ষস্থান দেবতার বিন্যাস—বায়ু বরুণ রুদ্র ইন্দ্র পর্জন্য ইত্যাদি দুর্গের মন্তব্য উত্তরায়ণের পর থেকে অর্থাৎ হেমন্ত ঋতু থেকে বায়ু চারদিক থেকে জল টেনে নিয়ে অন্তরিক্ষে গর্ভরূপে সঞ্চিত করেন, আট মাস পরে বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে সেই গর্ভ প্রসূত হয় জলরূপে। বায়ুর ব্যাপ্তিতে আকাশ তখন মেঘে 'আবৃত' হয়, বায়ু হন 'বরুণ', তারপর রোদন বা গর্জন করেন বলে হন রুদ্র, 'ইরা' বা জল দান করেন বলে 'ইন্দ্র', রসের 'প্রার্জন' বা প্রকটীকরণের জন্য 'পর্জন্য' এমনিতর আনুপূর্বী দ্যুস্থানেও আছে (নি ১০।১)। বায়ুর স্থূলরূপ 'বাত' এবং সূক্ষ্মরূপ 'মরুদ্‌গণ'। ঋক্‌তে তাঁদেরই প্রাধান্য এবং অগ্নির সঙ্গে সংস্তব। [২]ঋক্‌তে অগ্নির মুখ্য সংস্তব মরুদ্‌গণের সঙ্গে ১ ১৯ এবং ৫।৬০ সূ, ইন্দ্রের সঙ্গে সূ ১।২১, ১০৮, ১০৯, ৩।১২ ৫।৮৬, ৬।৫৯, ৬০, ৭।৯৩, ৯৪, ৮।৩৮, ৪০ (সর্বত্র ইন্দ্র মুখ্য), সোমের সঙ্গে ১ ৯৩ সূ। অগ্নি-পর্জন্যের সংস্তব ৬।৫২ ১৬, ১।১৬৪।৫১ অগ্নি-বরুণের ৪।১।২-৫, ১।৩৫।১ (সর্বত্র বরুণ আদিত্য)।

[২৪৪] দ্র নিঘ ৫।৪।২৩ ব্যাখ্যায় নিরু উদ্ধৃত (১০।৩৬ ৩৭) দুটি ঋকই ঋষি একমাত্র অগ্নিমারুতসূক্ত (১।১৯) হতে নেওয়া। এই অগ্নি বৈদ্যুত (তু ১।৭৯।১-৩), আর মরুদ্‌গণ বিদ্যুন্ময় (তু. ১।৮৮।১, ৮ ৭ ২৫, বিদ্যুন্মহসঃ ৫।৫৪।৩) বাতের দেবতা। [১]দ্র নি ৭।৫। [২]নি. ৭।১০।

তারপর অগ্নিসাহচর্যের মূলে দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'অদিতি' অবাধিতা অবন্ধনা আনন্ত্যচেতনা এবং সর্বাত্মিকা : অগ্নি তাঁর পুত্র, এবং কখনও অগ্নিই অদিতি [২৪৫]। বিশ্বরূপ 'ত্বষ্টা' অগ্নির পিতা। প্রজাপতি 'দক্ষ' কখনও অগ্নির পিতা, কখনও-বা পুত্র। জ্যোতির্ময় অব্যক্তের দেবতা 'বরুণ' অগ্নির ভাই অর্থাৎ দুজনে মূলত একই তত্ত্ব।[১] অন্ত্যেষ্টিতে বৈবস্বত 'যম' জাতবেদা অগ্নিরই প্রতিরূপ। পরমজ্যোতি 'বিবস্বান্' হতে বিশ্বপ্রাণ 'মাতরিশ্বা'র সংবেগে মানুষের মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব। পরমার্থদৃষ্টিতে অগ্নিই 'বিশ্বেদেবাঃ' ইত্যাদি সংহিতার এই তত্ত্বগুলিই উপনিষদে ব্রহ্ম জীব ও জগতের একত্ববাদে প্রপঞ্চিত হয়েছে। মোটের উপর বলা চলে, অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের সাহচর্য অধ্যাত্মসাধনার আদ্যন্ত জুড়ে, কেননা দেবযানী অভীপ্সার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে সেই 'চিত্ত' বা চেতনার দ্যুতি[২] যা দিয়ে দেবতা আর তাঁর বিভূতিকে আমরা জানি এবং পাই। আমাদের মধ্যে সম্যক্-সম্বুদ্ধ অগ্নিরই তখন এই ব্রহ্মঘোষ : 'এই দেবতারা আমারই, আমিই হয়েছি এইসব।'[৩]

এইবার দেখা যাক, সর্বদেবময় এই অগ্নির সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক। প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনা আগেই কিছু-কিছু হয়ে গেছে, এখন সেইগুলিকেই একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক।

৪ অগ্নি ও মানুষ

আগেও বলেছি, অধ্যাত্মচেতনার মূলে আছে কোনও বৃহত্তর সত্তার প্রতি একটা মহিমবোধ। আধারভেদে এই বোধ কখনও চেতনাকে অভিভূত, কখনও-বা উদ্দীপ্ত করে। উদ্দীপ্ত চেতনা বৃহৎ হয় এবং বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে নিজের সাযুজ্য অনুভব করে। মহিমবোধের অনুষঙ্গে আরেকটি বোধ জাগে : যা বৃহৎ, যা পরাৎপর, তা নিত্য। আকাশ বৃহৎ, আকাশ নিত্য। যেমন পরাক্ দৃষ্টিতে বাইরের আকাশ, তেমনি প্রত্যক্ দৃষ্টিতে হৃদয়াকাশ, দুইই নিত্য। যা নিত্য, তার আরেক সংজ্ঞা অমর্ত্য বা অমৃত।

দেবতা বৃহৎ, দেবতা অমর্ত্য; আপাতদৃষ্টিতে মানুষ ক্ষুদ্র, মানুষ মর্ত্য। কিন্তু দেবতার উপাসনায় মানুষও বৃহৎ হতে পারে, অমৃত হতে পারে। এবং এই বৃহৎ অমৃতত্বের অনুভব সে পায় এই দেহেই। তখন দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় সাযুজ্যের এবং সখ্যের : সে আর ছোট নয়, দেবতাও যা, সেও তা। তখন সে 'মধ্বদ'

[২৪৫] এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র, বিস্তৃত আলোচনা পরে দর্শনাধ্যায়ে করা যাবে।
[১] দ্র ঋ ৪।১।২-৫। যেমন আনন্ত্যের দেবতা অদিতির কাছে ঋষিদের প্রার্থনা নিরপরাধের জন্য তেমনি বরুণের কাছে তাঁর প্রসাদযাচ্ঞা ৩, তু ৭।৮৯ সূ। তিনি যেন হেলা না করেন ৫।১৪ সমস্ত অচিত্তিজনিত সমস্ত প্রমাদ ক্ষমা করেন (৭।৮৯।৫)। সর্বশূন্য আনন্ত্যের চেতনা পেলেই কলুষের পাশ হতে যথার্থ মুক্তি সম্ভব। অগ্নি-সূর্যের মত অগ্নি বরুণও এখানে একটি প্রত্যাহার। তার মধ্যে দেবতার পরম্পরা এই অগ্নি সবার নীচে ('অবম' ৫। তারপর উষার আলো, তারপর 'বিশ্বভানু' মরুদ্‌গণ (৩) এবং পরিশেষে বারুণী শূন্যতা [২] তু অগ্নে ত্রীষু দ্যুম্নম্ (জ্যোতি) উত শ্রব (শ্রুতি) আ চিত্তং মর্ত্যেষু ধাঃ ৫।৭।৯। [৩] তু. ১০।৬১।১৯, দ্র. টী ১৭৪৭।

বা 'পিপ্পলাদ', তার সম্ভোগ সম্ভূতিতেই লোকোত্তর অমৃতের সম্ভোগ। আবার সে-সম্ভোগ তার আত্মবিসৃষ্টিও যতদিন সে বেঁচে থাকে, সে দেখে তার নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চরমাণ যে উত্তাল জীবনপ্রবাহ, তা একদিকে যেমন স্পন্দমান, আরেকদিকে তেমনি নিস্পন্দ। দেহের মৃত্যুতেও তার প্রাণের মৃত্যু হয় না, আত্মস্থিতির বীর্যে সে তবু চলতেই থাকে এ চলা সেই অমৃতস্বরূপেরই চলা। একই সত্তার এক পিঠ মৃত্যু, আরেক পিঠ অমৃত। মর্ত্যের সঙ্গে অমর্ত্যের, মানুষের সঙ্গে দেবতার এই লীলা।

এই ভাবনাগুলি প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘতমা ঔচথ্যের এই তিনটি মন্ত্রে : দুটি 'সুপর্ণ' বা পাখি, তারা 'সযুক্' বা নিত্যযুক্ত দুটি সখা; একই গাছকে তারা বেড়ে জড়িয়ে আছে। তাদের একজন খাচ্ছে স্বাদু পিপ্পল; না খেয়ে আরেকজন তার দিকে চেয়ে আছে। যে গাছে মধুভোজী সুপর্ণেরা সব বাসা বাঁধছে আর ডিম পাড়ছে, তারই আগায় আছে সেই যে বলে সেই 'স্বাদু পিপ্পল'। কিন্তু তার নাগাল সে পায় না, যে 'পিতা'কে না জানে। শ্বাস ফেলতে-ফেলতে শুয়ে আছে ত্বরিতগতি 'জীব' সে কাঁপছে, আবার স্থির হয়ে আছে ধারাদের মধ্যে, মৃতের 'জীব' বা প্রাণ চলতে থাকে তার 'স্বধার' শক্তিতে। অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই যোনি বা উৎস ২৯৬।

যে-নামেই ডাকুন না কেন, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির সম্বন্ধ মূলত এই সখ্যের এবং সাযুজ্যের। তার মধ্যে শ্রদ্ধা প্রীতি বা ভাবের বিচিত্র বিলাস আছে, নতি প্রপত্তি

[২৯৬] ঋ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে, তয়োর্ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব অত্ত্য্ অনশ্নন্ন্ অন্যো অভি চাকশীতি। যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে, তস্যেদ্ আহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব্ অগ্রে তন্ নোন্ নশদ্ যঃ পিতরং ন বেদ । অনচ্ ছয়ে তুরগাতু জীবম্ এজদ্ ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্, জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভির্ অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সয়োনিঃ ১।১৬৪।২০, ২২, ৩০। সুপর্ণ বহুজায়গায় সূর্যের উপমান (দ্র ১।৩৫।৭, ১০৫।১, ১৬৪।৪৬ ৪।২৬।৪ ৫।৪৭।৩ ৮।১০০।৮ ৯।৭১।৯)। এখানে পিপ্পলাদ জীবও সুপর্ণ, সুতরাং জীবের সঙ্গে আদিত্যের সাম্যের ধ্বনি আছে। সূর্যরূপী এই সুপর্ণ 'হংস'ও ৪।৪০।৫, আবার অগ্নিও হংস (১।৬৫।৫)। বৃক্ষ—[< √ব্রশ্চ্ 'কাটা' তু ঋ ১।১৩০।৪; Li. *urk* 'to tear', Gk. *rakos* 'a rag'. নি ব্রশ্চনাৎ ২।৬, বৃ হা ক্ষাং তিষ্ঠতি ১২।২৯] 'দেহবৃক্ষ', যেমন এখানে; আবার 'ব্রহ্মবৃক্ষ'ও (২২; তু ঋ ১০।১৩৫।১, আরও তু ১।২৪।৭, সেখানে ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের ধ্বনি, আবার 'সংসারবৃক্ষ' ১০।৮১।৪। এখানে ব্রহ্মবৃক্ষ 'পিপ্পল', অন্যত্র 'উদুম্বর বা অশ্বত্থ', বৌদ্ধদের 'ন্যগ্রোধ' বা বট, ভাগবতদের 'কদম্ব'। **স্বাদু পিপ্পল** দেবাহিত মর্ত্যভোগ, দেবতার সাযুজ্যে মধুময় নতুবা তা স্বাদু হত না। দিব্য ভোগ 'বৃহৎ পিপ্পল' (তু ৫।৫৪।১২, দ্র টী ১৫৭°, ১।১৬৪।২২)। পিপ্পলকে স্বাদু করে যিনি ভোজন করতে পারেন, তিনি 'পিপ্পলাদ' এটি সিদ্ধপুরুষের সংজ্ঞা। কূটস্থ পুরুষ না খেয়ে শুধু চেয়ে দেখেন, তু সাংখ্যের পুরুষ কর্তা নন ভোক্তা নন কেবল দ্রষ্টা যিনি পিপ্পলাদ, তিনিই আবার **মধ্বদ্** বা মধুভোজী, দিব্য অমৃতের সম্ভোক্তা (তু ১।৯০।৬-৯, ক. মধ্বদং জীবম্ ২।১।৫)। ন তাঁর 'নিবেশন' এবং 'প্রসব' একসঙ্গে চলছে। **নিবেশন** পাখির আপন কুলায়ে ফিরে যাওয়া 'অস্তে' যাওয়া, আত্মস্থিতি, স্বধা (তু ঋ 'হ্বয়ামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীম্' ১।৩৫।১, টী ২৫২; ১০।১২৭।৪), কিন্তু তাই আবার প্রসব বা সম্ভূতির উৎস (তু ঈশ বিনাশ ও সম্ভূতির সংবেদন ১৪)। **পিতা** যেমন 'দ্যৌঃ' (ঋ ১।১৬৪।৩৩) অথবা লোকোত্তর আদিত্য (১২), অন্যত্র 'আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ' (মা ৩১।১৮)। **জীব** ঋকের প্রথমপাদে ক্লীবলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে 'জীবতত্ত্ব', তৃতীয়পাদে 'পুরুষ' (তু সর্ব 'জীব অসুর্ নঃ' ঋ ১।১১৩।১৬)। **পস্ত্যা**—['পস্ত্যম্' গৃহ নিঘ ৩।৪, 'পস্ত্যা' জল, নদী, তু ঋ ৪।১।১১, ৮।৭।২৯ (দ্র টী ১১১°), ৯।৬৫।২৩. । আবার অদিতিও 'পস্ত্যা' ৪।৫৫।৩, গৃহদেবী বলে। বৃ ? রাজপস্ত্যং রাজপত্তনম্' নি ৫।১৫. [blenoek II. *paste* Lin । এখানে] ধারা; তু শৌ ১০।২।৭, ১১, ১১।৪।২৬, ৮।২৮, ২৯ (দ্র Geldner, *DR* টী)। আরও তু ঋ ৪।৫৮।৫, টী ১৩০°)।

বা আত্মনিবেদন সবই আছে, কিন্তু নাই ভয়, নাই দেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখা। দেবতা আর উপাসক একই গাছে দুটি পাখি, একই রথে দুজন রথী, অথবা একই নৌকার দুটি যাত্রী [২৪৭]। মানুষ 'অর্ধদেব'।[১] গোড়া থেকেই দেবতার সান্নিধ্যে ঋষির মধ্যে আত্মমহিমার বোধ এইভাবে উদ্দীপ্ত হওয়ার পরিণাম হল উপনিষদের সেই ব্রহ্মঘোষ : 'যোঽসাব্ অসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি।' আর এই ভাবনার গঙ্গোত্রী হল নিত্যপ্রত্যক্ষ 'দ্যৌঃ' 'পরম ব্যোম' বা আকাশের মধ্যে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণকে অনুভব করা।

সত্যি-সত্যি দেবতা দূরে নন, তিনি আমার অতি কাছে, আমারই মধ্যে তিনি নিহিত আছেন অগ্নিরূপে, এই মর্ত্য আধারে ধ্রুব অমৃতজ্যোতীরূপে গোপনে-গোপনে চিত্ত ও মনের সমস্ত বৃত্তিকে এঁরই অভিমুখে আকর্ষণ ক'রে [২৪৮]। যিনি অন্তরে আছেন, অমর্ত্য প্রাণরূপে নিঃশব্দে বেড়ে চলেছেন এই মর্ত্য তনুর সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁকেই আমাদের ঘরের যজ্ঞবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করি 'গৃহপতি'রূপে। তখন আহিতাগ্নির সমস্ত জীবন একটা যজ্ঞ, তার গার্হপত্য এই যজ্ঞনায়ক গৃহপতি অগ্নিরই ঋতচ্ছন্দ গার্হপত্য।[১] এই দিব্য গার্হপত্য অনুবিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর অজর তারুণ্য এবং ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞান ও আকূতির দ্বারা, কেননা তিনি 'কবির্ গৃহপতির্ যুবা', আর তাইতে আমাদের মানবীয় গার্হপত্যও ঋদ্ধিতে উপচে ওঠে এবং দেবতার তীক্ষ্ণ তেজে জীবনকে করে শাণিত।[২]

।২৪৭। তু ঋ ১।১৬৮।১০, ইন্দ্রাকুৎসা বহমানা রথেন ৫।৩১।৯ (তু ৬।৩১।৩, ৮।১।১১), বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাৎ ৭।৮৮।৪ (তু ৩, ৫)। [১]ত্রসদস্যুম্ ইন্দ্রং ন বৃত্রতুরম্ অর্ধদেবম্ ৪।৪২।৮ (৯)। বৃহস্পতি অথর্বার নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা ১০।১২০।৯, দ্র অন্যান্য আত্মস্তুতি।

।২৪৮। তু ঋ ৬।৯।৪৭, দ্র টী ২৪৯। [১]তু 'গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুথা যজ্ঞনীর্ অসি, দেবান্ দেবয়তে যজ'—গৃহপতির গৌরবে সত্যস্বরূপ তুমি (হে অগ্নি) ঋতচ্ছন্দে যজ্ঞের নেতা তুমি (অর্থাৎ ঋত্বিক্), দেবতাদের যজন কর তার জন্যে যে দেবতাকে চায় ১।১৫।১২। ঋক্‌তে 'গার্হপত্য' বোঝায় ঘরকন্না (তু ৬।১৫।১৯, ১০।৮৫।২৭, ৩৬)। কিন্তু উল্লিখিত ঋকে 'গার্হপত্য অগ্নির' ধ্বনি স্পষ্ট। তু অন্যত্র 'গার্হপত্য অগ্নি' শৌ ৫।৩১।৫, ৬।১২০।১, ৭।৬৩।২ ; তৈস ১।৬।৭।১, ২।২।৫।৬, ৫।২।৩।৬। শ্রৌতযজ্ঞের জন্য অগ্ন্যাধান করতে হয়। অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয় একটি 'ইষ্টি'। সপত্নীক যজমান চারজন ঋত্বিকের সাহায্যে তা নিষ্পন্ন করেন। 'বিশিষ্টকালে বিশিষ্টদেশে বিশিষ্টপুরুষ বিশিষ্টমন্ত্রে গার্হপত্য প্রভৃতি অগ্নির উৎপাদনের জন্য যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিহিত করেন তাকে বলে অগ্ন্যাধেয়' (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ২।১।৯, নারায়ণের টী)। ভোরবেলা যখন সূর্যবিম্ব দেখা না দিলেও তার রশ্মিজাল পূর্বাকাশের আঁধার ঘুচিয়েছে অর্থাৎ যাস্ক যাকে বলেছেন 'সবিতৃকাল' সেই সন্ধিলগ্নে অধ্বর্যু প্রথমেই গার্হপত্য অগ্নিমন্থনের জন্য দশহোতৃমন্ত্রে অধরারণির উপর উত্তরারণি স্থাপন করেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ যেন যজমানের নিজের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষের আয়োজন। লক্ষণীয় যজ্ঞের অধিকাংশ কর্মই করেন ঋত্বিকেরা, সপত্নীক যজমান তখন করেন ভাবনা বা অনুধ্যান। দশহোতৃ মন্ত্রগুলি এই : ওঁ চিত্তিঃ (বিবেক) স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ)। চিত্তম্ (চেতনা) আজ্যম্ (গলানো ঘি দ্রব্য ১।৩)। বাগ্ বেদিঃ। আধীতং (একাগ্রভাবনা তু ঋ ১।১৭০।১) বর্হিঃ (কুশাস্তরণ)। কেতো (প্রতিবোধ) অগ্নিঃ। বিজ্ঞাতম্ অগ্নিঃ। বাক্‌পতির্ হোতা। মন উপবক্তা (ঋত্বিক বিশেষ)। প্রাণো হবিঃ। সামাধ্বর্যুঃ (তৈআ. ৩।১)। এই মন্ত্রগুলি থেকেই যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গার্হপত্য অগ্নির আধানের পর 'ভগকালে' অর্থাৎ সূর্যবিম্ব আধখানা উঠতে গার্হপত্য হতেই আহবনীয় অগ্নির আধান। এই অগ্নি দেবগণের জন্য। তারপর দক্ষিণাগ্নির আধান—পিতৃগণের জন্য। অগ্ন্যাধানের পর সেইদিনই সন্ধ্যায় 'অগ্নিহোত্রে'র অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে হয়। শবর বলেন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান জরা ও মরণ জয়ের জন্য ১২।৪।১।১। [২]দ্র ঋ. ৬।১৫।১৯ (টী ২০৭))।

আবার, অন্তরে বাইরে গৃহপতিরূপে যিনি আমাদের এত কাছে, তিনি অচিত্তির তমিস্রায় যখন আড়াল হয়ে থাকেন, তখন অনেক সাধ্যসাধনায় প্রাণপ্রবাহের সঙ্গমতীর্থে তাঁকে আমাদের আবিষ্কার করতে হয় [২৪৯]। তখন সেই 'অতি-সন্নিহিত অথচ গুহাচরের আবির্ভাবকে'[১] আমরা প্রত্যক্ষ করি হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত। গৃহপতি হয়েও অগ্নি তখন আমাদের 'প্রিয়তম শিবময় অতিথি-মিত্রের মতই প্রিয়, যাঁর বিরুদ্ধে চিত্ত কিছুতেই বিরূপ হতে চায় না'।[২] যিনি মর্ত্য আধারের গভীরে ধ্রুব হয়ে আছেন[৩] গৃহপতিরূপে, তিনিই আবার অতিথি বন্ধু হয়ে লুকোচুরি খেলছেন আমাদের সঙ্গে সুপ্রীতিতে[৪] এই তাঁর লীলা। শুধু আমরাই তাঁকে ভালবাসি না, তিনিও আমাদের এই ঘরকে ভালবাসেন বলে তাঁর এক বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'দমূনাঃ'।[৫]

দেবতাদের এই প্রেমের লীলার অনবদ্য প্রকাশ ঘটে সখ্যরতিতে। আগেই বলেছি, দেবতার সঙ্গে বৈদিক ঋষির মুখ্য সম্বন্ধ হল সখ্যের বা সাযুজ্যের আত্মমহিমা যার মধ্যে উদ্দীপিতই হয়, খর্ব হয় না। অগ্নির সঙ্গে এই সখ্যের সুন্দর চিত্র পাই কুৎস আঙ্গিরসের [২৫০] একটি সূক্তে। ঋষি বলছেন : 'সুভদ্র হয় যে আমাদের প্রবুদ্ধ

২৪৯। তু ঋ ৬।৯।৭ 'ইমং বিদ্বাংসো অপাং সধস্থে পশুং ন নষ্টং পদৈর্ অনু গ্মন্, গুহা চতন্তম্ উশিজো নমোভির্ ইচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবো ঽবিন্দন্'—এঁকে লক্ষ্য করে প্রবাহের সঙ্গমে (তাঁরা) অনুগমন করলেন হারিয়ে যাওয়া পশুকে যেমন (লোকে) পায়ের চিহ্ন ধরে, গুহাচর তাঁকে উতলা হয়ে প্রণাম দিয়ে পেতে চেয়ে ধীর ভৃগুরা পেয়েও গেলেন ১০।৫৬।২ তু ২।৪।২, ১।৬৫।১, ২. অন্তরাবৃত প্রাণের ধারা সঙ্গত হয় যেখানে সেখানেই অগ্নির আবির্ভাব হয়, এইগুলি তাঁকে পাওয়ার সাধন: শরবৎ তন্ময় এষণা, আকূতি প্রণতি এবং ধ্যানচিন্তা।। [১] তু ম ২।২।১। [২] তু ঋ ৬।২।৭, ৭।৯।৩ ৮।৮৪।১, ১০।১২২।১, টী ১১৩[২]। [৩] ঋ ৭।৩।১। [৪] তু বিশাম্ অগ্নিম্ অতিথিং সুপ্রয়সম্ (২।৫।১), প্রয়ঃ প্রীতি < √প্রী তু ৫।৫১।৫ ৭, পরের তৃচটিতেও আছে আনন্দের কথা, সুতরাং নিঘণ্টুর 'অন্ন' অর্থ [২।৭] গৌণ।। [৫] দমূনাঃ < দম্ (ঘর, তু Lat. domus) 'দম্পতী' 'দং সুপত্নী' ৬।৩।৭, ৪।১১।৭, 'দংসু' ১।১৩৬।৪, ১৫১।৪।। [৬] দম্ + মনস্ (প্রীতি, তু ১০।১৭২।১), সম্প্রসারণে উকার। তু 'গির্বণস্' (পদপাঠে অবগ্রহ নাই, কিন্তু বৃ দ্র ঋ ইমাং মে মরুতো গিরম্, ইমং মে বনতা হবম্ ৮।৭।৯, ইন্দ্রং নো বনতং গিরঃ ৭।৯৪।২, নি গির্বণো দেবো ভর্বতি গীর্ভির্ এবং বনর্ষিত ৬।১৫। 'যজ্ঞবনস্' ঋ ৪।১।২। স্বরে সমতা সর্বত্র আধুনিক বৃ দম্ + নস্ (প্রত্যয়)। নি. দমমনা বা দানমনা বা দান্তমনা বা ৪।৪।

২৫০। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি উপমণ্ডল কুৎসদৃষ্ট (৯৪-১১৫ সূ, ৯৯ ও ১০০ সূ ছাড়া)। জাতবেদা অগ্নি দিয়ে উপমণ্ডলটির আরম্ভ এবং সূর্য দিয়ে শেষ এটি অর্থবহ। ৯৪ হতে ৯৮ সূ পর্যন্ত যথাক্রমে দেবতা অগ্নি জাতবেদা, ঔষস, দ্রবিণোদা, শুচি এবং বৈশ্বানর : একই অগ্নির বিচিত্র রূপ। তারপর ৯৯ সূ একটি ঋকের একটি সূ জাতবেদার উদ্দেশে কশ্যপ মারীচের রচনা। বৃহদ্দেবতায় শৌনক (৩।১৩০) এবং সর্বানুক্রমণীতে কাত্যায়ন বলেন, এর পরে নাকি আরও এক হাজারটি সূক্ত ছিল, ক্রমশ্বয়ে তাদের ঋকের সংখ্যা এক এক করে বেড়ে গিয়েছিল। এই বিপুল সংগ্রহ নাকি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে (দ্র মাধবভট্টের 'ঋগ্বেদানুক্রমণী' পৃ ১৫৬-১৫৮, ঐন্দ্র সং।' কুৎসের রচনা কবিত্বপূর্ণ, অগ্নিদ্বয় উষা এবং সূর্যের উদ্দেশে রচিত তাঁর সূক্তগুলি প্রসিদ্ধ। সূক্তগুলিতে কতকগুলি ধুয়া আছে, এও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য সূক্তটি ছাড়াও মরুত্বান্ ইন্দ্রের প্রতি সখ্যরতির নিদর্শন দ্র সূ ১০১।১ ৭। তাঁর রচিত সোমসূক্তটি ঋগ্বেদের সোমমণ্ডলের ৯৭ সূ-র শেষে সংগৃহীত হয়েছে ৪৫-৫৮ দ্র সর্বানুক্রমণী। প্রায় সব সূক্তের শেষে তাঁর প্রিয় ধুয়া হচ্ছে 'তন্ নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্ অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ' যার মধ্যে আলোর তিনজন দেবতা এবং তিনটি লোকের উল্লেখ পাই ('সিন্ধু' অন্তরিক্ষচারী প্রাণপ্রবাহ, তু জগতা সিন্ধুং দিবি অস্তভায়ৎ ১।১৬৪।২৫, দ্র 'সিন্ধু')। এই ধুয়াটি সোমসূক্তের শেষেও আছে আবার আছে কৌৎস উপমণ্ডলের ১০০ সূ-র শেষে, যা কাত্যায়নের মতে কুৎসরচিত নয়। অথচ সূক্তটির প্রথম পনেরটি মন্ত্র অবিকল কুৎসের ঢঙে রচিত, কাত্যায়নের

মনন এঁর সঙ্গমে! হে অগ্নি, তোমার সখ্যে আমরা যেন অরিষ্ট হতে পারি॥ যার জন্য তুমি যজন কর, সে হয় সিদ্ধ; অজাতশত্রু হয়ে সে বাঁচে শান্তিতে, হয় সুবীর্যের নিধান; সে উপচে পড়েছে, তাকে ছোঁয় না ক্লিষ্টতা। হে অগ্নি, তোমার সখ্যে ॥ আমরা যেন পারি তোমায় সমিদ্ধ করতে · (তারই জন্যে) সিদ্ধ কর আমাদের ধ্যানচিন্তা। তোমারই মধ্যে আহুত হবিকে সম্ভোগ করেন দেবতারা তুমি সেই আদিত্যদের বয়ে আন, আমরা যে উতলা তাঁদের তরে · হে অগ্নি, তোমার সখ্যে ॥ আমরা বয়ে আনি ইন্ধন, সাজাই আহুতির উপচার, সচেতন থাকি পর্বে-পর্বে। বাঁচার মত বাঁচব বলে সংসিদ্ধ কর ধ্যানচিন্তাকে : হে অগ্নি তোমার সখ্যে ॥ বিশ্বদেব রাখাল (ইনি), এঁরই (আশ্রয়ে) চরে বেড়ায় জন্তুরা যে দ্বিপদ, আবার যে চতুষ্পদ (চরে বেড়ায় দিনে, আর ফিরে আসে) রাত্রিতে। বিচিত্র মহাচেতনা উষার তুমি · হে অগ্নি, তোমার সখ্যে...॥ তুমি অধ্বর্যু, আবার হোতা তুমি পুরাতন; প্রশাস্তা (আর) পোতা তুমি জন্ম হতেই পুরোহিত। সমস্ত ঋত্বিক্‌কর্ম জেনে তুমি হে ধীর, পোষণ কর (তাদের) . হে অগ্নি, তোমার সখ্যে ॥ যে তুমি দিকে-দিকে সুপ্রতীক, দেখা দাও একই রূপে দূরে থেকেও (বিদ্যুতের মত) কাছে ওঠ ঝলমলিয়ে রাতের আঁধার ছাপিয়েও দেখতে পাও হে দেবতা · হে অগ্নি, সেই তোমার. ॥. দেবতা তুমি

উল্লিখিত ঋষিদের নাম এসেছে তার পরে (১৭)। মাঝখানকার ঋচটি কি কুৎসের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং তা তবেদন মন্ত্রটিও (১১ সূ ² ইন্দ্রের সখা কুৎস (৫।৩১।৯) আর এই কুৎস এক নন, আগের জন অর্জুনের কুৎস, ইনি একজন প্রাচীন ঋষি (৪।২৬।১, ৭।১৯।২, ৮।১।১১), আর এই কুৎস 'আঙ্গিরস' (দ্র সর্বানুক্রমণী, পরিভাষা ২।৩)। তিনি নিজেই একজায়গায় প্রাচীন কুৎসের উল্লেখ করেছেন (১।১১২।২৩, 'কুৎস' নামের অর্থ নিঘণ্টুতে 'বজ্র' (২।২০) নি তত্র কুৎস ইত্যেতৎ কৃন্ততেঃ, ঋষিঃ কুৎসো ভবতি কর্তা স্তোমানাম্ ইতি ঔপমন্যবঃ, অথাপ্য অস্য বধকর্মৈব ভবতি, তৎসখ ইন্দ্রঃ শুষ্ণং জঘানেতি ৩।১১ (সম্ভূত < √ *কুদ্, কুদ্, 'প্রোণ'। আর্জুনেয় কুৎসের জন্য দ্র অধ্যায়ের শেষদিকে ঋষিপ্রসঙ্গ, ² দ্র ১।৯৪ সূ ভদ্রা হি নঃ প্রমতির্ অস্য সংসদ্য অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥১॥ যস্মৈ ত্বম্ আযজসে স সাধত্য অনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্যম্ স তূতাব নৈনম্ অশ্নোত্য অংহতির্ অগ্নে সখ্যে ॥২॥ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ ত্বে দেবা হবির্ অদন্ত্য আহুতম্, ত্বম্ আদিত্যাঁ আ বহ তান্ হ্য উশ্মস্য অগ্নে সখ্যে ॥৩॥ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্ জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে (টী ২১৮॰)॥৪॥ বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্ চ যদ্ উত চতুষ্পদ্ অক্তুভিঃ (অগ্নি দিনরাত্রে সর্বজ্ঞ এবং সাক্ষী এবং পাতা), চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অসি রাত পোহালেই আবার উষার আলোয় জাগিয়ে তোলেন সবাইকে 'অক্তু' বা রাত্রের পর উষা অগ্নিদেবের কাছে সূচিত করছে। অগ্নে সখ্যে ॥৫॥ ত্বম অধ্বর্যুর্ উত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ, বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্য (দ্র টী ২১৮॰)। অগ্নে সখ্যে ॥৬॥ যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ ('প্রতীক' < প্রতি √ অঞ্চ্ 'চলা', যা সামনে আছে দর্শনরূপে কিন্তু এই দর্শন অন্তরের, তু ক প্রত্যক্ ঐক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুঃ ২।১।১, সদৃঙ্ঙ্ অসি (এটি পরাক্ দর্শন) দূরে চিৎ সন্ তলিদ ইবাতি রোচসে (তলিৎ বিদ্যুৎ তলিদ ভবতীতি শাকপূণিঃ সা হ্য অবতাড়য়তি দূরাচ্চ দৃশ্যতে নি ৩।১১, তু কে তদেষ আদেশো যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ ইত্য অধিদৈবতম্ ৪।৪, রাত্র্যাশ চিদ্ অন্ধো অতি দেব পশ্যস্য অগ্নে সখ্যে (সমস্ত ঋক্‌টিতে অন্তরে বাইরে বাক্তে অব্যক্তে মনর্মীয়ান অগ্নিদর্শনের সুন্দর বর্ণনা। ॥৭॥ দেবো দেবানাম্ অসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্ বসূনাম্ অসি চারুর্ অধ্বরে, শর্মন্ত্স্যাম তব সপ্রথস্তমে (তু উরুর্ অনিবাধঃ ঋ ৫।৪২।১৭)। অগ্নে সখ্যে ॥১৩॥ তৎ তে ভদ্রং যৎ সমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃলয়ত্তমঃ (অগ্নি সোমের সহচারে নিত্য চিদানন্দ লাভ), দধাসি রত্নং (দ্র টী ২২১²) দ্রবিণং চ দাশুষেঽগ্নে সখ্যে ॥১৪॥ যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশো ঽনাগাস্ত্বম্ অদিতে সর্বতাতা (দ্র টী ১৭৪⁸), যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥১৫॥ সখ্যের আরও উদাহরণ ঋ ১০।৮৭।২১ [দ্র টী ১৭১°], ৮।৭১।৯, ৪৩।১৪ (দ্র টী, ২১১¹¹)...।

লীলায়ন ঋষি গৃৎসমদের একটি মন্ত্রে এইভাবে ফুটেছে : 'হে অগ্নি, পিতা তুমি, তোমার দিকে এষণা নিয়ে নরেরা (ছুটে চলে), তনুরুচি তোমার দিকে ভ্রাতৃভাবের জন্য (ছুটে চলে) উদ্যম নিয়ে, তুমি পুত্র হও (তার) যে তোমার দিকে ছুটেছে; সখা তুমি পরমশিবময় আগলে রাখ ধর্ষণ হতে।'[১] বীরের শরবৎ তন্ময় এষণার লক্ষ্য যখন তিনি, তখন তিনি তার পিতা অথবা মাতা।[২] তারপর এষণার চরিতার্থতায় যখন তাঁর আবির্ভাব অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে অরণিতে অথবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে, তখন তিনিই পুত্র।[৩] তারপর শিশু অগ্নি ধীরে-ধীরে বেড়ে চলেন আপন ঘরে, তাঁর বিশ্বরুচি শিখার উদ্ভাসে যজমানের তনুকেও করেন রুচিরা তখন 'অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ' – অগ্নি আর মানুষ ভাই-ভাই।[৪] দেবতার এই সাযুজ্যই সাধনার লক্ষ্য, তার আদি-অন্ত তাঁর সখ্যে নিবিড়।[৫] আর এই নিবিড়তার পর্যবসান মধুরভাবে, যখন উতলা দেবতার হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের জন্য মানুষেরও হৃদয় উতলা হয় সুবসনা জায়া যেমন হয় পতির জন্য।[৬] তখন কখনও কখনও মাধুর্যের বিলাস-বিবর্তে বিপ্রলম্ভের অভিমান উথলে ওঠে ঋষির অন্তরে। তিনি বলেন : 'আমি যদি তুমি হতাম হে অগ্নি, আর তুমি যদি হতে আমি, তাহলে এ(-জীবনে) তোমার সকল আশিসই সত্য হত।... হে অগ্নি, তুমি যদি মর্ত্য হতে, আর আমি হতাম অমর্ত্য হে মিত্রদীপ্তি হে আমার উৎসাহসের পুত্র যাকে সব দিয়েছি, তোমায় আমি ফেলে দিতাম না অভিশাপের মধ্যে হে জ্যোতির্ময়, হে সত্যস্বরূপ, (ফেলে দিতাম না) পাপের মধ্যে। আমার স্তোতা হত না দিশাহারা বা দুর্গত; হে অগ্নি, সে হত না পাপস্পৃষ্ট।'[৭]

গার্হপত্য চলে পতি-পত্নী দুজনকে নিয়ে। গৃহপতি অগ্নির প্রতি পুরুষের এই মধুর ভাব হাজার হলেও আরোপিত। কিন্তু নারীতে তা হবে স্বাভাবিক। সংহিতায় ঋষিকাদের রচনা খুবই কম, কাজেই অগ্নির প্রতি তাঁদের মনোভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ সুলভ নয়। শুধু আত্রেয়ী বিশ্ববারার অগ্নিসূক্তটিতে দেবতার প্রতি নারীহৃদয়ের আকৃতি প্রণতি ও বন্দনার একটি সুকোমল ছবি ফুটে উঠেছে ২৫২।। তার মধ্যেই পাই অগ্নির কাছে তাঁর ভাবকম্প্র এই প্রার্থনা : 'হে অগ্নি, দাম্পত্যকে তুমি সুন্দর কর সুসংযমে।' এমন প্রার্থনা অগ্নির কাছেই করা চলে, কেননা আগেই বলেছি, বৈদিক ভাবনায় মানুষকে পতিরূপে পাবার আগে তরুণী কন্যা অগ্নিগৃহীতা অগ্নি তার তৃতীয় পতি।[১] অনুরূপ ভাবনা আমরা ঋক্‌সংহিতার অন্যত্রও পাই। বসুশ্রুত আত্রেয় অগ্নিকে বলছেন, 'তুমি হও অর্যমা, যখন কুমারীদের (বঁধু তুমি), আপনাতে আপনি থেকে ধারণ কর ওই গুহ্য নাম; সুস্বাগত মিত্র ভেবে গবের অঞ্জন তোমায় মাখিয়ে দেয়, যখন দম্পতির দুটি মনকে এক করে দাও তুমি।'[২] আরেকজায়গায়

।২৫২। দ্র টীম্‌ ২০৭° । আরও দ্র ঋ ১০.৮৫।২৩। [১]দ্র টী ২৪০।। নিলাম স্ব অগ্নি সাক্ষী করে, দ্র ঋ ১০।৮৫ ৩৮ ৪১। [২]ত্বম্‌ অর্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্‌ গুহ্যং বিভর্ষি, অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্‌ যদ্‌ দম্পতী সমনসা কৃণোষি ৫।৩ ২। অর্যমা আনন্দ, সম্ভোগ ও সখ্যের দেবতা (পরে দ্র)। বিবাহে তাঁর প্রাধান্য দ্র বিবাহসূক্ত ঋ ১০।৮৫।২৩, ৪৩। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে পাই 'অর্যমণং নু দেবম্‌ কন্যা অগ্নিম্‌ অযক্ষত' কুমারী মেয়েরা অগ্নিতে অর্যমারই যজন করল ১ ৭.১৩। শ্রৌতে বৈবাহিক অগ্নিকে বলা হয়েছে অর্যমা ১৭।১।৩৯। [৩]ঋ জারঃ কনীনাং পতির্‌ জনীনাম্‌ ১।৬৬ ৮। অগ্নি গৃহপতি, নারী সারাজীবন তাঁকেই চেয়েছে, স্বামীর মধ্যেও তাঁকেই দেখেছে (তু ১০।৮৫ ৪০)। [৪]অন্যত্র দেখছি, কুমারী অপালার মধুর ভাব ইন্দ্রের প্রতি ৮.৯১ সূ., বিদ্র ইন্দ্রপ্রসঙ্গে

অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'কুমারীদের বন্ধু, বিবাহিতাদের পতি।'[৩] এখন যেমন দেখি, শিব বা কৃষ্ণের প্রতি মেয়েদের মধুর ভাব, তেমনি দেখছি বেদের মেয়েদের মধুর ভাব অগ্নির প্রতি।[৪] যেন মর্ত্য গৃহপতির মধ্যেই তারা খুঁজত সেই দিব্য 'কবির্ গৃহপতির্ যুবা'র প্রতিচ্ছবি, যিনি ছিলেন তাদের তরুণ জীবনের স্বপ্ন।

অগ্নির সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এই ধারা। বৈদিক ঋষিদের দেবোপাসনা বিশেষ করে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই বলা যেতে পারে দেবসম্পর্কে এই ধারাটিই স্বভাবত গভীর হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আর্যভাবনায় অধ্যাত্মদৃষ্টি আর অধিদৈবতদৃষ্টি সহচরিত। অধ্যাত্মভাবনা ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিদৈবতভাবনা বিশ্বগত। আবার আত্মচৈতন্যের বিশ্বময় বিস্ফারণ বৈদিক সাধনার চরম পরিণাম। তাইতে দেখি, বেদমন্ত্রে ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বিশ্ব বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে 'অহং- মাম্ মে'র চাইতে 'বয়ম্ নঃ'র প্রয়োগই বেশী। হয়তো লক্ষ্য করি না, আমাদের নিত্যজপ্য গায়ত্রীমন্ত্র ব্যক্তির কণ্ঠে উচ্চারিত একটি সর্বজনীন প্রার্থনা : সবিতার প্রচোদনাকে আমি আবাহন করছি একা আমার জন্য নয়, সবার জন্য, আমি সেখানে বিশ্বমানবের প্রতিভূ। তাই অগ্নির বেলাতেও দেখি, গৃহপতিরূপে তিনি যেমন আমার একান্ত আপনার, তেমনি আবার তিনি সবারই।[২৫৩] তিনি 'রাজা বিশাম্', 'বিশাম্ অতিথিঃ', 'বিশাং কবিঃ', 'বিশাং পতি' 'কবিঃ সম্রাড্ অতিথির্ জনানাম্' 'পতিঃ কৃষ্টীনাম্', 'নেতা চর্ষণীনাম্' ইত্যাদি। তিনি যেন আয়ু অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ, তাই প্রণতি আর হব্য দিয়ে অভ্যঞ্জন করে সেই সুপ্রীত (দেবতার) 'পাঁচজনে'।[১] এক কথায়, তিনি বৈশ্বানর— সর্বজনের অন্তর্যামী— 'গর্ভশ্ চ স্থাতাম্ গর্ভশ্ চরথাম্' স্থাবরজঙ্গম যা কিছু, সবার অন্তর্নিহিত চিন্ময় ভ্রূণ।[২] কবির ভাষায় তাঁকে আবাহন করে বলি, 'ওগো আমার, ওগো সবার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার।'

এই বিশ্বজনীন অগ্নিই মানুষের 'প্রথমো যজ্ঞসাধ্' তার উৎসর্গ ভাবনার

[২৫৩] দ্র ঋ ২।২ ৮, ৪।১, ৩।২.১০ ৫।১।৩, ৬।৭ ১, ৫।১.৬, ৭ ৫.৫ ৩.৬ ৫ । জন, বিশ্, কৃষ্টি এবং চর্ষণির মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ থাকলেও সবজায়গায় ও বজায় রাখা হয়নি মনে হয় সবচাইতে ব্যাপক সংজ্ঞা হচ্ছে জন, স ঃ বোঝাতে দেবতা এবং মানুষ উভয়ের বেলায় প্রযুক্ত। যেমন 'পঞ্চজন' বলতে বোঝায় সর্বসাধারণকে (দ্র টী ২৩১), ভরতেরা সবাই মিলে 'ভারত জন' (ঋ ৩ ৫৩।১২), তু পরবর্তী 'জনপদ' তাদের মধ্যেই **বিশ্** হল যারা উপনিবেশ বা আবাদের জন্য নতুন জমিতে ঢুকে পড়েছে (< ✓ বিশ্ প্রবেশ করা), এরা সাধারণত আর্যসমাজের অভিজাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম ক্ষত্র হতে আলাদা (তু ৮ ৩৫।১৬ ১৮)। এই থেকে ক্রমে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য। রাহসিক অর্থে বিশ্ প্রবর্ত সাধক, সাধনরাজ্যে সদ্যঃপ্রবিষ্ট, অনেকজায়গায় বিশ্ আর জন কোনও তফাত নাই (এই প্রসঙ্গে তু 'বৈশ্ব', ব্রাহ্মণে 'বিশো বিশ্বে দেবাঃ' শ ২।৪।৩।৬, ৩।৯।১।১৪, ৫।৫।১।১০ বৈশ্বদেব্যো বৈ প্রজাঃ তৈ ১।৬।২।৫)। কৃষিকর্ম করে বলে বাইরের দিক থেকে এরা **কৃষ্টি** (< ✓ কৃষ্ 'চাষ করা'), আবার রাহসিক অর্থে এটি সাধকদের সাধারণ সংজ্ঞা। সাধনার সঙ্গে ক্ষেত্রকর্ষণের উপমা খুব প্রাচীন এবং স্বাভাবিক ঋতে নিষ্পন্ন তাই 'ক্ষেত্রবিৎ' তু ১০ ৩২।৭। **চর্ষণি** (< ✓ চর্ 'চলা'), যে চরিষ্ণু, স্থাণু নয়, অতএব উদ্যোগী (তু ঐত্রে রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের অনুশাসন 'চরৈব' ৭।১৫)। অনেকজায়গায় সাধারণভাবে 'মানুষ' বোঝালেও সংজ্ঞাটিতে রাহসিক দ্যোতনা প্রবল। [১] ঋ আয়ুং ন যং নমসা রাতহব্যা অঞ্জন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চ জনাঃ ৬।১১।৪। **অঞ্জন** কোনও স্নেহদ্রব্য দিয়ে লিপ্ত করা। কিন্তু আগুনকে তা করতে গেলে তা আরও দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাইতে সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রকাশ ও আবরণ বিপরীতমুখী এই দুটি ভাবের ব্যঞ্জনা এসে গেছে। [২] ১।৭০।৩।

আদিম প্রচোদক [২৫৪]। তাই মনুষ্য ঋত্বিকের সঙ্গে এই দিব্য ঋত্বিকের নিবিড় সম্পর্ক। ঋত্বিকের লক্ষ্যাভিসারী চেতনায় মনীষার যে-প্রদ্যোত, তাকে তিনিই এগিয়ে নিয়ে চলেন কেননা তার সমস্ত মননের একমাত্র অধিনায়ক তিনিই।[১] অগ্নির প্রত্যক্ষ আবেশে এবং প্রবচনে এই মনীষাই তখন আবিষ্কার করে বাকের নিগূঢ় সেই পরমপদ, লোকোত্তর মন্ত্ররহস্যের সেই বিজ্ঞান[২] যা আমাদের পিতৃপুরুষদের করেছে 'সত্যমন্ত্র'। তাঁদের মন্ত্রসিদ্ধি তমিস্রার আড়াল ঘুচিয়ে নতুন উষার জন্ম দিয়েছে মানুষের চেতনায়।[৩] তাঁরা আমাদের পথিকৃৎ পূর্বজ ঋষি,[৪] যজ্ঞের বিতননে মানুষের মধ্যে অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তক মনু অথর্বা অঙ্গিরা ভৃগু এবং আয়ু অগ্নির সাযুজ্যে তাঁরা অগ্নিময়। প্রসঙ্গক্রমে এই অগ্নিঋষিদের কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি, বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে।

৫ অগ্নির বিভিন্ন বিভাব

অগ্নির রূপ গুণ কর্ম এবং জন্মরহস্য, দেবতা ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-- এইসবের আলোচনা হতে আমরা তাঁর একটা সাধারণ পরিচয় পেলাম। কিন্তু এছাড়া তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশও আছে কুৎস আঙ্গিরসের অগ্নিসূক্তগুলিতে যার উদ্দেশ পাওয়া যায় [২৫৫]। তাতে দেখি, একই অগ্নির বিভিন্ন বিভাব জাতবেদাঃ, ঔষস, দ্রবিণোদাঃ, শুচি ও বৈশ্বানররূপে। কুৎসদৃষ্ট অগ্নির এই বিভাবগুলিকে সংজ্ঞার সামান্য ইতরবিশেষ করে অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে সাজিয়ে নিতে পারি এইভাবে: সৌচীক (ঔষস), জাতবেদাঃ, শুচি (বৃক্ষোহা), দ্রবিণোদাঃ এবং বৈশ্বানর এর মধ্যে জাতবেদাকে নিয়ে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে,[১] এইবার আর-সবাইর কথা।

প্রথমেই ধরা যাক **সৌচীক** অগ্নি। অগ্নির সৌচীক নাম সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে নাই, কিন্তু বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, 'সৌচীক অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন একথা শ্রুতিতে আছে [২৫৬]।' মনে হয় নামটির অর্থ, যাঁর সূচনা মাত্র

[২৫৪] ঋ ১।৯৬।৩। [১]তু 'ত্বং হি বিশ্বম্ অভ্য্ অসি মন্ম প্র বেধসশ্ চিৎ তিরসি মনীষাম্' তুমিই যখন অধিকার করে আছ সমস্ত মনন তখন লক্ষ্যাবেধী মনীষাকে এগিয়ে নিয়ে চল তুমিই ৪।৬।১। 'মন্ম' মনন, তার ঊর্ধ্বে 'মনীষা', উপনিষদে যা বিজ্ঞান সত্ত্ব অথবা বুদ্ধি (তু ক ১।৩।১০, ২।৩।৭, ৯, শ্ব ১।১৬।২ দ্র টী ১১৬।। [২]দ্র ঋ ৪।৫।৩, টীম্ ১৭৭[১]। [৩]গূল্হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ব্ অবিন্দন্ত্ সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪। [৪]তু ১০।১৪।১৫।

[২৫৫] দ্র 'কুৎস', টী ২৫০। [১]দ্র টীম্ ১৭৮ , ঋ ১।৯৭ সূ, টীম্ ২৫০।

[২৫৬] বদে ৭।৬৩ শ্রুতিতে কাহিনীটি অবশ্য আছে কিন্তু অগ্নির নাম নাই। শৌনকের জানা কোনও শ্রুতিতে তার উল্লেখ আছে কি না, তাঁর উক্তি থেকে নিঃসংশয়ে তা বোঝা যায় না। শৌনক তাঁর গ্রন্থে অনেক খিলমন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। নামটি কি বেদের সেইসব শাখার কোথাও ছিল? [১]ঋতে একজায়গায় অতিসূক্ষ্ম অদৃষ্ট বিষধর জীবকে বলা হয়েছে 'সূচীক' ১।১৯১।৭, আরেকজায়গায় 'সূচী'র উল্লেখ আছে এইভাবে [রাকা] সীব্যতু অপঃ সূচ্যা চ্ছিদ্যমানয়া ২।৩২।৪। 'সূক্ষ্ম' শব্দেরও একই মূল। কঠে পুরুষসম্পর্কে পাই, 'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ত্ব্ অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্মযা সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' ১।৩।১২। এই ভাবনার মধ্যে

আছে কিন্তু যাঁকে দেখা যায় না, অথচ সূচীবাহিত সূত্রের মত যিনি সর্বত্র অনুস্যূত, এককথায় যিনি অতি 'সূক্ষ্ম'।[১] সংহিতার কাহিনীতে এই ভাবের ধ্বনি খুবই স্পষ্ট। অগ্নির প্রথম আবির্ভাব জাতবেদোরূপে, কিন্তু তার পূর্বে যখন তিনি অপ্ বা ওষধির গর্ভে নিহিত,[২] যখন তিনি সূচিত কিন্তু আবির্ভূত নন তখনই তিনি 'সৌচীক'। কুৎস এই অগ্নিকেই বলেছেন 'ঔষস', যিনি 'নিণ্য' বা গূঢ়াহিত বলে কেউ যাঁর উদ্দেশ পায় না,[৩] যিনি দিনের পুত্র কিন্তু রাত্রি যাঁর ধাত্রী, আবার হিরণ্ময় সূর্যরূপে উষায় যাঁর আবির্ভাব,[৪] যাঁর সবছাওয়া তিনটি জন্ম দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে এবং সমুদ্রে,[৫] কিন্তু হব্যবাহনরূপে চতুর্থ জন্ম আমাদের মধ্যে।[৬]

সৌচীক অগ্নি গূঢ়াহিত। অগ্নির গুহাশয়নের কথা ঋক্‌সংহিতার নানাজায়গায় নানাভাবে আছে [২৫৭]। অধিভূতদৃষ্টিতে অগ্নিকে আমরা সর্বদা সর্বত্র দেখতে পাই না না ওষধিতে, না অপ্‌এ, না দ্যুলোকে কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখি, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বদা রয়েছেন তপঃশক্তিরূপে, 'চিত্তির অপাং দমে বিশ্বায়ুঃ' প্রাণপ্রবাহে চেতনারূপে, আধারে বিশ্বপ্রাণরূপে।[১] এই আত্মানুভবই বৃহৎ হয়ে আনে দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং নিত্যত্বের অনুভব। তখন তাঁকে বলতে পারি : 'তুমি অজাত হয়ে ধরে আছ এই বিপুলা ক্ষিতিকে, দ্যুলোকের স্তম্ভ হয়ে আছ সত্যমন্ত্রে; প্রাণের

সৌচীক অগ্নির ব্যঞ্জনা আছে। [২]তু ঋ ৩।১।১৩ (দ্র টীম্ ২২৭), ২৯।২। [৩]তু ন কিঃ ইমং নিণ্যম্ আ চিকেত ১।৯৫।৪; এই থেকে 'নচিকেতঃ' সংজ্ঞা; তু ১০।৫১।৩, ৪। [৪]তু 'দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসম্ উপ ধাপয়েতে হরির্ অন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ শুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ' দুই রূপের দুটি ধেনু, বেছে একই সুন্দর লক্ষ্য দুজের, একে অপরের বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে, অগ্নিদৃষ্ট দেবতা। হিরণ্ময় হন একজনের মধ্যে, অপরজনের মধ্যে তাঁকে দেখা যায় শুক্র এবং সুদীপ্ত ১।৯৫।১। দিন আর রাত্রি দুটি ধেনু, একটি আলো, আরেকটি কালো রাত্রির গর্ভ থেকে প্রাতে হিরণ্ময় সূর্যের আবির্ভাব, তেমনি সন্ধ্যায় শুক্রজ্যোতি অগ্নির তখন সূর্যের ধন্দী দিন, আর অগ্নির রাত্রি আবার রাত্রির আঁধারে সূর্যের আলো লুকিয়ে আসে অগ্নির মধ্যে, সেই অগ্নিই ঔষস হয়ে বিস্ফারিত হন সূর্যে এমনি করে সঙ্কোচে আর বিস্ফারে জীবচেতনায় আর বিশ্বচেতনায় একই জ্যোতির লীলায়ন। এই ভাবনাই অগ্নিহোত্রের সাধনার আধার [৫]১।৯৫।৩, দ্র টী ২৩০[৬]। [৬]তু ১।৯৫।২, ১০।৪৫।১। মোটের উপর হলে চারটি অগ্নি, যার কথা ব্রাহ্মণে পাই (দ্র টী ২৬০)। দ্যুলোকে সূর্যরূপে, অন্তরিক্ষের জলভরা মেঘে বিদ্যুৎরূপে আর সমুদ্রে বড়বানলরূপে (যা সম্ভবত ফসফরাস অথবা জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকির বর্ণনা)। তিনটি অগ্নি তিন লোকে ব্যাপ্ত। চতুর্থ অগ্নি হব্যবাহনরূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত। যদিও ঔষস অগ্নিই আকাশে সূর্যরূপে আর বেদিতে জাতবেদারূপে জ্বলে ওঠেন তবুও কুৎসের সূক্তমালায় ক্রমের বিপর্যয় দেখানো হয়েছে দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ইশারা বোঝানোর জন্য।

[২৫৭] তু ঋ 'গুহা' চরন্তম্ ১।৬৫।১, 'নিষীদন্ ৬৭।৩ ন ঈং চিকেত [৩]ভরন্তম্ ৭, সন্তম্ ৫।৮।৩, [৩]হিতম ৪।৭।৬, ৫।১১।৬, [৩]চরন্তম্ মাত্রা [৪]বিভর্তি ৫।২।১, ১৫।৫, [৫]নৃম্ণম ৩।১।১৪ , আরও তু স্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্ ৬।৯।৭ । [১]১।৬৭।১০। [২]অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুর্ অগ্নে গুহা গুহং গাঃ ১।৬৭।৫-৬। [৩]তু ৩।৯।৫, ৬।৮।৪, ১।১২৮।২ ১৪১।৩, ৩।৫।১০। [৪]তু ৩।২৯।২+৬ ৯।৪-৭। [৫]তু পশ্বা ন তায়ুং (পশু নিয়ে পালিয়ে-যাওয়া চোরের মত) গুহা চতন্তং নমো যুজানং (আমাদের প্রণতি যখন তাঁর রথে জোতা অশ্বের মত) নমো বহন্তম্ (দেবতাদের কাছে), সজোষা (সমানে তৃপ্তিতে, মিলে-মিশে) ধীরাঃ পদৈর্ (পদচিহ্ন ধরে পশুর হারিয়ে যাওয়া এবং চোরের পালানোর ধ্বনি আছে অনু ষ্মন্ উপ ত্বা সীদন্ (তোমার কাছে গিয়ে বসবার জন্য) বিশ্বে যজত্রাঃ (অর্থাৎ দেবতারা) ১।৬৫।১-২। মানুষ 'ধীর', দেবতা 'যজত্র' বা যজনীয়। মানুষের সাধনার পিছনে বিশ্বদেবগণের বা বিশ্বচৈতন্যের আবেশ সবসময় রয়েছে। বৈদিক সমস্ত ভাবনার পশ্চাৎপটরূপে এই বিশ্বদেবগণের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আলোকের যত প্রিয় ধাম, তাদের আগলে থাক নিবিড় হয়ে; তুমি বিশ্বায়ু হে অগ্নি, চলেছ গুহা হতে (আরও গহন) গুহায়।'[২] অর্থাৎ দেবতা একাধারে সর্বব্যাপী সর্বাধার এবং সর্বনিবিষ্ট। যখন তিনি নিবিষ্ট, তখন আর তাঁকে দেখতে পাই না; কিন্তু বিশ্বমূলে ব্যাহৃতির মন্ত্ররূপে তখনও তিনি আছেন। আছেন গুহাহিত হয়ে ওষধিতে, অপ্‌এ, পরমব্যোমে: আছেন সবার মধ্যে। সেই গুহাহিত অগ্নিকে পরমব্যোম হতে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বা নিয়ে আসেন এইখানে;[৩] আবার আমরাও জাগ্রত চিত্তের আহুতি দিয়ে দৃষ্টির সামনে তাঁকে ফুটিয়ে তুলি।[৪] এমনি করে দেবতার প্রসাদ আর মানুষের প্রয়াস দুয়ে মিলে চলে অগোচরকে গোচরে আনবার সাধনা।[৫]

সৌচীক অগ্নির এই তিরোভাব আর আবির্ভাব ঋক্‌সংহিতার একটি উপমণ্ডলে সন্ধাভাষায় বর্ণিত হয়েছে সংবাদের আকারে [২৫৮]। সংবাদের রচয়িতা ঋষির নাম পাওয়া যায় না। কিছু পরেই আবার দুটি সূক্তের একটি উপমণ্ডল পাই, অনুক্রমণীর মতে যার ঋষি 'সৌচীকোঽগ্নির্ বৈশ্বানরো বা, সপ্তির্ বাজম্ভরো বা'।[১] দ্বিতীয় সূক্তের প্রথমেই 'সপ্তি বাজম্ভরের' উল্লেখ আছে; কিন্তু প্রকরণ থেকে বোঝা যায় না, তা ঋষির নাম কি না। পদগুচ্ছটির অর্থ হল 'এমন অশ্ব যা ওজের বাহন।' এতে অগ্নিগুণের ধ্বনি আছে, কেননা ঋক্‌সংহিতার অনেকজায়গায় অগ্নিকে অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে 'বাজম্ভর' বিশেষণটিও একজায়গায় আছে।[২] সপ্তি যদি ঋষির নাম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, অগ্নির আবেশে তিনি নিজেও অগ্নি হয়ে গেছেন। দুটি সূক্তের প্রথমটিতে তিনি সৌচীকের দ্বারা আবিষ্ট এবং দ্বিতীয়টিতে বৈশ্বানরের দ্বারা : প্রথম সূক্তটির বচনভঙ্গী সাধকের এবং দ্বিতীয়টির সিদ্ধের যখন তিনি অগ্নিকে সর্বত্র অনুভব করছেন।[৩] সম্ভবত ইনিই সৌচীকাগ্নির উপমণ্ডলটিরও রচয়িতা, কেননা দুটি উপমণ্ডলের মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় উপমণ্ডলের প্রথম সূক্তটি যদি সংবাদের গোড়ায় উপোদ্ঘাত-রূপে আর দ্বিতীয়টি তার শেষে ফলশ্রুতিরূপে বসানো যায়, তাহলে মানুষের সাধনা ও সিদ্ধির পটভূমিকায় দেবলীলার নাট্যরসটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কাহিনীর বিশ্লেষণের সময় তা-ই করব। কিন্তু তার আগে দেখা যাক, এসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ইত্যাদির উপবর্ণন হতে আমরা কি ইশারা পাই।

অগ্নির তিরোধানের কাহিনীটি আছে শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়সংহিতায় এবং শতপথব্রাহ্মণে। শাঙ্খায়নব্রাহ্মণের বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত এবং অংশত ঋক্‌সংহিতার অনুরূপ। তাতে পাই [২৫৯] : 'দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সংঘর্ষ হল এইসব

[২৫৮] দ্র ঋ ১০।৫১-৫৩ সূ। [১] ১০।৭৯ ৮০ সূ। [২] তু আশুং (ক্ষিপ্রগামী অশ্ব) ন বাজম্ভরং মর্জয়ন্তঃ ১।৬০।৫, ৬৬।৪, ২।৫।৩ ৩।২৬ ৩, ৯।৯৫।১। স্ম 'অশ্ব' ওজঃ ১০ ৭৩ ১০। [৩] দ্র সূক্তটির প্রতি ঋকের প্রতি পাদের প্রথমে অগ্নির নাম যেন জপমালার মত।

[২৫৯] দ্র ১।২। ঋক্তে দেবাসুরযুদ্ধের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু বলের কথাগুলি ঠিক এইভাবেই আছে ১০।৫১ ৮-৯। সেখানে যম গুহাহিত অগ্নিকে প্রথম দেখতে পান, তারপর দেবতাদের অগ্রণী হয়ে বরুণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালান (২-৩)। অগ্নি যম আর বরুণের সহচার লক্ষণীয় (তু ১।১৬৪।৪৬, দ্র টী ৪২, ১১৭)। [১] ঋক্তে অগ্নির অপ্‌এ প্রবেশের কথা আছে, এখানে আছে ঋতুতে প্রবেশ। ঋতুচক্রের আবর্তনে সংবৎসর, যা পার্থিব কালমানের একক। তাই অগ্নির ঋতুতে প্রবেশের অর্থ তাঁর কালব্যাপ্তি বা সর্বকালীনতা। সর্বব্যাপী প্রাণরূপে অপ্‌এ প্রবেশ যখন দেবাসুরযুদ্ধ হচ্ছে, অগ্নি তখন নেপথ্যে। অনুরূপ ভাবনা সপ্তশতীতেও পাই। বিষ্ণুর সঙ্গে

লোকের জন্য। তাদের কাছ থেকে অগ্নি সরে এলেন, প্রবেশ করলেন ঋতুদের মধ্যে।[১] দেবতারা অসুরদের বধ করে বিজয়ী হয়ে অগ্নিকে খুঁজতে লাগলেন।[২] তাঁকে দেখতে পেলেন যম আর বরুণ দেবতারা তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন, (প্রার্থনা) জানালেন, বর দিলেন। অগ্নি এই বর চেয়ে নিলেন, "প্রযাজ আর অনুযাজ কেবল আমাকেই (দেবে, আর দেবে) অপ্‌দের ঘৃত আর ওষধিদের পুরুষ।" তাইতে বলা হয়, প্রযাজ আর অনুযাজ অগ্নির, আজ্যও অগ্নির। তারপরেই দেবতারা হলেন বিজয়ী আর অসুরেরা পরাভূত।'[৩]

তৈত্তিরীয়সংহিতার কাহিনী একটু অন্যরকম এবং আরও পল্লবিত। তাতে পাই [২৬০]: 'অগ্নির তিনটি বড় ভাই ছিলেন। তাঁরা দেবতাদের কাছে হব্য বহন

মধুকৈটভের যুদ্ধ যখন চলছে, যোগনিদ্রারূপিণী দেবী তখন নেপথ্যে, শুম্ভ-নিশুম্ভবধের সময়ও দেবী 'অপরাজিতা' কালিকারূপে নেপথ্যে। এই নেপথ্য হল ব্যক্তমধ্য বিশ্বের বা জীবনের আদিতে বা অন্তে যে অব্যক্ত (তু ই। তু গী ২।২৮)। [২] আগে দেবতাদের বিজয়, তারপর তাঁদের অগ্নিকে খোঁজা। তু কে ব্রহ্মই দেবতাদের হয়ে জয়লাভ করলেন, কিন্তু দেবতারা তখন তা জানতে পারলেন না, জানলেন পরে যক্ষের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে। ভগবান জয়ন্তী জীবনের নেপথ্যে চলছেই, কিন্তু মানুষ যখন তার সম্পর্কে সচেতন হল তখনই সে হল সাগ্নিক এবং তাইতে জয়ের সার্থকতা ঘটল। [৩] এখানে দেখছি অসুরবিজয় পুনর্বার হচ্ছে। একটি বিশ্ব জুড়ে নিত্য চলছে, আরেকটি তারই পটভূমিকায় ঘটছে ব্যষ্টির জীবনে। কাহিনীর অন্যান্য তাৎপর্য ক্রমে পরিস্ফুট হবে।

[২৬০] তৈ ২।৬।৬।১-৫ সংহিতার এই অংশটি ব্রাহ্মণ। [১] মূলে আছে 'প্রামীয়ন্ত', তু ঋ মা (উষা) স্তোতৃভ্যো বিভাবরি উচ্ছন্তী (প্রমীণীতে), ন প্রমীয়সে ৫।৭৯।১০। [২] মৎস্য: মদ্ আনন্দ মত্ত হওয়া, তু টাম্ ১৮৫। [৩] মৎস্য মধৌ উদকে সংলব্ধ মাদ্যতে হন্যোনাং ভক্ষণায়েতি বা ৬।২৭ (নিরুক্ত)। ব্যুৎপত্তিটি সমীচীন, কিন্তু হেতুনির্দেশ চিন্ত্য। ঋতে জলচর মৎস্যের উল্লেখ শুধু একটি ঋকে আছে: অশ্ন পিনদ্ধং (পাষাণে ঢাকা) মধু পর্য্ অপশ্যন্ মৎস্যং ন দীন উদনি অল্প জলে, ক্ষিয়ন্তম্ ১০।৬৮।৮; এ অর্চিতে পাষাণরুদ্ধ অবরুদ্ধ অমৃত আনন্দচেতনাকে তুলনা করা হচ্ছে অল্প জলে মৎস্যের সঙ্গে। পরে পাই কাম 'মীনকেতন', কারণসমুদ্রে আদিম প্রাণী মৎস্য। আবার ঋতে পরমপুরুষের আদিকাম 'মনসো রেতঃ' (১০।১২৯।৪), যা প্রাণিবিজ্ঞানে বর্ণিত মৎস্যের প্রজননরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কামের প্রতীক মৎস্য, অগ্নির প্রথম সূচনা এটি অর্থবহ; তাইতে, মূলাধারে কামাগ্নি কেন তা বোঝাই যায়। ঋর একটি সূক্তের (৮।৬৭) ঋষি 'মৎস্যঃ সাম্মদঃ, মৈত্রাবরুণির মান্যঃ বহবো বা মৎস্যা জালনদ্ধাঃ'। নামগুলি স্পষ্টতই রূপক। জালে-পড়া মৎস্যেরা হল জীব, অদিতির কাছে তারা মুক্তি চাইছে; কয়েকটি ঋকে তাদের আর্তি সুন্দর ফুটে উঠেছে (৯, ১১, ১৮, ১৯)। 'মৎস্য' ঋষি সম্মদের বা ইন্দ্রিয়সুখমত্ততার পুত্র; আরেকটি নামের অর্থ 'মনের পুত্র, মিত্রাবরুণের পুত্র'। সবই বোঝাচ্ছে মৎস্যকে বা কামকে। মনে পড়ে গীতার কথা, 'ইন্দ্রিয় মন আর বুদ্ধি হল কামের অধিষ্ঠান' (৩।৪০)। ঋষি নামে তিনটি অধিষ্ঠানেরই ইঙ্গিত আছে, কামপ্রমত্ততার পরিণাম বন্ধন, তারই আর্তির পরিচয় সূক্তটিতে। শব্রাতে 'সাম্মদ' মৎস্যরাজ (১৩।৪।৩।১২), আবার মনু ও মৎস্যের কাহিনীও আছে, যা পুরাণের মৎস্যাবতারের বীজ (১।৮।১।১)। বৃতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সঞ্চরণশীল অসঙ্গ পুরুষকে মহামৎস্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (৪।৩।১৮; সেখানে 'বদ্ধ চরিত্র দৃষ্টান্ত' এ বিশুদ্ধ দৃষ্টি ভোগ ও কর্মের ব্যঞ্জনা আছে তাতে)। মৎস্য সেখানে সর্বোপরি 'মধু' বা আনন্দচেতনা এবং উপনিষদের 'সম্প্রসাদের' প্রতীক। [৩] পরিধি হল বেদির চারদিকে চার আঙুল চওড়া এবং চার আঙুল উঁচু যে 'মেখলা' বা মাটির দেয়াল তার উপর বিছানো কাঠের টুকরো। বেদিমধ্যের অগ্নিকে পরিধি দিয়ে ঘিরে রাখা হল; তাইতে তিনি হলেন জীবরূপী 'সৌচীক' অগ্নি। তাঁর বাইরে সর্বব্যাপ্ত 'বৈশ্বানর' অগ্নির তিনটি বিভাব, তু ঋকের গুহানিহিত তিনটি পদ, কেবল মানুষের মধ্যে তুর্য পদের অভিব্যক্তি। তাঁরা অদৃশ্য, আহুতির পাত্র হতে যা উপচে পড়ছে তাইতে তাঁদের তৃপ্তি এবং পুষ্টি; অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নেপথ্যেও একটা বিশ্বযজ্ঞ চলছে। মূলে তাই বলা হয়েছে, এমনি করে চলকে পড়াটা দোষের নয় এবং যজ্ঞের এই খুঁটিনাটিতেই যজমান যেন 'বসীয়ান্' বা আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বেদির পূর্বদিকে কোনও পরিধির দরকার হয় না, কেননা পূর্বদিক হল জ্যোতিরভ্যুদয়ের দিক, আর আর্যেরা 'জ্যোতিরগ্র'। পরিধিগুলি কাঁচা কাঠের হওয়া চাই। পলাশের হলেই ভাল, নয়তো অন্য যজ্ঞবৃক্ষের হলেও চলে। শব্রা বলছেন, 'কাঁচা

করতে গিয়ে [১]মিলিয়ে গেলেন। অগ্নির ভয় হল, এমন আর্তি তো তারই হবে (যে হব্য বহন করবে)। তিনি পালিয়ে গিয়ে অপ্‌এর মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেবতারা তাঁকে কাজে লাগাবার জন্য খুঁজতে শুরু করলেন। মৎস্য[২] তাঁর কথা বলে দিল. অগ্নি তাকে শাপ দিলেন, "আমার কথা বলে দিলি যে! খুশিমত ওরা তোকে মেরে ফেলবে!". তাঁকে খুঁজে পেয়ে দেবতারা বললেন, "আমাদের কাছে চলে এস, আমাদের হব্য বহন কর।" তিনি বললেন, "আমি বর চাই। আহুতির জন্য নেওয়া জিনিসের যা নাকি পরিধির[৩] বাইরে চল্‌কে পড়বে, তা আমার ভাইদের ভাগের হয় যেন।" তা-ই হয়। তা-ই দিয়ে অগ্নি তাঁদের খুশী করেন। (অগ্নির) চারদিকে পরিধি বিছানো হয় রক্ষঃদের মেরে তাড়াবার জন্য। তাদের গায়ে-গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয় রক্ষেরা যাতে ঢুকতে না পারে। কেবল পূবদিকে যা চল্‌কে পড়ে, তার উদ্দেশে এই মন্ত্র বলতে হয় "ভূপতয়ে স্বাহা, ভুবনপতয়ে স্বাহা, ভূতানাং পতয়ে স্বাহা।"[৪]

শতপথব্রাহ্মণে কাহিনীটিকে আরও একটু পল্লবিত করা হয়েছে [২৬১]। সেখানে মাছের কথা নাই। অপ্‌ থেকে জোর করে দেবতারা অগ্নিকে নিয়ে যাচ্ছেন

কাঠে প্রাণ আছে, তেজ আছে, বীর্য আছে তাই পরিধির জন্য কাঁচা কাঠই দরকার (১।৩।৩।১৯, ২০, ২১)। [৪]'ভূপতি ভুবনপতি এবং ভূতানাং পতি' অগ্নির বড় তিন ভাই যথাক্রমে পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের অধিপতি। সংহিতায়, যা কিছু, হচ্ছে তাই 'ভুবন', ব্রাহ্মণদৃষ্টিতে 'ভুবঃ', লোকদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ বা প্রাণভূমি। হিরণ্যগর্ভ বা ক ভূতস্য পতিঃ, একঃ' তিনি বিশ্বভুবনের অগ্রে ছিলেন (১০।১২১।১), প্রজাপতিরূপে তিনিই বিশ্বের পতি (১০)। প্রাচীন লোকদৃষ্টিতে তাঁর ধাম দ্যুলোক কেননা তিনি সমস্ত দেবতার অধীশ্বর এক দেব (৮)। তত্ত্বদৃষ্টিতে অগ্নির তিন ভাই যথাক্রমে জড় শক্তি ও চৈতন্য সংহিতার ভাষায় বন (কাঠ বা বৃক্ষ) ভুবন এবং অধিষ্ঠাতা বা ধর্তা (দ্র ঋ ১০।৮১।৪)। সাংখ্যের পরিভাষা অনুসারে এই তত্ত্বগুলি মহৎ অব্যক্ত সৌতীক 'অজন'। এ মন্ত্র পাঠ 'ভূপতয়ে' ২।২। সেখানে পরিধিরা অগ্নির ওই তিন ভাই যথাক্রমে বিশ্বাবসু, ইন্দ্র ও মিত্রাবরুণ, অর্থাৎ জীবের মধ্যে যে অগ্নি তা আনন্ত্যের চেতনার দ্বারা 'আবৃত'।

[২৬১] দ্র শ ১।২।৩।১-২। ঋ বা শ্রৌতে 'একত'র উল্লেখ নাই, কিন্তু যজুঃসংহিতাগুলিতে আছে। ঋতে 'দ্বিত' এবং 'ত্রিত' দুজনেরই নাম পাওয়া যায় ত্রিত 'দিব্য' দ্র ঋ ৫।৯।৫, ৪১।৫, ৬।৪৭।২৩। আবার ত্রিত আপ্ত্য একজন ঋষিও (২।১১।১৯, ২০। দ্র টী ১১১), দশম মণ্ডলের গোড়ায় ভাবগর্ভ অগ্নেয় উপমণ্ডলটি তাঁরই ঋষি 'ত্রিত'। [১]শব্রা ১।৩।৩।১৩ ১৭। [২]বষট্‌কার দ্র টী ২। এটি ব্রাহ্মণে বহুস্তুত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বষট্‌কার 'প্রাণ' শ ৪।২।১।২৯, 'প্রাণাপান' ঐ ৩।৪ 'বাক্‌' ওজঃ এবং 'সহঃ' ঐ ৩।৮, অধিদৈবতদৃষ্টিতে 'সূর্য' ঐ ৩।২৮, শ ১।৭।২।১১, ১১।২।২।৫, 'দেবেষু' (দেবপাণ) শ ৪।১।২ 'বজ্র' ঐ ৩।৬।৮, শ ১।৩।৩।১৪ শা ৩।৫।১ দ্র ঐব্রাতে তার অনুমন্ত্রণ: 'বহতা মন উপহ্বয়ে ব্যানেন শরীরং, প্রতিষ্ঠাসি প্রতিষ্ঠাং গচ্ছ প্রতিষ্ঠাং মা গময়' বৃহতের চেতনা দিয়ে তোমার মনকে কাছে ডাকি প্রাণাপানের সন্ধি যে ব্যান তাই দিয়ে তোমার শরীরকে তুমি প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত হও আমায় প্রতিষ্ঠিত কর' (৩।৮)। মোটের উপর বষট্‌কার হল মন্ত্রের সেই প্রাণ যা বজ্রের মত সমস্ত বাধা দীর্ণ করে সূর্যে পৌঁছয়। এখানে সমস্যা হল আমাদের মধ্যে অভীপ্সার তীব্রতা আছে, তবুও প্রাণের আগুন জ্বলছে না, ওই তীব্রতাই যেন প্রতিক্রিয়ারূপে নিয়ে আসছে অবসাদ। সাধনার প্রথম অবস্থায় এটি প্রায়ই হয় ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাভাষায় এই হল বষট্‌কারে পর্যস্ত অগ্নিদের ভেঙে পড়া। তখন ধীরভাবে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনতে হবে তাইলেই আগুন জ্বলবে। [৩]রুদ্রের বিনীত সংক্ষেপে এই বষট্‌কারে পর্যস্ত অগ্নিরা ভেঙে পড়লে অগ্নি প্রবেশ করলেন ঋতুতে, অপ্‌এ এবং বনস্পতিতে (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ীতন্ত্রে)। অগ্নি তখন সর্বত্র আছেন, কিন্তু 'গুহোত্মা ন প্রকাশতে।' তখন অসুরদের প্রাদুর্ভাব হল। দেবতারা তাদের বধ করে অগ্নিকে খুঁজতে লাগলেন, তাঁকে খুঁজে পেয়ে বর দিলেন। অগ্নি তখন হোত্রকর্ম আরম্ভ করলেন 'ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রীতো দিব্যাত্মা হব্যবাহনঃ।' সে-অগ্নি শুধু হোতাই নন যজ্ঞের উপকরণও তিনি, তিনি সর্বময় (৭।৬২-৭৯)।

বলে অপ্‌এর উপরেই তাঁর রাগ হল, তিনি তাতে থুতু ফেললেন। তাথেকে আবির্ভূত হলেন তিনজন আপ্ত্য দেবতা ত্রিত দ্বিত একত। তাঁরা হলেন ইন্দ্রের সহচর। ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ করলেন, তখন তাকে যে বধ করা হবে, তারা তা জানতেন। এমন কি, বলা চলে ত্রিতই তাকে বধ করলেন। তারপর কিছুদূর গিয়ে কাহিনীর অনুবৃত্তি চলেছে পরিধির প্রসঙ্গে।[১] অগ্নি বললেন, 'আমার আগে পর পর তিনটি অগ্নি হোতার কাজ করতে গিয়ে মিলিয়ে গেল, আমায় তাদের ফিরিয়ে দাও।' দেবতারা তখন পরিধির আকারে সেই তিন অগ্নিকে ফিরিয়ে দিলেন। অগ্নি বললেন, 'বষট্‌কার হল বজ্র, এরা সেই বষট্‌কারেই ভেঙে পড়েছিল, আমি তাকে বড় ভয় করি, পরিধিরূপী অগ্নি দিয়ে আমায় ঘিরে দাও, তাহলে বজ্র আর-কিছু করতে পারবে না।'[২] দেবতারা তা-ই করলেন।[৩]

ব্রাহ্মণের কাহিনীগুলি থেকে রূপকের আবরণ খসিয়ে নিলে তাদের মোটামুটি তাৎপর্য এই দাঁড়ায় :

অনাদিকাল ধরে বিশ্বভুবন জুড়ে দেবাসুরের একটা অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। দেবতারা তাতে যে জয়ী হবেন, এ হল বিশ্বের শাশ্বত বিধান। এই দেবতাদের মধ্যেও অগ্নি আছেন, তিনি পরমব্যোমের নিত্য অগ্নি, সর্বানুস্যূত বৈশ্বানর অগ্নি। তিনি কিন্তু স্বরূপে হব্যবাহন নন, দেবতা ও মানুষের মধ্যে দূত নন। তাঁর হব্যবহন এবং দৌত্যের প্রয়োজন হয়, যখন দেবাসুরের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যেও অগ্নি অবশ্য আছেন, কিন্তু আছেন নেপথ্যে বিশ্বচক্রের ঋতচ্ছন্দ আবর্তনে, বিশ্বের বিচিত্র প্রাণপ্রবাহে, জীবের আধারে আধারে প্রসৃত নাড়ীতন্ত্রে [২৬২]। তখন তিনি হব্যবাহন নন, কেননা মানুষ তখনও যজ্ঞে প্রবর্তিত হয়নি, দেবযানী অভীপ্সার শিখা তখনও তার মধ্যে জ্বলে ওঠেনি। কিন্তু একদিন তার সূচনা দেখা দেয়, দেবতারা তার মর্ত্যকামনার মধ্যেই দিব্য অভীপ্সার সন্ধান পান। এই অভীপ্সার আবিষ্করণ একটা লোকোত্তর ঈক্ষণের ব্যাপার, তাই গুহাহিত অগ্নিকে আবিষ্কার করেন বৈবস্বত মৃত্যুর দেবতা যম অথবা শূন্যের দেবতা বরুণ, যাঁদের মধ্যে একদিন সূচিত এবং সমিদ্ধ অগ্নির অবসান ঘটবে। কিন্তু এইখানে আবার এক বিপদ ঘটে। মানুষের যে চেতনা এতদিন অসাড়ে ঘুমিয়ে ছিল, আজ যেন সে মাত্রাছাড়া উৎসাহের হঠকারিতা নিয়ে জেগে ওঠে। তখন তার বষট্‌কারের বজ্রশক্তি রাশছাড়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, দেবতার সৌম্য প্রসাদকে আর সুষমচ্ছন্দে এখানে নামিয়ে আনতে পারে না। সংহিতায় একে বলা হয়েছে 'অতিখ্যাতি', আধুনিক মরমীয়া বলেন 'বেশি কেটে জ্বলে যাওয়া'।[১] এই দুর্বিপাক যাতে না ঘটে, তারই জন্যে অভীপ্সার চারদিকে

[২৬২] তু বৃহদে স প্রবিবেশাপকুমা ঋতন্ অপো বনস্পতীন ৭.৬৪। অগ্নির সঙ্গে খতের সম্পর্ক দ্র ঋ ১০।২.১-৫, অপ্ এবং বনস্পতির সম্পর্ক প্রসিদ্ধ। এখানে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ এবং পৃথিবীর উল্লেখ আছে, অগ্নি সর্বরূপে অনুস্যূত। [১]তু 'মা নো অগ্নে অতি খ্যা মা গাহি': তোমার দৃষ্টি যেন আমাদের ছাপিয়ে না যায়, কাছে এসো ১।৭১।৩, মা নো গব্যভিদ্ অশ্বাঃ সহস্রভিদ্ অতি খ্যতম্, অন্তি যদ্ ভূতু বাম অবঃ ৮.৭৩।১৫। প্রতিতুল অভিদিশা অব খ্যাত ৮.৪৭.১১। একটিতে দেবতার দৃষ্টি সব ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে চলে যায়, তখন তিনি নাগালের বাইরে, আরেকটিতে তা নীচে নেমে আসে। সাধনজীবনে আগেরটির প্রতিফলনে 'বেশি কেটে জ্বলে যায়', চেতনা উজিয়ে গিয়ে ফিরতে পারে না। দ্র √খ্যা 'দেখা; ব্যক্ত করা বা দেখানো' দুইই।

দিব্যচেতনার একটা পরিবেশ রচনা করতে হয়, যা তাকে যেমন বাঁচায় অদিব্যশক্তির অপঘাত হতে, তেমনি নিজেরও অধীর দুরাগ্রহের অনৃত হতে। তাহলেই আধারের সৌচীক অগ্নি বৈশ্বানররূপে উদ্দীপ্ত হয়ে সাধনাকে সম্যক্ চরিতার্থ করতে পারেন।

এইবার ব্রাহ্মণের এই ইঙ্গিতের আলোকে সংহিতায় উপস্থাপিত সৌচীক অগ্নির রহস্যের অনুধ্যান করা যাক। পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ধরা যাক সপ্তি বাজম্ভরের প্রথম সূক্তটি। এতে পাই সূচনা, ঋষির অগ্নি এষণার দীপ্তবর্ণ পরিচয়। সপ্তি বলছেন :

'আমি দেখতে পেলাম এই মহানের মহিমা অমর্ত্য যিনি মর্ত্য বিশ্‌দের মধ্যে। দুদিকের দুটি চোয়াল তাঁর ফাঁক-করা তারা এক হয়ে যায় ; না চিবিয়ে গপাগপ্ অঢেল খেয়ে চলে [২৬৩]।' সবার মধ্যে যিনি মৃত্যুতরণ অমৃতের শিখা, আমার মধ্যে তিনি জেগে উঠলেন এক দুর্দম ক্ষুধা নিয়ে। অন্নাদ তিনি, অরূপান্তরিত কামনার বন তাঁর অন্ন।[১] অবলীলায় তিনি তাকে অশ্রান্ত খেয়ে চলেছেন, যেন তাঁর তৃপ্তি নাই আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর এই মহিমার দিকে।

'গুহায় নিহিত তাঁর শির দূরান্তরে দুটি চোখ ; না চিবিয়ে খেয়ে চলেছেন জিহ্বা দিয়ে যত বন। কত অন্ন এঁর কাছে পায়ে-পায়ে ওরা বয়ে আনে হাত তুলে, (মাথা) নুইয়ে, বিশ্‌দের মধ্যে (জেগেছে যারা) [২৬৪]।' শুধু আমার মধ্যেই নয়, দেখছি তাঁকে সবার মধ্যে। তিনি বৈশ্বানর, দ্যুলোকের অনুত্তুঙ্গতায় হারিয়ে গেছে তাঁর মূর্ধা, সূর্য আর চন্দ্ররূপে দিনে-রাতে জ্বলছে তাঁর দুটি চোখ।[১] বনে বনে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর জ্বালার মালা ; তাঁর দহনের তো বিরাম নাই, সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তৃপ্তি নাই। আমাদের মধ্যে সে-দাবদহনে যারা জেগে ওঠে, তারা আর স্থির থাকতে পারে না : পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে চলে তাঁর দিকে প্রাণের উদাতি আর হৃদয়ের প্রণতি নিয়ে, তাদের যা-কিছু সব ঢেলে দেয় তাঁর মধ্যে ক্ষুধার অন্নরূপে।

'আরও দূরে মায়ের গোপন (পদ) খুঁজতে-খুঁজতে শিশুর মত প্রসর্পিত হলেন তিনি বিপুল হয়ে গজিয়ে উঠেছে যারা তাদের উপর দিয়ে। (কে বুঝি) স্বপ্নের মত পেল তাঁকে (অথচ) পরিপক্ক আর ঝলমল তিনি, লেহন করছিলেন পৃথিবীর কোলের ভিতর [২৬৫]।' শিশু যেমন মায়ের কোল থেকে উজিয়ে চলে তাঁর স্তনের

---

[২৬৩] ঋ অপশ্যম্ অস্য মহতো মহিত্বম্ অমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু, নানা হনূ বিভৃতে সং ভরেতে অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্য্ অত্তঃ ১০।৭৯।১ 'অসিন্বতী' ... সি 'বাঁধা' চোয়াল দুটি বাঁধছে না পরস্পরকে অর্থাৎ এক হচ্ছে না, তু অসিন্বন্ দংষ্ট্রৈঃ পিতুর্ অত্তি ভোজনম্ ২।১৩।৪। [১]দাবানলের বর্ণনা দ্র ... বৃষভসো র তে বনঃ, আদ্ ইন্বসি রাজসো ধূমকেতুনা অধ স্বনাদ্ উত বিভ্যঃ পতত্রিণঃ ১।৯৪।১০-১১।

[২৬৪] ঋ গুহা শিরো নিহিতম্ ঋধগ্ অক্ষী অসিন্বন্ অত্তি জিহ্বয়া বনানি, অত্রাণ্য্ অস্মৈ পড্ভিঃ সং ভরন্ত্য্ উত্তানহস্তা নমসাধি বিক্ষু ১০।৭৯।২ 'উত্তানহস্তাঃ' আহুতি দেবার জন্য স্রুক উঁচু করে তুলেছে যারা, তু উদ্যতস্রুক্ ১।৩১।৫। [১]তু বৈশ্বানরের বর্ণনা দ্র ৫।১৪।২।

[২৬৫] ঋ প্র মাতুঃ প্রতরং গুহ্যম্ ইচ্ছন্ কুমারো ন বীরুধঃ সর্পদ্ উর্বীঃ, সসং ন পক্বম্ অবিদচ্ ছুচন্তং রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ ১০।৭৯।৩ অগ্নির 'মাতা' অদিতি, তাঁর 'প্রতরং গুহ্যং [পদম]' পরমব্যোমের শূন্যতা—যেখানে অগ্নির জন্ম ; তু অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্ ১।৭২।৪ প্র যৎ পিতুঃ পরমান্ নীয়তে ১।১৪১।৪, স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ৬।৮।২ (৭।৫।৭)। অগ্নিশিখা এখান থেকে ওখানে মিলিয়ে যায়, আবার ওখান থেকে এখানে ফিরে আসে—সমাধিতে এবং ব্যুত্থানে। 'বীরুধ্' চ টীম্ ২৭৭। 'সস' দ্র টী ২৯৩°। 'সস'কে এখানে অন্ন অর্থে

সন্ধানে, তেমনি অদিতির এই দামাল ছেলে আমার আধার ছাওয়া কামনার বনকে জ্বালিয়ে দিয়ে লেলিহান হয়ে উঠলেন পরমব্যোমের গহন গভীরে আপন উৎসকে খুঁজে পেতে। আবার সেখান থেকে অলখের দূত হয়ে ফিরে আসেন তিনি এইখানে। তখন চকিতে-দেখা বিদ্যুল্লেখার মত এই মর্ত্য আধারের গভীরে কেউ কেউ জ্বলতে দেখেছে তাঁকে রসের পরিপাকে পূর্ণতার দ্যুতিতে ঝলমল।

'তোমাদের সেই ঋতকে, হে দ্যাবাপৃথিবী, ঘোষণা করছি আমি : জন্মেই পিতা-মাতাকে শিশু (কিন্তু) খেয়ে ফেলে। আমি মর্ত্য, দেবতার কোনও উদ্দেশই যে আমি পাই না। ওগো, অগ্নিই খুঁটিয়ে জানেন, তিনিই জানেন, সব [২৬৬]।' দেবযজন-ভূমিতে অরণিমন্থনে যাঁর জন্ম দেখছি, বস্তুত তিনি বিশ্বব্যাপী। দ্যুলোক ভূলোক হতে সংহৃত হয়েই যজ্ঞবেদিতে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু যাদের আশ্রয় করে তিনি নেমে আসেন, তারা আর তখন থাকে না দেবতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। আধারের অরণি তখন অগ্নিময়, আর সেই অগ্নির পরিণাম বারুণী শূন্যতায়। এই হল বিশ্বের শাশ্বত বিধান, দেবতার অপরূপ লীলা। আমি মর্ত্য মানব, দেবতার রহস্য কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না; তিনিই সব জানেন, আর জানেন খুঁটিয়ে।

'যে এঁর উদ্দেশে অন্নের আধান করে ক্ষিপ্রগতিতে, জ্যোতির্ময় আজ্য দিয়ে এঁর হোম করে, এঁকে পুষ্ট করে, তার জন্য তিনি হন সহস্রাক্ষ বিচক্ষণ। হে অগ্নি, দিকে-দিকে সামনে আছ তুমিই যে [২৬৭]।'--দেবতার উতলা আহ্বান মানুষের হৃদয়ে পৌঁছয় যখন, তার আর তর সয় না, উতলা হয়েই সে তখন তাতে সাড়া দেয়। নিজের সব-কিছু সে-অন্নাদের কাছে সে ধরে দেয় অন্নরূপে, দেবতার ছোঁয়ায় তার আহুতির উপচার জ্যোতির্দহনে জ্বলে ওঠে। তাইতে দেবতার পুষ্টি, তমিস্রার আবরণ ঘুচিয়ে তার মধ্যে তাঁর সুদীপ্ত আবির্ভাব। তখন তার চেতনার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝলসে ওঠে তাঁর সহস্র অক্ষির বিদ্যুৎ। বিশ্বতশ্চক্ষুর সে-দৃষ্টির বৈদ্যুতী ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

নিলে তা উপনিষদের পরিভাষা অনুসারে বোঝাবে 'জড়'; স্ম ঋ-র প্রসিদ্ধ উপমা 'আমা গোতে পক্ব পয়ঃ' অর্থাৎ গরুতে দুধের মত আমাদের কাঁচা মর্ত্য আধারে নিহিত পরিপক্ব অমৃতচেতনা যাকে দুয়ে বার করতে হবে (১।৬২।৯, ১৮০।৩, ২।৪০।২, ৩।৩০।১৪, ৪।৩।৯ ৬।১৭।৬, ৪৪।২৪, ৭২।৪, ৮।৩২।২৫, ৮৯।৭, ১০।১০৬।১১)। এখানে পক্ক সসের মত পক্ক 'যব' ১।৬৬।৩, 'বৃক্ষ' ৪।২০।৫ ৯।৯৭।৫৩, 'শাখা' ১।৮।৮, 'ফল' ৩।৪৫।৪, 'ওদন' ৮।৭৭।৬, 'পুরুক্ষু' ৪।৪৩।৫, ৫।৭৩।৮। সর্বত্র সিদ্ধির পরিপাকের ধ্বনি। অন্ন অর্থে কেউ কেউ বুঝেছেন 'যব' ১।৬৬।৩। তাহলে মোটের উপর তাৎপর্য হবে আধারের কাঁচা আগুন অলখের ছোঁয়ায় যেন পাকা হল। যাস্কের ব্যাখ্যা মানলে 'অবিন্দৎ'এর কর্তা অগ্নি নন, কোনও ঋষি—যেমন 'ত্রিত' (Geldner)। তু ইমং ত্রিতো ভূর্যবিন্দদ্ ইচ্ছন্ বৈভূবসো (বিভূবস্‌এর পুত্র) মূর্ধন্য অঘ্ন্যায়াঃ (ধেনুরূপিণী বাকের মূর্ধায় অর্থাৎ পরমব্যোমে, তু ৮।১০১।৫, ১।১৬৪।৪১) ১০।৪৬।৩

[২৬৬] ঋ তদ্ বাম্ ঋতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি। নাহং দেবস্য মর্তশ্ চিকেতাগ্নির্ অঙ্গ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ১০।৭৯।৪। দ্র টীম্ ১৭৭। ল মর্ত মানব এখানে 'নাচিকেতাঃ', আর অগ্নি 'বিচেতাঃ' এবং 'প্রচেতাঃ'; 'বিচিত্তি' বিশেষের জ্ঞান বা বিবেক, আর 'প্রচিত্তি' উত্তম জ্ঞান (তু উপনিষদের বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান)।

[২৬৭] ঋ যো অস্মা অন্নং তৃষ্ব্ আদধাত্য্ আজ্যৈর্ ঘৃতৈর্ জুহোতি পুষ্যতি, তস্মৈ সহস্রম্ অক্ষভির্ বি চক্ষে ঽগ্নে বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙ্ অসি ত্বম্ ১০।৭৯।৫। 'অন্ন' আহুতির সামান্য উপচার, বিশেষ উপচার হল 'আজ্য' এবং 'ঘৃত'। ঐব্রা আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি (যোগ্যং প্রিয়ম্ ইত্যর্থঃ সা) ঘৃতং মনুষ্যাণাম্ ১।৩। তত্র সা 'আজ্যঘৃতয়োর্ ভেদঃ পূর্বাচার্যৈর্ উদাহৃতঃ—সর্পির্ বিলীনম্ আজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদুঃ।' জ্বলনযোগ্যতার তারতম্য ল। 'আজ্য' (< √ অঞ্জ্ 'লেপন; প্রকাশন') জ্যোতিরভিব্যক্তির সাক্ষাৎ সাধন।

সে-আবেশে বিহ্বল হয়ে মানুষ বলে ওঠে, 'দিকে-দিকে তোমাকেই দেখছি যে, হে আমার তপোদেবতা! আর এ তো আমার দেখা নয় তোমাকে, এ যে তোমারই তোমাকে দেখা।'

'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় সে করেছে হে অগ্নি, শুধাই এখন তোমায় জানি না বলেই। তিনি খেলছেন না, (আবার) খেলছেনও হিরণ্ময় হয়ে, খাবেন বলেই খাচ্ছেন; টুকরা-টুকরা করেছেন পর্বে-পর্বে, গোকে যেমন করে অসি [২৬৮]।' কিন্তু আধারে এ কী বুদ্রদহন তোমার আবেশে, হে দেবতা! কোথায় যে আমার প্রমাদ বা অপরাধ সে তো আমি জানি না নইলে তোমাকে যে সব দিয়েছে, এমন করে তাকে জ্বলতে হয় কেন। শ্বাপদ যেমন শিকার নিয়ে খেলে, একবার ছেড়ে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর, তেমনি করে আমায় নিয়ে খেলছ তুমি। আমায় গ্রাস করছ তিলে-তিলে, নিঃশেষ না করে আমায় ছাড়বে না। তবে তা-ই কেন কর না, সোনার ঠাকুর; শমিতার মত পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটছ কেন?

'এদিক-ওদিক-ছড়িয়ে-পড়া অশ্বদেব জ্বললেন (এই) বনজন্মা, (কিন্তু) ঋজুচালক লাগাম দিয়ে ধরে রাখলেন তাদের। ভাগ করে নিয়েছেন সুজাত (এই) মিত্র জ্যোতির্ময়দের সঙ্গে (আমার আহুতি)। সমৃদ্ধ হয়েছেন পর্বে-পর্বে বাড়তে বাড়তে [২৬৯]।' আমার কামনার বনে আগুন জ্বালিয়ে এই যে দেবতা জেগেছেন।

[২৬৮] ঋ কিং দেবেষু ত্যজ এনশ্ চকর্থাগ্নে পৃচ্ছামি নু ত্বাম্ অবিদ্বান্। অক্রীলন্ ক্রীলন্ হরির্ অত্তবে ঽদন্ বি পর্বশশ্ চকর্ত গাম্ ইবাসিঃ ১০।৭৯।৬। মূলে আছে 'চকর্থ' যার কর্তা অগ্নি তাহলে অনুবাদ হবে, 'দেবতাদের কাছে কি ভুল কি অন্যায় তুমি করেছ হে অগ্নি' ইত্যাদি। কিন্তু অগ্নির এমন কোনও প্রমাদ বা পাপের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং এক জায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে, 'দেব পাসি ত্যজসা মর্তম্ অংহঃ' হে দেবতা, মর্তকে তুমি রক্ষা কর প্রমাদ আর ক্লিষ্টতা হতে ৬।৩।১ (ভাষার সাদৃশ্য দ্র)। দেবতাদের মধ্যে এক ইন্দ্রকে ব্রাহ্মণে ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করবার পর (তৈস ১।৬।৩।১ এটি ব্রাহ্মণভাগ, শ ১।২।৩।২, এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে, ইন্দ্র দেবতা বলে হত্যার পাপ তাঁতে লাগেনি)। তাহলে অগ্নি দেবতাদের কাছে কিসে অপরাধী? সা খাণ্ডবদহনের উল্লেখ করেছেন তা কালাতিক্রম-দুষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক Geldner ব্যাখ্যা করেছেন 'কোন্ অপরাধে দেবতারা তোমাকে এই সাজা দিয়েছেন যে দাঁত ছাড়া এত কষ্টে তোমাকে খেতে হচ্ছে?' তৃতীয় পাদের 'অদন' তাঁর মতে 'দন্তহীন' কিন্তু এটা কষ্টকল্পনা। তাছাড়া অন্যত্র পাচ্ছি, অগ্নি 'চর্বিত জিহ্বয়া অদন্' (১০।৪।৪; তু. অগ্নি জিহ্বয়া বনানি ৭৯।২) Geldner সেখানে খাওয়া অর্থই করেছেন। গোল মিটে যায়, এখানে 'চকর্থ'র জায়গায় 'চকার' করলে (দ্র সা, চতুর্থ পাদে 'চকর্ত'কে করেছেন 'চকর্থ' ব্যাখ্যায় 'করোষি')। 'চকার'র কর্তা প্রশ্নকারী ঋষি স্বয়ং। মানুষের অপরাধ দেবতার কাছে, একথা সংহিতার বহু জায়গায় আছে 'হরিঃ' হরিদ্বর্ণ কোনও শ্বাপদ প্রকরণ থেকে তা-ই মনে হয় যদিও সংহিতায় 'হরি' অশ্বকেই বোঝায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন tawny lion সিংহ ঋকে খুবই পরিচিত, তার সঙ্গে অগ্নির তুলনাও আছে (দ্র টী ১৬৫?)। 'গাম্ ইবাসিঃ' গাঃ যথা অসিঃ স্বধিতিঃ পর্বশশ্ ছিনত্তি তদ্বৎ (সা)। 'শমিতা' যজ্ঞে পশুবধ করেন তারপর আহুতির জন্য তাকে টুকরা টুকরা করে কাটেন (তু ১।১৬২।৯, ১৮, দ্র আপস্তম্বশ্রৌ ৭।২২।৫, ৭ টীকা)। এখানে কি অশ্বমেধের মতই গোমেধের প্রসঙ্গ?

[২৬৯] ঋ বিষুচো অশ্বান্ যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্ গৃভীতান্। চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সম্ আনৃধে পর্বভির্ বাবৃধানঃ ১০।৭৯।৭। 'বিষুচঃ' < বিষু (নানাদিকে) + অঞ্চ 'চলা'। কঠে ইন্দ্রিয়দের নানাদিকে ধাবমান অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি মনের লাগাম ধরে তাদের শাসনে রাখছে (১।৩।৩-৬)। ঋজীতি [< ঋজু + √ ই 'চলা' সা] ঋজুগামিনী, যেমন 'আহুতি' ঋ ১০।২১।২, 'সিন্ধুনদী' ৭৫।৭, 'বাণ' ৬।৭৫।১২। এখানে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ, 'যা সোজা চালিয়ে নেয়'। 'পর্বভিঃ' পূর্ব ঋকের 'পর্বশঃ'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আধারের পর্বে পর্বে অগ্নির অনুপ্রবেশ এবং তার 'বসু' বা জ্যোতিতে রূপান্তর—ইন্ধন

দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে লোহিত শুক্র-শ্যাম তাঁর শিখারা। কিন্তু এই দেহরথের সুনিপুণ সারথি তিনি, তাদের গুটিয়ে এনে একটি ঋজুধারায় এই যে প্রবাহিত করলেন দ্যুলোকের অভিমুখে।[১] অব্যক্তের গুহাশয়ন হতে আবির্ভূত এই তপোদেবতা তখন সুসমিদ্ধ মূর্ধন্যচেতনায় উদ্ভাসিত হলেন মিত্রজ্যোতীরূপে।[২] বিশ্বদেবগণের আলোয়-আলোয় উপচে পড়ল আমার আকাশ, তাঁদের নন্দিত করলেন তিনি আমার আত্মাহুতির সোম্য সুধায়। আমার উৎসর্গভাবনার পর্বে পর্বে উপচীয়মান তাঁর উল্লাস বাজশ্রবর মহিমায় তাঁকে করল সমৃদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত বাজশ্রবরের এই সৌচীকপ্রশস্তি দিয়ে মূল নাটিকার প্রস্তাবনা রচিত হল। তারপর তিনটি সূক্তে নাট্যকথা সম্ভবত তাঁরই রচনা। একেকটি সূক্ত যেন একেকটি দৃশ্যকে চোখের সামনে ফুটিয়ে চলেছে। নাটিকার পাত্র অগ্নি, বরুণ, দেবগণ আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঋষি স্বয়ং। প্রথম সূক্তে রঙ্গমঞ্চের প্রথম দৃশ্যের পট উঠল যেন। পালিয়ে-যাওয়া অগ্নিকে দেবতারা খুঁজে পেয়েছেন : এই তো তিনি! তারপর দেবতাদের পুরোধা

বরুণ

বিরাট সেই গর্ভাশয়, (আর তেমনি) ছিল সে স্থূল যাতে আবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করেছ তুমি অপ্‌এর মধ্যে। সব তনুকে দেখে ফেললেন তোমার হে অগ্নি বহুভাবে (দেখলেন তাদের) হে জাতবেদা, সেই একদেব [২৭০]।

অগ্নি

কে আমাকে দেখেছে? কোন্ সে দেবতা যে আমার তনুদের দেখল চেয়ে চেয়ে? কোথায়, আহা (বল না) হে মিত্র বরুণ, বাস করে অগ্নির সেইসব সমিধেরা যারা দেবযানী [২৭১]?

যেমন করে আগুন হয়ে ওঠে। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতির দ্বারা 'বসু' বা দেবতারাও আপ্যায়িত হলেন। আপ্যায়িত চিৎশক্তিসমূহের পুঞ্জভাবে অগ্নি তখন 'মিত্র' বা বাক্‌জ্যোতির আনন্ত্য। 'মিত্র' শব্দটি শ্লিষ্ট। আগের ঋকে তিনি ছিলেন অমিত্র, যখন নিষ্ঠুর দহনে আমায় পুড়িয়ে মারছিলেন; কিন্তু সেই জ্বালারই পরিণাম শুদ্ধি ও ঋদ্ধির (সমানদে)। আনন্দ। অগ্নির পর্বে পর্বে বেড়ে চলা তু যজ্ঞের সপ্তধাম ৯।১০২।২ পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত নিকুর সপ্তধাম ১ ২২।১৬, অগ্নির সপ্তধাম ৪।৭।৫। [১]এইটি দুরিরোদা অগ্নির কাজ যাঁকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'দুরিতা' (তু ৬।১২।৩, দ্র টী ২২৭[১])। তু ছা ৮ ৬।৬ হৃদয় থেকে একটি নাড়ীর মূর্ধার দিকে যাওয়া; আরও তু ঋ ৪ ৫৮।৫, টী ১৩১° ল সূক্তের দেবতা অগ্নি। [২]অগ্নি ও মিত্র অভিন্ন, দ্র টীম, ২০৭। পরিকীর্ণ রশ্মির সমাহানে তাঁর আবির্ভাব তু ঐ ১৬।

[২৭০] ঋ মহৎ তদ্ উলবং স্থবিরং তদ আসীদ্ যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ, বিশ্বা অপশ্যদ্ বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্ তন্বো দেব একঃ ১০।৫১।১। 'উলব' ভ্রূণের প্রাবরণ, তু গী ৩।৩৮। তা ই বেদান্তের 'কোশ', তৈউতে যার বিবৃতি আভাসিত (২ ১ ৫)। তাকে 'মহৎ' বলা হয়েছে কেননা এ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত একটি তত্ত্ব এখানকার অনুরূপ বর্ণনা আছে নাসদীয় সূক্তে অপ্রকেত কারণসলিলের গহন গম্ভীরে তপঃশক্তিরূপে অগ্নি নিগূঢ় হয়ে আছেন, আর সব ছেয়ে আছে এক অন্ধতমিস্রা বা মহাশূন্যতা ঋ ১০।১২৯।৩। 'দেব একঃ' যম টী ১৩৯[৫]।

[২৭১] ঋ কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যপশ্যৎ ক্বাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ন্ত্য অগ্নের্ বিশ্বাঃ সমিধো দেবয়ানীঃ ১০।৫১।২। দ্র টী ১৭৩[৭] ২৩৮। 'সমিধঃ' সন্দীপ্ত অগ্নিতনু, অগ্নি বিশ্বভুবনের সর্বত্র চিৎ ও তপঃশক্তিরূপে অনুপ্রবিষ্ট (তু ক ২।২।৯), অতএব সব তনুই অগ্নিতনু এবং তাদের গতি পরমদেবতার আদিত্যদ্যুতির অভিমুখী।

বরুণ

আমরা চাই তোমায় হে জাতবেদা অগ্নি, যে-তুমি বহুভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছ অপ্‌এ আর ওষধিতে। সেই তোমার ইশারা পেয়েছিলেন যম হে চিত্রভানু, যখন দশটি অন্তর্বাসস্থান হতে খুব ঝলমল করছিলে [২৭২]।

অগ্নি

হোতার কাজের ভয়ে হে বরুণ, আমি চলে এলাম—আমায় এতে যেন না লাগিয়ে দেন দেবতারা। তাইতো আমার তনুরা বহুভাবে নিবিষ্ট হল (সর্বত্র)। এই যে লক্ষ্য, এর তো উদ্দেশ পাইনি আমি অগ্নিরূপে [২৭৩]।

বরুণ

এসো তুমি! মনু চায় দেবতাকে, চায় সে যজ্ঞ করতে। সব একাগ্র করেছে সে, (আর) তুমি আঁধারে বাস করছ, হে অগ্নি! সুগম কর দেবযানের যত পথ, বহন কর হব্য প্রসন্ন মনে [২৭৪]।

অগ্নি

অগ্নির পূর্বতন ভাইএরা এই লক্ষ্যকেই পর-পর বরণ করে নিয়েছিল রথী যেমন পথ (বেছে নেয়) তেমনি করে। তাইতো ভয়ে আমি হে বরুণ, দূরে চলে এলাম, ধানুকীর ছিলা থেকে গৌরমৃগের মত আঁতকে উঠলাম [২৭৫]।

[২৭২] ঋ. ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টম্ অগ্নে অপ্স্বু ওষধীষু, তং ত্বা যমো অচিকেচ্ চিত্রভানো দশান্তরুষ্যাদ্ অতিরোচমানম্ ১০।৫১।৩। গুহাহিত অগ্নি যেমন অব্যক্ত, বিনাশের দেবতা যমও তেমনি অব্যক্ত। অব্যক্তের দর্শন অব্যক্ত দিয়েই সম্ভব—পরাক্‌ বৃত্তিতে নয়, প্রত্যক্‌-বৃত্তিতে। 'অপ্সু ওষধীষু'—অপ্‌ থেকে অগ্নি ওষধিতে সংহৃত, প্রাণ থেকে প্রাণবাহিনী নাড়ীতে অথবা অকায় হতে নিকায়ে 'দশান্তরুষ্যাৎ' দ্র টী ১৩৯[ঘ]। 'অতিরোচমানম্'—সমস্ত আবরণ সরিয়ে তাঁর 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপে'র দর্শন (তু শ্বে ৫।৮)।

[২৭৩] ঋ হোত্রাদ্ অহং বরুণ বিভ্যদ্ আয়ং নেদ্ এব মা যুনজন্ন্ অত্র দেবাঃ তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতম্ অর্থং ন চিকেতাহম্ অগ্নিঃ ১০।৫১।৪। কঠ 'নচিকেতা' নামের অর্থ এইখানে পাওয়া যাচ্ছে যজ্ঞের বা জীবনের লক্ষ্য দেবতার সাযুজ্যলাভ করে দেবতা হওয়া। কিন্তু অচিত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন চেতনায় এ লক্ষ্য আপনাহতে প্রথমে জাগে না, জাগে দেবতারই প্রেরণায় তখনও থাকে একটা দ্বিধা একটা ভয় আমি কি পাব, আমি কি পারব। ভিতরে আগুন থাকা সত্ত্বেও যজমান এই অবস্থায় 'নচিকেতা'। তবে কঠর নচিকেতা শ্রদ্ধাবিষ্ট কিশোর, যদিও সে কার্পণ্যোপহত বাজশ্রবারই আত্মজ ঠিক এই ভাব তু ১০ ৭১।৪।

[২৭৪] ঋ. এহি মনুর্ দেবয়ুর্ যজ্ঞকামো হরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষ্য্ অগ্নে, সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযানান্ বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ ১০ ৫১।৫। কিন্তু দেবতা দেখছেন মানুষের মধ্যে জাগছে 'মনু' বা বৈবস্বত মন, যে আলোর পিপাসী, দেবতার সাযুজ্যকামী 'যজ্ঞ' বা আত্মোৎসর্গ তার সাধন। গুহাহিত অগ্নির প্রতি বরুণের 'এহি' বলে আহ্বান এ যেন সব মানুষের প্রতি 'অতল জলের আহ্বান'। 'অরংকরণ' চক্রের নাভিতে 'অর' বা শলাকার মত বিক্ষিপ্ত বৃত্তিদের একাগ্র করা, যা 'ধী' বা ধ্যানচিত্ততার লক্ষণ। তু সোমের 'অরংকরণ' ১।২।১। 'সুমনস্যমানঃ' সৌমনস্য বা চিত্তের প্রসাদ যোগের অনুকূল (গী ২।৬৪-৬৫), আর দৌর্মনস্য যোগবিঘ্ন (যোসূ ১।৩১)।

[২৭৫] ঋ অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থম্ এতং রথীবাধ্বানম্ অন্ব্ আবরীবুঃ, তস্মাদ্ ভিয়া বরুণ দূরম্ আয়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোর্ অবিজ্যে জ্যায়াঃ ১০।৫১।৬। 'তস্মাৎ' অর্থের বিশেষণও হতে পারে। 'জ্যা' ধনুর ছিলা, যাথেকে বাণক্ষেপ করা হয়; এখানে নিক্ষিপ্ত বাণ।

দেবগণ

তোমার আয়ুকে অজর করছি আমরা যখন হে অগ্নি, যাতে কাজে লেগে হে জাতবেদা, তোমার না অনিষ্ট হয়, তাহলে তুমি বইবে না কেন প্রসন্ন মনে দেবতাদের কাছে হবির ভাগ, হে সুজাত [২৭৬]?

অগ্নি

(তবে) প্রযাজ আর অনুযাজ আমাকেই কেবল তোমরা দাও -হবির যা নাকি উর্জস্বী ভাগ। আর দাও অপ্‌এর জ্যোতি আর ওষধিদের পুরুষ। তাছাড়া অগ্নির দীর্ঘ আয়ু হ'ক হে দেবগণ [২৭৭]।

দেবগণ

প্রযাজ আর অনুযাজ তোমারই কেবল হ'ক হবির যারা উর্জস্বী ভাগ। এই

[২৭৬] ঋ কুর্মস্ ত আয়ুর্ অজরং যদ্ অগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদো ন রিষ্যাঃ, অথ বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত ১০ ৫১।৭। অভীপ্সার অগ্নি একবার যদি ভাল করে জ্বলল তবে আর তাকে নিবতে না দেওয়াই হবে সাধনার লক্ষ্য. এই সুজাত প্রসন্ন অগ্নিই জাতবেদা, যাঁর সখ্য সমস্ত রিষ্টি হতে বাঁচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে নিরঞ্জন সর্বাত্মভাবে (দ্র. ১।৯৪ সূ., টীম্. ২৫০, টী. ১৭৪°)।

[২৭৭] ঋ প্রয়াজান্ মে অনুযাজাংশ্ চ কেবলান্ উর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্, ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনাম্ অগ্নেশ্ চ দীর্ঘম্ আয়ুর্ অস্তু দেবাঃ ১০।৫১।৮। **প্রযাজ**—আহুতিবিশেষ প্রধান আহুতির আগে দিতে হয় পশুবন্ধযাগে এগারটি প্রযাজ (দর্শপূর্ণমাসে পাঁচটি, চাতুর্মাস্যে নয়টি ইত্যাদি), আপ্রীদেবতারাই তাদের দেবতা ('আপ্রীদেবগণ' দ্র।। **অনুযাজও** আহুতিবিশেষ দিতে হয় প্রধান আহুতির পরে। পশুযাগে এগারটি অনুযাজ, দেবতা যথাক্রমে 'দেবীর্ দ্বারঃ, উষসানক্তা, *দেবী জোষ্ট্রী, *উর্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেবীঃ, বর্হিঃ, নরাশংসঃ, বনস্পতিঃ, *বর্হির্ বারিতীনাম্, *অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃৎ'. তারকাচিহ্নিতেরা ছাড়া আর সবই প্রযাজেরও দেবতা। এইসঙ্গে **উপযাজ** নামে আরও এগারটি আহুতি দেওয়া হয়, দেবতা যথাক্রমে 'সমুদ্রঃ, অন্তরিক্ষম্, দেবঃ সবিতা, মিত্রাবরুণৌ, অহোরাত্রে, ছন্দাংসি, দ্যাবাপৃথিবী, যজ্ঞঃ, সোমঃ, দিব্যং নভঃ, অগ্নির্ বৈশ্বানরঃ' আহুতির মন্ত্রগুলি সব একরকম, যেমন 'সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা' ইত্যাদি। ঐব্রা'র মতে সোমপায়ী তেত্রিশজন দেবতা ছাড়া এই আবার তেত্রিশজন অসোমপায়ী দেবতা ('এতে হসোমপাঃ পশুভাজনাঃ' ২।১৮)। প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের স্বরূপ কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যাস্ক ব্রাহ্মণ হতে অনেকগুলি মতের উল্লেখ করে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করছেন, আসলে অগ্নিই এদের দেবতা (নি ৮ ২১ ২২ । ল প্রযাজের প্রথমে দেবতা 'সমিদ্ধ অগ্নি', আর অনুযাজের শেষে 'স্বিষ্টকৃৎ (যিনি সুন্দরভাবে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেছেন) অগ্নি'। সুতরাং এক্ষেত্রে অগ্নিই যজ্ঞের বা আত্মাহুতির আদি অন্ত ব্যাপে রয়েছেন, এ-ভাবনা সহজেই আসে। মাতে অনুযাজের প্রথম দেবতা বর্হিঃ ইত্যাদি (২১ ৪৮-৫৮, ২৮।৩৫-৪৫)। উপযাজ দেবতা দ্র তৈস ১।৩।১১ 'কেবলান্' যা আর কাউকে না দিয়ে শুধু অগ্নিকেই দেওয়া হবে। এতে যাস্কের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হচ্ছে। হবির 'উর্জস্বান্ ভাগ' তা-ই যার মধ্যে আছে 'উর্জ' বা চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেবার বীর্য। অগ্নিই আধারের রূপান্তরসাধক, যজমানের হিরণ্যশরীরের নির্মাতা (ঐব্রা. ২।১৪. 'অপাং ঘৃতম্ ওষধীনাং পুরুষম্' অগ্নি লুকিয়ে আছেন অপ্‌এ এবং ওষধীতে অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণে এবং নাড়ীতন্ত্রে। অপ্‌এর সার হল 'ঘৃত' (টীম্. ১৬৪) অর্থাৎ সেই তরল পদার্থ যা অগ্নির সংস্পর্শে এলে অগ্নিময় হয়ে যায়, আর ওষধির সার হল পুরুষ (ছা ১।১।২), কেননা স্থূলদৃষ্টিতেও পুরুষের শরীর হল অন্নরূপী ওষধির পরিণাম। বাক্যাংশটির তাৎপর্য, অগ্নি যদি অজর হন, তাঁর দ্বারা অধিষ্ঠিত যজ্ঞ বা সাধনা যদি আদ্যন্ত অগ্নিময় হয়, তাহলে প্রাণ হবে জ্যোতির্ময় এবং নাড়ীতন্ত্রে বৈশ্বানর পুরুষের আবির্ভাব হবে। দুর্গ 'পুরুষ' বলছেন পুরোডাশ (নি. ৮।২২)। দ্র. সা.।

যজ্ঞের সবটা তোমারই হ'ক হে অগ্নি। তোমাকে প্রণাম করুক (পৃথিবীর) চারটি দিক [২৭৮]।

প্রথম দৃশ্য এইখানে শেষ হল। গুহাহিত অগ্নিকে দেবতারা আবিষ্কার করলেন, তাঁকে নিযুক্ত করলেন দেবকাম মানুষের উৎসর্গসাধনায় হব্যবাহনরূপে। যজ্ঞের আদিতে আর অন্তে অগ্নির অধিষ্ঠান তাকে করল মর্ত্য যজমানের দিব্য রূপান্তর-সাধনের বীর্যে সমৃদ্ধ। এইবার আরেকটি সূক্তে দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা।

প্রথম দৃশ্যের সবাই এ-দৃশ্যেও আছেন, কিন্তু এবার কথা বলছেন শুধু অগ্নি কখনও দেবতাদের উদ্দেশে, কখনও-বা আত্মগতভাবে। যে-গুরুদায়িত্ব ওঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, কি করে তা তিনি নির্বাহ করবেন, তা ই এখন তাঁর ভাবনা। সূক্তের শেষে একটি মন্ত্রে ঋষির নেপথ্যোক্তি যেন সমস্ত ব্যাপারটির একটা নিষ্কর্ষের মত। এইবার

অগ্নি

হে বিশ্বদেবগণ, উপদেশ দাও আমায় তোমরা কেমন করে এই (যজ্ঞে) হোতারূপে বৃত হয়ে মনন করব আমি, (আর) যা (মনন করব) নিষণ্ণ হয়ে। আমায় বলে দাও তোমাদের যার যা ভাগ, (আর) যে পথ দিয়ে হব্য বয়ে নেব তোমাদের কাছে। [২৭৯]।

আমি হোতা হয়ে, যাজকবর হয়ে নিষণ্ণ হলাম। আমায় প্রচোদিত করছেন বিশ্বদেবগণ আর মরুদ্‌গণ দিনের পর দিন, হে অশ্বিদ্বয়, অধ্বর্যুর কাজ তোমাদেরই। ব্রহ্মা হচ্ছেন সমিন্ধনকারী ওই আহুতি তোমাদেরই, (হে অশ্বিদ্বয়) [২৮০]।

[২৭৮] ঋ তব প্রয়াজা অনুয়াজাশ্‌ চ কেবল উর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ তবাগ্নে যজ্ঞো ঽয়ম্‌ অস্তু সর্বস্‌ তুভ্যং নমন্তাং প্রদিশস্‌ চতস্রঃ ১০।৫১।৯। যজ্ঞের প্রধান আহুতিকে ঘিরে প্রয়াজ আর অনুযাজ যদি কেবল অগ্নির হয় তাহলে বলতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই অগ্নির হল। অগ্নি আর যজ্ঞ তখন এক। ক্ষ আপ্রীদেবগণের স্বরূপবিচারে কাত্থক্য তাঁদের বলছেন 'যজ্ঞ', শাকপূণি 'অগ্নি' (নি ৮।৫)—একজনের দৃষ্টি অধিযজ্ঞ, আরেকজনের অধিদৈবত। 'কেবল' পদপা 'কেবলে' অসাধারণাঃ (সা)।

[২৭৯] ঋ বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন মা যথেহ হোতা বৃতো মনবৈ যন্‌ নিষদ্য, প্র মে ব্রূত ভাগধেয়ং যথা বো যেন পথা হব্যম্‌ আ বো বহানি ১০।৫২।১ অগ্নি অধুনক জ্যোতি হয়ে মানুষের মধ্য আত্মান তিষ্ঠতি (দ্র ক ২।১।১২-১৩), তাঁকে ঘিরে আদিত্যরশ্মিরূপ বিশ্বদেব (শ ৩।৯।২।৬) বা বিশ্বচৈতন্যের পরিবেশ আমাদের অভীপ্সাকে প্রচোদিত করে সেই পরিবেশ প্রতিবোধ (কে ২।১২) বা প্রাতিভসংবিৎরূপে। অগ্নি এখানে চাইছেন বিশ্বচৈতন্যের অনুশাসন, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিশ্বদেবগণ বিশ্বগুরু, আর অগ্নি চৈত্যগুরু, 'বৃতঃ'-অগ্নি মানুষের মধ্যেই আছেন, তবুও তিনি দেবগণের বরণের অপেক্ষা করছেন (তু ত্বাম্‌ এবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ক ১।২।২৩) 'মনবৈ' [√মন্‌(উ)+ঐ] তু অগ্নি **মনোতা**: ত্বং শকুন্য বচসো মনোতা ঋ ২।৯।৪, ত্বং হ্য্‌ অগ্নে প্রথমো 'মনোতা' অস্যা ধিয়ো অভবো দস্ম (তিমিরনাশন) হে তা ৬।১।১, এখানে 'ধী' যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ বস্তুত মানসযাগ)। সোমও 'ধিয়া 'তা প্রথমো মনীষী' ৯।৯১।১ (< মন্‌, √ বা 'বয়ন করা')+তৃ, তু যস্মিন্‌ দেবানাং মনাংস্য্‌ ওতানি প্রোতানি সঃ, তথা চ ব্রাহ্মণং "তস্মিংশ্‌ চ তেষাং মনাংস্য্‌ ওতানি ঐ ২।১০' সা)। 'নিষদ্য' তু নিষত্তিঃ ঋ ৬।২১।৯' মধ্যে নিষত্তঃ ১।৬৯।২, ৩।৬।৪ ৬।৯।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বোঝায় আবেশকে। 'পথা'—দেবযানের পথ, যে পথ দিয়ে সোমের ধারা উজিয়ে চলে তু ৯।১৫।৩ (দ্র টী ১১৮')

[২৮০] ঋ অহং হোতা ন্য্‌ অসীদং যজীয়ান্‌ বিশ্বে দেবা মরুতো মা জুনন্তি, অহরহর্‌ অশ্বিনাধ্বর্যবং বাং ব্রহ্মা সমিদ্‌ ভবতি সাহুতির্‌ বাম্‌ ১০।৫২।২। বিশ্বদেবতার প্রেরণা স্ফুরিত হল সৌচীক অগ্নির মধ্যে, তাঁর আত্মপ্রত্যয় জাগল। আর অধ্বরগতিতে কোনও বাধা থাকবে না, কেননা

(ভাবছি,) এই যে হোতা, কি (হয়) সে যমের? (নিজেকে) সে কি মনে করে, যখন (তাকে) সম্যক্ ব্যক্ত করেন দেবতারা? দিনের পর দিন সে জন্মায়; (জন্মায়) মাসে-মাসে তাইতে দেবতারা স্থাপিত করেছেন (তাকে) হব্যবাহনরূপে [২৮১]।

আমায় দেবতারা স্থাপন করেছেন হব্যবাহনরূপে, (যে আমি) হারিয়ে গিয়েছিলাম, (তারপর) বহু কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়ে চলেছি। (তাঁরা বলছেন) অগ্নি জানেন (সব), আমাদের যজ্ঞকে তিনি গড়ে তুলুন (যে-যজ্ঞের) পাঁচটি পদক্ষেপ, তিনটি আবর্তন, সাতটি তন্তু [২৮২]।

(তা আমি করব। তবে কিনা) তোমাদের কাছে আমি চাই অমৃতত্ব (আর) সুবীর্য

বিশ্বের ঋত বা শাশ্বতবিধানের পথ ধরে তা অগ্রসর হবে বিশ্বচৈতন্যের আবেশে এবং বিশ্বপ্রাণের প্রেরণায়। এই দেবযজ্ঞের অগ্নিসমিন্ধন করছেন বাক্ বা মন্ত্রচৈতন্যের অধীশ্বর বৃহস্পতি। তাতে অধ্বর্যুরূপে দিনের পর দিন সোম্য আনন্দের আহুতি ঢালছেন অশ্বিদ্বয়, যাঁরা অন্ধতমিস্রার কুহর হতে অদৃশ্য আলোকরশ্মির তুরঙ্গ ছুটিয়ে চলেন আদিত্যের মাধ্যন্দিন দ্যুতির পানে। অশ্বিদ্বয়ের 'অধ্বর্যু' তু তৈস ৬ ২ ১০।১, ঋ ১।১০৯।৪, অচিত্তির অন্ধকারে তাঁরাই চিন্ময় প্রাণের প্রথম স্পন্দন, বিশ্বের জ্যোতির্ময়ের শরীরকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন তাঁরাই (তু ১০।৭১।১১, দ্র সা)। 'ব্রহ্মা' বৃহস্পতি (তু ব্রহ্মবরণের পর ব্রহ্মার জপ, 'বৃহস্পতির্ দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যাণাম্' কাত্যায়নশ্রৌ ২।১।১৪। অথবা ব্রহ্মণস্পতি (দ্র ঋ ১০।৫৩ ৯))। 'সমিৎ' অগ্নীধ্ (Illuminant), ঋতে 'অগ্নিমিন্ধ' (১ ১৬২।৫) সা বলেন 'সমিন্ধশ্ চন্দ্রমা' এবং 'সা'কে 'সঃ' করে বলছেন 'সোমাত্মকো হি চন্দ্রমা হূয়তে' ইত্যাদি। বৃহস্পতি বা বৃহত্তের চেতনার প্রেরণায় আগুন জ্বলছে এবং প্রাণচেতনারূপে অশ্বিদ্বয় তাতে আহুতি দিয়ে চলেছেন (তাঁদের অশ্ব ওজঃশক্তির প্রতীক ১০।৭৩।১০)।

২৮১। ঋ অসং যো হোতা কিন্ উ স যমস্য কম্ অপ্যূহে যং সমঞ্জন্তি দেবাঃ, অহরহর্ জায়তে মাসিমাস্য্ অথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ১০ ৫২।৩। এটি অগ্নির নিজেকে নিয়ে নিজের মনে বিচার। একদিকে মৃত্যুর দেবতা যম, যাঁর মধ্যে সব কিছুর প্রলয়, অন্যদিকে অমৃতের পুত্র এই দেবগণ যাঁরা অন্ধতমিস্রার গহন হতে সৌচীক অগ্নিকে ফুটিয়ে তুলছেন। এই দুয়ের সঙ্গে অগ্নির কি সম্পর্ক? তিনি কি দুয়ের মধ্যে পারাপারের সেতু একবার অব্যক্ত হতে ব্যক্ত, আবার ব্যক্ত হতে অব্যক্ত আবর্তিত হয়ে চলেছেন? প্রতিদিন অগ্নিহোত্রে তাঁর দেবসম্পর্ক, আর প্রতিমাসে পিতৃযজ্ঞে তাঁর যমসম্পর্ক। একটিতে অগ্নিজ্যোতির পরিণাম সূর্যে, আরেকটিতে চন্দ্রমায় চন্দ্রের পূর্ণতা রাকায়। কিন্তু তার অবক্ষয়ের চরম কুহূতে। অগ্নি তারও মধ্যে যদি জেগে থাকেন, তাহলে তিনি দাঁড়ান বৈবস্বত যমের মুখোমুখি হয়ে। তাই পুনর্জাতরূপ অমৃতত্ব মানুষের মধ্যে তার অভীপ্সা রয়েছে। তাই জন্য তার যজ্ঞ, অগ্নির প্রতিদিন হব্যবহন। অত্র সা 'অগ্নিঃ প্রতিদিনম্ অগ্নিহোত্রার্থং প্রাদুর্ভবতি, তথা প্রতিমাসং জায়তে পিতৃযজ্ঞার্থম্। এতৎ কালস্বরূপম্ উপলক্ষণং পক্ষ চতুর্মাস ষণ্মাস সংবৎসরাদীনাম্। অপরে পুনর্ এবম্ আহুঃ, অহরহঃ সূর্যাত্মনা জায়তে, মাসমাস চন্দ্রাত্মনেতি।'

[২৮২] ঋ মাং দেবা দধিরে হব্যবাহম্ অপম্লুক্তং বহু কৃচ্ছ্রা চরন্তম্, অগ্নির্ বিদ্বান্ যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি পঞ্চয়ামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্ ১০।৫২।৪। গুহাহিত অগ্নির আবিষ্করণে, আদিত্যাভিসারিণী অভীপ্সার উদ্বোধনে আমাদের সাধনার শুরু। কিন্তু ঊষার আলো ফোটার মত সে সাধনা তো অনায়াস নয়। জড়ত্বের কুণ্ডলমোচন আর গুহাগ্রন্থির বিকিরণ দীর্ঘকালের নিরন্তর কৃচ্ছ্রতপস্যাতেই সম্ভব পাথেয় বিশ্বদেবতার প্রসাদ এবং জীবনের মর্মমূলে তাদের এই সত্য-সংকল্পের প্রবেগ। মানুষের মধ্যে প্রজ্বলন্ত আলোর উন্মেষ হ'ক, তার উৎসর্গভাবনা সার্থক রূপ ধরুক, অহরহঃ ত্রিসন্ধ্যায় আবর্তিত হয়ে সংবৎসর ব্যেপে তা এগিয়ে চলুক ঋতুপরম্পরার নৃত্যচ্ছন্দে, এগিয়ে চলুক পৃথিবী হতে দ্যুলোকে আতত আদিত্যের সপ্তধামের সোপান বেয়ে। যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হল সোমযাগ, যা অমৃতত্ব এবং দেবাত্মভাবের সাধন (৮ ৪৮।৩, ৯ ১১৩।৬ ১১)। তাতে সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় তিনটি সবন তাই যজ্ঞ 'ত্রিবৃৎ'। গবাময়ন একটি সংবৎসরব্যাপী সোমযাগ বা সত্র যার যজমানরাই ঋত্বিক্। সংবৎসরে পাঁচটি ঋতু, প্রত্যেক ঋতু আদিত্যের একটি পাদ, তাই আদিত্য 'পঞ্চপাদ' (১।১৬৪।১২। এবং যজ্ঞ আদিত্য বলে (তু শব্রা ১৪।১ ১।৬) যজ্ঞও পঞ্চপাদ। 'সপ্ততন্তু' সা বলছেন সাতটি ছন্দ। ঋর যজ্ঞসূক্তে (১০।১৩০। যজ্ঞকে বলা হয়েছে 'তন্তুভিস্ ততঃ' (১ ২), এবং তার পরেই সাতটি ছন্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এইপ্রসঙ্গে দ্র যজ্ঞের সপ্তধাম (৯।১০২।২) এবং অগ্নির (৪।৭।৫) ও বিষ্ণুরও (১।২২।১৬)।

যাতে তোমাদের জন্য হে দেবগণ, রচতে পারি বৈপুল্য। আমি ইন্দ্রের দুটি বাহুতে বজ্র তুলে দেব, যাতে তিনি সমস্ত শত্রুসেনাদের জয় করতে পারেন [২৮৩]।

ঋষি

তিন হাজার তিনশ' উনচল্লিশ জন দেবতা (তখন) অগ্নির পরিচর্যা করলেন : তাঁরা (তাঁতে) সেচন করলেন ঘৃত, বিছিয়ে দিলেন বর্হি তাঁর জন্য, তারপর হোতাকে করলেন নিষণ্ণ [২৮৪]।

দেবযজ্ঞ আরম্ভ হল। বিশ্বদেবগণ তার যজমান, অগ্নি হোতা। এমনিতর আরেকটি দেবযজ্ঞের কথা পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে। সে যজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আত্মাহুতিতে অতিষ্ঠাঃ পুরুষের সহস্রতনু হয়ে নেমে আসা। নেমে আসার পর আবার আছে উঠে যাওয়া, যার পরিচয় মর্ত্যের অমৃতপিপাসাতে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে বিসৃষ্টির বিপরীতক্রমে অতিসৃষ্টি। তা ই হল সৌচীকাগ্নিকে হোতা করে এই দেবযজ্ঞ, যার পরিণাম 'দেবতাতি' বা মানুষের দেবতা হয়ে যাওয়া [২৮৫]।

এখানে যা কিছু ঘটে, তার মূল রয়েছে ওইখানে। দেবযজ্ঞকে আদর্শ করেই মনুষ্যযজ্ঞের প্রবর্তন। মানুষ দেবতাকে চায় দেবতাই আগে তাকে চেয়েছেন বলে। সেই চাওয়ার রূপক হল গুহাহিত অগ্নিকে দেবতাদের খুঁজে বার করে মানুষের হব্যবহনে তাঁকে নিযুক্ত করা। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখেছি তার রূপায়ণ। এইবার তৃতীয় দৃশ্যে দেবযজ্ঞ মানুষের মধ্যে জাগাল যজ্ঞের প্রবর্তনা। পাত্র এবার ঋত্বিক্-গণ এবং অগ্নি [২৮৬]। প্রথমে

ঋত্বিকেরা

যাঁকে আমরা চেয়েছিলাম মনে-মনে, সেই তিনি এই তো এলেন। যজ্ঞকে তিনি জানেন, তার সব পর্বের খবর রাখেন। সেই তিনি আমাদের হয়ে যজন করুন

[২৮৩] ঋ. আ বো যক্ষ্য অমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি, আ বাহ্বোর্ বজ্রম্ ইন্দ্রস্য ধেয়াম্ অথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াতি ১০।৫২।৫। অভীপ্সার শিখা যদি অজর এবং অমৃত হয়, আধারে যদি বীর্য জাগে, তাহলে অধৃষ্য ওজস্বিতায় বৃত্রের সমস্ত বাধা নির্জিত করে চেতনার বৈপুল্যসাধন সম্ভব হবে। বাধা অন্তরিক্ষলোকের তাই ইন্দ্রের হাতে বজ্র তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে। অবিদ্যার মেঘ কেটে গেলেই আদিত্যের দৃষ্টিতে চিদাকাশ ভাস্বর হয়ে উঠবে। 'সুবীর' সুবীর্য (গুণে দ্রব্যের আরোপ, যা 'সুপুত্র', অগ্নির বেলায় খাটে কিন্তু Geldner বলছেন, শব্দটি যদি কর্মধারয় হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে তৃতীয়পাদের ইন্দ্রকে। 'সুবীর্যে'র প্রার্থনাও ঋক্তে অনেক আছে, 'সুবীর' তারই বাস্তব রূপায়ণ)। 'বরিবঃ' < √ বৃ 'ছাওয়া', বৈপুল্য (দ্র টীম্. ৩২)। তার বিপরীত হল 'অংহঃ' বা চেতনার সংকোচ।

[২৮৪] ঋ ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্য অগ্নিং ত্রিংশচ্ চ দেবা নব চাসপর্যন্, ঔক্ষন্ ঘৃতৈর্ অস্তৃণন্ বর্হির্ অস্মা আদ্ ইদ্ হোতারং ন্য্ অসাদয়ন্ত ১০।৫২।৬ ৩।৯।৯। দ্র টীম্ ১০৯°। 'বর্হিঃ' কুশ, রহস্যার্থ দ্র. 'বর্হিঃ', আপ্রীদেবগণ।

[২৮৫] তু বৃ সৈষা ব্রহ্মণো হ্যতিসৃষ্টির্ যচ্ ছ্রেয়সো দেবান্ অসৃজত, অথ যন্ মর্ত্যঃ সন্ন্ অমৃতান্ অসৃজত, তস্মাদ্ অতিসৃষ্টিঃ ১।৪।৬ (দ্র. বেমী ১৯১^২৭)। 'দেবতাতি' দ্র ঋ. ১০।৫৩।১, টী. ১৯৬^১।

[২৮৬] অনুক্রমণীতে সূক্তটির ঋষি দেবগণ, কেবল ৪ ৫ ঋকের ঋষি অগ্নি। কিন্তু দেবযজ্ঞের কথা আগের সূক্তেই হয়ে গেছে (দ্র ৬) এখন তার আদর্শে মনুষ্যযজ্ঞের প্রবর্তন হবে। বর্তমান সূক্তটিতে তারই বিবৃতি। সুতরাং ৪ ৫ ঋক্ ছাড়া আর সর্বত্র মনুষ্যঋত্বিকদের ঋষি ধরলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে এবং নাটিকার উপস্থাপনাও জোরালো হয়।

দেবাস্বাভাবের জন্য যাজকবর, নিষণ্ণ হলেন যখন অন্তরঙ্গ হয়ে আমাদের পুরোভাগে [২৮৭]।

সংসিদ্ধ হলেন যাজকবর (এই) হোতা (তাঁর) নিষত্তিতে, সুনিহিত প্রীতির উপচারের দিকে যখন চাইলেন তিনি। হাঁ, (এবার তবে) যজন করব আমরা যজনীয় দেবতাদের, চেতিয়ে তুলব যাঁদের চেতাতে হবে আজ্য দিয়ে [২৮৮]।

তিনি সিদ্ধ করলেন আমাদের দেবতর্পণকে আজ: যজ্ঞের নিগূঢ় জিহ্বাকে আমরা পেলাম। তিনি এলেন প্রাণের বসন প'রে সুরভি হয়ে, সুভদ্রা করলেন আমাদের দেবহূতিকে আজ [২৮৯]।

[২৮৭] ঋ যম্ ঐচ্ছাম মনসা সোঽয়ম্ আগাদ্ যজ্ঞস্য বিদ্বান্ পরুষশ্ চিকিত্বান্, স নো যক্ষদ্ দেবতাতা যজীয়ান্ নি হি ষৎসদ্ অন্তরঃ পূর্বো অস্মৎ ১০।৫৩।১। বিশ্বদেবতার সাযুজ্যলাভের জন্য উতলা হৃদয়ে জাগে অভীপ্সার শিখা। তারই আলোকে আলোকিত হয় দেবযানের পথ, তার দীর্ঘ প্রতনের প্রত্যেকটি পর্বকে আমরা তখন চিনতে পারি এই সৌচীক অগ্নির দেশনা ছাড়া আমাদের সাধনা কখনই সিদ্ধ হতে পারে না। আমাদের জাগ্রত হৃদয়ের বেদিতে আজ তিনি নিষণ্ণ। কিন্তু আমরা যখন জাগিনি, তখনও তিনি ছিলেন আমাদেরই গভীরে গুহাচর হয়ে। 'মনসা' যজ্ঞ শুধু ক্রিয়াসর্বস্ব নয় ধী বা প্রজ্ঞা তার প্রচোদক এবং নিয়ামক (দ্র. টীম্ ২১৮, তু ১০।৫৩।৬)। বস্তুত মনই যজমান (প্র ৪।৪)। 'পরুষঃ'—পর্বসমূহ। তু ঋ ১০।৫২ ৪। 'দেবতাতা' দেবতাতৌ, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী। 'অন্তরঃ' তু মধ্যে নিষত্তঃ ১ ৬৯।৪, দ্র টী ২১৩২, আরও তু অনদ্ যুষ্মাকম্ অন্তরং বভূব ১০।৮২।৭, টী ৬১১। 'অন্তরঃ' ঋত্বিজাং যষ্টব্যানাং দেবানাং চ মধ্যে সঞ্চরন্ (সা)। 'পূর্বঃ' তু ঈলিতো অগ্নে মনসা নো অর্হন্ দেবান্ যক্ষি মানুষাৎ পূর্বো অদ্য ২ ৩ ৩, ৫।৩ ৫ 'অধ্বর্য্যো দেবেভ্যঃ পূর্বভাবী সন্' (সা)।

[২৮৮] ঋ অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ান্ অভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যৎ, যজামহৈ যজ্ঞিয়ান্ হন্ত দেবাঁ ঈলামহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ১০ ৫৩।২ —না, তাঁকে ছাড়া যজ্ঞ চলতেই পারে না। তিনি না হলে বিশ্বদেবতাকে কে ডেকে আনবে আমাদের কাছে। এই যে তিনি এলেন, আবিষ্ট হলেন আমাদের অন্তরে। আর তো তিনি চলে যাবেন না। প্রীতির বিচিত্র উপচার সাজিয়ে রেখেছি তাঁর জন্য তিনি যে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন তাদের পানে তারা ধন্য হয়ে গেল হৃদয়ে এল আত্মাহুতির উদ্দীপনা। এবার আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকব না। বিশ্বদেবতাকে আমাদের সব দেব, হৃদয়গলানো আগুনের স্রোতে চেতিয়ে তুলব তাঁকে। 'নিষদা' দ্র টী ২৭৯। 'নি' নীচে গভীরে। 'প্রয়াংসি'—[নিঘ অন্ন ২ ৭ < √ প্রী 'খুশী করা, খুশী হওয়া; ভালবাসা'] ভালবেসে দেবতাকে যা দিই এবং ভালবেসে তিনি যা নেন সোমের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক (তু ঋ ৫।৫১ ৫-৭, এবং তার পরের তৃচেই 'আ যাহ্য অগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ' সব দেবতাদের নিয়ে), সোম 'প্রয়স্বান্ প্রয়সে হিতঃ' ৯।৬৬।২৩ তু ৯।৭৬।৩)। আবার সখ্যের সঙ্গে সম্পর্ক তু ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী (আপন)। দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রয়স্বান্ ৬।৬৮ ২। 'অভি খ্যৎ' তিনি তাকালেন এবং তাইতে তারা ফুটে উঠল অতএব তিনিই তাদের ফুটিয়ে তুললেন দৃষ্টি-সৃষ্টির মত এই অর্থও হয়।

[২৮৯] ঋ সাধ্বীম্ অকর্ দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বাম্ অবিদাম গুহ্যাম্, স আয়ুর্ আগাৎ সুরভির্ বসানো ভদ্রাম্ অকর্ দেবহূতিং নো অদ্য ১০।৫৩ ৩ যা কিছু আমাদের ছিল সব সাজিয়ে দিয়েছি বিশ্বদেবতার সম্ভোগের জন্য হৃদয়ের যজ্ঞবেদিতে অগ্নিরসনা দিয়ে তিনি তা আস্বাদন করলেন তাঁর সম্ভোগেই আমাদের সম্ভোগ—সেই একই অগ্নিরসনা দিয়ে তাঁকে আস্বাদ করা। এই তপোদেবতাই সেই অন্যোন্যসম্ভাবনের সাধন, কেননা দেবতা আর মানুষের মধ্যে সংগোপনে তাঁর নিত্য আনাগোনা অনন্তকাল ধরে। কিন্তু আজ তাঁর সে আড়াল ঘুচে গেছে। এই যে আমাদের সামনে আজ তিনি আবির্ভূত হলেন অজর প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, আমাদের আত্মাহুতির সৌরভে আমোদিত হয়ে। তাঁর প্রসাদে সার্থক হল আমাদের দেবতর্পণ, সুমঙ্গল হল তাঁর আবাহন।

দেববীতিম্—[<দেব + √ বী 'সম্ভোগ করা, চলা'] দেবানাম্ আগমনবন্তং দেবানাং হবির্ভক্ষণোপেতং বা যজ্ঞম্ (সা); অন্যত্র 'দেবানাং বীতির্ যস্মিন্ যাগে স দেববীতিঃ' ১।১২ ৯ তু স্কন্দ 'দেববীতয়ে, বীতির্ গত্যর্থো হশনার্থো বা, দেবান্ প্রতি গমনায় দেবানাং বা হবির্ভক্ষণায়' ১।১২।৯। 'বীতি' যদি যজমানেরও হয়, তাহলে বোঝাবে যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গের দ্বারা দেবতাকে সম্ভোগ করা, তাঁর সাযুজ্য লাভ করা; তু 'দেবতাতি'। অধিকাংশ প্রয়োগ সোমের বেলায়। যজ্ঞ অন্যোন্যসম্ভাবন, তু গী ৩।১১। 'যজ্ঞস্য জিহ্বাম্'—অগ্নির্ হি যজ্ঞস্য জিহ্বা, তেন দেবানাং

অগ্নি

তবে আজ বাকের যা আদি তারই মনন করি আমি, যা দিয়ে আমরা দেবতারা অসুরদের করব অভিভূত। উর্জভোজী আর যজনীয় হে পঞ্চজন, তোমরা আমার হোতৃকর্মে হও সুতৃপ্ত [২৯০]।

পঞ্চজন আমার হোতৃকর্মে হ'ন সুতৃপ্ত, (সুতৃপ্ত হ'ন) গোজাত (যাঁরা) এবং যাঁরা যজনীয়। পৃথিবী আমাদের পার্থিব ক্লিষ্টতা হতে বাঁচান, অন্তরিক্ষ দ্যুলোকের (ক্লিষ্টতা) হতে বাঁচাক আমাদের [২৯১]।

ব্রহ্মা

তন্তুর বিতননে রজোভূমির ভাতির অনুগমন কর তুমি, জ্যোতিষ্মান্ (সেই)

পানাজ্ জিহ্বাশ্বেনো পচানঃ (সা)। তু ত্বাম্ অগ্ন আদিত্যাস আস্যং ত্বা জিহ্বাং শুচয়শ্ চক্রিরে কবে ২ ১ ১৩। অতএব অগ্নি হতেই অন্তরের উদ্দীপনা, তাহতে বাক্ বা মন্ত্র এবং তা দিয়ে দেবতাকে পাওয়া (দ্র টী ২৯২)। এমনি করে অগ্নি উভয়ত যজ্ঞের জিহ্বা। এই জিহ্বা 'গুহ্যা' —যেমন আমাদের মধ্যে (তু ১০ ৭১।৩, আবার অগ্নি 'গুহাচর'), তেমনি পরমব্যোমে। অগ্নি 'অংশুঃ', দ্র টী ১৬৩। সুরভিঃ [illegible] বস্ 'ধরা', যাকে সহজে ধরা যায়। তু ত্বম্ অগ্ন ঈলিতো জাতবেদা হব্যং (বহন করলে) ভ্যানি সুরভীণি কৃত্বী (করে) ১০ ১৫।১২ অগ্নিসংস্পর্শে আহুত দ্রব্য সুগন্ধি হয়, এই তার প্রথম বিপরিণাম, কিন্তু আহুতি যজমানেরই অশ্রাদ্ধ্যে, সুতরাং এ সৌরভ তার দেবসংস্পর্শজনিত নবজীবনের সৌরভ, তাই দেবতার সহজ এবং আদিম পবিত্র, তিনি সুরভি। 'সুরভি' সোমের বিশ ৯।৯৭।১৯, ১০৭।২, ইন্দ্রের ১।১৮৬।৭, বেন বা দেবগন্ধর্বের সুরভি বসন ১০ ১২৩ ৭ (ইন্দ্র ৬ ২৯।৩), অরণ্যানী ১০ ১৪৬ ৬ অগ্নির 'আস্য সুগন্ধি' ৮।১৯।২৫ ত্র্যম্বক রুদ্র 'সুগন্ধি' ৭।৫৯।১২। তু শ্বে. প্রথমং যোগপ্রবৃত্তির লক্ষণ 'শুভ গন্ধ' ২।১৩। দেবহূতি তু ১০।১৮ ৩

[২৯০] ঋ তদ্ অদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষধ্বম্ ১০।৫৩।৪। অগ্নি কিসের মনন করবেন, দেবতাদের তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন (১০ ৫২।১)। উত্তর পেয়ে এখানে বলছেন, 'আমি তবে আদি বাকের মনন করব' এই আদিবাক্ 'গৌরী' শব্দপ্রাণরূপিণী, যিনি কারণসলিলকে তক্ষণ করে অক্ষরকে ক্ষরিত করছেন বিশ্বরূপে (১।১৬৪।৪১-৪২)। তাঁর তিনটি পদ গুহাহিত (৪৫) এবং ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট (১০।৭১।৩)। পরমব্যোমে এই পরা বাকের দর্শনেই অবিদ্যা নিঃশেষে দূরীভূত হতে পারে এবং তাই হল মন্ত্রযোগের চরম সিদ্ধি। এখানে তাকে বলা হয়েছে দেবতাদের দ্বারা অসুরদের অভিভব (নিন্দার্থে 'অসুর' শব্দের ব্যবহার ল)। দেবতারা 'ঊর্জাদ্' অর্থাৎ আমাদের অন্তরাবৃত্তির নাম তাঁদের অন্ন, তাতেই তাঁদের পুষ্টি তু 'ত্বদ্ অগ্নিরদ্ বয়ো দধে যথাগথা কৃপণ্যত ঊর্জাহুতির বসুনাং শং চ যোশ্ চ ময়ো দধে বিশ্বস্যৈ দেবহূত্যৈ' এমন কেননই অগ্নি আনুপ্য আবেদন করেছেন (যে যেমনটি চায়, ঊর্জের আহুতি তার মধ্যে জ্যোতির্মদের উদ্দেশে, (হবে) তিনি প্রশম শক্তি আর আনন্দ প্রদান করেছেন দেবতার প্রত্যেক আবাহনে ৮ ৩৯।৪। 'পঞ্চজনাঃ' দেবমনুষ্যাদয়ঃ (সা)। দেবতারাও পঞ্চজন অর্থাৎ 'বিশ্বে দেবাঃ' তু ৬।৫১ ১১, 'দিব্যাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ১০।৬০।৪, দ্র টী ২৩১'। অগ্নির আনুকূল্যে মনুষ্যযজ্ঞ আরম্ভ হল।

[২৯১] ঋ পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষন্তাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ, পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্ব অংহসো অন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্ব অস্মান্ ১০।৫৩ ৫ (৭।৩৫।১৪, ১০৪ ২৩ গোজাতাঃ তু দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা অপ্যা মৃলতা চ দেবাঃ ৬।৫০ ১১ –দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ, পৃথিবীর সব দেবতাই গো হতে জাত। এই গো যদি পৃশ্নি হন তাহলে সংজ্ঞাটি বোঝাচ্ছে মরুদ্গণকে (তু ১০ ৫২।২)। আবার সূর্য 'গোজাঃ' ৪।৪০ ৫, যিনি দেবানাম্ অনীকং আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ' (১ ১১৫।১), যাঁর মধ্যে সব কিছুর সমাহার। 'গো' সেই রশ্মি যা আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ় (তু ১।২৪।৭), দেবতা তাহতে জাত অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণেই পাই বিশ্বদেবতাকে। 'নঃ' এখানে অগ্নির উক্তি, সুতরাং দেবতা আর যজমান এক 'অংহঃ' চেতনার সঙ্কোচ, তাইতে অগ্নি গুহাহিত সৌচীক। তাহতে মুক্তি হল 'বরিবঃ' (১০।৫২।৫)।

অশ্মন্বতীর স্রোত বেগে বইছে। নিজেদের অটল রাখ। ওঠ, পার হয়ে এগিয়ে চল হে সখাগণ। এইখানেই ফেলে যাব যা-কিছু অশিব, শিবময় ওজস্বিতার কূলে আমরা উঠব গিয়ে [২৯৪]।

ত্বষ্টা মায়া জানেন। সমস্ত শিল্পীর মধ্যে অনুত্তম শিল্পী তিনি, বয়ে এনেছেন সোমপাত্র যত দেবতাদের পানের জন্য-যারা শান্ততম। শান দিচ্ছেন এখন তিনি ভাল লোহার কুঠারখানিতে যা দিয়ে ছুলবেন (তাঁর মন্ত্র) সূর্যাশ্বভাস্বর বৃহস্পতি [২৯৫]।

অদিতিকে নিয়ে রথে আটজন দেবতা (তু ৬।৫১।৩ ৪, বিশ্বে আদিত্যা অদিতে সজোষাঃ ৫, ৮।৪৭।৯, ৯।৫৫।৭)। অদিতি সূক্তের শেষ ঋকের 'যোষা'। 'অতি প্রিয়ম্'—মাঝখানে 'অস্মান্' উহ্য প্রিয় সেই পরম দেবতা, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁকে আমরা চাই (তু ১।৮৬।১০, টী. ১৪৯১০; ৪।২০।৮)।

[২৯৪] ঋ অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বম্ উৎ তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ, অত্রা জহাম যে অসন্ অশেবাঃ শিবান্ বয়ম্ উৎ তরেমাভি বাজান্ ১০।৫৩।৮। দেবতাদের নেমে আসার বর্ণনা আগের ঋকে গেছে। এখানে মানুষের উজিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দুটি ব্যাপারই একসঙ্গে চলে। তবুও আগে দেবতার আবেশ তার পর তাঁরই প্রেরণায় মানুষের প্রয়াস, এখানে আপাতদৃষ্টিতে ক্রমভঙ্গের কারণ এই। উত্তীর্ণ হতে হবে সেই বাজম্ভর সত্তার কূলে কিন্তু পথে অনেক বাধা। তাতে টললে চলবে না। যা-কিছু অকুশল, তা এখানে ফেলে স্থৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে অশ্মন্বতী-পাহাড়ী নদী, গর্ভে পাথর নুড়ি নো, জল বেশী নই কিন্তু স্রোত খুব। রথ তার উপর দিয়ে চলছে। তু 'দৃষদ্বতী' ৩।২৩।৪, দ্র. টী ২০৬০ তন্ত্রে এইটি বজ্রাণী নাড়ী। 'অশ্মা' পাথর, আবার বজ্রও (২ ১৯।৬, মরুদ্‌গণ 'অশ্মদিদ্যবঃ' ৫।৫৪ ৩), বৃত্রের পুর 'অশ্মন্ময়ী' (৪ ৩০।২০)। যেমন অদিব্যশক্তির কঠিন বাধা, তেমনি দেবতারও কঠিন হানা, এটি অন্তর্বিক্ষেপের ব্যাপার (তু দৃষদের প্র মূণ রক্ষ ইন্দ্র ৭ ১০৪।২২, আবার অগ্নি দৃসদং জিহ্বয়া বধীৎ' ৮।৭২।৮; দিব্যশক্তি এবং অদিব্যশক্তি দুইই 'দৃষদ্')। 'রীয়তে' < √ রী, ছুটে চলেছে। এই থেকে 'রয়ি' সংবেগ। 'উৎ তিষ্ঠত' তু ক উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ১।৩।১৪। 'প্র তরত' এগিয়ে চল উজান ঠেলে 'উৎ তরেম' যেন ওপারে উঠি গিয়ে। 'সখায়ঃ' ঋত্বিকদের সম্বোধন তু ১ ৫ ১, ৬।১৬।২২ ; দেবতার সখা ৩ ৯।১, ৪।১২।৫ । 'অশেবাঃ' যেমন অংহঃ, এনঃ, ধূর্তি জল্পি, দুর্বিদ্র ইত্যাদি, তু ৭।১।১৯, টী ১৪৮০। 'বাজান্'—অশ্মন্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ল। ঋষিও তাহলে সপ্তি বাজম্ভর হওয়া সম্ভব (তু. ১০।৮০।১)।

[২৯৫] ঋ ত্বষ্টা মায়া বেদ্ অপসাম্ অপস্তমো বিভ্রৎ পাত্রা দেবপানানি শন্তমা, শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদ্ এতশো ব্রহ্মণস্ পতিঃ ১০ ৫৩।৯। পথের যত বাধা সব দূর হবে, বৃত্রের সব আবরণ খসে পড়বে বৃহস্পতির মন্ত্রবীর্যে। তারপর দেবশিল্পী ত্বষ্টা তাঁর দৈবী মায়ায় আমাদের আধারকে রূপান্তরিত করবেন দেবতার সোমপাত্রে। 'ত্বষ্টা' দেবশিল্পী (সা। তু. ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ১০ ১৮৪ ১ গর্ভাধানমন্ত্রে, আরও তু দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ ৩।৫৫।১৯ যেমন সব হয়েছেন, তেমনি সবার মধ্যে আছেন প্রচোদকরূপে)। বিদ্র 'ত্বষ্টা', আপ্রীদেবগণ। মায়াঃ (নিঘ প্রজ্ঞা ৩।৯ < মা 'নির্মাণ করা', তু ঋ মায়াবিনো মমিরে (পূর্বপাদে 'ভুবনানি'। অস্য (সোমের) মায়য়া ৯।৮৩।৩। > 'মাতা' যিনি নিজের ভিতর থেকে নির্মাণ করেন বা উৎসারিত করেন। তু যোনি অর্থে 'মান', যেমন 'প্রত্নাদ্ মানাদ্ অধি' ৯।৭৩।৬। 'প্রজ্ঞা' অর্থ এসেছে < √ *মন্ ॥ মা, যেমন √ জন্ জা > জায়া, √ ছন্ ॥ ছা > ছায়া। এই থেকে সৃষ্টিতে 'মন্ত্র' বা বাকের অনুষঙ্গ, তু 'গৌরীর্ মিমায়' ১।১৬৪।৪১। বিদ্র 'ইন্দ্র'।] নির্মাণপ্রজ্ঞা। যেমন গর্ভাধানে ত্বষ্টা রূপকৃৎ এবং তাইতে তাঁর নির্মাণপ্রজ্ঞার পরিচয়, তেমনি যজমানের এই দিব্য জন্মেও। 'অপসাম্ অপস্তমঃ' তু সরস্বতী ৬।৬১।১৩, পরমদেবতা ১।১৬০।৪ (দ্র টী ১২৪০)। 'শন্তমা' —[শন্তমানি] 'দেবপানানি'র বিণ। দেবপান সোমপাত্র (১০।১৬।৮) অথবা সোম (৯।৯৭।২৭)। আধার নিথর শান্তিতে নিবিড় না হলে সোম্য আনন্দ ফোটে না। তু 'শন্তমা' মনীষা দেবতাকে পাবার একটা উপায় (১ ৭৬।১, তু °মা দীধিতী গীঃ ৫।৪২ ১ স্তুতির সঙ্গে ধ্যানের যোগ, ৪৩ ৮)। ত্বষ্টা আধারকে সোমপাত্রে রূপান্তরিত করেন ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীর্যে। ব্রহ্মণস্পতি অগ্নিরই এক রূপ, যজ্ঞে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের মন্ত্রের দেবতা। বৃহতের ভাবনায় এবং আত্মাহুতিতে যজমানের মন্ত্রময় হিরণ্যশরীর গড়ে ওঠে। তাই দেবতার সোমপাত্র 'শিশীতে পরশুম্' ত্বষ্টা তক্ষক বা ছুতোর। ছুতোর যেমন কাঠকে চেঁছে ছুলে শিল্পরূপ দেয়, তেমনি

সংদের এখন হে কবিগণ, তীক্ষ্ণ কর বাইস্ দিয়ে, যাতে তোমরা (তাদের) চেঁছে-ছুলে রূপ দাও অমৃতত্বের জন্য। তোমরা জান সব, (তাই) গুহ্য পদদের রচনা কর, যাতে করে দেবতারা অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন [২৯৬]।

(তার) গর্ভে মেয়েকে রাখলেন তাঁরা (আর) শিশুকে মুখে সঙ্গোপন মন আর জিহ্বা দিয়ে। (তারপর) সে চিরদিন প্রসন্ন মন নিয়ে (লাগে) কাজের জোয়ালে, পেতে চেয়ে পেয়েই যায় সঙ্গীতমুখর হয়ে জয়কে [২৯৭]।

তিনি অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। করেন বাক্ বা মন্ত্রের সহায়ে (তু গৌরীঃ সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১)। তাই তিনি শানদেওয়া কুঠারখানি তুলে দিচ্ছেন বাকের দেবতা ব্রহ্মণস্পতির হাতে, ত্বষ্টার হয়ে তিনিই মন্ত্রময় 'দেবযান' গড়বেন। 'এতশঃ সূর্যাশ্ব (পরে দ্র)। ব্রহ্মণস্পতি এতশ কিনা 'এতশবর্ণ' (সা) অর্থাৎ সূর্যাশ্বের মত ভাস্বর। এতে অগ্নি সূর্যের একতা সূচিত হচ্ছে

[২৯৬] ঋ সংদে নূনং কবয়ঃ সং শিশীত বাশীভির্ যাভির্ অমৃতায় তক্ষথ, বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বম্ আনশুঃ ১০।৫৩।১০। আগের ঋকে গেছে তক্ষণদ্বারা দেবতাকর্তৃক সোমপাত্রনির্মাণ এই ঋকে ঋত্বিকদের দ্বারা যজমানের হিরণ্ময়বীনির্মাণ তক্ষক হয়ে, যাতে দেবতার মত তারাও অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। ত্বষ্টা সোমপাত্র গড়েছিলেন ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীর্যে। এখানেও ঋত্বিকদের বলা হচ্ছে বাকের সেইসব গুহ্য পদ গড়ে তুলতে, যা অমৃতত্বের সোপান। মনুষ্যযজ্ঞের আদর্শ হল দেবযজ্ঞ আগে দেবতার আবেশ, তারপর মানুষের প্রয়াস -এই ক্রম এখানেও (তু ৭-৮)। সতঃ -[যা আছে তা সং', যা হচ্ছে তা 'ভুবন' (৭।৮৭।৬, ৯।৩১।৬); 'সং' ধ্রুব (৯।৮৬।৬), অসংএর বিপরীত 'সং' (১।১৬৪।৪৬, ১০।৭২।২-৩, ১০।১২৯।৪); দেবতা 'সং' ৮।১০১।১১, ৯।৮৬।৬, যজমান 'সং' (সতঃ প্রাসাবিশুর মর্ত্যম্ ৯।২১।৭, ত্বম্ অগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতাম্ অসি ২।১।৩, ১৬।১, ৬।৬৭।১] সংদের, যজমানদের। Geldner 'সংতঃ' সেইভাবে (সে সমান)। 'কবয়ঃ' ঋত্বিকেরা, যাঁরা ক্রান্তদর্শী এবং বাকের সাধক। 'সং শিশীত—শান দিয়ে তীক্ষ্ণ কর অর্থাৎ তাদের চেতনাকে একাগ্র কর। 'বাশী' বা বাইস দিয়ে তক্ষণ হল যা অবিশুদ্ধ বা অমার্জিত তার বর্জনদ্বারা আধারকে শুদ্ধ করা যাতে তা অমৃতের ধারক হয় (তু তৈউ ১।৪।১)। 'তক্ষথ' -এখানে ত্বষ্টার ধ্বনি আছে। সা মনে করেন, ঋক্‌টি ঋভুগণের প্রতি ত্বষ্টার উক্তি। 'পদা গুহ্যানি' বাকের তু ১।৭২।৬ (দ্র টী ১৭৭), ১।১৬৪।৪৫। 'যেন দেবাসঃ ' তু বাকের উক্তি ১০।১২৫।১২, রাষ্ট্রী দেবানাম্ ৮।১০০।১০। দেবতাদের অমৃতলাভ আমাদের মধ্যে তাই ঋভুদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়া ৪।৩৩।৪, ৩৬।৪, ৩।৬০।৩, ১।১১০।৪...।

[২৯৭] ঋ গর্ভে যোষাম্ অদধুর্ বৎসম্ আসন্য্ অপীচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া, স বিশ্বাহা সুমনা যোগ্যা অভি সিষাসনির্ বনতে কার ইজ্ জিতিম্ ১০।৫৩।১১। ঋক্‌টিতে মনুষ্যযজ্ঞের ফলশ্রুতি গূঢ়ের সৌচীক অগ্নির আবিষ্করণ ও উদ্দীপনের ফলে যজমানের জীবনে সর্বার্থসিদ্ধির উল্লাসের বর্ণনা তু আদিত্যের সাযুজ্যলাভে আপ্তকাম পুরুষের সামগান তৈউ ৩।১০।৪-৬। তাঁর অন্তরে অদিতি, মুখে ব্রহ্মঘোষ, দিনান্দিন কর্মে সৌমনস্যের স্বাচ্ছন্দ্য আপ্তকাম জীবনে জয়শ্রীর সঙ্গীতবিতান ঋকের পূর্বার্ধের কর্তা মরুদ্‌গণ (তু ১০।৫২।২), কেননা সমৃদ্ধ অগ্নির প্রেরণায় যজমানের প্রাণ এখন বিশ্বপ্রাণে বিস্ফারিত (তু 'মরুদ্‌ভির অগ্ন আ গহি' এই ধুয়াতে অগ্নি ও মরুদ্‌গণের সহচার ১।১৯ সূ)। দ্বিতীয়ার্ধের 'স' যজমান। 'গর্ভে' —সত্তার গভীরে, অন্তরে বাক্‌কে বলা হচ্ছে, তু 'পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গন্ধর্বো বদদ্ গর্ভে অন্তঃ, তাং দ্যোতমানাং স্বর্যং মনীষাম্ ঋতস্য পদে কবয়ো নি পান্তি' -(সূর্যাশ্বক) অন্তর্জ্যোতি (দ্র টী ১৮৯) বাককে মনে বহন করেন, গন্ধর্ব (দেবগন্ধর্ব সূর্য, অথবা বিশ্বপ্রাণ বায়ু সা) তাকে ঘোষণা করলেন গর্ভের মধ্যে থেকে ('শরীরস্য মধ্যে বর্তমানঃ' সা, তু 'প্রজাপতিশ্ চরতি গর্ভে অন্তঃ' অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে মা ৩১।১৯; 'গর্ভে সন্ জায়সে পুনঃ' অর্থাৎ অগ্নি অপ্ এবং ওষধি হতে আবার জাত হন পুরুষের মধ্যে ঋ ৮।৪৩।৯, দ্র টী ২২৭০); সেই দ্যোতমানা সূর্যসম্ভবা মনীষাকে ঋতের গভীর ধামে কবিরা রক্ষা করেন ১০।১৭৭।২। অর্থাৎ বাক্ অন্তরের গহনসঞ্চারিণী (তু ১।১৬৪।৪৫, ১০।৭১।৩, ৪)। 'যোষাম্' বাগ্‌রূপিণী অদিতিকে। বাক্ 'অদিতি' তু ৮।১০১।১৫-১৬। সা যোষাং কাং চিদ্ গাম্ (তু ঐ, ধেনুর্ বাক্ ৮।১০০।১১), যোষাতে ধেনুর ধ্বনি আছে কেননা সঙ্গে সঙ্গেই 'বৎসে'র উল্লেখ করা হয়েছে। যোষারূপে বাকের কল্পনা দ্র ১০।৭১।৪। ঋকের প্রথমপাদের সরল অর্থ - মরুদ্‌গণ বা বিশ্বপ্রাণ অদিতিকে বা আদিবাক্ গৌরীকে সিদ্ধের অন্তরে স্থাপন করলেন। তাঁর মুখে স্থাপন

এতদিন পরে অচিত্তির আড়াল ঘুচল। প্রাণের সৌরভে অন্তর আমোদিত করে দেবতা জাগলেন, প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন আমাদের প্রীতির উপচারের দিকে। তাঁকে দেখলাম জীবনের বেদিতে অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখারূপে, হৃদয়ের গভীরে শুনলাম সৃষ্টির আদিম ব্যাহৃতিরূপে তাঁর গোপন গুঞ্জরন। মনে আশ্বাস জাগল, এইবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে আসুরী মায়ার আবরণ, চেতনার ক্লিষ্টতা আর সঙ্কোচ দূর হবে, ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হবে বিশ্বদেবতার অজর অমৃত দীপ্তিতে। প্রাণের গহন গভীর হতে মন্দ্রিত হল ব্রহ্মঘোষ সূর্যাভিসারী হে তপোদেবতা, আমাদের মধ্যে মনু হয়ে দিব্য জনকে জন্ম দাও তুমি। আকূতির দৃঢ়নিবন্ধ রথে পরমদেবতাকে বয়ে আন এইখানে আমরা যাব, পথে খরস্রোতা বক্ষ্রাণীর কূলে অশিব যা-কিছু সব ফেলে রেখে আমরা তাঁকে আনতে যাব। জানি, বিশ্বশিল্পীর দেবমায়া আমাদের আধারকে গড়বে দেবতার সোমপাত্ররূপে, ব্রহ্মণস্পতির মন্ত্রবীর্য তাকে করবে শরমুখ তন্ময়তায় শাণিত এবং দুর্বার। কারণসলিল-রোহিনী গৌরীর থরে-থরে সাজানো গোপনধাম উদ্ঘাটিত হবে আমাদের সামনে। আমাদের সত্তার গভীরে থাকবে সেই পরমার সান্দ্র আবেশ, রসনায় তাঁর আগ্নেয়ী প্রচ্ছটা। আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাঁরই দেওয়া দায় বহন করে তাকে উত্তীর্ণ করব সর্বজয়া সিন্ধুর কূলে।

এমনি করে আমাদের জীবনে সৌচীক অগ্নি রূপান্তরিত হয়ে চলেছেন বৈশ্বানর অগ্নিতে। নাটিকার এইখানেই শেষ। তারপর সপ্তি বাজম্ভর একটি অগ্নিসূক্তে তার উপসংহার রচনা করেছেন। সূক্তটিতে পাই বিশ্বের সর্বত্র জীবনের সর্বক্ষণ এক অনির্বাণ অগ্নিদহনের দীপ্ত পরিচয়।

ঋষি বলছেন :

'অগ্নি ওজোবাহন তুরঙ্গ দেন, অগ্নি (দেন) এমন বীর যে শ্রুতিসম্ভৃত আর কর্মনিষ্ঠ, অগ্নি দ্যুলোক-ভূলোকে বিচরণ করেন সব ব্যাপ্ত ক'রে, অগ্নি (দেন) সেই নারী যে বীরগর্ভা আর প্রাচুর্যের আধার। ২৯৮।' অগ্নিকে যে পেয়েছে,

করলেন অদিতির 'বৎসরূপী অগ্নিকে অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মঘোষ হল অগ্নিক্ষর; তু বিরাট পুরুষের মুখ হতে অগ্নির জন্ম ১০।৯০।১৩ ব, ১।৩।১২, ৪।৬ অগ্নি অদিতির দামাল ছেলে (১০।৫।৭, ১১।১) অপীচ্যেন মনসা' বা গোপন মন দিয়ে অদিতির অধান যজমানের সত্তার গভীরে, আর জিহ্বয়া' অগ্নির আগ্নান মুখে। গহনসঞ্চারিণী গৌরীই স্ফুরিত হন অগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মঘোষে যজমানে আনিষ্ট বিশ্বপ্রাণের প্রেরণায় (তু কে ১।১০)। যোগ্যাঃ জোয়াল তু যোগ্যাভিঃ লোহিতা ধুনি ঋগ্বেদ ৩।৬।৬ তাথেকে 'বিহিত কর্ম, ভার', তু যদ্ যোগ্যা অশনৈষে শমীনাম্ (অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে অশ্বিদ্বয়ের আবাহন), ৭।৭০।৪। আরও তু 'হয়ো ন বিশ্বা অযুজি স্বয়ং ধুরি' অশ্বের মত জেনে শুনেই নিজেকে নিযুক্ত করেছি রথের ধুরায় ৫।৪৬।১। দেবতা যে কাজের ভার দিয়েছেন তাঁকে, সিদ্ধপুরুষ প্রসন্নমনে তা সম্পাদন করে চলেন দিনের পর দিন। 'সিষাসন্তঃ' < √ সন্ লাভ করা ছিনিয়ে নেওয়া' + ইচ্ছার্থে স + নি, অভীষ্টলাভে ইচ্ছুক। অভীষ্ট অমৃতত্ব, দেবতাদের 'রায়িঃ' বা চেতনার বৈপুল্য তু ১০।৫২।৫। কারঃ। < √ কৃ (গান করা), তু কারু' স্তোতা নিঘ ৩।১৬। সাধারণত বোঝায় 'কীর্তন' (দ্র 'তগ'), এখানে কীর্তনকারী স্তোতা। সা 'কর্তা'। 'জিতম্'—জয়, অসুরদের উপর ইন্দ্রের (১০।৫২।৫), দেবতাদের (১০।৫৩।৪) তু জয়েম কারে পুরুহূত কারিণঃ ৮।২১।১২।

[২৯৮] ঋ অগ্নিঃ সপ্তিং বাজম্ভরং দদাত্য্ অগ্নির্ বীরং শ্রুত্যং কর্মনিঃষ্ঠাম্ অগ্নী রোদসী বি চরৎ সমঞ্জন্ন্ অগ্নির্ নারীং বীরকুক্ষিং পুরংধিম্ ১০।৮০।১। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সমন্বয়ে জীবনের পরিপূর্ণতার ছবি। অভ্যুদয়ের জন্য তু মা ২২।২২ অগ্নির দান 'বাজম্ভর

ওজস্বিতার প্রবেগে সে হয় দুর্নিবার, সাধনায় অবিচল তার বীর্য হয় দিব্যশ্রুতি হতে উৎসাবিত, তার শক্তি হয় বীর্যের প্রসূতি আর উচ্ছল ঐশ্বর্যের ধাত্রী। তার কৃতার্থ জীবনের অগ্নিদীপ্তি দ্যুলোক-ভূলোকে ছড়িয়ে প'ড়ে তাদের সকল রহস্যকে তার কাছে করে উদ্‌ভাসিত।

'অগ্নি প্রাণচঞ্চল। তাঁর সমিধ্ হ'ক সুভদ্রা। অগ্নি মহতী দ্যাবাপৃথিবীতে হলেন আবিষ্ট। অগ্নি প্রচোদিত করেন সংগ্রামে নিঃসঙ্গকে, অগ্নি অগণিত শত্রুকেও করেন ছিন্নভিন্ন ২৯৯।' আমার নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নির স্রোত। তাঁর কল্যাণ-দহনে এ আধার প্রজ্বল আর জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতির্দহন আবিষ্ট হল এই বিপুল দ্যুলোক আর ভূলোকের মর্মে মর্মে। উদ্দীপ্ত হৃদয় বলে, সব অগ্নিময় হয়ে যাক। কিন্তু তা হয় না। আছে রক্ষের বাধা, বৃত্রের মায়া নিরন্ত সংগ্রাম তাদের সঙ্গে। আমি একা। তবু জানি, তিনি আছেন, আছে তাঁর অধৃষ্য প্রচোদনা। দেখি, আততায়ীর পুঞ্জিত অভিযান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর অভিঘাতে

'অগ্নিই স্তোতার সেই কর্ণকে অক্ষত রেখেছেন। অগ্নি অপ্ হতে জরাকে বের করে দিলেন জ্বালিয়ে। অগ্নি অত্রিকে সন্তাপের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখলেন, অগ্নি

সপ্তি এবং তা ই ঋষিরও নাম। তাইতে বস্তুত তিনি দেবদত্ত তু রসদস্যু বৃত্রহা ঋ ৮ ১২।৮-৯। **বীরম্** সা বীর্যবৎ বা প্রথম। কিন্তু পদটি শ্লিষ্ট, বোঝায় বীর্যকেও তু 'মশসং বীরবত্তমম্'—সেই প্রশংসা যা অনুত্তম বীর্যের আধান ১।১ ৩, 'বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ'—বহুবাক্ অমেরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিদ্যার সাধনায় অনায়াস বীর্যের সঙ্গে (২.১.১৬ দ্বিতীয় মণ্ডলের অনেক সূক্তের ধুবা 'সুবীরাঃ' শোভনপুত্রাদিসহিতঃ সা, কিন্তু Geldner 'Mann' দ্র টী ২৮৩); এই সূক্তেই দ্র 'বীরপেশাঃ' (৮। অত্তুদনপক্ষে দ্র বীরঃ কর্মণ্যঃ জায়তে দেবকামঃ ৩.৪ ৯। **শ্রুত্যম্** । তু শ্রুত্যং ব্রহ্ম ১।১৬৫।১১ ঋগি ১.১১৭ ২৩, ২ ৩০।১১, ৭ ৫ ৯, সাম ৫ ৩০ ৫, ৮।৬৬।১৫ বাজ ১।৩৬।১২, এত সা শ্রু শ্রবণে, ওর্ণদিকঃ শপ্, তুগাগমঃ, যদ্ বা শ্রুতিশব্দাদ্ ভবে ছন্দসি ইতি যৎ। অথবা 'শ্রুৎ', তু যদ্ ঋষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং 'শ্রুতম্' অদত্তম্ অপ্র ৮ ৫৯।৬ 'স্থান' বা ভূমিপ্রাপ্তের সাধন হল বাকের মনন মনীষা উপনিষদে বিজ্ঞান বুদ্ধি বা সত্ত্ব এবং শ্রুত বা দিব্যশ্রুতি অর্থাৎ পরমাকাশে সহস্রাক্ষরা গৌরীর 'নাদ' শোনা ১।১৬৪ ৪১, ৪৫ দিব্যশ্রুতি হতে সঞ্চুত। বাকের মনস্বী বলে যা কেনা যায়, তাই শ্রুত বা 'শ্রোত্র'। আবার বাক তার যে অভিব্যক্তি মনন রূপে, তাও 'শ্রুত' বা ছন্দ ছন্দ যিনি অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ তাকে মরে আবার সেই দিব্যশ্রুতিতে পৌঁছন, উপনিষদে তিনি 'শ্রোত্রিয়' তু পা ৫।২।৮৪। 'কর্মনিঃক্রম' তু ঋ কর্মণঃ ৩ ৭.৯ (৭।২।৯। ১।৯১।২০; আরও তু ঐ ২। 'সমজ্ঞন্' < √ অঞ্জ 'ছাওয়া, লেপা' বা 'অভিব্যক্ত করা, আলোকিত করা' দুই অর্থেই হয় তু ১০.৪৫ ৪৭। 'নারীং বীরকুক্ষিম্' —তু ১০।৮৫।৪৪ (অত্তুদনপক্ষে ন'র স্ত্রীলিঙ্গে 'নারী' 'ন' পৌনুসের আশ্রয়, 'নারী' শক্তি। এখানে অগ্নিশক্তি। 'পুরন্ধিম্'—পূর্ণতার দেবী: তু বাম্ অশ্নে। বিশ্বঃ সচস্ব পুরন্ধ্যা ২ ১ ৩, সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা ১০ ৬৫ ১৩, বিশ্বে দেবাঃ সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা (ধী-যোগ দ্র.) ১৪। বিস্ত. পরে।

[২৯৯] ঋ অগ্নের অপ্নসঃ সমিদ্ অস্তু ভদ্রা হগ্নির মহী রোদসী আ বিবেশ, অগ্নির একং চোদয়ৎ সমৎস্ব অগ্নির্ বৃত্রাণি দয়তে পুরূণি ১০.৮০।২। **অপ্নসঃ**—। 'অপ্নঃ' নিঘ কর্ম (২।১ তু 'অপঃ' L. *opus* কর্ম, 'বিবদ্ গোমদ্ অপ্না দধাতন ১০ ৩৬।১৩ (সায়ণ। অক্তাদাত্ত অপঃ' জলস্রোতরূপে প্রাণের প্রতীক তার ধ্বনি এখানেও আছে। অগ্নির বিশেষণ। প্রাণচঞ্চল অগ্নি 'অপ্নঃ' আর অগ্নিক পুরুষ 'অপ্নবান' তু ৪।৭।১। সমিধ' এই তনু বা আধার, কেননা যাতে বস্তুত নিজেকেই আহুতি দিতে হয়। এ সমিধ দেবযানী দ্র ১০ ৫১।২, টী ২৭১। তাই 'ভদ্রা' । < √ ভন্দ 'জ্বলা' নিঘ ১।১৬ 'অর্চনা করা' এতেও জ্বলার ধ্বনি আছে ৩।১৪ তু পুরুপ্রিয়ো (বৈশ্বানরঃ। ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ ৩।৩।৭। **সমৎসু** ['সমদ্' পদা স-মদ < √ মদ 'মেতে ওঠা', নিঘ সংগ্রাম ২ ১৭, নি সমদঃ সমদো বা অত্তেঃ (পরস্পর খাওয়া) ইতি, সম্মদো বা মদতেঃ (পরস্পর মাতামাতি ৯ ১৭ আধুনিক বা IE *sem + ed*, Gk *homados* 'a mob of warriors'] সংগ্রামে 'দয়তে' < √ দা 'খণ্ড-খণ্ড করা'।

নৃমেধকে সংযুক্ত করলেন সন্ততির সঙ্গে [৩০০]।'—দেবতাকে ডেকে উৎকর্ণ হয়ে থাকি, তাঁর সাড়া পাই কিনা; অন্তরে নিত্যজাগ্রত অগ্নিই তখন সেই দিব্যশ্রোত্রকে অক্ষত রাখেন, প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় না। হয়তো জরা এল, প্রাণের প্রবাহে ভাটা পড়ল; অগ্নি নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দিলেন জ্বালার স্রোত, অবসাদ দূর হয়ে গেল। সত্যের সন্ধানী পথিককে ঘিরল সন্তাপে; অগ্নির অমৃতদহনের আলিঙ্গনে সে-জ্বালা জুড়িয়ে গেল। এমনি করে পুরুষের জীবনব্যাপী আত্মাহুতির যে-সাধনা, অগ্নির প্রসাদেই ঘটল তার সার্থক পরিণাম।

'অগ্নি দিলেন জ্বালার স্রোত বীর্যে রঞ্জিত হয়ে। অগ্নি দিলেন সেই ঋষিকে সহস্রদের যে ছিনিয়ে আনে। অগ্নি দ্যুলোকে হব্যকে করেছেন আতত, অগ্নির ধামেরা বি-ধৃত যে কত ঠাঁই [৩০১]।' অগ্নি জাগলেন আমার মধ্যে বীর্যে ঝলমল, আমার নাড়ীতে নাড়ীতে দ্রুতচ্ছন্দে বইয়ে দিলেন তার প্রবেগ। আমার মধ্যে জাগালেন তিনি বাজম্ভর সেই ঋষিকে যে দ্যুলোকের অফুরন্ত ঋদ্ধিকে পারে ছিনিয়ে আনতে। আমারই মধ্যে থেকে মর্ত্যের ঊর্ধ্বস্রোতা আহুতিকে তিনি দ্যুলোকে করেন আতত, আর দেবযানের পথে ক্রান্তদর্শীর চোখের সামনে ফুটে ওঠে তাঁর সপ্তধামের পরম্পরা।

[৩০০] ঋ অগ্নির্ হ ত্যং জরতঃ কর্ণম্ আবাগ্নির্ নির্ অদহজ্ জরূথম্, অগ্নির্ অত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদ্ অন্তর্ অগ্নির্ নৃমেধং প্রজয়াসৃজৎ সম্ ১০।৮০।৩। ঋক্‌টিতে কয়েকটি ঋষির নাম আছে, সেগুলি শ্লিষ্ট—একদিকে যেমন বোঝাচ্ছে কোনও ব্যক্তিকে, তেমনি নামের নিরুক্তিলভ্য অর্থ হতে কোনও ভাবকে। এদেশের প্রাচীন মর্মীয়া সাহিত্যের এটি একটি সাধারণ রীতি। তার প্রসিদ্ধ উদাহরণ 'নচিকেতা' যা ওই নামের একটি কিশোরকে যেমন লেখায়, তেমনি সামান্যত বোঝায় অবিদ্যাচ্ছন্ন মুমুক্ষু জীবকে। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে বিবৃত ইতিহাসটি তখন একটি অধ্যাত্ম রূপক হয়ে ওঠে। ইতিহাস এমনি করে তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়াতে ভাব মূর্ত হওয়ার সুযোগ পায়। 'ত্যং জরতঃ কর্ণম্' তু জরৎকর্ণ, ১০।৭৬ সূ-র ঋষি। জরূথম্ [< √জৄ 'জরাগ্রস্ত হওয়া') জরা, তু ৭।১।৭, দ্র টী ১৭২। সা এতন্নামানম্ অসুরম্। স্ম 'জরা ব্যাধের হাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু। অগ্নি অজর, যোগাগ্নিময় দেহও অজর এই দর্শন। অপ্ প্রাণের প্রতীক জরা প্রাণের বিকার। নাড়ীতন্ত্রবাহিত অপ্ বা প্রাণের ধারা যদি অগ্নিস্রোতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে জরার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। সন্ধাভাষায় তাকেই এখানে বলা হচ্ছে জলে আগুন ধরা এবং তার ফলে জরার 'নির্দহন'। অত্রিম্ [< √অদ্ 'চলা' > 'অতিথি' (দ্র টী ১৯০*), 'অধ্বন্' (তু 'গুড়োধ্বা' ক ১।৩।১২) > অ-অধ্বন্ অধ্বন্ বৈপ যে চলছে, দেবযানের পথিক] ঋষি প্রসিদ্ধ ঋষি। এখানে সঙ্কেতিত আখ্যায়িকার জন্য দ্র ঋ ১।১১৬।৮, ১১৭।৩, ১১৯।৬, ৮।৭৩।৩; বিদ্র পরে। 'ঘর্ম' < √ঘৃ 'জ্বলা', তু 'গরম', 'ঘাম'। উরুষ্যৎ < √উরুষ্য, নামধাতু < উরুস্, তু √তপস্য), > 'উরুষ্যা' (তু 'তপস্যা') ৬।৪৪।৭, < √বৃ 'আবরণ করা', 'আগলে থাকা', 'রক্ষা করা, বাঁচান, মুক্তি দেওয়া'। 'নৃমেধম্' এতন্নামকম্ ঋষিম্ (সা)। এঁর সূক্ত ৮।৮৯, ৯০, ৯৮; ৯।২৭, ২৯। তু 'পুরুষমেধ' যজ্ঞ (শব্রা ১৩।৬), 'পুরুষযজ্ঞ' (ছা ৩।১৬, ১৭)। 'প্রজা' এই যজ্ঞের পরিণাম, দৈবী সম্পদ্, বিভূতি। তু প্রথম খণ্ডের 'বীরকুক্ষি নারী'—অগ্নি, তাঁর শক্তি এবং তাঁর বিভূতি।

[৩০১] ঋ অগ্নির্ দাদ্ দ্রবিণং বীরপেশা অগ্নির্ ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি, অগ্নির্ দিবি হব্যম্ আ ততানা গ্নের্ ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা ১০।৮০।৪। 'দাদ দ্রবিণম' তাইতে তিনি 'দ্রবিণোদাঃ' (পরে দ্র)। 'বীরপেশাঃ' এখানে অগ্নি, কিন্তু তু ঋদ্ (অগ্নে) এতি দ্রবিণং বীরপেশাঃ ৪।১১।৩, মনে হয় দ্রবিণের বিণ। তত্র সা 'বীরপেশাঃ। পেশ ইতি রূপনাম। বিক্রান্তরূপম্। অত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন বীরপেশা ইতি রূপম্।' তু 'নৃপেশসঃ' ৩।৪।৫। 'ঋষিম' ইত্যাদি তু বাকের উক্তি: যং কাময়ে তংতম্ উগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্ ১০।১২৫।৫, ইন্দ্রের কাছে মধুচ্ছন্দার প্রার্থনা: নরাম্ আয়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসাম্ ঋষিম্ ১।১০।১১। আবার সোমও সহস্রসা ঋষি (৯।৫৪।১)। 'সহস্র' সর্ব (শব্রা ৪।৬।১।১৫), ভূমা (৩।৩।৩।৮), পরম (তা ১৬।৯।২)। 'আ ততান' তু ঋ ১০।৫৭।২, দ্র টী ২১৭। 'ধামানি'—তু ৪।৭।৫, টী ১৭৩*।

'অগ্নিকে প্রশস্তি দিয়ে ঋষিরা ডাকেন দিকে-দিকে, অগ্নিকে (ডাকে) নরেরা যাত্রায় বাধা পেলে। অগ্নিকে পাখিরা (ডাকে) অন্তরিক্ষে উড়ে উড়ে। অগ্নি কিরণ-যূথের সহস্রকে ঘিরে চলেন [৩০২]।' অগ্নিকে ছাড়া কারও চলে না। জীবনের মর্মমূলে অভীপ্সার যে-প্রেষণা তা-ই তার রসায়ন, তাকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। তাই উষার আলো ফুটতে না ফুটতেই দিকে-দিকে শুনি প্রবুদ্ধ ঋষির কণ্ঠে সেই তপোদেবতার উদাত্ত আবাহন: 'মরুদ্ভির্ অগ্ন আ গহি' বিশ্বপ্রাণের শুদ্র ঝঞ্জনার পুরোধা হয়ে এস হে দেবতা, এস। পথ চলতে-চলতে অমিত্রের গুপ্তঘাতে পর্যুদস্ত পথিকের কণ্ঠে শুনি আর্ত আহ্বান: 'স নঃ সিন্ধুম্ ইব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে দুর্গাণি বিশ্বা' কোথায় তুমি...দুস্তর সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গের যে শেষ নাই, নিয়ে এস তোমার তরণি, হে নাবিক, পার করে নিয়ে যাও আমাদের স্বস্তির কূলে। অন্তরিক্ষে কান পেতে শুনি আলোকের অভিযাত্রী বিহঙ্গের কাকলিতে তাঁরই জয়ন্তী, যিনি সদ্য-ঘুমভাঙা পৃথিবীর বুক থেকে লেলিহান হয়ে উঠেছেন আদিত্যের পুঞ্জদ্যুতির পানে, তাঁর হিরণ্যরুচির শিখার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছেন তাকে।

'অগ্নিকে সেই বিশ্এরা চেতিয়ে তোলে যারা মানুষ, অগ্নিকে (চেতিয়ে তোলে) মনু আর নহুষ হতে আলাদা আলাদা জন্ম যাদের। অগ্নি (চলেন) ঋতের গান্ধর্ব পথ ধরে, অগ্নির বিচরণভূমি জ্যোতির মধ্যে নিমগ্ন [৩০৩]।' মানুষের মধ্যে যারা

[৩০২] ঋ অগ্নিম্ উক্থৈর্ ঋষয়ো বি হ্বয়ন্তে ঽগ্নিং নরো যামনি বাধিতাসঃ অগ্নিং বয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তো ঽগ্নিঃ সহস্রা পরি যাতি গোনাম্ ১০।৮০।৫। অগ্নির উদ্দেশে ভূলোকে মানুষের উদাত্ত আহ্বান, অন্তরিক্ষে বিহঙ্গের কাকলি, দ্যুলোকে কিরণযূথের সঙ্গে তাঁর সঙ্গমন। এককথায় অগ্নি 'ত্রিষধস্থ' বৈশ্বানর (তু ৫।৪ ৮, ৬ ৮ ৭, ১২ ২, দ্র টী. ১৭৮², ২১৩², 'যামনি বাধিতাসঃ'—এরাই 'সবাধঃ' (নিঘ ৩।১৮ ঋত্বিক্, দ্র টীম্ ৩২। 'বয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তঃ' —সা 'দাবভূতম্ অগ্নিম্ অন্তরিক্ষগা বয়ঃ পতন্তি।' Geldner ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন ঋ ১।৯৮।১১ উল্লেখ করে। কিন্তু সেখানে শুধু আছে, দাবাগ্নির 'অধ স্বনাদ্ উত বিভ্যুঃ পতত্রিণঃ' এটি স্বভাবোক্তিমাত্র পাখিরা অগ্নিকে 'রক্ষা কর' বলে ডাকছে এ উৎপ্রেক্ষা নাই। পাখি জ্যোতির্বিভাবনার প্রতীক (তু তৈউ ২।১ ৫, পাখিরূপে পুরুষের বর্ণনা অগ্নিচয়নে বেদিকে পাখির আকার দেওয়া, যেমন শ্যেনচিতিতে)। সূর্য 'শুচিষৎ হংস' (ঋ ৪ ৪০।৫) 'শ্যেন' সোমের আহর্তা (৪।২৬ ৫-৭ ২৭।৩ ৫) 'সহস্রা গোনাম্' আদিত্যমণ্ডল যেখানে সহস্র কিরণ পুঞ্জীভূত (তু চিত্রং দেবানাম্ অনীকম্ ১।১১৫।১। অগ্নিশিখা পৃথিবীর যজ্ঞবেদি থেকে উঠে জড়িয়ে ধরছে আদিত্যকে। এটি পার্থিব চেতনার দ্যুলোকে উৎক্রমণের ছবি। যজ্ঞের তা-ই লক্ষ্য এবং এরই জন্যে ঋষিদের অগ্নি-আবাহন।

[৩০৩] ঋ অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্ যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ, অগ্নির্ গান্ধর্বীং পথ্যাম্ ঋতস্য ঽগ্নের্ গব্যূতির্ ঘৃত আ নিষত্তা ১০।৮০।৬। 'বিশঃ মানুষীঃ' প্রতি তু. 'বিশঃ দৈবীনাম্।' এখানে সামান্যত প্রবর্তসাধকের ধ্বনি আছে। 'মনুষঃ নহুষঃ' মনু হতে এবং নহুষ হতে। মনু আদিপিতা, দেবতারা মনুজাত (১।৪৫।১, টী ১৩৯²; তু ১০।৫১ ৫, ৫৩ ৬)। মনু < √ মন্ তাঁর ধারা মনের আশ্রিত। নহুস < √ নহ্ 'বন্ধনে'। সংজ্ঞাটির তিনটি অর্থ। প্রথমত যে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছে, তু 'তস্য ক্ষরঃ পৃথুর্ আ সাধুর্ এতু প্রসর্স্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ' তার কাছে আসুক বিপুল এবং সংসিদ্ধ নিবাস, (আসুক) সন্ততি তার কাছে - বাঁধা থেকেও (নিজেকে) যে প্রসারিত করে চলেছে অর্থাৎ অগ্নিসাধক অনিবার বৈপুল্য হ'ক লব্ধভূমিক তার আত্মপ্রসারণ হ'ক বিরামহীন (৫।১২ ৬)। দ্বিতীয়ত, যারা কাছাকাছি প্রতিবেশী: তু ইন্দ্রের উক্তি 'অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ' আমি সাতটিকে বধ করেছি (তু ১ ৩২।১২ প্রাণপ্রবাহের সাত লোকে সাতটি বাধা), আমি সবার কাছের থেকেও কাছে অর্থাৎ অন্তর্যামী (তু. তৈউ ২।১ ৫, আত্মা অন্তরতম) ১০।৪৯ ৮, ইন্দ্র 'নূতমো নহুষো ঽস্মৎ সুজাতঃ' ৯৯।৭, আ য়াতং (অশ্বিদ্বয়) নহুষস্ পরি (কাছাকাছি থেকে, চারদিক থেকে) ৮।৮ ৩। তৃতীয়ত, নহুষ নামে

দেবকাম, দ্যুলোকাভিসারিণী অভীপ্সার শিখাকে তারাই হৃদয়ে জ্বালিয়ে তোলে। যারা মনের পথ ধরেছে অথবা প্রাণের পথ, চিরাগত সাধনার ধারা আলাদা হলেও তাদের উভয়কেই জাগিয়ে তুলতে হয় এই তপোদেবতাকে। বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের অনুগামী তিনি চলেন বাকের পদবী[1] ধরে আদিত্যের অভিমুখে। পথে চলতে-চলতে তাঁর বিশ্রাম ও বিচরণ আলোকযূথের সেই পরিমণ্ডলে, হৃদাসমুদ্রের অন্তর্জ্যোতি যার উৎস।[2]

'অগ্নির উদ্দেশে বৃহতের গাথা ঋভুরা তক্ষণ করেছেন। আমরাও অগ্নিকে বললাম বিপুল ও শোভন আবর্জনের কথা। হে অগ্নি, আগলে রেখে এগিয়ে চল স্তোতাকে নিয়ে, হে যুবতম। হে অগ্নি, বিপুল জ্বালার স্রোত ঢেলে দাও (আমাদের মধ্যে) [৩০৪]।' সবিতার প্রচোদনায় মর্ত্য হয়েও যাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন,[1] সেই ঋভুরা বৃহতের চেতনাকে অব্যক্ত হতে ব্যক্ত করেছিলেন বাণীর রূপে[2] অগ্নির উদ্দেশে। তাঁদের মত আমরাও তাঁর কাছে পাঠালাম এই বাণীর উপচার যা বহন করছে আমাদের আবৃত্তচক্ষু চিত্তের অমিত সুষম পরিচয়। হে অগ্নি, তুমি অজর, অক্ষয় তোমার তারুণ্য। তারই জ্বলদর্চিতে আমাদের জড়িয়ে ধর, পুরোধা হয়ে নিয়ে চল তোমার কবিকে তোমারই সেই সমুদ্রবাসা মহিমার দিকে।[3] আমাদের নাড়ীতে-নাড়ীতে বইয়ে দাও তোমার অনির্বাণ জ্বালার স্রোত।

রাজা (সা)। মহাভারতে আয়ুর পুত্র। অগ্নি আয়ু বা প্রাণ। নহুষেরা অগ্নিদৈবত হলেও অনুসরণ করছেন প্রাণের ধারা। ভারতেক কাহিনীতে দেখি, নহুষ ইন্দ্রত্ব পেয়েও পেলেন না, ঋষির শাপে বিভ্রান্ত হয়ে সর্প হয়ে গেলেন। মুনিপন্থার যোগে সর্প প্রাণের প্রতীক (দ্র অর্বুদ কাদ্রবেয় সর্পের আখ্যায়িকা টী ১২৭[2])। ঋগ্বেদেই দেখি, নহুষের ছেলে যযাতি ১০.৬৩.১। তাঁর অসুরসম্পর্ক, চিরযৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যোগের অবেকটি ধারার সূচক, ঋতে যা অগ্নি ও তাঁদের এবং আদিত্যকে ধরে যমপথরূপে আভাসিত (১।১৬৪.৫৬, টী ৪২)। 'গান্ধর্বীং পথ্যাম্' - গন্ধর্ব দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু বা আদিত্য (১০।১৩৯।৫, টী. ২৫০[2])। তাঁর পথ বা দেবযানের পথ ঋতের গান্ধর্ব পথ। অথবা নিঘণ্টুতে বাকও গান্ধর্বী (১।১১), গায়ত্রীরূপিণী বাক্ গন্ধর্বদের ভুলিয়ে সোম নিয়ে এসেছিলেন বলে ঐব্রা ১।২৭, শ ৩।২ ৪.৩ ৪।১।১২)। শতে এই গন্ধর্বও বিশ্বাবসু। কিন্তু বস্তুত গন্ধর্ব প্রাণচেতনা (তু তৈউ আনন্দমীমাংসা ২ ৮)। আদিত্য তখন প্রাণরূপী (প্র ১।৮), আকাশের নামরূপ নির্বাহের শক্তি। সোম বা অমৃতচেতনা তারও ওপারে, সূর্যদ্বার ভেদ করে সেখানে পৌঁছতে হয় (মু ১।২।১১)। গায়ত্রী এই পথের দিশারি। তাই তাঁর পথও 'গান্ধর্বী পথ্যা'। গন্ধর্বের প্রাণসম্পর্কে তু ঋ গন্ধর্বো অপ্স্বা অপ্যা চ যোষা ১০।১০।৪, রূপদ্ গন্ধর্বীর্ অপ্যা চ যোষণা ১১।২। গব্যূতিঃ < গো + যূতি তু যু ধ। পা ৬।১ ৭৯ ২, সা গাবো যত্র যুজ্যন্তে ইতি অধিকরণে ক্তিন্ গ্রাম্ বা যূতিঃ মরণম্, গবাং মরণম্ অলেতি ঋ ১।২৫ ১৬। গোচরভূমি, গোষ্ঠ, মার্গ (বৈপ তু 'পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীর্ অনু' ঋ ঐ)। গোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গোবাট ধরে গরুরা যেমন গোচরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তিনটি অর্থই পাওয়া যাচ্ছে (ছড়িয়ে পড়া তু উর্বীং গব্যূতিম্ ৯ ৭৮।৫, ৮৫।৮)। অগ্নির গব্যূতি হল দেবযানের পথ ধরে তাঁর শিখাদের আদিত্যে পৌঁছন এবং সেখানকার পুঞ্জ জ্যোতিতে (ধৃতে' তু আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্ গব্যূতিম্ উক্ষতম্, মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ৩।৬২ ১৬, ৭ ৬২।৫, ৬৫।৪, ৮ ৫ ৬, ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রম্ উক্ষতম্ ১।১৫৭।২। এখানে অধ্যাত্মকল্পনা সুস্পষ্ট, গব্যূতিতে অবিচ্ছিন্ন ধ্যানপ্রবাহের দ্যোতনা আছে তাকে জ্যোতির প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া এবং যোগভূমিদের অমৃতসিক্ত করার প্রার্থনা নিয়ম হওয়া। [1]তু ১০।৭১.৩। [2]৪।৫৮।৫, ১১; টী. ১৩১[2], ৯১[3], ২১৩[3]।

[৩০৪] ঋ অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ ততক্ষুর্ অগ্নিং মহাম্ অবোচামা সুবৃক্তিম্, অগ্নে প্রাব জরিতারং যবিষ্ঠ্য অগ্নে মহি দ্রবিণম্ আ যজস্ব ১০.৮০ ৭ [1]তু ১ ১১০।৪, টী ১১৩। [2]'তক্ষণ' অব্যক্ত হতে ব্যক্ত করা। দ্র 'ত্বষ্টা'। [3]তু ৮।১০২।৪-৬। সূক্তের শেষে সা অত্র প্রতি বাক্যম্ অগ্ন্যভিধানং তস্য স্তুত্যত্বপ্রদর্শনার্থম্।'

সপ্ত বাজম্ভর-রচিত সৌচীক অগ্নির ইতিকথা এবং প্রশস্তি এইখানে শেষ হল। দেবতার প্রসাদে অগ্নিকে আমরা খুঁজে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, দেবাত্মভাবের সিদ্ধির জন্য তাঁকে করেছি সুসমিদ্ধ [৩০৫]। কিন্তু দেবযানের পথে চলতে গিয়ে প্রথম পর্বেই আসে অদিব্যশক্তির বাধা রক্ষের আকারে। কে তাকে দূর করবে? করবেন এই অগ্নিই রক্ষোহা হয়ে। এইবার তাঁর পরিচয়।

ঋক্‌সংহিতাতে অগ্নি বিশেষ করে **রক্ষোহা,** যদিও রক্ষঃ অদিব্যশক্তি বলে তার বাধা দূর করবার সামর্থ্য সামান্যত সব দেবতারই আছে। তাঁর পরেই রক্ষোহা হলেন ইন্দ্র এবং সোম; আর অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরিক্ষে বৃহস্পতি মরুদ্‌গণ এবং পর্জন্য, দ্যুলোকে অশ্বিদ্বয় সবিতা ও মিত্রাবরুণ [৩০৬]। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তিনিই যখন রক্ষোহা, তখন ধরা যেতে পারে, তার বাধা পার্থিবচেতনার বাধা এবং তার সঙ্গে লড়াই চলে এই পার্থিবলোকেই। কিন্তু সংহিতায় তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অন্তরিক্ষচারী বলে,[১] অর্থাৎ রক্ষঃ স্বরূপত অবিশুদ্ধ প্রাণের বিকার। কিন্তু তার অধিকার অর্চিতের গৃহাশয়ন পর্যন্ত প্রসৃত।[২] এইজন্য তার আরেক

[৩০৫] যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত সুসমিদ্ধ অগ্নির নাম 'জাতবেদাঃ'। দ্র টীম্ ১৭৮ ১৭৯।

[৩০৬] ঋতে রক্ষোঘ্নসূক্তের মাত্র একটি ইন্দ্রসোমের (৭ ১০৪), আর সবকটি অগ্নির (৪ ৪, ১০।৮৭, ১১৮, ১৬২)। অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম এই তিনজনই ঋক্‌ বহুস্তুত মুখ্যদেবতা। অদিব্যশক্তিকে পরাভূত করবার বীর্য তাঁদের সবারই থাকবে বিশেষ করে। প্রকীর্ণ ঋকে রক্ষোহা বৃহস্পতি ২ ২৩।১৪, ১০।১৮২।৩; ইন্দ্র ১।১২৯।১১, ৬।২১।৭, মরুদ্‌গণ ১।৮৬।৯, ৫।৪২।১০ (রক্ষঃসেবীরা লক্ষ্য), ৭।৩৮ ৭ (সঙ্গে অহি এবং বৃক), ১০৪ ১৮, পর্জন্য ৫ ৮৩।২ অশ্বিদ্বয় ৬।৬৩।১০, ৮।৩৫।১৬-১৮ (ধুবা হতং রক্ষাংসি সেধতম্ অমীবাঃ', রক্ষের সঙ্গে অমীবার বা ব্যাধির যোগ ল, রক্ষঃ তখন দেহাশ্রিত রোগবিষ্ণু), সবিতা ১।৩৫।১০, মিত্রাবরুণ ১০ ১৩২ ২; সোম ৯।৬৩।২৯, ৭১।১ (সঙ্গে 'দ্রুহ'), ৮৬।৪৮, ৯১।৪, ৯৭ ৩ (৩৭।১, ৫৬।১, ৪৯।৫, ৬৩ ২৮, ১১০।১২, ১০৪।৬, ৮৫।১। এছাড়া অগ্নি বহু ঋকে। ব্রাহ্মণে অগ্নির্ হি রক্ষসাম্ অপহন্তা শ ১।২।১।৬, ৯, ২।১৩, শা ৮।৪, ১০।৩, অগ্নির্ বৈ জ্যোতী রক্ষোহা শ ৭।৪।১।৩৪, তে (দেবাঃ) হবিদুর্ অযং বৈ নো বিরক্ষস্তমঃ শ ৩।৪।৩ ৮।
[১] ঋ ১০।৮৭ ৩, ৬, ৭।১০৪।২৩ শ অমুলং বেদম্ উভয়তঃ পরিচ্ছিন্নং রক্ষো হন্তরিক্ষম্ অনুচরতি ৩।১।৩।১৩। [২] তু ঋ ৭ ১০৪।৩, দ্র টী ১৮৯। [৩] ঋতে 'তমোবৃধঃ' ৭ ১০৪।১, তু নক্তো (পাখি) য়ে ভূরী পতয়ন্তি নক্তভিঃ ১৮ (রক্ষের কামরূপিতা) নির ব্যু 'রক্ষো রক্ষিতব্যম্ অস্মাদ্, রহসি ক্ষণোতি (হিনস্তি) ইতি বা রাত্রৌ নক্ষত ইতি বা ৪ ১৮ (রহস্ > রক্ষস্ সম্ভাবিত, অর্বাচীন ব্যু < II rikh to tr.g. to pull one's clothes)। [৪] তু ঋ ঋতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি অর্থনক্ষ্ জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তম্ অচিতং ন্যূ ওষ ১০।৮৭ ১১, ১২ (৭।১০৪ ১)। [৫] তু উপর্বুধা (অগ্নি ও ঋষির নাম, তু মু 'শিবোব্রত' ৩।২।১০। উপত্রু রক্ষসো যে তজ্ঞান্বিষঃ ১০।১৮২।৩, ৭।১০৪।২, ১।৭৬।৩, যাতুনাম্ হবির্মথীনাম্ ৭ ১০৪ ২১। [৬] রক্ষঃ 'দুষ্কৃৎ' ৭।১০৪।৩, ৭। [৭] তু য়ে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ আপন জোরে, ৭।১০৪।৯, অঘশংসম্ ২, ৪, উগ্‌নায়তঃ ৭, ১০।৮৭।২২, ২৩, অপ হত রক্ষসো ৭৬ ৬ [৮] তু অধম্ ৭।১০৪ ২, (ইন্দ্র) হন্তা পাপস্য রক্ষসঃ ১।১২৯।১১। আরও তু ৭ ১০৪।২৩ যার উত্তরার্ধে পার্থিব এবং দিব্য 'অংহস্'এর উল্লেখ [৯] তু পাহি বিশ্বস্মাদ্ রক্ষসো অরাব্‌ণঃ ৮।৬০ ১০। এই থেকে 'রক্ষ' শব্দের ব্যু < √ রক্ষ্ খুবই সঙ্গত এবং সম্ভাবিত কিন্তু নির ৪।১৮, অর্থে নয়, দ্র টীম্ ৩০৭। ব্রাহ্মণে আছে, 'দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাংস্ তান্ অসুররক্ষসানি ররক্ষুঃ (রুরুধুঃ) ন যক্ষ্যধ্বে ইতি, তদ্ যদ্ অরক্ষংস্ তস্মাদ রক্ষাংসি শ ১ ১।১।১৬ (এখানেও < √ রক্ষ্, কিন্তু অন্য অর্থে)। আরেকটি প্রকল্পিত ব্যু < রিষ্ 'অনিষ্ট করা', তু রক্ষোহা অগ্নির প্রতি স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ১০।৮৭।১; আরও তু প্রতি স্ম রিষতো দহ, অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ১।১২।৫।

পরিচয়, সে নিশাচর।[৩] পায়ু ভারদ্বাজের ভাষায়, সে অচিৎ, সত্যকে সে বাঁকিয়ে দেয়, ঋতকে হত্যা করে অনৃত দিয়ে, অগ্নি-ঋষি অথর্বার মত দ্যুলোকের জ্যোতি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হয় তার মর্মে।[৪] অনৃতস্বভাব বলেই সে ব্রহ্মদ্বেষী, যজ্ঞের বিঘ্ন, গুপ্তঘাতে আহুতিকে পণ্ড করে দেওয়া তার ধর্ম।[৫] মানুষের যত দুষ্কৃতি, তার মূলে এই রক্ষের প্ররোচনা[৬] যা-কিছু সুভদ্র তাকে আপনখুশিতে সে দূষিত করে, তার বচনে অনর্থ কর্মে বঞ্চনা;[৭] সে মূর্তিমান পাপ।[৮] দেবতাকে সে দিতে জানে না, সব কিছু আগলে রাখে নিজের জন্য; তাই সে 'রক্ষঃ'।[৯]

এই অদিব্যশক্তি যখন মানুষের মধ্যে 'আবিষ্ট' হয়, তখন মানুষ হয় 'যাতুধান' বা 'রক্ষস্বী' [৩০৭]; মানুষ আর তখন মানুষ থাকে না। যাতুধানের প্রতি বৈদিক ঋষির বিরাগ এতই তীব্র যে সংহিতায় রক্ষঃ এবং যাতুধান শেষপর্যন্ত সমার্থক হয়ে গেছে।[১] যেমন অসুরের 'অদেবী মায়া',[২] তেমনি যাতুধানের 'যাতু' আমরা এখন যাকে বলি 'যাদু'। সে যাতু 'ঋতের' বিরোধী, ধ্যানের পরিপন্থী -দেবতার পরিচর্যা তা দিয়ে চলতে পারে না।[৩] মননে বচনে বা কর্মে দেবহেলনের যে-পাপবুদ্ধি, তা-ই যাতু। তার প্রভাবে মানুষের প্রমাদ ও ভ্রান্তির ছবি ঋষি উল্লিখিত সূক্তদুটিতে বেশ কালো আর ফলাও করেই এঁকেছেন। উৎসর্গবিমুখতায় যে-রক্ষঃশক্তির পরিচয়, তা যার মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সে 'রক্ষস্বী' আত্মম্ভরি অসুর আর পণির সে সগোত্র। মর্ত্যের মধ্যে সে দুর্মুখ দুর্বিদ্বান্ পাপভাষী ভোগলোলুপ, প্রাণের মুক্তধারায় বাঁধ দেয় নিজের স্বার্থে। সে সবার শত্রু।[৪]

ইন্দ্র যেমন বৃত্রহা, অগ্নি তেমনি রক্ষোহা [৩০৮]। এই রক্ষঃশক্তিকে তিনি

[৩০৭] তু. ঋ মা নো রক্ষ আ বেশীদ্ আঘৃণীবসো (জ্বলজ্বলে আলো যাঁর; অগ্নির বিণ) মা যাতুর্ যাতুমবতাম্ পরোগব্যূত্য্ (গোষ্ঠ হতে দূরে, গ্রহসার্থ দ্র টী ৩০৩; 'ক্রোশদ্বয়াদ্ দেশাৎ পরস্তাৎ, এতদ্ উপলক্ষণম্, অত্যন্তং দূরদেশে' সা। অনিরাম্ (তেজোহীনতা; দারিদ্র্য) অপ ক্ষুধম্ সেধ (ঠেকিয়ে রাখ) রক্ষস্বিনঃ ৮।৬০।২০ [১]দ্র সূ ৭।১০৪, ১০ ৮৭। [২]তু ৫ ২।৯ (এখানে রক্ষেরও উল্লেখ আছে), ৭।১।১০, ৯৮।৫, আবার যাতুও 'মায়া', তু. ৭ ১০৪।২৪। [৩]তু ৭ ৩৪ ৮ (দ্র টী ৬৬[২]), 'নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সপামি অরুষস্য বৃষ্ণঃ'—আমি যাদুর (সেবা করছি) না—জোর ক'রে বা শঠতার বশে, ঋতের সেবা করছি (সেই) অরুণ বীর্যবর্ষীর (অর্থাৎ অগ্নির) ৫ ১২।২। [৪]তু 'তাব ইদ দুঃশংসং মর্ত্যং দুর্বিদ্বাংসং রক্ষস্বিনম্ আভোগং হন্মনা হতম্ উদধিং হন্মনা হতম্' সেই (তোমরা) দুজন (অর্থাৎ ইন্দ্র আর অগ্নি) ওই দুর্ভাষণ মর্ত্যকে দুর্বিদ্বান্ আত্মম্ভরি ভোগলোলুপকে মরণহানায় মার, জলকে (নিজের মধ্যে) ধরে রেখেছে যে তাকে মরণহানায় মার (৭।৯৪।১২, 'আভোগম্' তু 'আভোগয়ম্' উপভোগ্যম্ সা ১।১১০ ২, আভোগ্য' ১১৩।৫, 'উদধিম্' তু বলের 'উদধি' ১০।৬৭ ৫, এই ধারাকে মুক্ত করাই ইন্দ্র আর বৃহস্পতির কাজ), মা নো মর্তায় রিপবে রক্ষস্বিনে মাঘশংসায় রীরধঃ (তার বশীভূত করো না, হে অগ্নি) ৮ ৬০।৮। আরও তু ১ ১২।৫, ৩৬।২০, ৮।২২।১৪।

[৩০৮] রক্ষোহা অগ্নির ফলাও বর্ণনা ঋ ১০।৮৭ সূ। সপ্তশতীর দেবীযুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মেলে, যদিও তার মূল মন্যুসূক্তে (১০।৮৩, ৮৪)। [১]১০।৮৭।২ (টী ৬১[২]), ৩ ৫। [২]১০।৮৭।৬, ৭, ৪, ১৩; তু অস্তা সি বিধ্য রক্ষসস্ তপিষ্ঠৈঃ ৪ ৪।১ (টী, ১৮৯[১]), ৫ (টী ১৮৯[৩])। [৩]দ্র ১।৭৫।২, ৬।১৪।২। [৪]তু নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্য্ অগ্রা তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্ (পাঁজর) হরসা (তেজ দিয়ে < √ধৃ > হৃ) শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ১০ ৮৭।১০। **নৃচক্ষাঃ**– 'নৄন্ চষ্টে ইতি নৃচক্ষাঃ, কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্' সা ১।২২ ৭; কিন্তু অনুরূপ 'সূরচক্ষস্' বহুব্রীহি। Geldner তা-ই ধরে ব্যাখ্যা করছেন। এ-তাৎপর্য আভাসিত কিন্তু বস্তুত সা'র ব্যাখ্যাই ঠিক মানুষের দিকে দৃষ্টি মেলা রয়েছে যাঁর, তিনি 'নৃচক্ষাঃ' স্পষ্টতই তিনি সূর্য তু নৃচক্ষাঃ সূর্যঃ ৭।৬০ ২, [৫]চক্ষা এষ দিবো মধ্য

বধ করেন তাঁর অর্চিঃ দিয়ে, যারা জিভের মত তাকে জড়িয়ে ধরে লোহার দাঁতে চিবিয়ে খায়, পর্বে পর্বে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।[1] বধের একটি সূক্ষ্মতর রীতি হল ধানুকী হয়ে বা বর্শা নিয়ে তার চর্ম ভেদ করে হৃদয়ের মর্মস্থানকে বিদ্ধ করা।[2] অগ্নি তখনই 'বেধস্তম ঋষিঃ'।[3] আর সূক্ষ্মতম রীতি হল, শুধু ঋষ্টি দিয়ে নয় দৃষ্টি দিয়ে, 'নৃচক্ষা'র পৌরুষদৃপ্ত চক্ষুর তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলো দিয়ে প্রবর্ত সাধকের গভীরে নিগূঢ় ওই রক্ষঃকে আবিষ্কার করে তার পাঁজর গুঁড়িয়ে দেওয়া, তার মূল মধ্য এবং অগ্রভাগকে ছিন্নভিন্ন করে তাদের প্রত্যেককে তিনটুকরা করে ফেলা।[4] রক্ষোহত্যার এই রীতির সঙ্গে ইন্ধনে আগুন ধরার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট এই মর্ত্য আধারের অগ্নিষ্বাত্ত হওয়ারও। প্রথমে আধারের চারদিকে রচিত হয় দেবতার পরিবেশ 'আমি তাঁর মধ্যেই আছি' এই ভাবনার ফলে। তারপর বহিরঙ্গ থেকে তিনি হন অন্তরঙ্গ, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। আর অবশেষে বাইর-ভিতর একাকার ক'রে তাঁর 'আথর্বণ দিব্য জ্যোতির' স্ফুরণ নীচে উপরে সামনে পিছনে থেকে সন্তপন অজর শিখার শুক্রশুচি দহন দিয়ে অঘশংস রক্ষঃশক্তিকে জ্বালিয়ে দেওয়া।[5] এই সর্বাবগাহী রক্ষোহা অগ্নিকেই কুৎস আঙ্গিরস বন্দনা করেছেন 'শুচি' বলে।[6]

আক্তং সবিতা। ১০।১৩৯।২, হবামহে সবিতারং চক্ষসম্ ১।২২।৭। ঋকে বিশেষণটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে সোমের বেলায় (৯।৭৩ ৭, ৮০.১, ৮৫।৯, ৮।৯, ৮৬ ৩৩, ১।৯১ ২, ৮ ৪৮.৯, ১৫, ৯।৪৫.১, ৭০.৪, ৭৮ ২, ৮৬।২৩, ৯২।২, ৯৭।২৪)। তারপরেই অগ্নির বেলায় (১০ ৮৭ ৯, ১৭, ৮, ১০, ৮।১১ ১৭, ৩।১৫।৩, ২২।২, ৪।৩।৩, ১০ ৪৫।৩)। দিনে সূর্য 'নৃচক্ষাঃ', রাত্রে কে? স্বভাবতই মনে হবে চন্দ্র। দেবতা 'শশিসূর্যনেত্র' এ-কল্পনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। সোমকে বিশেষ করে নৃচক্ষাঃ বলায় আর সন্দেহ থাকে না, সোম চন্দ্র এ ভাবনা গোড়াতেই ছিল। উদীয়মান সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে মিত্র বরুণ এবং অগ্নির চোখ (১।১১৫।১)। দেবতা তিনগুণ আমাকে দেখছেন তিনি হৃদয় থেকে আগ্নেয়চক্ষু দিয়ে, স্বর্লোক থেকে মিত্রের সৌরচক্ষু দিয়ে, আবার লোকান্তর বরুণের সোম্যচক্ষু দিয়ে। এই সোম-চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই বরুণের (১।২৫।১৩) অথবা সোমের 'স্পশঃ' (৯।৭৩.৭)। অগ্নি সূর্য সোম অথবা অগ্নি মিত্র বরুণ এই তিনটি দেবতাই প্রধানত 'নৃচক্ষাঃ', তারপর অন্য দেবতারা যেমন ব্রহ্মণস্পতি (২।২৪ ৮), ইন্দ্র (৯ ৬৬।১৫), বিশ্বদেবেরা (১০।৬৩.৪)। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে মানুষও হয় 'নৃচক্ষাঃ' যেমন ৩।৫৩।৯, ৫৪।৬, ৮।৪৩ ৩০ মানুষ তখন বেদান্তের ভাষায় 'সাক্ষী' 'মূলম্' তু উদ বৃহ (ওপড়াও) রক্ষঃ সহমূলম্ ইন্দ্র বৃশ্চা মধ্যং প্রত্য্ অগ্রং শৃণীহি ৩।৩০।১৭। আরও তু ১০ ৮৭।৮, ৯, ১২ [5]১০.৮৭।১২; স্বং নো অগ্নে অধরাদ্ উদক্তাৎ ত্বং পশ্চাদ্ উত রক্ষা পুরস্তাৎ, প্রতি তে তে অজরাসস্ তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ২০ [6]দ্র ১।৯৭ সূ. টীম্ ১৬৯। ধুবার অঘ = রক্ষঃ; তু ইন্দ্রাসোমা (নিঃশেষে পোড়াও ১) সম অঘশংসম্ অভ্য্ অঘম্ ৭।১০৪।২ (-রক্ষঃ ১)। আরও তু অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি 'শুক্রশোচির্' অমর্ত্যঃ, 'শুচিঃ' পাবক ঈড্যঃ ৭।১৫.১০, ৮।২৩।১৩, য়ো রক্ষাংসি নিজূর্বতি (জ্বালিয়ে মারেন) বৃষা 'শুক্রেণ শোচিষা', স নঃ পর্ষদ্ অতি দ্বিষঃ (১০।১৮৭।৩, এটি সূক্তের ধুবা)। দ্র ৪।৪।১ (টী ১৮৯০), অঘংশংসঃ ৩। রক্ষোঘ্নসূক্তগুলির বিন্যাস দ প্রথমে ৪।৪ সূ, তার আদিতে আর অন্তেই কতকগুলি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র, যেন অনেকটা প্রসঙ্গক্রমে। সূক্তটিতে অগ্নি 'পায়ু' (৩), তাঁর শিখারাও 'পায়ু' (১২, ১৩), শেষ ঋকে আছে, 'দহা শসঃ (দুর্ভাষণ) রক্ষসঃ "পাহ্য্" অস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো (হে মিত্রজ্যোতিঃ) অবদ্যাৎ (এখানে রক্ষঃ চিত্তের অদিব্য বৃত্তি এই পায়ু অগ্নি হচ্ছেই বিশিষ্ট রক্ষোঘ্নসূক্তের ঋষি 'পায়ু' (১০ ৮৭), দেবতার সাযুজ্যে তাঁর মধ্যে দেবশক্তির আবেশে তিনিই অগ্নি . তু সোমযাগের ব্রহ্মা, যাঁর 'ব্রহ্ম' ব্রহ্ম ও শক্তি দুয়েরই আশ্রয় ছা ৪।১৭,। তারপর ৭ ১০৪ সূ; এখানে প্রধানত ইন্দ্র আর সোম রক্ষোহা (পরে আলোচ্য)। তারপর ১০।৮৭ সূ: এইটিই পুরাপুরি রক্ষোঘ্নসূক্ত, দেবতা অগ্নি। তবু এখানেও রক্ষঃ চৈতন্য অদিব্যশক্তি তারপর ১০ ১১৮ সূক্তে মাত্র দুটি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র (৭, ৮)। তারপর ১০।১৬২ সূক্তে রক্ষঃশক্তি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে ফুটে উঠেছে। শৌতে আমরা দেখি তারই বিস্তার (বিদ্র. 'রক্ষঃ')।

রক্ষোহা বা শুচির পর অগ্নি দ্রবিণোদাঃ। অগ্নিদহনে অদিব্যশক্তি নিরাকৃত হয়েছে, আধার এখন অনঘ এবং শুচি। এবার তার সর্বত্র সঞ্চারিত হবে আবিষ্ট দিব্যশক্তির ঊর্ধ্বস্রোত। দেবতা তাই এখন 'দ্রবিণোদাঃ'।

সংজ্ঞাটির অর্থ 'যিনি দ্রবিণ দান করেন'। নিঘণ্টুতে দ্রবিণ ধনের একটি নাম [৩০৯]। যেমন অন্যত্র, তেমনি এখানেও ধনশব্দ সামান্যবাচী। নিঘণ্টুতে উল্লিখিত ধন একরকমের নয়, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ধরা যায় নিরুক্তির দ্বারা।[১] আবার নিঘণ্টুতে দ্রবিণ 'বলে'রও নাম।[২] দুটি অর্থের অনুকূলেই যাস্ক শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করছেন 'দ্রু' ধাতু থেকে।[৩] তাঁর ব্যুৎপত্তি হতে ধনের ব্যঞ্জনা দাঁড়ায় দেবতার প্রসাদে এবং বলের ব্যঞ্জনা তজ্জনিত বীর্যে। দ্রবিণোদা দুয়েরই 'দাতা'।[৪]

কিন্তু সংহিতায় দ্রবিণের একটি রহস্যার্থ আছে। একজায়গায় অগ্নিকেই বলা হচ্ছে 'দ্রবিণস্' [৩১০]। সায়ণ তার ব্যাখ্যায় বলছেন 'সততগমনস্বভাব'।[১] অগ্নির

[৩০৯] ২।১০, এই অর্থই সাধারণত গ্রহণ করা হয়। [১]এইখানেই নিরুক্তির সার্থকতা। মনে রাখতে হবে, বেদ সন্ধাভাষায় রচিত; তু নিণ্যা বচাংসি, নিবচনা কাব্যানি ঋ ৪।৩।১৬; পরোক্ষপ্রিয়া হি দেবাঃ ঐউ ১।৩।১৪; অন্যত্র তু বৌদ্ধ অদ্বয়বজ্রের বৈদিক ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য: 'তথা বেদেচ্ছান্দসিপাঠনম্ নবকাদিদুঃখম্ অনুভবন্তি সন্ধাভাষয়ম্ অজ্ঞানিনস্থাং'; মন্ত্রের লক্ষ্য হৈস বাসনাং দেবেম্ আলচেত ভুতকমঃ ২।১।১।১)। তার অনেক শব্দই পারিভাষিক (তু নরো নিয়ংধা 'অদা ততান্' মর্ত্যা অশংসন্ ঋ ১।৬৭।৪)। একথা ভুললে ব্যাখ্যাবিভ্রাট সহজেই ঘটতে পারে। [২]২।৯। [৩]ধনং দ্রবিণম্ উচ্যতে যদ্ এনদ্ অভিদ্রবন্তি। বলং বা দ্রবিণং যদ্ এনেনাভিদ্রবন্তি ৮।১। [৪]দ্রু 'ছোট', দোড়ন, তু Gk. *dromados* 'running', 'a runner', *dromos* 'course', *drapetes* 'a fugitive', *drasmos* 'flight' < Ar base **dera-*, **dra-*, **dro-* 'to run, to be active'. অতএব 'দ্রবিণ' চাঞ্চল্য উদ্যম শক্তির স্রোত। আধুনিক নয় < 'দ্রু' কাঠ ধনসম্পদ, অসমীচীন এবং ক্লিষ্ট বিকল্পরূপ দ্রাবিণস্ (সহসোপজ্ঞানশ্ ছন্দসঃ) সা ঋ ১।৯৫।৭। [৫]তু নি তস্য দাতা দ্রবিণোদাঃ ৮।১। সায় ব্যু <। দ্রবিণ (সংজ্ঞ) + দাঁ + কিপ্, 'এবং দ্রবিণস্‌শব্দো ধনোচ্চারণং দ্রবিণেচ্ছাং দদাতি যথেষ্টধনপ্রদানেনো পক্ষপূরাতি ইত্যর্থে কিপ্ এবং দ্রবিণোদঃশব্দঃ সকারান্তো ভবতি।' কিন্তু তু ঋ দ্রবিণোদা দদাতু নঃ ১।১৫।৮, অধ স্মা নো দদির্ ভব ১০, তদ্ বশো দদিঃ ২।৩৭।১, সেদ্ উ হব্যো দদিঃ ২।

[৩১০] ঋ ৩।৭।১০, অগ্নির সম্বোধন 'দ্রবিণঃ'। অনুরূপ তু 'দ্রাবিত্নু' ৬।১২।৩, দ্র টী ২২৭[২]। [১]'দ্রবিণঃ সততগমনস্বভাব হে অগ্নে। দ্রু গতৌ ইত্যস্মাৎ দ্রুদক্ষিভ্যাম্ ইনন্ ইতীননপ্রত্যয়ঃ সম্বুদ্ধৌ সোর্ লোপাভাবশ্ ছান্দসঃ।' [২]তু ক যদ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ২।৩।২। [৩]তু ঋ মা ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্ন অহং গিরা, ভূর্ণিং (পুষ্ট) মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং (ক্রুদ্ধ করে তুলি) ক ঈশানং ন যাচিষৎ (৮।১।২০, সা 'গল্দয়া গালনেনা-স্রাবণেন; 'মৃগং ন' সিংহম্ ইব ভীমম্)। অত্র তু নি গল্দা ধমনয়ো ভবন্তি গলনম্ আসু ধীয়তে। 'আ ত্বা বিশন্ত্ব ইন্দব আ গল্দা ধমনীনাম্' ৬।২৪। 'আ গল্দা ধমনীনাম্', ধমনীর খাত বেয়ে। 'গল্দা' প্রবাহ আর খাত দুইই। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেবতা আমাকেই করেন তাঁর পানপাত্র, আমার নাড়ীতেই সোমের ধারা উজান বইয়ে দিই তাঁর উদ্দেশে। তখন সমস্ত আহুতিই আত্মাহুতি। 'গল্দা' জল। [৪] আমরা যেমন নিজেদের ঢেলে দিই দেবতার মধ্যে দেবতাও তেমনি নিজেকে ঢালেন আমাদের মধ্যে। এটি অন্যোন্যসম্ভাবন (গী ৩।১০-১১)। দেবতার 'আধান' তু ঋ দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষে (অগ্নে) ১।৯৪।১৪, অথা দধাতি দ্রবিণং জরিত্রে (ইন্দ্র) ৪।২০।৯, শ্রেষ্ঠং নো অদ্য দ্রবিণং যথা দধৎ (সবিতা) ৫৪।১; প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্, সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ অশ্বিনা (৮।৩৫।১০-১২: সমস্ত আলোর স্রোতের আধান), এরা পবস্ব দ্রবিণং দধানঃ সোম ৯।৯৬।১২, অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে (বাক্) ১০।১২৫।২। [৫]তু ৮।৩৫।১০-১২ ধুয়ার ধারা: দেবতা যেন আমাদের মধ্যে আহিত করেন প্রজা দ্রবিণ এবং ঊর্জ। এদের নিতে হবে বিপরীতক্রমে: প্রথমে 'ঊর্জ্' যাতে অন্তর্ব্যাবৃত্ত চেতনা হবে গোত্রান্তরিত, তারপর 'দ্রবিণ' বা দেববীর্য, অবশেষে 'প্রজা' দেবজাতকরূপে আমাদের অমৃত জন্ম। [৬]তু বৃক্ষনস্ পতির্ বৃষভির্ বরাহৈর্ ঘর্মস্বেদেভির্ (ঘামঝরানো) দ্রবিণং ব্যানট্ (১০।৬৭।৭; 'বৃষ' বীর্যের, 'বরাহ' প্রাণের এবং 'ঘর্ম' তপঃশক্তির

শিখারা নিত্যচঞ্চল। এই চাঞ্চল্য প্রবহমান প্রাণের ধর্ম।[২] আমাদের মধ্যে সমিদ্ধ অগ্নি ঊর্ধ্বস্রোতা শীর্ষণ্য প্রাণচেতনারূপে অভিব্যক্ত হন, এ ভাবনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বস্তুত প্রাণাগ্নির এই ঊর্ধ্বস্রোতই হল 'দ্রবিণ' এবং তা-ই যাস্কের নিরুক্তি অনুসারে যজমানের 'বল' এবং 'ধন'। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবাহিত অগ্নি অথবা সোমের এই-যে ধারা সংহিতায় তার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'গল্‌দা'।[৩] এইপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়, সেখানে প্রায়ই দেবতাকে বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে দ্রবিণের 'আধান' করতে[৪] এ যেন আমাদের গোত্রান্তরিত চেতনায় দেবভাব বীর্যাধান, যাতে আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে।[৫] সংহিতায় তাই দ্রবিণের এই পরিচয়: ব্রহ্মণস্পতি অন্তর্মুখ প্রাণের সমর্থ বীর্যে এবং তপঃশক্তিতে আবিষ্কার করেন দ্রবিণকে; বিশ্বকর্মার ইচ্ছায় এবং আবেশে তা উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমূল হতে, তা বীর্যে ঝলমল।[৬] দ্রবিণের পাশাপাশি রত্নের উল্লেখ আছে অনেকজায়গায়: দুয়ের তফাত জঙ্গমত্বে আর স্থাবরত্বে—দ্রবিণ চিৎশক্তির প্রবাহ, আর রত্ন তার কূট।[৮]

এই শক্তির ধারাকে আমাদের মধ্যে যিনি বইয়ে দেন, তিনি দ্রবিণোদা। সংহিতায় তিনি স্পষ্টই অগ্নি বলে অভিহিত হলেও [৩১১], তাঁর স্বরূপ নিয়ে নিরুক্তে বিচারের উল্লেখ আছে।[১] ক্রৌষ্টুকি বলেন, দ্রবিণোদা বস্তুত ইন্দ্র, কেননা বল আর ধনের তিনিই দাতৃতম, সমস্ত বলকৃতি তাঁরই এবং সংহিতায় তিনি 'ওজোজাত'। আবার অগ্নিকে বলা হয়েছে 'দ্রাবিণোদস', ইন্দ্র হতেই তাঁর জন্ম বলে। ঋতুযাজমন্ত্রে দ্রবিণোদার উল্লেখ আছে, অথচ তার প্রৈষমন্ত্রে পাত্রের নাম 'ইন্দ্রপান'; তাছাড়া সোমপান তো ইন্দ্রেরই বৈশিষ্ট্য, সুতরাং ঋতুযাজমন্ত্রে যে-দ্রবিণোদাকে সোমপান করতে বলা হচ্ছে তিনি ইন্দ্রই হবেন। এই পূর্বপক্ষের জবাবে শাকপূণি বলেন, সংহিতাতে অগ্নিকে স্পষ্টই দ্রবিণোদা বলা হয়েছে; বল ও ধন দান দেবতার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক, তা সব দেবতারই আছে, অগ্নিও ওজোজাত, তাই তাঁর নাম 'সহসঃ সূনুঃ' ইত্যাদি; অগ্নি 'দ্রাবিণোদস', কেননা ঋত্বিকেরাও দ্রবিণোদা, দ্রবিণ সেখানে হবিঃ;[২] সোমপাত্রকে যেমন ইন্দ্রপান বলা হয়েছে, তেমনি কোথাও তাদের বায়ব্যও বলা হয়েছে যদিও পাত্রগুলি নানা দেবতার, কাজেই এ-বলা সাধারণভাবে বলা; সোমপান অগ্নিও করেন, সংহিতায় তার উল্লেখ আছে। সুতরাং দ্রবিণোদা এই পৃথিবীস্থান

প্রতীক: 'দ্রবিণ' এখানে 'গো' বা জ্যোতির ধারা, বলাসুর বা পণিরা যাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে, দ্র সমস্ত সূ.।, স আশিসা [illegible]ণম্ ইচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদ্ অবরা আ বিবেশ (১০ ৮১।১, দ্র টী ১০৪২), ৪।১১ ৩ (দ্র টী ৩০১) [৭]তু ১ ৯৪।১৪, ৪।৫।১২, ৫৪।১, ২।১।৭, ১।৫৩।১...।[৮] 'রত্ন' দ্র. টী. ২২১।

[৩১১] দ্র ঋ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ১।৯৬ সূ-র ধ্রুবা। [১] ৮।১-৩। [২] নি যথো এতদ্ অগ্নিং দ্রাবিণোদসম্ অহ (ঋ ২।৩৭ ৪), ইতি, ঋত্বিজো হত্র দ্রবিণোদস উচ্যন্তে হবিষো দাতারঃ, তে চৈনং জনয়ন্তি, 'ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষ' (মা .৫.২) ইত্যপি নিগমো ভবতি ৮।২।৯। 'দ্রবিণ যাজকপক্ষে হবিঃ ঘৃতের (ঋ ৭ ৫৮।৭ ১০, বা সোমের (৯।২৯ ১, ৩০।১, ৩৪।১, ৭৯।২-৪) ধারা'। দেববীর্যের ধারা নেমে আসছে আবেশরূপে, আর আত্মাহুতির ধারা উজিয়ে চলছে। তাইতে দেবতা আর যাজক দুইই দ্রবিণোদা দুয়ে সাযুজ্য। [৩]দ্র নি ৮।৩ দুর্গ 'এবম্ অয়ম্ অগ্নির্ দ্রবিণোদাঃ সূক্তভাক্ হবির্ভাক্ চ নিপাতম্ এবৈতৎ মধ্যমং জ্যোতিঃ উত্তমং চ জ্যোতিঃ, এতেন নামধেয়েন ভজেতে ইতি। হবির্ভাক্ ও সূক্তভাক্ দেবতাদের প্রসঙ্গ নি ২।১৩, ৭।১৩, ১০।৪২।

অগ্নিই। তিনি যেমন সূক্তভাক্, তেমনি আবার হবির্ভাক্‌ও; অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশে যেমন প্রশস্তি উচ্চারিত হয়, তেমনি তাঁকে হব্যও দেওয়া হয়।°

দেবতার স্বরূপ নিয়ে এই-যে মতভেদ, অজ্ঞতা বা সংশয় তার কারণ নয়। এ ভেদ ভাবনার উপজীব্য ভূমির ভেদ। বস্তুত সব দেবতাই দ্রবিণোদা [৩১২], কেননা উপাসকের মধ্যে আবেশ ও চিদ্‌বীর্যের আধান সব দেবতাই করেন। তাছাড়া সব দেবতাই যখন একের বিভূতি, তখন দেবতায় দেবতায় স্বরূপত কোনও ভেদ থাকতে পারে না। তবুও প্রশ্ন হতে পারে, আবেশের ভাবনা আমরা কোন্ ভূমিকে আশ্রয় করে করব—পৃথিবী না অন্তরিক্ষ, দেহ না প্রাণ? এই প্রশ্নই সন্ধাভাষায় দাঁড়ায়, দ্রবিণোদা অগ্নি না ইন্দ্র?

ঋক্‌সংহিতায় দ্রবিণোদার উদ্দেশে কুৎস আঙ্গিরসের রচিত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত আছে। আর আছে দুটি ঋতুসূক্তে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে দুটি মন্ত্রগুচ্ছে তাঁর প্রশস্তি। এছাড়া এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কিছু-কিছু উল্লেখ আছে [৩১৩]।

কুৎসের সূক্তটির রচনা ওজস্বী, তার মধ্যে দেবতার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় আমরা পাই। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দেবতারই মত এই সূক্তে দ্রবিণোদার মহিমা উত্তীর্ণ হয়েছে পরমদেবতার তুঙ্গতায়। ধুয়াতে বলা হচ্ছে, দ্রবিণোদাকে ধারণ করে আছেন সব দেবতা অর্থাৎ সব দেবতার আবেশই দ্রবিণোদার আবেশ। তিনি তাঁদের সবার অন্তর্যামী [৩১৪]। দ্যুলোক আর ভূলোকের জনিতা তিনি, বিশ্বরুচি হয়ে

[৩১২] তু ঋ 'নূ চিদ্ ধি রত্নং সসতাম্ ইবাবিদন্ ন দুষ্টুতির্ দ্রবিণোদেষু শস্যতে'—ঘুমন্তদের (কাছ থেকে চোরের মতন) কোনদিন কেউ রত্ন পায়নি (অর্থাৎ তা এত সহজলভ্য নয় তু টী ২২১°) শ্রীহীন স্তুতি দ্রবিণোদা দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয় না ১।৫৩।১, যা বায়ু এবং পূষা) রাজসা দ্রবিণোদা উত স্বান্ (৫।৪৩।১, দ্রবিণ এখানে 'রাজ' বা ওজস্বিতা, তু ১।৯৬।৮); ত্বষ্টা ১০।৭০।৯; ইন্দ্র-বিষ্ণু ৬।৬৯।১, ৩, ৬...।

[৩১৩] দ্র ঋ ১।৯৬ সূ, ১।১৫।৭-১০, ২।৩৭।১-৪, ২।১।৭, ৬।৩, ৫।৪৬।৪, ৭।১৬।১১, ৮।৩৯।৬, ১০।২।২, ৭০।৯, ৯২।১১।

[৩১৪] ঋ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ১।৯৬।১। সায়ণ বিকল্পব্যাখ্যা 'দেবাঃ' ঋত্বিজো গার্হপত্যাদিরূপেণ ধারয়ন্তি। তাঁর মতে এখানে ধুয়া 'দদাতেঃ বিচ, সকারান্তং স্ব অসুনি কৃত নিষ্পদ্যতে।' ¹ জনিত্রা রোদস্যোঃ (৪), নক্তোষাসা বর্ণম্ আমেম্যানে (বর্ণে-বর্ণে বিরোধ সৃষ্টি করে < √ মী 'হিংসা করা' তু ১।১১৩।২, অর্থাৎ একজন কালো আরেকজন সাদা হয়ে) ধাপয়েতে শিশুম্ একং সমীচী (মিলে-মিশে), দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্ বি ভাতি (৫) অর্থাৎ তিনি দিনে সূর্য, রাতে অগ্নি, সূর্য আর অগ্নি একই পরমদেবতার দুটি বিভাব, দুইই এক। তু অগ্নিহোত্রীর ইষ্টমন্ত্র 'অগ্নির্ জ্যোতিঃ সূর্যো জ্যোতিঃ' ইত্যাদি ² জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাম, সতশ্ চ গোপাং ভবতশ্ চ ভূরেঃ (৭)। ³ ইমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনূনাম্ (মনু মানুষের আদিপিতা, আদি-যাজক; বহুবচন কল্পাবর্তনের সূচক তু ১০।১১০।৩ আবার দেবতারাও 'মনুজাত' ১।৪৫।১ বলে 'মনবঃ' ১।৮৯।৭, ৮।১৮।২২, অতএব 'মনুরূপী দেবতাদের সন্ততি'), বিবস্বতা চক্ষসা দ্যাম্ অপশ্ চ (২) 'বিবস্বান্' পরমজ্যোতি, আদিদেব। জগৎসাক্ষী বলে তিনিই চক্ষু তু ১।১১৫।১। ⁴ স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্ বিদদ্ গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ (৪)। মাতরিশ্বা বিশ্বপ্রাণ, অগ্নির জনক (১।৩১।৩, ৭১।৪, ৩।৯।৫) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে জ্যোতিরভীপ্সার প্রচোদক। ⁵ দ্র ৫।৩।৯, টী ২৫১°। ⁶ তম্ ঈলত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীর্ উর্জঃ পুত্রম্ (৩), সহসা জায়মানঃ (১) পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়োঃ (২)। নিবিৎ তু ১।৮৯।৩। 'নিবিৎ' অতিপ্রাচীন দেবপ্রশস্তি, গদ্যে রচিত সংক্ষেপে দেবতার পূর্ণ পরিচয়। সূক্ত তারই বিস্তার (তু ঐরা গর্ভা বা এত উক্‌থানাং যন্ নিবিদঃ ৩।১০)। ঋক্ খিলকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি নিবিৎ পাওয়া যায়। দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র মরুত্বান্, ইন্দ্র, সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, ঋভুগণ, বিশ্বদেবগণ, অগ্নি

বিভাত হচ্ছেন তাদের মধ্যে; অরুণা উষা আর তামসী সন্ধ্যা অবিরোধে একই শিশুকে সংবর্ধিত করছে স্তন্য দিয়ে।[২] যা কিছু জন্মেছে, আর যা-কিছু জন্মাচ্ছে, তিনি তাদের নিবাস, যা কিছু আছে আর যা-কিছু হচ্ছে বিচিত্ররূপে, তিনি তাদের রাখাল;[৩] বিশ্বমানবের জন্ম দিয়ে তাদের আগলে আছেন, বিবস্বানের চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছেন দ্যুলোক আর অপ্‌দের পানে।[৩] আবার তিনিই মাতরিশ্বা - বহুবরেণ্য যাঁর পুষ্টি, বিশ্বমানব যাঁর তনয়, তার জন্য চলার পথ খুঁজে পান তিনি স্বর্জ্যোতির বেত্তা হয়ে।[৪]...এই তাঁর শাশ্বত দিব্য মহিমা। অথচ বিশ্বভুবনের জনক হয়েও তিনি আবার আমাদেরই পুত্র।[৫] আমরা আর্যেরা উৎসাহস আর অন্তরাবৃত্তির বীর্যে তাঁকে জন্ম দিই, যজ্ঞের প্রথম সাধনরূপে তাঁকে চেতিয়ে তুলি পূর্বতন অন্তর্গূঢ় বেদমন্ত্র আর প্রাণের কবিকৃতি দিয়ে।[৬] আর জন্মেই তিনি আমাদের মধ্যে সত্যি সত্যি আহিত করেন কবিধর্ম, সিদ্ধ করেন তাঁকে ধিষণা আর প্রাণের প্লাবন মিত্রের জ্যোতীরূপে।[৭] আমাদের উৎসর্গভাবনার প্রতিভান তিনি, সংবেগের চিন্ময় উৎস, জ্যোতিদের সঙ্গমবিন্দু, আলোর পাখির মন্ত্র আর সাধন[৮] তিনি বিশ্বম্ভর, তাঁর প্রসাদ বিদ্যুদ্‌বিসর্প হয়ে বয়ে চলে আমাদের মধ্যে।[৯] তাইতে তিনি দ্রবিণোদা : আর তাঁর দ্রবিণ ক্ষিপ্রগ, সপৌরুষ, বীর্যবতী এষণা আর দীর্ঘায়ুর নিদান।[১০]

বৈশ্বানর মরুদ্‌গণ, অগ্নি জাতবেদা, সোম। এঁরাই বেদের প্রধানতম দেবতা অগ্নির নিবিৎ এই অগ্নির্ দেবেদ্ধঃ, অগ্নির্ মন্বিদ্ধঃ, অগ্নিঃ সুষমিৎ, হোতা দেববৃতঃ, প্রণীর্ যজ্ঞানাম্, রথীর্ অধ্বরাণাম্, অতূর্তো হোতা, তূর্ণির্ হব্যবাট্ আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ, যক্ষদ্ অগ্নির্ দেবো দেবান্, সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ। প্রসঙ্গক্রমে জাতবেদা অগ্নির নিবিৎ অগ্নির জাতবেদাঃ সোমস্য মৎসৎ স্বনীকশ্ চিত্রভানুঃ অপ্রোষিবান্ গৃহপতিস্ তিরস তমাংসি দর্শতঃ ঘৃতাহবন ঈড্যঃ, বহুলবর্ত্মাস্তৃতযজ্বা, প্রত্যঙ্ শত্রূন্ জেতা পরাজিতঃ অগ্নে জাতবেদা ইতি দ্যুম্নম অভি সহ আয়জস্ব, তুভ্যো অপ তুষঃ, সমিদ্ধানং প্রত্নানম্ অংহসস্ পাহি অগ্নির্ জাতবেদা ইহ শ্রবদ ইহ সোমস্য মৎসৎ, প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া, প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্, প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু, চিত্রশ্ চিত্রাভির্ ঊতিভিঃ শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্য আবসা গমৎ। 'প্রেমাং দেবঃ' হতে শেষ-পর্যন্ত অংশটি প্রথম ছাড়া আর সবগুলি নিবিৎএই আছে। 'ব্রহ্ম' ও 'ক্ষত্র' উপনিষদের 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ' —বৈদিক সাধনার দুটি মুখ্য সাধনসম্পদ্ (তু ক ১ ২ ২৫, ইতিহাসে মোক্ষধর্ম এবং রাজধর্ম; যোগে শ্রদ্ধা এবং বীর্য)। 'কবিতা' কবিত্বা (কবিকৃতির দ্বারা; তু ১)। এই কবিকৃতি 'আয়ু' বা প্রাণশক্তির, অভীপ্সার আগুনে প্রাণেই জ্বলে। [৭]স প্রত্নথা (আগেরই মত, চিরকাল) সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বল্ অধত্ত বিশ্বা, আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্ ১। ইনি 'মিত্র' বা আনন্দের ব্রহ্মজ্যোতি (তু ৫.৩।১)। 'ধিষণা' বাক্ (নিঘ ১।১১, বাগ্ বৈ ধিষণা শত ৬ ৫ ৪ ৫) অথবা প্রজ্ঞা (বিদ্যা বৈ ধিষণা তৈত্র ৩।২ ২ ২), দ্র দেবী 'ধিষণা'। 'অপ্' অন্তরিক্ষচারী প্রাণ। প্রাণ ও প্রজ্ঞার আবেশে আধারে আদিত্যজ্যোতির্বিভাসাবী ঊর্ধ্বস্রোতা অগ্নির জন্ম। [৮]রায়ো বুধ্নঃ সংগমনো বসূনাং যজ্ঞস্য কেতুর্ মন্মসাধনো বেঃ ৬। 'বেঃ' < বিঃ 'পাখি' (তু ১।১৪৩.১), এখানে আলোর পাখি, সূর্য—অগ্নিমন্ত্রে যাঁর উপাসনা। [৯]ভরতং সৃপ্রদানুম্ ৩। 'ভরত' তু অগ্নির্ বৈ ভরতঃ, স বৈ দেবেভ্যো হব্যং ভরতি শা ৩ ২ (শ ১।৪।২।২, ১।৫।১।৮); এষ উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণো ভূত্বা বিভর্তি তস্মাদ বেবাহ ভরতবদ্ ইতি শ ১।৫।১।৮ (প্রাণো ভরতঃ ঐত্র ২।২৯)। দ্র সা, তু টীম্ ৪১৯। 'সৃপ্রদানুম্' সর্পণশীলদানযুক্তম্ সা কিন্তু তিনি 'সৃপ্র' বলছেন 'অবিচ্ছেদ' বস্তুত বিশেষণটি 'দ্রবিণোদস'এর সমার্থক তু 'সদনং রয়ীণাম্' ৭, 'রায়ো বুধ্নঃ' ৬, দানের 'সর্পণ' ওই থেকে। [১০]দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্ তুরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যংসৎ, দ্রবিণোদা বীরবতীম্ ইষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘম্ আয়ুঃ ১০। 'সনর' নরযুক্ত পৌরুষযুক্ত, তেমনি 'বীরবতী' বীর্যবতী তু প্র শংসি হোতর্ বৃহতীর্ ইষো নঃ ৩।১।২২)। [১১]তু দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ, সপর্যেম ২।৬।৩, অধ্বর্যবঃ স পূর্ণাং বষ্টি আসিচম্ ৩৭।১ (৭।১৬ ১১)। [১২]অগ্নিঃ স দ্রবিণোদা অগ্নির্ দ্বারা ব্যু উর্ণুতে ৮।৩৯।৬ (১।১২৮।৬); আরও দ্র. ৬।১৬।৩৪, টী. ২১১[১]।

আবার অন্যত্র পাই, যেমন আমাদের মধ্যে তিনি ঢেলে দেন তাঁর দহনজ্বালা, তেমনি তিনিও চান আমরা তাঁর মধ্যে ঢেলে দিই আমাদের দেদীপ্যমান চিত্তের পূর্ণাহুতি।[১১] তখন তাঁর উজানধারায় জ্যোতিঃপথের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায় আমাদের সম্মুখে।[১২]

তারপর ঋতুযাজসূক্তের দ্রবিণোদাঃ। ঋতু প্রকৃতিপরিণামের ঋতচ্ছন্দা প্রবাহ বলে ঋক্‌সংহিতায় শব্দটি কালবাচী [৩১৫]। বলতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতায় কাল-মানের দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর। তারই মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলছে ঋতুচক্রের আবর্তন। শীতোষ্ণ বা ওষধি এবং অন্নাদ্যের পচন যার উপর আমাদের বাইরের জীবনের নির্ভর তার ছক সংবৎসরব্যাপী এই ঋতুচক্রের সঙ্গে গাঁথা।[১] যেখানে আবর্তন, সেইখানেই মৃত্যু। সংবৎসর তাই মৃত্যুস্পৃষ্ট, অমৃত স্বর্গলোককে তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আচ্ছাদন দূর করে অমৃতলোকের প্রজ্ঞানের জন্য সোম-যাগের প্রাতঃসবনে ঋতুগ্রহপ্রচারের ব্যবস্থা।[২] এ হল কালচক্রের আবর্তনকে স্বীকার করেই তার অতীত হওয়া, উপনিষদের ভাষায় সূর্যদ্বার ভেদ করে অব্যয়াত্মা অমৃতপুরুষে অবগাহন করা।[৩]

সংবৎসরে বারোটি পূর্ণিমা, বারোটি মাস। মাসগুলিকে দুভাগে ভাগ করলে পাওয়া যায় দুটি অয়ন। একটি উত্তরায়ণ, যখন সূর্যের দোলন উত্তরদিকে এবং দিনের আলোর ক্রমিক বৃদ্ধি, আরেকটি দক্ষিণায়ন, যখন দোলন দক্ষিণদিকে এবং আলোর ক্রমিক হ্রাস। জ্যোতিরগ্র আর্যের কাছে একটির সংকেত অমৃতের দিকে, আরেকটির মৃত্যুর দিকে। আবার মাসগুলিকে তিনভাগ করলে পাওয়া যাবে তিনটি চাতুর্মাস্য [৩১৬]। ছয়ভাগ করলে ছয়টি ঋতু: বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির। ব্রাহ্মণের কোথাও-কোথাও হেমন্ত আর শিশিরকে একত্র ধরে সংবৎসরে পাঁচটি ঋতুর কল্পনা আছে।[১] নামেই বোঝা যায়, 'বসন্তে' আলো ফুটছে, আর 'হেমন্তে' সব হিম হয়ে আসছে। একটিতে প্রাণের উদয়ন, আরেকটিতে অস্তময়ন। বসন্ত ঋতুমুখ বা বর্ষশিরঃ।[২] যেমন সৌরমাসের নাম রাশি ধরে, আবার চান্দ্রমাসের নাম নক্ষত্র ধরে, তেমনি বেদে ঋতুলক্ষণ ধরেও বারো মাসের বারোটি নাম আছে

[৩১৫] ঋগ্বেদে 'কাল' একবারই আছে ১০।৪২।৯, সেখানেও তাৎপর্য 'উপযুক্ত সময়', কিন্তু শ্রৌতে 'কাল' একটি দার্শনিক তত্ত্ব: কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ১৯।৫৩।৫ (দ্র সূ. ৫৩, ৫৪)।। [১]তু তা উম্মাদ্ যথর্তু আদিত্যাস্ উপাতে ১০।৭।৫, ওষধয়ঃ পচ্যন্তে ৮।১, শ ঋতবো বৈ সর্বম্ অন্নাদ্যং পচন্তি ৯।৩।৩।১২, সীমম্পাঃ প্রজাঃ চ প্রজনয়ন্ত্য ওষধীশ্ চ পচন্তি ১।৩।৪।৭। [২]দ্র তৈস ৬।৫।৩।১। [৩]তু মু ১।২।১১। অবশ্য মুণ্ড মতে 'যজ্ঞরূপ প্লব অদৃঢ়' ১।২।৭ — কিন্তু দ্র কঠো নচিকেতার উপাখ্যান পৃ. ৮৬।

[৩১৬] কিন্তু সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যের চারটি পর্ব বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়। যথাক্রমে ফাল্গুনী আষাঢ়ী এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় হয়ে সবার শেষে ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপদে অনুষ্ঠিত হয় (দ্র কাত্যায়নশ্রৌ ৫ম অধ্যায়)।। [১]তু শ পঞ্চ বা ঋতবঃ সংবৎসরস্য ৩।১।৪।৫, ঐ পঞ্চর্তবো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন ১।১, তু ১২।৪।৮, ১৩।২।৬। পরে দেখব হেমন্ত শিশিরকে একসঙ্গে ধরা দ্রাবিণোদার বেলায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। [২]তু তৈব্রা মুখং বা এতদ্ ঋতূনাং যদ্ বসন্তঃ ১।১।২।৬-৭, তস্য (সংবৎসরস্য) বসন্তঃ শিরঃ ৩।১১।১০।২। [৩]দ্র তৈস ১।৪।১৪, শব্রা ৪।৩।১।১৪-২০। কখনও কখনও সংবৎসরে একটি 'অধিমাস' হয়, তার নাম 'সংসর্প' বা 'অংহস্পতি' (দ্র. তৈস. ঐ, সা.)।

মধু মাধব (বসন্ত), শুক্র শুচি (গ্রীষ্ম), নভঃ নভস্য (বর্ষা), ইষঃ ঊর্জঃ (শরৎ), সহঃ সহস্য (হেমন্ত), তপঃ তপস্য (শিশির)।[৩]

ঋক্‌সংহিতায় ঋতুদেবতাক তিনটি সূক্ত আছে [৩১৭]। প্রথম সূক্তের ঋক্‌-সংখ্যা বারো, আর বাকী দুটির ছয় আর ছয়। সংখ্যাগুলি স্পষ্টতই মাসের সূচক। ঋতুর উল্লেখ সংহিতার সব মন্ত্রে নাই, অথচ ব্রাহ্মণে সব মিলিয়ে ধরে নেওয়া হচ্ছে আছে।[১] ঋতু ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রেই অন্য দেবতার উল্লেখ আছে বরং তাঁরাই মুখ্য, ঋতু গৌণ, সোমপান করতে আহ্বান করা হচ্ছে দেবতাদেরই, ঋতুরা তাঁদের সহপায়ী। প্রথম আর দ্বিতীয় মণ্ডলে দেবতার নাম আর ক্রম একই : ১ ইন্দ্র, ২ মরুদ্‌গণ, ৩ দেবপত্নীগণসহ ত্বষ্টা, ৪ অগ্নি, ৫ ইন্দ্র, ৬ মিত্রাবরুণ, ৭-১০ দ্রবিণোদা, ১১ অশ্বিদ্বয়, ১২ অগ্নি গার্হপত্য।[২]

দেখা যাচ্ছে, ঋতুযাজমন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রবিণোদা একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। চারটি মন্ত্রের একটি গুচ্ছের তিনি দেবতা, অতএব তিনি সংবৎসরের একটি চাতুর্মাস্যের দেবতা। কিন্তু এ কোন্ চাতুর্মাস্য? সংবৎসরের সূচনায় একটি চাতুর্মাস্য এবং তার ব্যাপ্তি বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই দুটি ঋতু নিয়ে। বসন্ত ঋতুমুখ, অন্ধকারের সুনিশ্চিত পরাভবে আলোর জয়ন্তী তখন, আদিত্যের উত্তরায়ণের শুরু। আমরা জানি, প্রতি অহোরাত্রে অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটে, যখন মধ্যরাত্রের অন্ধতমিস্রা বিদীর্ণ করে শুরু হয় আলোর অভিযান। অতএব স্বভাবতই মনে হবে, সংবৎসরের আদিতে অশ্বিদ্বয়কে দিয়ে একটি চাতুর্মাস্যের আরম্ভ। অগ্নির সঙ্গে যেমন ঘৃতের এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বিশিষ্ট সম্পর্ক, তেমনি অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে 'মধু'র [৩১৮]। ঋতুসূক্তের আশ্বিনমন্ত্র দুটিতেও এই মধুর উল্লেখ দেখতে পাই।

[৩১৭] ঋ. ১।১৫, ২।৩৬, ৩৭ [১] ১।১৫ সূ.র ১-৪, ৬এ 'ঋতুনা' ৫এ 'ঋতূঁর্ অনু', তারই অনুরূপ ২।৩৬ সূ. কিন্তু ঋতুর উল্লেখ নাই। ১।১৫ সূ.র ৭, ৮এ ঋতুর উল্লেখ নাই ৯, ১০এ আছে 'ঋতুভিঃ', ১১, ১২তে 'ঋতুনা'। তার অনুরূপ ২।৩৭ সূ.র ১-৩এ 'ঋতুভিঃ', ৫এ নাই ৬এ 'ঋতুনা'। তিনটি সূক্ত মিলিয়ে ধরলে দেখা যায় সংহিতায় পঞ্চম মন্ত্র ছাড়া প্রথম ছয়টি মন্ত্রে এবং শেষের দুটি মন্ত্রে আছে 'ঋতুনা' এবং মাঝের চারটি মন্ত্রে 'ঋতুভিঃ'। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিন্যাসে প্রথম ছয়টি মন্ত্রে 'ঋতুনা', পরের চারটিতে 'ঋতুভিঃ' এবং শেষের দুটিতে আবার 'ঋতুনা' (দ্র. খিল ৫।৭।৫ তিলকমন্দির সং)। বিভক্তিভেদে মন্ত্রের এই তিনটি গুচ্ছের উপর ব্রাহ্মণে এই তৎপর্যের আরোপ করা হয়েছে ঐব্রা.র মতে প্রথমটি 'প্রাণ' দ্বিতীয়টি 'অপান', তৃতীয়টি 'ব্যান' ২।২৯।। শব্রা.তে প্রথমটি 'দিন' দ্বিতীয়টি 'রাত্রি', তৃতীয়টি আবার 'দিন', অথবা 'মানুষ', 'পশু', আবার 'মানুষ' ৪।৩।১।১০-১৩।। লক্ষ্য মাঝের মন্ত্রগুচ্ছ দ্রবিণোদার (অপান রাত্রি, পশু)। শ্রৌ ১।১৫ সূ.র বিনিয়োগ স্মার্ত (সা.)। [২] দেবতারা ঋত্বিকদের পাত্র থেকে পান করবেন, এইটি লক্ষণীয় পাত্রের নাম যথাক্রমে হোত্র, পোত্র, নেষ্ট্র, আগ্নীধ্র ব্রাহ্মণ প্রশাস্ত্র, হোত্র পোত্র, নেষ্ট্র, অমত্র বা ইন্দ্রপান, আধ্বর্যব, গার্হপত্য এখানে সাতটি প্রাচীন ঋত্বিকের নাম পাওয়া যাচ্ছে অধ্বর্যুগণের অধ্বর্যু এবং নেষ্টা, ব্রহ্মগণের ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আগ্নীধ্র এবং পোতা, আর হোতৃগণের হোতা ও প্রশাস্তা মৈত্রাবরুণ। উদ্গাতৃগণের কেউ নাই (দ্র. ২।৫ সূ. বিশেষত ২।৫।২; অধ্যাত্মব্যঞ্জনা দ্র টী ১৭৩[৩])। এই সাতজন ঋত্বিক ছাড়া অষ্টম হলেন যজমান স্বয়ং (তু. ২।৫।২, প্রৈষমন্ত্র ৫।৭।৫।১২) দ্রবিণোদার তৃতীয় পাত্রটি বিলক্ষণ (পরে দ্র.)। সর্বত্র যাঁর পাত্র তিনিই যজন করেন, কেবল এইক্ষেত্রে করেন হোতৃগণের অচ্ছাবাক (প্রৈষমন্ত্র দ্র.)।

[৩১৮] বিদ্র ঋ ৪।৪৫ সূ.। [১] তু ১।১৫ ২, দ্র টী ২৭৮[১]। [২] এঁরা 'গ্না' (১।১৫ ৩) এবং 'জনি' (২।৩৬ ৩), দুইই < √ জন্, অতএব জননী শক্তি। [৩] তু প্র ১।১৫। [৪] এইখানেই অগ্নি পর্জন্যের সংস্তবের সার্থকতা (দ্র ঋ ৬।৫২।১৬, ১।১৬৪ ৫১, টীম্ ২৪০[৩], ২৪৩, ৪৮[৭]। [৫] 'গবেষণ' আলোর এষণা আছে যাঁর মধ্যে, বাংলা 'গবেষণা'তেও এই তাৎপর্য, ইন্দ্র বিশেষ

বসন্তের দুটি মাসের নামও মধু এবং মাধব। এগুলি উক্ত প্রকল্পের অনুকূল। অশ্বিদ্বয়ে যে-আলোর সূচনা, গার্হপত্য অগ্নিতে[১] তা প্রবুদ্ধ, ইন্দ্রে সন্দীপ্ত, মরুদ্‌গণে উদ্দাম পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ ছাপিয়ে দ্যুলোকের উপান্ত পর্যন্ত যেন একটা আলোর ঝড় বইছে তখন গ্রীষ্মের দুটি মাসের শুক্র ও শুচি নামের সার্থকতাও এইখানে ব্রাহ্মণেও এই দুটি ঋতুর মাসগুলিকে বলা হয়েছে 'অহঃ'।. তার পরের চাতুর্মাস্য বর্ষা আর শরৎ নিয়ে। আদ্য দেবতা ত্বষ্টা ও দেবপত্নীগণ ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপ প্রজাপতির প্রাচীন সংজ্ঞা। দেবপত্নীগণসহ[২] তাঁকে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের মুখে স্থাপন করায় সূচিত হচ্ছে একটি প্রাজাপত্যব্রত।[৩] আকাশ 'নভঃ' বা মেঘবাষ্পে ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে চলছে বজ্রে বিদ্যুতে বর্ষণে 'নভস্য' অগ্নি আর পর্জন্যের দিব্যক্ষোভ।[৪] আবার চাতুর্মাস্যের এই মধ্যবিন্দুতে উত্তরায়ণের শেষ, দক্ষিণায়নের শুরু আলোর দাক্ষিণ্য তখনও থাকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শুরু হয়ে যায় অবক্ষয়ের ক্রিয়া, বৃত্রের তামসী মায়ার শনৈশ্চরণ। তাকে রোধ করতে তখন এগিয়ে আসেন 'গবেষণ' ইন্দ্র[৫] জ্যোতিরেষণা নিয়ে। বাইরের অবক্ষয় অপরা প্রকৃতির নিয়ম, তাকে রোধ করা যায় না। কিন্তু তাকে বাধা দিতে গিয়েই ভিতরের আলো জোর ধরে ওঠে। নিরোধযোগের এই রহস্য। অন্তরাবৃত্তিতে চেতনা তখন 'ঊর্জস্বী' হয়, সত্তার গভীরে ফোটে মিত্রাবরুণের 'বসিষ্ঠ' জ্যোতিঃ ব্যক্ত ও অব্যক্তের আনন্ত্যে অন্তঃসত্ত্ব। এইখানে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের পরিসমাপ্তি। আবারও দেখি, বৃপকৃৎ ত্বষ্টার দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ ছাপিয়ে দ্যুলোকের প্রত্যন্ত পর্যন্ত একটা জ্যোতিরুদ্‌ভাস —যদিও শেষের দিকে তা অন্তরাবৃত্ত।[৬]

তারপর তৃতীয় চাতুর্মাস্য, তার অধিষ্ঠাতা একা অগ্নি দ্রবিণোদা। এই চাতুর্মাস্যে দুটি ঋতু হেমন্ত আর শিশির। আদিত্যের দক্ষিণায়নের প্রভাব এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আলো আর তাপের অবক্ষয়কে বাইরে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। মৃত্যুর হিম-স্পর্শ নেমে আসছে। কিন্তু অমৃতচেতনা তার কাছে হার মানবে না, ঋতুচক্রের আবর্তনের ঊর্ধ্বে সে যাবেই যাবে। বাইরের আগুন যতই নিস্তেজ হয়ে আসছে, অন্তরের আগুন ততই জোর ধরছে। তার প্রকাশ এখন আর বহিশ্চেতনায় নয় - অন্তশ্চেতনার সমূহনে, চিন্ময় প্রাণের নিগূঢ় সঞ্চরণে। যেমন যোগনিদ্রায়, যোগীর বৈবস্বত মৃত্যুতে, প্রলয়ে জগৎপতির অনন্তশয়নে; প্রাকৃত জগতে বহু জীবের শীতনিদ্রায় বিশেষ করে সাপের। অগ্নি তখন 'অহির্ বুধ্ন্যঃ' প্রাণের বিস্ফারণে নয়, কুণ্ডলনে [৩১৯]। এই অহির্বুধ্ন্যই এখানে শৈশির চাতুর্মাস্যের দেবতা দ্রবিণোদা।

করে 'গবেষণঃ', তু ১।১৩২।৩, ৭।২০।৫, ৮।১৭।১৫। [৬]এ দুটি চাতুর্মাস্যের দেবতাদের প্রায় সবাইকে আমরা ঋক্‌র প্রথম অনুবাকেই পাই সেখানে আছেন অগ্নি বায়ু ইন্দ্র মিত্রাবরুণ অশ্বিদ্বয় বিশ্বদেবগণ এবং সরস্বতী। এখানে অগ্নি মরুদ্‌গণ ইন্দ্র মিত্রাবরুণ অশ্বিদ্বয় ত্বষ্টা এবং দেবপত্নী-গণ। প্রথম অনুবাকে দেবতার ক্রম অনুসরণ করছে লোকসংস্থানকে · প্রথম সূক্ত পৃথিবীস্থান অগ্নির দ্বিতীয় সূক্তের আরম্ভ অন্তরিক্ষস্থান বায়ুকে দিয়ে এবং তৃতীয় সূক্ত দ্যুস্থান অশ্বি-দ্বয়কে দিয়ে (দ্র নি ৭।১৪, ১০।১, ১২।১)। এর মধ্যেই বৈদিক সাধনার সমগ্র ছকটি সূত্রাকারে ধরা আছে। ঋতুসূক্তে দেবতার ক্রম আদিত্যায়নের ছন্দে।

[৩১৯] তু ঋ 'স জায়ত প্রথমঃ পস্ত্যাসু মহো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ, অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তা ঽঽয়োয়ুবানো বৃষভস্য নীলে.' তিনি জন্মালেন প্রথম জলস্রোতদের মধ্যে, এই

ব্রাহ্মণে এই চাতুর্মাস্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। সংবৎসরের দুটি চাতুর্মাস্যকে উপমিত করা হয়েছে দিনের সঙ্গে, আর এইটিকে রাত্রির সঙ্গে [৩২০]। এ যেন পশুচেতনার আচ্ছন্নতা,[১] অন্যত্র যাকে বলা হয়েছে 'অপান'।[২] অপান মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণ।[৩] দ্রবিণোদা এই রাত্রির এই আচ্ছন্নতার এই অপানের দেবতা।

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি ঘুমিয়ে পড়লেও দেবতা কখনও ঘুমান না—তিনি অন্তশ্চেতন। এই মৃত্যু আর তমিস্রার আচ্ছন্নতার মধ্যেও চলে তাঁর অমৃত জ্যোতির তপস্যা। সংহিতায় এইটি সূচিত হয়েছে দ্রবিণোদার উদ্দিষ্ট সোমপাত্রের বর্ণনায় [৩২১]।

রজোভূমির মহান্ চিন্ময় উৎসে, এর যোনিতে, তাঁর পা ছিল না মাথা ছিল না—নিগূহিত রেখেছিলেন দুটি অন্তই, গুটিয়ে ছিলেন বীর্যবর্ষীর রহস্যনীড়ে ৪।১।১১। অন্তরীক্ষে প্রাণের স্রোত বইছে, তার মধ্যে অগ্নির প্রথম আবির্ভাব—মহাশক্তির সেই মূলাধারে যার অতলে মহাবোধির নিগূঢ় দীপ্তি। তিনি 'তখন সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছেন, তাইতে বোঝা যাচ্ছে না কোথায় তাঁর আদি কোথায় বা অন্ত। যেমন তিনি মাতৃযোনিতে, তেমনি আবার বীর্যবর্ষী দ্যৌপিতার সুনীল রহস্যের অতলে সংগোপিত এ যেন সৃষ্টির আদিতে কুমারসম্ভবের ছবি। ঠিক এই রীতিতে আমাদের মধ্যেও চিদগ্নির আবির্ভাব ঘটে। অগ্নি তখন গার্হপত্য ঐত্রাতে 'এষ হ বা অহির্ বুধ্ন্যো যদ্ অগ্নির্ গার্হপত্যঃ' ৩ ৩৬। ঋতে অগ্নি 'অহির্ ধুনির্ (সোঁসোঁ করছেন, ফোঁসফোঁস করছেন) বাত ইব ধ্রজীমান্ (ফুঁসে উঠছেন' ১।৭৯ ১। সা বলেন 'বৈদ্যুত অগ্নি'। এই নাড়ীসঞ্চারী অগ্নিস্রোত থেকেই অহিভূষণ রুদ্রাণীশবের কল্পনা, পুরাণে যিনি 'অহির্বুধ্ন্য' [বিদ্র ঐ]।

[৩২০] দ্র শ ৪।৩।১।১০-১১, ১৩ সংহিতার মন্ত্রবিন্যাসে দেখি প্রথম ছমাস প্রস্ফুট আলো, তারপর চারমাস অন্ধকার তারপর আবার দুমাস আলো। দক্ষিণায়নের শেষ চারমাসের অন্ধকারকে বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণে হেমন্ত শিশিরের 'সমাস' (ঐ ১।১)। যাগের সময় অধ্বর্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের অভিনয় করেন (তৈস ৬ ৫.৩।৪)। [১] শ ৪।৩।১।১২, ১৩। [২] ঐব্রা ২।২৯। [৩] তু ঐউ ১।১।৪, ২.৪, ঋ 'অন্তশ্ চরতি রোচনা স্য প্রাণাদ্ অপানতী' ভিতরে-ভিতরে চলছেন জ্যোতির্ময়ী (সার্পরাজ্ঞী) এঁর (সূর্যের) প্রাণ (তু প্র ১।৮) বা প্রশ্বাস হতে অপান বা নিশ্বাস টেনে ঋ ১০।১৮৯।২। এই 'রোচনা' সেই সূর্যরশ্মি যা 'সীমাকে বিদীর্ণ করে' আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একবার কুণ্ডলিত আবার বিস্ফারিত হয় দ্র ঐউ ১।৩ ১২-১৪)। সার্পরাজ্ঞীর এই 'অপাননে'র ফলে প্রাণ এসে মর্ত্য আধারে আবিষ্ট হয় মৃত্যুগ্রস্ত হয়ে। আরও দ্র টী ১২৭[১]।

[৩২১] দ্র ঋ 'অপাদ্ হোত্রাদ্ উত পোত্রাদ্ অমত্তোত নেষ্ট্রাদ্ অজুষত প্রয়ো হিতম্, তুরীয়ং পাত্রম্ অমৃক্তম্ অমর্ত্যং দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রবিণোদসঃ' পান করলেন হোত্র হতে, আর পোত্র হতে পান করে মত্ত হলেন, আর নেষ্ট্র হতে আস্বাদন করলেন যে প্রীতির উপচার নিহিত ছিল তাঁর জন্য, (এবার) যে তুরীয় পাত্র অস্পৃষ্ট (বা নিটোল) এবং অমর্ত্য, তা দ্রবিণোদা পান করুন দ্রবিণোদার পুত্র হয়ে ২।৩৭.৪। দেবতা ও ঋত্বিক দুইই দ্রবিণোদা (দ্র. টী. ৩১১[২])। উপাস্য উপাসকের সাযুজ্য অম হয়। [১] দ্র ঋতুপাত্রগুলির নাম টী. ৩১৭[২]। দ্রবিণোদা ছাড়া আর সব দেবতা পান করছেন 'ঋতুনা'। কেবল ১।১৫।৫এ ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে 'পিবা সোমম্ ঋতূঁর্ অনু' এবং এরই অনুরূপ মন্ত্র ২।৩৬ ৫এ ঋতুর উল্লেখ নাই। বহুবচনের প্রয়োগ যেন ইন্দ্র আর দ্রবিণোদার সমত্ব সূচিত করছে দ্র টীকাশেষ)। অথচ প্রৈষমন্ত্রে কিন্তু একবচনই আছে। [২] অনুরূপ ভাবনা আছে ভা ১০ ২৯।১এ। রাসের রাত্রি 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা', অথচ মল্লিকা গ্রীষ্মের ফুল। এখানেও সব ঋতুর সমাহার। দক্ষিণায়নে রাত্রির প্রাধান্য কিন্তু রাত্রিও সেখানে আলো হয়ে উঠেছে। দ্রবিণোদার বেলায় কিন্তু রাত্রির কালোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্তর্বাত্তির নিগূঢ় উল্লাসই রাস। শ তে এই চাতুর্মাস্যকে 'পাশব' বলা হয়েছে (৪ ৩ ১ ১২) তাই তার দেবতা 'পশুপতি' যা মাতে রুদ্রের নাম (১৬ ১৭)। কৃষ্ণও 'গোপাল' (বিষ্ণু 'গোপাঃ')। দুটি দেবতা যেন পরস্পরের আপূরক। [৩] ঋ ১।১৫ ৯। [৪] ২ ৩৭।৪ (দ্র সা, নি ৮।২)। [৫] তথা প্রৈষমন্ত্র· হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাম্ অপাদ্ হোত্রাদ্ অপাৎ পোত্রাদ্ অপান্ নেষ্ট্রাৎ, তুরীয়ং পাত্রম্ অমর্ত্যম্ ইন্দ্রপানং দেবো দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রবিণোদসঃ, স্বয়ম্ আয়ুযাঃ স্বয়ম্ অভিগূর্যাঃ (তু. ঋ. ২।৩৭।৩) স্বয়ম্ অভিগূর্তয়া হোত্রয় ঋতুভিঃ সোমস্য পিবত্ব অচ্ছাবাক যজ (৫ ৭ ৫।১০, দ্র নি ঐ দুর্গ)। [৬] দ্র শ ৪।৩।১।১০-১৩। [৭] এই চাতুর্মাস্য ঋতু অনুসারে মাসের নাম 'সহঃ সহস্য তপঃ তপস্য'—অন্তশ্চেতনায় অগ্নিজ্বালার দ্যোতক। [৮] ঋতুসূক্তের এই বিবৃতি অধ্যাত্ম এবং

প্রত্যেক মাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা একেকটি ঋতুর সঙ্গে ঋত্বিকদের পাত্র হতে সোমপান করে এসেছেন।[১] কিন্তু দ্রবিণোদা পান করছেন সব ঋতুর সঙ্গে, যেন সমস্ত কাল গুটিয়ে এসেছে তাঁর মধ্যে, তিনি কালের মধ্যে থেকেও কালাতীত, তিনি মহাকাল, তিনি পশুপতি।[২] অদ্ভুত তাঁর সোমপান। হোতৃগণের হোত্রার পাত্র হতে তিনি সোমপান করেছেন, করেছেন ব্রহ্মগণের পোত্রার পাত্র হতে, অধ্বর্যুগণের নেষ্টার পাত্র হতে। তবুও 'দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি'[৩] তাঁর পিপাসা যেন মেটবার নয়। এবার তিনি তুলে নিলেন তাঁর 'তুরীয় পাত্র যা অস্পৃষ্ট এবং অমৃত'।[৪] এ-'ইন্দ্রপান' তাঁর নিজের দ্বারা মিশ্রিত, এর যাজ্যামন্ত্র তিনি নিজেই পড়বেন।[৫] তিনি আত্মযাজী, তিনি স্বরাট্। আর সেই স্বারাজ্যসিদ্ধির ফলেই দক্ষিণায়নের চরম তমিস্রা বিদীর্ণ করে মানুষের মধ্যে[৬] শুরু হয় অশ্বিদ্বয়ের শরমুখ আলোর অভিযান, যার পর্যবসান মিত্রাবরুণের অনিবাধ আনন্ত্যের দীপ্তিতে। এমনি করেই দ্রবিণোদার 'সহঃ' এবং 'তপঃ'[৭] সংবৎসরের আড়াল ঘুচিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে সুবর্গের অমৃতলোকে।[৮]

দ্রবিণোদার পর অগ্নি **বৈশ্বানর**। পার্থিবচেতনার যজ্ঞবেদিতে জাতবেদারূপে যাঁর **প্রথম** আবির্ভাব, দ্যুলোকের মূর্ধায় তাঁরই পরম বিস্ফারণ বৈশ্বানররূপে। জাতবেদা এবং বৈশ্বানরকে নিয়ে অগ্নি বিভূতির একটি প্রত্যাহার, একথা আগেই বলেছি। ইহ আর অমুত্রের মধ্যে অন্যোন্যসম্পর্ক স্থাপন করেন অগ্নিই। ঋক্‌সংহিতার বৈশ্বানর-সূক্তগুলির মধ্যে তাইতে জাতবেদা এবং বৈশ্বানর এই দুটি সংজ্ঞার ব্যবহারে উভয়ের ব্যতিষঙ্গের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অধ্বরের প্রথম প্রজ্ঞান হয়েও জাতবেদা যেমন বিশ্বভুবনের মূর্ধায় ঝলমল করছেন [৩২২], তেমনি বৈশ্বানরও ঋতে জাত

অধিদৈবত দৃষ্টিতে। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে ভাবনার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। ঋতু এবং প্রৈষাধ্যায়ে মন্ত্রের বিন্যাস সেই অনুসারে, সেখানে শুরু অশ্বিদ্বয়কে দিয়ে নয় ইন্দ্রকে দিয়ে। সূক্তের আদিমন্ত্র যদি সংবৎসরের আরম্ভের সূচক হয়, তাহলে মধুমাসের দেবতা হন ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় এবং গার্হপত্য অগ্নি চলে যান দক্ষিণায়নের শেষে, দ্রবিণোদা দক্ষিণায়নের আদিতে। এতে ইন্দ্রের প্রাধান্য সূচিত হয়। ঋতুসূক্তের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আছেন দুবার, অগ্নিও দুবার, দ্রবিণোদা চারবার, আর সবাই একবার। এখন দ্রবিণোদা যদি ইন্দ্র হন, তাহলে ঋতুযাগে তাঁর প্রাধান্য ঘটে, এইটি ক্রৌষ্টুকির মত। তেমনি দ্রবিণোদা অগ্নি হলে তাঁর প্রাধান্য, এটি শাকপূণির মত। এ বিকল্পের উল্লেখ আগেই করেছি (টীম্ ৩১১-১২)। একমতে কালজয়ের সাধনা শুরু করতে হবে ইন্দ্রকে দিয়ে, আরেক মতে অগ্নিকে দিয়ে। কিন্তু বস্তুত ইন্দ্রাগ্নি যুগ্মদেবতা। এর পরেই ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহপ্রচার উপলক্ষ্যে তৈত্তিরীয় মন্তব্য: 'সুবর্গায় বা এতে লোকায় গৃহ্যন্তে যদ্ ঋতুগ্রহাঃ, জ্যোতিরৈন্দ্রাগ্নী, যদ্ ঐন্দ্রাগ্নম্ ঋতুপাত্রেণ গৃহ্ণাতি, জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টাদ্ দধাতি সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যা' (প্রকাশের জন্য), 'ওজোভৃতৌ বা এতৌ দেবানাং যদ ইন্দ্রাগ্নী, যদ্ ঐন্দ্রাগ্নো গৃহ্যতে, ওজ এবাব রুন্ধে' ৬।৫।৯।১। তৈত্তিরীয়ে যেখানে ঋতু অনুসারে মাসের উল্লেখ আছে, সেখানে সা. বলছেন, মধুমাস চৈত্রমাস। তাহলে তখন উত্তরায়ণপ্রবৃত্তি হত চৈত্রে, এখন হয় পৌষের প্রথম দিকে। মাস স্থির থাকে, কিন্তু অয়নচলনের জন্য ঋতু ক্রমে পিছিয়ে আসে। দুহাজার বছরে একমাস পিছয়। সা.র নির্দেশ সত্য হলে, এ প্রায় ছয় হাজার বছর আগেকার কথা। চৈত্রে বাসন্তবিষুব নয়, উত্তরায়ণ প্রবৃত্তিই ধরতে হবে, কেননা বসন্ত তাইতে ঋতুমুখ বা বর্ষশির।

[৩২২] দ্র ঋ বৈশ্বানর সূক্ত; 'দিবশ্চিৎ তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্' হে জাতবেদা, হে বৈশ্বানর, ওই বৃহৎ দ্যুলোককেও ছাপিয়ে গেছে তোমার মহিমা ১।৫৯।৫, যজু 'জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্ন্ অতিষ্ঠো অগ্নে সহ রোচনেন' ১০।৮৮।৫, তু টী ১৭৯[৩]। 'মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরম্ ঋত আ জাতম্ অগ্নিং কবিং সম্রাজম্ অতিথিং জনানাম্ আসন্ন্ আ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ' মূর্ধা যিনি দ্যুলোকের, পথিক যিনি পৃথিবীর, ঋতে জাত (সেই) বৈশ্বানর অগ্নিকে, কবি সম্রাট এবং জনগণের (সেই) অতিথিকে জন্ম দিয়েছেন

হয়ে পৃথিবীর পথ বেয়ে চলতে-চলতে আরোহণ করছেন দ্যুলোকের মূর্ধায়,[১] অর্থাৎ বীজরূপে যিনি অবম, তিনিই ফলরূপে পরম, আবার ফলরূপে যিনি পরম, তিনিই বীজরূপে অবম।[২]

বৈশ্বানর শব্দের মূলে রয়েছে 'বিশ্বানর'। পাণিনির মতে এটি একটি সংজ্ঞা শব্দ [৩২৩]। যেমন 'বিশ্বদেব' বা সমস্ত দেবতার সমাহার,[১] তেমনি 'বিশ্বানর' বা সমস্ত মানুষের সমাহার স্মরণ করিয়ে দেয় ছন্দের দিব্যবোধ ও মানববোধের কথা। ঋক্‌সংহিতায় 'বিশ্বানর' দুজায়গায় সবিতার বিশেষণ, একজায়গায় ইন্দ্রের।[২] আরেকজায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বানরস্য পতিম্' এখানে স্পষ্টই 'বিশ্বানর' বিশ্বমানব।[৩] দেবতাই সব-কিছু হয়েছেন, সুতরাং বিশ্বমানব তাঁরই প্রতিরূপ এই দৃষ্টিতে তিনিও 'বিশ্বানর'।[৪] সবিতা দ্যুস্থান দেবতা, ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, পৃথিবীস্থান অগ্নি (বা জীবচেতনা) দুয়েরই অপত্য বা বিভূতি হতে পারেন, তাই তিনি 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ সাবিত্রদ্যুতি বা ঐন্দ্রশক্তি যাস্ক বলেন, অনুমান করা যেতে পারে, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট এক দেবতা আছেন, তিনিই 'বিশ্বানর', তাঁর থেকে 'বৈশ্বানর'।[৫] এই হল বৈশ্বানরের নিদানকথা যা থেকে তিনি হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন। কিন্তু যা তিনি হয়েছেন, তাঁর সেই মহিমার কথাই সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে বড় হয়ে ফুটেছে।

নিঘণ্টুতে 'বৈশ্বানর' পদটিকে অগ্নিনামের মধ্যে ধরা হলেও [৩২৪], প্রাচীন

দেবতারা যাঁর আস্য (চন্দিন) সোমপাত্র ৬।৭।১। দেবাবিষ্ট ঋত্বিকের মন্ত্রচ্ছন্দে তিনি প্রজাত হন দেবতাদের পানপাত্র হয়ে এই পৃথিবীতেই, তারপর আরোহণ করেন দ্যুলোকে। দ্র ৩।২।১২ টী. ১৪০০ বৈশ্বানরো মহিনা নাকম্ অস্পৃশৎ ৬।৮।২, অথচ সূক্তের প্রথমে তাঁর পরমব্যোমে আবির্ভাবের কথা আছে। [২] দ্র বৈশ্বানরের জাতবেদার সমাবেশ ৩।২।৮, ৫।৫।১১, ১২; দ্র. টী. ৩২৪।

[৩২৩] ৬।৩।১২৯। ঋগ্বেদে এটি বিশেষণ বায়ুর ১।১৮২।১২ ইন্দ্রের ৮।৯৮।২, বৃহস্পতির ৪।৫০।৬ (পিতারূপে), সবিতার ৫।৮২।৭ সূর্যের ৬।৬৭।৬ সোমের ৯।৯২।৩, ১০৩।৫, দেবগণের ৬।৫১।৭ ৭।৩৫।১১ 'বিশ্বেদেবাঃ' যেমন সমষ্টি, 'বিশ্বে দেবাঃ' তেমনি বহু একটি সমাহার, আরেকটি ইতরেতর। [১] ১।১৪৬।১ উদ্ উ জ্যোতির্ অমৃতং বিশ্বজন্যম্ [illegible] [illegible]। বিশ্বানরঃ সবিতা দেব অশ্রেৎ (আশ্রয় করলেন), সবিতা সবার মধ্যে আছেন, সবাই তাঁর প্রতিরূপ, এই ধ্বনি; ৭।৭৬।১, ১০।৫০।১। [২] ৮।৬৮।৪। [৩] দ্র ইন্দ্র সম্পর্কে [illegible] অর্থ। বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে ১০।৫০।১, অনুরূপ দ্রষ্টব্য 'বিশ্বরূপ' ৩।৫৫।১৯, ১০।১০।৫, ১।১৩।১০, সোম ৬।৪১।৩ ত্বষ্টা ২।১১।১৯, ১০।৮।৯, বৃহস্পতি ৩।৬২।৬, পরমদেবতা ৩।৩৮।৭, ৫৬।৩। [৪] অগ্নি বা বিশ্বানর এর সঙ্গে প্রত্যক্ষঃ সর্বাণি ভূতানি, তস্য অপত্যং [দুর্গ]। বৈশ্বানরঃ ৭।২১। নির [illegible] দুটি বুৎ 'বিশ্বান্ নরান্', নরাঃ বিশ্ব এবং নরা নয়নহীন না। এর দুর্গ যথা [illegible] উচিত অগ্নি বা সবিতা [illegible] সর্বাণি প্রবৃত্তানি [illegible] নরাণাং [illegible] [illegible] সর্বাসু প্রবৃত্তিষু অগম্ এব নরান্ নয়তি প্রবর্তয়তীতি বৈশ্বানরঃ অথবা স [illegible] তাসু তাসু ক্রিয়াসু [illegible] নরৈঃ কর্ম সম্পদ্যতে।' এই বুৎ শাব্দিকসম্মত না হলেও অর্থবহ বলে প্রণিধেয়।

[৩২৪] ৫।১। নিঘণ্টু এই খণ্ডে মাত্র তিনটি নাম অগ্নি জাতবেদা এবং বৈশ্বানর। অগ্নির অন্যান্য নাম পরের খণ্ডে এই বিভাগ হতেও বোঝা যায় জাতবেদা অগ্নিনির্ভর অগ্নি এবং বৈশ্বানর অন্ত দুটিতে মিলে একটি প্রত্যাহার। [১] ৭।২১।৩১। [২] দ্র ঋ প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে, বৈশ্বানরো দস্যুম্ অগ্নির জঘন্বাঁ (হত্যা করেছেন) অধূনোৎ কাষ্ঠা (বাধিতাদের) অব (খেড়ে ফেলে) শম্বরং ভেদকে) ভেৎ (অর্থাৎ ফুটো করে জল ঝরালেন) ১।৫৯।৬। এ ব্যাখ্যা নির ৭।২৩ পূর্বপক্ষ। 'কাষ্ঠা' < √ কাশ্ 'দীপ্তি দেওয়া', এতে বর্ষণ ও বিদ্যুতের ধ্বনি আছে। আধুনিক ব্যাখ্যায় বৃত্র ও দস্যু শম্বরবধের ছবি। [৩] ঋ ৩।৩ সূ। [৪] ২।৩৩ সূ। [৫] ৬।৪৪ সূ। [৬] বিদ্যুৎ নাড়ীসঞ্চারী চৈতন্যস্রোতের প্রতীক, আর আদিত্য প্রজ্ঞানের।

আচার্যেরা বৈশ্বানরের স্বরূপ নিয়ে দ্রবিণোদাবই মত কিছু বিচার করেছেন। নিরুক্তে তার একটা বিবৃতি আছে।[১] কোন কোনও নৈরুক্ত আচার্যের মতে, বৈশ্বানর 'মধ্যম' অন্তরিক্ষস্থান দেবতা অর্থাৎ তিনি ইন্দ্র বায়ু বা বিদ্যুৎ, কেননা তাঁর প্রশস্তিতে বর্ষকর্মের উল্লেখ আছে।[২] আবার প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা বলতেন, বৈশ্বানর দ্যুস্থান আদিত্য। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে তাঁদের একটা প্রধান যুক্তি হল, সোমযাগের তিনটি সবনে যথাক্রমে পৃথিবী হতে অন্তরিক্ষ হয়ে দ্যুলোকে উঠে যাবার ভাবনা আছে, তাকে বলে 'রোহ'। তারপর বিপরীতক্রমে আছে 'প্রত্যবরোহ'। তার তাৎপর্য, দ্যুলোকে উধাও হয়ে গেলে চলবে না আমাদের, আবার নেমে আসতে হবে এই পৃথিবীতে। এই প্রত্যবরোহের অনুকৃতিতে হোতা যে আগ্নিমারুতশস্ত্র পাঠ করেন, তার প্রথমেই হল বৈশ্বানরসূক্ত।[৩] তারপর রুদ্রসূক্তে মধ্যস্থান দেবতার প্রশস্তি,[৪] তারপর আগ্নিমারুতশস্ত্র।[৫] সুতরাং প্রত্যবরোহক্রমের অনুরোধে বৈশ্বানর এখানে অবশ্যই আদিত্য। শাকপূণি এই উভয় পক্ষকে কিন্তু নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে বলছেন, দুটি উত্তর জ্যোতি আছে মধ্যস্থান বিদ্যুৎ বা দ্যুস্থান আদিত্য; তারাই বিশ্বানর।[৬] তাদের থেকে জন্মান বলে এই পৃথিবীস্থান অগ্নিই বৈশ্বানর। আদিত্য থেকে অগ্নিজননের তিনি যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তখনকার যুগে যে আতশকাচ বা আতশপাথরের চলন ছিল তার উদ্দেশ পাওয়া যায়।[৭]

যাস্ক শাকপূণির মতকে সমর্থন করেছেন। এখানেও দ্রবিণোদার মতই বিতর্কের মূলে এই প্রশ্ন, সাধনার আদিবিন্দু কোথায় হবে। নইলে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে একই চিজ্জ্যোতি। পরে দেখব, বৈশ্বানর '**ত্রিষধস্থ**'।

ঋক্‌সংহিতায় বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে বিভিন্ন ঋষির রচিত তেরটি সূক্ত পাওয়া যায় [৩২৫]। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত মন্ত্রেও তাঁর উল্লেখ আছে 'বৈশ্বানর' সর্বত্র অগ্নিরই বিশেষণ। কেবল একজায়গায় বিশ্বদেবগণকেও বলা হয়েছে 'বৈশ্বানরাঃ'।[১] সবার মধ্যে একই অগ্নির অধিষ্ঠান, অথবা আধারভেদে বা বিভূতিবৈচিত্র্যে বিশ্বদেবতার অধিষ্ঠান বৈদিক অদ্বৈতবাদের দিক থেকে একই কথা, কেননা 'একো দেবঃ' আর 'বিশ্বে দেবাঃ' 'একং সৎ'এরই বৈভব দুয়ে কোনও বিরোধ নাই, প্রতি আধারে এক আর বহুর যুগ্মবিলাস আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ। আরেকজায়গায় আছে, 'প্রবহন্ত

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারে উদ্ভসেন যে তাপ, তা-ই অগ্নি। এইভাবে তিনি সব নরের মধ্যে আছেন বলে বৈশ্বানর ...নি অথাদিত্যাৎ, উদীচি প্রথমসমাবৃত্তে আদিত্যে কংসং বা মণিং বা পরি মৃজ্য ('যম্ আদিত্যামণিম্ ইত্য অচক্ষতে' দুর্গ) প্রতিস্বরে (রোদের মাঝে, সূর্যের দিকে। যত্র গোময়ম্ অসংস্পর্শয়ন্ ধারয়তি তৎ প্রদীপ্যতে, সো হয়ম্ এব সম্পদ্যতে ৭ ২৩ ১০

[৩২৫] নোধা ১।৫৯, কুৎস ১।৯৮ বিশ্বামিত্র ৩ ২, ৩, ২৬, বামদেব ৪।৫ ভরদ্বাজ ৬।৭ ৯, বসিষ্ঠ ৭।৫, ৬, ১৩ মূর্ধন্বান্ ১০।৮৮। [১] যে দেবাস ইহ স্থন ...আত্ত বিশ্বে বৈশ্বানরা উত অস্মভ্যং শর্ম শরণ, আশ্রয়। সপ্রথো গরে হশ্বায় যচ্ছত ৮।৩০ ৪ 'গো' আর 'অশ্ব' যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও প্রাণের প্রতীক তু বিশ্বে দেবা বৈশ্বানরাঃ মা ১১ ৫৮ ...ঋ পরমাত্মা অজীজনদ্ দিবশ্চিত্রং ন স্তনয়ন্তম্ জ্যোতির্ বৈশ্বানরং বৃহৎ ৯।৬১।১৬। জ্যোতির সঙ্গে নাদের সহচার ল। এই নাদ 'মধ্যমা বাক্' বা প্রজাপতির তিনটি 'দ' ...ব ৫।২।, সংহিতায় বৃহস্পতির 'স্তনিত' বা 'সিংহনাদ' যা পাষাণের প্রাচীর ভেঙে জ্যোতিকে মুক্তি দেয় (তু ঋ ১০।৬৭ ৫, ৯।। [২] দ্র টীম্. ৩২...।

(সোম) জন্ম দিলেন দ্যুলোকের অদ্ভুত বজ্রধ্বনির মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতিকে'।[২] বৈশ্বানর এখানে জ্যোতির বিশেষণ। এই 'বৃহৎ জ্যোতি' উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি। সংহিতার 'বৃহৎ' আর উপনিষদের 'ব্রহ্ম' একই ব্যঞ্জনা বহন করে।[৩] সুতরাং বৈশ্বানর এখানে ব্রহ্মের সংজ্ঞা। এমনি করে বৈশ্বানরের তিনটি সামান্য পরিচয় আমরা পেলাম - তিনি অগ্নি, তিনি বিশ্বদেবতা, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি। এ-তিনের ঔপনিষদ সংজ্ঞা হল আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য আর ব্রহ্মচৈতন্য।

একই অগ্নি, কিন্তু জ্বলে উঠছেন নানাভাবে [৩২৬]। দেখেছি, তিনি কখনও 'জাতবেদাঃ', কখনও 'রক্ষোহা', কখনও বা 'দ্রবিণোদাঃ'; পরে দেখব, তিনি 'তনূনপাৎ', 'নরাশংস' বা 'অপাং নপাৎ'। কিন্তু এসমস্ত এক বৈশ্বানরেরই বিভূতিভেদে নানা নাম। সংহিতায় তাই বলা হচ্ছে, 'হে বৈশ্বানর, আর অগ্নিরা তোমারই শাখা';[১] বৈশ্বানরই সেইসব অগ্নির মধ্যে জ্যেষ্ঠ।[২] শতপথব্রাহ্মণেও আছে, বৈশ্বানরই সমস্ত অগ্নি।[৩] ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানর প্রত্যগাত্মা এবং বিশ্বাত্মা দুইই।[৪]

অগ্নির যা স্বরূপ গুণ আর কর্ম, স্বভাবতই তা বৈশ্বানরেরও। তবুও তাঁর ভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সংহিতার বিবৃতিতে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর লোকোত্তর উত্তুঙ্গতার প্রতি। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, এইখানে দেহের অরণি-মন্থনে সমিদ্ধ হয়ে তিনি উৎ-শিখ হন দ্যুলোকের দিকে। কিন্তু বৈশ্বানর স্বরূপত পরমব্যোমে নিত্য আবির্ভূত [৩২৭]। অথচ তিনি ত্রিষধস্থ, আছেন তিনটি

[৩২৬] তু ঋ ৮।৫৮।২, টী ৮৭[১]। [১]বয়া ইদ্ অগ্নে অগ্নয়স্ তে অন্যে ১।৫৯।১। [২]শো. বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্ তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতম্ অস্ত্ব্ এতৎ ৩.২১।৬। [৩]৬।২।১।৩৫, ৩৬...। [৪]৫।১১-২৪।

[৩২৭] ঋ স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ব্রতান্য্ অগ্নির্ ব্রতপা অরক্ষত, ব্য্ অন্তরিক্ষম্ অমিমীত (ছেয়ে ফেললেন) সুক্রতুর্ বৈশ্বানরো মহিনা নাকম্ অস্পৃশৎ (৬।৮।২, এখানে 'ব্রতপা'রূপে পরমব্যোম হতে তাঁর নেমে আসা, আবার এখান থেকে বিশোকলোকে উত্তীর্ণ হওয়া—দুয়েরই উদ্দেশ), ৭।৫।৭, দিবিযোনিঃ ১০।৮৮।৭, ১০ (দ্র টী ১৪৮), 'মাতুঃ পদে পরমে অন্তি ষদ্ গোর্ বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রয়তস্য জিহ্বা' পরম পদে (পৃশ্নির্ পিণী) গো-মাতার সন্নিহিত (পালানের দিকে চলেছে, বীর্যবর্ষী দেবতার প্রসারিত জ্বালার জিহ্বা ৪।৫।১০, 'পৃশ্নি' মরুদ্গণের মাতা, ব্রহ্মসংস্পর্শের প্রতীক, তাঁর পালান অমৃতের নির্ঝর, সেই অমৃতের তৃষ্ণায় বৈশ্বানরের শিখা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে পরম পদে তাঁর উৎসে)। [১]৬।৮।৭, দ্র টী ১৪৩[২], ১৪৮[২], ২১৩[৩]। [২]১।৫৯।২, দ্র টী ২০৫[১]; তু অন্তর্ দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে ৩।৩।২, কেতুং দিবো রোচনস্থাম্ উষর্বুধম্ অগ্নিং মূর্ধানং দিবঃ ২।১৯, ৬।৭।১ (টী ৩২২[১])। [৩]তু. পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীর্ আ বিবেশ, বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ (১।৯৮।২ 'পৃষ্ট' < √স্পৃশ্, তু দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ ১।৩৬।৩, শো দিবি পৃষ্টঃ ২।২।২, ছুঁয়ে আছেন, ছেয়ে আছেন, আরও তু 'পৃশ্নি')। ঋ পৃষ্টো দিবি ধায্য্ (নিহিত) অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্ ৭।৫।২, স্বর্বিদ দিবিস্পৃশ ১০।৮৮।১। [৪]স রোচয়জ্ জনুষা রোদসী উভে ৩।২।২, আ রোদসী অপৃণদ্ আ স্বর্ মহৎ ৭, ৩।৩।১০, ৭।১৩।২ (জাতবেদার উল্লেখ দ্র), ১০।৮৮।৩। [৫]বৈশ্বানর নাভির্ অসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্ যযন্থ (স্তম্ভের মত জনগণকে ঠেকনা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছ; তু শো স্কম্ভব্রহ্ম) ঋ. ১।৫৯।১। [৬]১০।৮৮।৫, ৬ (টী ১৭৯[৩], ৯১[৮], ১৪৮)। [৭]'বৈশ্বানরস্য বিমিতানি চক্ষসা সানূনি দিবো অমৃতস্য কেতুনা, তস্যেদ্ উ বিশ্বা ভুবনাধি মূর্ধনি বয়া ইব রুরুহুঃ সপ্ত বিস্রুহঃ'—বৈশ্বানরের চোখ ছেয়ে আছে দ্যুলোকের সানুদেশ অমৃতের নিশানা হয়ে, তাঁরই মূর্ধায় নিখিল ভুবন শাখার মত গজিয়েছে সাতটি ধারা ৬।৭।৬, বিস্রুহ্ 'স্রোত, ধারা' নি ৬৩, তু প্রসর্স্রাণো [ছড়িয়ে পড়ে] অনু দীর্ঘা বৃষা শিশুর্ মধ্যে যুবাজরো বিস্রুহা [সা 'ওষধীনাং মধ্যে' অর্থাৎ নাড়ীতন্ত্রে] হিতঃ ৫।৪৪।৩); ৭, টী ১৭১[২]; ১।৫৯।৫, টী ৩২২, তু ছা. বৈশ্বানর ৫।১১-১৮।

ভুবনেই।[১] দ্যুলোকের তিনি মূর্ধা, পৃথিবীর নাভি, দুয়ের মাঝে অন্তরিক্ষের নিত্য পথিক।[২] তাঁর সর্বব্যাপ্ত দীপ্তি ছুঁয়েছে দ্যুলোক, ছুঁয়েছে ভূলোক,[৩] আপূরিত করেছে রোদসীর অন্তরাল।[৪] এককথায় তিনিই বিশ্বভুবনের নাভি,[৫] রয়েছেন তার মূর্ধায়ও।[৬] শুধু তা-ই নয়, তিনি বিশ্বরূপ তাঁরই মূর্ধায় বিশ্বভুবন আর সাতটি প্রাণের ধারা প্ররূঢ় হয়েছে শাখার মত, বিশ্বভুবন দিকে-দিকে তাঁরই বিপুল বিস্তার।[৭]

আবার বিশ্বরূপ হয়েই তিনি 'বিশ্বকৃৎ' [৩২৮]। তাঁর 'অভিক্রন্দ' হতেই বিশ্বভুবনের জন্ম দিয়েছেন তিনি।[১] স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তাঁর কৃতি[২] 'সহস্ররেতা বৃষভ' তিনি,[৩] ঊর্ধ্বে অধে নিখিল ভুবনে তাঁর বীজ নিষিক্ত করে চলেছেন চঞ্চল হয়ে।[৪] এই তাঁর 'বিশ্বকর্মা' বা 'প্রজাপতি'রূপ।

বৈশ্বানর যেমন সর্বদেবময় [৩২৯], তেমনি আবার তিনিই বিশ্বমানব।[১] এই মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃত জ্যোতি হয়ে রয়েছেন ধ্রুবপদে, দৃষ্টির সামনে ফুটবেন বলে নিজেকে নিহিত করেছেন ধ্রুবজ্যোতীরূপে।[২] এইখানে আবির্ভূত হয়েই তিনি বিশ্বসাক্ষী, এইখানে থেকেই তাঁর জ্যোতির্মহিমা উৎসৃপ্ত হয় লোকোত্তরে।[৩]

মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হতেও নিবিড়। তিনি তাদের রাজা, তিনি বিশ্বপতি [৩৩০]। মানুষের উৎসর্গসাধনার কেন্দ্র তিনি,[১] তার অগ্র্যা ধীর

[৩২৮] তু খো অগ্নিঃ প্রাতঃসবনে পাতু অস্মান্ বৈশ্বানরঃ বিশ্বকৃদ্ বিশ্বশম্ভূঃ ৬ ৪৭।১, তু ঋ 'বিশ্বকর্মা' ১০।৮১-৮২ সূ, ১০।৮২।২ (টী ১৩৩)। [১]'ধং ভুবনা জনয়ন্ অভিক্রন্ অপত্যায় জাতবেদো দশস্যন্' তুমি ভুবনের জন্ম দাও তাদের উদ্দেশে নিনাদ করে, তোমার অপত্যকে হে জাতবেদা দাও (নিজেকে) ৭ ৫ ৭; বৈশ্বানরের এই অভিক্রন্দ অনাহত 'ব্যাহৃতি'; তু বাক্ দ্বারা 'সলিলের তক্ষণ' এবং তাহতে 'অক্ষরের ক্ষরণ' (১ ১৬৪ ৪১-৪২), তন্ত্রের 'নাদ'। [২]স পতত্রীত্বরং (যা উড়ছে, যা চলছে) স্থা জগদ্ যচ্ছ্বাত্রম্ (অনায়াসে 'ক্ষিপ্রম্' সা) অগ্নির্ অকৃণোজ্ জাতবেদাঃ ১০ ৮৮।৪। তাঁর জন্ম আর বিশ্বভুবনের কৃতি যুগপৎ, কেননা তিনিই বিশ্বভুবন। [৩]৪।৫।৩। [৪]৩।২।১০, টী ১৭৮[৮]।

[৩২৯] তু ঋ বিশ্বদেবাম্ ৩।২।৫ (অগ্নির বিণ ১।১৪৮।১, বৃহস্পতির ৩।৬২।৪, পূষার ১০ ৯২।১৩, সোমের ১ ১১০।১, তু যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্ আভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা (বিশ্বদেবগামেন সূর্যেণ) ১০ ১৭০ ৪। 'বিশ্বদেবের জন্য' বা 'বিশ্বদেবময়' দুই অর্থই হতে পারে প্রথম অর্থে, যিনি বিশ্বদেবের দিকে নিয়ে চলেছেন), যো বিশ্বেষাম্ অমৃতানাম্ উপস্থে ৭।৫ ১, যে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে ১।৫৯।১। [১]তু বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টিঃ ১।৫৯।৭, দম্নসম্ বিশ্বচর্ষণিম্ মনুর্হিতম্ ৩।২।১৫। [২]৬।৯।৪-৫, টী ২৮[১]। [৩]ইতো জাতো বিশ্বম্ ইদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ১ ৯৮।১ (তু ৫।৪।৪- অত্র শাকপূণির মন্তব্য 'ন চ পুনর্ আত্মনাত্মা সংযততে [প্রতিস্পর্ধী হয়], অন্যেনৈবান্যঃ সংযততে ইত ইমম্ আদধাতি, অমুতো হমুষ্যা রশ্মযঃ প্রাদুর্ভবন্তি, ইতো হস্যার্চিষঃ, তয়োর্ ভাসোঃ সংসঙ্গং দৃষ্টৈবম্ অবক্ষ্যৎ' নি ৭।২৯; সুতরাং সূর্য আর বৈশ্বানর আলাদা ঋকের ভাবার্থ বৈশ্বানরের দীপ্তি যেন সূর্যের মত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপ্ত আত্মচৈতন্যের দীপ্তি 'রবিতুল্য' তু (শ্বে ৫।৮); ৭।১৩।৩।

[৩৩০] ঋ ১ ৫৯।৫, ৯৮ ১, ৬।৮।৪, ৯ ১; ৩।২।১০, ৩ ৮। [১]নাভিং যজ্ঞানাম্ ৬।৭।২। [২]যন্তারং ধীনাম্ ৩ ৩ ২ [৩]অস্যুরো বিপশ্চিতাম্ ৩।৩।৭। বিপশ্চিৎ নিঘ 'মর্শিচৎ বিপশ্চিৎ' মেধাবী (৩।১৫) অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ তু ঋ মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ ৮।৪৩।১৯, পতঙ্গম্ অক্তং অসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ ১০ ১৭৭ ১ টী, ১৮৯[১]), ৮।১।৪, ৬৫।৯, ৯।১৬।৮। এখানেও এই অর্থ। কিন্তু ঋতে শব্দটি দেবতার বেলাতেই বেশী প্রযুক্ত—বিশেষ করে সোমের বিশেষণরূপে, যিনি গভীরের আনন্দধারা তু ৯।১২ ৩, ২২ ৩, ৩৩।১, ৮৬।৩৬, ৪৪, ৯৬ ২২, ১০১।১২)। সুতরাং বলা যায় দেবতার বিশেষণই ঋষিকে উপচরিত হয়েছে। দেবতার সাযুজ্য লাভ করেছেন বলে হৃদয়ের প্রত্যেকটি কম্পনকে বিপ্) যিনি জানেন, তিনি 'বিপশ্চিৎ'। তাঁর ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনা বারবার বৈশ্বানরের বারুণী শূন্যতায়

নিয়ন্তা[২] ভাববিহ্বল চেতনায় তিনিই আবির্ভূত হন পরমদেবতারূপে।[৩] এই আধারে নিত্যজাগ্রত তিনি[৪] ভাঙেন বৃত্রের বাধা, ছিন্নভিন্ন করেন শম্বরের মায়া,[৫] শ্রদ্ধাহীন উৎসর্গহীন কার্পণ্যের গ্রন্থিকে করেন বিদীর্ণ,[৬] অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাকে মুক্ত করেন, চিদাকাশে ফুটিয়ে তোলেন তিমিরবিদার উষার আলো।[৭]

তাই তাঁকে বিশেষ করে বলি 'আর্যের জ্যোতি' [৩৩১] আঁধার হতে দস্যুদের বিতাড়িত করে বিপুল জ্যোতি তিনিই ফোটান আর্যের জন্য,[১] জাগান বিশ্বচেতনার অনিবাধ আনন্ত্য,[২] বৃহস্পতি হয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ করেন পরমদেবতার সাযুজ্যে।[৩]

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলতে গেলে বৈশ্বানরকে আমাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি 'চিত্তি' বা অন্তরাবৃত্ত বিবেকচেতনার দ্বারা, যদিও তারও মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রাণ মাতরিশ্বার প্রেষণা [৩৩২]। বিপ্রের অগ্রাবুদ্ধিজাত দৃষ্টির বৈদ্যুতীতে আধারে তাঁর

মিলিয়ে যায়। অসুর বৈশ্বানরের বর্ণনা দ্র ছা ৫।১৮। [৪]ঋ. ৩।২।১২ (টী ১৮০[৩]), ৩।৭। [৫]১।৫৯ ৬ (দ্র টী ৩২৪[২])। [৬]৭।৬।৩ টী. ৫৭[১])। [৭]বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরম্ কেতুম্ (নিশানা) অহ্নাম্ অকৃণ্বন্, আ যস্ ততানোষসো বিভাতীর্ অপো ঊর্ণোতি (অপাবৃত করেন, হটিয়ে দেন) তমো অর্চিষা যন্ (যেতে যেতে) ১০।৮৮।১২, বৈশ্বানর সূর্যরূপে, তু 'অন্তর্বাবদ্ অকৃণোজ্ জ্যোতিষা তমঃ' অন্তরালস্থিত অন্ধকারকে (দূর) করলেন জ্যোতি দিয়ে ৬।৮।৩, ৯।১, 'যো দেহ্যো অনময়দ্ বধস্নৈর্ যো অর্যপত্নীর্ উষসশ্ চকার'—যিনি দেয়ালগুলিকে নুইয়ে দিলেন প্রহরণ দিয়ে, যিনি ঈশ্বরপত্নী করলেন উষাদের (৭।৬।৫; **দেহী**—ঘের, দেয়াল, তু. ইন্দ্রঃ শম্বরস্য বি নবতিং নব চ দেহ্যো হন্ ৬.৪৭।২, অবিদ্যার নিরানব্বইটি আবরণ, তু. বেদান্তে 'কোশ', বৈশ্বানর তমিস্রার আবরণ বিদীর্ণ করে ফোটালেন প্রাতিভসংবিতের অরুণিমা, **তাকে যুক্ত করলেন প্রজ্ঞানের সূর্যের সঙ্গে**)।

[৩৩১] ঋ ১।৫৯।১, টী ২০৫[১]। [১]ত্বং দস্যূঁর্ ওকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্ জনয়ন্ আর্যায় ৭।৬।৫। [২]যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্ চকর্থ ১।৫৯ ৫। [৩]৩।২৬।২, টী. ১৯৬[১], ২০১[৮]।

[৩৩২] তু. ঋ আ দূতো অগ্নিম্ অভরদ্ বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ (সুদূর থেকে) ৬ ৮।৪, আ যং দধে (আমাদের মধ্যে) মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্ দ্যুলোকে যাঁর বাস) ৩।২ ১৩। [১]৩।৩।৩, দ্র টী ২১৭[৩], তু ৩।২৬।১, টী ১৭০[২]। [২]তু. 'দেব সমীচী বিভৃতশ্ চরন্তং শীর্ষতো জাতং মনসা বিমৃষ্টম্, স প্রত্যঙ্ বিশ্বা ভুবনানি তস্থাব্ অপ্রযুচ্ছন্ তরণির্ ভ্রাজমানঃ' দুজনে সুসংগত হয়ে বহন করেন তাঁকে যখন তিনি চলতে থাকেন, শীর্ষ হতে জন্মেছেন তিনি মনের দ্বারা বিমৃষ্ট হয়ে, তিনি বিশ্বভুবনের সামনে দাঁড়ালেন—অপ্রমত্ত, সব ছাপিয়ে, ঝলমল হয়ে ১০।৮৮ ১৬। বৈশ্বানর যখন সূর্য হয়ে জ্বলে ওঠেন মূর্ধন্য-চেতনায়, তখনকার বর্ণনা। 'দেব' দ্যুলোক আর ভূলোক, বৈশ্বানরের দীপ্তিতে দুইই সমুজ্জ্বল, দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। 'শীর্ষতো জাতম্' তু ৬।১৬।১৩, টী ২০৬; মু 'শিরোব্রত' ৩।২।১০। [৩]তু 'ইদম্ উ ত্যন্ মহি মহাম্ অনীকম্ যদ্ উস্রিয়া সচত পূর্ব্যং গৌঃ ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং গুহা রঘুষ্যদ্ রঘুযদ্ বিবেদ' এই সেই মহৎ জ্যোতিঃপুঞ্জ মহানদের, যিনি আগে (চললেন)। আর আলোকধেনু চললেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, ঋতের ধামে ঝলমল করছে যে গোপন (জ্যোতি) ক্ষিপ্রস্যন্দী আর ক্ষিপ্রগামী হয়ে তাকে পেলেন তিনি ৪ ৫।৯। 'উস্রিয়া গৌঃ' বা আলোকধেনু হলেন উষা। 'উষর্বুধ' অগ্নি তাঁর বৎস, তিনি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলছেন। এই অগ্নি পার্থিব আধারে থেকেও পুঞ্জীভূত চিৎশক্তিতে 'রবিতুল্যরূপ' (তু ১.১১৫।১, দেব ৫।৮)। তিনি চললেন পরমব্যোমের সেই গুহাহিত জ্যোতির দিকে এবং তাকে পেলেনও। প্রাতিভসংবিৎ (উষা), অভীপ্সার শিখা অগ্নি বৈশ্বানর) এবং প্রজ্ঞান (সূর্য) এই তিনের সমাহার। [৪]ঋ ৪।৫।৩, টী ১৭৭[৭]। [৫]'ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকামিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম, বৃহদ্ দধাথ ধৃষতা গভীরং যহ্বং পৃষ্ঠং প্রযসা সপ্তধাতু' হে অগ্নি, হে পাবক, আমি কতটুকুই বা, (তবুও তোমার ব্রত) লঙ্ঘন করিনি, সেই আমাতে তুমি গুরুভারের মত নিহিত করেছ তোমার ধর্ষক প্রীতির সঙ্গে এই মনন—যা বৃহৎ, যা গভীর যা দামাল, যা সবছাওয়া, যার সাতটি ধাম ৪।৫।৬। 'মন্ম' মনন, মন্ত্র কবিহৃদয়ের জ্যোতিরুচ্ছ্বাস। 'ধৃষতা প্রয়সা' দেবতার সেই ভালবাসার হানা যা আমাদের অভিভূত করে। 'পৃষ্ঠম্' < √ স্পৃশ্ + থ (নি ৪।৩।২), সমতলভূমির প্রতীক, যেমন 'নাকস্য পৃষ্ঠম্', এখানে

মহিমার উন্মেষ ঘটে।[১] বলা যেতে পারে, মনের বিমর্শ হতে শীর্ষে তাঁর আবির্ভাব হয়, সাধকের সহস্রারে তিনি জ্বলে ওঠেন।[২] পরমব্যোমে ঋতের ধামে ঝলমল করছে যে নিগূঢ় রহস্যের জ্যোতি, তিনি তা জানেন।[৩] সেই গুহাহিতকে মনীষার দিব্য-দ্যুতিতে ফুটিয়ে তোলেন তিনি কবির চেতনায়।[৪] সপ্তধাবিচ্ছুরিত সে বৃহৎ গভীর আলোর গুরুভার সে যেন আর বইতে পারে না।[৫] যা সে দেখেছে যা জেনেছে, যে জ্যোতির দুয়ার খুলে গেছে তার সামনে, কি করে অপরকে তার কথা সে বলবে?[৬] এ রহস্যের সে যেন আর কূল পায় না। তাই সে আকুলনয়নে তাকিয়ে থাকে দূরদিগন্তের পানে, কবে অমৃতের পত্নী জ্যোতির্ময়ী ঊষারা সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে তুলবেন তার আকাশ।[৭]

একদিন বৈশ্বানরের আবেশ পূর্ণসিদ্ধ হয় উপাসকের চেতনায়। দেবতা আর মানুষে সেদিন ভেদ থাকে না। ঋষির কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় এই ব্রহ্মঘোষ, 'অগ্নি আমি, জন্ম হতেই সর্বজাতকের বেত্তা—প্রদীপ্ত আমার চক্ষু, অমৃত আমার আস্যে; অর্চিঃ আমি তিনটি ধামে—প্রাণলোক ছেয়ে আছি, অজস্র দীপ্তি আমি, আমিই হবিঃ [৩৩৩]।' এই উক্তিতে সর্বাত্মভাব এবং ব্রহ্মসাযুজ্যের ভাবনা খুবই স্পষ্ট।

'পৃষ্ঠদেশের মত ব্যাপ্ত'। 'সপ্তধাতু', তু বিষ্ণুর 'সপ্তধাম' (ঋ ১।২২।১৬), যজ্ঞের (৯।১০২।২), অগ্নির (৪।৭।৫); মননের সপ্তধাম তারই অনুগত। [৬] 'প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতম্ উপ নিণিগ্ বদন্তি যদ্ উস্রিয়াণাম্ অপ বার্ ইব বন্ পাতি প্রিয়ং রূপো অগ্রং পদং বেঃ' (সবার কাছে) কি বলব আমি একথা নিয়ে, ওরা যে গুহাহিতের (আভাস) আমার কাছে চুপিচুপি বলে যায় আলোকধেনুদের যে-(রহস্য) খুলে দিল দুয়ারের মত? তিনি আগলে রাখেন পৃথিবীর প্রিয় (ধাম) আর পাখির পরমপদ ৪।৫।৮। 'অস্য বচসঃ' অগ্নি যে কথা আমার কাছে বলে গেছেন, তু ৩ (টী ১৭৭[১])। সে রহস্য বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না। 'গুহা হিতম্' তু গোর্ অপগূল্হং পদম্ (৩) অর্থাৎ পরা বাকের রহস্য। অগ্নির উদ্দীপনাতেই বাকের দর্শন এবং শ্রবণ, তারপর মন্ত্রে তার স্ফুরণ। নিণিক্ তু 'নিণ্য' গোপন < নির্ √ নী > 'নির্ণেয়' ভিতর থেকে বাইরে আনতে হয় যাকে। তাহলে 'নিণিক্' < নির্ √ নী + ইজ্, ক্রিবিণ চুপি-চুপি। 'বদন্তি' অগ্নিশিখারা, কেননা এর আগে আছে 'অগ্নিঃ প্র রোচৎ' (৩)। 'উস্রিয়াণাং' [পদম্], তু 'গোঃ পদম্' (৩)। অগ্নি পৃথিবীস্থানদেবতা, তাই পৃথিবী তাঁর 'প্রিয়' ধাম। কিন্তু বৈশ্বানর-রূপে তাঁর ঊর্ধ্বাভিসার আলোর পাখি সূর্যের পরম ধামের দিকে। তিনি দুয়েরই 'পাতা' বা রক্ষক। [৭] 'কা মর্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামম্ অচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজম্ কদা নো দেবীর্ অমৃতস্য পত্নীঃ সূরো বর্ণেন ততনন্ন্ উষাসঃ'—কোথায় সীমা আর পথ, কি সে ভালবাসার ধন যার দিকে ছুটব, তুরঙ্গ যেমন ছোটে, ওজঃসম্পদের পানে? কবে অমৃতের দিব্য স্বামিনী উষারা সূর্যের ছটায় ছেয়ে ফেলবেন আমাদের ৪।৫।১৩। 'মর্যাদা' সীমা, বস্তুত 'উরৌ অনিবাধে' আমাদের বিহার, তার কোনও সীমানা নাই। 'বামম্' < √ বন্ 'ভালবাসা অর্জন করা, চাওয়া আর পাওয়া দুইই' কাম্য ধন। 'বাজম্' জয়লব্ধ সম্পদ যার জন্য প্রয়োজন সংবেগ আর ওজস্বিতার। ঘোড়দৌড়ের উপমা।

[৩৩৩] ঋ অগ্নির্ অস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুর্ অমৃতং ম আসন্, অর্কস্ ত্রিধাতু রজসো বিমানো ঽজস্রো ঘর্মো হবির্ অস্মি নাম ৩।২৬।৭। সূক্তের শেষ তৃচের প্রথম ঋক্, তার বিনিয়োগ অগ্নিচয়নের সময় সঞ্চিত অগ্নির প্রশস্তিতে (আশ্বলায়নশ্রৌ ৪।৮)। অগ্নিচয়ন পুরুষসূক্তে উল্লিখিত দেবযজ্ঞের অনুকৃতি—আমার আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি, অগ্নিবেদি বিশ্বের প্রতিরূপ, তার গভীরে আমিই আছি হিরণ্ময়পুরুষরূপে। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রটিকে ব্রহ্মসাযুজ্যের বীজরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাত্যায়নের মতে তৃচের প্রথম দুটি মন্ত্র আত্মস্তুতিও হতে পারে, শেষের মন্ত্রটি উপাধ্যায়ের স্তুতি; সম্পূর্ণ তৃচটিতে জীবন্মুক্তের বর্ণনা, প্রথম দুটি মন্ত্রে তাঁর ব্রহ্মঘোষ, শেষ মন্ত্রে প্রশস্তি। যাজ্ঞিকদের মতে প্রথম ঋক্ দুটির দেবতা অগ্নি। অধ্যাত্মদৃষ্টি সিদ্ধের, অধিযজ্ঞদৃষ্টি সাধকের। 'ঘৃতম্' ইদানীম্ অত্যন্তং দীপ্তম্ সা.। 'অমৃতং ম আসন্'—যেমন তিনি সর্বদ্রষ্টা, তেমনি সর্বভোক্তাও। তিনি 'মধ্বদ' (তু ১।১৬৪।২২) বা 'পিপ্পলাদ' (২০) অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল যে-কোনও অনুভবেই 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'রূপে পান অমৃতের

'ব্রহ্ম' প্রবন্ধ এবং পবিব্যাপ্ত কবিচেতনায় আবির্ভূতা দিব্যা বাক্, 'ব্রহ্ম' বৃহতের মন্ত্রচেতনা। বৈশ্বানর অগ্নি উপাসকের অন্তরে এই ব্রহ্মের পথ উন্মুক্ত করে দেন।[১] উল্লিখিত মন্ত্রে তারই উল্লাস।

বৈশ্বানরের এই হল ব্যক্তরূপ। আবার অব্যক্তের আঁধারেও তিনি সে আঁধারের সামনে বিশ্বদেবতা নুয়ে পড়েন ভয়ে ৩৩৪।। এ সেই মহাবিনাশ, যার মধ্যে বিশ্বভুবনের আহুতিতে সৃষ্টির নির্বাণ।[১] বৈশ্বানর সৃষ্টি আর প্রলয় দুইই - মাতরিশ্বারূপে যেমন তিনি সৃষ্টির প্রথম প্রাণস্পন্দ,[২] তেমনি তিনি মহানিশায় সংহৃত ভুবনের মূর্ধন্যচেতনা।[৩]

বৈশ্বানরের এই বিবৃতির সঙ্গে তুলনীয় ঋক্‌সংহিতার হিরণ্যগর্ভ, বাক্, বিশ্বকর্মা ও পুরুষের বিবৃতি [৩৩৫]। সবই সেই এক ভুবনেশ্বরের বন্দনা যাঁকে আমরা জানি ঔপনিষদ 'পুরুষ' বলে, যিনি অন্তরে যিনি বাইরে যিনি এই সব-কিছু হয়েছেন।

এই গেল সংহিতায় বৈশ্বানরের পরিচয়। ব্রাহ্মণে তাঁর উল্লেখ আছে বহুজায়গায়। সেখানে বারবার তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি সংবৎসররূপে প্রজাপতি [৩৩৬]। দ্রবিণোদা অগ্নির প্রসঙ্গে সংবৎসরব্যাপী ঋতুচক্রের আবর্তনরহস্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বসন্তে প্রাণের উন্মেষ, আবার শিশিরে তার নিমেষ। ঋতুচক্রের এই পূর্ণ পরিক্রমায় আমরা দেখি কালের ছন্দে প্রজাপতির বিশ্বরূপের একটি আবর্তন। সংবৎসর ঘুরে ঘুরে আসে। সেই একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বৈদিক সাধনার এই একটি ধারা। এই বিজ্ঞানে সংবৎসরকে প্রাণস্পন্দরূপে জানলেই সৃষ্টির মূলকে জানা হয়। যজ্ঞরহস্যের সঙ্গে এই কালবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যজ্ঞ চেতনার উত্তরায়ণ, তা আদিত্যায়নের ছন্দে গাঁথা। সৃষ্টি বা প্রাজাপত্যব্রত আদিত্যায়নের বিভূতি। ব্রাহ্মণে তাই 'প্রজাপতি' 'সংবৎসর' 'যজ্ঞ' সবই সমার্থক। বৈশ্বানরকে সেখানে সংবৎসর প্রজাপতি বলায় তাঁকে পাচ্ছি যজ্ঞেশ্বর পুরুষরূপে। অন্যত্র তাঁকে সংবৎসররূপী 'প্রাণ' এবং 'আয়ু'[১] বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।[২] আবার দ্যুলোকের অগ্নিকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে ব্রাহ্মণ

আস্বাদন। 'অর্কঃ' সা 'প্রাণ' তু শব্রা. ১০।৬।২।৭, ৪।১ ২৩।॥ 'অর্চিঃ', সুতরাং 'আগুনের সুর'। 'ত্রিধাতুঃ' জ্বলন্তন তিনটি ধামে পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে, দ্যুলোকে সূর্যরূপে। 'রজঃ' প্রাণলোক। 'ঘর্মঃ' দীপ্তি, 'প্রকাশাত্মা' সা। 'হবিঃ'—তু সা ভোক্তৃভোগ্যভাবেন দ্বিবিধং হীদং জগৎ, এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্ অন্নং চৈবান্নাদশ্ চ, সোম এবান্নম্ অগ্নির্ অন্নাদ (বৃ. ১ ৪ ৬) ইতি শ্রুতেঃ আমিই অগ্নি, আমিই হবিঃ। তাই আমিই আমাকে ভোগ করছি এই সর্বাত্মভাবই অগ্নিচয়নের পরিণাম [১]তু ঋ বৈশ্বানর ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুম্ ৭।১৩ ৩।

[৩৩৪] ঋ বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ ত্বাম্ অগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্ ৬।৯।৭। অগ্নি গুহাহিত, অব্যক্তের তমিস্রায় অন্তর্গূঢ়। আলোর দেবতারা সেখানে যেতে ভয় পান। আবার বিপরীতক্রমে ওই তমিস্রাই জ্যোতির উৎস। [১]যং দেবাসো ঽজনয়ন্তাগ্নিং যস্মিন্ন্ আজুহবুর্ ভুবনানি ১০।৮৮।৯। [২]তু. ৩।২৬।২। [৩]১০।৮৮।৬।

[৩৩৫] দ্র. ঋ. ১০।১২১, ১২৫, ৮১-৮২, ৯০ সূ.।

[৩৩৬] দ্র শ সংবৎসরো বৈ পিতা বৈশ্বানরঃ প্রজাপতিঃ ১।৫।১।১৬, ৫ ২ ৫ ১৪, ৬।২।১।৩৬, ৬ ৬ ১ ৫ ২০, ৭ ৩ ১ ৩৫; ঐ ৩।৪১; তৈ ১।৭।২।৫ [১]৪।২।৪।১; ৪। [২]তু ঋ. 'মাতরিশ্বা॥ বৈশ্বানর' ৩।২৬ ২। [৩]শ ৩।৮।৫।৪; তৈ. ৩।৮।৬।২, ৯।১৭।৩।

এমনও বলছেন, 'এই পৃথিবীই অগ্নি বৈশ্বানর, আর সেই হল প্রতিষ্ঠা'[৩] অর্থাৎ এখানে যা-কিছু সবই বৈশ্বানর।

ব্রাহ্মণে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৈশ্বানর 'তনূপাঃ' অগ্নি [৩৩৭]। অগ্নির এই বিশেষণ ঋক্‌সংহিতাতেও আছে।[১] আমাদের আধারের তিনি রক্ষক, তাঁর তাপই আমাদের প্রাণ এবং চেতনা। সাধনদৃষ্টিতে তিনি 'শিরঃ' অর্থাৎ মূর্ধন্যচেতনার দীপ্তি।[২] এইখানেই অগ্নি সোমের মিলনে শরীর যোগাগ্নিময় হয়।[৩] আবার এই অগ্নি বৈশ্বানরই আমাদের মধ্যে থেকে অন্নের পরিপাক ঘটান।[৪] পরিশেষে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিৎ পুরুষকেও বলা হয়েছে বৈশ্বানর।[৫]

ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যার প্রসঙ্গ আছে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৩৮]। প্রসঙ্গটি শতপথব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়।[১] দুয়ের বিবৃতিতে কিছু তফাত আছে। উভয়ত্র বিদ্যার প্রবক্তা অশ্বপতি কৈকেয়; কিন্তু বিদ্যার্থীদের মধ্যে প্রাচীন-শাল ঔপমন্যবের জায়গায় ব্রাহ্মণে আছেন মহাশাল জাবাল। ব্রাহ্মণের আলোচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত, প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুশাসন সেখানে নাই। আর ফলশ্রুতিতে আছে: 'য়ো বা এতং বৈশ্বানরং বেদাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি সর্বম্ আয়ুর্ এতি।' উপনিষদে এটি নাই।

অগ্নির মোটামুটি পরিচয় এখানেই শেষ হল।

৬ আপ্রীদেবগণ

দেবতাদের সামান্যত পরিচয় দিতে গিয়ে যাস্ক তাঁদের 'ভক্তি' 'সাহচর্য' এবং 'কর্মের' কথা তুলেছেন [৩৩৯]। নৈরুক্তদের মতে আসলে দেবতা তিনজন: পৃথিবী-স্থান অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থান বায়ু অথবা ইন্দ্র, আর দ্যুস্থান সূর্য।[১] প্রত্যেক দেবতার ভক্তি ইত্যাদি পৃথক-পৃথক। তার মধ্যে অগ্নিভক্তি হল: লোকের মধ্যে এই পৃথিবী, সোমযাগের তিনটি সবনের মধ্যে প্রাতঃসবন, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, স্তোমের মধ্যে ত্রিবৃৎ, সামের মধ্যে রথন্তর, 'দেবগণের মধ্যে পৃথিবীস্থান যেসব দেবতার উদ্দেশ আছে' এবং অগ্নায়ী পৃথিবী আর ইলা এই তিনটি স্ত্রীদেবতা।[২] কিন্তু যাস্ক যেমন বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দেবগণের উল্লেখ করেছেন,[৩] পৃথিবীস্থান দেবগণের উল্লেখ তেমনভাবে করেননি। দুর্গ তাঁর ব্যাখ্যায় পৃথিবীস্থান দেবগণের উদাহরণ দিচ্ছেন, 'আপ্রাঃ, অক্ষাঃ, গ্রাবাণঃ, অভীষবঃ' ইত্যাদি। এর মধ্যে আপ্রীরাই প্রধানত

[৩৩৭] শ ৩ ২ ২ ২৩, তৈআ ২।৫।৩। [১]সাধারণভাবে ঋ ৮।৭১।১৩, ১০।৪৬ ১, ৬৯।৭; বৈশ্বানরের বিণ ১০ ৮৮।৮। [২]শ ৬ ৬ ১ ৯, ৯ ৩ ১ ৭, তু 'শিরোব্রত'। [৩]তার সংকেত, চিত্তের একাগ্রতায় আধারে তাপের উৎপত্তি এবং সেইসঙ্গে ব্যাপ্তিভাবনার ফলে স্নিগ্ধতার অনুভব। দুয়ের মিলনে দৈহ্যচেতনায় অগ্নিসোমের যুগ্মবিলাস। [৪]তু শ অয়ম্ অগ্নির্ বৈশ্বানরো যো ঽয়ম্ অন্তঃ পুরুষে, য়েনেদম্ অন্নং পচ্যতে যদ্ ইদম্ অদ্যতে ১৪ ৮।১০।১ বে ৫।৯।১ [৫]তৈব্রা. ২।১।৪।৫, ৩।৭।৩।২।

[৩৩৮] দ্র. বেমী. পৃ. ১৪৫-৪৭। [১]শ. ১০।৬।১।

[৩৩৯] দ্র নি ৭।৮ ১১। 'ভক্তি' ভজনা, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। [১]নি ৭।৫। [২]নি ৭।৮।২। 'স্তোম' দ্র বেমী পৃ ৬০। [৩]নি. ১১ ১৩, ১২।৩৫। [৪]দ্র টীমু. ১৪৫; নি. ৭ ৮।২, তত্র দুর্গ; উদ্দিষ্ট সংজ্ঞাগুলিতে বহুবচন লক্ষণীয়।

দেবতাপদবাচ্য, অন্যত্র পার্থিব বস্তুতে দেবত্বের আরোপ মাত্র। বৈদিক ভাবনায় আপ্রী-দেবগণের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যেতে পারে, আপ্রীদেবতারাই মুখ্যত পৃথিবীস্থান দেবগণ।[৪]

আপ্রীদেবগণের উদ্দেশে রচিত আপ্রীসূক্তগুলির ঋগ্বেদে একটা বিশেষ মর্যাদা এবং স্থান আছে। সংহিতার বিভিন্ন মণ্ডলে মোটের উপর দশটি আপ্রীসূক্ত পাওয়া যায়। একেকটি সূক্ত একেক ঋষির বংশে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে প্রথম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যথাক্রমে মেধাতিথির দীর্ঘতমার এবং অগস্ত্যের; দশম মণ্ডলের দুটি বাধ্র্যশ্ব সুমিত্রের আর জমদগ্নির, আর বাকী পাঁচটি গৃৎসমদের, বিশ্বামিত্রের, বসুশ্রুত আত্রেয়ের, বসিষ্ঠের আর কশ্যপ অসিত বা দেবলের [৩৪০]। প্রত্যেক যজমানের পক্ষে নিজ-নিজ গোত্রপ্রবর্তক ঋষির আপ্রীসূক্ত প্রয়োগ করাই প্রাচীন বিধি[১] কিন্তু আশ্বলায়ন বলেন, গৃৎসমদ এবং বসিষ্ঠ গোত্রের ছাড়া আর সবাই জমদগ্নির আপ্রী-সূক্তটিও ব্যবহার করতে পারেন; বিশেষত প্রাজাপত্য পশুযাগে এই সূক্তটিই সর্ব-জনীন।[২] যাস্কও আপ্রীসূক্তের প্রসঙ্গে এই সূক্তটিকেই আদর্শ ধরে তার ব্যাখ্যা করেছেন।[৩]

দুটি বাদে প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারটি করে ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকের দেবতা আলাদা। দেবতাদের একটা ক্রম বাঁধা আছে। সে-অনুসারে তাঁদের নাম: ১ সমিদ্ধঃ, ২ নরাশংসঃ বা তনূনপাৎ, ৩ ইলঃ, ৪ বর্হিঃ, ৫ দেবীর্ দ্বারঃ, ৬ উষাসানক্তা, ৭ দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ, ৮ সরস্বতীলাভারত্যঃ, ৯ ত্বষ্টা, ১০ বনস্পতিঃ, ১১ স্বাহাকৃতয়ঃ। দ্বিতীয় দেবতার বেলায় বিকল্প আছে। মেধাতিথি আর দীর্ঘ-তমার আপ্রীসূক্তে নরাশংস ও তনূনপাৎ দুটি দেবতার উদ্দেশেই একটি করে মন্ত্র আছে। তাতে মন্ত্রসংখ্যা প্রথমটিতে বারো, এবং দ্বিতীয়টিতে শেষের একটি ঐন্দ্রী ঋক নিয়ে তের [৩৪১]। প্রৈষিকসূক্তেও তেমনি করে বারোটি মন্ত্র। বসিষ্ঠ আত্রেয় বাধ্র্যশ্ব আর গৃৎসমদের আপ্রীসূক্তগুলির দ্বিতীয় দেবতা শুধু নরাশংস, বাকী চারজনের আপ্রীসূক্তে শুধু তনূনপাৎ।[৪]

'আপ্রী' সংজ্ঞার তিনটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে আপ্রী 'যাজ্যা' বা যাগের মন্ত্র। এইসব মন্ত্র পাঠ করে দেবতার 'প্রীতি' সম্পাদন করতে হয়

[৩৪০] ঋ স. ১।১৩, ১৪২, ১৮৮, ১০।৭০, ১১০; ২।৩, ৩।৪, ৫।৫, ৭।২, ৯।৫। লক্ষ্য অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির মধ্যে বামদেব এবং ভরদ্বাজের মণ্ডল দুটিতে আপ্রীসূক্ত নাই কেন? ৯।৫ সূক্তে অগ্নি পবমান সোমের সঙ্গে মিশে আছেন, দ্র টী ২১৫৮। [১]দ্র ঐব্রা তাভির্ যথঋষ্য্ আপ্রীণীয়াদ্, যদ্ যথাঋষ্য্ আপ্রীণাতি যজমানম্ এব তদ্ বন্ধুতায়া নোৎসৃজতি ২।৪। [২]আশ্বলায়নশ্রৌ ৩।২।৫-৭। দ্র ঐব্রা 'স ... সার্বরূপ ... পুরস্তাদ্ দীক্ষায়াঃ প্রাজাপত্যং পশুম্ আলভতে। তস্যাপ্রিয়ো জামদগ্ন্যা ভবন্তি। তদ্ আহুর্ যদ্ অন্যেষু পশুষু যথঋষ্য্ আপ্রিয়ো ভবন্ত্য্ অথ কস্মাদ্ অস্মিন্ সর্বেষাং জামদগ্ন্য এবেতি। সর্বরূপা বৈ জামদগ্ন্যাঃ সর্বসমৃদ্ধাঃ ৪।২৬; তু. শব্রা. ১৩।২।২।১৪। [৩]নি. ৮।৫-২১।

[৩৪১] মন্ত্রসংখ্যা বারো হলে তার তাৎপর্য বিশ্বাত্মভাবনাতে; তু অগ্নিচয়নপ্রসঙ্গে শব্রা 'দ্বাদশাপ্রিয়ঃ, দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ। সংবৎসরো অগ্নিঃ। দ্বাদশাক্ষরা জগতী ইয়ং বৈ জগতী, অস্যাং হীদং সর্বং জগৎ, ইয়ম্ উ বা অগ্নিঃ জগতী সর্বাণি ছন্দাংসি সর্বাণি ছন্দাংসি প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্ অগ্নিঃ' ৬।২।১।২৮-৩০। ইন্দ্র জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে নিত্যযুক্ত শুদ্ধমনের দেবতা; পশুযাগ প্রাণকে উধ্বায়িত করবার সাধনা। তাই তাতে ইন্দ্রের প্রাধান্য হওয়া স্বাভাবিক। যজুঃসংহিতার অনেক আপ্রীসূক্তেই তাই। [৪]নি ৮।২২.১২।

বলে এদের নাম 'আপ্রী', এরা তেজ এবং 'ব্রহ্মবর্চস' বা বৃহতের ভাবনাজনিত দীপ্তি [৩৪২]। শতপথব্রাহ্মণে আবার পাই : 'সমস্ত মন দিয়ে বা সমস্ত আত্মা দিয়ে যজ্ঞের সে আয়োজন করে আর নিজেকে গুটিয়ে আনতে চায়, যে নাকি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়। তার আত্মা যেন রিক্ত হয়ে যায়। তখন এই আপ্রীদের দিয়ে সেই আত্মাকে "আপ্যায়িত" করা হয়। আপ্যায়িত করা হয় বলেই তাদের নাম আপ্রী।'[১] সর্বশেষে যাস্কের ব্যুৎপত্তি : 'আপ্রী কি করে হল? আপ্ (পাওয়া) বা প্রী (প্রীত করা) ধাতু থেকে।'[২] আসলে আপ্রী ঋকের বিশেষণ এবং তাথেকে দেবতারও বিশেষণ।[৩] যাস্ক সংজ্ঞাটি দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন।[৪]

আপ্রীসূক্তের দেবতারা যজ্ঞাঙ্গ না অগ্নি, তা নিয়ে যাস্ক সাম্প্রদায়িক মতভেদের উল্লেখ করেছেন। কাত্থক্য বলেন, 'ইধ্ম' বস্তুত যজ্ঞের ইন্ধন; 'তনূনপাৎ' আজ্য—তনূ হচ্ছে গো, তার দুধ হতে আজ্য হয় বলে সে তার নাতি; 'নরাশংস' যজ্ঞেরই আরেক নাম, কেননা নরেরা ওতে আসীন হয়ে দেবতার শংসন করেন বা প্রশস্তি উচ্চারণ করেন; 'দ্বারঃ' যজ্ঞগৃহের দ্বার; 'বনস্পতি' যূপ ইত্যাদি। কিন্তু শাকপূণি বলেন, এসবই বোঝাচ্ছে অগ্নিকে [৩৪৩]। এই মতান্তরের মধ্যে পরবর্তী যুগের কর্মকান্ড আর জ্ঞানকান্ডে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। বেদার্থমীমাংসায় রহস্যপ্রস্থান আর উপনিষৎপ্রস্থানের মাঝে সূক্ষ্ম ভেদেরও মূল এইখানে। যাস্ক অবশ্য শাকপূণির মতের সমর্থক।

আপ্রীসূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হয় পশুযাগের প্রযাজে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে [৩৪৪]। সুতরাং আপ্রীদেবতারা পশুযাগের প্রযাজের দেবতা। পশুযাগ

[৩৪২] ঐব্রা আপ্রীভির্ আপ্রীণাতি। তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসম্ আপ্রিয়ঃ ২।৪। [১]শব্রা 'তদ্ যদ্ আপ্রীভিশ্ চরন্তি, সর্বেণেব বা এষ মনসা সর্বেণেবাত্মনা যজ্ঞং সম্ভরতি সং চ জিহীর্ষতি যো দীক্ষতে। তস্য রিরিচান ইবাত্মা ভবতি, তম্ এতাভির্ আপ্রীভির্ আপ্যায়য়ন্তি। তদ্ যদ্ আপ্যায়য়ন্তি তস্মাদ্ আপ্রিয়ো নাম' ৩।৮।১।২। কিন্তু কাণ্বশাখার পাঠ 'স যদ্ এতাভির্ আপ্রীভিঃ পুনর্ আপ্যায়ত এতাভির্ এনম্ আপ্রীণাতি, তস্মাদ আপ্রিয়ো নাম।' তু জেন্দ *afrinaiti*। শব্রার ব্যু আক্ষরিক নয়, নিগূঢ় তাৎপর্যের বোধক। এইধরনের ব্যুৎপাদন অধ্যাত্মশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত পদ্ধতি; এগুলি ভাবনার সহায়ক, শব্দবিজ্ঞানের আইন দিয়ে এদের বিচার চলে না। [২]নি 'আপ্রিয়ঃ কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ প্রীণাতের্ বা' ৮।৫। এর পর যাস্ক ঐব্রার বচন তুলে দিয়েছেন। আপ্ ধাতু হতে ব্যুর কোনও প্রমাণ তিনি দেননি। কিন্তু ঐব্রার ভাষ্যে সা শাখান্তরের বচন তুলে দিয়েছেন, 'আপ্রীভির্ আপ্নুবন্, তদ্ আপ্রীণাম্ আপ্রীত্বম্' (তৈব্রা ২।২।৮।৬)। ঋতে 'আপ্রী' শব্দ নাই কিন্তু একজায়গায় আছে 'আপ্রস্য বকুলিন' (১।১৩২।২)। সা তার অর্থ করেছেন 'আপনশীলস্য ইতস ততো ব্যাপ্তস্য শব্দস্য'; Geldner বলেন, যেমন 'গায়ত্রী ॥ গায়ত্র', তেমনি 'আপ্রী ॥ আপ্র' অর্থ প্রীতিসাধক, বোঝায় যজমানকে। অনুক্রমণিকায় 'আপ্রী' এবং 'আপ্র' দুটি সংজ্ঞাই আছে (১।১৩)। দেবতার প্রশস্তিকে যেমন বলা হয় 'শংস', তেমনি তাঁর প্রীতিসাধক মন্ত্রমালাকেও বলা যেতে পারে 'আপ্রী'। সুতরাং ঐব্রার ব্যুই সংগত (দ্র শাব্রা ১০।৩; তু শব্রা ৩।৮।১।২, ৬।২।১।২৮।৩১, ১১।৮।৩।৫, ১৩।২।২।১৪; তাব্রা ১৫।৮।২, ১৬।৫।২৩)। [৩]তু নি দুর্গ 'আপ্রিয় ঋচঃ, তৎসম্বন্ধাৎ দেবতা অপি। ঋচস্ তাবৎ আপ্নুবন্তি প্রীণন্তি বা দেবতা ইতি আপ্রিয়ঃ। অথ পুনর্ দেবতা আপ্যন্তে আপ্রীয়ন্তে বা ইত্য্ আপ্রিয়ঃ' ৮।৪।২। [৪]নি. ৮।৪।১, ২১।৩, ২২।১৩।

[৩৪৩] দ্র. নি. ৮।৫, ৬, ১০, ১৪, ১৭।

[৩৪৪] দ্র টী ২৭৭। [১]আশ্বলায়নশ্রৌ ৩।৮।৩।৪। [২]শব্রা 'দশ বা ইমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশো যস্মিন্ন্ এতে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতাবান্ বৈ পুরুষঃ। তদ্ অস্য সর্বম্ আত্মানম্ আপ্যায়য়ন্তি। তস্মাদ্ একাদশ প্রয়াজা ভবন্তি (পশুযাগে)' ৩।৮।১।৩। [৩]তু ঐব্রা 'যজমানো বা এষ নিদানেন (সূক্ষ্মদৃষ্টিনিরূপণেন সা) যৎ পশুঃ (পশুনা স্বাত্মানো নিষ্ক্রীতত্বাৎ পশোর্

দুরকম। একটি স্বতন্ত্র, তার নাম 'নিরূঢ়পশুবন্ধ'; আর কতকগুলি সোমযাগের অঙ্গীভূত বলে নাম 'সৌমিক'।[১] নিরূঢ়পশুবন্ধ আহিতাগ্নিকে সারা জীবন ধরে প্রতিবছর একবার করে করতেই হয়। তাছাড়া দু'বারও করা যায়, কিংবা ছ'বার। একবার করলে বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্রের অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় করতে হয়; দু'বার করলে করতে হয় দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণের আদিতে; আর ছ'বার করলে প্রতি ঋতুতে। পশু প্রাণের প্রতীক। পশুযাগকে সংবৎসরের ঋতুচক্রের সঙ্গে এমনি করে বেঁধে দেওয়ার তাৎপর্য ঋতচ্ছন্দা বিশ্বপ্রাণের আনুকূল্যে আত্মোন্নয়নের কাজে লাগানো। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, 'পুরুষের মধ্যে আছে দশটি প্রাণ, আর আত্মা হলেন একাদশ যাঁতে এই প্রাণেরা প্রতিষ্ঠিত। এই হলেন পুরাপুরি পুরুষটি। এমনি করে তাঁর সমস্ত আত্মাকে আপ্যায়িত করা হয়। তাইতে প্রযাজ হল এগারটি।'[২] সুতরাং পশুযাগ প্রাণোপাসনারই নামান্তর এবং আপ্রীসূক্তগুলিরও তা-ই তাৎপর্য।[৩]

এগারটি প্রযাজের প্রথম দশটিতে হব্য হল আজ্য, আর শেষ প্রযাজের হব্য পশুর 'বপা' বা নাভির পাশের মেদ। নাভি অগ্নিস্থান এবং বপা সহজদাহ্য এই ইঙ্গিত অনুধাবনযোগ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'প্রশ্ন হবে, কোন্ দেবতারা স্বাহাকৃতি? বলবে, বিশ্বদেবেরা (অর্থাৎ বিশ্বের সমষ্টি চিৎশক্তি)।...এই-যে বপাহুতি, তা অমৃতাহুতি এবং অধ্যাত্মবীর্যরূপে অশরীরা তাই বপাহুতিতে সম্পূর্ণ যজমানকে সংস্কৃত করে দেবযোনিরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, আর তার ফলে যজমান সমস্ত আহুতির পরিণামস্বরূপে হিরণ্যশরীর হয়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে চলে যান [৩৪৫]।' এখানে পশু বস্তুত যজমানের 'নিষ্ক্রয়'। অর্থাৎ নিজেকে সোজাসুজি আহুতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে প্রতিনিধিরূপে পশুকে আহুতি দেওয়া।[১] সুতরাং পশুবলি আত্মবলিরই নামান্তর দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের একটি প্রতীকমাত্র।

বৈদিক যজ্ঞে পশুঘাতের বাড়াবাড়ি ছিল, এ-ধারণা সত্য নয়। আহিতাগ্নির অবশ্যকর্তব্য নিরূঢ়পশুবন্ধ বছরে বড় জোর ছ'বার করা সম্ভব ছিল এবং তাতে মাত্র একটি পশুর দরকার হত। সোমযাগে একাধিক পশুর দরকার হলেও তার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল, ইচ্ছামত তা বাড়াবার উপায় ছিল না। তাছাড়া সোমযাগ জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সবার পক্ষে তা করা সম্ভবও হত না। আশ্বলায়নকথিত দুটি কাম্য পশুযাগ

যজমানস্য। অনেন জ্যোতিষা পশোঃ পুরতো নীয়মানোল্মুকেন। যজমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এষ্যতীতি তেন জ্যোতিষা যজমানঃ পুরোজ্যোতিঃ স্বর্গং লোকম্ এতি' ২।১১। এই পুরোজ্যোতির সঙ্গে তু উপনিষদের 'হার্দ প্রদ্যোত' বৃ ৪।৪।২। দ্র টী ৩৮৫

[৩৪৫] ঐব্রা 'তদ্ আহুঃ, কা দেবতাঃ স্বাহাকৃতয় ইতি। বিশ্বে দেবা ইতি ব্রূয়াৎ। সা বা এষামৃতাহুতির্ এব যদ্ বপাহুতিঃ। অমৃতাহুতির অগ্ন্যাহুতিঃ। আতিথ্যকর্মসু যাজমানেন পৃষদাজ্যেনৈব আহবনীয়াগ্নৌ প্রক্ষেপরূপা সা অমৃতাহুতির্ আজ্যাহুতিঃ, অমৃতাহুতিঃ সোমাহুতিঃ এতা বা অশরীরা আহুতয়ঃ। যা বৈ কাশ্ চ অশরীরা আহুতয়ঃ, অমৃতত্বম্ এব তাভির্ যজমানো জয়তি স যাবান্ এব পুরুষস্, তাবন্তং যজমানং সংস্কৃত্যাগ্নৌ দেবযোন্যাং জুহোতি অগ্নির্ বৈ দেবযোনিঃ। সো ঽগ্নের্ দেবযোন্যা আহুতিভ্যঃ সম্ভূয় হিরণ্যশরীর ঊর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকম্ এতি' ২।১৩, ১৪। রক্তমাংসই শরীর, বপা বা রেতঃ তা নয় (ঐ)। [১]দ্র টী ৩৪৪। যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা নিষ্ক্রয়বাদের উপর সমস্ত আহুতিই আত্মাহুতির প্রতিনিধিস্থানীয়। তু ঐব্রা 'সর্বাভ্যো বা এষ দেবতাভ্য আত্মানম্ আলভতে, যো দীক্ষতে। স যদ্ অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভতে, সর্বাভ্য এব তদ্ দেবতাভ্যো যজমান আত্মানং নিষ্ক্রীণীতে' ২।৩। মরণের পর শরীরকে চিতার আগুনে আহুতি দেওয়াই বলতে গেলে সত্যকার আহুতি। তাই 'অন্ত্যা ইষ্টি'।

সম্বন্ধেও এই কথা [৩৪৬]। মোটের উপর বৈদিক যজ্ঞে পশুঘাতসম্পর্কে এমন-একটা সংযম ছিল, পরবর্তী যুগের রুধির কর্দমেই বরং যার অভাব দেখা যায়।

প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের সঙ্গে আপ্রীদেবগণের ঘনিষ্ঠ যোগ। তাই আপ্রীদেবগণের প্রসঙ্গে এঁদেরও স্বরূপ কি তা নিয়ে যাস্ক কিছু বিচার করেছেন [৩৪৭]। ব্রাহ্মণের উক্তি তুলে তিনি দেখিয়েছেন, দুটি যাগের দেবতা কোথাও ছন্দঃ ঋতু বা পশু, কোথাও প্রাণ বা আত্মা। নিজে সিদ্ধান্ত করেছেন, বস্তুত দেবতা এখানে অগ্নি, অন্যান্য মত 'ভক্তিমাত্র' অর্থাৎ গৌণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যেমন ব্রাহ্মণ বচন তুলে দিয়েছেন, তেমনি ঋক্‌সংহিতা হতেও দেখিয়েছেন, সৌচীক অগ্নি বিশ্ব-দেবগণের কাছে প্রযাজ ও অনুযাজ এই দুটি যাগের অধিকার দাবি করছেন, দেবতারাও সে-দাবি মেনে নিয়ে বলছেন 'তব প্রযাজা অনুযাজাশ্ চ'। আগেই দেখেছি, সৌচীক অগ্নি অজর অমর তুরীয় অগ্নি, প্রাণসমুদ্রের অতলে নিহিত দিব্য অভীপ্সার সিদ্ধধর্ম। প্রযাজ ও অনুযাজ তাঁরই অধিকারে, বলতে গেলে সমস্ত যজ্ঞই তাঁর, সংহিতার এই উক্তি পরম্পরাক্রমে আপ্রীদেবগণের আগ্নেয়ত্বই সমর্থন করে।

যাস্কের উল্লিখিত বিচারে যজ্ঞরহস্যের আরেকটা দিকের আভাস মেলে। প্রযাজ আর অনুযাজ প্রধান যাগের উপক্রম এবং উপসংহার: এ-দুটি ভাবনার বেষ্টনীতে উৎসর্গের মূল ভাবনা যেন সম্পুটিত। এই সম্পুট রচব কি দিয়ে? ছন্দ দিয়ে, কাল-চক্রের আবর্তন দিয়ে অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির ঊর্ধ্বায়ন দিয়ে—যার সংকেত আছে ছন্দঃ জ্যোতিষ এবং কল্প এই তিনটি বেদাঙ্গে, কিংবা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রচব মুখ্যপ্রাণ বা আত্মচৈতন্য দিয়ে। ভাবনার আশ্রয় যা ই হ'ক না কেন, সব কিছুকে অভীপ্সার আগুনে প্রজ্বল করে তুলতে হবে, যাস্কের সিদ্ধান্তের এই তাৎপর্য।

আরেকটা কথা। আপ্রীসূক্তের দেবতা অগ্নি এবং পশুযাগে তার বিনিয়োগ - এটির ব্যঞ্জনা গভীর। পশু অমার্জিত প্রাণ অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। আত্মচৈতন্য সবে তার মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে [৩৪৮]। সে প্রমত্ত, তবুও বশ্য এবং দেবতার বাহন হবার যোগ্য। কিন্তু এই যোগ্যতাকে সার্থক করতে হলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে তাকে চিন্ময় হতে হবে। আমার প্রাণই পশু, আমার ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার নিত্যদহনই অগ্নি, আর আমার আত্মাই দেবতা। সমিদ্ধ চেতনার সংবেগে অবর প্রাণের চিন্ময় রূপান্তর পশুযাগের তাৎপর্য।

আপ্রীসূক্তগুলি যে প্রাণের ঊর্ধ্বায়নের দ্যোতনা বহন করছে [৩৪৯], তা বোঝা

[৩৪৬] দ্র শ্রৌ ৩ ৭ ৮। একটিতে পশুর সংখ্যা এগার, আরেকটিতে আঠার। কাম্য পশুযাগের জন্য দ্র. তৈস. ২।১, তৈব্রা. ২।৮...।

[৩৪৭] নি. ৮।২১-২২।

[৩৪৮] 'পশু' < √পশ্ (দেখা), তু শব্রা 'অগ্নি পশুদের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন 'প্রজাপতিঃ তেভ্যঃ (পশুভ্যঃ) এতম্ অগ্নিম্, অপশ্যৎ তস্মাদ্ এতে পশবঃ' ৬।২।১।৫। আরও তু তা ইন্দ্রিয়ং বৈ বীর্যং বসঃ পশবঃ ১৩।৭।৫, শ প্রজাপতিঃ প্রাণেভ্য এবাধি পশূন্ নিরমিমীত, মনসঃ পুরুষং তস্মাদ্ আহুঃ, প্রাণাঃ প° ইতি ৭।৫।২।৬, তৈব্রা প্রাণাঃ প° ৩।২।৮।৯, শ রৌদ্রা বৈ প° ৬।৩।২।৭।' 'পশুঃ পশ্যতেঃ' নি ৩।১৬। অন্য বাদ < √পশ্ 'বন্ধনে', তু 'পাশ'। আধুনিক বাদ < IE *pek* wool, Lat *pecu* animal.

[৩৪৯] তু শব্রা প্রাণা বা আপ্রিয়ঃ ১৮।১২; নি ৮।২২।১৩, দ্র ঋ খিল ৫।৭ (প্রৈষাধ্যায়)।১, মৈস. ৪।১৩।২, কাস. ১৫।১৩, তৈব্রা ৩।৬।২, ঐব্রা ২।৪, তু মা ২১, ২৯,

যায় এদের সম্পর্কে নানাভাবে এগার সংখ্যার ব্যবহারে। প্রথমত সূক্তের দেবতারা সংখ্যায় এগারজন। প্রায় সব সূক্তেই ঋক্‌সংখ্যা এগার। ঋক্‌সংহিতায় আপ্রীসূক্তের সংখ্যা দশ, কিন্তু যাস্ক তার সঙ্গে একটি প্রৈষিক আপ্রীসূক্ত[১] যোগ করে সূক্তসংখ্যাকে করেছেন এগার। এগার সংখ্যাটি অন্তরিক্ষের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত যেমন আট সংখ্যাটি পৃথিবীর, বারো দ্যুলোকের অন্তরিক্ষ প্রাণলোক, কেননা তা বায়ুর সঞ্চরণস্থান[২] এবং বায়ু প্রাণ।[৩] শতপথব্রাহ্মণে প্রাণবৃত্তির সংখ্যা আত্মাকে নিয়ে এগার।[৪] বৃহদারণ্যকোপনিষদে একাদশ রুদ্রকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে একাদশ প্রাণ।[৫] রুদ্রগণ অন্তরিক্ষস্থান দেবতা।

অভীপ্সার আগুন সমিদ্ধ করা থেকে শুরু করে স্বাহাকৃতিতে বিশ্বদেবতার কাছে চরম আত্মনিবেদন পর্যন্ত উৎসর্গ ভাবনার একটি পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় আপ্রীসূক্তগুলিতে [৩৫০]।

প্রথম আপ্রীদেবতার নাম যাস্কের মতে **ইধ্ম** [৩৫১]। কিন্তু সংহিতায় তাঁর নাম 'সমিদ্ধ'। নামটির কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে মন্ত্রে 'সমিধ্‌' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তাকে দ্যোতিত করা হয়েছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে 'সমিধ্‌' দেবতা ও যাগ দুয়েরই নাম।[১] কাত্থক্যের মতে দেবতা যে 'যজ্ঞেধ্ম' বা যজ্ঞকাষ্ঠ, তা আগেই বলেছি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ বলেন, 'প্রাণেরাই সমিধ্‌, প্রাণেরাই এই যা-কিছু সব প্রজ্বল করছে। তাই (এই মন্ত্রপাঠের দ্বারা হোতা) প্রাণদেরই প্রীত করেন, যজমানে প্রাণাধান করেন।'[২]

সমিদ্ধ অগ্নির মন্ত্রে পাই উৎসর্গ ভাবনার প্রথম পর্ব। ব্রহ্মভাবনার বা বৃহৎ হবার যে-আকূতি প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রয়েছে আমাদের মধ্যে, জ্বালাময় অভীপ্সায় তা প্রজ্বল হয়ে উঠলেই আধারে অগ্নি 'সমিদ্ধ' হলেন [৩৫২]। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাকেই বলা হয়েছে উপাসকের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ক্রিয়া। উপনিষদেও আছে, নিজের দেহকেই

৩৩ ৩৩ ৩৪। [২]দ্র শ সহ হৈবেমাব্‌ অগ্রে লোকাব্‌ আসতুঃ। তয়োর্‌ বিয়তোর্‌ যো হন্তরেণাকাশ আসীৎ, তদ্‌ অন্তরীক্ষম্‌ অভবৎ ৭।১।২।২৩, অন্তরিক্ষং বা অপাং সধস্থম্‌ ।৫।২।৫৭, জৈউ যা এবায়ং পবতে বায়ুঃ। এতদ্‌ এবান্তরিক্ষম্‌ ১।২০।২। [৩]দ্র শ প্রাণা উ বা বায়ুঃ ৮।৬।১।৪, ঐ বা হি প্রাণঃ ২।২৬, ৩।২; তা ৪।৬।৮, কৌ ৫।৮, ১৩।৫ । [৪]শ. ৩।৮।১।৩। [৫]৩।৯।৪।

[৩৫০] আপ্রীসূক্ত অন্যান্য সংহিতাতেও আছে দ্র মা ২০।৩৬ ৪৬, ৫৫-৬৬, ২১।১২ ২২, ২৯-৫০ ২৭।১১ ২২, ২৮।১ ১১ ।১২-২২), ২৪ ৩৫, ২৯।১ ১১ ২৫ ৩৬ তৈস ৪।১। ৮ ১ ১২, দুশী ৫।১২ (শ্ব ১০ ১১০), ২৭। সব সূক্তের ধরন এক। তাৎপর্যের জন্য দ্র ঐব্রা ২।৪, তৈব্রা ২।৬।১২, ১৮। Haug বলেন, বেদের 'আপ্রী' আর আবেস্তার *afrinagan* মূলত এক।

[৩৫১] নি 'তাসাম্‌ ইধ্মঃ প্রথমগামী ভবতি' ব্যা দিতে গিয়ে বলছেন, 'ইধ্মঃ সমিন্ধনাৎ' ৮।৫ ঋতে 'ইধ্ম' সর্বত্র বোঝায় ইন্ধন অনুক্রমণিকায় 'ইধ্ম' এবং 'সমিদ্ধ' দুটি সংজ্ঞাই আছে। [১]দ্র ঐব্রা 'সমিধো যজতি' ২।৪; তত্র সা 'সমিদ্ধামকদেবতাত্বাদ্‌ যাগো হপি সমিধ ইত্যনেন শব্দেনোচ্যতে সমিন্নামকং যাগং কুর্যাদ্‌ ইত্যর্থঃ। যদ্‌ বা হোত্রপ্রবরণং সমিদ্দেবতাবিষয়াং যাজ্যাং পঠেদ্‌ ইত্যর্থঃ।' [২]ঐব্রা প্রাণা বৈ সমিধঃ প্রাণা হীদং সর্বং সমিন্ধতে, যদ্‌ ইদং কিং চ। প্রাণান্‌ এব তৎ প্রীণাতি, প্রাণান্‌ যজমানে দধাতি ২।৪।

[৩৫২] দ্র. টীম্‌. ২০৭-১৩। [১]শ্বে. ১।১৪।

অধরারণি আর প্রণবকে উত্তরারণি করে ধ্যাননির্মন্থনের অভ্যাসদ্বারা নিগূঢ় দেবতাকে আবিষ্কার করতে হবে এই আধারে।[১]

অগ্নির যা সাধারণ ধর্ম, তা এই সমিদ্ধ অগ্নিরও. আপ্রীসূক্তগুলিতে তাঁর সামান্যধর্মখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট বিবৃতিও কিছু কিছু আছে যা উপাসকের মননের উল্লাসকে সমৃদ্ধ করে। যজ্ঞের প্রথমে আবির্ভূত জাতবেদা তিনি [৩৫৩], তবুও এই পার্থিব আধারে নিহিত থেকেই ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বভুবনে।[১] তাঁর তেজঃপুঞ্জ স্পর্শ করে দ্যুলোকের উত্তুঙ্গতাকে, সেইখান থেকে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে তিনি হন সন্তত।[২] তিনি তখন সহস্রজিৎ।[৩]

মাধ্যন্দিনসংহিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত একটি পশুযাগের আপ্রীসূক্তে বলা হচ্ছে, এই সমিদ্ধ অগ্নি গায়ত্রী ছন্দ এবং দেড়বছরের একটি গোর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে নিহিত করেন ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রবীর্য এবং তারুণ্য [৩৫৪]। গো আলো বা প্রজ্ঞার প্রতীক সমস্ত সূক্তটিতে তার বিচিত্র অভ্যুদয় ও রূপান্তরের কথা আছে।[১] আরেকটি সূক্তের বিনিয়োগও ঐন্দ্র পশুযাগে। সেখানে সমিদ্ধ প্রভৃতি আপ্রীদেবগণকে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২] অগ্নি এবং ইন্দ্রের সাহচর্য বেদে সুপ্রসিদ্ধ। সাধনায় অভীপ্সার সংবেগ এবং বজ্রবীর্য দুইই চাই। তাছাড়া একেরই চিদ্‌বিভূতি বলে দেবতারা 'সজোষাঃ'। তাই সহজেই একের ভাবনার মধ্যে অপরের ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। বৈদিক অদ্বৈতদৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আপ্রীদেবগণের অন্যোন্যসম্বন্ধ তার একটি সুন্দর নিদর্শন।

ঋক্‌সংহিতার একটি আপ্রীসূক্তের বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ হতে আপ্রীদেবগণের পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটতে পারে। তার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র গাথিনের সূক্তটি এখানে বেছে নেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁর ব্রহ্মবীর্য যে ভারত-জনের রক্ষক এ তাঁর নিজেরই উদাত্ত ঘোষণা। আমাদের নিত্যোচ্চার্য সাবিত্রী ঋকের তিনিই প্রবক্তা।

সমিদ্ধ অগ্নির উদ্দেশে তিনি বলছেন : 'সমিধে-সমিধে সুমনা হয়ে প্রবুদ্ধ হও আমাদের মধ্যে শুক্র-শুচি (শিখায় শিখায়) প্রসাদ দাও যে তুমি আলোর। হে

[৩৫৩] দ্র ঋ ৫।৫।১। [১]তু সমিদ্ধো অগ্নির্ নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙ্ বিশ্বানি ভুবনান্য্ অস্থাৎ ২।৩।১। [২]তু 'উপ স্পৃশ দিব্যং সানু স্তূপৈঃ সং রশ্মিভিস্ ততনঃ সূর্যস্য' ৭।২।১। এখানে অগ্নি এবং সূর্যের সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। উপনিষদে একে বলা হয়েছে, 'এখানে যে-পুরুষ আর আদিত্যে যে-পুরুষ, দুয়ের একতা' (তৈ ২।৮, ঈ ১৬)। তারই দার্শনিক বিবৃতি 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' (মাণ্ডু, ২)। 'সং ততনঃ' তু ঋ. তন্তুং তনুষ্ব (আতত কর) পূর্ব্যম্ ১।১৪২।১। যজ্ঞ ভূলোক হতে দ্যুলোকে আতত একটি 'তন্ত্র' বা পট ১।১৩০ ১, টী ২০১[১]। [৩]১ ১৮।১; তু. ৫।২৬।৬, টী. ২১২[৩]।

[৩৫৪] দ্র মা সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধা সুসমিদ্ধো বরেণ্যঃ, গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রিয়ং ত্র্যবির্ গৌর্ বয়ো দধুঃ ২১।১২ (তু মৈস ৩।১১ ১১।১, কাস ৩৮।১০ ১, তৈব্রা ২।৬।১৮।১)। 'বয়ঃ' বা তারুণ্য আধানের কথা আছে বলে নাম 'বায়োধস' আপ্রীসূক্ত। [১]'বয়ঃ' আধান কার মধ্যে? উব্বট ও মহীধর বলছেন ইন্দ্রে সা কিছু বলছেন না। সূক্তের ৫, ৬, ৮, ১০ মন্ত্রে আছে 'ইহ' ব্যাখ্যায় উব্বট মহীধর 'ইন্দ্রে', সা 'কর্মণি'। দেবতার তারুণ্য শেষপর্যন্ত সঞ্চারিত হয় যজমানে, তা-ই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। 'অবিঃ' ছ'মাসের বাছুর, 'ত্র্যবিঃ' দেড়বছরের (মহীধর ও সা)। তু প্রৈষসূ. মা ২৮।২৪-৩৪। [২]মা ২০।৩৬-৪৬। তু তিনটি প্রৈষসূক্ত মা ২১।২৯ ৪০, ২৮ ১-১১, ২৮।২৪-৩৪।

জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময়দের (এই) যজ্ঞসাধনায় আন বহন করে; সখা হয়ে সখাদের— সুমনা তুমি সিদ্ধ কর হে অগ্নি [৩৫৫]।' আমাদের যা-কিছু সব ইন্ধন করে সঁপে দিয়েছি তোমায় হে দেবতা। তোমার ছোঁয়ায় তাদের আগুন করে প্রসন্ন দীপ্তিতে জেগে ওঠ এই আধারে। এই যে তোমার শুভ্রশুচি শিখার অনঘ উৎসর্পণে আলোর প্রসাদ ঝরে পড়ছে আমাদের অঙ্গে-অঙ্গে। হে চিন্ময়, আনো আজ উৎসর্গের সাধনায় বিশ্বদেবতার চিন্ময় উদ্ভাস। প্রসন্ন হও, হে তপোদেবতা : সৌমনস্যের ছন্দে ছন্দিত হয়ে বিশ্বজ্যোতিকে মূর্ত কর আমাদের মধ্যে।

সমিদ্ধ অগ্নির পর দ্বিতীয় আপ্রীদেবতা প্রায়ই **তনূনপাৎ**, কোথাও-কোথাও নরাশংস। বিশ্বামিত্রের সূক্তে তিনি তনূনপাৎ। তাই এখানে প্রথমে তাঁরই প্রসঙ্গ তুলছি।

আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় আর দুজায়গায় তনূনপাৎএর উল্লেখ আছে [৩৫৬], যাতে তাঁর পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর স্বরূপ নিয়ে মতভেদের কথা আগেই বলেছি। কাথক্য বলেন, 'তনূনপাৎ আজ্য। এখানে গোকে বলা হচ্ছে তনূ, কেননা এতেই ভোগেরা "আতত"। এহতেই জন্মায় দুধ, আর দুধ

[৩৫৫] ঋ সমিৎসমিৎ সুমনা বোধ্যস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ, আ দেব দেবান্ যজথায় বক্ষি সখা সখীন্ত্সুমনা যক্ষ্যগ্নে ৩।৪।১। **সমিৎসমিৎ** (ক্রিয়াবিণ., অথবা 'সমিধা-সমিধা' সমিদ্ধ ইতি শেষঃ, তু মা ২১।১২, ঋ প্রৈষ ১) প্রত্যেকটি সমিধে বা জ্বলন্ত ইন্ধনে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সব-কিছুই ইন্ধন (তু গী ৪।২৩-৩০)। সাধনার প্রথম পর্বই হল ভিতরে এই আগুন জ্বালানো। তা-ই 'দীক্ষা' কিনা সব-কিছু পুড়িয়ে দেবার, আগুন করে তোলবার জ্বলন্ত অভীপ্সা (< √দহ্‌ + ইচ্ছার্থে সন্)। **সুমনাঃ** অধিকাংশক্ষেত্রেই অগ্নির বিণ। তাঁকে ধরে সাধনার শুরু, সুতরাং তাঁর প্রসাদ চাই সবার আগে। তাঁর সৌমনস্য আমাদের মধ্যে ফোটে উপনিষদের ভাষায় 'ধাতুপ্রসাদ' বা সত্ত্বশুদ্ধি' হয়ে। দৌর্মনস্য অন্যতম যোগবিঘ্ন (যোসূ ১।৩১)। 'বস্বঃ সুমতিম্' জ্যোতির প্রসাদ। আগের পাদে প্রার্থনা, 'তুমি প্রসন্ন হও'; এখানে 'সেই প্রসাদ নিত্য আমাদের দিচ্ছ' –এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। তু ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ (আশ্রয় করলেন) প্রতীচী (মুখামুখি হয়ে) জূর্ণিঃ (তাঁর জ্বালা) দেবতাতিম্ এতি (দেবাত্মভাবে 'সম্পন্ন' হচ্ছে) ৭।৩৯।১। 'যজথায়'—'যজথ' উৎসর্গ এবং ভাবনার সাধনা, যেমন 'উক্‌থ' বা 'উচথ' বাকের, 'বিদথ' বিদার, বৌদ্ধ 'শমথ' প্রশমের 'সখা সখীন্' আধারে সমিদ্ধ অগ্নির সঙ্গে সাধ্য বিশ্বদেবগণের বা বিশ্বচেতনার সাযুজ্য।

[৩৫৬] ঋ ৩।২৯।১১, ১০।৯২।২। [১]নি ৮।৫। **নপাৎ**—নি. 'নপাদ্ ইতি অনন্তরায়াঃ (ব্যবহিত) প্রজায়া নামধেয়ং নির্নততমা (নিতান্তই নিচু) ভবতি' ৮।৬। আধুনিক বা < IE nepot 'nephew', Lith nepuits 'grandson' Anglo Sax nefa 'nephew'। **তনূ** < √তন্ 'সূক্ষ্ম হওয়া, সুতার মত দীর্ঘ হওয়া'; উপসর্গযোগে 'ছড়িয়ে পড়া', তু Lat tenuis 'thin', GK tanu 'slender, thin'। বেদে 'সূক্ষ্ম স্বরূপ, আত্মা' তু ঋ ৩।১৮।৪, ১০।৫১।১, ২; ক ১।২।২৩। দ্র টী. ৩৫৭। [২]ঋ তনূনপাদ্ উচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্ বিজায়তে, মাতরিশ্বা যদ্ অমিমীত মাতরি ৩।২৯।১১। 'অসুর' পরমদেবতা বা বরুণ (তু অগ্নি 'অসুরস্য জঠরাদ্ অজায়ত' ১৪ টী ১৭৯°, ১।১৪১।৪, ১৪৩।২), 'মাতা' অদিতি ১।৮৯।১০। **অমিমীত** < √মা 'নির্মাণ করা; ব্যাপ্ত করা, পরিমাপ করা' > 'মাতা', তু অয়ং যন্ উর্বীর্ অমিমীত ধীরঃ ৬।৪৭।৩, অহিং যদ্ ধামন্ ওজো অত্রামিমীথাঃ ৫।৩১।৭। [৩]১০।৯২।২। [৪]৩।২৯।১৪, টী ১৭৯°। [৫]অক্তুং ন যহ্বং (চঞ্চল কিরণের মত) উষসঃ পুরোহিতং তনূনপাতম্ অরুষস্য ১০।৯২।২, ঊষা বা শ্রদ্ধার অরুণিমার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আধারে বিদ্যুৎতন্তুর মত অগ্নির প্রকাশ। [৬]শব্রা তে 'বেতঃ' ১।৫।৪।২, দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রযাজদেবতা। [৭]দুটি সূক্তই প্রথম মণ্ডলের। ঋ.র প্রৈষসূক্ত (তু নি ৮।২২।১৪) এবং যজুঃসংহিতার কতকগুলি আপ্রীসূক্ত এইধরনের। একটিতে একই মন্ত্রে আগে নরাশংস, পরে তনূনপাৎ (মা ২০।৩৭; তৈস ২।৬।৮।২)।

হতে জন্মায় আজ্য।' আবার শাকপূণি বলেন, 'তনূনপাৎ অগ্নি। এখানে অপ্‌দের বলা হচ্ছে তনূ, কেননা তারা অন্তরিক্ষে "আতত" তাদের থেকে জন্মায় ওষধি-বনস্পতি, আবার ইনি জন্মান সেই ওষধি-বনস্পতি থেকে।'[১] কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় স্পষ্টই বলা হচ্ছে, 'তনূনপাৎ' বলা হয় অসুরের ভ্রূণকে; তিনিই নরাশংস হন, যখন বিশিষ্টরূপে জন্ম নেন, আর মাতরিশ্বা তিনি, যিনি মায়ের মধ্যে রূপ নেন।'[২] এখানে চিদভিব্যক্তির একটি ধারা পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের আদিতে রয়েছেন 'অসুর' পিতারূপে এবং মহাপ্রকৃতিরূপিণী 'মাতা'। মাতরিশ্বা বা মহাপ্রাণ এই মায়ের মধ্যে প্রশান্ত সমুদ্রের বুকে সহসা ঢেউএর মত ফুলে উঠল। তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত অসুরের চিদ্‌বীজ হল তনূনপাৎ। তার পরের অবস্থা 'নরাশংস' নবজাতকরূপে। অসুরের ঈক্ষণে মাতার মধ্যে যে আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস, তা ই সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। তার পরের পুরুষ তনূনপাৎ এবং নরাশংস তৃতীয় পুরুষ। আরেকজায়গায় অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'অরুষের তনূনপাৎ।'[৩] আক্ষরিক অর্থে তনূনপাৎ 'নিজের নাতি'। পদগুচ্ছের মধ্যে সেই ধ্বনি আছে। এখানে 'অরুষ' বলতে সায়ণ বুঝেছেন বায়ু। কিন্তু মাতরিশ্বা যদি বায়ুর সংজ্ঞা হয়, তাহলে পূর্বোল্লিখিত ক্রম অনুসারে তনূনপাৎ ঠিক তাঁর পরের পুরুষ, সুতরাং 'নপাৎ' বা নাতি হতে পারেন না। তাহলে অরুষ এখানে সেই অসুর, যাঁর জঠর হতে অগ্নির জন্মের কথা আগের সূক্তটিতে বলা হয়েছে।[৪] তিনি অরুণ রাগবর্জিত মহাকাশ বলে 'অরুষ'।' অগ্নি এই অরুণ আকাশেরই 'অনন্তরিত প্রজা'। অভিব্যক্তির ধারা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই শুদ্ধ সন্মাত্ররূপী মহাশূন্যের রাগ বা সিসৃক্ষা মাতা বা মহাপ্রকৃতির বুকে ঢেউ তোলে; তারপর সেই আদিমিথুনের সম্প্রয়োগে পরমের যে কামনা চিদ্‌বীজে ঘনীভূত হয়, এ ই 'তনূনপাৎ'।[৫] আর 'নরাশংস' তাঁরই মূর্ত বিগ্রহ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আধারে 'সমিদ্ধ' অগ্নির আবির্ভাবেই এই কুমারসম্ভবের সূচনা। তার মূলে রয়েছে পরমদেবতার ঈক্ষণে উচ্ছ্বসিত আদি-মাতার মহাপ্রাণের সংবেগ। এর পরের অবস্থাটিকে ভ্রূণ না জাতক কোন্ পর্যায়ে ফেলা যাবে, তা-ই নিয়ে ঋষিদের মতভেদ থেকে আপ্রীসূক্তের দ্বিতীয় দেবতা তনূনপাৎ হবেন না নরাশংস হবেন এই বিকল্পের উদ্‌ভব মেধাতিথি এবং দীর্ঘতমা ক্রমান্বয়ে তনূনপাৎ এবং নরাশংস দুজনকেই আপ্রীসূক্তে স্থান দিয়ে গোল মিটিয়ে দিয়েছেন।[৬]

তনূনপাৎ সংজ্ঞার মধ্যে আরেক রহস্য আছে। বেদে 'তনূ' শব্দের ইশারা স্বরূপের দিকে। 'স্বা তনূঃ' এই পদগুচ্ছে এই ভাব স্পষ্ট হয়েছে [৩৫৭]। স্বরূপ বোঝাতে

[৩৫৭] দ্র টী ৩৫৬। তু অগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্ ৬ ১১।২, অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভানস্ তন্বং স্বাম্ ৮।৪৭ ১২, *এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০ ৯, *রূপংরূপং মঘবা বোভবীতি মায়া কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্ ৩।৫৩।৮, নিজের সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় সত্তাকে ঘিরে প্রজ্ঞাবীর্যের বিচিত্র উল্লাসে রূপসৃষ্টি করে চলেছেন এবং তাইতে বিশ্বরূপ হচ্ছেন, তু ৩।৩৮।৪, ৬।৪৭ ১৮।। [১] 'আত্মা অততের্ বা আপ্তের্ বা' নি ৩।১৫, তু 'আত্মা' ক ১।৩ ১২, দ্র বৈপ; পালি 'অত্তা অপ্পা'; ৷৷ 'অতিথি', আধুনিক ব্যু < IE *ētmén* 'breath', তাও যাতায়াত করে। তু সূর্যং চক্ষুর্ গচ্ছতু বাতম্ আত্মা ১০।১৬।৩, আত্মন্বন্ নভঃ ৯।৭৪।৪ (তু 'অসু-র') আত্মানং বাতম্ ১০।৯২।১৩, বায়ু 'আত্মা দেবানাম্ ১৬৮।৪ ; আবার স্বরূপ অর্থে 'আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি ১০।৯৭।১১, আত্মেব শেবঃ ১।৭৩।২, সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ ১।১১৫।১, তস্মিন্ (পর্জন্যে) আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ

আমরা দুটি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই একটি পুংলিঙ্গ 'আত্মা,' আরেকটি স্ত্রীলিঙ্গ 'তনূ'। বিশ্বপ্রাণরূপে যা সর্বত্র সঞ্চরমাণ, যাকে প্রতি নিশ্বাসে আমরা তনুর ভিতরে আকর্ষণ করছি, তা-ই 'আত্মা'।[১] আর আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত আধার 'তনূ'। দুটিই আমাদের স্বরূপ আত্মাতে তনুতে, চেতনায়-শক্তিতে, পুরুষে-প্রকৃতিতে কোনও ভেদ নাই।[২] এই থেকে তনূনপাৎএর আক্ষরিক অর্থ 'আত্মস্বরূপের পরিণাম'। তাইতে অগ্নি 'অসুরঃ তনূনপাৎ', এ-উক্তি অন্বর্থ। মহাশূন্যে শিবতনু, আমাদের মধ্যে তনূনপাৎ তাঁরই আত্মজ।

সংহিতায় তনূনপাৎ আর নরাশংসের একটি বিশেষ পরিচয়, তাঁরা 'মধুমান্'। তার মধ্যে আবার তনূনপাৎকেই এইভাবে বিশেষিত করা হয়েছে প্রায় সর্বত্র [৩৫৮]। সাক্ষাৎভাবে যেখানে তাঁকে মধুমান্ বলা হয়নি, সেখানে কোন-না কোনরকমে মন্ত্রের মধ্যে 'মধু' কথাটি আনা হয়েছে বলা হয়েছে, তিনি যজ্ঞকে মধুমান বা মধুমাখা করছেন,[১] ঋতের পথদের মধুমাখা করছেন,[২] মধুময় পথ বেয়ে আসছেন[৩] ইত্যাদি। সোমমণ্ডলের আপ্রীসূক্তে তাঁকে সোজাসুজিই বলা হয়েছে 'পবমানঃ' অর্থাৎ সোম্য আনন্দের মধুধারা অন্তরিক্ষকে ঝলমলিয়ে সূক্ষ্মশীর্ষা হয়ে উজিয়ে চলেছেন।[৪] তনূনপাৎ মধুমান এই বিবৃতি অর্থবহ। মধু সোম্য অমৃতচেতনা। তার সঙ্গে বিশেষ যোগ অশ্বিদ্বয়ের যাঁরা দ্যুস্থান দেবগণের প্রমুখ। আঁধারের পরাভবে আধারে আলোকের আবির্ভাবের নিশ্চিত সূচনা তাঁরাই আনেন। অবাঙের মধ্যে অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব আর অসুরের চিদ্‌বীজরূপে তনূনপাৎএর স্ফুরণ দুইই মূলত এক ব্যাপার। মর্ত্য আধারে তিনিই অমৃতের একান্ত আশ্বাস।

তনূনপাৎ যেমন অসুরের গর্ভ তেমনি অদিতিরও [৩৫৯]। অসুরকে বরুণ ধরলে তনূনপাৎকে পাই অদিতি বরুণের কুমাররূপে। অদিতি বরুণ এক অসঙ্গ অথচ নিত্যসংগত আদিমিথুন, তাঁদের কথা পরে হবে। আধারে তনূনপাৎএর স্ফুরণ এক দিব্য কুমারসম্ভবকে সূচিত করছে। উপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই কুমার 'অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষ অধূমক জ্যোতির মত, ভূত ভব্যের ঈশান তিনি, আজও আছেন কালও আছেন, আছেন দেহের মাঝখানটিতে মধ্বদ বা মধুভোজী জীবাত্মা হয়ে।[১] গীতায় তিনি ঈশ্বরের জীবভূতা পরা প্রকৃতি, যিনি এই জগৎকে ধরে আছেন।[২] তিনি যে

৭।১০১।৬, (সোম, আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ৯।২।১০ (৬।৮)। [২] তু শ আত্মা বৈ তনূঃ ৬ ৭।২।৬, ঋ দক্ষিণাবান্ বসুতে যো ন আত্মা ১০ ১০৭ ৭, ক তৈষোষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম ১ ২।২৩। এই সমরস অদ্বৈতবাদ বৈদিকদর্শনের ভিত্তি তু শ যথা চাস্মিন্ অধ্যাত্মং 'শারীরস্' তেজোময়ো অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব স যো অয়ম্ আত্মা, ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ১৪।৫।৫।১ (বৃ. ২।৫।১)।

[৩৫৮] মা ২১।১৩, ২৮।২৫ ছাড়া। [১] ঋ ৩।৪।২, ১।১৮৮।২ [২] ১০ ১১০ ২, মা ২৭ ১২, ২৯।২৬, [৩] মা ২১ ৩০, ২৮ ২ [৪] ঋ তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো (দুটি শিঙে শান দিয়ে, কেননা তিনি 'বৃষভ' অর্থাৎ অন্তরিক্ষেণ রারজৎ ৯।৫।২ (প্রতি ঋকে অগ্নি 'পবমান' সুতরাং অগ্নি = সোম দ্র. টী. ২১৫[৪])।

[৩৫৯] মা হে তা যক্ষৎ তনূনপাতম্ উদ্‌ভিদং যং গর্ভম্ অদিতির্ দধে শুচিম্ ইন্দ্রং বয়োধসম্ ২৮।২৫। তিনি 'উদ্‌ভিদ্', কেননা তিনি পরমপুরুষের চিদ্‌বীজ, অন্তরের কুহর হতে অঙ্কুরিত হচ্ছেন। ইন্দ্র সাযুজ্য দ্র। [১] দ্র ত্রৈপ্রশ্ন ২। [১] দ্র ক ২।১ ১৩ (জ্যোতিতে অগ্নির ধর্ম, তু ত্রৈপ্রশ্ন ভুবনস্য গোপাম্ ২।, ১২. ৫ (তু ঋ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি ১।১৬৪ ২০, মধ্বদঃ সুপর্ণাঃ ২২, টী ২৪৬)। [২] গী ৭।৫। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'জগৎ' ক্ষেত্র, গী ১৩।৬ ৭। [৩] মা ২১।১৩.

আধারের মধ্যে থেকেই তার নিয়ন্তা, সংহিতায় এই কথা বোঝানো হয়েছে তাঁকে 'তনূপাঃ' বা তনুর পালক বলে।[৩]

আবার দেখি, আধারে চিৎকণরূপে যিনি অসুরের ভ্রূণ, তিনি নিজেই অসুর 'অসুরো বিশ্ববেদাঃ', 'অসুরো ভূরিপাণিঃ' [৩৬০]। অর্থাৎ যিনি বীজ, তিনিই বিস্ফারিত হন বৃক্ষরূপে। তখন তিনি সহস্রসঙ্গামিনী এষণার ধাতা।[১]. আবার মাধ্যন্দিনসংহিতায় দেখি, তনূনপাৎ, সরস্বতী উষ্ণিক্ ছন্দ এবং দিত্যৌহবির্বাহী দু'বছরের একটি গো এ'রা এক পর্যায়ের, সবাই মিলে ইন্দ্রাবিষ্ট আধারে তারুণ্যের আধান করছেন।[২] সমিদ্ধ অগ্নির তুলনায় তনূনপাৎএর বেলায় ছন্দের চারটি অক্ষর বাড়ল, বাছুরটিরও বয়স বাড়ল ছমাস। এই উপচয় লক্ষণীয়।

শতপথব্রাহ্মণে দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রযাজে ঋতুদৃষ্টিতে সমিদ্ধকে বসন্ত বলে তনূনপাৎকে বলা হয়েছে গ্রীষ্ম [৩৬১]। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে ঋতুমুখ বসন্ত অগ্ন্যাধানের প্রশস্ত কাল।[১] বসন্তে শীতের জড়িমা কেটে যেন প্রথম প্রাণ জাগে। গ্রীষ্মে সে প্রাণ হয় দীপ্ততর। এমনি করে ঋতুভাবনার সঙ্গে চিৎশক্তির ক্রমিক উন্মেষ জড়িত রয়েছে। প্রযাজদেবতাদের বিন্যাসও সেই অনুসারে। আবার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দেখি, অগ্নীষোমীয় পশুযাগের প্রযাজে তনূনপাৎকে প্রাণরূপে ভাবনার বিধান দেওয়া হচ্ছে।[২]. সোমযাগে 'তানূনপ্ত্র' বলে একটি অনুষ্ঠান আছে। যজমান আর ঋত্বিকেরা পরস্পর দ্রোহশূন্য হয়ে একমনে যজ্ঞ নির্বাহ করবেন বলে আজ্য স্পর্শ করে যে-শপথ নেন, তাকে বলে 'তানূনপ্ত্র'। তনূনপাৎ সেখানে মৈত্রীবন্ধনের হেতু। শতপথব্রাহ্মণ এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'এই যে (পবনরূপে) যিনি বয়ে চলেছেন, তিনিই হলেন শক্তিমান তনূনপাৎ। তিনি সর্বজীবের উপদ্রষ্টা। এই যে প্রাণ আর উদান, তার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট।'[৩] প্রাণ এখানে মুখ্যপ্রাণের সেই বৃত্তি যার দ্বারা সাধারণ জীবধর্ম নির্বাহিত হয়; আর উদান তারই সেই ঊর্ধ্বস্রোত, যা আমাদের মধ্যে লোকোত্তরের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে।[৪] তনূনপাৎ জীবসাক্ষী প্রাণরূপে দুয়ের নিয়ন্তা এবং মনের মধ্যে বৃহতের ভাবনার প্রচোদক।[৫] উপনিষদে দেখি, মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়দের নায়ক এবং যোগসূত্র।[৬] ঋত্বিক্-যজমানের মত গুরু-শিষ্যের মধ্যেও বিদ্বেষ না থাকে, এমন

[৩৬০] মা ২৭।১২ (তু সদ্যোজাত অগ্নি 'জাতবেদাঃ', আধারে চিত্তির উন্মেষ ঋ. ১।৬৭।১০, টী. ১৭২[১]), শৌ ৫।২৭।১ (তু ঋ পুরুষঃ সহস্রপাৎ ১০।৯০।১; সবিতা 'প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি' ২।৩৮ ২।। একটি বিগ প্রজ্ঞার সূচক, অন্যটি কর্মের বা শক্তির। [১]দধৎ সহস্রিণীরিষঃ ১।১৮৮ ২। [২]মা ২১।১৩, দ্র প্রৈষমন্ত্র ২৮।২৫, তত্র মহীধর 'দিত্যবাট্ গৌর্ দিত্যবাট্', বুা অজ্ঞাত; 'দিত্য' < দ্বিতীয়। সরস্বতী ঋ.তে গর্ভাধানকারিণী ১০।১৮৪।২. দ্র. 'সরস্বতী' আপ্রীদেবগণ।

[৩৬১] দ্র শ ১।৩।৫ ব্রা । দর্শপূর্ণমাসযাগে পাঁচটি প্রযাজ। তাদের প্রতি ঋতুদৃষ্টি বিহিত হওয়ায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি সংবৎসর তথা প্রজাপতির অর্থাৎ বিশ্বচৈতন্যের ব্যঞ্জনাবাহী। দর্শপূর্ণমাস সমস্ত ইষ্টির প্রকৃতি বা আদর্শ। পশুযাগের মত তারও প্রযাজ বোঝাচ্ছে প্রাণের উদয়ন। [১]তৈব্রা ১ ১।২ ৬। [২]ঐব্রা ২।৪ সমিধ্ 'প্রাণাঃ' আর তনূনপাৎ 'প্রাণঃ'। একটি প্রাণবৃত্তি, আরেকটি মুখ্য প্রাণ। তত্ত্বত মুখ্য প্রাণই আদিম, তার স্ফুরণ বৃত্তিতে স্ফুরণ দৃষ্ট তত্ত্ব অদৃষ্ট। দৃষ্ট থেকে অদৃষ্টের ধারণা সহজ, তাই আগে দৃষ্টের উপন্যাস—যেমন যোগে চিত্তের মূঢ় ভূমির আগে ক্ষিপ্ত ভূমির। [৩]শ 'যো বা অয়ং পবতে, এষ তনূনপাচ্ছাক্বরঃ। সোঽয়ং প্রজানাম্ উপদ্রষ্টা, প্রবিষ্টস্ তাব্ ইমৌ প্রাণোদানৌ ৩।৪ ২।৫। [৪]দ্র প্র ৩।৭-৯। [৫]দ্র শ ৩ ৪।২ ৬ [৬]তু ছা. ৫।১, প্র. ২ ..। [৭]ক. সহ বীর্যং করবাবহৈ মা বিদ্বিষাবহৈ; তৈ ব্রহ্মবল্লী, ভৃগুবল্লী।

প্রার্থনা উপনিষদের শান্তিপাঠে আছে।[৭] এও তানূনপ্ত্রের অনুরূপ। মোটের উপর দেখতে পাচ্ছি, তনূনপাৎ প্রাণের সুষমচ্ছন্দের প্রযোজক।

তনূনপাৎএর উপাসনায় আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার দ্বিতীয় পর্বে। অগ্নি-সমিন্ধনে জীবনের মোড় ফিরে গেছে, আধারে সঞ্চারিত হয়েছে একটা তাপ। সেই তপোজ্যোতির আবেষ্টনে নক্ষত্রবিন্দুর মত তনূনপাৎকে অনুভব করছি প্রাণস্পন্দিত চিৎসত্ত্বের ভ্রূণরূপে। শুনছি বিশ্বামিত্র গাথিনের ব্রহ্মঘোষ-

'যাঁকে দেবতারা তিনবার দিনের মধ্যে আযজন করেন আলোয়-আলোয়— (আযজন করেন) বরুণ মিত্র (আর) অগ্নি, সেই তুমি এই যজ্ঞকে মধুমান কর আমাদের হে তনূনপাৎ, তপোদীপ্তি যার উৎস, লক্ষ্যবেধে যা তৎপর [৩৬২]।'

এই আধারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে পরমপুরুষের যে-অগ্নিবীজ চেতনার উত্তরায়ণের পর্বে-পর্বে তাকে স্ফুরিত করে চলেছেন দেবতারা। জীবনের উষায় জাগে অভীপ্সার আগুন, ব্যক্তিচেতনাকে করে দেবজন্মের তরে উৎসৃষ্ট জীবনের মধ্যাদিনে চিদাকাশে ঝলসে ওঠে বিশ্বচেতনার সৌরদীপ্তিতে মিত্রের প্রসাদ। আর তার সায়ন্তন পর্বে নেমে আসে বরুণের অমার আলো বিশ্বোত্তীর্ণের অনির্বচনীয়তায় হয় সকল এষণার সমাপন। হে স্বয়ম্ভূ তপোদেবতা, তোমাকেই ঘিরে আমাদের সাধনা চলেছে জীবন জুড়ে। উদ্দীপ্ত তপস্যার বহ্নিজ্বালায় তার শুরু, উত্তরায়ণের শরবৎ তীক্ষ্ণ অভিযান তার মধ্যপর্ব। আনন্দের অমৃতপ্লাবনে তার অবসান ঘটাও, হে তপের শিখা।

তারপর **নরাশংস**, যিনি কোথাও-কোথাও তনূনপাতের বিকল্প। ঋক্‌সংহিতায় তাঁর পরিচয় খুবই স্পষ্ট: তনূনপাৎ যদি হন পরমচেতনার ভ্রূণ, নরাশংস তাহলে তাঁর বিশিষ্ট জাতক [৩৬৩]। তনূনপাৎ অগ্নি, নরাশংসও অগ্নি। কিন্তু এ নিয়ে

[৩৬২] ঋ যং দেবাসস্ ত্রির্ অহন্ন্ আযজন্তে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ, সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্ তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধন্তম্ ৩।৪।২। 'অহন্' । অহনি। ত্রিঃ' দিনের মধ্যে তিনবার। সোমযাগের সুত্যাদিবসে তিন বেলায় তিনটি সবন হয়। সোমযাগের সবন সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত, পুরুষই যজ্ঞ এ শিক্ষা দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের কাছে পেয়েছিলেন (ছা ৩ ১৬ ১৭)। 'আযজন্তে' দেবযজ্ঞের শব্দ, রূপায়িত করেন। মনুষ্যযজ্ঞ উৎসৃষ্টি, আর দেবযজ্ঞ বিসৃষ্টি (দ্র ঋ ১০ ৯০।৬-১৬, ১২৯।৬. মানুষের মধ্যে দেবতাদের অগ্নিজনন তু. ৩ ২ ৩)। **দিবেদিবে** দিনে দিনে; জ্যোতির্ভূমির পরম্পরায়। দিব্ বা দিনের আলো চিজ্‌জ্যোতির প্রতীক। 'বরুণঃ মিত্রঃ অগ্নিঃ' সাধনদৃষ্টিতে এঁদের নিতে হবে বিলোমক্রমে। অগ্নি 'উষর্বুধ্'— জাগেন ভোরের আলোয়, মিত্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি, আর বরুণ লোকোত্তর নৈশাকাশে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বা তারকাখচিত অমর আলো। আধারে তনূনপাৎকে তিনটি দেবতা ফুটিয়ে চলেন এইভাবে আদিতে অগ্নি তাঁকে রূপ দেন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিচেতনার আকারে, তারপর মিত্র বিশ্বচেতনার মাধ্যন্দিন দীপ্তিতে এবং অবশেষে বরুণ লোকোত্তর অমৃতচেতনার শূন্যতায় জীবনপ্রভাতে সূর্যের উদয় এই তিনটি দেবতার চক্ষুরূপে দ্র ১ ১১৫।১। ল তনূনপাৎ স্বয়ং অগ্নি হলেও এখানে অগ্নিকে আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্নি লোকব্যাপ্ত বৈশ্বানর, তনূনপাৎ তাঁর ব্যষ্টি বীজ। 'ঘৃতযোনি' বিশ ঋকে কেবল অগ্নি (৫ ৮ ৬) এবং মিত্রাবরুণের বেলায় ৫ ৬৮।২. 'বিধন্তম্' —এখানে 'পরিচরণ' অর্থ খাটে না, বরং বোঝায় তার ফলকে লক্ষ্যে পৌঁছনকে।

[৩৬৩] দ্র ঋ নরাশংসো ভবতি যদ্ বিজায়তে ৩।২৯।১১ 'বিজায়তে' এই সমস্ত পদটি ঋকে আর কোথাও নাই। এইপ্রসঙ্গে তু 'স্যান্ নঃ সূনুস্ তনয়ো বিজাবা' হয় যেন আমাদের সন্তান (সাধনাধারার) বাহন, বিশ্বপুত্রের পিতা ৩।১।২৩। 'সূনুঃ তনয়ঃ' এমন পুত্র যে সাধনার ধারাকে সম্প্রসারিত করবে, শুধু বংশবিস্তার নয়, ব্রহ্মবিদ্যার ধারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, যোনিবংশ আর বিদ্যাবংশ যেন এক হয়ে যায়—এই হল পুত্রৈষণার লক্ষ্য 'আমাদের কুলে অব্রহ্মবিৎ যেন না

মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা আগেই বলেছি। কাত্থক্যের মতে নরাশংস 'যজ্ঞ' : নির্বচন 'নরেরা এতে আসীন হয়ে শংসন করে'।[১] শাকপূণি বলেন, নরাশংস 'অগ্নি' : নির্বচন 'নরের দ্বারা প্রশস্য'।[২] কিন্তু বস্তুত শব্দটির আরেক নির্বচন সম্ভব : 'নরদের শংসন'।[৩] 'শংস' দেবতার প্রশস্তি।[৪] তা বাকের বিভূতি. আবার আধারে অগ্নির সন্দীপন হতে দিব্য বাক্ বা মন্ত্রের স্ফুরণ হয়।[৫] তাইতে অগ্নি 'নরাশংস' অথবা 'আয়োঃ শংসঃ' বা শুধু 'শংসঃ'।[৬] এই ভাবনা কাত্থক্যের ভাবনারই সম্প্রসারণ · আমাদের মধ্যে অগ্নি সমিদ্ধ হলে জাগে যজ্ঞের এবং মন্ত্রের প্রেরণা তখন দেব-প্রশস্তির উদ্দীপনারূপে অগ্নিই নরাশংস।

এইদিক থেকে নরাশংস বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির সগোত্র [৩৬৪]। তাই তাঁর অনন্যপর দুটি বিশেষণ 'গ্নাস্পতি' এবং 'চতুরঙ্গ'।[১] নিঘণ্টুতে বাকের একটি নাম 'গ্নাঃ'–তিনি বিশ্বমূল্য শাশ্বতী নারী বলে।[২] বাকের চারটি 'পদ' সুপ্রসিদ্ধ।[৩]

মাধ্যন্দিনসংহিতায় নরাশংসকে সবিতার সঙ্গে এক করে বলা হয়েছে, 'সুকর্মা জ্যোতির্ময় সবিতা তিনি বিশ্বের বরেণ্য' [৩৬৫]। ভাবনার এই অনুষঙ্গ প্রণিধান যোগ্য। বিষ্ণুর সপ্তপদীতে সবিতার স্থান তৃতীয়। যেসমস্ত আপ্রীসূক্তে তনূনপাৎএর সঙ্গে নরাশংসও আছেন--এবং এ-সূক্ত ৩া-ই সেখানেও নরাশংসের স্থান তৃতীয়। এই স্থানসাম্য আকস্মিক মনে হয় না। আদিত্যের উদয়নে সবিতার স্থান কতকটা নেপথ্যে। তাঁর পরেই ভগে জ্যোতির ব্যাপক প্রকাশ। এখানেও সমিদ্ধ তনূনপাৎ এবং

হয়' এ-কামনা উপনিষদের ঋষির ছিল (তু মু ৩।২।৯, মাণ্ডু ১০, ছা ৬।১ ১, কৌ পিতাপুত্রীয়-সম্প্রদান ২।১৫)। এই ভাবধারা তন্ত্রেও আছে এক পুরুষের সাধনার ধারা চলে অনেক পুরুষে অবশেষে সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে বংশলোপ হয়। এই সিদ্ধপুরুষ মন্ত্রের 'বিজ'। 'বিজাবা' (পদপাঠে 'বিজ বা', অনন্য প্রয়োগ। যার 'বিজ' আছে। 'প্রজা' আর 'বিজা' দুইই সন্ততিকে বোঝায়, কিন্তু ভিন্ন অর্থে প্রজা বোঝায় বংশধারার অনুবৃত্তি, আর বিজা নিবৃত্তি 'বিশিষ্ট জাতক' এই অর্থেও বিজা হতে পারে। আধারে নরাশংসই জাতক কিন্তু সিদ্ধ জাতক 'বিজাবান্' পদের এই ধ্বনি [১]নি ৮।৬· নর · আস্ · শংস [২]ঐ, দ্র পা ৬ ৩।১৩৭। [৩]'নরাং শংসঃ' – প্রথম পদের অপভ্রংশে 'নরাশংসঃ' (উভয়স্বর, পদপাঠে অবগ্রহ নাই)। সংহিতায় অন্য পদের দ্বারা অন্তরিত, যেমন ঋ 'নরা চ শংসম্' ৯.৮৬।৪২, 'নরা বা শংসম্' ১০।৬৪ ৩, 'নরাং ন শংসঃ' ২।৩৪.৬। যথারীতি সমস্ত পদ 'নৃশংস' (৯।৮১।৫), উভয়স্বর। প্রসঙ্গত তু 'দেবানাং শংসঃ' (১।১৪১।১১, ১০ ৩১।১) প্রসাদ। আরও তু. নারাশংসেন (নরাশংসচমসগতেন সা) সোমেন ১০.৫৭।৩, নারাশংসী (মনুষ্যস্তুতিঃ সা) ১০।৮৫।৬। [৪]তার বিপরীত 'নিদ্', তু ২।২৩।১৪, ৩।১৬।৫ .; 'দেবনিদ্' ২।২৩।৮। [৫]তু বিরাটের মুখ হতে অগ্নি ১০।৯০।১৩, শ বাগ্ এবাগ্নিঃ ৬।১।২।২৮, ৩।২ ২ ১৩ । বেদের 'ঋক্' আর অগ্নির 'অর্চিঃ' সগোত্র। [৬]তু নমস্যন্ত উশিজঃ (উতলা যজমানের) শংসম্ আয়োঃ ৪।৬।১১; শং নো ভগঃ শম্ উ নঃ শংসো অস্তু.. শং নঃ সত্যস্য সুয়মস্য শংসঃ ৭।৩৫।২।

[৩৬৪] তু ঋ বৃহস্পতিস্ 'নরাশংসো নো হবতু প্রয়াজে শং নো অস্তু অনুয়াজো হবেষু ১০।১৮২।২ (প্রযাজানুযাজ সম্পর্ক লক্ষ); নরাশংসং সুধৃষ্টমম্ অপশ্যং সপ্রথস্তমম্ ১।১৮।৯ (দেবতা 'সদসস্পতির্ নরাশংসো বা'; সদসস্পতি বৃহস্পতির নামান্তর)। বাক্ 'বৃহতী' শ ১৪।৪।১।২২, বাক্ 'ব্রহ্ম' ঐব্রা ২।১৫, ৪ ২১, ৬ ৩ । বাচস্পতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি সমার্থক। আবার বাক্ 'শংস' ঐব্রা ২।৪, ৬।২৭, ৩২। [১]তু ঋ নরাশংসো গ্নাস্পতির্ নো অব্যাঃ ২।৩৮।১০; নরাশংসশ্ চতুরঙ্গঃ ১০।৯২ ১১। [২]নিঘ ১।১১; তু ঋ.বাক্সূ ১০ ১২৫, বিশেষত ৩ ৭, ৮, রাষ্ট্রী দেবানাম্ ৮।১০০.১০। [৩]১।১৬৪।৪৫, তু চতুষ্পদী ৪১। ১।১০৬ ৪ ও ১০।৬৪।৩এ নরাশংস আর পূষা স্বতন্ত্র।

[৩৬৫] মা সুকৃদ্ দেবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ২৭।১৩ (তু শৌ ৫।২৭।৩)। লক্ষ ঋতে সাবিত্র-সূক্তেই নরাশংস গ্নাস্পতি। 'বাক্ সাবিত্রী' তৈজউ. ৪.২৭ ১৫।

নরাশংসকে দিয়ে যেন প্রাণের উদয়নের ভূমিকা রচনা করা হয়েছে। এই তিনটি দেবতায় কাত্থক্যের যজ্ঞভাবনার মূল সম্ভবত এইখানে। নরাশংসের পরেই 'ঈড্য' অগ্নিতে প্রাণের প্রথম সমর্থ প্রকাশ। লক্ষণীয়, এই অগ্নিকে দিয়েই ঋক্‌সংহিতার আরম্ভ।

এই ভাবনার অনুষঙ্গে আরেকটি ভাবনা পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতায় সোমের সম্পর্কে বলা হচ্ছে : 'দিনের আরম্ভেই সুবর্ণ ও সুকাম্য সেই উন্মাদনা আপন চেতনা দিয়ে প্রচেতনা জাগান দিনের পর দিন। দুটি জনকে উদ্যত করে (ভূলোক আর দ্যুলোকের) মধ্যে চলেন তিনি নরের শংস আর দেবতার শংস (চেতিয়ে চলেন) ধৃতিমানের মধ্যে [৩৬৬]।' অর্থাৎ সোম্য আনন্দের উন্মাদনা সত্যধৃতি পুরুষের মধ্যে উষার আলোয় প্রাচেতসী প্রজ্ঞার স্ফুরণ ঘটায়; আর তাইতে দেবতা আর মানুষের অন্যোন্যসম্ভাবনের আকূতি সার্থক হয়, নরের বাণী উদ্দ্যোতিত করে দেবতার বাণীকে। 'নরাশংসঃ' আর 'দৈব্যঃ শংসঃ' বা 'দেবানাং শংসঃ' এখানে একই বাকের দুটি মেরু—একটি নরের প্রশস্তির বাহন, আরেকটি তারই উত্তরে দেবতার প্রসাদের। দুটি বাকই আগ্নেয়ী।

তনূনপাৎএর মত নরাশংসেরও মধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি মধুজিহ্ব, মধুহস্ত্য, যজ্ঞকে মধুমাখা করেন, দেবতাদের কাছে স্বাদু করেন [৩৬৭]। অগ্নির প্রেরণায় মানুষের যে দেবপ্রশস্তি, নরাশংস যদি তার দেবতা হন, তাহলে তাঁর মধুজিহ্ব বিশেষণ সার্থক হয়। প্রশস্তির মন্ত্র যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে স্বাদু করবে, এও সঙ্গত। অন্যত্র দেখি, 'জিহ্বা মে মধুমত্তমা' হ'ক এ প্রার্থনা ব্রহ্মবাদীরও।[১]

নরাশংস মূলত দেবপ্রশস্তি। তাথেকে মানুষের প্রশস্তিবাচক মন্ত্র 'নারাশংস', ঋক্ 'নারাশংসী' [৩৬৮]। এগুলি ঋভু, ঋষি বা রাজাদের প্রশস্তি ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে 'মৃদু ইব ছন্দঃ শিথিরম্', আর তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের মতে 'ব্রহ্মণঃ শমলম্' অর্থাৎ বেদের মলিনভাগ।[১] দেবপ্রশস্তি যজ্ঞাঙ্গ, সুতরাং কাত্থক্যের নির্বচন অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে; আর 'সমস্ত যজ্ঞই অগ্নির'[২] এই মানলে শাকপূণির নির্বচন অধিদৈবতদৃষ্টিতে। দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। দুয়েরই মূল হল, নরাশংস মন্ত্রবীর্য বলেই দেবতা—এই ভাবনা।

বিশ্বামিত্রের আপ্রীসূক্তে নরাশংস নাই। যাস্ক বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণের আপ্রীসূক্ত হতে তাঁর মন্ত্র তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ঋষি বলছেন :

'এই (দেবগণের) মধ্যে নরাশংসেরই মহিমার আমরা নিবিষ্ট হয়ে স্তব করি - যিনি আমাদের যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় : আর যে-দেবতারা সুক্রতু, শুচি, ধ্যানের ধাতা

[৩৬৬] ঋ সো অগ্রে অহ্নাং হরির্ হর্যতো মদঃ প্রচেতসা চেতয়তে অনুদ্যুভিঃ দ্বা জনা যাতয়ন্ অন্তর্ ঈয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ৯।৮৬।৪২। দুটি জন মানুষ আর দেবতা। প্রচেতনা চৈতন্যের উন্মেষ উপচয় এবং ব্যাপ্তি—ভোরের আকাশে আলোর কমলের দল মেলার মত।

[৩৬৭] ঋ. ১।১৩।৩, ৫ ৫।২, ১।১৪২।৩, ১০।৭০।২; শৌ ৫।২৭।৩। [১]তৈউ. ১।৪।১।

[৩৬৮] দ্র নি ৯।৯; ঋ. নারাশংসী ন্যোচনী (নববধূ সূর্যার বাপের বাড়ির দাসী) ১০।৮৫।৬। [১]ঐব্রা. ৬।১৬, তৈব্রা ১।৩।২।৬ (সাভা. দ্র); তু তৈব্রা. ২।৭।৫।২ (সা.)। নরপ্রশস্তির বেলায় 'নরাং' কর্মে ষষ্ঠী, দেবপ্রশস্তি বোঝাতে কর্তায়। [২]ঋ ১০।৫১।৯।

হয়ে স্বাদু করেন উভয়বিধ হব্য [৩৬৯]।' এই যে আমাদের ঘিরে আছেন দেবতারা, তাঁরা অনঘ এবং শুচি, ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞানে সমর্থ, আমাদের মধ্যে আহিত করতে পারেন ধ্যানচেতনার আবেশ। প্রশস্তি আর আহুতির উপচার আমরা বয়ে এনেছি তাঁদের কাছে। সোম্য সুধার নিষেকে তাঁরা তাদের করুন স্বদনীয় এই যে নরের কণ্ঠ স্তুতিমুখর হল তাঁদের প্রেষণায়, অগ্নিবর্ণ বাচস্পতির আবির্ভাব হল আমাদের মধ্যে। তিনি ছাড়া আর কে হবেন আমাদের যজ্ঞেশ্বর? তাই তাঁরই মহিমার বন্দনা-গানে আজ নন্দিত হ'ক আমাদের একাগ্রচিত্তের ভাবনা আর সাধনা।

আপ্রীসূক্তের তৃতীয় দেবতা **ঈল**। এই নামটি কেবল নিঘণ্টুতে আর প্রৈষসূক্তে পাওয়া যায় [৩৭০], নতুবা সংহিতায় তাঁকে ঈড্ বা ইষ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন নানা বিশেষণের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। সেখানে কোথাও তিনি 'ঈলিত',[১] কোথাও 'ঈলেন্য',[২] কোথাও 'ঈডান',[৩] কোথাও 'ইড্',[৪] কোথাও-বা 'ইষিত'।[৫] একজায়গায় শুধু ঈড্ ধাতু দিয়ে তাঁর সূচনা,[৬] আরেকজায়গায় শুধু 'ইডাভিঃ' দিয়ে।[৭]

যাস্ক ঈল-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন ঈড্ বা ইন্ধ্ ধাতু থেকে [৩৭১]। কিন্তু সংহিতাতেই 'ইষিত' যখন সংজ্ঞাটির এক পর্যায়, তখন মূল ব্যুৎপত্তি ইষ্ ধাতু হতে ধরাই সঙ্গত। ইষ্ ধাতু যজ্ ধাতু হতে আসতে পারে, স্বতন্ত্রও হতে পারে। অর্থের দিক দিয়ে দুটি ধাতু পরস্পর জড়িয়ে গেছে, তাইতে 'ইষ্ট' যজ্ঞ বা এষণা দুই-ই বোঝায়। ঈড্ ধাতুও এসেছে এইথেকে।[১] তার মূল অর্থ 'খোঁজা', পূজা ও বন্দনা অর্থ[২] এসেছে অনুষঙ্গক্রমে খোঁজার সাধন হিসাবে। সত্যকে খুঁজতে হবে নচিকেতার মত অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে, এই ভাবটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। নিরুক্তের দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি তারই ইঙ্গিত করছে। অনেক ব্যুৎপত্তির মতই এটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। ঋক্‌সংহিতাতেও ইন্ধ্ ধাতুর সঙ্গে-সঙ্গেই ঈড্ ধাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায়।[৩] ধাতুটির অর্থপরিণাম তাহলে এই দাঁড়াবে: 'খোঁজা' (√ইষ্)॥ ভাবনা করা (√যজ্) < 'জ্বালানো' (√ইন্ধ্: জ্ঞানযজ্ঞ থেকে এইখানে দ্রব্যযজ্ঞের ব্যঞ্জনা আসছে) > 'পূজা করা, স্তুতি করা'।[৪] যখন অগ্নিকে বলা হয় 'ইডাভির্ ঈডাঃ',[৫]

[৩৬৯] ঋ নরাশংসস্য মহিমানম্ এষাম্ উপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ, যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ংধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ৭।২।২ (মা ২৯।২৭), নি ৮।৭। 'এষাম্' নির্ধারণে ষষ্ঠী দেবতারা 'ধিয়ংধাঃ', যেমন আগে পেয়েছি ইন্দ্র 'বয়োধাঃ'। 'স্বদন্তি' স্বাদু করেন (অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ) মধু বা অমৃতচেতনার আনন্দ দিয়ে। নরাশংস মধুমান্, তাঁর সহচর দেবতারাও তা-ই আনন্দ দিয়েই সাধনার শুরু। উভয়ানি হব্যা' প্রশস্তি ও আহুতি।

[৩৭০] নিঘ ৫।২, প্রৈষ ৪। [১]ঋ ১।১৩।৭, ১৪২।৪, ২।৩।৩, ৫।৫।৩ (প্রৈষ ৪); মা 'ঈডিত' ২০।৩, ২১।৩২, ২৮।৩। [২]ঋ. ৭।২।৩, ৯।৫।৩, মা ২৮।২৬। [৩]মা ২৭।১৩; তৈস ৪।১।৮।১; শৌ. ৫।২৭।৩। [৪]ঋ ৩।৪।৩। [৫]৩।৪।৩, ১০।১১০।৩; মা ২৯।২৮। [৬]১০।৭০।৩। [৭]মা. ২০।৫৮।

[৩৭১] নি ঈল ঈট্টেঃ স্তুতিকর্মণ ইন্ধতের্‌ বা ৮।৭। [১]তু নি ঈলির্ অধ্যেষণকর্মা পূজাকর্মা বা ৭।১৫। [২]ঈড় <*যজ্দ্, দকারের মূর্ধন্য-পরিণাম তারপর অন্তরঙ্গসন্ধি এবং যকারের সম্প্রসারণ ও দীর্ঘত্ব। যাস্কের মতে সব মিলিয়ে ধাতুটির পাঁচটি অর্থ (দ্র টীম্, ২১৪)। [২]তু ঈডা এবং বন্দা পাশাপাশি ১০।১১০।৩, মা ২৯।৩, ২৮। [৩]ঋ ৩।২৭।১৩, ১৪, ৭।৮।১, ১০।৩০।৪। [৪]ঋ ৩।১।১৫, ২।২। [৫]মা ২১।১৪, তু. ২০।৫৮। [৬]২১।৩২, [৭]২৭।১৪, [৮]২৮।৩, [৯]২৮।২৬।

'ইডেডিতঃ',[৩] 'ঘৃতেনেডানঃ,'[৩] 'ইডাভির্ ঈডিতঃ',[৪] 'ইডাভির্ ঈড্যম্',[৫] কিংবা 'ইষিত', তখন মূল ইষ্ ধাতুর সঙ্গে ঈল-সংজ্ঞার যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপ্রীদেবতা ঈল, তাহলে জীবের ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার দীপ্তশিখা এই আপ্রীসূক্তেই যার দেবতা 'ইলা'। তাঁকে জীবনের বেদিতে জ্বালাতে হবে (ঈলেন্যঃ), জ্বালানো হচ্ছে (ঈলানঃ), জ্বালানো হয়েছে (ঈলিতঃ), অথবা তিনি প্রজ্বল শিখা (ঈলঃ, ইড্)—এই তাঁর পরিচয়। অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি 'ইডিত' অর্থাৎ সাধনার লক্ষ্য বা তার আদিপ্রবেগ দ্বারা প্রবর্তিত। এক কথায়, সাধনার অন্ত্যপরিণাম বা আদি-প্রবর্তনা দুইই তিনি। সংহিতায় বলা হচ্ছে, তিনি মানুষের আধারে মন্ত্রচেতনার দ্বারা বীজরূপে নিহিত এবং উদ্বোধিত [৩৭২]। আদিম প্রাণের সুমঙ্গল সিসৃক্ষা তিনি, ভূলোক আর দ্যুলোকের মাঝে চলছে তাঁর দৌত্য।[১] আধারে তিনি আবাহন করেন বৃত্রঘাতী ইন্দ্র আর মরুদ্গণকে,[২] যাঁরা প্রাণের আলোর ঝড় তুলে ওজস্বী মনের দুর্ধর্ষ সংবেগে অন্ধতমিস্রার পাষাণ আড়াল গুঁড়িয়ে দেন; অথবা তিনিই গোত্রভিৎ বৃত্রঘাতী বজ্রবাহু পুরন্দর,[৩] ছুটে চলেন ক্ষিপ্রগামী তুরঙ্গের মত।[৪] তিনি অমৃত-চেতনার সুনির্মল সংবেগ, অজস্র মধুর ধারায় বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন আধারের চিৎকূট হতে[৫] এবং আনন্ত্যের ঋদ্ধিকে ছিনিয়ে আনছেন অলখের কূল হতে।[৬]

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে 'ইড্'কে ইষ্ ধাতু হতে ব্যুৎপন্ন ধরে তাতে অন্নদৃষ্টির বিধান করা হয়েছে [৩৭৩]। আগেই দেখেছি, এর পূর্ববর্তী প্রযাজদেবতা বা 'তনূনপাৎ' প্রাণ। আবার পরবর্তী দেবতা 'বর্হি'ও প্রাণ। বুঝতে হবে, একটি প্রাণ বিশ্বগত, আরেকটি বিশিষ্ট আধারগত। অন্ন আগেরটির আশ্রিত এবং পরেরটির পোষক। অবশ্য অন্ন এখানে রাহসিক অর্থে জীবনযোনি ভূতশক্তি, যাকে আমাদেরই 'তনূ' বলা যেতে পারে[১] শতপথে তনূনপাৎ গ্রীষ্ম হলে 'ইড্' তার পরে বর্ষা,[২] আর রেতঃ হলে প্রজা বা সন্তান।[৩]

এলাম উৎসর্গ ভাবনার তৃতীয় পর্বে। চিদ্‌বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, অভীপ্সার সংবেগে এইবার শুরু হল তার উত্তরায়ণ। মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে ছন্দ এবার হল অনুষ্টুপ্, বাছুরটি হল আড়াই বছরের [৩৭৪]। ইন্দ্রের তারুণ্য উপচে পড়ল। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শুনছি:

[৩৭২] ঋ অসি হোতা মনুর্হিতঃ ১।১৩ ৪, মনুষ্বদ্ অগ্নিং মনুনা সমিদ্ধম্ ৭।২।৩। [১]অসুরং সুদক্ষম্ অন্তর্ দূতং রোদসী ৭।২ ৩; ১০।৭০।৩ (টী ১১৪)। [২]১ ১৪২ ৪, ২।৩।৩, ৫।৫।৩, মা ২৮ ৩। [৩]মা ২০।৩৮, [৪]২৯।৩, [৫]ঋ ৯।৫।৩ টী ২১৫[৭], [৬]অগ্নে সহস্রসা অসি ১।১৮৮।৩।

[৩৭৩] ঐব্রা অন্নং বা ইলঃ ২।৪। অগ্নীষোমীয় পশুযাগের বিবৃতি চলছে। [১]দ্র অন্নসূক্ত ঋ ১।১৮৭। মূলে 'পিতু' অন্ন এবং পেয় সোমরস উভয়কেই বোঝায় (তু ঐব্রা অন্নং বৈ পিতু ১।১৩)। অন্নের দিব্যরূপ 'ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্, অকারি চারু কেতুনা তবাহিম্ অবসাবধীৎ' তোমাতেই হে অন্ন, মহান্ দেবগণের মন নিহিত, যা চারু, তা করা হল (তোমারই) চিত্তির ঝলকে, তোমারই প্রসাদে অহিকে বধ করলেন (ইন্দ্র বা ত্রিত) ১। ৬। এইপ্রসঙ্গে তু ছা অন্নের অণিষ্ঠ ধাতু' মন, মন অন্নময় (৬।৫ ১, ৪), আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি (৭।২৬।২)। [২]শ. ১।৫।৩।১১; তু. শাব্রা. ৩।৪। [৩]শ. ১।৫।৪।৩।

[৩৭৪] মা ২১।১৪, প্রৈষ হোতা যক্ষদ্ ঈডেন্যম্ ঈডিতং বৃত্রহন্তমম্ ইডাভির্ ঈড্যং সহঃ সোমম্ ইন্দ্রং বয়োধসম্, অনুষ্টুভং ছন্দ ইন্দ্রিয়ং পঞ্চাবিং গাং বয়ো দধদ্ বেত্ব্ আজ্যস্য হোতর্ যজ ২৮।২৬।

যে ধ্যানদীপ্তি বিশ্ব ছাওরা, এগিয়ে চলেছে সে এষণার প্রথম হোতাকে জাগিয়ে তুলবে বলে, (চলেছে তাঁর) দিকে প্রণতি দিয়ে বীর্যবর্ষীকে বন্দনা করবে বলে তিনি দেবগণের যজন করুন (আমারই) প্রেষণায় যিনি যাজকবর [৩৭৪ক]।' আমার একাগ্রভাবনার চিন্ময় প্রভাস ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। তার শরবৎ তন্ময়তা সত্তার মর্মে বিদ্ধ করল সেই উত্তরবাহিনী অগ্নিশিখার কন্দমূলকে, যেখান হতে আমার অলখের এষণার শুরু। এই চেতনায় মূর্ত করতে হবে সেই শিখার অনির্বাণ দহনকে, অজস্র প্রণতিতে নিজেকে লুটিয়ে দিতে হবে তাঁর মধ্যে, যাঁর অগ্নিবীর্য বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবে এই উষর আধারের। আমার প্রণতি আমার সমর্পণই জাগাক তাঁর মধ্যে উত্তরায়ণের প্রবেগ, বিশ্বদেবতাকে আমার মধ্যে নামিয়ে আনুন তিনি চিন্ময় রূপায়ণের অনুত্তম শিল্পিরূপে।

আপ্রীসূক্তের চতুর্থ দেবতা **বর্হিঃ** অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বর্হিঃ কুশময় যজ্ঞাঙ্গ। অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা অগ্নিরই প্রতীক যাস্কের ব্যুৎপত্তি 'বর্হিঃ পরিবর্হণাৎ' [৩৭৫]। দুর্গ তার অর্থ করছেন 'ছেঁড়া' অথবা 'বৃদ্ধি পাওরা।' ছেঁড়া অর্থে বেদে বৃহ্ ধাতুর অনেক ব্যবহার আছে।[১] কিন্তু বর্হিঃর মূলে স্পষ্টতই রয়েছে বৃহ্ ধাতু, যার অর্থ 'বেড়ে চলা'। ধ্বনিসাম্যের দরুন বর্হিঃর মধ্যে দুটি ধাত্বর্থেরই ব্যঞ্জনা এসে গেছে বলে মনে হয়। কুশ ছিঁড়লে পর তা বেড়ে যায় (দুর্গ), এই ভাবনা তার পিছনে আছে। মুঞ্জতৃণ হতে ইষীকার মত নিজের শরীর হতে হৃদয়সন্নিবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মার 'প্রবর্হণ' বা উন্মূলনের কথা কঠোপনিষদে আছে।[২] তার ফলে সেখানে আত্মার 'মহান্' বা 'বৃহৎ' হওবার ধ্বনি প্রকরণ থেকে[৩] সমর্থিত হয়। যাস্কের

[৩৭৪ক] ঋ প্র দীধিতির্ বিশ্ববারা জিগাতি হোতারম্ ইলঃ প্রথমং যজধ্যৈ, অচ্ছা নমোভির্ বৃষভং বন্দধ্যৈ স দেবান্ যক্ষদ্ ইষিতো যজীয়ান্ ৩।৪।৩ 'দীধিতিঃ' < √ ধী 'ভাবনা করা ধ্যান করা'। নিঘ 'কিরণ' ১।৫, 'অঙ্গুলি' ২।৫, মূল ধ্যান অর্থ থেকে একটিতে প্রজ্ঞার এবং আরেকটিতে কর্মের ব্যঞ্জনা (তু ঋ ৭।১।১ টী ২২৩), সেখানে দুটি অর্থই পাওরা যায়)। **বিশ্ববার** ঋগ্বেদে অগ্নি বৃহস্পতি বাক্ ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় উষা সবিতা ও দ্যাবাপৃথিবীর বিণ, রয়ি রথ নিয়ুৎ দ্রবিণেরও একজন ঋষি 'বিশ্ববার' (৫।৪৪।১১), ঋষিকা 'বিশ্ববারা' (৫।২৮ সূ)। অনুরূপ অগ্নিঃ বিশ্ববার্যঃ ৮।১৯।১১, আবার 'হবং বিশ্বশম্ভুং বিশ্ববার্যম্'—সেই দেবহূতি যা বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিচিত্র এবং বিশ্বদেবগণের বরেণ্য বা কাম্য ৮।২২।১২। 'বিশ্ববার' দুই অর্থে হতে পারে 'বিশ্বের বরেণ্য' অথবা 'বিশ্বকে যা আবৃত করে'। দেবতার বেলায় দুটি অর্থই হয়। কিন্তু 'দীধিতি'র বেলায় দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত 'বিশ্ববারা দীধিতি সেই ধ্যানচেতনা যা বিশ্বকে আবৃত করে (তু স ভূমিং 'বিশ্বতো বৃত্বা' হত্যা অতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১)। ধ্যানচেতনার এই ব্যাপ্তিতেই ঔপনিষদ ব্রহ্মের অনুভব। 'যজধ্যৈ'—'ইড্' বা এষণার 'প্রথম হোতা' অগ্নি, কেননা তিনিই আমাদের মধ্যে অন্তরের এষণা জাগিয়ে তোলেন 'দীধিতি' বা ধ্যানদীপ্তি চলেছে তাঁর যজন করতে অর্থাৎ তাঁকে প্রবুদ্ধ করতে। ধ্যানে দেবতা মূর্ত হবেন, শুরু হবে এষণা তাঁরই প্রসাদে 'ইষিতঃ' এবং দ্বিতীয় পাদের ইলঃ' (দুইই < √ ইষ্ 'চাওরা' 'ছোটা') দেবতার ব্যঞ্জনা বহন করছে। আমাদের মধ্যে এষণা জাগান অগ্নি, তাইতে আমরা পরমকে খুঁজি। আবার আমাদের দীধিতি তাঁর মধ্যে জাগায় সংবেগ। এমনি করে 'ঈল.' মানুষ ও দেবতার অন্যোন্যসম্ভাবনের দেবতা।

[৩৭৫] নি ৮।৮। [১]তু বৃহ মায়া অনানত (ইন্দ্র) ৬।৭৫।৯ উদ্ বৃহ রক্ষঃ সহমূলম্ ইন্দ্র ৩।৩০।১৭, প্র বৃহা পৃণতঃ ৬।৪৪।১১।। [২]ক, ২।৩।১৭। [৩]তু ক ২।৩।১৪, ৩-৪, ৮, ১।৪, ১।৩।১৩।। [৪]শ ১।৫।৪।৪। [৫]তু ঋ, ব্যু উ প্রথতে বিতরং বরীয়ঃ ১০।১১০।৪ (দ্র 'বরীয়ঃ' মহাবৈপুল্যে), ৭০।৪, ৫।৫।৪; মা ২০।৩৯, ২৯।৪, ২৯ [৬]ঋ ২১।১৫, ২৮।২৭।

ব্যুৎপত্তির মূলে অনুরূপ ভাবনা থাকা খুবই সম্ভব। 'পরি' (দিকে-দিকে) উপসর্গটি তার সূচক। কুশ ছেঁড়া হয় যজ্ঞের প্রয়োজনে দেবতাদের জন্য আসন বিছাতে। ছিন্ন কুশ যজ্ঞের অঙ্গীভূত হয়ে 'বৃহৎ' হয়। তখন সে 'বর্হিঃ' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা বৃহতের ভাবনার প্রতীক। একই ধাতু হতে 'ব্রহ্মে'র অনুরূপ 'বর্হিঃ'-সংজ্ঞার নিষ্পাদন মনে হয় পারিভাষিক। শতপথব্রাহ্মণে বর্হিঃকে বলা হয়েছে 'ভূমা',[৪] এই অর্থ সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তির অনুকূলে। লক্ষণীয়, সংহিতাতেও 'বর্হিঃ' সম্পর্কে 'প্রথন' বা বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা বারবার বলা হয়েছে।[৫] এইপ্রসঙ্গে 'বৃহতী' ছন্দের বিধানও ব্যঞ্জনাবহ।[৬]

আবার দেখি, নিঘণ্টুতে বর্হিঃ 'উদক' বা 'অন্তরিক্ষ' [৩৭৬]। একটি প্রাণের প্রতীক, আরেকটি প্রাণভূমি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বর্হিঃকে বলছেন 'পশু'; তাও প্রাণেরই প্রতীক। লক্ষণীয়, বর্হিঃ 'উদ্-ভিদ্'--মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না। ছিঁড়লে পর তার তীক্ষ্ণ সূচী দ্যুলোকের দিকে উদ্যত হয়ে থাকে। এইথেকে বর্হিঃকে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে দ্যুলোকাভিসারী অজর প্রাণের এষণা। আবার, অন্তরিক্ষ মধ্যস্থান; বৃহতী সপ্তচ্ছন্দের মধ্যম; হৃদয় 'মধ্য আত্মা'[১] বা যোগাসীন শরীরের মধ্যদেশ, ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানরবিদ্যায় পাই, 'বক্ষঃস্থলই বেদি, তার লোমগুলি বর্হিঃ, আর হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি'।[২] এইথেকে ভাবতে পারি, বর্হিঃ হৃদয়ে-পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন, মূলাধার হতে সমিদ্ধ হয়ে উঠে এসেছে এইখানে।

বর্হিঃর প্রসঙ্গে সংহিতায় দুটি ধাতুর প্রয়োগ পাই—'স্তৃ' ছড়ানো, বিছানো এবং 'বৃজ্' বাঁকানো, মোড় ফেরানো [৩৭৭]। দেবতার জন্য কুশের আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই অর্থে স্তৃ-ধাতুর প্রয়োগ সহজবোধ্য। কিন্তু বৃজ্-ধাতুর প্রয়োগ কি অর্থে, তা খুব স্পষ্ট নয়। দুর্গ তিনটি অর্থ দিচ্ছেন -প্রচ্ছেদন, প্রস্তরণ এবং প্রণয়ন (অগ্নিপক্ষে)। ছেদন অর্থের কল্পনা সম্ভবত এসেছে বৃশ্চ॥বৃশ্চ্ ধাতুর সঙ্গে বৃজ্ ধাতুর সাঙ্কর্যের ফলে।[১] কিন্তু নিঘণ্টুতেই বৃজ্ ধাতু হতে 'বল' অর্থে পাই 'বর্গঃ। বৃজনম্'।[২] বাঁকাতে বা মোড় ফেরাতে বলের দরকার হয়। বেদের অনেক জায়গায় সহচরিত 'ইষ্' এবং 'ঊর্জ্'এর অর্থাৎ অভীপ্সা এবং গোত্রান্তরের ব্যঞ্জনা এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। দুর্গের কল্পিত প্রণয়ন অর্থের মূলেও বলের ধ্বনি আছে। যাস্কের উদাহৃত মন্ত্রে বর্হিঃর 'প্রবর্জন' যদি আস্তরণ অর্থেও গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাতে বলের দরকার হয় এইভাবে। কুশ বিছিয়ে দিতে হয় তার ডগাগুলি পূব বা উত্তরমুখী করে বিশেষত পূবমুখী করে। তাই বর্হিঃ-র একটি বিশেষণ 'প্রাচীন'।[৩] পূবদিক আলোর 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' দিক, আর উত্তর ব্যাপ্তিচৈতন্যের বিশ্বোত্তীর্ণতার দিকে উজিয়ে যাওবার দিক। বর্হিঃ-র মূল থাকুক আঁধারে মাটির তলায়, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাকে ছিঁড়ে এনে দেবতার আসন বিছিয়ে দেব যখন,

[৩৭৬] নিঘ. ১।১২; ১।৩। [১] ক ২।১।১২, ৩।১৭। [২] ৫।১৮।২। এটি যজ্ঞের অধ্যাত্ম প্রতিরূপ।

[৩৭৭] দ্র ঋ ১।১৬২।৫, যেখানে দুটি ধাতুর একসঙ্গে প্রয়োগ আছে। যজমানের একটি সাধারণ বিণ 'বৃক্তবর্হিঃ' ১ ১২।৩, ৩।২।৫, ৬, ৫ ২৩।৩ । [১] তু নিঘ 'বৃণক্তি।বৃশ্চতি' বধকর্মা ২।১৯ কিন্তু 'বৃক্তবর্হিঃর 'বৃক্ত' < √ বৃজ্, নইলে হত 'বৃক্ণ'। [২] নিঘ. ২।৯, তু ঊর্জ্। [৩] ঋ ১।১৮৮।৪, ৯ ৫।৪, ১০।১১০।৪; মা ২০।৩৯, ২৯ ২৯।

তখন তার মোড় ঘুরিয়ে দেব আলোর উদয়ন বা উত্তরায়ণের দিকে। এই হল 'প্র বর্জন' প্রাণের এষণাকে তমিস্রার গুহাশয়ন হতে 'প্রবৃঢ়' বা উন্মূলিত করে তাকে জ্যোতির্মুখ করা। তার জন্য 'ঊর্জ্' বা মোড়ফেরানো বলের দরকার হয়। যে তা করতে পারে, সে 'বৃক্তবর্হিঃ'। উন্মুখ প্রাণকে এইভাবে আলোর দিকে যদি বিছিয়ে দিতে পারি দেবতার আসনরূপে, তাহলেই তা 'প্রথিত' হয় অর্থাৎ বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের এই বৈপুল্যই 'ব্রহ্ম'। তার সঙ্গে 'বর্হিঃ'র ব্যুৎপত্তিসাম্যের মূল এইখানে।

ঋক্‌সংহিতা বলছেন, সহস্রবীর্যের আধার এই প্রাণের আসন বিছিয়ে দিতে হয় ওজঃশক্তি দিয়ে, দিব্যভাবে তন্ময় হয়ে দ্যুলোকের নাভিতে।[৩৭৮] বসুগণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ সেইখানে এসে বসেন।[১] মনীষীরা সেইখানে দেখতে পান অমৃতকে।[২] মাধ্যন্দিনসংহিতা বললেন, এবার ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল বৃহতী, আর বাছুরটিরও বয়স হল তিন বছর।[৩]

এলাম উৎসর্গভাবনার চতুর্থ পর্বে। প্রাণের এষণা জ্যোতির্মুখ একাগ্রতায় উদাত্ত হল দ্যুলোকের দিকে, তাই দিয়ে পরমদেবতার আসন রচলাম হৃদয়ে। বিশ্বামিত্র বললেন :

'তোমাদের তরে উজান পথ রচা হল ধূর্তিহীন সাধনায়। উন্মুখ শুক্র জ্বালারা পার হয়ে চলল কত যে ভুবন। দ্যুলোকের নাভিতে কখনও-বা বসানো হল হোতাকে। আমরা বিছিয়ে দিই দেবতা-ছাওয়া (মন দিয়ে) বর্হিঃকে।[৩৭৯]'—সংজ্ঞের ছন্দে

[৩৭৮] তু ঋ প্রাচীনং বর্হির্ ওজসা সহস্রবীরম্ অস্তৃণন্, যত্রাদিত্যা বিরাজথ ১।১৮৮।৪; ৯।৫ ৪; ৩।৪ ৪। [১] ১।১৮৮।৪, ২ ৩।৪, মা. ২৮।৪। [২] ঋ স্তৃণীত বর্হির্ মনীষিণঃ, যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ১।১৩।৫। [৩] মা. ২১।১৫, ২৮।২৭।

[৩৭৯] ঋ ঊর্ধ্বো বাং গাতুর্ অধ্বরে অকার্য্, ঊর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি, দিবো বা নাভা ন্য্ অসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ৩।৭ ৪। 'ঊর্ধ্বঃ গাতুঃ' উজান পথ। নিঘ 'গাতু' পৃথিবী ৯।১। 'অধ্বরে' বা সংজ্ঞের সাধনায় উজানপথের কথা। পরের যুগে সাধনশাস্ত্রে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। এখানকার বর্ণনা কুণ্ডলিনীর উজানধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বাম্'—তোমাদের দুজনার বর্হিঃ আর অগ্নির সা।। বর্হিঃর উজানপথ মর্ত্যপ্রাণের ঊর্ধ্বস্রোত। 'রজাংসি' প্রাণলোকসমূহের দিকে [illegible] এর পরেই আছে 'দেবীর্ দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ারদের কথা। আলোর উজানধারা একটির পর একটি প্রাণলোক ছাড়িয়ে চলে যে পর্যন্ত না জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে যায়। 'দিবঃ নাভা' [নাভৌ] < √ নভ্ [illegible] নহ্ 'বাঁধা', নি. নাভিঃ সংহনাৎ নাভ্যা সংনদ্ধা গর্ভা জায়ন্তে ৪ ২১, তু Gk *omphalos*, Lat *umbilicus*, Germ *nabel*, Eng *navel*, *nave*, also Lat *umbo* 'knob, boss on a shield'। যেখানে সব মিলে গাঁট পড়ে, তাথেকে 'গ্রন্থি, মর্মস্থান' (তু মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ ৬।৫৭।২৮)। চাকার নাভি প্রসিদ্ধ, যেখানে অর বা শলাকাগুলি এসে মেলে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, এই কল্পনা হতে নাড়ী-গ্রন্থিও 'নাভি' নাভিতে অরসমূহ সমর্পিত হয়, তাথেকে নাভি চিত্তের একাগ্রতারও প্রতীক। তু অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্ তত্রা মে নাভির্ আততা ১।১০৫।৯ 'অয়ম্ (ইন্দ্রঃ) ঈয়তে ঋতযুগ্‌ভির্ অশ্বৈঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণীপ্রাঃ'—এই তিনি চলছেন ঋতযুক্ত অশ্ব আর স্বর্জ্যোতির প্রাপক নাভির দ্বারা উপলক্ষিত হয়ে, চারিদিকে আপূরিত ক'রে তু ক. 'অশ্ব' এবং 'মনঃপ্রগ্রহ' ১।৩।৬, ৯, 'চর্ষণী' উদ্যমী সাধক, তু ঐব্রা চরৈব ৭ ১৫। ৬।৩৯ ৪। নাভি জ্যোতির্ময় গ্রন্থি। তু 'বিবস্বতো নাভা' ১ ১৩৯ ১, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে উত্তরবেদি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়। পৃথিবীর নাভি অগ্নি ১।৫৯।২ (তু ১ ১৪৩।৪ টী ১১৫[১], ৩।৫।৯, ২৯।৪ টী ১৭৯[১], ১০।১ ৬, সোমও পৃথিবীর নাভিতে ৯।৭২।৭, ৮২।৩ পর্জন্যরূপে, ৮৬ ৮)। দৈব্য হোতাদের বর্ণনায় আছে, পৃথিবীর নাভিতে যেমন অগ্নিগ্রন্থি, তেমনি তার উপরে আছে আরও তিনটি গ্রন্থি (নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ২।৩ ৭; তু চতস্রো নাভো [< 'নাভ্']। নিহিতা অগ্রো দিবো হবির্ ভরন্ত্য্

আমাদের চলা, কোথাও কৌটিল্য নাই তার মধ্যে। জীবনে তাই মর্ত্যের এষণা আর গুহাহিত অমর্ত্যের অভীপ্সা[১] দুয়েরই তরে উজানের পথ আজ আমরা রচনা করেছি। তা ই ধরে সমিদ্ধ অগ্নির উত্তরবাহিনী শিখারা কন্দমূল হতে ছুটে চলেছে প্রাণসমুদ্রের কূলে-কূলে পাড়ি দিয়ে। একেকটি আলোর গ্রন্থি পথের মাঝে-মাঝে। সেইখানে দেবতার আসন পাতি, আর জ্যোতিরগ্রা এষণার কুশমুষ্টি বিছিয়ে দিই তার 'পরে। আমাদের অন্তর তখন দেবতাকে জড়িয়ে ধরে দেবময়।

তার পর পঞ্চম আপ্রীদেবতা **'দেবীর্ দ্বারঃ'** বা জ্যোতির্ময় দুয়ারেরা। কাত্থক্য বলেন, দ্বার বলতে বোঝায় যজ্ঞগৃহের দ্বার; শাকপূণি বলেন, দ্বার অগ্নি [৩৮০]। দুয়ারেরা অগ্নিশিখার প্রতীক, তাই সংজ্ঞাটি বহুবচনান্ত। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অগ্নি দেবযোনি, যজমান তাহতে 'বেদময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হিরণ্যশরীর' হয়ে জন্মান।[১] দ্বার সম্পর্কে যাস্কের উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে[২] এই ভাবনার ধ্বনি আছে।

প্রতীকরূপে সংহিতায় দ্বারের কথা অনেকজায়গায় আছে। দ্বার যেমন কোন-কিছুকে আড়াল করে রাখে, তেমনি আবার ভিতরে ঢোকবার পথও খুলে দেয় [৩৮১]। অন্ধকারের আবরণ সরে গেলেই রুদ্ধ দুয়ার হয়ে যায় 'দেবীর দ্বারঃ'

অমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ ৯।৭৪।৬ টী ১১১°। সোমস্রাবী গ্রন্থি। যেমন সবার নীচে পৃথিবীর নাভি একটি চিদ্গ্রন্থি (তু মণিপূর), তেমনি দ্যুলোকের নাভি আরেকটি (তু সহস্রার)। দুয়ের মধ্যে তিনটি বা চারটি নাভির পরম্পরা স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি গ্রন্থি: নাভিতে আনন্দ, হৃদয়ে পরমানন্দ, ভ্রূমধ্যে বিরমানন্দ, আর শিরসি সহজানন্দ। সোম ঋতের নাভি এবং অমৃত (৯।৭৪।৪), তাকে নাভির নীচে নামতে দিতে নাই (৯।১০।৮ টী ১১৩, তু 'দিবি তে নাভা পরমো য আদদে' দ্যুলোকের নাভিতে বাঁধা আছে সোমের পরম নাভি ৯।৭৯।৪)। 'বর্হিঃ বি স্তৃণীমহি' বর্হিঃ অগ্নির সহচর, অগ্নিরই অঙ্গরেক বিভাব। অগ্নি প্রাণের লোকে বা চক্রে জেগে পর তাঁকে ঘিরে বর্হিঃর প্রবর্জন ও বিস্তরণ করতে হবে অর্থাৎ প্রাণকে গুটিয়ে এনে ছড়িয়ে দিতে হবে (তু সূর্যের তেজের সমূহন এবং রশ্মির ব্যূহন ঈ ১৬)। 'দেবব্যচা' < √ ব্যচ্ ছড়ানো, ছাওয়া' যা দেবতাকে ছেয়ে আছে, উদ্ধ 'মনসা'। পপা 'দেবব্যচাঃ', কিন্তু তাতে অর্থসংগতি হয় না। [২] তু ঋ ১।১৬৪ ৩০ টী ২৫৬।

[৩৮০] নি ৮।১০। [১] ঐব্রা ১।১২, ২।৩। [২] ঋ ব্যচস্বতীর (সুবিপুলা), উর্বিয়া (বিশাল হয়ে) বি শ্রয়ন্তাম্ (খুলে যাক), পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ (নিজেদের শোভনা ক'রে) ১০।১১০ ৫। জ্যোতির দুয়ার দিয়ে যজমানের নিষ্ক্রমণরূপে আহুতিরা উঠে যাবে, দেবতারা নেমে আসবেন, অথবা যজমানই ফিরে আসবেন হিরণ্যশরীর হয়ে। জ্যোতির দুয়ারেরা অগ্নিরূপে এই নবজন্মের দেবযোনি।

[৩৮১] তু নি দ্বারো জবতের্ বা বারয়তের্ বা ৮।৯, আধুনিক ব্যু < IE *dhuor*, Gk *thura* (দ্বার)। [১] তু ঋ দূরো অশ্বস্য দূর ইন্দ্র গোর্ অসি দূরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ ১।৫৩ ২, ৭২।৮, ৮।৫।২১, ৯ ৪৫।৩ ৬৪ ৩। [২] অগ্নি ১।৬৮।১০, ৬৯।৫, ১২৮।৬, ২।২ ৭, ৩।৫ ১ টী ১৯৯°, ৭ ৯।২, উত দ্বার উশতীর্ বি শ্রয়ন্তাম্ উত দেবা উশত আ বহেহ ১৭।২ টী ১৯৫[২], ৮।৩৯ ৬ টী ৩১৪[২২], ইন্দ্র ১।১৩০।৩, প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন দুরশ্ চ বিশ্বা অবৃণোদ্ অপ স্বাঃ ৩।৩১।২১ (১০।১২০।৮), ৬।১৭।৬, ১৮।৫, ৩০।৫; সোম ৯।৪৫ ৩ (৬৭ ৩। [৩] অশ্বিদ্বয় দৃঢ়হস্য চিদ্ গোমতো বি ব্রজস্য (খোঁয়াড়ের গ্রন্থির) দুরো বর্তং গৃণতে চিত্ররাতী ৬।৬২ ১১, ৮ ৫ ২১। উষা উদ্যো যদ্ অদ্য ভানুনা বি দ্বারাব্ ঋণবো দিবঃ ১।৪৮।১৫, ১১৩।৪, বা উ ব্রজস্য তমসো দ্বারোচ্ছন্তীর্ (ঝলমলিয়ে) অব্রন্ শুচয়ঃ পাবকাঃ ৪।৫১।২, ৭।৭৯ ৪। [৪] সবিতা সম্মিন্ (< √ স্না সন্, সোমের জয়ন্ত অভিষেক) অবিন্দচ্ চরণে নদীনাম (নদীদের প্রবাহে, নাড়ীতন্ত্রে) অপাবৃণোদ্ দুরো অশ্মব্রজানাম্ (পাথরের খোঁয়াড়দের: সবিতা ইন্দ্ররূপে) ১০ ১৩৯ ৬। [৫] অয়ম্ উ তে সরস্বতি বসিষ্ঠো 'দ্বারাব্ ঋতস্য' সুভগে ব্যাবঃ (বিবৃত করেছে, খুলে দিয়েছে), বর্ধ শুভ্রে ৭।৯৫ ৬; অপ 'দ্বারা মতীনাং' প্রত্না ঋণ্বন্তি

বা জ্যোতির দুয়ার। তার আড়ালে আছে অশ্ব (ওজঃ), গো (প্রাতিভসংবিৎ), যব (তারুণ্য), বসু (জ্যোতি), রয়ি (প্রাণসংবেগ), ইষ্ (ইষ্টার্থ) বা সিন্ধু (অমৃতজ্যোতির ধারা)।[১] দেবতা আগল ভেঙে তা অনাবৃত করেন আমাদের কাছে। এই আগল ভাঙা বা দুয়ার খোলার কাজ করেন অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম।[২] আবার করেন অশ্বিদ্বয়, উষা[৩] এবং দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবসু বা সবিতা।[৪] প্রথম তিনজন ঋগ্বেদের তিন মুখ্য দেবতা, আর পরের তিনজন চিৎসূর্যের উদয়নের প্রথম তিন পর্বের দেবতা। ভাবতে পারি, পৃথিবী হতে দ্যুলোক পর্যন্ত বিতত দেবযানের যে নিগূঢ় আলোকসরণি, তারই পর্বে পর্বে আছে এইসব আলোর তোরণ। এর অধ্যাত্মব্যঞ্জনার উল্লেখ সংহিতাতেই আছে: বলা হয়েছে, এই দুয়ার 'ঋতের দুয়ার', আরও স্পষ্ট করে 'মতির দুয়ার', আরেকজায়গায় 'ইন্দ্রের দুয়ার'।[৫] শতপথব্রাহ্মণে ছটি ব্রহ্মদ্বারের কথা পাই 'অগ্নির্ বায়ুর্ আপশ্ চন্দ্রমা বিদ্যুদ্ আদিত্য ইতি' যারা স্পষ্টতই চেতনার উৎক্রমণের বিশিষ্ট একটি ক্রম বোঝাচ্ছে।[৬] উপনিষদেও ব্রহ্মদ্বারের কথা নানাভাবে আছে।[৭]

দ্বারভাবনার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের লোকদ্বারের বিবৃতিতে [৩৮২]। সুত্যাদিবস হল সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠানের দিন। সেদিন সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সোম ছেঁচে তার রস অগ্নিতে আহুতি দিতে হয় (সবন)। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, প্রাতঃসবন বসুগণের, মাধ্যন্দিনসবন রুদ্রগণের, আর তৃতীয়সবন আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের অধিকারে। এক এক দেবগণের স্বধাম হল এক-এক লোক পৃথিবীলোক বসুগণের স্বধাম, অন্তরিক্ষলোক রুদ্রগণের, দ্যুলোক আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের। অবশ্য প্রত্যেকটি লোক দেবাধিষ্ঠিত বলে জ্যোতির্ময় বা চিন্ময় ভাবনা করা হয়, প্রত্যেক লোকের একটি করে দুয়ার আছে, অবিদ্বানের কাছে তা 'পরিঘ' বা আগল দিয়ে আটকানো। বিদ্বান যজমান প্রত্যেক সবনের আগে লোকপাল দেবগণের উদ্দেশে সামগান করে বলেন, 'লোকদ্বারম্ অপাবৃণু' আলোক-লোকের দুয়ার খুলে দাও। একে-একে তিনটি দুয়ার খুলে যাবে, যথাক্রমে যজমানের মিলবে রাজ্য, বৈরাজ্য এবং অবশেষে স্বারাজ্য আর সাম্রাজ্যের অধিকার। সংজ্ঞাগুলি পারিভাষিক। পার্থিব প্রকৃতির 'পর অধিকার হল রাজ্য, বিরাট্ প্রাণপ্রকৃতির 'পরে অধিকার বৈরাজ্য, চিন্ময়ী আত্মপ্রকৃতির 'পরে অধিকার স্বারাজ্য এবং মহাপ্রকৃতির 'পরে অধিকার সাম্রাজ্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই জ্যোতির দুয়ার পার হবার আরেকটি বিবৃতি এই উপনিষদেই পাই। আদিত্যলোক হতে আমাদের হৃদয় পর্যন্ত আদিত্য-রশ্মির দ্বারা রচিত একটি মহাপথ আছে। সেই পথ বেয়ে আদিত্যরশ্মিরা আদিত্য-

কারবঃ (কীর্তনকারীরা), বৃক্ণাঃ বীর্যবর্ষী সোমের) হবস (জ্বলে ওঠবার জন্য) আয়বঃ (যারা 'আয়ু' বা প্রাণাগ্নিস্বরূপ; মননের দুয়ার তারা খুলে দিল যাতে তাদের প্রাণে সোমের ধারা আগুন হয়ে ওঠে) ৯।১০।৬; ৮।৬৩।১ (তু অন্তরেণ তালুকে য এষ স্তন ইবাবলম্বতে, সেন্দ্রযোনিঃ তৈউ ১।৬।১।। [৬] শ. ১১।৪।৭।১। অগ্নি পৃথিবীস্থান আদিত্য দ্যুস্থান, দুয়ের মধ্যে উৎক্রমণের পরম্পরা অনুসারে চারটি অন্তরিক্ষস্থান দ্বারের সন্নিবেশ ব্রহ্মদ্বারের ভাবনায় দেহদৃষ্টি হবিও সমৃদ্ধ হয়ে ব্রহ্মের সাযুজ্য ও সালোক্য পাইয়ে দেয়, সমগ্র ব্রাহ্মণটি দ্র [৭] তু মৈত্রি ৪।৪, ঐ নান্দন দ্বার ১।৩।১২, ছা ব্রহ্মের দ্বারপাল বাক্ চক্ষু শ্রোত্র বায়ু প্রাণ মন ৩।১৩।৬; মু সূর্যদ্বার ১।২।১১, ক. বিরজং সদ্ম ১।২।১৩...।

[৩৮২] ছা ২।২৪, ৮।৫।৫-৬, দ্র বেদমী টীম্ প ১২৯[২২০], ১৬০।৬২। [১] তু ক. ২।৩।১৬; গী ৮।৯-১৩, এইপ্রসঙ্গে আরও তু পূর্বোক্ত ব্রহ্মদ্বার, নান্দনদ্বার, সূর্যদ্বার, ব্রহ্মরন্ধ্র।

মণ্ডল হতে হৃদয়ের নাড়ীচক্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং নাড়ীচক্র হতে পরাবৃত্ত হয়ে আবার আদিত্যমণ্ডলে ফিরে যায়। বিদ্বান যখন শরীর ছেড়ে দেন, তখন এই রশ্মি ধরে ওংকারের উচ্চারণের সঙ্গে উজিয়ে চলেন এবং নিমেষের মধ্যে আদিত্যজ্যোতির মহাবৈপুল্যে উত্তীর্ণ হন। এই আদিত্যমণ্ডলই লোকদ্বার : বিদ্বানের জন্য তা খোলা থাকে, অবিদ্বানের বেলায় থাকে আগল দেওবা। হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা আছে একশ' একটি নাড়ী। তার মধ্যে একটিই চলে গেছে মাথার দিকে। বিদ্বান সেইটি ধরে উজিয়ে চললে অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্য নাড়ীগুলি সোজা না গিয়ে নানাদিকে গেছে।[১]

উপনিষদে যা লোকদ্বার, সংহিতায় তা-ই 'দেবীর্ দ্বারঃ'- দুটি সংজ্ঞারই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্যোতির দুয়ার'। শতপথব্রাহ্মণে তাদের একটি ক্রমের উল্লেখ আছে, আগেই বলেছি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলছেন, 'বৃষ্টির্ বৈ দুরঃ' এই দুয়ারগুলি হচ্ছে বর্ষণ [৩৮৩]: অর্থাৎ একেকটি দুয়ার খুলে যায়, আর উত্তরলোকের আলো আনন্দ ও শক্তির ধারাসারে আধার প্লাবিত হয়। এই ভাবনার বীজ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। ঋষি ব্রহ্মাতিথি কণ্ব অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করে বলছেন, 'তোমরা অহনার সন্ধান জান, দ্যুলোকের ইষ্টদ্যুতি আর অন্তরিক্ষের সিন্ধুদের ঝরাও আমাদের 'পরে দুয়ার খুলে দিয়ে যেন।'[১]

সংহিতার বর্ণনায় আপ্রীসূক্তের এই 'দেবীর্ দ্বারঃ' হিরন্ময়ী, উশতী বা উতলা [৩৮৪]। অবরোধ উন্মোচন করে তাঁরা যে-বৈপুল্য আনেন, তা সূচিত হয়েছে এই-সব বিশেষণে: 'বিরাট্ সম্রাট্[১] বিভ্বীঃ প্রভ্বীর্ বহ্বীশ্ চ ভূয়সীঃ'[২]; 'ব্রাচস্বতীঃ'[৩], 'উরুব্যচসঃ'[৪], 'বৃহতীঃ'[৫]। মাধ্যন্দিনসংহিতা বলেন, এইখানে এসে ছন্দের আর চারটি অক্ষর বেড়ে তা হল পঙ্‌ক্তি, বাছুরটিও হল চারবছরের।[৬]

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার পঞ্চম পর্বে। বিশ্বচেতনার প্রভাস নেমে এল ওপার হতে, তারই আলোতে দেবযানের উত্তরাপথে দেখতে পেলাম সাতটি আলোর তোরণ আমাদের অভীপ্সার উৎসর্পিণী শিখার বিতানে। শুনেছি বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে তাদের প্রশস্তি:

'সাতটি আহুতিকে মন দিয়ে বরণ করলেন (বিশ্বদেবতা), ছাপিয়ে বিশ্বভুবন (আমার) পানে এগিয়ে এলেন ঋতের ছন্দে। পৌরুষবিজ্ঞতা (জ্যোতির প্রতি-হারিণীরা) বিদ্যার সাধনায় প্রজাত হয়ে এই যজ্ঞের উদ্দেশে বিচরণ করুন যাঁরা প্রাক্তনী [৩৮৫]।' উত্তরায়ণের পথে চেতনার অভিযান প্রতি পর্বে আপনাকে

[৩৮৩] ঐব্রা ২।৪। [১]ঋ উত নো দিব্যা ইষ উত সিন্ধূঁর অহর্বিদা, অপ দ্বারেব বর্ষথঃ ৮।৫।২১। মন্ত্রের 'বর্ষথঃ' √ বৃ-র লেট্ অথবা √ বৃষ্-এর লট্ দুইই হতে পারে। প্রয়োগটি স্পষ্টতই শ্লিষ্ট। সা. বর্ষণ অর্থ নিয়েছেন; দ্র. ৫।৮৪।৩।

[৩৮৪] ঋ ৯।৫।৫, মা ২৮।২৮, ঋ ১০।৭০।৫। [১]তু ছা ২।২৪ [২] বিরাট্ সম্রাট্ ভূয়সীঃ দুরো ঘৃতান্য অক্ষরন্ ১।১৮৮।৫। 'বিভ্বী' বিচিত্র, 'প্রভ্বী' সমর্থ, তু ১।৯।৫। সংখ্যায় 'বহ্বী', প্রসারে 'ভূয়সী' (তু ছা 'ভূমা' ৭।২৩।১; ঋ উরু, অনিবাধ ৫।৪২।১৭, ৪৩।১৬। 'ঘৃতের ক্ষরণ' জ্যোতির নির্ঝরণ। [৩]ঋ. ২।৩।৫, ১০।১১০।৫; মা ২০।৬০ ২১।৩৪, ২৮।২৮, ২৯।৩০। [৪]মা ২৭।১৫। [৫]মা ২৯।৩০ [৬]মা পঙ্‌ক্তিশ্ ছন্দঃ তুর্যবাড়্ গৌঃ ২১।১৬, ২৮।২৮।

[৩৮৫] ঋ সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্ন্ ঋতেন, নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ ৩।৪।৫। **সপ্ত হোত্রাণি**—'হোত্র' < √ হু,

অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এমনি করে সাতটিবার। বিশ্বদেবতা সাড়া দেন আমার ডাকে, আমার আহুতিদের বরণ করে নেন দিব্যমনের প্রভাস দিয়ে। তার নিশানা ফোটে জীবনে ছন্দঃসুষমার আবির্ভাবে, তার 'পরে তাঁর কূলছাপানো আলোর প্লাবনে। . পরমকে পাওয়ার অবিশ্রান্ত সাধনা চলছে কত কাল ধ'রে। একটি-একটি করে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে জ্যোতির দুয়ার। মনের ওপারে প্রজ্ঞানের ভূমিতে চিরন্তনী হয়ে আছেন যে জ্যোতিরঙ্গনারা, তাঁরা নেমে আসুন সেই দুয়ারপথে আমার এই উৎসর্গের সাধনায়, নিয়ে আসুন তাঁদের বীর্যোদ্দীপ্ত সুষমা।

আপ্রীসূক্তের ষষ্ঠ দেবতা **উষসা-নক্তা** অথবা 'নক্তোষসা' উষা আর সন্ধ্যা। দুয়ের অগ্নিসম্পর্ক সংহিতায় নানাভাবে উল্লিখিত হলেও [৩৮৬] যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় সেকথা তুলছেন না। দুর্গ বলছেন, কারও কারও মতে উষা অগ্নির দীপ্তি, আর নক্ত আহুতির দীপ্তি। ভাবনার দিক থেকে এ-ব্যাখ্যা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার চাইতে শৌনকসংহিতার এ-উক্তিই খুব গভীর: এ'রা 'অগ্নের্ ধাম্না পতামানে'—অগ্নির নিরূঢ় জ্যোতিঃশক্তিতে প্রশাসন করছেন সব-কিছু।[১] কি ক'রে, তা ক্রমে স্পষ্ট হবে।

উষা বৈদিক দেবীদের মধ্যে সুষমায় বলতে গেলে অনুপমা। ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা তাঁর বর্ণনায় উৎকর্ষের চরমে উঠেছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্মসাহিত্যেই অপরূপের এমন মনোলোভা ছবি আর ফোটেনি। নারীত্বের সমস্ত মাধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও একমুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আর দেবী মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য সংগম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে।

উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন্, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা: 'জননী তনয়া জায়া সহোদরা'রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আহুতি দেওয়া' অথবা √ হ্বে 'আহ্বান করা'। 'হোত্রম্' এবং 'হোত্রা' দুটি রূপ আছে প্রকরণভেদে কোথাও বোঝায় আহুতির মন্ত্র, কোথাও বা হোমকর্ম হোতার যা কাজ, তাও 'হোত্র' ২ ১.২, ১০।৯১ ১০, ৫।১।৪, ৫৩ ৪), 'হোতার পাত্র' ২ ৩৬।১। নিঘ 'বাক্' ১।১১, 'যজ্ঞ' ৩ ১৭। 'সপ্ত হোত্র' সাতবার ডাকা এবং সাতবার আহুতি দেওয়া দুইই বোঝাতে পারে তু দুস্পং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ১০।১৭.১১: সেত্তা হোত্রাং প্রথমম্ অ ন্যজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নিঃ সপ্ত হোতৃভিঃ ৬৩ ৭ টীম্ ২১০)। পদটি বর্তমান ঋকে শ্লিষ্ট আহুতির সঙ্গে আহ্বানের ব্যঞ্জনা জড়িয়ে আছে। সাতটি আহুতিতে সাতটি আলোর দুয়ার খুলে যাবে, সাতটি সিন্ধুর প্লাবন নেমে আসবে আধারে। রহস্যার্থে বেদে সপ্ত সংখ্যার অনেক প্রয়োগ আছে। অবরার্ধের তিনটি তত্ত্ব এবং তারই মূল ও আয়তনরূপে পরার্ধের তিনটি তত্ত্ব, আর দুয়ের মাঝে সেতুরূপে একটি তত্ত্ব এইদিকে সপ্তের কল্পনা। 'বৃণানাঃ' 'বিশ্বে দেবাঃ' উহ্য। 'ঋতেন প্রতিগন' [তু এম্ এবং 'প্রত্যোজন' সোমেভিঃ সোমপাতমম্ (ইন্দ্রম্) ৬।৪২।২] দেবতা এসে সামনে দাঁড়ালেন আমার আহ্বানে। তাঁদের আসার একটা ছন্দ আছে যা তখন আমার জীবনেও ফোটে। 'সুপেশসঃ' সোনারঙের রং লেগেছে যাঁদের মধ্যে। এ'রা 'দেবীর্ দ্বারঃ' অগ্নির শিখাই এক ভূমি হতে আরেক ভূমির পথ খুলে দেয়। ব্যাপারটি বীর্যসাধ্য। অথচ দেববীর্যের মধ্যে আছে স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য।

[৩৮৬] ঋগ্বেদে অগ্নি 'উষর্ভুৎ' (১।৬৫।৯, ১২৭।১০, ৪ ৬.৮, ৬।১৫।১) এবং 'দোষাবস্তৃ' (প্রদোষকে আলো করেন ১।১।৭, ৭।৪.৯, ৭।১৫ ১৫; তু ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য ৩ ৪৯।৪ ইন্দ্র, আরও তু ১।৯৫।১ টী, ২৫৬[৪], অগ্নিহোত্রীর সান্ধ্যমন্ত্র; দ্র টী. ৩৮৯। [১]শৌ. উরুব্যচসাগ্নের্...৫।২৭।৮ (আপ্রীসূ.)।

তবুও উদ্‌ভিন্নযৌবনা ভাবোল্লাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ। স্বভাবতই এখন তন্ত্রের ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে। উষার অনেক নাম, তবুও নিঘণ্টুতে তাঁর ষোলটি নাম ধরা হয়েছে · সে কি এই ইঙ্গিত বহন করছে? অমৃতচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্যিক যোগ বৈদিকভাবনায়, একদিকে ষোড়শকল সোম্যপুরুষ, আরেকদিকে অমৃতকলারূপিণী ষোড়শী কন্যাকুমারী -এ-দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও কিন্তু বৈদিক উষার রূপ এই ষোড়শীর রূপ। তাঁকে বরুণের 'জামি' [৩৮৭] বা আত্মীয়া বলাও বিশেষ অর্থপূর্ণ, অদিতিপ্রসঙ্গে অদিতি-বরুণের যুগনদ্ধ রূপের কথা পরে তুলব। মনে হয়, উষা বরুণ সেই সামরস্যের পূর্বাভাস রহস্যনিবিড় অকাষায় আকাশ-চেতনায় অরুণ-রাগের প্রথম রোমাঞ্চ। উষার ভাবনায় কবিহৃদয়ের এত উল্লাস এইজন্য। জ্যোতিরেষণার প্রথম পর্বে তিনি 'উর্বশী বৃহদ্দিবা',[১] যাঁর জন্য মর্ত্যের পুরূরবার কান্নার বিরাম নাই, যাঁকে বারবার সে পায় আর হারায়। কিন্তু এষণার অন্তে তিনিই বুঝি আবার 'মাতা বৃহদ্দিবা' বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টার স্বপ্নসঙ্গিনী।[২] উভয়ত্র তিনি 'বৃহদ্দিবা' কিনা বৃহতের আলো বৈদান্তিক যাকে বলবেন 'ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী'।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আলো হল প্রাতিভসংবিৎ বা মানসোত্তর বিজ্ঞানের সহজ স্ফুরত্তা। সাধনা তখন অন্তরিক্ষের দ্বন্দ্বভূমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে দ্যুলোকের স্বতঃস্ফুরণের ধামে। আলো-আঁধারের দ্বৈত তখনও থাকে যদি, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজয়ী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনা তখন প্রত্যক্ষানুভূত একটা সত্য, অরুণরাগের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে পরিণাম একটা ঋতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। উষাকে এইজন্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ধরলেন 'অহন'-এর প্রতীকরূপে [৩৮৮]। সংহিতাতেও উষা 'অহনা'।[১] উষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এইখানে শেষ করি, বিস্তৃত আলোচনা দ্যুস্থান দেবতার প্রসঙ্গে করা যাবে।

উষার সহচারিণী নক্তা বা সন্ধ্যা [৩৮৯]। উষা যেমন দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা তেমনি রাত্রির। ঋক্‌সংহিতায় উষার বন্দনা প্রায় কুড়িটি সূক্তে, কিন্তু রাত্রির উদ্দেশে দশম মণ্ডলে একটিমাত্র সূক্ত আছে।[১] তবে তাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, তিনি 'দেবী', তিনিও 'দিবো দুহিতা', 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' আলো দিয়ে হটিয়ে দেন আঁধারকে। এই আলো চন্দ্রের অথবা তারকার, অথবা বারুণী শূন্যতার। পৃথিবীতে জ্যোতি অগ্নির, অন্তরিক্ষে বিদ্যুতের, দ্যুলোকে সূর্যের। তারও উজানে স্বর্লোকে পূর্ণিমা আর অমার আলো। তারও উজানে এমন ঠাঁই আছে যেখানে দিন বা রাত কারও আলোই থাকে না, অথচ থাকেন স্বধায় নিষণ্ণ 'কেবল' সেই 'এক' যাঁর

[৩৮৭] ঋ ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিঃ ১।১২৩।৫। [১] ৫।৪১।১৯। [২] ১০।৬৪ ১০ টীমৃ, ৩৭[১২]।

[৩৮৮] ঐব্রা অহোরাত্রে বা উষাসানক্তা ২.৪। [১] ঋ গৃহংগৃহম্ অহনা যাত্যচ্ছা দিবে-দিবে অধি নামা দধানা ১।১২৩।৪।

[৩৮৯] নি নক্তেতি রাত্রিনামানি (ভিজিয়ে দেয়) ভূতান্যবশ্যায়েন (শিশির দিয়ে), অপি বা নক্তা ব্যক্তবর্ণা ৮।১০; IE *nogt*, Gr *nukta*, Germ *nacht* 'night' পর্যায়শব্দ দোষা তু. দোষাম্ উষাসম্ ঈমহি ৫।৫ ৬ (আপ্রীসূ)। আরও তু য় (অগ্নি) উ শ্রিয়া দমেষ্বা দোষোষসি প্রশস্যতে ২।৮।৩, (অগ্নিঃ) দোষা য় উষসি প্রশংস্যঃ ৪।২।৮; তম ইদ্ দোষা তম্ উষসি ৭।৩।৫। [১] ১০।১২৭। [২] দ্র ঋ. ১০।১২৯।২; শ্বে ৪।১৮, ক. ২।২।১৫।

ভাতিতে এইসবের অনুভা।[২] ভোরের আলো হতে অমানিশার কুহর পর্যন্ত এবং তাকেও পেরিয়ে চেতনার উত্তরায়ণের স্পষ্ট ছবি এইগুলিতে।

আলো আর আঁধার দুটি নিয়ে সত্তার পূর্ণতা। তাই সংহিতায় বলা হচ্ছে, উষা আর নক্তা দুটি বোন। তাঁদের মধ্যে যে রূপের বৈষম্য [৩৯০], তা স্বীকার করে নিয়েও বেদে বারবার তাঁদের নিগূঢ় সাম্যের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তাঁরা দুজনেই সুরঞ্জনা, সুরুচিরা, অনুত্তম শ্রীতে ঝলমল করছেন;[১] তাঁরা সুদর্শনা মহীয়সী দুটি আলোর মেয়ে;[২] তাঁরা তারুণ্যচঞ্চলা, সুশিল্পিনী উপচে পড়ছেন যৌবনের আনন্দে।[৩] আবার তাঁরা মহীয়সী জননী, স্তন্যভারাতুরা, ঋতের মাতা, অগ্নিরূপী একমাত্র শিশুকে দিচ্ছেন স্তন্য;[৪] ইন্দ্র তাঁদের বৎস, তেজস্বারা সংবর্ধিত করছেন তাঁকে।[৫] তাঁরা অমৃতা; যজ্ঞের প্রারম্ভে তাঁরাই এসে হন সঙ্গত, বিশ্বের সকল রহস্য জানেন বলে মর্ত্যের চেতনায় উৎসর্গের ভাবনাকে তাঁরাই বয়ে আনেন আর বুনে চলেন তার তন্তুবিতান।[৬]

বৈদিক সাধনায় অগ্নিহোত্র একটি সুসাধ্য অথচ মুখ্য যাগ। সন্ধ্যা আর উষা এই যাগের দুটি কাল। সব-ছাওয়া আঁধারের নিঃসঙ্গতায় যাজ্ঞিকের হৃদয়ে সন্ধ্যা আনেন নিত্যজাগ্রত অগ্নির ভাবনা, আর বিশ্বযোগে উষা সূর্যজ্যোতির প্লাবন। এমনি করে এই দুটি দিব্য যোষার [৩৯১] জ্যোতিঃসূত্রের বিতানে যাজ্ঞিকের অহোরাত্রব্যাপী মুহূর্তের মণিবিন্দুগুলি গাঁথা পড়ে। এইজন্য কালসন্ততির এই দুটি প্রমুখ প্রতানের এত মহিমা। উষা মিত্রের দীপ্তি, সন্ধ্যা বরুণের। মিত্র আর বরুণের মাঝে, ব্যক্ত আর অব্যক্তের মাঝে নিত্য তাঁদের আনাগোনা।[১] কালের এই যুগ্মচ্ছন্দের রহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই অহোরাত্রবিৎ। আর এইহতে তাঁরা সৃষ্টি-প্রলয়ের রহস্যও জানেন। তাইতে কালের আবর্তনের ঊর্ধ্বে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।[২]

এমনি করে আমরা এলাম উৎসর্গ-ভাবনার ষষ্ঠ পর্বে। আঁধারের আগল খুলে গেছে, সামনে দেখতে পাচ্ছি পর-পর সাতটি জ্যোতির দুয়ার। তারা হিরণ্যবর্ণা সূর্যযোষার অধিকারে। কিন্তু তারও উজানে বর্ণোত্তর তিমিরসমুদ্রের কূলে ওই যে চিরকুমারী সন্ধ্যার হাতছানি [৩৯২]। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন বরুণের অব্যক্ত

[৩৯০] তাঁরা 'বিরূপে' ঋ নক্তা চ চক্রুর্ উষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ বর্ণম্ অরুণং চ সং ধুঃ ১।৭৩।৭, নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ৯৬ ৩ ৩।৪।৬, ৫ ১ ৪ টী ২২৩[২]। [১]'সুপেশসে' ১।১৩।৭, ১৪২ ৭, ১৮৮।৬, ১০ ৩৬।১; মা ২০।৬১, ২১ ১৭, ৩৫; প্রৈষ ৭। 'সুরুক্মে' ঋ ১।১৮৮।৬, ১০ ১১০।৬; মা ২০ ৪১। 'অধি শ্রিয়া বি রাজতঃ' ঋ ১ ১৮৮ ৬। [২]৭ ২।৬, ৯।৫ ৬, ১০।১১০।৬, মা. ২৭।১৭, ২৮।২৯ (তু ঋ দিবো দুহিতরা ১০।৭০।৬। [৩]'যহ্বী' ঋ. ৫।৫।৬, মা ২০।৬১ 'সুশিল্পে' ৯।৫।৬, ১০।৭০ ৬, ম ২৯।৬। 'বয়োবৃধা' ঋ. ৫।৫।৬। [৪] মাতরা মহী' মা ২৮।৬। 'সুদুঘে' মা ২০ ৪১, ঋ. 'সুদুঘেব ধেনুঃ ৭।২।৬। ঋতস্য মাতরা' ১ ১৪২।৭, ৫।৫।৬; ১।৯৬ ৫ টীম্ ৩১৪। [৫]মা ২৮।৬। [৬]ঋ ১।১১৩।২; মা যজ্ঞানাম্ অভি সংবিদানে ২৯।৬, ঋ উষাসানক্তা বিদুষীব বিশ্বম্ আ হা বহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্ ৫।৪১।৭, তন্তুং ততং সংবয়ন্তী ২।৩।৬ (মা. ২০।৪১)

[৩৯১] ঋ উত যোষণে দিব্যে মহী নঃ ৭।২।৬। [১]মা অন্তরা মিত্রাবরুণা চরন্তী মুখং যজ্ঞানাম্ অভি সংবিদানে ২৯।৬। [২]তু গী ৮।১৭-২১।

[৩৯২] তু সামবিধানব্রা কন্যাং . যুবতীং কুমারিণীম্ ৩।৮।২, যেহেতু তিনি অসম্ভূতি-স্বরূপিণী। দ্র. স্তরীর্ নাৎকং ব্যুতং বসানা টী. ১২৪[০]; হুবয়ামি রাত্রিং জগতো নিবেশনীম্ ১।৩৫।১ টী. ২৪২।

রহস্যের অতলে। আলো আর কালো দুয়েরই মায়াকে জানলে পরে জানব সত্তার সত্যকে।

মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল ত্রিষ্টুপ্, আর গো-টিও হল ছ'বছরের। বিশ্বামিত্র দেখছেন :

'এই যে ঝলমল করছেন উষা আর (সন্ধ্যা) দুটিতে কাছাকাছি; আবার মুচকি হাসছেন দুজনে -তনুতে অনন্যরূপা। (তাঁরা হাসছেন,) যাতে মিত্র আর বরুণ সম্ভোগ করেন আমাদের; আর (সম্ভোগ করেন) মরুৎসম ইন্দ্র জ্যোতিঃশক্তির মহিমায় [৩৯৩]।' উষা আর সন্ধ্যা একটি আলো, আর একটি কালো। কিন্তু প্রপঞ্চোল্লাস

[৩৯৩। ঋ আ ভন্দমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে, যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদ্ ইন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ ৩।৪।৬। 'আ'-। 'সীদতাম্' ৬ষ্ঠ। তু ১।১৪২।৭, ১৩।৭, ৭।২।৬, আ নক্তা বর্হিঃ সদতাম্ উষাসঃ ৭।৪২।৫ উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ ১০।৭০।৬ (১১০।৬); মা ঋতস্য যোনাব্ ইহ সাদয়ামি ২৯।৬। উষা আর সন্ধ্যার জন্য আসন পেতে দেওয়া হচ্ছে প্রাণের মূলে (বর্হিঃ, হৃদয়), ঋতের গভীরে, সত্তার গহনে ('নি যোনৌ')। আধারের সবখানি জুড়ে বসলেন তাঁরা। ভন্দমানে, < √ ভন্দ্ > ভদ্, ভন্ 'কথা বলা', নি ভন্দনা ভন্দতেঃ স্তুতিকর্মণঃ ৫।২; নিঘ 'জ্বলে ওঠ' ১।১৬, 'অর্চনা করা, গান কর' ৩।১৪, তু IE *bhad* 'good' Goth *batiza* 'better'; ঋ ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ (অগ্নিঃ) ৩।৩।৪; আরও তু 'ভদ্র' উজ্জ্বল, শোভন, সুমঙ্গল] উজ্জ্বলা, প্রদীপ্তা উপাকে—[বিণ, আদ্যুদাত্ত, দ্বিবচন < 'উপাকা', তু ঋ আ ভন্দমানে উপাকে নক্তোষাসা সুপেশসা ১।১৪২।৭, যজতে উপাকে উষাসানক্তা ১০।১১০।৬। অন্তোদাত্ত সিষেধাদ্ ঊর্মী উপাকে আ ১।২৭।৬, প্রভৃতি। বথং দাশুষে 'উপাকে' ইন্দ্রঃ। ১৭৮।৩, তব স্বাদিষ্ঠাগ্নে সংদৃষ্টির্ ইদা চিদ্ অহ্ন ইদা চিদ্ অক্তোঃ শ্রিয়ে রুক্মো ন রোচতে° ৪।১০।৫, ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ অনীকম্ উ° রোচতে সূর্যস্য ১১।১, সুন উ° তবং দধানঃ ইন্দ্রঃ।১৬।১৪, ২০।৪, ৭।৩।৬ টী. ১১৯ । নিঘ 'অন্তিক' ২।১৬; 'উপক্রান্তে' নি ৮।১১ ('উপগমা ইতরেতরং ক্রান্তে' দুর্গ), < উপ √ অচ্ 'চলা']। কাছাকাছি পাশাপাশি। স্ময়েতে'—[< স্মি 'মুচকি হাসা', Eng *Smile*, Swed *Smila*, Lat *mirari* 'to wonder'], তু ঋ উষার (১।৯২।৬, ১২৩।১০), বিদ্যুতের (১।১৬৮।৮ এবং মেঘবাষ্পোজ্জ্বল আকাশের (২।৪।৬) স্মিতহাস্যের সুন্দর বর্ণনা] উষা আর সন্ধ্যা দুইই সুস্মিতা। ভোরের ফোটো ফোটো আলো আর সন্ধ্যার ম্লানদীপ্তি দুয়ের সঙ্গেই স্মিতহাস্যের উপমা চলে। একটি শুভ্র, আরেকটি সাদা। দুয়েরই প্রশান্তি অভিদীপ্ত চেতনার 'পরে বিছিয়ে দেয় এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। 'মিত্রঃ বরুণঃ মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ' মিত্র আর বরুণ বৃহৎ জ্যোতির ব্যক্ত আর অব্যক্ত প্রভাস। উষায় আর সন্ধ্যায় তাঁদের পুরোভাস। এই দুটি আলোর মেয়ের স্মিতহাস্য উত্তরপথিকের চেতনায় ফোটে সেই মহাবৈপুল্যেরই প্রাতিভদ্যুতি। এটি দ্যুলোকের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ আলোর রাজ্যের ব্যাপার। কিন্তু তার আগে অন্তরিক্ষের অনেক বাধা পার হয়ে আসতে হয় সে বাধা দূর করেন ইন্দ্র। তাঁর বজ্রবীর্যে এবং মরুদ্গণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের সহায়ে নভের বাধা ভেঙে পড়লে ধ্যানীর চেতনায় ফোটে উষা আর সন্ধ্যার স্মিতহাস্যে মিত্রের উদার জ্যোতি আর বরুণের অব্যক্ত রহস্য। মহোভিঃ তু ঋ অশ্বাদ্ দেবো (অগ্নিঃ) রোচমানা (উষসঃ) 'মহোভিঃ' ৪।১৪।১, উষো দেবি রোচমানা ম° ৬।৬৪।২; উভয়ত্র 'মহঃ' জ্যোতি। আবার 'মহৎ (< √ মহ্) বৃহৎ (নিঘ ৩।৩)। দুটি অর্থ জুড়ে পাই 'আলোর ছড়িয়ে পড়া'। এটি হয় আঁধারকে পরাভূত ক'রে। সুতরাং তাথেকে শক্তির ব্যঞ্জনাও আসে (তু অধারয়তং পৃথিবীম্ উত দ্যাং মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ ৫।৬২।৩)। তাথেকে 'মঘ' শক্তি। ইন্দ্র যখন 'মঘবান্' তখন ইশারা শক্তির দিকে; আবার উষা যখন 'মঘোনী' তখন আলোর দিকে অতএব মানুষের মধ্যে 'মঘবান্' কখনও বোঝায় যজমানের ঐশ্বর্য, কখনও-বা ঋত্বিকের প্রজ্ঞাবীর্য। এই 'মঘবান্' সর্বত্রই patron এ প্রকল্প সত্য নয়। জ্যোতি শক্তি ও ব্যাপ্তি তিনের সমাবেশে 'মহঃ'। উপনিষদে 'মহঃ' ব্রহ্মবাচক 'চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ' (তৈ ১।৫।১); নিঘ 'উদক' ১।১২, অন্তরিক্ষে প্রাণের সমুদ্রবৎ প্রসার (তু ঋ মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২, অন্তরিক্ষচারিণী সরস্বতী তাঁর প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঝলকে জ্যোতিঃ-সমুদ্রকে প্রচেতন করছেন)। অতএব 'মহঃ' < √ মহ্ 'বড় হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, সমর্থ হওয়া'॥ মংহ্ 'দান করা' নিঘ. ৩।২০, 'বড় করা' এই অর্থে। তু. নি ৩।১৩; IE *megh*, GK. *megas* 'great'

আর প্রপঞ্চোপশমের প্রসন্নতা স্মিতমাধুরীতে ফুটে উঠেছে তাঁদের অধরে। আমার চেতনায় তাঁরা নিত্যসহচরী তাঁদের একটির আবির্ভাব নেপথ্যে আরেকটির ছবিকে অরুণ করতায় ফুটিয়ে তোলে। আমার নিত্যজাগৃতির দুটি পর্বসন্ধিতে চাই এ দুই তরুণীর আবির্ভাব। তাঁদের সুস্মিত ব্যক্তের দীপ্তি আর অব্যক্তের রহস্যকে, বজ্র-সত্ত্বের ঝড়ের মাতনকে আলোকের বিপুল বন্যায় নামিয়ে আনুক আমাদের মধ্যে : দেবতার কামনার তর্পণ হ'ক আত্মসত্তার অকুণ্ঠ সমর্পণে।

আপ্রীসূক্তের সপ্তম দেবতা অনুক্রমণিকায় 'দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ', নিঘণ্টুতে শুধু 'দৈব্যৌ হোতারৌ'। 'প্রচেতসৌ' বিশেষণ সূচিত করছে চেতনার আদিম স্ফুরণ এবং বিন্দু হতে সিন্ধুতে তার ক্রমিক বিস্ফারণ। এটি আছে কেবল মাধ্যন্দিন-সংহিতায় এবং প্রৈষসূক্তে [৩৯৪]।

কাঁরা এই দৈব্য হোতা, তা নিয়ে বিতর্ক বা বিকল্প আছে। যাস্কের মতে তাঁরা 'অয়ং চাগ্নির্ অসৌ চ মধ্যমঃ' [৩৯৫] অর্থাৎ অগ্নি এবং বায়ু। একটি হোতা নিঃসংশয়ে অগ্নি, কেননা বেদে এই সংজ্ঞাটি বলতে গেলে তাঁরই একচেটিয়া কচিৎ ইন্দ্র সোম বা অশ্বিদ্বয় হোতা। সূর্যকে একজায়গায় বলা হয়েছে 'হোতা রৌদিষৎ'.[১] কিন্তু সেখানে অগ্নি-সূর্যের একাত্মতার ধ্বনি সুস্পষ্ট। সূর্য আর বৈশ্বানর অগ্নিকে জড়িয়ে আঙ্গিরস মূর্ধন্বান্ যে সূক্ত রচনা করেছেন, তাতে আছে 'য়ো হোতাসীৎ প্রথমো দেবজুষ্টঃ' : লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তেরও একাধিক জায়গায় পাই 'দৈব্যা হোতারা প্রথমা'।[২]

অগ্নি হোতা হয়ে বিশ্বদেবতাকে আধারে আবাহন করেন, এ-ভাবনা সুপ্রসিদ্ধ। সামান্যত দেবমাত্রেই হোতা অর্থাৎ যে-কোনও ইষ্টদেবতার উপাসনা ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনায় বিস্ফারিত করে এইটি বেদসম্মত বৃহত্তের সাধনার মূল ভাব। দেবতা তখন সাধকরূপে আমার মধ্যে হোতা অগ্নি। আমার 'দেবহূতি' তখন তাঁরই দেবহূতি অর্থাৎ আমি হয়ে তাঁর নিজেই নিজেকে ডাকা। আমার মধ্যে এমনি করে আগে তিনিই নেমে আসেন 'উশন্' বা উতলা হয়ে। আর তা-ই আমাকেও করে উতলা, আমি চাই তাঁর কাছে উঠে যেতে। তাঁর আগে নেমে আসা দেবযজ্ঞ নিজেকে আমার মধ্যে ঢেলে দেওরা। অন্যোন্যসম্ভাবনরূপ এই যজ্ঞে তাই দুটি দেবহূতি একটি অগ্নির আহ্বান বিশ্বদেবতাকে, আরেকটি বিশ্বদেবতার আহ্বান অগ্নিকে। অতএব মানুষের দিক থেকে অগ্নি যেমন 'দৈব্য হোতা', তেমনি বিশ্বদেবতার দিক থেকে তিনিও 'দৈব্য হোতা'। ঋক্‌সংহিতার একটি মন্ত্রে এই ভাবের উদ্দেশ পাওয়া যায়। বিহব্য আঙ্গিরস বলছেন, 'আমাতে দেবতারা অগ্নিস্রোত ঢেলে দিন ; আমাতে থাকুক আকাঙ্ক্ষা, আমাতে থাকুক দেবহূতি। আর দৈব্য হোতারা সম্ভোগ করুন (আমাকে)—যাঁরা পূর্বতন। আমরা নিখুঁত হই যেন তনুতে—সুবীর্য হয়ে [৩৯৬]।'

[৩৯৪] মা. ২৮।৭, ৩০; প্রৈষ. ৮।

[৩৯৫] নি ৮।১১। [১] ঋ ৪ ৪০।৫। [২] ১০।৮৮।৪, ১।১৮৮ ৭, ২।৩।৭, ৩।৪।৭, ১০।১১০।৭; মা ২৯।৭। তু ঋ দৈব্যা হোতারা পূর্বে ১০।১২৮ ৩ টী ৩৯৬

[৩৯৬] ঋ ময়ি দেবা দ্রবিণম্ আ যজন্তাং ময়্যা আশীর্ অস্তু ময়ি দেবহূতিঃ, দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্বে হরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ১০।১২৮।৩। শৌ পাঠ দৈব্যা হোতারঃ

দুটি দৈব্য হোতার একটি তাহলে সাধক, আরেকটি সাধ্য। একটি যে পৃথিবীস্থান অগ্নি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁকে বলি তপের বা অভীপ্সার শিখা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আরেকটিকে তাহলে বলতে হয় দ্যুস্থান কোনও দেবতা। আপ্রীসূক্ত ছাড়া 'দৈব্যা হোতারা'-র উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় আর দুজায়গায় আছে [৩৯৭]। প্রথম মন্ত্রটিতে অগ্নিভিন্ন হোতা বায়ু হতে পারেন না, কেননা মন্ত্রে বায়ুর আলাদা উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সায়ণ বলছেন, দুটি দৈব্য হোতা অগ্নি এবং আদিত্য। অগ্নির সঙ্গে সূর্যের পূর্বোল্লিখিত সাযুজ্য[১] হতে সায়ণের এ-প্রকল্পের সমর্থন মেলে। তাছাড়া আপ্রীসূক্তগুলিতে একাধিকবার দৈব্য হোতাদের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের সাযুজ্যের উল্লেখ পাই; অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতাদের আদি। এইথেকে দৈব্য হোতাদের একটিকে পৃথিবীস্থান অগ্নি এবং আরেকটিকে দ্যুস্থান আদিত্য বলে ধরাই সঙ্গত। তাছাড়া আরও একটা কথা। দুটি দৈব্য হোতার মানুষ প্রতিরূপ ঋত্বিকদের মধ্যে কারা? দুর্গ বলেন, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ। ঋক্‌সংহিতায় মৈত্রাবরুণের প্রাচীন নাম 'উপবক্তা' বা 'প্রশাস্তা'। পশুযাগে প্রৈষমন্ত্রদ্বারা হোতাকে তিনি যাজ্যাপাঠে অনুমতি দেন, হোতার সামনে ডানদিকে দণ্ডধারী হয়ে একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকেন। সোমযাগে দ্যুস্থান মিত্রাবরুণের শংসন করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'মৈত্রাবরুণ'। মানুষ ঋত্বিকের এইসব বৈশিষ্ট্য যদি দৈব্য ঋত্বিকে উপচরিত হয়, তাহলে মানুষ হোতার আদর্শস্থানীয় একটি দৈব্য হোতা যেমন হবেন অগ্নি, আরেকটি তেমনি হবেন কোনও লোকোত্তর প্রশাস্তা দেব কিংবা আদিত্য মিত্রাবরুণ।[২] সুতরাং এতে সায়ণের প্রকল্পই সমর্থিত হয়। যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় সম্ভবত আর কোনও সাম্প্রদায়িক ধারা অনুসরণ করেছেন। উপনিষদের প্রমাণে মনে হয় এই সম্প্রদায় প্রাণব্রহ্মবাদী।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলেন, 'দৈব্যৌ হোতারৌ' হলেন প্রাণ আর অপান [৩৯৮]। ঋক্‌সংহিতায় প্রাণ সংকর্ষণের আর অপান বিকর্ষণের শক্তি।[১] দুটি ক্রিয়াতে একটি ছন্দের দোলা আছে, যা পূর্বোক্ত অন্যোন্যাহ্বানেরই মত। দুটি দৈব্য হোতা তাহলে এই আধারেই আছেন।[২]

সংহিতায় দৈব্য হোতাদের পরিচয় এই। দেবহূতি যখন তাঁদের বিশিষ্ট ব্রত--তা দেবতার ডাকা বা দেবতাকে ডাকা যে অর্থেই হ'ক না কেন, তখন তাঁদের বাণী

সন্নিষন্ন এতৎ ৫।৩৫।' 'দেবাঃ বিশ্বে দেবাঃ'—তাঁরা সবাই হোতা; আমার মধ্যে আগুন জেলে দিয়ে আমাকে অনাদিকাল থেকে তাঁরা সম্ভোগ করছেন, এই তাঁদের 'হূতি'। তারই নামান্তর বিশ্ব-দেবগণের দ্বারা আধারে অগ্নিজনন, তু ঋ ৩।১।৫, ২।৩, ১০।৮৮।৯ টী ৩৩৯।

৩৯৭] ঋ ইন্দ্রারং বায়ুং দৈব্যা হোতারা ঈমহে ১০।৬৫।১০; দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিতা ৬৬।১৩। [১]৪।৪০।৫, ১০।৮৮ সূ। [২]ঋতে একজায়গায় প্রশাসন 'দিব্যকর্ম' (দিবাসা প্রশাসনে ১।১১২।৩), আরেকজায়গায় হিরণ্যগর্ভের 'ব্রত' (উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ১০।১২১।২)। অন্যত্র অগ্নির 'প্রশাসন' ৮।৭২।১। উপনিষদে অক্ষরের প্রশাসন প্রসিদ্ধ বৃ ৩।৮।৯।

[৩৯৮] ঐব্রা ২।৪। [১]ঋ ১০।১৮৯।২। [২]আধুনিক সাধনশাস্ত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, একটি যেন জীবশক্তিরূপে আছেন মূলাধারে নাভিতে বা হৃদয়ে, আরেকটি শিবরূপে আছেন সহস্রারে পরমব্যোমে। একজন আরেকজনকে ডাকছেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'আমার মধ্যে কেউ যেন ডাকে, চখা! অমনি উপর থেকে আরেকজন সাড়া দেয়, চখী!' এ যেন রাতের আঁধারে চক্রবাকমিথুনের মাঝে বয়ে চলেছে বিরহের দুস্তর স্রোত। আকাশে আলো ফুটলে তবে তারা মিলতে পারবে।

হবে মধুক্ষরা। তাই তাঁরা 'সুজিহ্বা' 'মন্দ্রজিহ্বা' 'সুবাচসা' [৩৯৯]। তাঁরা 'প্রচেতসৌ' অগ্রাভিসারী চেতনার ক্রমব্যাপ্তির নিমিত্ত।[১] তাঁরা 'বিদুষ্টরৌ' বা সর্ববিৎ, 'কবী' বা ক্রান্তদর্শী এবং 'নৃচক্ষসা' চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দেখছেন বিশ্বভুবনকে।[২] মানুষের বিদ্যার সাধনায় তাঁরাই প্রচোদয়িতা, 'প্রাচীন জ্যোতি'র তাঁরাই দিশারী।[৩] আমাদের 'অধ্বর'-সাধনাকে ঊর্ধ্বগামী করেন তাঁরা,[৪] ভৌম বায়ুর পথ ধরে জ্বলে ওঠেন,[৫] ঠিক সময়টিতে চিৎশক্তিদের সম্যক্ অভিব্যক্ত করেন পার্থিব আধারের নাভিতে এবং তার পর আরও তিনটি কূটে।[৬] মানুষের যজ্ঞে তাঁরাই প্রথম হোতা, কেননা মানুষ হোতারা এঁদের প্রতিনিধিমাত্র, মনুষ্যযজ্ঞ দেবযজ্ঞেরই অনুকৃতি।[৭] আমাদের যজ্ঞে তাঁরাই ঋত্বিক্, তাঁরাই পুরোহিত—তাকে দ্যুলোকে বিশ্বচেতনার কূলে উত্তীর্ণ করে তার অন্তে মধুময়ী অমৃতচেতনার আবির্ভাব ঘটান।[৮] অশ্বিদ্বয়ের মত তাঁরাও ভিষক্, আধারের আধি-ব্যাধি সব দূর করেন।[৯]

এমনি করে এলাম উৎসর্গ ভাবনার সপ্তম পর্বে। জ্যোতির দুয়ার সামনে খুলে গেছে, দৃষ্টির মুক্তপথে আলোর উজানে দেখছি কালোর নির্বাক রহস্য। কিন্তু তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, অব্যক্তে প্রলয় খুঁজছি না লোকোত্তরের সানুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেরালাম পৃথিবীর দিকে। দেখছি, আগুনের শিখা যেমন উজিয়ে চলেছে, তেমনি আবার নেমে আসছে আলোর প্লাবন। শুনছি ভূলোকে আর দ্যুলোকে দুই নিরন্ত দেবহূতির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। তারা দুইই 'স্বিষ্টকৃৎ' পরমের কামনাকে সিদ্ধ করছে এই ভুবনে। একজন তা করছে 'ইষা' বা এষণা দিয়ে, আরেকজন 'ঊর্জা' বা কুণ্ডলীমোচনের শক্তি দিয়ে, উপচীয়মান বীর্যের আনন্দে দুইই তারা জগৎপাবন [৪০০]।

মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, আর চারটি অক্ষর বেড়ে এবার ছন্দ হল জগতী, আর বাছুরটিও বড় হয়ে হল শকটবহনের যোগ্য। দুটি প্রতীকে বিশ্বভুবনের ছন্দে গাঁথা প্রাণের সমর্থ প্রচয়ের ছবি। ঋষি বিশ্বামিত্র বলছেন :

'প্রথম দুটি দিব্য হোতাকে (আমার) গভীরে সিদ্ধ করি। (দেখছি,) সাতটি মধুধারা আপনাতে আপনি থেকে আনন্দ-মাতাল। ঋতকে স্বীকার করে ঋতকেই বলে তারা। ব্রতেরই অনুকূলে তাদের ধ্যান [৪০১]।'—অভীপ্সার আগুন আর লোকোত্তর

[৩৯৯] ঋ ১।১৩।৮; ১।১৪২।৮; ১।১৮৮।৭, ১০।১১০।৭, মা ২০।৬২। [১]মা ২৮।৩০, প্রৈষ ৮। [২]ঋ ২।৩।৭, ১০।৭০।৭; ১।১৩।৮, ১৪২।৮, ১৮৮।৭, মা ২৮।৭, ৩০, প্রৈষ ৮, ঋ ৯।৫।৭, মা পশ্যন্তৌ ভুবনানি বিশ্বা ২৯।৭। [৩]ঋ প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ১০।১১০।৭ (তু মা ২০।৪২, ২৯।৭)। [৪]ঋ ঊর্ধ্বং নো অধ্বরং কৃতং হবেষু ৭।২।৭ মা ২৭।১৮, শৌ ৫।২৭।৮। [৫]ঋ বাতস্য পত্মন্ ঈলিতা ৫।৫।৭ ('বাত' দ্র ১০।১৬৮ সূ, তু উজানপথে নাড়ীস্রোতের দীপনী)। [৬]নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ২।৩।৭, দ্র নাভ, টী ৩৭৯। [৭]২।৩।৭, ৩।৪।৭, ১০।১১০।৭, মা ২৯।৭; ঋ ১০।৯০।১৬। [৮]ঋ পুরোহিতাবৃত্বিজা যজ্ঞে অস্মিন্ ১০।৭০।৭; মা মূর্ধন্ যজ্ঞস্য মধুনা দধানা ২০।৪২। [৯]মা ২০।৬১, ২১।৩৬, ২৮।৭; অগ্নিসাধনার চরম ফল মর্ত্যদেহকেও বিজর বিমৃত্যু করা (শ্বে ২।১২)।

[৪০০] তু প্রৈষ হোতা যক্ষদ্ দৈব্যা হোতারা মন্দ্রা পোতারা কবী প্রচেতসা, স্বিষ্টম্ অদ্য নাঃ করদ্ ইষা, স্বভিগূর্তম্ অন্য ঊর্জা, সতবসেমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধত্তাম্ ৮।

[৪০১] ঋ দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি, ঋতং শংসন্ত ঋতম্ ইৎ ত আহুর্ অনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ৩।৪।৭। 'নি ঋঞ্জে'—[√ ঋজ 'সোজা চলা; সোজা চালানো, চালানো'; তু Lat *regere* 'to stretch, lead in a straight line, direct,

জ্যোতির প্রসাদরূপে যে-দেবতা রয়েছেন ভূলোক-দ্যুলোক ছেয়ে, তাঁরাই সবার আগে পরম ঋদ্ধিকে নামিয়ে আনেন আধারে। বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছেন যাঁরা, আজ অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের জাগিয়ে তুলি আমার গভীরে, অনুভব করি তাঁদের অন্যোন্যসঙ্গামিনী ধারার দীপনী। তাঁদের ছোঁয়ায় ঊর্ধ্বশিখ প্রাণের পর্বে পর্বে উছলে উঠল আনন্দের সাতটি নির্ঝর স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্যের বৈভবে টলমল। ঋতচ্ছন্দা বলে তারা

conduct rule <mas *reg-* 'to straighten, direct'. > 'ঋজঃ' আলো (নি ঋজো ঋজতের, জ্যোতী ঋজ উচ্যতে, উদকং ঋজ উচ্যতে, লোকা ঋজাংসা উচ্যন্তে, অসৃগহনী ঋজসী উচ্যেতে ৪.১৯), 'রাজা' সঞ্চালক, শাসক, 'ঋজু' সোজা। আলোর রশ্মি সোজা চলে, তাইতে √ ঋজ্ 'তীরের মত সোজা চলা বা চালানো; বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠা বা তোলা', নি √ ঋজ 'গভীরে আকর্ষণ করা, নীচের দিকে টানা, বশ করা, সিদ্ধ করা' (নি ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা ৬।২১)। দেবতা যেখানে কর্ম, সেখানে আকর্ষণ করা এবং ঝলসে তোলা দুটি অর্থের সম্মিশ্রণ, যেমন এখানে। আধারের গভীরে (নি) সিদ্ধ করি, বিশ্ব হতে আকর্ষণ করে আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করি সপ্ত পৃক্ষাসঃ ['পৃক্ষ' < √ পৃচ্ 'সম্পর্কিত হওয়া, যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া', তু. √ স্পৃশ্ ॥ পৃশ্]। ঋগ্বেদে পৃক্ষের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ (৪।৪৫।১, ২, ১।৩৪।৪ ৪৭ ৬, ১৩৯।৩, ৪।৪৩।৫, ৪৪।২, ৫।৭৩।৮, ৭৫।৪, ৭৭।৩, ১০।১০৬।১)। আবার এঁদের সঙ্গে মধু-র যোগ অনেকজায়গায়। তাইতে 'পৃক্ষ'কে বলা যেতে পারে মধুর নামান্তর (নিঘ 'পৃক্ষ' অন্ন ২।৭; ল বিন্যাস 'প্রয়ঃ।পৃক্ষঃ পিতুঃ', আগে-পিছনে দুটি শব্দেই আনন্দের ব্যঞ্জনা)। ঋগ্বেদে দু'জায়গায় আছে 'পৃক্ষাসো মধুমন্তঃ' (৪।৪৫।২, ৭ ৬০।৪)। পূজায় 'মধুপর্কে'র প্রয়োগ আমরা জানি (তু অগ্নি 'মধুপৃচ্' ২।১০।৬)। মধু আঠার মত চটচটে, তাই তার সংজ্ঞা 'পৃক্ষ' হতে পারে স্বচ্ছন্দে। ল পঞ্চামৃতের উপাদানগুলির মধ্যে একটা নিবিড় সংসক্তির ভাব ক্রমেই ফুটেছে, যাতে অবশেষে মধু দানা বেঁধে 'শর্করা' হয়ে যায়. তাইতে 'পৃক্ষ'] আনন্দময় বিজ্ঞানঘন অমৃতচেতনা। পৃক্ষ-এর সঙ্গে তু গীর 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' ৬।২৮ (প্রাতিতু 'মাত্রাস্পর্শ' ২।১৪, 'বাহ্যস্পর্শ' ৫ ২১। ঋগ্বেদে মিত্রাবরুণের 'পৃক্ষাসো মধুমন্তঃ, যখন 'আ সূর্যো অরুহচ্ছুক্রম্ অর্ণঃ, যস্মা আদিত্যা অধ্বনো রদন্তি মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ—সূর্য উঠলেন জলজ্বলে ঢেউ হয়ে যাঁর পথ কেটে দেন আদিত্যেরা কিনা মিত্র বরুণ আর অর্যমা ঋ ৭ ৬০।৪, চিৎসূর্যের উদয়ে বাক্তাগত আনন্ত্যের আনন্দচেতনা নিবিড় হল, অথচ অচিত্তির অন্ধকার বিদীর্ণ করে এই উদয়নের পথ রচে দেন আনন্ত্যের দেবতারাই যাঁরা অখণ্ড সৎ চিৎ আনন্দ।। আলোচ্যমান ঋকের 'সপ্তপৃক্ষে'র কথা অন্যত্রও আছে: 'এষ স্য ভানুর্ উদ্ ইয়র্তি যুজ্যতে রথঃ পরিজ্মা দিবো অস্য সানবি পৃক্ষাসো অস্মিন্ মিথুনা অধি ত্রয়ো দৃতিস্ তুরীয়ো মধুনো বি রপ্শতে। উদ্ বাং পৃক্ষাসো মধুমন্ত ঈরতে রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টিষু, অপোর্ণুবন্তস্ তম আ পরীবৃতং স্বর্ ণ শুক্রং তন্বন্ত আ রজঃ'—এই যে সেই ভানু উঠছেন; জোতা হচ্ছে রথ যা দিকে-দিকে ছুটে চলবে এই দ্যুলোকের সানুতে, ওতে চাপানো আছে তিন জোড়া 'পৃক্ষ'; আর চতুর্থ হচ্ছে মধুর একটি কোশ যা উপচে পড়ছে। (হে অশ্বিদ্বয়,) তোমাদের মধুময় পৃক্ষেরা উথলে উঠছে, উথলে উঠছে রথ আর অশ্বেরা—উষা যখন ফুটল; তারা অপাবৃত করছে চারদিক ছাওয়া অন্ধকার, আর উজ্জ্বল স্বর্জ্যোতির মত ছেয়ে ফেলছে রজোলোক (৪।৪৫।১-২, উদীয়মান সূর্য হল অশ্বিদ্বয়ের রথ, তার আলো দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে; সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা, তাই তাঁর মধ্যে আছে সপ্তভুবনের আনন্দনির্ঝর; অবমভূমি আর পরমভূমির একেকটি তত্ত্ব মিলিয়ে একেকটি মিথুন; চতুর্থ হল দুয়ের সেতু, যেখান থেকে এপার-ওপার দুইই দেখা যায়।। Geldner এর ব্যাখ্যা অশ্বিদ্বয়ের রথে সূর্যা, তিনজনে মিলে একটি 'মিথুন', আর মধুকোশটি চতুর্থ। কিন্তু সপ্তপৃক্ষের কথা অন্যত্র আরও আছে অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে (সংসক্ত হয়) সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ (সমুদ্রে যেন পড়ছে গিয়ে সাতটি চঞ্চল স্রোত) ১।৭১।৭। বস্তুত 'সপ্ত-পৃক্ষ' সাতটি মধুনির্ঝর, পৃথিবী আর দ্যুলোকে আছেন দুটি দৈব্য হোতা; তাঁদের মাঝে সাতটি ভুবনে এই সাতটি আনন্দনির্ঝর। অনেকজায়গায় এদের বলা হয়েছে 'সপ্তসিন্ধু'—আধারে পাষাণের অবরোধ ভেঙে যাদের মুক্তি দেওয়া বজ্রধর ইন্দ্রের কাজ। 'স্বধয়া মদন্তি' আপনাতে আপনি থেকে আনন্দে মাতাল, যেমন 'বিষ্ণুপদ' ১।১৫৪।৪, 'অপ্' বা প্রাণের ধারারা ৭।৪৭।৩, ১০ ১২৪ ৮, পিতৃগণ ১০।১৪ ৩ । 'ঋতং শংসন্তঃ ঋতম্ ইৎ ত আহুঃ'—এই মধুনির্ঝরেরা ঋতাশ্রয়ী এবং ঋতচ্ছন্দা। আধারে অমৃতচেতনার প্রতিষ্ঠা হলে ভিতরের আনন্দ ঋতচ্ছন্দা হয়ে ফুটে ওঠে আচরণেও।

চলার পথে ঋতম্ভরা বাণীকেই গুঞ্জরিত করে আমার কানে-কানে। পরম-দেবতার যে-সত্যসংকল্প আমার জীবনবীজ, তারা তারই রক্ষক, তারই অনুধ্যানের আনন্দ-মন্দাকিনী তারা।

আপ্রীসূক্তের অষ্টম দেবতা **তিস্রো দেব্যঃ** বা তিনটি দেবীর সমাহার। দেবীরা ইলা সরস্বতী এবং ভারতী। মাধ্যন্দিনসংহিতায় তাঁদের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে: 'আদিত্যদের সঙ্গে ভারতী কামনা করুন আমাদের যজ্ঞকে, সরস্বতী রুদ্রগণকে নিয়ে আমাদের আগলে থাকুন; ইড়াকে কাছে ডেকে আনা হয়েছে বসুদের সঙ্গে যার সমান তৃপ্তি; যজ্ঞকে আমাদের দেবীরা অমৃতদের মধ্যে করুন নিহিত [৪০২].' এখানে দ্যুস্থান দেবগণ আদিত্যদের সঙ্গে ভারতীর, অন্তরিক্ষস্থান দেবগণ রুদ্রদের সঙ্গে সরস্বতীর এবং পৃথিবীস্থান দেবগণ বসুদের সঙ্গে ইলার যোগের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[১] তিনটি দেবী রয়েছেন তিনটি ভুবনে। তন্ত্রের ভাষায় একই ভুবনেশ্বরীর তাঁরা ত্রিধামূর্তি। বৈদিক ভাবনায় এই ভুবনেশ্বরী 'অদিতি বাক্' যিনি শতবর্ষা ইলারূপে নির্মাণপ্রজ্ঞার হেতুভূতা, সরস্বতীরূপে বৃত্রঘাতিনী জ্যোতিরীশ্বরী, ভারতীরূপে আত্মাহুতির মন্ত্র হয়ে ক্রমে বেড়ে চলেছেন।[২] ইনিই অম্ভৃণকন্যার কণ্ঠে বাণীর দীপনীতে নিজেকে ঘোষণা করেছেন আদিত্য রুদ্র বসুগণের সহচারিণীরূপে।[৩] ব্রহ্মের সঙ্গে ইনি সমব্যাপ্তা.[৪] পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা হয়েও প্রাণচঞ্চলা গৌরীরূপে অব্যাকৃত কারণসলিলকে নাদশক্তিতে ব্যাকৃত করছেন বিশ্বের আকারে।[৫] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বাক্ মন্ত্রচেতনা—আধারে অভীপ্সার অগ্নিশিখারূপে, তিমিরবিদার শৌর্যের বজ্রশক্তিরূপে এবং সর্বাভাসক দিব্যচেতনার দীপ্তিরূপে যাঁর ত্রিপর্বা স্ফুরণ। বাঙ্ময়ী ত্রয়ীর এই বিভাবগুলি আলোচনায় ক্রমে সুস্পষ্ট হবে।

তিনটি দেবীর প্রথমে আছেন **ইলা**। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এষণা' বা 'এষণার সাধন' [৪০৩] এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নিশক্তি। তাই মানুষের

[৪০২] মা আদিত্যৈর্ নো ভারতী বষ্টু যজ্ঞং সরস্বতী সহ রুদ্রৈর্ ন আবীৎ, ইডোপহূতা বসুভিঃ সজোষা যজ্ঞং নো দেবীর্ অমৃতেষু ধত্ত ২৯।৮। [১]তু নি ভারতী ভরত আদিত্যস অস্য ভাঃ (৮।১৩; 'ইলা পার্থিবীস্থানা সরস্বতী মধ্যস্থানা' দুর্গ)। [২]ঋ ত্বম্ অগ্নে অদিতির্ দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা, ত্বম্ ইলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী ২।১।১১। ইলা 'শতহিমা', মানুষও 'শতহিম' বা শতবর্ষজীবী (৬ ১০।৭) সুতরাং ইলা পার্থিবশক্তি। 'বৃত্রহা' অগ্নির বিশেষণ হয়েও সরস্বতীতে প্রযোজ্য, কেননা সরস্বতীও 'বৃত্রঘ্নী' (৬।৬১ ৭) যেমনি 'রসুপীতি'র বেলাতেও, তু সরস্বতী 'ধিয়াবসুঃ' ধানোক্তজনা ১।৩।১০ অগ্নি এখানে অদিতি এবং তাঁরই তিনটি বিভাব—ইলা সরস্বতী আর ভারতী অদিতি গো—বাক্ ৪ ১০১।১৫ ১৬, অদিতি 'বাক্' নিঘ ১।১১; তত্র ইলা ভারতী সরস্বতীও। [৩]ঋ ১০।১২৫ ১; তু. মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ (—গো অদিতি =বাক্) ৪।১০১।১৫। [৪]১০।১১৪।৮ টী ১২৫[৩]। [৫]১।১৬৪।৪১-৪২ টী ১২৫[৪]।

[৪০৩] < √যজ্ ॥ইস্ দ্র 'ঈল') > ইড্ > ইষ্। [১]তু ঋ ৩।৪।৮ টীম্ ৪২৩, আরও তু শব্রা ইড়াতে শ্রদ্ধাদৃষ্টির বিধান ১১।২।৭।২০। শ্রদ্ধাই নচিকেতার মধ্যে সত্যৈষণা জাগিয়েছিল। [২]শা ৯।২, নিঘ ১।১। [৩]নিঘ ২ ৭ তু অগ্নয়ে দাশেম (দিই) পরীলাভির্ ঘৃতবদ্ভিশ্ চ হব্যৈঃ (যে হব্য অগ্নিসংস্পর্শেই জ্বলে উঠবে তা ইলার সঙ্গে যুক্ত) ৭।৩।৭; স (অগ্নি) হব্যা মানুষাণাম্ ইলা কৃতানি পত্যতে (এষণার সঙ্গে যুক্ত হবার ঈশ্বর) ১।১২৮।৭। [৪]শ গৌর্ বা ইড়া ৩ ৩ ১।৪, ১।৮।১।২৪, ২।৩।৪।৩৪ ; নিঘ ২।১১। তু ঋ ধেনুমতী ইলা ৮।৩১।৪; ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা। (ঋতের ক্ষীরসঞ্চয়ে ফেঁপে উঠলেন অর্থাৎ ইলা

এষণার দিব্যরূপই হল ইলা।[১] অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, মর্ত্য মানবের মধ্যে অমৃতের আকূতি। তাই অগ্নিশক্তি ইলাও 'পৃথিবী'।[২] এষণার সাধন হল যজ্ঞ, যাতে আমাদের নিজেকে হব্যরূপে বা দেবতার অন্নরূপে আহুতি দিতে হয়। তাই ইলা আবার 'অন্ন'ও।[৩] এই অন্ন পুরোডাশরূপে শস্যজাত, সোমরূপে ওষধিজাত, পয়ঃ বা ঘৃতরূপে গোজাত। সুতরাং ইলা যেমন পৃথিবী, তেমনি 'গো'ও।[৪] আবার আমরা দেখেছি, এষণার সাধন 'হোত্রা', যা আহুতি এবং দেবহূতি দুইই হতে পারে। এইদিক থেকে ইলা 'বাক্'।[৫] সব মিলিয়ে ইলা পার্থিব অগ্নির সেই শক্তি যা দেবহূতি এবং আত্মাহুতির মাধ্যমে মূর্ত হয় মানুষের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণার রূপে।[৬]

ইলার অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি রূপ অধ্যাত্ম ইলা আমাদের জ্যোতিরগ্রা এষণা, উপনিষদের ভাষায় 'নচিকেতার বিদ্যাভীপ্সা' [৪০৪]। এই ইলাতেই আধারে আগুন জ্বলে ওঠে,[১] যাতে আত্মোৎসর্গ সম্ভবপর হয়,[২] যাতে আধারে জেগে ওঠে মনুর মন্ত্রচেতনা।[৩] এই ইলা সুবীর্যা, অপ্রমত্তা, স্বচ্ছন্দ অগ্রাভিযানের প্রবর্তিকা,[৪] দৈবী সম্পদের প্রচয়ে আমাদের মধ্যে উৎসারিত করে সংরম্ভ বা উদ্যম।[৫] উষা আধারকে অভিষিক্ত করেন ইলার ধারায়,[৬] সোম তাকে বয়ে আনেন ওপার হতে[৭]। একজন প্রাতিভসংবিৎ, আরেকজন অমৃত আনন্দের দেবতা, একজন দেবযানের আদিতে, আরেকজন অন্তে।

দেবী ইলা এই এষণার সিদ্ধিরূপিণী। তিনি জ্যোতির্ময়ী জ্যোতির্ময় তাঁর কর এবং চরণ [৪০৫]। আলোকযূথের মাতা তিনি,[১] মিত্রাবরুণের প্রেষণায় ধারাসারে

ঋতের আপ্যায়নী শক্তিতে সমৃদ্ধা; তাইতে ধেনুর উপমা) ৩।৫৫।১৩। আবার অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে ইলা 'ঘৃতপদী' ১০।৭০।৮, 'ঘৃতহস্তা' ৭।১৬।৮, 'আ নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং ঘৃতৈর্গব্যূতিম্ উক্ষতম্ ইলাভিঃ ৭।৬৫।৪, 'গব্যূতি' দ্র টী ৩০৩; ঘৃত দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, 'ইলা' জ্ঞানযজ্ঞের তাইতে অগ্নি সমিদ্ধ হন ইলার ধারা ৩।২৯।২। [৩]নিঘ. ১।১১। [৬]দ্র ঋ. ১০।১১০।৮, ৯।১০৮।১৩, ১।১৮৬।১, ৬।১০।৭, ১।৪৮।১৬, ৮।৩২।৯, ৩।২৯।২, ৯।৪০।৪...।

[৪০৪] ক ১।২।৪। [১]ঋ ৩।২৪।২ টী ২১১[১]। [২]১।১২৮।৭ টী ৪০৩[৩]। [৩]আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়ম্ এত্ব্ ইলা মনুষ্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী (১০।১১০।৮, মনু মানুষের মধ্যে প্রথম আগুন জ্বালান, তাই অগ্নি 'মনুর্হিত' ৩।২।১৫, ১।১৩।৪ টী ৩৭২, ১৪।১১, ৬।১৬।৯ ; মনু মন্ত্রচেতনা)। [৪]ইলাং সুবীরাম্ সুপ্রতূর্তিম্ অনেহসম্ ১।৬০।৪ [৫]উত নো গোমতস্ কৃধি হিরণ্যবতো অশ্বিনঃ, ইলাভিঃ সং রভেমহি (৮।৩২।৯, গো অশ্ব এবং হিরণ্য যথাক্রমে যোগের শুদ্ধা বীর্য এবং প্রজ্ঞার প্রতীক সং √ রভ্ 'আরম্ভ করা, উদ্যমী হওয়া, তু সম্ ইষা রভেমহি ১।৫৩।৪, ৫)। [৬]সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা (বিশ্বরূপ, বহুবিচিত্র) মিমিক্ষ্বা সম্ ইলাভির্ আ ১।৪৮।১৬। [৭]সো অস্মাকং যো বাযাম্ আনেতা য ইলানাম্, সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ (দিব্যভূমি) ৯।১০৮।১৩।

[৪০৫] ঋ ৭।১৬।৮, ১০।৭০।৮, দ্র টী ৪০৩[৪] [১]ইলা যূথস্য মাতা ৫।৪১।১৯, 'যূথ' তু 'গব্যূতি' টী ৩০৩, ৪০৩[৪]।। [২]তু ইলাং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিম্ অব দিব ইন্বতং জীবদানু ৭।৬৪।২। [৩]৩।২৯।৩ টী ২৭৩[৩]। [৪]স্তনয়ন্তং রুবন্তম্ ইলস্ পতিম্ (৫।৪২।১৪, রুদ্রের বর্ণনা অন্তরিক্ষে যিনি ঝড়ের গর্জন), পূষা সুবন্ধুর্ দিব আ পৃথিব্যা ইলস্ পতির্ মঘবা দস্মবর্চাঃ (দীপ্তি যাঁর তিমিরনাশন) ৬।৫৮।৪। ল ইলা পৃথিবীস্থান, রুদ্র অন্তরিক্ষস্থান, পূষা দ্যুস্থান, এষণা প্রাণ ও প্রজ্ঞার দান। [৫]ইলাম্ অকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীম্ (দেবতারা) ১।৩১।১১ [৬]৩।২৯।৪ টী ১৭৯[১]; তু ১০।১।৬, ৯১।৪ টী ২০৪[২], ১।১২৮।১, ২।১০।১, ৬।১।২ টী ২১৫[২], ১০।১৯১।১ টী ২১৩। [৭]অধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেলাস্ব্ অন্তঃ ৫।৬২।৫ (তু. ১।১১৫।১, অগ্নি ও মিত্রাবরুণের চক্ষু সূর্য)।

নির্ঝরিত হন দ্যুলোক হতে,[২] অগ্নি তাঁর পুত্র,[৩] রুদ্র বা পূষা তাঁর পতি।[৪] মানুষের তিনি প্রশাস্ত্রী।[৫] অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে 'ইলায়াস্ পদে' বা উত্তরবেদিতে অগ্নির জন্ম হয় —যা নাকি পৃথিবীর নাভি।[৬] এই ইলার গভীরেই গুহাহিত মিত্রাবরুণের আসন যাঁরা ব্যক্ত আর অব্যক্ত জ্যোতিরানন্ত্যের দেবতা।[৭]

শতপথব্রাহ্মণে দেবী ইড়া হবীরূপিণী। প্রলয়ের পর প্রজাপতি মনু প্রজাকাম হয়ে যে পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে দেওরা আহুতি হতে কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব হয়. মিত্রাবরুণ তাঁকে কামনা করেন। মনু তাঁর জনক বলে তিনি 'মানবী', আবার মিত্রাবরুণে সঙ্গতা বলে 'মৈত্রাবরুণী' [৪০৬], তিনি সৃষ্টিযজ্ঞের অন্তঃস্থা, প্রজাপতির 'আশীঃ' বা কামনা এবং তার সিদ্ধিরূপিণী[১] তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে তিনি 'মানবী যজ্ঞানুকাশিনী' অর্থাৎ মানুষের অভীপ্সারূপিণী মনুকন্যা, তার উৎসর্গ-ভাবনার আদ্যন্তবিলসিতা বিদ্যুতের দীপনী যেন।[২] তাইতে সংহিতায় তিনি উর্বশীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরূরবার মাতা যে-পুরূরবা মানবাত্মার প্রতীক, দিবোদুহিতার ক্ষণদীপ্তি যাকে করে রেখেছে চির-উতলা।[৩]

মোটের উপর ইলা পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃত আনন্ত্য-চেতনায় তার রূপান্তর। ঈল বা ইল সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি; ইলা তাঁরই শক্তি এষণা আহুতি এবং সিদ্ধিরূপে।

তারপর ত্রয়ীর দ্বিতীয় দেবী **সরস্বতী**। সংজ্ঞাটির মূলে আছে 'সরঃ'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'উদক' এবং 'বাক্' দুইই [৪০৭]. তার মধ্যে উদক অর্থই আদিম। তাথেকে সরস্বতীর মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী', 'জলের ধারা'। নিঘণ্টুতে 'সরস্বতী' বোঝায় 'নদী'[১] এবং 'বাক্'[২] যাস্ক বলেন, 'নদীবদ্ দেবতাবচ্ চ নিগমা ভবন্তি'[৩] অর্থাৎ নদী এবং দেবতা দুইরূপেই বেদে তার উল্লেখ আছে। এটি চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের স্বাভাবিক পরিণাম। অধিভূতদৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা-ই প্রাণের ধারা এবং অধিদৈবতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎশক্তির প্রবাহ। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতীর বর্ণনায় তিনটি ভাবই মিশে গেছে -আমাদের কাছে গঙ্গা যেমন একাধারে নদী নাড়ী এবং মা। গঙ্গার নাড়ীরূপ যোগীর কাছে, কিন্তু সাধারণের কাছে নদী আর মা এক হয়ে আছে।

সরস্বতীর নদীরূপের কথাই আগে বলি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অধিভূত রূপের পিছনে আর একটি রূপেরও ব্যঞ্জনা রয়েছে -কখনও-বা তা স্পষ্ট অভিব্যক্ত; ঋষি একজায়গায় বিগলিত হয়ে সম্বোধন করছেন, 'তোমার মত মা নাই, তোমার মত

[৪০৬] শ সো (মনুঃ) হর্চগ্র্ শ্রাম্যংশ্চ চচার প্রজাকামঃ তত্রাপি পাকযজ্ঞেনেজে। ততঃ সংবৎসরে যোষিৎ সম্বভূব। তয়া মিত্রাবরুণৌ সঞ্জগ্মাতে সা মনুম্ আজগাম। তাং হ মনুর্ উবাচ, কাসীতি তব দুহিতেতি ১ ৮ ১।৭, ৮, ৯, উত মৈত্রাবরুণীতি, যদ্ এব মিত্রাবরুণাভ্যাং সমগচ্ছত ২৭। মনুর্ হ্য্ এতাম্ অগ্রে হজনয়ত তস্মাদ্ আহ মানবীতি ১ ৮।১।২৬ ইড়ৈব মে মানবা অগ্নিহোত্রী ১১।৫।৩।৫; প্রসূতিব প্রতি 'ইডাসি মৈত্রাবরুণী' ১৪ ৯।৪।২৭। [১]শ সাশীব্ অস্মি ১।৮।১।৯, তয়েমাং প্রজাতিং প্রজজ্ঞে। যাম্ বেনয়া কাং চাশিষম্ আশাস্ত, সাস্মৈ সর্বা সমার্ধ্যত ১০ [২]তৈসা ইডা বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্য্ আসীৎ ।১।১।৪।৪ ইডা নাম গোরূপা কাচিদ্ দেবতা যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশনসমর্থা সা)। [৩]ঋ ১০ ৯৫।৮।

[৪০৭] নিঘ ১।১২ (< √ সৃ 'সরে-সরে যাওরা, বয়ে চলা' তু 'সলিল'); ১।১১। [১]নিঘ. ১।১৩ (বহুবচনে), [২]১।১১। [৩]নি. ২।২৩।

নদী নাই, তোমার মত দেবী নাই, ওগো সরস্বতী [৪০৮]।' আরেকজায়গায় সরস্বতীর মাতৃমূর্তির অপূর্ব বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাঁর স্তনের প্রশস্তিতে : 'তোমার যে-স্তন উচ্ছল, যা আনন্দময়, যা দিয়ে পুষ্ট কর বরেণ্য যা-কিছু, যা নিহিত করে রত্ন আর খুঁজে পায় আলো, যা স্বচ্ছন্দে ঢেলে দেয়, ওগো সরস্বতী, তাকে এইখানে বাড়িয়ে দাও পানের জন্য।'[১] এখানে মায়ের ছবিতে নদীর ছবি ঢাকা পড়ে গেছে।[২]

সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা [৪০৯]. একা তিনিই চেতনাময়ী তাদের মধ্যে শুচি হয়ে নেমে আসেন (পৃথিবীর) গিরিশিখর আর (অন্তরিক্ষের) সমুদ্র হতে, বিচিত্র ভুবনের বিচিত্র সংবেগের চেতনা তাঁর মধ্যে, জ্যোতির্ময় আপ্যায়নের ধারা তিনি দোহন করেছেন নহুষতনয়ের জন্য।[১] প্রবল উচ্ছ্বাসে আর ঊর্মির উচ্ছলতায় গিরিদের সানু ভেঙে চলেন তিনি কন্দখননকারীর মত সুদূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে।[২] এমন করে আর কেউ আসেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যেমন আসেন সরস্বতী সিন্ধুদের দ্বারা স্ফীত হয়ে।[৩] ওজঃসাধনায় ওজস্বিনী তিনি, খাত কেটে চলেন পূষার মত আমাদের পরমপ্রাপ্তির অভিমুখে।[৪] যেমন তিনি আমাদের প্রিয়ার প্রিয়া,[৫] তেমনি আবার ঘোরা, বৃত্রঘাতিনী, হিরণ্ময় আবর্ত রচনা করে চলেন.[৬] দেবনিন্দকদের নির্মূল করেন, আর মায়াবী বৃসয়ের যত সন্ততি : ক্ষিতির জন্য খুঁজে পান প্রণালিকা, আবার এদের (অর্থাৎ দেবনিন্দদের) মধ্যে ঢালেন বিষ ওজঃসংবেগশালিনী।[৭] সর্বত্র সরস্বতীর আধিভূত রূপ ছাপিয়ে ফুটেছে তাঁর অধ্যাত্ম রূপ।

বেদে অনেকজায়গায় সপ্তসিন্ধুর কথা আছে, যাদের অবরুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করা বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের কাজ। সরস্বতী এই সিন্ধুদের মধ্যে 'সপ্তথী' বা সপ্তমী অর্থাৎ পরমা, সিন্ধু তাঁর মাতা [৪১০]; আবার তাঁরা সাতটিতে পরস্পরের বোন্।[১]

[৪০৮] ঋ অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি অম্ব ২।৪১।১৬। [১] ১।১৬৪।৪৯ টী ২২১। [২] এমনি করে বহিজগৎ ঋষি-কবির চিত্তে জাগায় উদ্দীপনা, জড় আর তখন জড় থাকে না। দ্র নীচে ও পরে 'পৃথিব্যায়তন বস্তু'র ভূমিকা, Geldner-এর মন্তব্য DR ৬।৬১ সূ.।

[৪০৯] ঋ অসুর্যা নদীনাম্ ৭।৯৬।১। [১] একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্ যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ, রায়শ্ চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় (৭।৯৫।২; 'নাহুষ' যযাতি ১০।৬৩।১ টী ৩০৩)। [২] ইয়ং শুষ্মেভির্ বিসখা ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভির্ ঊর্মিভিঃ, পারাবতঘ্নীম্ (৬।৬১।২; 'পরাবৎ' সুদূর > 'পারাবত', 'বিসখাঃ' বিস বা কন্দ খনন করে যে, তু 'বিকদ্রুক' টী ১২৭; সরস্বতীর ধারা নাড়ীতন্ত্রের গ্রন্থি বিকীর্ণ করে চলে)। [৩] ইন্দ্রো নেদিষ্ঠম্ অবসাগমিষ্ঠঃ (আগমনকারীদের মধ্যে নিকটতম।) সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা (৬।৫২।৬ চিন্ময় প্রাণের শুভ্র ধারা যত প্রচেতনার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, ততই আগন্তুক আরও ধারাদের সঙ্গমে স্ফীত হতে থাকে; উদ্দীপ্ত প্রাণে বাইরের সমস্ত অনুভবও বিপুল ও মহান হয়ে ওঠে তু ১।৩।১২ টী ৩৯৩)। [৪] তু যং দেবীর সরস্বত্য্ অরা রাজেষু বাজিনি, রদা পূষেব নঃ সনিম্ (৬।৬১।৬, তু পূষার হিরন্ময় পাত্রের আড়াল ঘোচানো ঈ ১৬)। [৫] ঋ উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু ৬।৬১।১০. [৬] ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ বৃত্রঘ্নী ৭. [৭] তু সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ, উত ক্ষিতিভ্যো ঽবনীর্ অবিন্দো বিষম্ এভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি (৩, 'বসয়' বৃত্রের অনুচর তু ১।১৭৪।৬ টী ৮৯, ১৮৪[৬], 'ক্ষিতি' আধার বা ক্ষেত্র যার ভিতর দিয়ে সরস্বতীর ধারা বয়ে চলেছে, তু ৬।৫২।৬ টী [৩], 'অবনী' খাল বা অন্যান্য নাড়ী, উপনদীর মত 'বাজিনী' উষার সংজ্ঞা কেননা তাঁর মধ্যে আছে তিমিরবিদার বজ্রশক্তি, সেই উষার আলোর প্রসন্নতা আছে সরস্বতীর মধ্যেও, তাই তিনি 'বাজিনীবতী'।

[৪১০] ঋ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা ৭।৩৬।৬। [১] ৬।৬১।১০। সাতটি 'অপ্' বা 'সিন্ধু' (তু ৮।৯৬।১, ৮৯।৪, ১০।১০৪।৮) সাতটি ধামে বা ভুবনে সাতটি প্রাণের ধারা। তারা

ঋক্‌সংহিতার নদীসূক্তে[২] একুশটি সিন্ধুর কথা পাচ্ছি, তার মধ্যে একজায়গায় পরপর আছে 'গঙ্গে য়মুনে সরস্বতি'[৩] অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী। আরেকজায়গায় সরস্বতীর সঙ্গে উল্লেখ আছে 'সিন্ধু' ও 'সরযূ'র যারা রয়েছে আর্যাবর্তের দুই প্রান্তে। একসময় সরস্বতীর তীরে-তীরেই যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল, তার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতাতেই আছে।[৪] মনে হয়, একে উপলক্ষ্য করেই আর্যমানসে সরস্বতীর অধ্যাত্মভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার একজায়গায় একটি প্রাচীন ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় 'দৃষদ্‌বত্যাম্ আপয়ায়াং সরস্বত্যাম্'[৫] দৃষদ্‌বতী অন্যত্র অশ্বন্বতী।[৬] দুটীর মধ্যেই 'বজ্রে'র ধ্বনি আছে, যা সহজেই তন্ত্রের বজ্রাণী নাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি নদীতে বা নাড়ীতে আগুন জ্বলবার ব্যঞ্জনা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।[৭]

সরস্বতীর নদীরূপ ছাড়া বেদে আর দুটি ভাবরূপ আছে এক রূপে তিনি চিন্ময় প্রাণ, আরেক রূপে বাক্। তাঁর নদীরূপ থেকেই এসেছে প্রাণরূপের কল্পনা, কেননা নদীরা ইন্দ্রবীর্যের প্রবাহ, ইন্দ্রের পত্নী, আমাদের আধাবস্থ ঋভুদের শিল্পনৈপুণ্যের সৃষ্টি, আর সরস্বতী সেই নদীদের মধ্যে 'নদিতমা' [৪১১]। তাঁর উচ্ছল প্রাণের পরিচয় পাই তাঁর 'অম' বা স্বধার বীর্যে, যা অনন্ত অকুটিল প্রজ্বল চরিষ্ণু তরঙ্গ তুলে ছুটে চলেছে মুখর হয়ে।[১] তাই তিনি কর্মকুশলাদের মধ্যে কুশলতমা, রথের মত (প্রধাবিতা) বৃহতী হয়ে, বিভূতিবৈচিত্র্যে ব্যাকৃতা।[২] বিশ্বপ্রাণ তাঁর নিত্যসহচর বলে ইন্দ্র যেমন মরুত্বান্, সরস্বতীও তেমনি 'মরুত্বতী', ধর্ষণদ্বারা জয় করছেন শত্রুদের[৩] বৃত্রঘাতিনী হয়ে।[৪]

মরুদ্‌গণের সঙ্গে সরস্বতীর বিশিষ্ট সম্পর্ক লক্ষণীয়। আর-আর নদীর মত সরস্বতীও 'মরুদ্‌বৃধা' [৪১২]। তাঁর বুক ফুলে ওঠে ঝড়ের দাপটে, 'মরুৎসখা'

আপন আপন ধামে পরস্পরের বোন কিন্তু উজান বইলে সবারই পারম্যের সম্ভাবনা আছে তখন তারা মাতা। আবার সিন্ধু যখন ব্যক্তিবাচক, তখন সব নদীর মুখ্যা অতএব মাতা ১০।৭৫।১ ৪, ৭ [২] প্র সপ্ত সপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ ১০।৭৫।১, ৬৫.৮। 'ত্রেধা' কেননা তারা যেমন আছে পৃথিবীতে, তেমনি অন্তরিক্ষে আর দ্যুলোকে [৩] ১০।৭৫।৫ [৪] সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুর্ ঊর্মিভিঃ মহো ১০।৬৪ ৯ সংস্কৃতির বিস্তার দ্র চিত্র ইদ্ রাজা রাজকা ঋদে রাজা। ইদ অন্যকে যকে (ওই যারা) সরস্বতীম্ অনু ৮।২১।১৮। [৫] ৩।২৩।৪। [৬] ১০ ৫৩।৮ টী ২৯৪। [৭] দ্র টী ২০৬[৩]।

[৪১১] ঋ দম্‌নসো অপসো যে (ঋভুবা) সুহস্তা বৃষ্ণঃ (বীর্যবর্ষী ইন্দ্রের) পত্নীর্ নদ্যো বিভ্বতষ্টাঃ, সরস্বতী বৃহদ্দিবা উত রাকা দশস্যন্তীর (সুস্থহস্তা হয়ে) বরিবস্যন্তু .বিপুল হ ন সবাই) শুভ্রাঃ (৫।৪২ ১২ প্রথমপাদে ঋভুদের ইঙ্গিত, 'বিভ্বা' ঋভুদের মধ্যম, ইন্দ্রবীর্যের প্রণালিকা রচেছেন তিনিই, 'রাকা' পূর্ণিমার দেবী· 'বৃহদ্দিবা' সরস্বতী ও রাকা দুয়েরই বিশেষণ, মানুষের দিব্য শিল্পপ্রতিভা সক্রিয় হয়েছে আধারে, নাড়ীতে-নাড়ীতে বয়ে চলেছে আলোর স্রোত, পূর্ণিমার ঢল নেমেছে, চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে বৃহৎ হয়ে তার ছবি। [১] যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ ত্বেষস্ চরিষ্ণুর্ অর্ণবঃ, অমশ্ চরতি রোরুবৎ ৬।৬১।৮। [২] অপসাম্ অপস্তমা, রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতা ১৩। [৩] মরুত্বতী ধৃষতী জেষি শত্রূন্ ২ ৩০।৮। [৪] ২।১।১১ টী ৪০২[৩]।

[৪১২] ঋ ১০ ৭৫।৫, 'মরুদ্‌বৃধা' সামান্যত প্রধান নদীদের বিশেষণ, অথবা স্বতন্ত্র নদীও হতে পারে। শব্দটি ঋতে আরেকবার আছে, অগ্নির বিশ ৩।১৩।৬। হাওয়াতে আগুন জোর ধরে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদীরা নাড়ীতে প্রাণাগ্নির স্রোত [১] উত স্য নঃ সরস্বতী জুষাণা ... অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে — উতে য়ং নো মহিনা শুভ্রে অধ্বসী অধিক্ষিয়ন্তি পূর্বঃ, সা নো বোধ্য অবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্ ৭।৯৬ ২। বাজপেয়ে সোমগ্রহ আর সুরাগ্রহের বিধান আছে শব্যাতে পাই 'প্রজাপতের্ বা এতে অন্ধসী যৎ সোমশ্ চ সুরা চ। ততঃ সত্যং শ্রীর্ জ্যোতিঃ সোমো, অনৃতং পাপ্মা তমঃ সুরা।' ৫।১।২।১০। সৌত্রামণীতে 'অন্ধসো বিপানম্' আছে, তাতে সোমের সঙ্গে সুরা মেশাতে হয় (ঐ ১২।৭।৩ ৪-৫;

হয়ে তাঁর মহিমার প্রসাদ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের গভীরে, আর দুটি অন্ধ ধারার মধ্যে প্রবাহিতা তাঁর শুভ্রধারা প্রচোদিত করে চলে মহানুদের ঋদ্ধিকে।[১] একজায়গায় দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী'।[২] এই 'বীর' কে? মরুদ্‌গণকে অনেকজায়গায় বলা হয়েছে 'বীরাঃ'।[৩] এবং এঁরাই একজায়গায় 'বীরাস, মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ'।[৪] আর সরস্বতীও 'ভদ্রম্ ইদ্ ভদ্রা কৃণবৎ'।[৫] এইথেকে সরস্বতী আর মরুদ্‌গণের মধ্যে জায়াপতি সম্পর্ক কল্পনা করা যেতে পারে, তখন তাঁরা এক চিন্ময় প্রাণের দুটি রূপ। তাঁরা যুগনদ্ধ বলেই সরস্বতী 'মরুৎসু দেবেষু অর্পিতা'।[৬]

আবার দেখি, সরস্বতী 'বীরপত্নী' হয়েও 'বজ্রজাতা কুমারী চিন্ময় প্রাণশক্তির আধার' [৪১৩]। তিনিই আবার 'বৃহৎ দ্যুলোক হতে আবির্ভূতা' বলে[১] বৃহদ্দিবা-রূপে বিশ্বের মাতা, যেমন ত্বষ্টা বিশ্বের পিতা।[২] সরস্বতী তখন ভরা পূর্ণিমার দেবী রাকার সঙ্গে যুক্তা[৩] সরস্বতী রাকা এবং ইন্দ্রপত্নী নদীগণ সবাই শুভ্রা এবং মহাবৈপুল্যের বিধাত্রী।[৪] এখানে পাই শুধু আলোর ছবি। অন্যত্রও দেখি, সরস্বতী শুভ্রা[৫] এবং শুচি।[৬]

বৃহজ্জ্যোতিঃস্বরূপিণী এই কন্যাকুমারিকা সবার ঈশ্বরী আপন মহিমায় প্রাণপ্রবাহিণীদের মধ্যে মহীয়সী হয়ে চেতনায় ঝলসে ওঠেন সবাইকে ছাপিয়ে [৪১৪]। তিনি ত্রিকূটস্থা, সপ্তধামে সপ্তধা বিরাজিতা, পার্থিব ভূমি বিপুল (দ্যু)লোক আর অন্তরিক্ষ আপ্লাবিত করে রয়েছেন; পঞ্চজনের সংবর্ধয়িত্রী বলে ওজঃসাধনার

তা ১৪ ১১।২৭)। সোম এবং সুরা দুইই 'অন্ধঃ' অর্থাৎ তামস। সুরা তামস তো বটেই, সোমও যদি সংস্কারের দ্বারা 'পূত' না হয় তাহলে সেও 'অন্ধঃ'। শব্রাতে বলা হচ্ছে দুয়ের 'উৎক্রমে'র কথা। পূরুরা অর্থাৎ মানুষেরা দুটি অন্ধঃ বা অসংস্কৃত ধারার কূলেই বাস করে। সরস্বতী তাঁর শুভ্র ধারার প্রসাদে তাদের নিয়ে যান দুটি ধারারই উজানে। অট দ্র Geldner। [২] ঋ ৬ ৪৯।৭। [৩] ১।৮৫।১, ৬ ২৬ ৭, ৬৬।১০, ১০।৭৭ ৩। [৪] ৫।৬১।৪। [৫] ৭।৯৬।৩। [৬] ১।১৬২।১ (তেমনি ইলা ও ভারতীও)।

[৪১৩] ঋ পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ ৬।৪৯।৭। **পাবীরবী** < পবীরু। পবীর 'ইন্দ্রের প্রহরণ, বজ্র', দ্র শেষন্ (শুয়ে পড়ে যেন বৃত্রানুচরেরা) নদ্যঃ ইন্দ্র সস্মিন্ যোনৌ (একই উৎসে যেখান থেকে তারা উঠে এসেছিল অর্থাৎ অন্তঃমিত্রায়) প্রশস্তয়ে (যার ফলে তোমারই প্রশস্তি) পবীরবস্য এজুযুক্ত তোমার মহ্না (শক্তিতে, মহিমায়) ১।১৭৮।৪, সো ইন্দ্র জনান্ মহিম্না ইনা (তারা যত শক্তিশালীই হ'ক না কেন) ইতিত্রম্থো (ছাপিয়ে গেলেন) পবীরবান্ উতাপবীরবান্ (হাতে তাঁর বজ্র থাক বা না থাক) যুধা (যুদ্ধ করে) ১০।৬০।৩, আরও দ্র ইন্দ্রোপাসকের সংজ্ঞা 'রুশম পবীরু' ৮।৫১।৯। [১] ৫।৪৩।১১। [২] 'মাতা বৃহদ্দিবা' 'পিতা ত্বষ্টা'র সঙ্গে দ্র ১০ ৬৪।১০। এই বৃহদ্দিবা সরস্বতীও হতে পারেন কেননা গর্ভাধানসূক্তে দেখি গর্ভকর্তৃত্ব দুজনেরই। ম সেখানে জীবসত্ত্ব আধান করেন সরস্বতী, আর রূপ গড়েন ত্বষ্টা এ যেন মাতা আর পিতার সাধারণ বৃত্তিপ্রসার ব্যতিক্রম। কিন্তু দেবপত্নীরা ত্বষ্টার নিত্যসহচরী (দ্র টী ৪২৭[৩]), ত্বষ্টা নিশ্চয় এই মাতৃকাদের সাহায্যেই রূপ গড়েন। বাক্‌সূক্তে মাতা যেমন পিতাকেও ছাপিয়ে আছেন (১০।১২৫।৭)। এখানেও তা হওয়া সম্ভব, তবে মন্ত্রটিতে বৃহদ্দিবার পরিচয় অস্পষ্ট দ্র টী ৩৭[২]। [৩] ৫।৪২ ১২ দ্র টী ৫১১। [৪] এখানে 'বৃহদ্দিবা' বিশেষণ না হয়ে বিশেষ্য হলে পাই তিনটি দেবী যেমন আমাদের দুর্গার দুই পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। [৫] ৭।৯৫ ৬, ৯৬।২। [৬] ৭।৯৫।২, ১।১৪২।৯।

[৪১৪] ঋ প্র য়া মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভির্ অন্যাঃ ৬।৬১ ১৩। [১] আপপ্রুষী পার্থিবান্য্ উরু রজো অন্তরিক্ষম্ ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী, বাজেবাজে হব্যা ভূৎ ৬ ৬১।১১-১২। [২] দ্র আ হং সরস্বতীমুতার, ইন্দ্রাগ্ন্যোর্ অরো বৃণে ৮।৩৮ ১০। [৩] সরস্বত্য্ অভি নো নেষি বস্যঃ ৬ ৬১।১৪। [৪] সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৄর্ অন্যা ঋতাবরী, অতন্ন্ অহেব সূর্যঃ ৬।৬১।৯। 'অন্যাঃ স্বসৄঃ' অন্য নাড়ীদের, কেননা সরস্বতী 'সপ্তথী' বা পরমা (টী ৪১০), তিনি আমাদের মধ্যে উথলে তোলেন প্রচেতনার সমুদ্র (১।৩।১২)।

প্রতিপর্বে তাঁর ডাক পড়ে।[১] পৃথিবীতে অগ্নি আর অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে ইন্দ্র; কিন্তু এঁরা দুজনেই 'সরস্বতীবান্' অর্থাৎ সরস্বতীর ওজঃশক্তি এঁদের মধ্যে নিহিত।[২] এমনি করে দেবযানের আলোকসরণি ছেয়ে আছেন বলে তিনি নিত্য আমাদের নিয়ে চলেন উত্তরজ্যোতির দিকে,[৩] সমস্ত বিদ্বেষ্টাদের বাধা কাটিয়ে আমাদের ছড়িয়ে দেন তাঁর অন্য বোনদের ছাপিয়ে সূর্য যেমন ছড়িয়ে দেন দিনের আলো।[৪]

সরস্বতী বৃহদ্দিবারূপে যেমন পরমা, তেমনি প্রাণরূপিণী এই চিন্ময়ীই আবার জীবজন্মের মূলে। তাই সিনীবালী আর অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর আবাহন : 'ভ্রূণকে আহিত কর সিনীবালী, ভ্রূণকে আহিত কর সরস্বতী। অশ্বী দুজন দেবতা তোমার মধ্যে ভ্রূণকে আহিত করুন কমলের মালা প'রে [৪১৫]।' সিনীবালীতে পূর্বামাবস্যার নিবিড় অন্ধকার, আর সরস্বতীতে রাকার ভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন – যেন বারুণী শূন্যতায় অস্তিত্বের কুমেরু আর সুমেরুর সঙ্কেত তারই মধ্যে আলোকস্পন্দনের দেবতা অশ্বিদ্বয়ের তিমিরবিদার অভিযান উদয়তীর্থের পদ্মরাগ সূচনা নিয়ে সব মিলে জীবের জন্মরহস্যের এক অপরূপ ব্যঞ্জনা সরস্বতী এখানে রাকার প্রতিনিধি গর্ভাশয়ে আহিত চিদাভাসের ক্রমিক উপচয়ের নেপথ্যচারিণী বিধাত্রী।[১]

কিন্তু প্রাণরূপিণী সরস্বতী বাগ্‌দেবী হলেন কি করে? যাস্ক বলছেন, নৈরুক্তেরা মনে করেন, সরস্বতী মাধ্যমিকা বাক্ [৪১৬]। পৃথিবীতে সরস্বতী নদীরূপিণী, কিন্তু তত্ত্বতঃ তিনি প্রাণের শুভ্র স্রোত।[১] প্রাণের স্বধাম হল অন্তরিক্ষ। এইখানে বজ্র আর বিদ্যুতের প্রস্রবণ নিয়ে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রাম চলে ইন্দ্রশক্তির প্রাণের অবরোধকে মুক্ত করবার জন্য। সেই সংগ্রামের যে-কোলাহল, তা-ই 'মাধ্যমিকা বাক্' বা অন্তরিক্ষ লোকের শব্দ এই বাকের দুটি রূপ ঝড়ের গর্জন আর বজ্রনাদ, একটির অধিষ্ঠাতা মরুদ্‌গণ, তাঁরা ঝড়ের দেবতা, আরেকটির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, তিনি 'পাবীরবী' বা বজ্রের কন্যা। বজ্রবাহু ইন্দ্র 'সরস্বতীবান্'। নীচে বোবা পৃথিবী, উপরে নিস্তব্ধ আকাশ জড় আর চৈতন্যের মাঝখানে এই প্রাণের কুরুক্ষেত্র, সংগ্রামের কোলাহল। সংগ্রামে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তখন মরুদ্‌গণ আর সরস্বতী দুইই ঘোর।[২] কিন্তু সংগ্রামশেষে মরুদ্‌গণ কান্ত, সরস্বতী কল্যাণী। ঝড় আর বজ্রের গর্জনের অবসানে পর্জন্যের ধারাসারের রিম্‌ঝিম্, সুমঙ্গল মাতৃত্বের আসন্ন সম্ভাবনায় পৃথিবী রোমাঞ্চিতা। সংগ্রামের কোলাহল তখন মরুদ্‌গণের কণ্ঠে ফোটে গান হয়ে তাঁরা 'অর্কিণঃ';[৩] আর আমাদের কল্পনায় সরস্বতী বীণাবাদিনী।[৪] অধিদৈবতদৃষ্টিতে সরস্বতী এমনি করে মাধ্যমিকা বাক্।

[৪১৫] ঋ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি, গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাব্ আ ধত্তাং পুষ্করস্রজা ১০।১৮৪।২ [১]তিনিই আহিত গর্ভের আত্মা। তাই পৌরাণিক সরস্বতী মরালবাহিনী। এই প্রসঙ্গে তু সরস্বতীর পুংরূপ 'সরস্বান্' (১।১৬৪।৫২, ৭।৯৫।৩, ৯৬।৪-৬)। প্রথম মন্ত্রে তিনি 'দিব্য সুপর্ণ বৃহৎ বায়স'–যা অগ্নি বা সূর্য দুইই বোঝাতে পারে। অগ্নি জীবাত্মা, সূর্য পরমাত্মা। সরস্বতীর হংস দুয়েরই প্রতীক

[৪১৬] নি ১১।২৭। [১]ঋ শ্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্ ২।৪১।১৭। [২]সরস্বতী ৬।৬১।৭; মরুদ্‌গণ ১।১৬৭।৪, ১৬৯।৭। [৩]১।৩৮।১৫। [৪]তাঁর এ রূপ ঋগ্‌বেদে নাই। কিন্তু তার বীজ ওইখানেই।

আবার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণের আকূতি ফোটে মনুষ্যোচ্চারিত বাকে। দেবকামের সে-বাক্ মন্ত্র। মন্ত্র চিত্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আরেক সংজ্ঞা হল 'ধী'। এই বাক্ বা মন্ত্র বা ধী যাঁর প্রচোদনায় স্ফুরিত হয়, তিনিই বাগ্‌দেবী সরস্বতী। তাঁর পূর্ণরূপ ফুটেছে অম্ভৃণকন্যা বাকের সূক্তে [৪১৭]। সেখানে আমরা তাঁকে পাই সর্বদেবময়ী, বিশ্বের জননী ও ঈশ্বরী, প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহাররূপে। তিনি যখন যাকে চান, তাকে করেন বজ্রতেজা, ব্রহ্মবিদ্, ঋষি এবং সুমেধা।[১] সরস্বতী তখন সাবিত্রী শক্তি, 'ধী'র প্রচোদন তাঁর বিশেষ কাজ। তিনি ধ্যানলভ্য জ্যোতি,[২] বীরপত্নী হয়ে আমাদের মধ্যে ধীকে করেন নিহিত,[৩] ধ্যানকে করেন সিদ্ধ,[৪] নিখিল ধ্যানবৃত্তিতে বিরাজমানা,[৫] ঘিরে থাকেন ধীকে,[৬] ধীসমূহে সঙ্গতা,[৭] আমাদের মধ্যে চেতনা আনেন কল্যাণমননের বা সৌমনস্যের,[৮] বিপুল জ্যোতিস্তরঙ্গের প্রচেতনা আনেন চিত্তির ঝলকে।[৯] দেখছি, ধী চিত্তি ও প্রচেতনার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ। এমনি করে বাগ্‌দেবী সরস্বতী প্রজ্ঞারও দেবতা।

কেউ-কেউ বলেন, সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে কল্পিতা হয়েছেন পরে মাধ্যন্দিন-সংহিতা, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ এবং শতপথব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে [৪১৮]। কিন্তু সরস্বতী ও বাকের তাদাত্ম্যের সূচনা ঋক্‌সংহিতাতেই আছে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে দুগ্ধ দধি ঘৃত ও মধু ক্ষরণের কথা আছে। ঋক্‌সংহিতাতেও পাই, 'পাবমানী ঋক্‌সমূহ যে অধ্যয়ন করে, সরস্বতী তার জন্য দোহন করেন দুগ্ধ ঘৃত মধু এবং উদক।'[১] এখানে বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সরস্বতীর যোগ সুস্পষ্ট।

তার পর দেবী **ভারতী**। সংহিতায় তাঁর পরিচয় বিশেষ-কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায়, আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ 'হোত্রা' [৪১৯]। আগেই দেখেছি, 'হোত্রা'র ব্যুৎপত্তিগত

[৪১৭] ঋ ১০।১২৫ সূ। [১] তু যং কাময়ে তংতম্ উগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্ ১০।১২৫।৫। [২] ধিয়াবসুঃ ১।৩।১০। [৩] ৬।৪৯।৭। [৪] সাধয়ন্তী ধিয়ং নঃ ২।৩।৮। [৫] ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ১।৩।১২। [৬] ধীনাম্ অবিত্রী ৬।৬১।৪। [৭] শং সরস্বতী সহ ধীভিঃ অস্তু ৭।৩৫।১১, ১০।৬৫।১৩। [৮] চেতন্তী সুমতীনাম্ ১।৩।১১। [৯] মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ১।৩।১২।

[৪১৮] তু মা বাচা সরস্বতী ভিষক্ ১৯।১২, ঐ বাক্ তু সরস্বতী ৩।১।২, ৩৭, ৬।৭, শ ৭।৫।১।৩১, ১১।২।৮।৯, ২।৫।৪।৬ ; তৈ ১।৩।৪।৫, ১।৬।২।২ ; তা ৬।৭।৭, ১৬।৫।১৬; [১] ঋ পাবমানীর্ যো অধ্যেতি ঋষিভিঃ সংভৃতং রসম্, তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্ মধূদকম্ ৯।৬৭।৩২।

[৪১৯] ঋ ১।২২।১০, ২।১।১১, ৩।৬২।৩, আপ্রীসূক্তে ১।১৪২।৯। [১] দ্র টী. ৩৮৫। [২] নিঘ. ৩।১৭, ১।১১। [৩] দ্র 'ভারত' অগ্নি ২।৭।১, ৫, 'ভরত' জন বা যজমান ৩৬।১২, 'ভারত' জন ৩।৫৩।১২ 'ভারত' অগ্নি ৪।২৫।৪, 'ভরত' জন বা যজমান ৫।১১।১, ৫৪।১৪, বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ নিজেকে বলছেন 'ভরত' ৬।১৬।৪, 'ভারত' অগ্নি ৬।১৬।১৯, ৪৫, 'ভরত' জন বা যজমান ৭।৮।৪, ৩৩।৬। তাছাড়াও 'ভরত' অগ্নি ১।৯৬।৩। [৪] ভরতেরা অগ্নি আর সূর্য দুয়েরই উপাসক। পার্থিব অগ্নি সূর্যে সমাপন্ন হবে, বৈদিক সাধনার এই মূল তত্ত্ব একই অগ্নি পৃথিবীতে অগ্নি অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, দ্যুলোকে সূর্য—তিনি 'ত্রিষধস্থ বৈশ্বানর' (৬।৮।৭)। এই দৃষ্টিতে ভরতগণের ইষ্টদেবতা যে 'ভারত' অগ্নি, তাঁর শক্তি 'ভারতী'ও ত্রিষধস্থা (৬।৬১।১২)। তত্ত্বত তিনি অদিতি শতহিমা ইলা, সরস্বতী এবং হোত্রা ভারতী তাঁর ত্রিধামূর্তি (২।১।১১)। ভরতজন সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনুমান, ভরত এবং তৃৎসু একই জনের নাম (Ludwig) কিংবা তৃৎসুরা ভরতদের রাজা (Geldner)। একসময় পুরুদের সঙ্গে ভরতদের বিবাদ থাকলেও কালে তৃৎসু ভরত এবং পুরুরা মিলে 'কুরু' নামে জনের সৃষ্টি হয়। তাদের জনপদই 'কুরুক্ষেত্র',

অর্থ আহুতি বা আহ্বান দুইই হতে পারে।[১] নিঘণ্টুতেও হোত্রা যজ্ঞ এবং বাক্ দুইই বোঝায়।[২] এইথেকে ভারতীর যজ্ঞসম্পর্ক মাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংজ্ঞাটির মূলে আছে দুটি শব্দ—'ভারত' এবং 'ভরত'। শব্দ দুটি খুবই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ—'জন' বা 'অগ্নি' বোঝাতে ঋক্সংহিতার প্রত্যেক আর্যমণ্ডলেই তাদের উল্লেখ আছে।[৩] মনে হয়, আর্যদের মধ্যে যাঁরা বেদপন্থী ও যজ্ঞ-সাধক, 'ভরত' তাঁদেরই আদিপুরুষ। ভরতেরা যজ্ঞাগ্নি বহন করতেন, অথবা যজ্ঞাগ্নির কাছে হব্য বহন করতেন, তাঁদের সংজ্ঞার দুটি অর্থই হতে পারে।[৪] যজ্ঞসাধক বলে তাঁরা অগ্নিহোত্রী,[৫] তাঁদের মুখ্য দেবতা অগ্নিও তাই 'ভারত' অথবা 'ভরত' ব্রাহ্মণেও দেখি, অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই দুটি সংজ্ঞাকে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে 'প্রাণ'।[৬] ভারতী তাহলে স্বরূপত অগ্নিশক্তি।

আপ্রীদেবগণের কাঠামোটি অতিপ্রাচীন, তাতে 'তিস্রো দেব্যঃ'র মধ্যে ভারতীকেও তাহলে স্থান দেওয়া হয়েছে অতিপ্রাচীনকাল হতেই। 'ইলা' যজ্ঞের হব্য, যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত 'সরস্বতী'র তীরে, আর 'ভারতী' হোত্রা অর্থাৎ মন্ত্র বা আহুতি তিনটিতেই অগ্নিসম্পর্ক সুস্পষ্ট। দ্রব্যযজ্ঞে হব্যমাত্রেই পার্থিব, অতএব ইলা পৃথিবীস্থানা, প্রাণের ধারা বলে সরস্বতী অন্তরিক্ষস্থানা, সুতরাং পরিশেষন্যায়ে ভারতী দ্যুস্থানা কেননা যাজ্ঞিকের অগ্নি 'ত্রিষধস্থ', আর অগ্নিসাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে সূর্যে পৌঁছনো। সেখানে পৌঁছই যেমন হব্যের চিন্ময় বিপরিণামে ৪২০।, প্রাণের উজান ধারায় তেমনি দেবকাম মন্ত্র বা মননের বীর্যে।[১] ভারতী তাই দেবহূতি বা দিব্য বাক্ দুই অর্থেই। অতএব তিনি দ্যুস্থানা, তিনি 'আদিত্যের ভাতি'[২] ঋক্সংহিতায় দেখি, তিনি অদিতিরূপী অগ্নিরই একটি বিভাব, হোত্রা বলে বেড়ে চলেন উদ্বোধিনী বাণীতে,[৩] তিনি 'বিশ্বতূর্তি' বা তীব্রসংবেগে সব ছাপিয়ে যান,[৪] তিনি সবছাওবা ধ্যানচেতনা[৫] তিনি সুদক্ষিণা।[৬] এককথায় তিনি আমাদের মধ্যে বীজরূপী মন্ত্রচৈতনাকে (গীঃ) বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাস্বর বিশ্বচৈতন্যে এবং সিদ্ধির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয়।

আপ্রীসূক্তগুলিতে তিনটি দেবীর সাধারণ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁরা যজ্ঞিয়া

যা ব্রাহ্মণধর্মের আদিক্ষেত্র বলা যেতে পারে। [১]স নিঘতে 'ভারত্যঃ কুরবঃ' দুটি জন ঋত্বিক্ অর্থে নূঢ় (৩ ১৮, [২]ব্রাহ্মণের দৃ শা অগ্নির্ বৈ ভরতঃ, স হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি ৩।২, শ ১।৪।২।২, ১।৫।১।৮; ঐ প্রাণো ভরতঃ ২ ২৪, শ এষ (অগ্নিঃ) উ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণো ভূত্বা বিভর্তি ১।৫ ১ ৮, ১।৪।২।২। এখানে 'ভরত' আগে দেবতার নাম, পরে জনের

। ৪২০] তু মু অহুতিরা যজমানকে সূর্যরশ্মির সহায়ে ব্রহ্মলোকে বহন করে নিয়ে যায় ১ ২ ৫ ৬ [১]তু গূল্হং জ্যোতিঃ পিতরো হ্বন্বিন্দন্ত্ সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্ ৭।৭৬।৪ টী ২৫৪[৩]। [২]তু নি ভারতী ভরত আদিত্যস্ তস্য ভাঃ ৮।১৩ দ্র শ স হৈষ (সূর্যঃ) ভর্তা ৪।৬।৭।২১। [৩]২।১।১১ টী ৪০২[২]। [৪]২।৩।৮; মা ২০।৪৩ [৫]ঋ আ গ্না (দেবপত্নীদের) অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং বরূত্রীং ধিষণাং বহ ১ ২২।১০। এখানে ভারতী যেন সব দেবীর অধিনায়িকা তিনি ধিষণার সঙ্গে এক। ধিষণা বাক (নিঘ ১ ১১।। ধ্যানশক্তি। [৬]ঋ অস্মান্ বরূত্রীঃ শরণৈর্ অবন্ত্ অস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ৩ ৬২।৩। 'বরূত্রীঃ' তু 'গ্নাঃ' বা দেবপত্নীরা ১।২২।১০ টী[৫]। 'দক্ষিণা' দ্র, দক্ষিণাসূ ১০।১০৭; ১।১২৫। দক্ষিণা শুধু যজমানের দান নয় দেবতারও দান তাঁর শক্তি ও আলোর প্রসাদ (তু সা তে ইন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী ২।১১।২১) তাই উষাও 'দক্ষিণা' (১।১৬৪ ৯ ল দক্ষিণাসূক্ত গোড়াতেও সূর্যোদয়ের একটি সুন্দর ছবি যজ্ঞশেষে যজমান ঋত্বিক আর বিশ্বপ্রকৃতি সবার মধ্যে যেন উষার দাক্ষিণ্য ফুটল)।

[৪২১], আমাদের প্রচোদিত করছেন পরমকল্যাণের দিকে;[১] তাঁরা কল্যাণরূপা,[২] কল্যাণকর্মা;[৩] তাঁরা ইন্দ্রপত্নী,[৪] তীব্র সোমের ধারা নিংড়ে দিচ্ছেন ইন্দ্রের জন্য।[৫]

এলাম উৎসর্গ-ভাবনার অষ্টম পর্বে। এবারও উজানবাওয়া নয়। পরাবরের সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে অগ্নি সূর্যরূপী দুটি মেরুর মধ্যে অনুভব করছি বিদ্যুদ্-বিসর্পিণী শক্তির মুক্তধারা। মাধ্যন্দিনসংহিতা বলছেন, সপ্তম পর্বেই অক্ষরপ্রচয়ের পালা শেষ হয়েছে জগতীচ্ছন্দে, এবার তাই ছন্দ 'বিরাট্' [৪২২]; আর শকটবহন-সমর্থ বৃষভের পাশে মহাশক্তিকে দেখছি পয়স্বিনী ধেনুরূপে।[১] 'ত্রিভুবন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ' এই শান্ত অনুভবের ঐশ্বর্য নিয়ে এবার পরাবরকে এক করে নেমে আসার পালা। বিশ্বামিত্র বলছেন :[২]

'আসুন ভারতী ভারতীদের সঙ্গে নিয়ে সমরসা, (আসুন) ইলা দেবতাদের নিয়ে, মানুষদের নিয়ে অগ্নি, সরস্বতী সারস্বতদের নিয়ে (আসুন) এইখানে। তিনটি দেবী এই বর্হিতে আসন নিন [৪২৩]।' এই আধারে নেমে আসুক অদিতিচেতনার দীপ্তি,[১] তার ত্রিধামূর্তির সহস্রকিরণ সৌষম্যের ছন্দে ছড়িয়ে পড়ুক। আনন্ত্যের এষণা অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠুক আমার মর্ত্যতনুকে ইন্ধন করে, আনুক বিশ্বচেতনার প্রভাস। জ্বলুক আগুন পূর্বসূরিদের অভীপ্সার অবিচ্ছেদ প্রবাহ হয়ে। চিন্ময় প্রাণের প্রবাহ নেমে আসুক, নিয়ে আসুক সাধনসম্পদের বীর্য। এই যে উন্মুখ হৃদয়ের আসন বিছিয়ে দিলাম তিনটি সেই জ্যোতিষ্মতীর তরে। তাঁরা অধিষ্ঠিত হন আমার আধারে।

আপ্রীসূক্তের নবম দেবতা **ত্বষ্টা**। নামের নিরুক্তি দিতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, 'নৈরুক্তেরা বলেন, তাড়াতাড়ি ব্যাপ্ত করেন এই থেকে ত্বষ্টা। আবার দীপ্ত্যর্থক ত্বিষ্ ধাতু বা করণার্থক ত্বক্ষ্ ধাতু হতেও ব্যুৎপত্তি হতে পারে। তাঁরা বলেন, ত্বষ্টা মাধ্যমিক দেবতা, কেননা তাঁর পাঠ আছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে। শাকপূণি বলেন, তিনি অগ্নি [৪২৪]।' এথেকে ত্বষ্টার তিনটি লক্ষণ পাচ্ছি : তিনি সর্বব্যাপী,

[৪২১] ঋ ১।১৪২।৯। [১] তু নঃ চোদয়ত শ্রিয়ে ১।১৮৮।৮। [২] ৯।৫।৮, তু মা ২৮।৩১ [৩] ঋ ১০।১১০।৮, তু প্রৈ ৯। [৪] মা ২০।৪৩, ২৮।৮। [৫] মা ২০।৬৩। বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের জন্য তিনটি দেবীর তিনটি ভুবনে সোমধারা নিংড়ে দেওয়ার সঙ্গে তু ত্রকের গ্রন্থিভেদ।

[৪২২] তু বিরাড্ বৈ ছন্দসাং জ্যোতিঃ তা ৬।৩।৬, ১০।২।২, বৃহদ্ বিরাট্ তৈব্রা ১।৪।৫।৯ ঋতে ইন্দ্রাদ্ বিরাজ অজ্ঞায়ত ১০।৯০।৫। [১] মা ২১।১৯, ২৮।৩১ [২] এই ঋকটি সপ্তম মণ্ডলের আপ্রীসূক্তের অষ্টমী ঋক্ও। এমনতর সাম্য সূক্তশেষ পর্যন্ত এতে বিশ্বামিত্র আর বসিষ্ঠের জ্ঞাতিসম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে।

[৪২৩] ঋ আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্ মনুষ্যেভির্ অগ্নিঃ, সরস্বতী সারস্বতেভির্ অর্বাক্ তিস্রো দেবীর্ বর্হির্ এদং সদন্তু ৩।৪।৮। 'ভারতীভিঃ' ভারতী আদিত্যদীপ্তি বা অদ্বৈতচেতনা এক আদিত্য, কিন্তু তাঁর বহু রশ্মি তারাও ভারতী—একই অদ্বয়তত্ত্বের বহুধা বিচ্ছুরণ। 'সজোষাঃ' এক ভারতী অন্যান্য ভারতীদের সঙ্গে সৌষম্যে গ্রথিত হয়ে। যে এক বহুকে পদ্মের শতদলের মত ধারণা করতে পারে, তা-ই যথার্থ অদ্বৈত। 'ইলা' পার্থিবীস্থানা, আনন্ত্যের এষণা কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকুন বিশ্বদেবতা ('দেবৈঃ'), কেননা সে এষণা বিশ্বচেতনারই এষণা 'অগ্নিঃ মনুষ্যেভিঃ' এই মনুষ্য হলেন পিতৃপুরুষেরা। তাঁদের অভীপ্সারই অনুবৃত্তি চলছে আমাদের মধ্যে। 'সারস্বতেভিঃ'—চিন্তায় প্রাণের বিচিত্র ধারার প্রকাশকে নিয়ে। [১] তু. ২।১।১১।

[৪২৪] নি 'ত্বষ্টা তূর্ণম্ অশ্নুতে ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বিষের্ বা স্যাদ্ দীপ্তিকর্মণঃ, ত্বক্ষতের্

তিনি দীপ্তিমান্, তিনি কর্তা। আকাশ সর্বব্যাপী, সেই আকাশে সূর্য দীপ্যমান এবং বিশ্বের কর্তা- এ-ছবিটি তখন সহজেই মনে আসে। বলা যেতে পারে, এটি ত্বষ্টার দিব্য রূপ। বায়ু বা বিদ্যুৎরূপে তিনি মাধ্যমিক, আবার অগ্নিরূপে তিনি পৃথিবীস্থান। যাস্কের ব্যাখ্যায় দেখছি, আদিত্য বায়ু বা বিদ্যুৎ এবং অগ্নিরূপে তিনলোকেই ত্বষ্টার অধিষ্ঠান।

বস্তুত তক্ষ্ বা ত্বক্ষ্ ধাতু হতেই ত্বষ্টার ব্যুৎপত্তি শব্দ এবং অর্থ দুদিক দিয়েই সঙ্গত [৪২৫]। ছুতোর যেমন কাঠ থেকে কুঁদে মূর্তি বার করে, ত্বষ্টাও তেমনি বিশ্বের অরূপ উপাদান হতে রূপ গড়েন,[১] উপনিষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। এই অর্থে তিনি যাস্কের 'কর্তা' অর্থাৎ রূপকৃৎ। সংহিতায় বারবার একথার উল্লেখ করা হয়েছে।[২] অতএব ত্বষ্টা স্পষ্টতই স্রষ্টা ঈশ্বর বা 'প্রজাপতি'।[৩] কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন 'হয়ে'; তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'।[৪] আবার বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, কিন্তু অন্তরে সবিতা।[৫] ঋক্সংহিতায় এইটিই তাঁর লক্ষণীয় পরিচয়।

বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে আবার মিলিয়ে দেখতে হবে 'বিশ্বকর্মা'র সঙ্গে [৪২৬]। সৃষ্টিসম্পর্কে দুটি বাদ সম্ভব বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। বিভূতিবাদের ঈশ্বর বিশ্বরূপ তিনি সব-কিছু 'হয়েছেন'; আর নির্মাণবাদের ঈশ্বর বিশ্বকর্মা -তিনি

স্না স্যাৎ কর্পোতকর্মণঃ মাধ্যমিকস্ ত্বষ্টা ইত্যাহুঃ, মধ্যমে চ স্থানে সমাম্নাতঃ। অগ্নির্ ইতি শাকপূণিঃ' ৮।১৪। যাস্কের নহু ব্যুৎপত্তির মত এই ব্যুৎপত্তিগুলির প্রথম দুটি শাব্দিক নয়, আর্থিক। আগেই বলেছি, শব্দবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অসঙ্গত হলেও এরা শব্দটি এখন কোন্ ভাবের বাহন তা বুঝতে সাহায্য করে সেটা উপেক্ষণীয় নয়। যাস্কের ব্যা হতে এই বোঝা গেল, ত্বষ্টা একটা বিশাল জ্যোতির সমর্থ উদ্ভাস যেন। এটুকু জানায় মরমীয়ার লাভ আছে।

[৪২৫] ত্বক্ষ্, Av thwaks ঋতে আছে, ইন্দ্রের 'ত্বক্ষঃ' ১।১০০।১৫, ৬।১৮।৯, মরুদ্গণের ৮।২০।৬; ত্বক্ষীয়সা বয়সা ২।৩৩।৬, ত্বক্ষসা বীর্যেণ ৪।২৭।২। নিঘ 'ত্বক্ষঃ' বল ২।৯। তার সঙ্গে তু 'ঊর্জ্'। চেতনার রূপান্তর ঘটানো আর অরূপ থেকে রূপ ফোটানো—দুটি বলক্রিয়া একধরনের। [১]তু ঋ গৌরীঃ সলিলানি তক্ষতী ১।১৬৪।৪১; কিং স্বিদ্ বনং (কাঠ) ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ ১০।৮১।৪। [২]য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী (জনক জননী) রূপৈর্ অপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা (১০।১১০।৯ এখানে তুলি বুলিয়ে রূপ ফোটানোর ধ্বনি, মা ২৯।৩৪; অয়ং অগ্নি) যথা ন আভুবৎ (আবিষ্ট হলেন)। 'ত্বষ্টা' রূপের তক্ষা (যাদের তক্ষণ করতে হবে সেইসব রূপের মধ্যে) ৮।১০২।৮; [৩]রূপাণি হি প্রভুঃ (ঈশ্বর) ১।১৮৮।৯ মা ২৮।৩২ ইদং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারম্ ইহ যক্ষি হোতঃ ২৯।৯, ঋ 'রূপাণি পিংশতু ১০।১৮৪।১ [৩]তু 'ইন্দুর্ ইন্দ্রো বৃষা হরিঃ পবমানঃ প্রজাপতিঃ' স্পষ্টই বীর্যবর্ষী ইন্দ্র আর স্বর্ণবর্ণ পবমান ইন্দু, তিনিই প্রজাপতি ৯।৫।৯ [৪]১ ১৩।১০, মা ত্বষ্টারং পুরুরূপম্ ২৮।৯, তৈব্র ১০ [৫]ঋ জনিতা দেবস্ সবিতা বিশ্বরূপঃ ১০।১০।৫, দেবস্ [৬]সবিতা বিশ্বরূপঃ, পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান, ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্য অস্য ৩।৫৫।১৯

[৪২৬] ঋ ১০।৮১, ৮২ সূ [১]তু সাংখ্যের 'প্রকৃতি' কর্তা। 'বিশ্বকর্মা' কর্তা, কিন্তু তিনি আবার 'বিশ্বশম্ভুঃ' ১০।৮১।৭ বিশ্বের চোখ মুখ হাত পা তিনিই ৩ [২]রাশীম্ একো বিভর্তি হস্ত আয়সীম্ (লোহার)। অন্তর্ দেবেষু নিধ্রুবিঃ (গভীরে নিশ্চল) ৮।২৯।৩। বিশ্বরূপ ত্বষ্টার মন্ত্র, কিন্তু নাম নাই সমস্ত সূক্তটিতে নাম না দিয়ে প্রধান দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে। [৩]বিশ্বতশ্চক্ষুর্ উত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুর্ উত বিশ্বতস্পাৎ, সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ১০।৮১।৩ কামারের উপমা প্রচ্ছন্নভাবে দুটি বাহু কামারের, আর পাখা হাপরের। হাপরের ভিতর দিয়ে কামারেরই ফুৎকার, আর তা হতে বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি। অথচ সে বিশ্ব তিনিই। কামারের স্পষ্ট উপমা ব্রহ্মণস্ পতির্ এতা সং কর্মার ইবাধমৎ ১০।৭২।২। [৭]আরও বিশ্বরূপের বর্ণনা ১০।৯০।১, তিনি তখন 'পুরুষ'—বিশেষ কোনও দেবতা নন। তিনিই সব হয়েছেন 'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভব্যম্' ২। আবার ইন্দ্র বিশ্বরূপ ৩।৫৩।৮ টী ৩৫৭, ৬।৪৭।১৮, ৩।৩৮।৪; বৈশ্বানর ছা ৫।১৮।২...। [৮]ঋ ৩।৫৪।১২।

সব-কিছু 'করেছেন'। পরবর্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আরেকটি ন্যায়ে।[১] বেদে কিন্তু এ-দুটিতে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়নি। সেখানে দেখি, বিশ্বরূপ ত্বষ্টার হাতে লোহার বাইশ;[২] আবার বিশ্বকর্মার সবদিকে চোখ, সবদিকে মুখ, সবদিকে বাহু, সবদিকে পদ, কিন্তু তিনি ফুঁ দিলেন দুটি বাহু দিয়ে আর অনেক পাখা দিয়ে, যখন দ্যুলোক ভূলোকের জন্ম দিলেন একদেব হয়ে।[৩] ত্বষ্টা যেমন বিশ্বরূপ,[৪] তেমনি আবার 'স্বকৃৎ সুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা'[৫] তিনি সব করছেন সব হচ্ছেন, আবার আপনাতে আপনি আছেন। স্রষ্টা ঈশ্বরের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাঙ্গীণ রূপকল্পনা আমরা পাই ত্বষ্টাতে। তত্ত্বভাবনার ফলে রূপ হতে পরাচ্ছিন্ন হয়ে তিনিই দেখা দিয়েছেন ব্রহ্মণস্পতি বাচস্পতি এবং প্রজাপতিরূপে।

সংহিতায় ত্বষ্টার এই পরিচয়। যেমন তিনি বিশ্বরূপে সব হয়েছেন, তেমনি আছেন তারও আগে সমস্ত রূপের ওপারে ৪২৭]। ওইখান থেকে তিনি জন্মান সবার আগে, সবার পুরোধারূপে চলেন আলোর রাখাল হয়ে তখন তিনি প্রজাপতি, পবমান ইন্দুর স্বর্ণধারা, ইন্দ্রবীর্যে টলমল।[১] সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন হতে সমস্ত দেবতা ও দেবশক্তির তিনি গণপতি।[২] বৃহদ্দিবা বিশ্বের মাতা, আর তিনি পিতা দেবপত্নীরা তাঁর নিত্যসঙ্গিনী।[৩] তিনি বিশ্বকর্মা, তাই 'সুপাণি',[৪] কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে কুশলী, কেননা তিনি 'মায়া জানেন'.[৫] তাঁর এই নির্মাণপ্রজ্ঞা আর কৌশলের পরিচয় শুধু বিশ্বের রূপ গড়ায় নয়, ইন্দ্রের বজ্র আর ব্রহ্মণস্পতির পরশুর তক্ষণেও —যা দিয়ে তাঁরা আঁধারের আবরণকে বিদীর্ণ করেন।[৬] মাতা বৃহদ্দিবার সঙ্গে পিতা হয়ে বিশ্বভুবনকে তিনি যে শুধু জড়িয়েই আছেন[৭] তা নয়, তিনি সবিতা হয়ে

।৪২৭। ঋ ইহ ত্বষ্টারম্ অগ্রিয়ং বিশ্বরূপম্ উপ হ্বয়ে ১.১৩.১০ [১]ত্বষ্টারম অগ্রজাং গোপাম্ পুরোযাবানম্ ৯.৫.৯ দ্র টী ৪২৩°। [২]ত্বষ্টর্ দেবেভির্ জনিভিঃ সুমদ্‌গণঃ ২.৩৬.৩ (তু ৬.৫০.১৩। যেন পিতা ত্বষ্টা আর মাতা বৃহদ্দিবা যুগনদ্ধ থেকে বহু দেবমিথুনে পরিকীর্ণ হচ্ছেন [৩]তু উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ ত্বষ্টা দেবেভির্ জনিভিঃ পিতা বচঃ ১০.৬৪.১০। ত্বষ্টা ও দেবপত্নীগণ তু ১.১৬১.৪ (দ্র 'ঋভুগণ'), ২.৩১.৪, ৭.৩৫.৬, ১০.৬৬.৩। [৪]৩.৫৪.১২, প্রথমভাজং আদিদেব বলে গণ্য হবার যোগ্য, যশসং (ঈশান) বয়োধাং (তারুণ্যের আধাতা), সুপাণিং দেবং সুগভস্তিম্ ('গভস্তি' কিরণ ও কর দুইই বোঝায়, সূর্যের সঙ্গে সাম্য) ঋভ্বম্ (কুশলী), হোতা যক্ষদ্ যজতং পস্ত্যানাম্ (ঘরে ঘরে তাঁর যজন, কেননা তিনি সুপ্রজননের দেবতা। অগ্নিস্ ত্বষ্টারং সুহবং বিভাবা (বিভাশালী অগ্নি) ৬.৪৯.৯, ৭.৩৪.২০। [৫]১০.৫৩.৯ টী ২৯৫। [৬]ইন্দ্রঃ অহন্ন্ অহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং (আঁধারের গভীরে কুণ্ডলী-পাকানো বৃত্র বা অবিদ্যা। ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং আলোর তৈরী) ততক্ষ ১.৩২.২, ৫২.৭, ৬১.৬, ৮৫.৯, ৫.৩১.৪, ৬.১৭.১০, ১০.৪৮.৩; ব্রহ্মণস্পতি ১০.৫৩.৯ টী ২৯৫। [৭]ভুবনস্য সক্ষণিঃ ২.৩১.৫ [৮]জনিতা সবিতা ১০.১০.৫, পোষ্টা ৩.৫৫.১৯। [৯]উত স্য দেবো ভুবনস্য সক্ষণিস্ ত্বষ্টা গ্নাভিঃ সজোষা জূজুবদ্ (ছুটিয়ে দিন রথম্, ইলা ভগো বৃহদ্দিবোত রোদসী পূষা পুরন্ধির্ অশ্বিনাব্ অধা পতী যাঁরা দুজন সর্বার পতি) ২.৩১.৪। ভূলোক হতে দ্যুলোক পর্যন্ত আলোর দেবতারা সবাই দিশারী। আবার পাচ্ছি ত্বষ্টা, বৃহদ্দিবা এবং দেবশক্তিগণ। [১০]১.১৯৫.২, ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান ১০.২.৭, ৪৬.৯। [১১]তু ১০.১৭.১-২, সরণ্যু॥ সূর্যপত্নী 'সংজ্ঞা' (দ্র 'সরণ্যু')। [১২]৮.২৬.২১-২২। কিন্তু বিবস্বানও ত্বষ্টার জামাতা ১০.১৭.১। বিবস্বান্ প্রজ্ঞা, বায়ু প্রাণ। প্রাতিভসংবিৎ দুয়েরই জায়া বা শক্তি। বস্তুত প্রজ্ঞা ও প্রাণ একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ (কৌউ 'প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা' ইন্দ্রের উক্তি ৩.২, যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা ৩)। সূর্য 'জীবো অসুঃ' ঋ ১.১১৩.১৬ টী. ১৪৭, ১৭০। [১৩]বিশ্বেভ্যো হি ত্বা ভুবনেভ্যস্ পরি ত্বষ্টাজনৎ সাম্নঃসাম্নঃ কবিঃ ২.২৩.১৭ (তু ছা বাচ ঋগ্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ ১.১.২)। [১৪]ঋ 'ত্বাষ্ট্রং মধু' ১.১১৭.২২ (তু ১১৬.১২; বৃ. ২.৫.১৬-১৯)। [১৫]ঋ ত্বষ্টুর্ গৃহে অপিবৎ সোমম্ ইন্দ্রঃ শতধন্যম্ ৪.১৮.৩ টীম্ ৪২৮[৪]..। [১৬]১.৮৪.১৫ টী ১০৬।

আছেন আমাদের অন্তরেও[৮] অচিত্তির নেপথ্যে থেকে কীর্ণরশ্মি হয়ে উদ্ভাসিত করছেন আমাদের মূর্ধন্য মহাকাশ। তখন তিনি আমাদের দেবযান পথের দিশারী, এই দেহরথকে তিনিই ছুটিয়েছেন অমৃতের সন্ধানে।[৯] আমাদের অভীপ্সার আগুন তখন তাঁর পুত্র,[১০] আমাদের প্রাতিভসংবিৎ বা সরণ্যু তাঁর কন্যা,[১১] আমাদের প্রাণ বা বায়ু তাঁর জামাতা,[১২] আমাদের মন্ত্রচৈতন্য বা ব্রহ্মণস্পতি তাঁর জাতক, যাঁকে প্রতিটি নাম হতে তিনি জন্ম দেন কবি হয়ে।[১৩] যে-মধু বা অমৃতচেতনার আমরা পিপাসী তা তাঁরই মধু।[১৪] তাঁরই দিব্যধামে আমাদের বৃত্রঘাতী ইন্দ্রচেতনা পান করে শতধারায় নির্ঝরিত সৌম্য মধু।[১৫] এই আধারে এই চাঁদের ঘরে তাঁরই একটি গোপন কিরণ সুষুম্ণরশ্মি হয়ে নেমে আসে।[১৬]

দেখলাম, ত্বষ্টা পরমপুরুষ, বিশ্বপিতা, বিশ্বরূপ, চেতনার উৎক্রমণে সবিতারূপে আমাদের ধীর প্রচোদয়িতা, আমাদের পরমার্থ যে সৌম্য আনন্দ, তিনিই তার শতধার উৎস। কিন্তু এই সোমপান নিয়েই সংহিতার কোথাও-কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে ত্বষ্টার বিরোধের কথা আছে। ঋক্‌সংহিতার একজায়গায় পাই, 'যখনই জন্মালে তুমি হে ইন্দ্র, সেইদিনই খুশিমত গিরিস্থিত সোমাংশুর পীযূষ পান করলে; তা তোমার জন্মদা তরুণী মাতা মহান্ পিতার ঘরে অঝোরে ঝরিয়েছিলেন সবার আগে। ত্বষ্টাকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ওঁর সোম পান করেছিলেন চমূতে চমূতে [৪২৮]।' তৈত্তিরীয়সংহিতায় আছে, ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্রকে হত্যা করেন, তাই তাঁকে বাদ দিয়েই ত্বষ্টা সোম আহরণ করেছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র জোর করে তাঁর সোম পান করলেন।[১] ত্বষ্টা যেমন বিশ্বরূপ, তেমনি তাঁর পুত্রের নামও 'ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ'। সে 'ত্রিশীর্ষা সপ্তরশ্মি'। এই বিশেষণটি অগ্নিরও।[২] এই 'ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ'কে ইন্দ্রের প্রেরণায় ত্রিত অথবা ইন্দ্র স্বয়ং বধ করে তার কবল থেকে আলোকযূথকে মুক্ত করেছিলেন।[৩] ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের সূত্র এই হতে পারে। অথচ ঋক্‌-সংহিতাতেই আবার দেখি, ত্বষ্টার ঘরে ইন্দ্র শতধার সোম পান করছেন।[৪] সেখানে কিন্তু বিরোধের কোনও আভাস নাই। একই ব্যাপারের দু'রকম বিবৃতি এও একটা বিরোধ। তার সমাধান কি?

[৪২৮] ঋ যজ্জায়থাস্ তদ্ অহর অস্য কামে ংশোঃ পীয়ূষম্ অপিবো গিরিষ্ঠাম্, তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর দম আ হসিঞ্চদ্‌ অগ্রে। ত্বষ্টারম্‌ ইন্দ্রো জনুষা-ভিভূয়ামুষ্যা সোমম্‌ অপিবচ্ চমূষু ৩ ৪৮।২, ৪। অংশু > আঁশ সোমলতার তন্তু, তন্তু সাম্যে 'কিরণ', কেননা সোম উজ্জ্বল (তু ৯।৭৪।২ টী ৬৮[৩]। এই অংশুর বা সোমতন্তুর বা অমৃতকিরণের পীযূষ (তু ২ ১৩।১, ১০ ৯৪।৮ আপ্যায়নী ধারা। < পায়্ (উ। স। দ্যুলোকের সংগেই তার বিশেষ যোগ (৯ ৫১।২, ৮৫ ৯, ১১০ ৮, অন্যান্য প্রয়োগ সোমের বেলায়)। এই পীযূষ গিরিষ্ঠা (প্রায়ই সোমের বিণ ৯ ১৮।১, ৬২ ৪, ৮৫ ১০, ৯৫।৪)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'গিরি' মূর্ধা সোমের নিবাস 'মূজবান্' গিরি তার রূপক (১০ ৩৪।১) দিব্য সোমধারা সেই-খান থেকে ঝরছে। [১] তৈস ২ ৪ ১২।১, বিস্তৃত বর্ণনা শব্রা ১।৬।৩।১। [২] ঋ ১।১৪৬ ১ টী ১৬৪[৩] বৃহস্পতি সপ্তরশ্মি ৪।৫০ ৪। ইন্দ্রও ২ ১২।১২; অথচ এই ইন্দ্রই আবার বৃত্রহন্তা সপ্তরশ্মি বৃত্র সপ্তশতীর শক্তির মত নকল শম্ভু। [৩] ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ ত্বাষ্ট্রস্য চিন্ নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ ১০।৮।৮, ইন্দ্রঃ ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোনাম্ আচক্রাণস্ ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ৯। তু অস্মভ্যং তৎ ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপম্ অরন্ধয়ঃ (অধীন করে দিয়েছিলে) সাখ্যস্য (সখ্যহেতু, আমাদের সঙ্গে তোমার সখ্য আছে বলে) ত্রিতায় (এখানে ঋষি সা) ২।১১।১৯। [৪] ৪।১৮।৩।

ঋক্‌সংহিতাতে পাচ্ছি, ত্বষ্টা জগৎপিতা : তিনি নিজে বিশ্বরূপ এবং তাঁর পুত্রও বিশ্বরূপ। তাঁতে এবং তাঁর পুত্রে কোনও ভেদ নাই। ত্বষ্টা যেমন দেবতা, তাঁর পুত্র বিশ্বরূপও তেমনি দেবতা অগ্নি বৃহস্পতি বা ইন্দ্রের মত তিনিও 'সপ্তরশ্মি'। দর্শনের ভাষায় এর তাৎপর্য এই, পরমপুরুষই যদি এ-জগৎ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁতে আর জগতে ভেদ থাকতে পারে না। ইওরোপীয়েরা এ-মতকে বলেন Pantheism এবং এটা তাঁদের কাছে একটা বিভীষিকা। এধরনের নিরেট Pantheism যে আমাদের দর্শনে কোথাও নাই, একথা আগেও বলেছি। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। বিশ্বরূপে তিনিই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ, তবুও তিনি এই ভূমিকে 'বিশ্বতোবৃত' করে দশ আঙুল ছাপিয়ে গেছেন। এই বিশ্বভূত তাঁর একপাদ মাত্র, তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে [৪২৯]। যেটুকু তাঁর অমৃত, তার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এই মর্ত্যের একটা বিরোধ আছে। অথচ তত্ত্বদৃষ্টিতে 'অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সয়োনিঃ' অমর্ত্য আর মর্ত্যের একই উৎস।[1] ত্বষ্টা বিশ্বরূপে অমৃত, কিন্তু ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ অমৃতকল্প মর্ত্য। আধুনিক বেদান্তের ভাষায় এই ভাবনার তর্জমা হল, ব্রহ্ম অমৃত, তিনিই জগৎ হয়েছেন; কিন্তু জগৎ মায়া, যদিও সে সন্মূলে সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ। তাই ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ পরমদেবতার পুত্র হয়েও অসুর, সে বৃত্র।[2] সে ত্রিশীর্ষা, তার তিনটি মুখ। একমুখ দিয়ে সে সোম পান করে, আরেক মুখ দিয়ে সুরা, আরেক মুখ দিয়ে সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ ত্বাষ্ট্র একাধারে দেবতা অসুর এবং মানুষ। অসুরদের সোনার রূপার আর লোহার তিনটি পুরের কথা অন্যত্র পেয়েছি।[3] সর্বত্র সেই এক কথা বিশ্বমূল অমৃত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; কিন্তু বিশ্ব মৃত্যুস্পৃষ্ট ব্যামিশ্র এবং পাপবিদ্ধ। অথচ তার অন্তরে রয়েছে অমৃতের পিপাসা। এই মর্ত্য বিশ্বরূপকে বিনাশ করে অমর্ত্য বিশ্বরূপের ধামে আমাদের যেতে হবে, সেইখানে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে। করতে হবে জোর করে।[4] যিনি এই মায়ার মূল মায়ী, তিনিই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর বুক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনতে হবে। এও তাঁরই ইচ্ছা। সপ্তশতীতে তাই দেবীর মুখে শুনি, 'যে আমাকে জয় করবে সংগ্রামে যে আমার দর্প দূর করবে, জগতে যে আমার প্রতিস্পর্ধী, সে-ই আমার ভর্তা হবে।'[5]

বিশ্বরূপকে হত্যা করে ত্বষ্টার ঘরে গিয়ে অমৃত পান করতে হবে এই ভাবনার প্রকাশ উপনিষদের নেতিবাদে। যাজ্ঞবল্ক্য তার বিশিষ্ট প্রবক্তা, আর বুদ্ধ তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এও সম্যক্ দর্শন নয়। পুরাণকার বলেন, বিশ্বরূপবধের পর

[৪২৯] ঋ ১০।৯০।১, ৩। ল 'বৃৃ' যা থেকে 'বরুণ' এবং 'বৃত্র' দুইই আসছে। একজন আলোর আড়াল, আরেকজন কালোর। একজন সব ছেয়ে আছেন, আরেকজন ঢেকে আছে। তু ঈশ 'হিরণ্ময় পাত্র' ১৫। [1] ১।১৬৪.৩০। [2] তু নি তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রো ঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ অহিবৎ তু খলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ ২।১৬। [3] তু. শ তস্য সোমপানম্ এবৈকং মুখম্ আস, সুরাপাণম্ একম্, অন্যস্মা অশনায়ৈকম্ ১।৬।৩।২। ততো ঽসুরা এষু লোকেষু পুরশ্চক্রিরে। অয়স্ময়ীম্ এবাস্মিন্ লোকে, রজতাম্ অন্তরিক্ষে, হরিণীং দিবি ৩।৪ ৪।৩। [4] তু ঋ ৩ ৪৮।৪। [5] যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতি-বলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি (৫।১২০)।

ইন্দ্রে ব্রহ্মবধের অভিশাপ লাগে [৪৩০]। কথাটা গভীর। অখণ্ডদর্শনের বিচারে, জগৎকে উড়িয়ে দিলে ব্রহ্মকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বরূপবধ তাই ব্রহ্মবধের শামিল। অথচ এই বিশ্বরূপ ব্রহ্মকে আড়াল করে রেখেছে সে-আড়াল ঘোচাতে ইন্দ্রবীর্যের প্রকাশ করতেই হয়, জোর করেই ত্বষ্টার ঘরে গিয়ে সোমপান করতে হয়। কিন্তু সংহিতায় দেখি, ইন্দ্রের সোমপানের শুধু এই রীতিই নয়। অন্তত তার তিনটি রীতি আছে। দেখছি, জন্মের দিনেই ইন্দ্র মায়ের প্রসাদে 'মহান্ পিতার ঘরে' খুশিমত সোমপান করছেন সবার আগে।[১] এ-অমৃতপানে তাঁর সহজ অধিকার। এ-পান 'অগ্রে' অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ ভূমিতে[২] তারপর 'বিশ্বরূপী' পৃথিবীতে[৩] বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে অভিভূত ক'রে তাঁর সোমপান।[৪] এই অভিভবের বীর্যও তাঁর জন্মগত (জনুষা)। তারপর আবার এই বিশ্বরূপ ত্বষ্টার ঘরেই তাঁর 'শতধন্য' বা শতধারায় সোমপান।[৫] এখানে আর অভিভবের কথা নাই। এ আবার সেই আদিম সহজ অধিকারকে সহজে ফিরে পাওয়া, আমাদের অধ্যাত্মজীবনেও অমৃতসাধনার একই রীতি।[৬]

আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টার যে রূপ ফুটেছে, তাতে তাঁর সৃষ্টিশক্তিরই উপর বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি 'বৃষা', 'ভূরিরেতাঃ', 'সুরেতা বৃষভঃ', এবং 'রেতোধাঃ' [৪৩১]। গর্ভাধানমন্ত্রে ত্বষ্টার আবাহন আছে, একথা আগেই বলেছি। সুপ্রজননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আপ্রীসূক্তগুলিতেও অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।[১] এইটি ত্বষ্টার লৌকিক রূপ সৃষ্টি এবং পুষ্টি দুয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত।[২] আরেকটি লক্ষণীয়, আপ্রীসূক্তগুলিতে ত্বষ্টার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কোনও ইঙ্গিত তো নাইই, বরং দুটি দেবতার সাযুজ্যের কথাই বলা হয়েছে বারবার।[৩] দেবতারা সবাই 'সজোষাঃ', তাঁদের মধ্যে বিরোধাভাস কোনও অধ্যাত্মরহস্যেরই ব্যঞ্জনাবহ।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের বিবৃতিতে দেখি, ত্বষ্টা বাক্ [৪৩২ গৌরীরূপে বাক্ 'সলিলানি তক্ষতী', আর তাইতে কারণসমুদ্র দিকে দিকে উচ্ছল হয়ে ওঠে, এবং 'ততঃ ক্ষরতি অক্ষরম্'।[১] বাক্‌ও ত্বষ্টার মত সৃষ্টির আদিপ্রবর্তিকা কৌশিকসূত্রে

[৪৩০] মনে হয় এর আভাস ঋক্‌তেও আছে। তু কিম উ ষ্বিৎ ইন্দ্রস্যাবদ্যং। নিন্দনীয়, অন্যায় দীধিষন্ত (ধরে ছিল) আপঃ (যাদের তিনি মুক্ত করলেন বৃত্রকে হত্যা করে)। ৪ ১৮।৭। তাদের মুক্তধারায় সে পাপ ভেসে গেল এই ধ্বনি। [১] ৩।৪৮ ২ টীম্ ৪২৮। [২] মহঃ পিতুর্দম আ পিবচ্চারু অগ্রে (ঐ)। [৩] তৈত্রা ১।৭।৬ ৭। [৪] ৩।৪৮।৪ টীম্ ৪২৮ [৫] ৪।১৮।৩ টী ৪২৭। [৬] এই কাহিনীর ত্বষ্টাকে কেউ কেউ ইন্দ্রের পিতা বলে কল্পনা করেছেন। ৩ ৪৮।২এর 'মহান্ পিতা' সাব মতে কশ্যপ (কচ্ছপ, মহাকাশ তারপরে চতুর্থ ঋকের ত্বষ্টা পরোক্ত 'মহান্ পিতা' হলে পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে না। ৪।১৮।১২র পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের উল্লেখ স্পষ্ট এবং এই পিতা ত্বষ্টা হতে পারেন সাধারণভাবে। কিন্তু তিনি ইন্দ্রের পিতা এ-প্রকল্প নিঃসংশয় নয়। মনে রাখতে হবে, ত্বষ্টা রূপকৃৎ তাঁর স্বরূপ ঝুঁকেছে সম্ভূতির দিকে। আর 'মহান্ পিতা' তার ঊর্ধ্বে, তিনিই ইন্দ্রপিতা। এই পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের কোনও বিরোধ হতে পারে না। তাঁর বিরোধ ত্বষ্টার সঙ্গে, যিনি তাঁর পিতা নন।

[৪৩১] বৃষা ঋ ৯ ৫।৯, মা ২০ ৪৪, ভূরিরেতাঃ মা ২০ ৪৪, সুরেতা বৃষভঃ মা ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২; রেতোধা প্রৈ ১০। [১] ঋ ১ ১৪২ ১০, ২ ৩ ৯, ৩।৪।৯, মা ২১।২০, ২৭ ২০, ২৯।৯। [২] ঋ ১।১৪২।১০, ৩ ৪ ৯, ৫ ৫।৯, মা ২৭।২০, ২৮।৩২, প্রৈ ১০। [৩] তু. ঋ. ৯।৫।৯; মা. ২০।৪৪, ৬৪, ২১।৩৮, ২৮।৯, ৩২।

[৪৩২] ঐব্রা বাগ্ বৈ ত্বষ্টা, বাগ্ ঘীদং সর্বং তাষ্টীব ২।৪। [১] ঋ ১।১৬৪।৪১-৪২ টী ১২৫৮

ত্বষ্টা সবিতা এবং প্রজাপতি; মার্কণ্ডেয়পুরাণে তিনি বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতি; অন্যত্র আদিত্য; মহাভারতে এবং ভাগবতে সূর্য।

এলাম দিব্যভাবনার নবম পর্বে। এবার সিদ্ধচেতনায় জাগল সিসৃক্ষার প্রবেগ, আত্মরূপের বিসৃষ্টির উদ্‌বেলতা উত্তরসত্যকে পৃথিবীর বুকে মূর্ত করবার সাধনায় কোথাও যেন তন্তুচ্ছেদ না হয় এই অবন্ধ্য কামনা। মাধ্যন্দিনসংহিতা বললেন, এবারকার ছন্দ হল 'দ্বিপদা বিরাট্'; আর বৃষভটিকে দেখছি 'উক্ষাঃ' বা রেতঃসেক-সমর্থরূপে [৪৩৩]। বিশ্বামিত্র বলছেন :

'সেই যে আমাদের ত্বরিতস্রোতা আর পোষক (বীর্য) হে জ্যোতির্ময় ত্বষ্টা, অকৃপণ হয়ে তার বাঁধন খুলে দাও যাতে বীর কর্মণ্য সুদক্ষ সোমকামী (পুরুষ) জন্মায়, যে দেবকাম [৪৩৪]।' নিখিলের রূপকৃৎ যিনি, অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মুক্তধারা হয়ে তিনি ছলকে উঠুন আমাদের মধ্যে, তাঁর যে-শক্তি আধারকে পুষ্ট করে এসেছে এতকাল তার খবস্রে তাকে মুক্তি দিন সেই-ধারা হতে জন্ম নিক সেই বীর সাধক, যে কর্মকুশল, যার সংকল্প অবন্ধ্য, যে সোমযাগের রহস্য জানে, পরমদেবতাকে পাবার অভীপ্সা যার মধ্যে অনির্বাণ।

আপ্রীসূক্তের দশম দেবতা **বনস্পতি**। যাস্ক ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন, 'বনদের যিনি রক্ষা করেন পালন করেন [৪৩৫]।' বনের সঙ্গে কামনা বা আকূতির যোগ ধরে নিয়ে বনস্পতির রাহস্যিক অর্থ হয়, 'যা উচ্ছ্রিত অভীপ্সার নায়ক' শাকপূণির মতে বনস্পতি 'অগ্নি'।[1] অধ্যাত্মদৃষ্টি নিয়ে ঐতরেয় বলছেন, 'প্রাণই বনস্পতি'।[2] দুটি ভাব মিলিয়ে পাই, বনস্পতি প্রাণের আগুন, মর্ত্যচেতনার জড়ত্বের 'উদ্‌ভেদ' করে যা সহস্রশিখায় লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের দিকে এই এক আশ্চর্য কবিদৃষ্টি। বনস্পতিকে ঋষি দেখছেন যেন পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে অজর সবুজ প্রাণের সহস্রশাখ একটি মহিমা, সোনার আলোয় ঝলমল করছে।[3] বনস্পতি যে প্রাণের প্রতীক, তা বোঝাতে মাধ্যন্দিনসংহিতার একজায়গায় তাকে বলা হয়েছে 'অশ্ব'।[4]

কিন্তু দেবতা বনস্পতি শুধু অগ্নিই নন, তিনি সোমও। শতপথব্রাহ্মণে পাই, 'সোমো বৈ বনস্পতিঃ' [৪৩৬]। এই উক্তির সমর্থন আছে ঋক্‌সংহিতায় সোমকে একজায়গায় বলা হচ্ছে 'প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ',[1] আরেকজায়গায় 'নিত্যস্তোত্রো বনস্পতিঃ'[2] সাধকের চেতনায় প্রাণের ধারা যখন উজান বয়, তখন বনস্পতি অগ্নি;

---

[৪৩৩] মা. ২১।২০, ২৮।৩২।

[৪৩৪] ঋ তন্ নস্ তুরীপম্ অধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্ বি ররাণঃ স্যস্ব, যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ৩।৪।৯। **তুরীপম্**-[দ্র ১।১৪২।১০, ... তুর্, ত্বর্ 'তাড়াতাড়ি করা' + ... অপ্ 'বয়ে চলা' তু অন্তরীপ, প্রতীপ অনূপ ইত্যাদি। ত্বরস্রোতা। স্যস্ব 'খুলে' (...) 'কর্মণ্যঃ' তু ১।৯১।২০ কর্মের পারিভাষিক অর্থ দেবোদ্দিষ্ট কর্ম 'যুক্তগ্রাবা' সোম ছেঁচবার পাথরদের যে জুড়েছে, সোমাভিষবকারী, সোমযাজী। 'দেবকামঃ'-তু য উশতা মনসা সোমম্ অস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি ১০।১৬০।৩। উত্তম আত্মনিবেদনের সুন্দর ছবি।

[৪৩৫] নি বনানাং পাতা বা পালয়িতা বা ৮।৩ দ্র টীম্ ২২৪। [1]নি ৮।১৮। [2]ঐব্রা. ২।৪, ১০। [3]ঋ. ৯।৫।১০ টী. ৮৯[1]। [4]মা. ২৯।১০।

[৪৩৬] শ. ৩।৮।৩।৩৩। [1]ঋ. ১।৯১।৬। [2]৯।১২।৭।

সিদ্ধচেতনায় সেই প্রাণই আবার যখন দিব্যভূমি হতে সহস্রধারায় নেমে আসে, বনস্পতি তখন সোম।

ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থের বর্ণনায় বনস্পতির আরেক পরিচয় পাই। কঠোপনিষদে আছে, 'এই অশ্বত্থই শুক্রজ্যোতি, তা-ই ব্রহ্ম ; তাকেই বলে অমৃত, তারই আশ্রিত সর্বলোক, তাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না [৪৩৭]।' ঋক্‌সংহিতাতেই এই ব্রহ্ম-বৃক্ষের উদ্দেশ পাই। সেখানকার বর্ণনা , 'বোধহীন (শূন্যতায়) রাজা বরুণ বৃক্ষের ঊর্ধ্বপুঞ্জকে (স্থান) দিয়েছেন পূতসঙ্কল্প হয়ে। তারা নীচের দিকে নেমে এসেছে, যাদের বোধটি রয়েছে উপরে আমাদেরই মধ্যে যাতে নিহিত থাকতে পারে চিতি (-রশ্মিরা)।'[১] একজায়গায় একে বলা হয়েছে 'সুপলাশ বৃক্ষ', যার তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোমপান করছেন।[২] আরেকজায়গার বর্ণনা হতে মনে হয়, এটি একটি জ্যোতির্ময় পিপ্পল গাছ।[৩] শৌনকসংহিতায় এক 'দেবসদন অশ্বত্থ' বৃক্ষের কথা আছে যার অবস্থান তৃতীয় দ্যুলোকে, তাতে অমৃতের দর্শন হয়।[৪] ঋক্‌সংহিতার মূল বর্ণনার অনুসরণে বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর এক নাম 'বারুণো বৃক্ষঃ'। গোভিলগৃহ্য-সূত্রে বারুণবৃক্ষ বা ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বত্থ নয়, 'ন্যগ্রোধ' বা বটগাছ, যার ঝুরি নীচের দিকে নামে।[৫] ঋক্‌সংহিতায় অশ্বত্থও দিব্যবৃক্ষ।[৬] বিষ্ণুসহস্রনামে ন্যগ্রোধ উদুম্বর এবং অশ্বত্থ এই তিনটি নাম পাশাপাশি পাওয়া যায়।[৭]

ব্রহ্মবৃক্ষের পিপ্পল বা অশ্বত্থরূপই মনে হয় প্রাচীনতম কল্পনা, তা-ই আদিম বনস্পতি। বনস্পতি যখন অগ্নি, তখন তার মূল থাকবে নীচে, আর ডালপালা ছড়াবে উপরের দিকে। কিন্তু ব্রহ্মবৃক্ষের মূল উপরের দিকে, ডালপালা নেমে এসেছে নীচের দিকে। এ-বর্ণনা সন্ধাভাষায় সোমাত্মক বৃক্ষের বর্ণনা। এক ন্যগ্রোধ বা বটগাছেই দেখা যায়, ডাল যেমন উপরের দিকে ছড়ায়, ঝুরিও তেমনি নীচের দিকে নামে, অর্থাৎ বৈদিক ভাবনানুযায়ী গাছটি অগ্নিসোমাত্মক। বারুণ-বৃক্ষ এইজন্য অশ্বত্থ ছেড়ে ন্যগ্রোধ হয়েছে কিনা বিবেচ্য। গীতায় যে-সংসারবৃক্ষের বর্ণনা আছে [৪৩৮], তার নাম অশ্বত্থ। কিন্তু বলা হচ্ছে, তার শাখা উপরে নীচে দুদিকেই গিয়েছে। মনে হয়, এখানে ন্যগ্রোধকল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের বোধিদ্রুম কিন্তু ন্যগ্রোধ। এই 'ন্যগ্রোধ' আর ঋক্‌সংহিতার 'নৈচাশাখ' সগোত্র।[১] বেদের ঋষি নৈচাশাখের প্রতি প্রসন্ন নন, এটি লক্ষণীয়। তার মধ্যে ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থার আবহমান বিরোধের আভাস পাওয়া যায়।

[৪৩৭] ক. ঊর্ধ্বমূলো ঽবাক্‌শাখ এষো ঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ, তদ্ এব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদ্ এবামৃতম্ উচ্যতে ২.৩।১। [১]ঋ অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ, নীচীনাঃ স্থুর্ উপরি বুধ্ন এষাম্ অস্মে অন্তর্ নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ১।২৪।৭। মহাশূন্য 'অবুধ্ন'—যেন অপ্রকেত নীলাকাশ। তারই মধ্যে ওলটানো গাছের মূল একটা থোপনার মত। তা-ই হল 'বুধ্ন' যেন ওই আকাশে সৌরমণ্ডল সেখান থেকে রশ্মিরা নীচের দিকে নেমে এসেছে (তু ১০।১৮৯।২; শব্রা ২ ৩ ৩ ৭)। এটি সোমবৃক্ষের বর্ণনা। বরুণের সঙ্গে সোমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। [২]ঋ যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ ১০ ১৩৫।১।দ্র বেমী প ১০ .। [৩]৫।৫৪।১২ টী ১৫৭০, তু ১.১৬৪।২২ টী ২৪৬। [৪]শৌ অশ্বত্থো দেবসদনস্ তৃতীযস্যাম্ ইতো দিবি ৫।৪।৩ (–৬।৯৫ ১, ১৯ ৩৯।৬)। [৫]গোভিলগৃ ৪।৭।২০ । [৬]তু ঋ ১।১৩৫।৮, ১০।৯৭।৫। [৭]মহা. অনুশাসন ১৪৯।১০১।
[৪৩৮] গী. ১৫।১-৩। ঋর 'স্তূপ' কি শাখাও? [১]ঋ ৩.৫৩।১৪ টী ৬২০।

যেমন ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষ, তেমনি আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহবৃক্ষ। ঋক্‌সংহিতায় এ-ভাবনার মূলে আছে সেখানে পাই, একই গাছকে জড়িয়ে আছে দুটি পাখি: তাদের একটি পিপ্পলাদ, আরেকটি অভোক্তা দ্রষ্টা মাত্র। গাছটি পিপ্পল [৪৩৯]। বৌদ্ধ চর্যাপদের 'কাআ তরুবর' স্মরণীয়। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হাত-পা নিয়ে মানুষের দেহ একটি ওলটানো গাছের মত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেহ-বৃক্ষের স্বরূপ ফোটে নাড়ীজালে। মূর্ধা বা মস্তিষ্ক তার ঊর্ধ্বমূলে, সেইখান থেকে নাড়ীর শাখা প্রশাখা নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ঊর্ধ্বমূল থেকে সোমের ধারা নেমে এসে আধারকে প্লাবিত করে। অথচ সে সময় মেরুদণ্ড বেয়ে একটা অগ্নিস্রোত উপর দিকেও উঠতে থাকে। অর্থাৎ দুটি বনস্পতির অগ্নিসোমাত্মক অন্যোন্যসঙ্গমের অনুভব চেতনায় একসঙ্গে ফোটে। বনস্পতির ভাবনাপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

বনস্পতিকে শাকপূণি বলেন 'অগ্নি', আর যাজ্ঞিকের দৃষ্টি নিয়ে কাত্থক্য বলেন 'যূপ' [৪৪০]। যূপ অগ্নিরই উচ্ছ্রিত রূপ। এই ভাবনা সূচিত হয়েছে ঋক্‌সংহিতার যূপসূক্তে তাকে প্রকারান্তরে 'দ্রবিণোদা' বলে বর্ণনা করায়।[১] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যজমান যখন যূপের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন,[২] তখন সে তাঁর মেরুদণ্ড। এই যূপে বেঁধে পশুদের 'সংজ্ঞপন' করা হয়, অর্থাৎ তাদের অল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওয়া হয়।[৩] পশু বা প্রাণচেতনা তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে প'ড়ে উত্তীর্ণ হয় 'পরম সধস্থে' বা সর্বদেবায়তন পরমব্যোমে।[৪] যে যূপের মাধ্যমে এইটি ঘটে, সে তখন 'শতবল্শ বা শতশাখ বনস্পতি'- ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণাগ্নির মূর্ত বিগ্রহ, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও 'সহস্রবল্শ'।[৫]

ঋক্‌সংহিতায় বনস্পতি সাধারণভাবে গাছকে বুঝিয়েছে অনেকজায়গায় [৪৪১]। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে অগ্নি বা দিব্যবৃক্ষের ব্যঞ্জনা

[৪৩৯] শ. ১।১৬৪।২০ টী. ২৪৬; তু. ২২ টী. ঐ।

[৪৪০] নি ৮।১৮। [১] ঋ অঞ্জন্তি ত্বাম্ অধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন, যদ্ ঊর্ধ্বস্ তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্ বা ক্ষয়ো (নিবাস) মাতুর অস্যা (পৃথিবীর) উপস্থে ৩।৮।১। বস্তুত আজ্যের দ্বারা অঞ্জন বা যূপের গায়ে ঘি মাখানো হল বিধি কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে 'দৈব্য মধু'। তাতে অগ্নি-সোমের ধ্বনি আসছে। আবার ব্রাহ্মণে যূপ আদিত্য (তু ঐ অসৌ বা অস্য [অগ্নিহোত্রস্য কর্তুঃ] আদিত্যো যূপঃ ৫।২৮; তৈ ২।১।৫।২)—অগ্নিস্তম্ভের লক্ষ্য। দ্র টী ২২৭। [২] তু ঐব্রা যজমানো বৈ যূপঃ ২।৩, তৈব্রা ১।৩।৭।৩, ৩।৯।৫।২; শ. ৩।৭।১।১১। আসীন যজমান উচ্ছ্রিত যূপের মত। তার মূর্ধার উপরে আদিত্য, মধুময় আজ্যের অঞ্জনে দেহ যোগাগ্নিময় নাড়ীতে নাড়ীতে অগ্নিস্রোত। [৩] তু ঋ ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদ্ এষি পথিভিঃ সুগেভিঃ ১।১৬২।২১। [৪] তু উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থম্ ১।১৬৩।১৩; তু অশ্বমেধের অশ্ব বিশ্বব্যাপ্ত বৃ ১।১।১। [৫] ঋ বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম ৩।৮।১১। তু দ্রবিণোদাঃ—বনস্পতি ২।৩৭।৩, আবার যূপও বনস্পতি ৩।৮।১, ৩, ৬, ১১; অতএব যূপও দ্রবিণোদাঃ।

[৪৪১] ঋ ১।৩৯।৫, ১৬৬।৫, ৫।৭।৪, ৬।৪৮।১৭, ৮।৯।৫, ২০।৫, ১০।৬০।৯, ৬৫।১১। [১] ১।৯০।৮, ১৫৭।৫, ৩।৩৪।১০, ৫।৪১।৮, ৪২।১৬, ৮৪।৩, ৬।১৫।২, ৪৭।২৭, ৭।৩৪।২৩, ৮।২৩।২৫, ২৭।২, ৫৪।৪, ১০।৬৪।৮। [২] ১।২৮।৬, ৮; তু শত্রা যোনির্ উলূখলং শিশ্নং মুসলম্ ৭।৫।১।৩৮। [৩] ঋ ৫।৭৮।৫-৬। [৪] বি জিহীষ্ব (ফাঁক হয়ে যাও) বনস্পতে যোনিঃ সূষ্যন্ত্যা (প্রসূতির) ইব, শ্রুতং মে অশ্বিনা হবং সপ্তবধ্রিং চ মুঞ্চতম্ ৫। অনুক্রমণিকায় এই থেকে 'গর্ভস্রাবিণ্যুপনিষৎ'। এই বিনিয়োগ পরবর্তী।

জড়িয়ে আছে।[1] একজায়গায় রাহসিক অর্থে উলূখল-মুসলকে বলা হয়েছে বনস্পতি।[2] আরেকজায়গায় বনস্পতির বিস্ফারণে 'সপ্তবধ্রি'র মুক্তির কথা আছে।[3] সপ্তবধ্রি অবিদ্যোপহত পুরুষ। এইসঙ্গে ব্যবহৃত উপমা হতে মনে হয়, এটি নাড়ীর মুখ খুলে যাওয়ার বর্ণনা।[4]

আপ্রীসূক্তের বনস্পতিতে অগ্নি এবং সোম দুয়েরই ব্যঞ্জনা আছে। আবার সূক্তগুলির বিনিয়োগ পশুযাগে, তাই যূপের প্রসঙ্গও তাতে এসেছে। অনেকজায়গায় তাঁকে স্পষ্টত অগ্নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৪৪২]। এঁর বেলায় বিশেষ করে ঝরানো অর্থে 'অবসৃজ্' ধাতুর ব্যবহার অগ্নির সঙ্গে সোমসম্পর্ক সূচিত করছে। হব্যকে তিনি স্বাদু করেন, বারবার এই উক্তিও তাঁর নন্দনস্বভাবের ইঙ্গিত করে সোমসম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে।[1] আবার, তিনি যখন 'শমিতা',[2] তখন যূপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। বৃক্ষরূপে তিনি সহস্রশাখ, হিরণ্ময় এবং হিরণ্যপর্ণ।[3]

এলাম দিব্যভাবনার দশম পর্বে। সম্বুদ্ধ সিদ্ধচেতনা এখানে বনস্পতির মত। যেমন তার মধ্যে পৃথিবীর রসের সঞ্চয় অগ্নিস্রোত হয়ে উজান বইছে, তেমনি দ্যুলোকের সোম্য আনন্দধারা নিরন্ত নির্ঝরে ঝরে পড়ছে। উজান-ভাটার এই দুটি ধারার মাঝে 'দৈব্য শমিতা'র প্রজ্ঞান- যা জানে দেবতার জন্মরহস্য, জানে তাঁদের গুহ্যনাম [৪৪৩]। এই প্রশমকে লক্ষ্য করেই মাধ্যন্দিনসংহিতা বললেন, এইবার ছন্দ হল 'ককুভ্', যা ব্যাপ্তি এবং তুঙ্গতা দুইই বোঝায়; আর ধেনুটি হয়ে গেল 'বশা' বা বন্ধ্যা, অথবা 'বেহৎ' যার গর্ভ হলেও গর্ভ থাকে না। সত্তার গভীরে এইটি নিস্তরঙ্গ প্রশমের অবস্থা। অথচ চেতনা তখন পরিব্যাপ্ত এবং উত্তুঙ্গ, বিসৃষ্টির আনন্দে নিত্যনির্ঝরিত। বিশ্বামিত্র বললেন :

'হে বনস্পতি, ঝরিয়ে দাও এই আধারে দেবতাদের। যে অগ্নি (প্রাণের) প্রশমিতা, (আমার) হবিকে স্বাদু করুন তিনি। তিনিই তো হোতা সত্যতর, (আমার) যজ্ঞ তিনি (তেমনি) করুন, যেমন দেবতাদের জন্ম তাঁর জানা আছে [৪৪৪]।' হে দিব্যকামনার

[৪৪২] ঋ. ১।১৪৮।১০, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা ২৭।২১, ২৯।৩৫। [1]ঋ ১।১৩।১১, ১৪২।১১, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা ২৭।২১, ২৯।৩৫। ঋ ১।১৪২।১১, ১৮৮।১০, ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।৭০।১০, ১০।১১০।১০ মা ২০।৪৫, ২৭।২১, ২৮।১০, ৩৩, ২৯।৩৫, মৈ ১১ (তু ঋ র 'সুপর্ণ' যিনি 'পিপ্পলং স্বাদ্ব্ অত্তি' ১।১৬৪।২০; ক মধ্বদ জীবাত্মা ২।১।৫। [2]ঋ ২।৩।১০, ৩।৪।১০, ১০।১১০।১০; মা ২০।৪৫, ৬৫, ২১।২১, ৩৯, ২৭।২১, ২৮।১০, ৩৩, ২৯।৩৫, মৈ ১১। [3]ঋ ৯।৫।১০; মা. ২৮।৩৩।

[৪৪৩] ঋ ৩।৪।১০ যত্র বেত্থ বনস্পতে দেবানাং গুহ্যা নামানি, তত্র হব্যানি, গাময় ৫।৫।১০ (সোমও তা-ই করেন ৯।৯৫।২)।

[৪৪৪] ঋ. বনস্পতে হব সৃজোপ দেবান্ অগ্নির্ হবিঃ শমিতা সূদয়াতি, সেদ্ উ হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ৩।৪।১০। **শমিতা** [< √ শম্ 'উপশান্ত করা'; দ্র টী ২৬৮[1]] শমিতা পশুঘাতক। পশুর গলায় ফাঁস দিয়ে দম আটকে তাকে বলি দেওয়া হত। ব্যাপারটা প্রাণের প্রশমনের অনুকরণ। একে বলা হত 'সংজ্ঞপন'। বাইরের শমিতা মানুষ, কিন্তু ভিতরের শমিতা অগ্নি বা অভীপ্সা। **সূদয়াতি** [< √ সূদ্ ॥ স্বদ্ ॥ *স্বন্দ্ 'সুস্বাদু করা, রোচক করা', তু. Gk *hedus*, Lat *suavis*, Goth *suts*, Eng *sweet*। অগ্নির সঙ্গে ধাতুটির বিশেষ যোগ, তু ঋ ৪।৪।১৪, ১।৭১।৮, ৭।১৬।৯] লৌকিক অগ্নি অপক্বকে পক্ব অতএব সুস্বাদু করে। দিব্য অগ্নি তেমনি তাঁর তেজস্বারা আধারকে দগ্ধ ও নির্মল ক'রে রূপান্তরিত করেন। উপনিষদের ভাষায় শরীর তখন যোগাগ্নিময় (শ্বে. ২।১২)। আহুতি আমারই

ঊর্ধ্বশিখা, আমার প্রাণের সমস্ত প্রবৃত্তি উৎসর্গ করেছি তোমার কাছে। তুমি তাদের প্রশান্ত কর, দেবভোগ্য কর। সেই প্রশান্ত চিন্ময় প্রাণের প'রে নামিয়ে আন বিশ্ব-দেবতার চিৎশক্তির মন্ত্রধারা। আমি নয়, তুমিই তাঁর সত্য হোতা। তুমিই জান, উৎসর্গের ভাবনা সত্য হবে কেমন করে, কি করে এই আধারে বিশ্বচেতনার অবন্ধ্যা দীপ্তি বিচিত্র হয়ে ঝলসে উঠবে।

আপ্রীসূক্তের একাদশ বা শেষ দেবতা 'স্বাহাকৃতয়ঃ'। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কোন্ দেবতারা স্বাহাকৃতি?' উত্তরে বলা হচ্ছে, 'বিশ্বদেবতারা' [৪৪৫]। আবার অন্যত্র পাই, 'স্বাহাকৃতিরা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ তাঁদের মধ্যেই যজ্ঞের অবসান এবং অবিকল পূর্ণতা।[১] 'স্বাহা'র অর্থ আবাহন এবং আত্মোৎসর্গ দুইই।[২]

শেষ প্রযাজে বিশ্বদেবতারই আবাহন [৪৪৬]। তবুও বিশেষ করে ইন্দ্রের আবাহন অনেক মন্ত্রেই পাওয়া যায়।[১] ইন্দ্র ছাড়া বিশেষ উল্লেখ আছে বরুণের, যিনি অব্যক্ত আনন্ত্যের দেবতা।[২] তাছাড়া অদিতি বায়ু মরুদ্‌গণ বৃহস্পতি সূর্য ও সোমেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু আপ্রীদেবতারা সবাই অগ্নির রূপ, এই গোড়ার কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে। যজমানের অভীপ্সার আগুনই বিশ্বদেবতাকে আধারে বয়ে আনছে, এ-ভাব প্রত্যেক মন্ত্রে আছে। এই অগ্নির সম্পর্কে বিশেষ করে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে—'পুরোগাঃ' বা সবার আগে চলেছেন যিনি, এবং 'সদ্যোজাতঃ'।[৩] প্রজাপতির তপঃশক্তিতে তিনি সংবর্ধিত, একথাও একজায়গায় আছে।[৪] হিরণ্যগর্ভের তপঃশক্তি তাঁর সত্যসংকল্প এবং আমাদের অভীপ্সা হয়ে সহসা জ্বলে ওঠে এবং বিশ্বচেতনার আবেশ নামিয়ে আনে আধারে, বিশেষণগুলিতে এই সত্যের ব্যঞ্জনা আছে।

আপ্রীসূক্তের দেবতা বিশ্বচেতন অগ্নি, স্বাহা আহুতির মন্ত্র। তাঁকে কি আহুতি দেব? হব্য এবং সূক্ত দুইই [৪৪৭]। হব্য দ্রব্যযজ্ঞের উপকরণ, সূক্ত জ্ঞানযজ্ঞের।[১] স্বাহাকৃতিদের হব্য কি? আগেই বলেছি,[২] পশুযাগের দশটি প্রযাজদেবতার বেলায় হব্য আজ্য, কেবল এই শেষের যাগেই হব্য হল পশুর 'বপা' বা নাভির পাশের মেদ এবং অশরীরত্বের দ্যোতক বলে বপাহুতি একটি অমৃতাহুতি। বপা রেতের মতই শরীরের মধ্যে শুভ্র অশরীর চিদ্‌বীজ। এই বপাকে পাঁচভাগে আহুতি দিতে হবে,

---

আত্মাহুতি, আমার দেহ-প্রাণ-মনের আহুতি। প্রশমের দ্বারা অগ্নি তাদের মধ্যে দিব্য আনন্দের আবির্ভাব ঘটাবেন।

[৪৪৫] ঐব্রা. 'কা দেবতাঃ স্বাহাকৃতয়ঃ? বিশ্বে দেবা ইতি' ২।১২। সমস্ত দেবতাই একের বিভূতি—এইদিকে দৃষ্টি রেখে 'বিশ্বে দেবাঃ' বলতে বুঝব বিশ্বদেবতা অথবা বিশ্বদেবগণ। [১]ঐব্রা. ২।৪। দ্র. তত্র সা.। [২]দ্র. টী. ৪৪৯।

[৪৪৬] দ্র. ঋ. ১।১৩।১২*, ৩।৪।১১*, ৫।৫।১১*, ৭।২।১১*, ১০।৭০।১১*, ১০।১১০।১১; মা. ২০।৪৬*, ২৭।২২*; শৌ. ৫।২৭।১২*। [১]তারকাচিহ্নিত ছাড়াও ঋ. ১।১৪২।১৩, ৯।৫।১১; মা. ২০।৬৬, ২১।৪০, ২৮।১১, ৩৪। [২]ঋ. ৫।৫।১১, ১০।৭০।১১; মা. ২১।২২, ৪০, ২৮।৩৪। [৩]ঋ. ১।১৮৮।১১, ১০।১১০।১১; মা. ২৯।১১। [৪]ঋ. ১০।১১০।১১। [৫]মা. ২৯।১১।

[৪৪৭] দ্র. মা. ২৮।১১, মৈ. ১৩। [১]দেবতারা কেউ হবির্ভাক্, কেউ-বা সূক্তভাক্; কেউ আবার দুইই (নি. ৭।১৩)। [২]দ্র. টীম্. ৩৪৫। [৩]ঐব্রা. ২।১৪। তু. শ. মজ্জানো জ্যোতিঃ ১০।২।৬।১৮।

কেননা পুরুষ স্বয়ং 'পাংক্ত' বা পঞ্চপর্বা—লোম ত্বক্ মাংস অস্থি এবং মজ্জা এই পাঁচটি তার উপাদান। পশুর বপা তার সত্তার নিগূঢ় ধাতু মজ্জার স্থানভুক্ত। বপাহুতি তাই দেবজন্মের জন্য যজমানের আত্মসত্তার নিগূঢ় ধাতুকে আহুতি দেওয়া।°

ব্রাহ্মণের বিবৃতি হতে পশুযাগের তাৎপর্য বোঝা যায়। পশু প্রাণের প্রতীক। তাই পশুযাগ হল অন্নপ্রাণময় আধারকে হিরণ্যজ্যোতির্ময় করবার সাধনা। আধার যদি যজ্ঞের বেদিস্বরূপ হয়, তাহলে তার মধ্যভাগ নাভি হল অগ্নিস্থান দেবযোনি বা চিৎকুন্ড। এইখানে আবার আছে বপা বা চিদ্‌বীজ। এই বীজকে অগ্নিতে নিষিক্ত করতে হবে। যোগে নিষেকের রীতি হল একধরনের মুদ্রাসাধন। তাতে শারীরবোধের গতি হয় অন্তরাবৃত্ত—লোম হতে ক্রমে মজ্জার দিকে। মজ্জাতে যখন বোধ জাগ্রত হয়, তখন শুভ্র অশরীর অগ্নিস্রোত ঊর্ধ্বমুখ হয়। সাধক এই শরীরেই হিরণ্ময় পুরুষের সাযুজ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণে সংকেতিত এই সাধনার প্রচার আছে উপনিষদে এবং তন্ত্রে।

এলাম দিব্যভাবনার একাদশ পর্বে, দেবতার সঙ্গে যজমানের সাযুজ্যে যেখানে অধ্যাত্মসিদ্ধির পূর্ণতা। যে হিরণ্য-গর্ভ বা চিদ্‌বীজ তাঁর মধ্যে অন্তর্গূঢ় ছিল, তা তাঁরই অভীপ্সার অগ্নিতে নিষিক্ত হয়ে গড়ল তাঁর হিরণ্যশরীর। এই আধারেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিশ্বচেতনার উল্লাস। তাঁর লোকোত্তরের মহাকাশে ফুটল অদিতি-বরুণের রহস্যনিথর স্তব্ধতা, তারই বুকে জাগল সূর্য-সোমের যুগনদ্ধ চিন্ময় দীপ্তি আর সবিতার প্রচোদনা, দ্যুলোকের উপান্তে মন্দ্রিত হল গোত্রভিৎ ইন্দ্র-বৃহস্পতির বজ্রনির্ঘোষ, অন্তরিক্ষে বইল মরুদ্‌গণ আর বায়ুর অনিরুদ্ধ প্রাণের প্লাবন, আর পৃথিবীতে বিকীর্ণ হল সদ্যোজাত অগ্নির প্রচ্ছটা [৪৪৮]। যজমান তখন বিশ্বরূপ। এই তাঁর দেবতাতি আর সর্বতাতি—দেবতা হয়ে সব হওয়া। বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে শুনেছি :

'এস হে অগ্নি সমিদ্ধ হতে-হতে এই আধারে—ইন্দ্রকে নিয়ে আর ত্বরিতগতি বিশ্বদেবগণকে নিয়ে একই রথে। আমাদের (প্রাণের) বর্হিতে আসীন হ'ন অদিতি সুপুত্রদের নিয়ে। স্বাহা। বিশ্বদেবতা মৃত্যুহীন হয়ে মেতে উঠুন মাতিয়ে তুলুন (আমায়) [৪৪৯]'—আমার আকূতিতে তোমায় জ্বালিয়ে তুলেছি, হে তপোদেবতা।

---

[৪৪৮] তু. ঋ. ৩।৪।১১, ৫।৫।১১, ৭।২।১১, ৯।৫।১১, ১০।৭০।১১, ১১০।১১; মা. ২১।২২, ৪০, ২৯।৩৬।

[৪৪৯] ঋ. আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙ্ ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ, বর্হির্ ন আস্তাম্ অদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ৩।৪।১১। 'তুরেভিঃ' < √ তৃ, 'অভিভূত করা' বা √ ত্বর্ 'ছুটে চলা'। **স্বাহা**—নিঘ.তে স্বাহা 'বাক্' (১।১১)। নি. স্বাহেত্যে এতৎ সু আহ ইতি বা, স্বা বাগ্ আহ ইতি বা, স্বং প্রাহ ইতি বা, স্বাহুতং হবির্ জুহোতী.তি বা ৮।২১। স্বাহা 'বাক্' বা একটি বিশিষ্ট মন্ত্র। নিরুক্তব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পে দুর্গ ব্রাহ্মণের বৃা. উদ্ধার করছেন : 'তং স্বা বাগ্ অভ্যবদৎ, জুহুধী.তি। তৎ স্বাহাকারস্য জন্ম।' এই ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, স্বাহা উৎসর্গের মন্ত্র। কিন্তু শব্দটির বৃা.তে √ হু ঠিকমত লাগে না। 'স্বাহা' আর 'স্বধা' যদি জোড়া মন্ত্র হয় (তু. ঋ. যাংশ্ চ দেবা বাবৃধুর্ যে চ দেবান্ত্ স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ১০।১৪।৩), তাহলে স্বধার মত স্বাহারও বিশ্লেষণ হবে 'স্ব+আহা'। গত্যর্থক √ হা আছে, 'আ'-যোগে তা বোঝাবে আগমন। স্বাহার আরেকটি অর্থ তাহলে হতে পারে, 'আপনি আসা', যেমন স্বধা 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'। মন্ত্রের আরেকটি তাৎপর্য তখন আবাহন : 'তুমি আপনি এস, কেননা তুমি "সুহব"।' আবার আবাহনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যর্থনা। তাথেকে 'সু+আহা' এই বিশ্লেষণও

এইবার এ-আধার দীপ্ত কর তোমার জ্বালার মালায়। তুমি এলেই আসবে বজ্রের দীপ্তি, নিমেষের মধ্যে চিৎশক্তিরা ফুটে উঠবে সহস্রদল সুষমায়। এই যে ভূমানন্দময় প্রাণের আসন বিছিয়ে দিয়েছি অদিতির তরে, তাঁর দিব্যবিভূতির কল্যাণময় আবির্ভাব হ'ক আমাদের মধ্যে। এসো, এসো হে দেবতা—আমার সব যে তোমায় দিলাম। এইবার মৃত্যুজিৎ চিৎশক্তির পুঞ্জদ্যুতি আনন্দ উছলে উঠুক আমার মধ্যে।

আপ্রীসূক্তগুলির মধ্যে যে ভাবনা ও সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে, এইবার তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যাক।

পশুযাগ দ্রব্যযজ্ঞ, কিন্তু তার ভিত্তি জ্ঞানযজ্ঞে। যে-কোনও ক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভাব। আগে ভাব, তারপর তার অনুযায়ী ক্রিয়া। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে যে-ক্রিয়াতে, তার দুটি রূপ—একটি বাচিক কবিকৃতি, আরেকটি আঙ্গিক অনুষ্ঠান। প্রাচীন পরিভাষায় একটির পরিণাম সূক্তপ্রবচনে, আরেকটির যজ্ঞে—যার মুখ্য অংগ হল হব্যের আহুতি। দেবতারা কেউ সূক্তভাক্, কেউ হবির্ভাক্ —আবার কখনও-বা দুই-ই।

যজ্ঞানুষ্ঠান হল বাইরের সাধনা, আর মন্ত্রভাবনা ভিতরের সাধনা। মন্ত্রের বিনিয়োগ দুটিতেই হয়। অর্থজ্ঞান দুয়ের পক্ষেই আবশ্যক। তাহলে উভয়ক্ষেত্রেই ভাবনা বা জ্ঞানযোগ প্রধান। এবং তা সর্বজনীনও বটে। বিশেষ-কোনও অনুষ্ঠানের অধিকার নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু ভাবনার অধিকার সবারই আছে। এ-ব্যবস্থা চিরকালের। দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ পুরোহিত ডাকতে হয়, কিন্তু দেবীর ভাবনার জন্য কাউকে ডাকতে হয় না। পশুযাগের বেলাতেও তা-ই হবে। বাহ্যযাগ আনুষ্ঠানিক, তার জন্য তোড়জোড় চাই, খুঁটিয়ে তার বিধি-নিষেধ পালন করা চাই। অন্তর্যাগের পথ সোজা, তা সবার জন্যই খোলা।

পশুযাগ অতিপ্রাচীন এবং সর্বজনীন—বৈদিক সাধনার একটি মূলস্তম্ভ। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট ঋষিকুলেরই আপ্রীসূক্ত আছে। তাদের মধ্যে দেবতাবিন্যাসের ক্রম একই। সুতরাং সুপ্রাচীনকাল হতেই বৈদিক সমাজে এই উপলক্ষ্যে যে একটি বিশিষ্ট সাধনপন্থা সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত, তা বেশ বোঝা যায়।

এই সাধনার লক্ষ্য প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন। পশু প্রাণের প্রতীক। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রাণ নাড়ীসঞ্চারী। দেহের নাড়ীতন্ত্রকে আশ্রয় করে অগ্নিশক্তির সাহায্যে প্রাণকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা যায়। তা-ই হল পশুযাগের অধ্যাত্মরূপ।

প্রাণের উজান বওয়ার এগারটি পর্বের বর্ণনা আছে আপ্রীসূক্তগুলিতে। সংক্ষেপে তাদের পুনরুল্লেখ করছি। সর্বত্রই বুঝতে হবে, এই প্রাণের স্রোত শরীরে স্পষ্ট অনুভূত তরল অগ্নির স্রোত। দেবতা সর্বত্রই অগ্নি অর্থাৎ সাধকের শ্রদ্ধাপূত আধারে অভীপ্সার শিখা। আর এই সাধনার মুখ্য আলম্বন হল মন্ত্র বা মননের বীর্য।

হতে পারে, অর্থ 'তোমার আগমন সুমঙ্গল'। আবাহন, অভ্যর্থনা, উৎসর্গ—তিনটি ভাবনা ওতপ্রোত। ...'স্বাহা' দেবগণের মন্ত্র, 'স্বধা' পিতৃগণের। সূচিত করে দুটি পথ—একটি আত্মোৎসর্গের, আরেকটি আত্মপ্রতিষ্ঠার। একটিতে দেবতা নেমে আসছেন মানুষের মধ্যে, আরেকটিতে মানুষ উঠে যাচ্ছে দেবতার দিকে।

প্রথমে অগ্নিসমিন্ধন বা আধারে সর্বতোদীপ্ত একটা তাপের সৃষ্টি করতে হবে। আধারে তাপ আছেই; ধী বা একাগ্র মননের ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়। তারপর সেই উদ্দীপ্ত তপোজ্যোতির পরিমণ্ডলে অনুভব করতে হবে নক্ষত্রবিন্দুর মত চিৎসত্ত্বের একটি ভ্রূণ। সেই বিন্দুচেতনা হতে একটি ঊর্ধ্বমুখী শিখার আবির্ভাব হবে। সে-শিখা জ্যোতিরগ্র এষণার সূচীমুখ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে হৃদয়ে, দেবতার আসন পাতা হবে সেইখানে। তখন হার্দজ্যোতির আলোকে দেবযানের পথে দেখা দেবে সাতটি আলোর তোরণ। তারপর সেই আলোর উজানে ভেসে উঠবে অব্যক্তে বিশ্রান্তির কালো ছায়াপথ। তখন আলো ধরে কালোর সন্ধিভূমিতে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যাবে দেবহূতির নিরন্ত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। সে-অনাহতধ্বনির স্পন্দপরিণামে ত্রিভুবনকে অনুভব হবে ত্রিধামূর্তি চিৎশক্তির বিচ্ছুরণরূপে। শক্তি তখন সিদ্ধচিত্তে জাগাবে রূপকৃৎ সিসৃক্ষার বিপুল প্রবেগ। সে-প্রবেগ নিয়ে সিদ্ধচেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীরই বুকে—প্রাণের ঊর্ধ্বস্রোতোবাহী বনস্পতির মত। তারই অন্তরালে বইবে স্বাহাকৃতির ফল্গুধারা, পরম আত্মনিবেদনে দেবতার সঙ্গে মানুষের সাযুজ্যে এইখানেই তার দেবজন্ম সিদ্ধ হবে, ফুটবে তার বিশ্বরূপ।

অগ্নিসমিন্ধনে যার শুরু, স্বাহাকৃতিতে তার সারা। তাইতে প্রাণের তপস্যার পরম উদ্‌যাপন [৪৫০]।

পৃথিবীস্থান দেবতাদের প্রমুখ অগ্নির পরিচয় এইখানে শেষ হল। এবার পৃথিবী আর পৃথিব্যায়তন বস্তুর কথা।

---

[৪৫০] আপ্রীসূক্তগুলির মধ্যে অগ্নিষ্বাত্ত জীবনের আরোহ-অবরোহের ছবিটি অপরূপ হয়ে ফুটেছে। অগ্নির দিব্য বিভাবনাগুলির বিন্যাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। 'সমিদ্ধ' হতে 'বর্হিঃ' পর্যন্ত ব্যক্তিচেতনার উদয়ন। তারপর 'দেবীর দ্বারঃ' হতে 'দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ' পর্যন্ত সেই চেতনার বিশ্বচেতনায় বিস্ফারণ এবং তার ভুবনপরিক্রমা, আর অবশেষে 'ত্বষ্টা' হতে 'স্বাহাকৃতয়ঃ' পর্যন্ত তার শক্তির উল্লাস। অথচ শক্তি সেখানে অনিঃশেষ আত্মসমর্পণের মাধুরীতে কমনীয়া। অগ্নিষ্বাত্ত জীবনের রমণীয়তা এই স্বাহাকৃতিতে—অগ্নায়ীর কান্তোজ্জ্বল চিদ্‌বিলাসে।